শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

২১শ-বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৭৫ { ১ম-সংখ্যা



শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও শ্রীপত্রিকার
প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি মহারাজ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ
কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

একবিংশবর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাব্দ ৪৮২ গোবিন্দ হইতে ৪৮৩ মাধব,
বঙ্গাব্দ ১৩৭৫ ফাল্গুন হইতে ১৩৭৬ মাঘ,
খ্রীষ্টাব্দ ১৯৬৯ মার্চ্চ হইতে ১৯৭০ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

সভাপতি-আচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

প্রকাশক

শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তি-বান্ধব

তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

আচার্য্য ও সভাপতি—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ (সঙ্ঘপতি)

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীযুত রাঘবচৈতন্য ভক্তিতিলক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ, বি. টি., ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত হরিহর ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকরঞ্জন ব্রহ্মচারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী, বি. ই.

পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুত রমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ

পণ্ডিত শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

—(*)—

কার্য্যাধ্যক্ষ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিবান্ধব-কর্ত্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

পোঃ নবদ্বীপ (নদী

একবিংশতি বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১। অপরাধ	৫।১৮০
২। আশ্চর্য্য কি ?	৫।১৮৫
৩। উদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে রথযাত্রা-মহোৎসব—শ্রী	৭।২৭৭
৪। একাদশী-মাহাত্ম্য—শ্রীশ্রী (পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড হইতে অনুদিত) [রমা একাদশী ১।২০, প্রবোধিনী একাদশী ৬।২২৫, কমলা একাদশী ৭।২৬৯, কামদা একাদশী ৮।২৯৩।]	
৫। কর্ম্ম এবং ভক্তির তাৎপর্য্য	১১।৪২৪
৬। কাহার কথা শুনিতে হইবে ?	৪।১৩৯
৭। কেদার-বদ্রী-পরিক্রমায় আহ্বান—শ্রী	২।৭৯
৮। কেশবাষ্টকম্—শ্রী	৩।৯৩
৯। গীতার রহস্য	৩।৯৪
১০। গুরু ছাড়া কিছু ভেবো না (কবিতা)	৭।২৫৩
১১। গুরুপূজায় গুরু-কীর্ত্তন—শ্রী	৩।৯৮
১২। গোপী-প্রেম (কবিতা)	৮।২৮৮
১৩। গোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে ঝুলনযাত্রা—শ্রী	৭।২৮০
১৪। গৌড়ীয়ের একবিংশতি বর্ষ	১।৩৩
১৫। গৌড়ীয়ের নববর্ষ	১।৩৯
১৬। চাতুর্ম্মাস্যব্রত-মাহাত্ম্য	৯।৩৪০
১৭। জগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী .	৬।২৩৭
১৮। জয়তু শ্রীল আচার্য্যদেব (কবিতা)	১।১০
১৯। জাগরণ	১।১৫
২০। জীবের ধর্ম্ম কি ?	১।২৩
২১। তীর্থ-পরিক্রমা-সমীক্ষা	১০।৩৯৭, ১১।৪৩২, ১২।৪৬৯
২২। দশাবতার	১।১৭
২৩। দৃঢ়তা ভগবদ্ভজনের মূল	৭।২৬১
২৪। দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে রথযাত্রা-মহোৎসব (আমন্ত্রণ-পত্র)	৪।১৫৯

২৫। ধর্ম্ম ও নীতি ২।৫২
২৬। নরকাসুর ৪।১৪৩
২৭। পতিতপাবনী গঙ্গা ১১।৪২৬, ১২।৪৬২
২৮। পঞ্চসংস্কার ৭।২৭১
২৯। পশ্চিমোত্তর ভারতের তীর্থ-দর্শন (আহ্বান) ৬।২৩৯
৩০। পরলোকে শ্রীমতী মহালক্ষ্মী দেবী ২।৬৬
৩১। পিছলদা গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব—শ্রী ৬।২৩৭
৩২। পূজা ৪।১৫১, ৮।৩১৩
৩৩। পুণ্যক-ব্রত ৭।২৭৪, ৮।২৯৭
৩৪। প্রকাশকের অভিলাপ ৫।১৮৯
৩৫। প্রশ্নোত্তর—[আত্মধর্ম্ম ১।৬ ; শরণাগতি ২।৪৭, ৩।৮৯ ; নামকীর্ত্তন ৪।১২৯ ; নামাভাস ৫।১৬৯ ; নামাপরাধ ৬।২১০, ৭।২৪৯ ; জীবেদয়া ৮।২৮৬ ; নামে রুচি ৯।৩২৮ ; বৈষ্ণবসেবা ১০।৩৬৭ ; ইষ্টগোষ্ঠী ১১।৪০৭ ; প্রচার ১২।৪৪৮ ।]
৩৬। প্রচার-প্রসঙ্গ—[রায়গঞ্জ ৪।১৫৮, উত্তরবঙ্গে ৫।১৯৩, শিলং সহরে ২।১৯৮, নিম্ন আসামে ৬।২৩৩, করিমগঞ্জে ৫।১৯৮]
৩৭। প্রকৃত বান্ধব কে ? ৬।২২৯
৩৮। প্রভু বিনা কে আছে আমার ? (কবিতা) ৬।২১৫
৩৯। প্রকৃত বন্ধু কে ? ১০।৩৮৩
৪০। প্রেম ও কাম ৩।১০৬
৪১। প্রেমের ঠাকুর গোরা ৭।২৫৮
৪২। বিরহ-তিথিপূজায় আমন্ত্রণ (শ্রীল গুরুদেবের) ৮।৩২০
৪৩। বৃন্দাবনেশ্বরীনাম্নামষ্টোত্তরশতকম্— ১।১, ২।৪১
৪৪। বেদে কি ঈশ্বর ভজনের কথা নাই ? ৮।৩০১
৪৫। ব্যাসপূজায় আহ্বান—শ্রীশ্রী ১০।৪০০
৪৬। ব্যাসপূজা ও শ্রীসরস্বতীপূজা-প্রসঙ্গে—শ্রী ২।৭৩
৪৭। ভজ ওরে মন গুরুর চরণ (কবিতা) ২।৫১
৪৮। ভক্তির প্রতি অপরাধ ১।৩০
৪৯। ভক্তির প্রতিবন্ধক ৯।৩৪৯

৫০। মহৎসেবা ১।২৭, ৩।১১১
৫১। মহারাজ নৃগ ২।৫৭
৫২। মহারাজ প্রতাপরুদ্রের ইতিবৃত্ত ৮।৩০৮, ৯।৩৪২, ১১।৪১৮
৫৩। মাপা ও সেবা ২।৬২, ৬।২২৮
৫৪। মাটি খাইতে জ্ঞানযোগ কে শিখাইল তোরে ? ৮।২৯৪
৫৫। মায়ার সংসার ১২।৪৬২
৫৬। মুকুন্দ দত্ত—শ্রী ৬।২২২, ৭।২৬৬
৫৭। যদু-অবধূত-সংলাপ ৮।৩১৬, ৯।৩৩৫, ১০।৩৮৫
৫৮। রথযাত্রায় আহ্বান ৪।১৫৯
৫৯। রথযাত্রায় শ্রীধাম পুরীদর্শন ৭।২৭৮
৬০। শিলংসহরে পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ ৩।১১৮
৬১। শ্রদ্ধা ও সংশয়ের তাৎপর্য্য ৯।৩৪৫
৬২। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গ করিতে হইবে ১।৩২, ২।৫৫
৬৩। শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব ৩।১১৫
৬৪। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী—[পবিত্রতা ও নির্গুণতা ১।৫ ; ধর্ম্ম-ব্যবসায়ের প্রতিবাদ ২।৪৬ ; অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস ৩।৮৫, ৪।১২৫ ; নামভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ ৫।১৬৮ ; অর্চ্চনকারীর জ্ঞাতব্য ৬।২০৯ ; কর্ম্মজ্ঞানাদির পরস্পর পার্থক্য ৭।২৪৮, পার্থিব নীতি ও হরিসেবা ৮।২৮৪ ; সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত নামকীর্ত্তন ৯।৩২৭ ; গৌর ও গদাধর তত্ত্ব, বিবিধ ঐতিহ্য ১০।৩৬৫ ; প্রাকৃতনীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি ১১।৪০৫ ; কীর্ত্তন-পত্র-প্রকাশে আচার্য্যের উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ ১২।৪৩৪।]
৬৫। শ্রীল প্রভুপাদের শুভাবির্ভাব-তিথি-বাসরে ভক্ত্যঞ্জলি ৪।২৪৭
৬৬। শ্রীএকাদশী-মাহাত্ম্য (কবিতা) ৯।৩২৯
৬৭। শ্রীগুরুদেব অপ্রাকৃত ১১।৪১৫
৬৮। শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমায় আহ্বান ১১।৪৩৯
৬৯। শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীরথযাত্রা প্রচলন কি শ্রীরূপানুগত্যের বিরুদ্ধ ? ১০।৩৭৬

৭০। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের আরতি কীর্ত্তন
(কবিতা) ৯।৩৭০, ১১।৪০৮

৭১। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-তিথিতে
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি ৯।৩৫৫, ১১।৩৮৮

৭২। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের ১ম বার্ষিক
বিরহ-মহোৎসব ৯।৩৫৩, ১০।৩৯৪

৭৩। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
শুভাবির্ভাব-বাসরে ভক্ত্যঞ্জলি ৪।১৩৩, ৪।১৪৭

৭৪। শ্রীগুরুপদাশ্রয়ের তাৎপর্য্য ৮।৩০৫

৭৫। শ্রীল-রূপগোস্বামি-কৃতম্—[শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী-নাম্নামষ্টোত্তরশতকম্
১।১, ২।৪১, শ্রীগোবর্দ্ধনোদ্ধারণম্ ৩।৮১, ৪।১২১,
উৎকলিকাবল্লরী ৫।১৬১, ৬।২০১, ৭।২৪১]

৭৬। শ্রীরূপচিন্তামণিঃ [শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তী-ঠক্কুর-বিরচিতম্] ৯।৩২১

৭৭। শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-কৃতং—[অভীষ্টপ্রার্থনাষ্টকম্ ৮।২৮১,
প্রেমপুরাভিধস্তোত্রম্ ১০।৩৬১, স্বসঙ্কল্প
প্রকাশ স্তোত্রম্ ১১।৪০১, ১২।৪৪১]

৭৮। সন্দর্ভ-সার—[ভক্তিসন্দর্ভ ১।১১, ৪।১৩৬, ৫।১৭৪, ৬।২১৬, ৭।২৫৪
৮।২৮৯, ৯।৩৩২, ১০।৩৭২, ১১।৪০৯ ১২।৪৫৫ ।]

৭৯। সমিতির উৎসব-সমীক্ষা ৮।৩১৪

৮০। সব সাধনাই কি চরমসত্যে পৌঁছায় ? ৪।১৫৫

৮১। সাধ্য-সার (কবিতা) ৫।১৭৩

৮২। স্বধামে ভক্তিবারিধি প্রভু ৩।১১৯

৮৩। স্বরূপেতে শ্রীধাম দর্শন ১২।৪৬৬



শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীশ্রীগৌর ভগবান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২১শ-বর্ষ | গর্ভোদশায়ী, ১০ বিষ্ণু, ৪৮৩ গৌরাব্দ
শুক্রবার, ৩০ ফাল্গুন, ১৩৭৫ ; ইং ১৪।৩।১৯৬৯ | ১ম-সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীপ্রেমেন্দুসুধাসত্রাখ্যং

শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীনাম্নামষ্টোত্তরশতকম্

[শ্রীল-রূপগোস্বামি-কৃতম্]

নমো বৃন্দাবনেশ্বর্য্যৈ॥

মানসং মানসং ত্যাগাদুৎকণ্ঠার্ত্তং নিরুদ্ধতীং।
রাধাং সংবিদ্য বিদ্যুদ্যাদ্যা তুঙ্গবিদ্যেদমব্রবীৎ॥ ১॥

বিমুঞ্চ বন্ধুরে মানং নির্বন্ধং শৃণু মে বচঃ।
পুরা কন্দর্পসুন্দর্য্যৈ যাস্যুৎ কণ্ঠিতচেতসে॥ ২॥

ভগবত্যোপদিষ্টানি তব সখ্যোপলব্ধয়ে।
ইঙ্গিতাভিজ্ঞয়া তানি সিন্দুরেণাস্ত বৃন্দয়া॥ ৩॥

বিলিখ্য সখি দত্তানি স জীবিতসুহৃত্তমঃ।
বিরহার্ত্তস্তবেমানি জপন্নামানি শাম্যতি॥ ৪॥

একদা শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মানিনী হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরে মান পরিত্যাগপূর্ব্বক সোৎকণ্ঠ হৃদয়ে মনে মনে অনুযোগ (আমি কত রুক্ষ বাক্য বলিয়া অশেষ গুণাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণকে নিরাস করিয়াছি এক্ষণে আবার কি তিনি আমার নিকটে আসিবেন ? এই প্রকার অনুতাপ) করিতেছেন বুঝিয়া বিদ্যাদি গুণবতী তুঙ্গবিদ্যানাম্নী কোন সখী তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, অয়ি সুন্দরি ! তুমি মান পরিত্যাগ কর এবং আমার ঐকান্তিক বাক্য শ্রবণ কর, আমি কত কটুবাক্য বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিরাস করিয়াছি, তিনি আর আমার নিকট আসিবেন না, এইরূপ চিত্তে ধারণা করিও না। হে সখী ! ইতঃ পূর্ব্বে কন্দর্পসুন্দরী নাম্নী কোন রমণী তোমার সহিত সখ্যভাব করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিতা হইলে ভগবতী পৌর্ণমাসী তদীয় অভীষ্ট সিদ্ধির উপায়স্বরূপ তোমার শতনাম পাঠ করিতে উপদেশ করেন, এক্ষণে ইঙ্গিতজ্ঞা বৃন্দা সেইসকল নাম সিন্দূরদ্বারা লিখিয়া তোমার জীবিতনাথ শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিয়াছেন। অদ্য তোমার বিরহে অত্যন্ত কাতর শ্রীকৃষ্ণ সেই শতনাম পাঠপূর্ব্বক কথঞ্চিৎ চিত্তে শান্তি বোধ করিতেছেন ॥ ১—৪ ॥

রাধা কৃষ্ণবনাধীশা মুকুন্দমধুমাধবী।
গোবিন্দপ্রেয়সীবৃন্দমুখ্যা বৃন্দাবনেশ্বরী ॥ ৫ ॥

রাধা, যিনি শ্রীকৃষ্ণের অভীষ্ট পূরণ করেন, যিনি শ্রীবৃন্দাবনের অধিশ্বরী, যিনি মুকুন্দরূপ বসন্তঋতুর মাধবীলতা স্বরূপ, গোবিন্দপ্রেয়সীগণের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠা, যিনি বৃন্দাবনের পট্টমহিষী ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলোত্তংসকীর্ত্তিঃ কার্ত্তিকদেবতা।
দামোদরপ্রিয়সখী রাধিকা বার্ষভানবী ॥ ৬ ॥

যাঁহার যশ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, যিনি কার্ত্তিকমাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বরূপ, যিনি দামোদরের প্রিয়সখী, যিনি আপনার বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করেন, যিনি বৃষভানু রাজার নন্দিনী ॥ ৬ ॥

ভানুভক্তিভরাভিজ্ঞা বৃষভানুকুমারিকা।
মুখরাপ্রাণদৌহিত্রী কীর্ত্তিদাকীর্ত্তিদায়িনী ॥ ৭ ॥

ভগবদ্বিভূতি সূর্য্যদেবের প্রতি যাঁহার অতিশয় ভক্তি, যিনি বৃষভানুর কুমারী, যিনি মুখরার স্নেহময়ী দৌহিত্রী, যিনি কীর্ত্তিদানাম্নী স্বীয় জননীর কীর্ত্তিদায়িনী ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণপ্রেমাব্ধিমকরী বৎসলাচ্যুতমাতৃকা।
সখীমণ্ডলজীবাতুর্ললিতাজীবিতাধিকা॥ ৮॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসমুদ্রের মকরী, শ্রীমতী যশোদা যাঁহার প্রতি অতিশয় বাৎসল্যবতী অর্থাৎ যাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করেন, যিনি সখীগণের জীবনৌষধস্বরূপ অর্থাৎ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহারা জীবিত থাকেন, যিনি ললিতার প্রাণধিকা॥ ৮॥

বিশাখাপ্রাণসর্ব্বস্বং কারুণ্যামৃতমেদুরা।
পৌর্ণমাসী পৃথুপ্রেমপাত্রী সুবলনন্দিতা॥ ৯॥

যিনি বিশাখার প্রাণসর্ব্বস্ব, যিনি করুণারূপ অমৃত প্রবাহে সুস্নিগ্ধ, যিনি সান্দীপনি মুনির জননী পৌর্ণমাসীর অতিশয় প্রেমের পাত্রী, যিনি শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তাবহ সুবলকর্ত্তৃক আনন্দিতা হন॥ ৯॥

কুঞ্জাধিরাজমহিষী বৃন্দারণ্যবিহারিণী।
বিশাখা সখ্যবিখ্যাতা ললিতাপ্রেম লালিতা॥ ১০॥

যিনি বৃন্দাবননিকুঞ্জধিরাজ শ্রীকৃষ্ণের মহিষী, যিনি বৃন্দারণ্যবিহারিণী, যিনি বিশাখার সহিত সখ্যভাবে বিখ্যাত, যিনি ললিতার প্রেমে লালিত॥ ১০॥

সদা কিশোরিকা গোষ্ঠযুবরাজবিলাসিনী।
গোবিন্দপ্রেমশিক্ষার্থ নটীকৃতনিজাংশকা॥ ১১॥

যিনি সর্ব্বদা কৈশোর বয়সে স্থিত, যিনি গোষ্ঠযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসিনী, জগতে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম প্রচার করিবার নিমিত্ত যিনি স্বয়ং পরমেশ্বরী হইয়া নিজজীবরূপ অংশকে নটী করিয়াছেন॥ ১১॥

প্রবোধনীনিশানৃত্যমাহাত্ম্যভরদর্শিনী।
চন্দ্রকান্তিচরী সর্ব্বগন্ধর্ব্বকুলপাবনী॥ ১২॥

ভক্তগণ একাদশীর রাত্রিতে জাগরণ করিয়া হরিপ্রীত্যর্থ যে-সকল নৃত্য-গীত ও নাম-সঙ্কীর্ত্তনাদি উৎসব করেন, ঐ সমুদয়ের যিনি প্রকাশিকা, যিনি পূর্ব্বে অংশরূপে চন্দ্রকান্তি হইয়া বিরাজমানা ছিলেন, যিনি সমস্ত গন্ধর্ব্বকুলের পবিত্রকারিণী॥ ১২॥

স্বজন্মভূষিতোত্তুঙ্গবৃষভানুকুলস্থিতিঃ।
লাস্যবিদ্যাব্রতস্নাতা রাসক্রীড়াদিকারণং॥ ১৩॥

যিনি নিজ জন্মহেতু বৃষভানু নৃপতির অত্যুচ্চ বংশ ভূষিত করিয়াছেন, যিনি নৃত্য বিদ্যারূপ ব্রতে স্নাত হইয়াছেন, অর্থাৎ নৃত্যগীতাদি বিদ্যার সীমাপথে আরোহণ করিয়াছেন, যিনি রাসক্রীড়াদির কারণ ॥ ১৩ ॥

রাসোৎসবপুরোগণ্যা কৃষ্ণনীতরহস্থলা ।
গোবিন্দবদ্ধকবরা কৃষ্ণোত্তংসিতকুন্তলা ॥ ১৪ ॥

যিনি রাসমহোৎসবে অগ্রগণ্যা, ঐ রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণ অন্য প্রেয়সী পরিত্যাগ করিয়া যাঁহাকে নির্জ্জন স্থানে লইয়া যান, শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার কবরী বন্ধন করিয়া দেন এবং পুষ্পাদি দ্বারা যাঁহার কেশপাশ ভূষিত করেন ॥ ১৪ ॥

ব্যক্তগোষ্ঠারবিন্দাক্ষী বৃন্দোৎকর্ষাতিহর্ষিণী ।
অন্নতর্পিত দুর্ব্বাসা গান্ধর্ব্বা শ্রুতিবিশ্রুতা ॥ ১৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য প্রেয়সী অপেক্ষা সমধিক গৌরব করেন বলিয়া মনে মনে যিনি অতিশয় আহ্লাদ বোধ করেন, যিনি দুর্ব্বাসা মুনিকে পায়স ভোজনাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, গন্ধর্ব্ববিদ্যা অভ্যাস হেতু যাঁহার নাম গান্ধর্ব্বা এবং যিনি বেদে মহালক্ষ্মী বলিয়া বিখ্যাত ॥ ১৫ ॥

গান্ধর্ব্বিকা স্বগান্ধর্ব্ববিস্মাপিতবলাচ্যুতা ।
শঙ্খচূড়ারিদয়িতা গোপীচূড়াগ্রমালিকা ॥ ১৬ ॥

যিনি গন্ধর্ব্ববিদ্যায় পটু, যিনি নৃত্যগীতাদি দ্বারা বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে বিস্ময় জন্মাইয়া দিয়াছেন যিনি শঙ্খচূড়াদি শ্রীকৃষ্ণের দয়িতা, যিনি গোপীগণের শিরোভূষণ মালা স্বরূপ ॥ ১৬ ॥

চারুগোরোচনাগৌরী গারুত্মতনিভাম্বরা ।
বিচিত্রপট্টচমরী চারুবেণীশিখারুচিঃ ॥ ১৭ ॥

যিনি সুন্দর গোরোচনার ন্যায় গৌরী, মরকতমণির ন্যায় সুন্দর, নীলবর্ণ যাঁহার অম্বর, যাঁহার বেণীর অগ্রভাগ মণি-মুক্তাদি রত্নখচিত পট্টসূত্রে বেষ্টিত থাকায় যিনি সুন্দর অলঙ্কৃত হইয়াছেন ॥ ১৭ ॥

পদ্মেন্দুজৈত্রবক্ত্রশ্রীনিরুদ্ধমুরমর্দ্দনা ।
চকোরিকাচমৎকারি-হরিহারিবিলোচনা ॥ ১৮ ॥

যাঁহার পদ্মেন্দুজয়িনী মুরশোভায় মুখবৈরী শ্রীকৃষ্ণ আকৃষ্ট হইয়াছেন, চকোর চমৎকারি যদিও নয়নদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত হরণ করিতেছে ॥ ১৮ ॥

পবিত্রতা ও নির্গুণতা

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া।

বাং ১১ই পৌষ, ১৩২২

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ২৭ দামোদর এবং ২৭ কেশব তারিখের দুইখানি পত্র আমি যথাকালে পাইয়াছি। * * * পত্রের যথাকালে উত্তর দিতে পারি নাই। * * * *

"পবিত্র" ও 'অপবিত্র' সংজ্ঞা দুইটী সম্বন্ধে কর্ম্মিগণ যাহাকে "পবিত্র" বলেন, ভক্তগণের নিকট তাহার পবিত্রতা না থাকিতে পারে, আবার কর্ম্মিগণের বিচারের অপবিত্র বস্তু 'পবিত্র' জ্ঞান করেন। 'অপবিত্র' শব্দে অমেধ্য বুঝাইলে তাহা কখনও ভগবান্‌কে কেহ নিবেদন করিতে পারেন না। সাত্ত্বিক বস্তু ব্যতীত রাজসিক ও তামসিক বস্তু ভগবানে নিবেদন করা যায় না। যদি কেহ কোন অপবিত্র বস্তু জগবানকে নিবেদন করেন, তাহা তিনি কখনও গ্রহণ করেন না। কোন অপবিত্র বস্তু ভগবন্নিবেদিত বলিয়া কেহ দিতে আসিলে তাহা কখনই গ্রহণ করা উচিত নহে। কোন বস্তু ভগবান্ গ্রহণ করেন নাই জানিলে, তাহা ভক্ত কখনই গ্রহণ করেন না। তাদৃশ বস্তু পরিত্যাগ করিলে কোন অপরাধ নাই। কোন পবিত্র সাত্ত্বিক বস্তু অভক্ত-কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে প্রচারিত থাকিলেও তাহা ভগবান্ গ্রহণ করেন নাই জানিয়া ত্যাগ করিতে হইবে। **যাঁহারা প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের প্রদত্ত কোন বস্তুই ভগবান্ গ্রহণ করেন না।** বিমুখজীব-ভোগ্য পবিত্র ও অপবিত্র উভয় বস্তুই প্রাকৃত। সাত্ত্বিকবস্তু ভগবানে প্রদত্ত হইলে ভক্তগণ তাহার অপ্রাকৃতত্ব বুঝিতে পারেন; তখন সে বস্তু বদ্ধজীবভোগ্য নহে পরন্তু ভগবৎ-প্রসাদ বুদ্ধিতে সম্মানীয়। অপবিত্র বস্তু ভগবান্ ব্যতীত অন্য নর, দেব বা রাক্ষসের ভোগ্য। তাহা প্রাকৃত ও অপবিত্র।

শ্রীএকাদশী তিথিতে ভক্তগণ শ্রীমহাপ্রসাদ বা শ্রীমহামহাপ্রসাদ ত্যাগ করিয়া উপবাস করেন। মহাপ্রসাদ প্রভৃতি কিছু প্রসাদ গ্রহণ করিলে উপবাস নষ্ট হয়; সুতরাং হরিবাসরের সম্মান থাকে না। শ্রীমহাপ্রসাদ ত্যাগের নামই উপবাস বা তিথিপালন। তবে অসমর্থ-পক্ষে অনুকল্পাদির ব্যবস্থা তিথি-সম্মানের প্রতিকূল নহে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(আত্মধর্ম্ম)

১। নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম কাহাকে বলে? নিসর্গ কি?

"যে বস্তুর যাহা নিত্য-স্বভাব, তাহাই তাহার নিত্যধর্ম্ম। বস্তুর গঠন হইতে স্বভাবের উদয় হয়। কৃষ্ণের ইচ্ছায় যখন কোন বস্তু গঠিত হয়, তখন সেই গঠনের নিত্য সহচররূপ একটি স্বভাব হয়। সেই স্বভাবই সেই বস্তুর **নিত্যধর্ম্ম**। পরে যখন কোন ঘটনা-বশতঃ বা অন্য বস্তু-সঙ্গে সেই বস্তুর কোন বিকার হয়, তখন তাহার স্বভাবও বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত হয়। পরিবর্ত্তিত স্বভাব কিছুদিনে দৃঢ় হইলে নিত্য স্বভাবের ন্যায় সঙ্গী হইয়া পড়ে। এই পরিবর্ত্তিত-স্বভাব 'স্বভাব' নয়, ইহারই নাম—**নিসর্গ**। নিসর্গ স্বভাবের স্থলে বসিয়া আপনাকে 'স্বভাব' বলিয়া পরিচয় দেয়। যথা—'জল' একটি বস্তু, তারল্যই ইহার স্বভাব; ঘটনা-বশতঃ জল যখন শিলা হয়, তখন কাঠিন্য তাহার নিসর্গ হইয়া স্বভাবের ন্যায় কার্য্য করে। বস্তুতঃ নিসর্গ 'নিত্য' হয়, তাহা 'নৈমিত্তিক'। কেননা, কোন 'নিমিত্ত' হইতে উহা উদিত হয় এবং সেই নিমিত্ত বিদূরিত হইলে উহা স্বয়ং বিগত হয়। কিন্তু স্বভাব নিত্য। বিকৃত হইলেও তাহা অনুস্যূত থাকে। কাল ও ঘটনাক্রমে স্বভাব অবশ্যই নিজ-পরিচয় দিতে পারে। বস্তুর স্বভাবই বস্তুর নিত্যধর্ম্ম, বস্তুর নিসর্গই বস্তুর নৈমিত্তিক ধর্ম্ম। —জৈঃ ধঃ ১ম অঃ

২। জীবের নিত্যধর্ম্ম কি?

"কৃষ্ণ—বৃহচ্চিদ্‌বস্তু এবং জীব—অণুচিদ্‌বস্তু। চিদ্ধর্ম্মে উভয়ের ঐক্য আছে; কিন্তু পূর্ণতা ও অপূর্ণতা-ভেদে উভয়ের স্বভাব-ভেদে অবশ্যই সিদ্ধ হয়। কৃষ্ণ—জীবের নিত্য-প্রভু, জীব—কৃষ্ণের নিত্যদাস, ইহা স্বাভাবিক বলিতে হইবে। কৃষ্ণ—আকর্ষক, জীব—আকৃষ্ট; কৃষ্ণ—ঈশ্বর, জীব—ঈশিতব্য; কৃষ্ণ—দ্রষ্টা, জীব—দৃষ্ট; কৃষ্ণ—পূর্ণ, জীব—দীন ও ক্ষুদ্র; কৃষ্ণ—সর্ব্বশক্তিমান্, জীব—নিঃশক্তিক; অতএব কৃষ্ণের নিত্য আনুগত্য বা দাস্যই জীবের নিত্য স্বভাব বা ধর্ম্ম। * * * * *

প্রেমই জীবের নিত্যধর্ম্ম, জীব অজড় অর্থাৎ জড়াতীত বস্তু। চৈতন্যই ইহার গঠন; প্রেমই ইহার ধর্ম্ম। কৃষ্ণদাস্যই সেই বিমল-প্রেম। অতএব কৃষ্ণদাস্যরূপ প্রেমই জীবের স্বরূপধর্ম্ম।" —জৈঃ ধঃ, ১ম অঃ, ২য় অঃ

৩। বৈষ্ণবধর্ম্মই নিত্যধর্ম্ম কেন ?

"শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে যে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম লক্ষিত হয়, তাহা নিত্যধর্ম্ম। জগতে যতপ্রকার ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, সে-সমুদয়-ধর্ম্মকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারেন,—নিত্য-ধর্ম্ম, নৈমিত্তক-ধর্ম্ম ও অনিত্যধর্ম্ম। যে-সকল ধর্ম্মে ঈশ্বরের আলোচনা নাই ও আত্মার নিত্যত্ব নাই সে-সকলই অনিত্য-ধর্ম্ম এবং যে-সকল ধর্ম্মে ঈশ্বর ও আত্মার নিত্যত্ব স্বীকার আছে, কিন্তু কেবল অনিত্য উপায় দ্বারা ঈশ্বর-প্রসাদ লাভ করিতে চায়, সে-সকল 'নৈমিত্তিক'। যাহাতে বিমল প্রেমদ্বারা কৃষ্ণদাস্য লাভ করিবার যত্ন আছে, সেই ধর্ম্মই 'নিত্য'। নিত্যধর্ম্ম দেশভেদে, জাতিভেদে, ভাষাভেদে পৃথক্ পৃথক্ নামে পরিচিত হইলেও তাহা এক ও পরম উপাদেয়। ভারতে যে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তাহাই নিত্যধর্ম্মের আদর্শ। আবার আমাদের হৃদয়নাথ ভগবান্ শচীনন্দন যে-ধর্ম্ম জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিমল অবস্থা বলিয়া প্রেমানন্দী মহাজনগণ স্বীকার ও অবলম্বন করেন।"　　—জৈঃ ধঃ ২য় অঃ

৪। কোন্ ধর্ম্ম প্রকৃত ধর্ম্ম-পদ-বাচ্য ?

"বিমল-প্রেম যে ধর্ম্মের উদ্দিষ্ট তত্ত্ব, সেই ধর্ম্মই 'ধর্ম্ম'।"　　—চৈঃ শিঃ ১।১

৫। ধর্ম্ম কি এক ?

"মানবগণের ধর্ম্ম কখনও বহুবিধ হইতে পারে না। যে-ধর্ম্ম মানবের পক্ষে নিত্য, তাহা উত্তরকেন্দ্র ও দক্ষিণকেন্দ্র-ভেদে পৃথক্ পৃথক্ কখনও হইবে না। মূলে নিত্যধর্ম্ম 'এক' বই দুই নয়।"　　—শ্রীমঃ শিঃ ১ম পঃ

৬। নিত্যধর্ম্ম এক,—না বহু ?

"ধর্ম্ম একই—দুই বা নানা নহে। জীব-মাত্রেরই একটি ধর্ম্ম; সেই ধর্ম্মের নাম—বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। ভাষাভেদে, দেশভেদে ও জাতিভেদে ধর্ম্ম ভিন্ন হইতে পারে না। অনেকে নানা নামে জৈবধর্ম্মকে অভিহিত করেন; কিন্তু পৃথক্ ধর্ম্মের সৃষ্টি করিতে পারেন না। পরম বস্তুতে অণুবস্তুর যে নির্ম্মল চিন্ময় প্রেম, তাহাই জৈবধর্ম্ম অর্থাৎ জীব-সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম। জীব-সকল নানা প্রকৃতিসম্পন্ন হওয়ায় জৈবধর্ম্মটি কতকগুলি প্রাকৃত আকারের দ্বারা বিকৃতরূপে লক্ষিত হয়। এইজন্য বৈষ্ণবধর্ম্ম নাম দিয়া জৈবধর্ম্মের শুদ্ধাবস্থাকে অভিহিত করা হইয়াছে। অন্যান্য ধর্ম্মে যে পরিমাণ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম আছে, সেই পরিমাণেই সে-ধর্ম্ম শুদ্ধ।　　—জৈঃ ধঃ ২য় অঃ

৭। শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম কি ?

"জগতে বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে দুইটি পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম চলিতেছে ; একটি —শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম, আর একটি—বিদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম। শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম তত্ত্বতঃ এক হইলেও রসভেদে চারি প্রকার—অর্থাৎ দাস্যগত বৈষ্ণবধর্ম্ম, সখ্যগত বৈষ্ণবধর্ম্ম, বাৎসল্যগত বৈষ্ণবধর্ম্ম ও মধুর-রসগত বৈষ্ণবধর্ম্ম। বস্তুতঃ শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম এক ও অদ্বিতীয়, ইহার অন্যতর নাম— নিত্যধর্ম্ম বা পরধর্ম্ম। "যজ্ জ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতি"—এই শ্রুতি-বাক্য শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মকে লক্ষ্য করেন।"

—জৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

৮। একমাত্র ভাগবতধর্ম্ম নিত্যধর্ম্ম কেন ?

"ভাগবত-প্রবৃত্তিক্রমে শুদ্ধ সবিশেষ ভগবৎস্বরূপানুগত ভক্তিতত্ত্বে সমস্ত ভাগ্যবান্ জীবের রুচি হয়। ইঁহারা যে ভগবদারাধনাদি করেন, সে-সকল ক্রিয়া কর্ম্ম বা জ্ঞানাঙ্গ নয়—শুদ্ধভক্তির অঙ্গ। এই মতের বৈষ্ণবধর্ম্মই শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম। শ্রীমদ্ভাগবত-বচন (১।২।১১) যথা—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

"দেখুন, ব্রহ্ম-পরমাত্মাভিন্ন ভগবত্তত্ত্বই সমস্ত তত্ত্বের চরম। ভগবত্তত্ত্বই বিষ্ণুতত্ত্ব এবং সেই তত্ত্বের অনুগত জীবই শুদ্ধজীব ; তাঁহার শুদ্ধপ্রবৃত্তির নামই 'ভক্তি'। হরিভক্তিই শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম, ভাগবতধর্ম্ম, পরমার্থধর্ম্ম, পরধর্ম্ম বলিয়া বিখ্যাত। ব্রাহ্মপ্রবৃত্তি ও পরমাত্ম-প্রবৃত্তি হইতে যতপ্রকার ধর্ম্ম হইয়াছে, সে-সমস্তই নৈমিত্তিক। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধানে নিমিত্ত আছে, অতএব নৈমিত্তিক অর্থাৎ 'নিত্য' নয়। জড়বিশেষে আবদ্ধ হইয়া যে জীব বন্ধন-মোচনের জন্য ব্যতিব্যস্ত, সে জড় বন্ধনকে 'নিমিত্ত' করিয়া নির্ব্বিশেষ-গতির অনুসন্ধানরূপ নৈমিত্তিক ধর্ম্মকে আশ্রয় করে। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম নিত্য নয়। যে জীব সমাধি-সুখ-বাঞ্ছায় পরমাত্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তিনিও জড় সূক্ষ্মভুক্তিকে নিমিত্ত করিয়া নৈমিত্তিক-ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াছেন। অতএব পাত্মমাত্মধর্ম্মও নিত্য নয়। কেবল বিশুদ্ধ ভাগবতধর্ম্মই নিত্য।"

—জৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

৯। ধর্ম্ম কেন বহুবিধ হইল ?

"ধর্ম্ম কেন বহুবিধ হইল ? ইহার সদুত্তর এই যে, শুদ্ধ-অবস্থায় জীবের ধর্ম্ম একই প্রকার। জড়বদ্ধ হইয়া জীবের ধর্ম্ম আদৌ দুই প্রকার হইয়াছে

অর্থাৎ সোপাধিক ও নিরুপাধিক। নিরুপাধিক ধর্ম্ম কখনও দেশ ভেদে পৃথক্ হয় না। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে জড়োপাধিক প্রাপ্ত জীবের প্রকৃতির পার্থক্যক্রমে সোপাধিক-ধর্ম্ম দেশ-বিদেশ ও কাল-ভেদে সহজেই পৃথক্ হইয়া পড়ে। উক্ত সোপাধিক ধর্ম্মই ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকার ও নাম প্রাপ্ত হয়। জীব যত উপাধি হইতে পরিষ্কৃত হন, ততই তাঁহার ধর্ম্ম নিরুপাধিক-অবস্থায় সকল জীবেরই এক নিত্যধর্ম্ম।" —শ্রীমঃ শিঃ, ১ম পঃ

১০। জীবাত্মা ও পরমাত্মার অস্তিত্ব কেন যুক্তির দ্বারা স্থাপিত হইতে পারে না? আত্ম-প্রত্যক্ষের দ্বারা কি প্রতীত হয়?

"সত্যের লোপ নাই, এজন্য তাহারা লুপ্তপ্রায় থাকে। আত্মার নিত্যত্ব ও ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রভৃতি সত্যসকল যুক্তিদ্বারা স্থাপিত হইতে পারে না। কেননা, যুক্তির প্রপঞ্চাতীত বিষয়ে গতি নাই। **আত্ম প্রত্যক্ষই ঐ সকল সত্যের একমাত্র স্থাপক।** ঐ আত্মপ্রত্যক্ষ বা সহজ-সমাধি দ্বারা জীবের নিত্যধাম বৈকুণ্ঠ ও নিত্যক্রিয়া কৃষ্ণদাস্য সততই সাধুদিগের প্রতীত হয়।" — কৃঃ সং ৯।৫

১১। আত্মার প্রত্যগ্‌গতি ও পরাগ্‌গতি কি?

"বিষয়রাগকে ভগবদ্রাগরূপে উন্নত করিবার আশায়ে প্রবৃত্তির পরাগ্‌গতি পরিত্যাগ ও প্রত্যক্‌গতি সাধনের জন্য ভগবদ্ভাব-সকল বিষয়ে বিমিশ্রি হইয়াছে। মনোযন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রিয়দ্বারা অতিক্রম করতঃ আত্মা যে বিষয়াভিমুখে ধাবমান হন, তাহার নাম—আত্মার **পরাক্‌গতি**; ঐ প্রবৃত্তিস্রোত পুনরায় স্বধাম ফিরিয়া যাইবার নাম **প্রত্যক্‌গতি**। সুখাত্ম -লালসার প্রত্যক্‌ধর্ম্ম সাধনার্থ মহাপ্রসাদ সেবন ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। শ্রীমূর্ত্তি ও তীর্থাদির দর্শন-দ্বারা দর্শন-বৃত্তির প্রত্যক্‌গমন সাধিত হয়। হরিলীলা ও ভক্তিসূচক গীতাদি শ্রবণদ্বারা শ্রবণ-প্রবৃত্তির প্রত্যক্‌গতি সম্ভব। ভগবদর্পিত তুলসী-চন্দনাদি সুগন্ধি-গ্রহণদ্বারা গন্ধপ্রবৃত্তি বৈকুণ্ঠগতিসনকাদির চরিত্রেসিদ্ধ হইয়াছে। বৈষ্ণব-সংসার সমৃদ্ধি-মূলক বিবাহিত ভগবৎপর পত্নী বা পতির সঙ্গম দ্বারা স্ত্রী বা পক্ষান্তরে পুরুষ-সংযোগ প্রবৃত্তির প্রত্যক্‌গতি মনু, জনক, জয়দেব, পিপাজি প্রভৃতি বৈষ্ণবের চরিত্রে লক্ষিত হয়। উৎসব-প্রবৃত্তির প্রত্যক্‌গতি সাধনের জন্য হরিলীলোৎসবাদির অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়। এই সকল প্রত্যগ্‌ ভাবান্বিত-নরচরিত্র সর্ব্বদা সারগ্রাহীদিগের পবিত্র-জীবনে লক্ষিত হয়।" — কৃঃ সং ১০।১১

১২। বিষয়-রাগ ও ব্রহ্মরোগে কি সত্তার ভিন্নতা আছে ?

বিষয়-রাগ ও ব্রহ্মরাগে সত্তার ভিন্নতা নাই, কেবল বিষয়ের ভিন্নতা মাত্র। ঐ রাগ যখন বৈকুণ্ঠাভিমুখ হয়, তখন প্রপঞ্চ বিষয়ে রাগ থাকে না, কেবল আবশ্যকমত তাহাতে প্রপঞ্চ স্বীকার ঘটিয়া থাকে। স্বীকৃত বিষয়সকলও তখন বৈকুণ্ঠভাবাপন্ন হয়; অতএব সমস্ত রাগই অপ্রাকৃত হইয়া পড়ে।"

—কৃঃ সং ১০।২

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

জয়তু শ্রীল আচার্য্যদেব
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

ওগো মহারাজ ! হে বৈষ্ণব-চূড়ামণি,
তোমার চরণে বার বার আজি নমি।
গৌড়ীয়-ভাস্কর-গুরুজীর অপ্রকটে,
হেরিনু তোমারে গৌড়ীয়-চন্দ্রমারূপে।
গৌড়ীয়গণের হ'লে তুমি আশ্রয়—
গাহি আজি তব জয়॥

হে কেশব-প্রেষ্ঠ, কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ প্রভু,
তব অনুরাগী চাহে কৃপা-কণা শুধু।
হে শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান-মূর্ত্ত-বিগ্রহ-যতি,
তবানুগত্যে ভজনে হইনু ব্রতী।
তোমারে পাইয়া মোরা হইনু নির্ভয়—
জয় জয় তব জয়॥

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ
গ্রাম—বড়বহরকুলি,
পোঃ—শিঙ্গেরকোণ (বর্দ্ধমান)।

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—৩৯)

অতঃপর শ্রবণ-গুরুর কথা বলা হইতেছে,—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপসমাশ্রয়ম্॥ (ভাঃ ১১।৩।২১)

যিনি শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ বেদের তাৎপর্য্য বিচার করিয়া এবং পরব্রহ্ম অর্থাৎ ভগবদাদি-আবির্ভাব বিশেষে প্রত্যক্ষানুভব দ্বারা নিষ্ণাত অর্থাৎ তাদৃশরূপে নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুরঞ্জনোপাখ্যানাদির উপসংহারে শ্রীনারদ বলিয়াছেন,—

স বৈ প্রিয়তমশ্চাত্মা যতো ন ভয়মণ্বপি।
ইতি বেদ স বৈ বিদ্বান্ যো বিদ্বান্ স গুরুর্হরিঃ॥

যাঁহা হইতে অণুমাত্রও ভয় হয় না, সেই পরমাত্মাই প্রিয় বস্তু—ইহা যিনি জানিতে পারেন, তিনিই বিদ্বান্ এবং যিনি এইরূপ বিদ্বান্, তিনিই গুরু ও তিনিই শ্রীহরি।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে-উক্তি—

বক্তা সরাগো নীরাগো দ্বিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ।
সরাগো লোলুপঃ কামী তদুক্তং হৃন্ন সংস্পৃশেৎ॥
উপদেশং করোত্যেব ন পরীক্ষাং করোতি চ।
অপরীক্ষ্যোপদিষ্টং যৎ লোকনাশায় তদ্ভবেৎ॥

ধর্ম্মবক্তা দ্বিবিধ—সরাগ ও নীরাগ। সরাগ বক্তা লোলুপ ও কামী। তাঁহার উক্তি হৃদয় স্পর্শ করে না। তিনি কেবল উপদেশই করিয়া থাকেন কিন্তু নিজের জীবনে কখনও উপদিষ্ট বিষয়ের পরীক্ষা করেন না। পরন্তু পরীক্ষা না করিয়া উপদেশ প্রদান করিলে তাহা লোকনাশার্থই হইয়া থাকে।

আবার বলা হইয়াছে—

কুলং শীলমথাচারমবিচার্য্য গুরুং গুরুম্।
ভজেত শ্রবণাদ্যর্থী সরসং সারসাগরম্॥

কুল, শীল, আচার প্রভৃতির শ্রেষ্ঠত্ব বিচার না করিয়া শ্রবণাদি বিষয়ে অভিলাষী ব্যক্তি সরস ও সারসাগর গুরুর ভজন করিবেন।

আবার অন্যত্র বলিয়াছেন,—

কামক্রোধাদিযুক্তোঽপি কৃপণোঽপি বিষাদবান্।
শ্রুত্বা বিকাশমায়াতি স বক্তা পরমো গুরুঃ॥

কামক্রোধাদিযুক্ত কৃপণ ও বিষাদযুক্ত ব্যক্তিও যাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া উৎফুল্ল-চিত্ত হয়, সেই বক্তাই পরম গুরু।

এইরূপ গুরুর অভাবে নানাবিধ যুক্তি-জ্ঞানার্থ কেহ কেহ বহু গুরু স্বীকার করেন। যথা—

ন হ্যেকস্মাদ্‌গুরোর্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্কলম্।
ব্রহ্মৈতদদ্বিতীয়ং বৈ গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ॥ (ভাঃ ১১।৯।৩১)

এক গুরু হইতে সুপ্রচুর জ্ঞান স্থিরীকৃত হয় না, যেহেতু এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকেই ঋষিগণ অনেকভাবে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

রুচিপ্রধান ভক্তগণের শ্রবণ-বিষয়ে শ্রীনারদের উক্তি—

তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তাম্
অনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ।
তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতা
প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমভবদ্রতিঃ॥ (ভঃ ১।৫।২৬)

হে ব্যাস! সেইখানে ঋষিগণ প্রত্যহ মনোহর হরিলীলা গান করিতেন; আমি তাঁহাদের কৃপায় তাহা শ্রবণ করিতাম। এই প্রকারে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে করিতে সেই প্রিয়কীর্ত্তি শ্রীহরিতে আমার রতির উদয় হইয়াছিল। এইরূপ চতুঃশ্লোকীতে বিচারপ্রধান সাধকগণের শ্রবণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

মননের বিষয় এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ॥ (ভাঃ ২।২।২৪)

ভগবান ব্রহ্মা একাগ্রচিত্ত হইয়া নিখিল বেদ তিনবার বিচারপূর্ব্বক কিরূপে পরাত্মা শ্রীহরিতে রতি হইতে পারে, তাহা বুদ্ধি দ্বারা নির্ণয় করিয়াছিলেন।

শ্রবণগুরু ও ভজনশিক্ষাগুরুর প্রায়ই একত্ব বর্ণিত হইয়াছে—

তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্‌গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ॥ (ভাঃ ১১।৩।২১)

উত্তমশ্রেয়ঃ-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর শরণাগত হইবে, ইহা পূর্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। তাদৃশ গুরুর সমীপে "গুর্ব্বাত্মদৈবত" হইয়া অর্থাৎ গুরুই আমার আত্মা অর্থাৎ জীবন এবং দেবতা—নিজাভীষ্ট-দেবতারূপে অভিমত যাহার, তথাভূত হইয়া অমায়িকী অনুবৃত্তি সহকারে অর্থাৎ দম্ভরহিত আনুগত্য সহকারে ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করিবে। যে ধর্ম্মদ্বারা আত্মপ্রদ পরমাত্মা সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন অর্থাৎ বলি প্রভৃতিকে যিনি আত্মপ্রদান করেন।

মন্ত্রগুরু একজনই হইবেন—

লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাত্তেন সন্দর্শিতাগমঃ।
মহাপুরুষমভ্যর্চেন্মূর্ত্তাভিমতয়াত্মনঃ॥ (ভাঃ ১১।৩।৪৮)

আচার্য্য হইতে মন্ত্রদীক্ষারূপ অনুগ্রহ লাভ করিয়া তৎকর্ত্তৃক প্রদর্শিত আগমানুসারে মন্ত্রবিষয়ক শাস্ত্রমতে স্বীয় অভীষ্ট মূর্ত্তিতে শ্রীহরির পূজা করিবেন।

শ্রবণ গুরু-সংসর্গেই শাস্ত্রীয় জ্ঞানোৎপত্তি হইয়া থাকে—

আচার্য্যোঽরণিরাদ্যঃ স্যাদন্তেবাস্যুত্তরারণিঃ।
তৎসন্ধানং প্রবচনং বিদ্যাসন্ধিঃ সুখাবহঃ॥ (ভাঃ ১১।১০।১২)

ব্রহ্মবিদ্যারূপ অগ্নির উৎপাদনে আচার্য্যই অরণিকাষ্ঠ তুল্য, শিষ্য উপরিস্থিত অরণি তুল্য, প্রবচন তৎসন্ধান কাষ্ঠ এবং বিদ্যা সুখকর সন্ধিতুল্য, (উৎপন্ন অগ্নিতুল্য)।

নারদপঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥

যদি কেহ অবৈষ্ণবের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করেন, তবে তিনি নিরয়গামী হইবেন। অতএব তাহার পুনরায় বিধি অনুসারে বৈষ্ণব গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

গুরুগণের মধ্যে শ্রবণ-গুরুর সংসর্গেই শাস্ত্রীয় জ্ঞান জন্মে।

শিক্ষাগুরুর আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রমাণ—

বিজিতহৃষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তুরগং
য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ।
ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং
বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধারা জলধৌ॥ (ভাঃ ১০।৮৭।৩৩)

যাহারা গুরুর চরণ পরিত্যাগপূর্ব্বক অতি চঞ্চল অদান্ত মনরূপ তুরঙ্গকে বিজিত ইন্দ্রিয় ও প্রাণদ্বারা সংযমিত করিতে যত্ন করে, তাহারা উপায়খিন্ন অর্থাৎ উপায়সকলের অবলম্বনে খেদপ্রাপ্ত, অতএব শত শত বিপদগ্রস্ত হইয়া এই সংসারেই অবস্থান করে। তাহারা অকৃতকর্ণধার বণিকের ন্যায় অর্থাৎ সমুদ্রে নাবিক স্বীকার না করিলে বণিকগণের যেরূপ অবস্থা হয়, তদ্রূপ হইয়া থাকে। শ্রীগুরু কর্ত্তৃক নিরূপিত ভগবদ্ভজন-পদ্ধতিতে ভগবদ্ধর্ম্ম-জ্ঞান উৎপন্ন হইলে গুরুকৃপায় বিপদদ্বারা অভিভূত না হইয়া শীঘ্র মন নিশ্চল হয়। অতএব ব্রহ্মবৈবর্ত্তে উক্ত হইয়াছে —

গুরুভক্ত্যা স মিলতি স্মরণাৎ সেব্যতে বুধৈঃ।
মিলিতোঽপি ন লভ্যতে জীবৈরহমিকাপরৈঃ॥

বুধগণ যদি গুরুভক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক স্মরণরূপ ভক্তিদ্বারা ভগবানের সেবা করেন, তাহা হইলে ভগবান্ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হন। কিন্তু জীব অহঙ্কারপরায়ণ হইলে নিকটে উপস্থিত ভগবানকে লাভ করিতে পারে না।

শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

ভগবানের প্রতি যাঁহার পরমভক্তি এবং শ্রীগুরুতেও তদ্রূপ তুল্য ভক্তি বর্ত্তমান, সেই মহাত্মার নিকটই কথিত তত্ত্বসকল প্রকাশিত হয়।

পরমার্থ-গুরুরই আবশ্যকতা। তজ্জন্য ব্যবহারিক, লৌকিক বা কৌলিক গুরু ত্যাগ করিয়াও পরমার্থ গুরুর আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। তজ্জন্যই উক্তি —

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥ (ভাঃ ৫।৫।১৮)

যে-ব্যক্তি সমুপেত-মৃত্যু অর্থাৎ সংসারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ভক্তি উপদেশ প্রদান দ্বারা মুক্ত না করিতে পারেন, সেই গুরু 'গুরু' নহেন, সেই স্বজন 'স্বজন' নহেন, সেই পিতা 'পিতা' নহেন, সেই জননী 'জননী' নহেন। সেই দেবতা 'দেবতা' নহেন এবং সেই পতি 'পতি' নহেন। যে-পর্য্যন্ত সংসার-মোচক গুরুর চরণাশ্রয় না হয়, সেই পর্য্যন্তই পিত্রাদি-বিষয়ে গুর্ব্বাদি ব্যবহার হইয়া থাকে।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥ (ভাঃ ১১।১৭।২৭)

কর্ম্মিগণও নিজ গুরুর প্রতি ভগবদ্বুদ্ধি করিবেন। আচার্য্যকে আমার স্বরূপ বলিয়া অবগত হইবে। কখনও তাঁহাকে অবমাননা করিবে না এবং মনুষ্যজ্ঞানে তাঁহার প্রতি অসূয়া করিবে না। যেহেতু গুরু সর্ব্বদেবময়।

যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ॥ (ভাঃ ৭।১৫।২৬)

জ্ঞানদাতা গুরু সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ। যে ব্যক্তি তাঁহাকে মর্ত্ত্য বুদ্ধি করে, তাহার শাস্ত্রশ্রবণ হস্তিস্নান তুল্য বৃথা হইয়া যায়। শুদ্ধভক্তগণ শ্রীগুরু ও শ্রীশিবকে ভগবানের প্রিয়তম বলিয়াই তাঁহা হইতে অভিন্ন জ্ঞান করেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

জাগরণ

প্রকৃতির রাজ্যে আজ সহকারশাখা নবকিশলয়ে সুশোভিতা। আম্র-মুকুলের সৌরভে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত। দক্ষিণ মলয়ানিলের কোমল স্পর্শ বৃক্ষরাজির পুরাতন জীর্ণ পত্রগুলি অপসারিত করিয়া নবাঙ্কুরিতের প্রাণে সঞ্জীবতার সাড়া জাগাইয়া তুলিয়াছে। তাই বুঝি এমনই দিনে শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা তাঁর নবীন সৌরভ-সম্ভার লইয়া পাঠকবৃন্দের হৃদয়কে নবপ্রেরণা ও উদ্যমে সঞ্জীবিত করিবার জন্যই আবির্ভূতা। অতীতের গ্লানি, মালিন্য ও কালিমা চিরতরে ধৌত করিয়া বর্ত্তমানের পবিত্রতা ও ধর্ম্মের সুরভি-চন্দনে ধরণীর অঙ্গ লিপ্ত করিতেই উক্ত পত্রিকাখানি একবিংশ বর্ষকে আলিঙ্গন করিতেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু মোহনিদ্রায় অচেতন জীবকে জাগরিত করিবার জন্য দৃপ্তস্বরে গাহিয়াছেন,—

"জীব জাগো জীব জাগো গোরাচাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর কোলে॥
ভজিব বলিয়া এসে সংসার ভিতরে।
ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে॥

* * * *

এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি।
হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি'॥"

কঠোপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

অর্থাৎ, হে কলিহত জীবগণ! উঠ, উঠ, জাগো, নানাবিধ বিষয়চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হও। দেহ-গেহ-কলত্রাদির জন্য নিরন্তর চিন্তায় বুদ্ধিহত অবস্থায় দিন যাপন করিও না, অনর্থ পরিত্যাগ করতঃ স্ব-স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হও; মহদ্ব্যক্তিগণের নিকট হইতে কৃপালাভ করিয়া ভগবান্‌কে জানিবার জন্য সচেষ্ট হও। বহুদুঃখপ্রদ সংসারেরনিবর্ত্তক ব্রহ্মকে লাভ করিবার জন্য সদ্‌গুরুপদাশ্রয়ে সযত্নে ভগবদনুশীলন ব্যতীত সংসার তরণের আর অন্য উপায় নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত সতর্কবাণীদ্বারা জানাইয়াছেন,—

পুংসো বর্ষশতং হ্যায়ুস্তদর্দ্ধং চাজিতাত্মনঃ।
নিষ্ফলং যদসৌ রাত্র্যাং শেতেঽন্ধং প্রাপিতস্তমঃ॥
মুগ্ধস্য বাল্যে কৌমারে ক্রীড়তো যাতি বিংশতিঃ।
জরয়া গ্রস্তদেহস্য যাত্যকল্পস্য বিংশতিঃ॥
দুরাপূরেণ কামেন মোহেন চ বলীয়সা।
শেষং গৃহেষু সক্তস্য প্রমত্তস্যাপযাতি হি॥

অর্থাৎ সাধারণতঃ মানুষের গড় আয়ু যদি একশত বৎসর নির্দ্ধারিত হয়। তবে তার মধ্যে পঞ্চাশ বৎসর নিদ্রায়, বিংশ বৎসর বাল্যে ও কৌমারে, ক্রীড়ায় এবং বিংশ বৎসর জরাক্রান্ত অবস্থায় ব্যয়িত হয়। অবশিষ্ট দশ বৎসর কর্ত্তব্যানুসন্ধানশূন্য হইয়া গৃহে নিবিড়াসক্তির মাঝে বৃথা অপচিত হয়। সুতরাং ভগবদ্ভজনের সময় কোথায়? এতদর্থে ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ মহারাজ দৈত্যবালকদের মাধ্যমে মূঢ় জীবগণকে উপদেশ দিয়াছেন যে, কৌমার কাল হইতে হরিভজন করা কর্ত্তব্য। কারণ মহাজন গাহিয়াছেন,—

"আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ,
নিশ্চিন্ত না থাক ভাই।
যত শীঘ্র পার, ভজ শ্রীকৃষ্ণ-চরণ,
জীবনের ঠিক নাই।"

* * * * *

যদি সুমঙ্গল চাও, রাধাকৃষ্ণ-গুণ গাও
গৃহে থাক বনে থাক।
ইথে তর্ক অকারণ॥"

মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পর জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ঐন্দ্রিয়ক সুখের জন্য ব্যগ্র হই। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন যে, সে সুখের জন্য প্রয়াসের কোন প্রয়োজন নাই। কারণ অদৃষ্টবশতঃ সুখ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অনেক সময় দৃষ্ট হয় যে, সুখের জন্য যত্ন করিলেও দুঃখই লাভ হইয়া থাকে এবং আয়ুও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সুদুর্ল্লভ মনুষ্য দেহ লাভ করিয়া যাহাতে জন্মসাফল্য প্রাপ্তি হয়, তাহার জন্য যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য।

'বিষ্ণোঃ পাদোপসর্পণমেব ভজনম্'

অর্থাৎ ভগবানের শ্রীচরণকমলসেবনই ভজন। এই প্রসঙ্গে গোপাল-তাপনী উপনিষদ উপদেশ দিয়াছেন যে, 'ভক্তিরস্য ভজনম্'। শ্রীগোবিন্দের ভজনই ভক্তি। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনই একমাত্র সেব্যবস্তু। তাঁহার প্রতি একান্তানুরক্তি জীবকুলকে তাঁহার পাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিয়া থাকে। প্রণপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা আশ্রয়বিগ্রহের প্রীতি উৎপাদন করিয়া গুর্ব্বানুগত্যে ভজন করিলেই মোহনিদ্রাভিভূত জীবের তথা আত্মজ্ঞানেচ্ছু মানবের প্রকৃত জাগরণ সম্ভব। অতএব যথা ভগবানে তথা গুরুদেবে বিনাসর্ত্তে আত্ম সমর্পণ করিয়া হরিভজনে প্রবৃত্ত হইলে এই সুদুর্লভ মনুষ্য-জন্ম সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ

দশাবতার

প্রপঞ্চাতীত নিত্য বিচিত্রতাময় চিন্ময়ধাম হইতে ভগবৎস্বরূপবৃন্দের এ জগতে যে অবতরণ, তাঁহাকেই অবতার বলে। বিশ্বের মঙ্গলবিধান, পৃথিবীর ভারহরণ, সাধক জীবগণকে সিদ্ধগণের সহিত সম্মিলন করাই-বার জন্য, কখনও বা পৃথিবীতে অবতীর্ণ ভক্তবৃন্দের প্রতি অনুগ্রহবিশেষ প্রদর্শনের জন্য নিত্য ভগবদ্বিগ্রহগণের অবতারের প্রয়োজন হয়। কেহ কেহ বলেন,—কৈ ভগবানের দয়া ত' পাইতেছিনা! তবে কি ভগবানের

দয়া নাই? তদুত্তরে গৌর-নিজজন শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলিয়াছেন,—অকপটে যদি তাঁহাকে চাই, তাঁহার নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাই—আমি কে, আমাকে তাহা জানাইয়া দাও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি আমাকে 'আমি যাহা', সেই স্বরূপটি উপলব্ধি করাইবেন। আমার প্রার্থনার মধ্যে যদি ভেজাল না থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি প্রকৃত সাধু পাঠাইয়া দিবেন। যদি তাঁহার দয়াই না থাকিবে তবে তাঁহার অবতার, তাঁহার শাস্ত্র ও নিজজনের অবতার কেন? অকপট হইয়া তাঁহাকে চান দেখি? তিনি কিরূপে কৃপা না করেন! তিনি ত' কৃপা করিবার জন্যই ব্যস্ত। সূর্য্যদেব তাঁহার স্বঃতঃসিদ্ধ স্বভাববশতঃ আলোকপ্রদানের জন্যই সর্ব্বদা ব্যাকুল, আমরা সম্পূর্ণভাবে দ্বার খুলিয়া রাখিলেই হইল।

অবতার বহুবিধ হইলেও চিদ্বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদিগকে দশভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। জীবের চিন্ময়ী বৃত্তির দশবিধ ক্রমোন্নতির বিকাশের অনুরূপ বৈকুণ্ঠধামস্থ নিত্য সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবানের বিভিন্ন বিগ্রহ দশবিধরূপে আবির্ভূত হইয়া স্ব-স্ব শক্তিবৈচিত্র্যের ক্রমবিকাশ প্রদর্শনের দ্বারা কৃপা বিতরণ করেন। যথা,—

১। জীবের চিন্ময়ী-বৃত্তির ত্রিদণ্ডিভাবরূপ অবস্থায় ত্রিদণ্ডভাবের অনুরূপ আদর্শস্বরূপ নিত্যবিগ্রহ মৎস্যরূপী-বিষ্ণু অবতীর্ণ হন।

২। জীবের চিন্ময়ী-বৃত্তির বহুদণ্ডভাবরূপ অবস্থায় উক্ত ভাবের অনুরূপ আদর্শ নিত্যবিগ্রহ কূর্ম্মরূপী বিষ্ণু অবতীর্ণ হন।

৩। জীবের মেরুদণ্ডাবস্থায় বরাহরূপী বিষ্ণু।

৪। জীবের নরপশুভাবাবস্থায়—নৃসিংহরূপী-বিষ্ণু।

৫। জীবের ক্ষুদ্র মানবাবস্থায়—বামনরূপী-বিষ্ণু।

৬। জীবের দ্বন্দ্বময় অসভ্যাবস্থায়—পরশুরামরূপী-বিষ্ণু।

৭। জীবের সভ্যাবস্থায়—রাঘবরূপী-বিষ্ণু।

৮। জীবের সম্পূর্ণ সভ্যাবস্থায়—স্বয়ং-প্রকাশ-রাম।

৯। জীবের তর্কনিষ্ঠ-অবস্থায়—বুদ্ধরূপী-বিষ্ণু।

১০। জীবের নাস্তিকাবস্থায়—কল্কিরূপী-বিষ্ণু।

বিষ্ণুর অবতারসমূহ প্রাকৃত শরীরধারী মর্ত্ত্যবস্তু নন। তাঁহারা নিত্য-সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তাঁহাদের প্রত্যেকের স্ব-স্ব নিত্য বৈকুণ্ঠ আছে। তাঁহারা জীবের চিন্ময়ী বৃত্তির ক্রমোন্নতির বিকাশানুসারে স্ব-স্ব বৈকুণ্ঠ হইতে তত্তদ্

নিত্য রূপ যুগে যুগে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। ভগবান্ বিভিন্ন অবতারে বিভিন্ন প্রকাশমূর্ত্তি ও লীলা-প্রদর্শন করেন। মহাভাগবত-শিরোমণি শ্রীল জয়দেব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ দশপ্রকার বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া বিভিন্ন রসের লীলা-প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে রসের পূর্ণতা আছে। তিনি অখিল রসামৃতমূর্ত্তি। তাঁহারই আংশিক ভাবসমূহ বিভিন্ন অবতারের মধ্যে কিছু কিছু আছে। অবতারসমূহে সকল রসের পূর্ণতা নাই, কারুণ্য আছে মাত্র! তাঁহারা করুণাপরবশ হইয়া কিছু লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ প্রভৃতি গৌণরসের মধ্যে করুণ রসটী বুদ্ধে আছে। শ্রীবুদ্ধদেব আবেশাবতার স্বাংশ নহেন, জীববিশেষ; তাঁহাতে ভগবানের করুণাশক্তি নিহিত হইয়াছে। তিনি তপস্যা, ধ্যান প্রভৃতি করিয়া সমগ্র বিশ্বে সমদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়াছিলেন অর্থাৎ কৃষ্ণের করুণামূর্ত্তি প্রকাশবিশেষ হইয়া শোকরতির সামগ্রীযোগে সমদৃষ্টি হইয়া পশুহিংসাদিতে বাধা দিয়াছিলেন। নারায়ণ, বিষ্ণু, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, বামন ও নৃসিংহাদি—ইঁহারা সকলেই বিষ্ণুদেবতা, ইঁহারা ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতার ন্যায় আধিকারিক দেবতা-বিশেষ নহেন। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই নিত্য বৈকুণ্ঠ ও নিত্য সেবকগণ আছেন। ইঁহারা সকলেই সেব্য, সেবকজাতীয় নহেন। সেব্য সেবা গ্রহণ করিয়া সেবককে সেবার সুযোগ দেন। ভগবানের সেবা ছাড়া ভক্তের কোন কার্য্য নাই। বিষ্ণুই সকল দেবতার উপাস্য। ভগবান্ শ্রীমৎস্যদেব জুগুপ্সা রতির বিষয়। জুগুপ্সা রতিতে সামগ্রী সম্মেলনে বীভৎসরসের উদয় হইয়াছে। সাধক জীব ক্রমপন্থায় প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি, তৎপরে ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। সাধনে শ্রদ্ধা, ভাবে রতি এবং প্রেমভক্তিই রস। রস দ্বাদশ প্রকার—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস—এই সাতটী গৌণ এবং শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটী মুখ্য। ব্রাহ্মীনিশায় হয়গ্রীব অসুর বেদজ্ঞান হরণ করায় শ্রীমৎস্যদেব তাহাকে বিনাশ করিয়া বেদ উদ্ধার করতঃ 'হয়গ্রীব' নাম ধারণ করিয়াছেন। ইহা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে হইয়াছিল। আর শ্রীসত্যব্রত রাজার সঙ্গে লীলা চাক্ষুষ মন্বন্তরে হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ অখিল রসামৃতমূর্ত্তি আর তাঁহার অবতারসমূহ বিভিন্ন রসের প্রকাশ-সমূহ। শ্রীমৎস্যদেব চিন্ময়ী জুগুপ্সা-রতি হইতে জাত চিন্ময় বীভৎসরসের আশ্রয়স্বরূপ, আর শ্রীকূর্ম্মদেব চিন্ময় রতি হইতে জাত অদ্ভুত রসের আশ্রয়। শ্রীকূর্ম্মদেবের নিঃশ্বাস হইতে বেদ সংরক্ষিত হয়। যখন আধ্যক্ষিকতা দ্বারা বৈদিক জ্ঞানের অপব্যবহার হইতেছিল তখন শ্রীকূর্ম্মদেব জীবগণকে তাহা রক্ষা করেন।

শ্রীবরাহদেব ব্রহ্মার নাসা হইতে উদ্ভূত। তিনি ভয়রতিতে ভয়ানকরসের প্রকাশমূর্ত্তি। শ্রীনৃসিংহদেব বৎসলরসের প্রকাশমূর্ত্তি। যাঁহারা ভগবদ্ভজনের ঐকান্তিক ইচ্ছাবিশিষ্ট, তাঁহাদের বিঘ্ন উৎপাদনকারী শুভাশুভ কর্ম্মসকল শ্রীনৃসিংহদেব বিনাশ করেন। শ্রীনৃসিংহদেব বিষয়, আর শ্রীপ্রহ্লাদ—**আশ্রয়**। ভগবান্ বিষয় এবং ভক্ত আশ্রয়। শ্রীনৃসিংহদেবের বাৎসল্যরস মুখ্য রসের অন্তর্গত। কিন্তু শ্রীমৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহদেবের রস গৌণ। শ্রীবলদেবের হাস্য-রতিতে হাস্যরস। শ্রীবামনে সখ্যরতি ও সখ্যরস। শ্রীপরশুরাম ক্রোধরতিতে রৌদ্ররসের প্রকাশমূর্ত্তি। দশটী অবতারের মধ্যে সাতটীতে গৌণরস আর তিনটী অবতারে মুখ্যরস। শ্রীনৃসিংহদেব বাৎসল্য, শ্রীবামনদেব সখ্য এবং শ্রীবুদ্ধ শান্তরস প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীবুদ্ধ করুণার অবতার। শোকরহিত যে-কারুণ্য তাহা শ্রীরামচন্দ্রে অত্যন্ত প্রবল। শ্রীরামচন্দ্রের শোকরতিতে করুণরস। আর শ্রীকল্কির উৎসাহরতিতে বীররস। তিনি অধার্ম্মিককুলকে ধ্বংস করেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

শ্রীশ্রীএকাদশী-মাহাত্ম্য

[পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড, ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২০শ-বর্ষ, ১২শ-সংখ্যা, ৪৬৭ পৃষ্ঠার পর)

রমা-একাদশী-মাহাত্ম্য

একদা মহারাজ যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে জনার্দ্দন! কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশীর কি নাম, তাহা স্নেহভরে কৃপাপূর্ব্বক বলুন। শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ! সেই **একাদশী রমা নামে সমাখ্যাতা** এবং মহাপাপ-হরা ও শ্রেষ্ঠা। হে রাজন্! এই প্রসঙ্গে উহার মাহাত্ম্য কিছু কীর্ত্তন করিয়া শোনাইব।

পুরাকালে মুচুকুন্দ নামধারী একজন বিখ্যাত নৃপতি ছিলেন। দেবেন্দ্র, যম, বরুণ ও কুবেরের সহিত মিত্রত্ব এবং বিভীষণের সঙ্গেও তাঁহার সখিত্ব ছিল। তিনি বিষ্ণুভক্ত ও সত্যসন্ধ ছিলেন। এইরূপ তিনি নিষ্কণ্টকে রাজ্য-শাসন করিতে লাগিলেন। সরিদ্বরা চন্দ্রভাগা নামে তাঁহার একজন দুহিতা ছিল। চন্দ্রসেনসুত শোভনের সহিত তাঁহার পরিণয় হইয়াছিল। কোন সময়ে একদিন জামাতা শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলেন। দৈবক্রমে সেই দিন হরিবাসর বা সুপুণ্যদা একাদশী তিথি ছিল। স্বামীকে দেখিয়া পতিপরায়ণা রমণী চন্দ্রভাগা অত্যন্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন, হে দেবেশ! আমার ভর্ত্তা অতিশয় দুর্ব্বল, বিন্দুমাত্র ক্ষুধা সহ্য করিতে অক্ষম। উগ্রশাসক পিতা দশমী দিনে রাজ্য মধ্যে পটহযোগে ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে, হরিবাসরে আহার নিষিদ্ধ। এমতাবস্থায় রাজজামাতা স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কান্তে, হে প্রিয়ে! অদ্য আমার কি করা কর্ত্তব্য তাহা উপদেশ দাও। ইহার উত্তরে রাজকন্যা বলিলেন, হে স্বামিন্! হে প্রভো! মৎপিতৃগৃহে অদ্য কেহই আহার করিবে না। মানবের কথা কি আর বলিব, হস্তী, অশ্ব, মৃগাদি পশু পর্য্যন্ত হরি-বাসরে তৃণ, অন্ন, জলমাত্র ভক্ষণ করিবে না। হে কান্ত! যদি তুমি এই নিষেধ-রূপ শাসন হইতে মুক্তি পাইতে চাও, তবে সকলের নিন্দাভাজন হইবে। ইহা ভালভাবে বিচার করিয়া সুদৃঢ় মানস কর। সাধ্বী স্ত্রীর ঈদৃশ বাক্যশ্রবণে পতি তাঁহার মনঃসঙ্কল্প ব্যক্ত করিলেন। হে প্রিয়ে! তুমি সত্যকথা বলিয়াছ। আমি একাদশী ব্রত পালন করিব। বিধিনির্ব্বন্ধ যাহা আছে, তাহা নিশ্চয়ই ঘটিবে।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে,—নৃপজামাতা শোভন এই ব্রত পালনে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। সমস্ত দিবাভাগে চিন্তার অবসরে সূর্য্যদেব কোন্ এক মুহূর্ত্তে অস্তাচলে ঢলিয়া পড়িলেন। বৈষ্ণববৃন্দের নিকট সেই নিশা হর্ষবিবর্দ্ধিনী বটে, কিন্তু হে নৃপশার্দ্দূল! তাঁহার পক্ষে বড়ই দুঃখদায়িকা। কারণ ক্ষুৎ-পিপাসায় শরীর উত্তরোত্তর জর্জ্জরিত হইতে চলিল। এইরূপে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে পরদিন অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেহ হইতে প্রাণবায়ু উৎক্রান্ত হইল। নৃপতি মুচুকুন্দ রাজযোগ্য দারুদ্বারা তাঁহার শবদাহ কার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন। চন্দ্রভাগা স্বামীর সহিত সহমৃতা হইলেন না। পতির ঔর্দ্ধদৈহিক কৃত্য সমাপনান্তে পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কালক্রমে রমাব্রতপ্রভাবে নৃপজামাতা শোভন মন্দরাচলসানুতে অসংখ্য-গুণান্বিত অনুপম সৌন্দর্য্যযুক্ত রম্য দেবপুর প্রাপ্ত হইলেন। মুচুকুন্দপুরে

সোমশর্ম্মা নামক একজন বিপ্র তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে ভ্রমণ করতঃ তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—হেমস্তম্ভময় এক বিরাট সৌধ; রত্নবৈদূর্য্যমণ্ডিত, বিবিধ বিচিত্র স্ফটিকখচিত সিংহাসনে কিরীটকুণ্ডলযুত ও হারকেয়ূরভূষিত রাজ-রাজেশ্বর শোভন শোভমান। তিনি শ্বেতচ্ছত্রচামর দ্বারা নীরাজিত হইতেছেন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ নানা উপচারে সেবা ও বন্দনা করিতেছেন।

নৃপজামাতাকে সম্যক্ জানিতে পারিয়া ব্রাহ্মণ তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। শোভনও দ্বিজোত্তমকে অবগত হইয়া শীঘ্রই আসন হইতে উঠিলেন এবং তাহার চরণ বন্দন করিলেন। পরে তিনি তাঁহাকে মুচুকুন্দ নগরের এবং শ্বশুর ও ভার্য্যার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রত্যুত্তরে সকলের কুশল বার্ত্তা প্রদানান্তর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন,—এমন বিচিত্র মনোরমপুর কেহ কোথাও কখন দেখে নাই। ইহা কিরূপে প্রাপ্ত হইলেন, তাহা সবিস্তারে বলুন। হে রাজেন্দ্র! যে উপায়ে এরূপ ঐশ্বর্য্যের প্রাপ্তি-সম্ভাবনা হয়, সেই তথ্যের উদ্দেশ দিন, আমি তাহাই করিব। ইহার কোন অন্যথা হইবে না। শোভন বলিলেন যে, কার্ত্তিক মাসে কৃষ্ণপক্ষীয়া রমা-একাদশী ব্রতোত্তমা। আমি উহা অশ্রদ্ধাসহকারে পালন করিলেও তাহার আশ্চর্য্যফল লাভ করিয়াছি। আমি উহা অনত্য মনে করিলেও সত্যে পরিণত হইয়াছে। আপনি কৃপাপূর্ব্বক চন্দ্রভাগাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিবেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—ব্রাহ্মণ সোমশর্ম্মা মুচুকুন্দপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং তথায় চন্দ্রভাগার নিকট সমস্ত নিবেদন করিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন,—হে বিপ্রর্ষে! আমি পতি-দর্শনাকাঙ্ক্ষিণী। আমাকে তৎ-সকাশে লইয়া যান। আমি ব্রতপালনের পুণ্যপ্রভাবে ঈদৃশ ধ্রুবপুর স্থাপন করিব। যাহাতে বিযুক্ত দয়িতের সহিত মিলন ঘটে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া মহাপুণ্য সঞ্চয় করুন। তদনন্তর সোমশর্ম্মা চন্দ্রভাগা সমভিব্যাহারে মন্দরাচলে বাম দেবাশ্রমে গমন করিলেন। সেই স্থানে ঋষি-মন্ত্র প্রভাবে ও হরিবাসরসেবনের ফলে চন্দ্রভাগা দিব্যদেহ ধারণ করিয়া দিব্যগতি লাভ করিলেন। হর্ষোৎফুল্ললোচনা সতী পতি-সান্নিধ্যে উপনীতা হইলেন। স্বামী 'শোভন' প্রিয়া ভার্য্যাকে দর্শন করিয়া সাতিশয় আনন্দানুভব করিলেন।

বহুদিনের পরে দয়িতের সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া অকপটে আত্মপুণ্যকথা গোচরী-ভূত করিলেন। হে প্রিয়, অদ্য অষ্ট-বর্ষ অতিক্রান্ত হইতে চলিল, আমি যাবৎ পিতৃগৃহে অবস্থান করিতেছিলাম, তদবধি এই রমাব্রত উদ্‌যাপন করিয়া

আসিতেছি। তাহার পুণ্যফলে সর্ব্বকামসমৃদ্ধ মহাপ্রলয়কালপর্য্যন্ত স্থায়ী ঈদৃশ পুর প্রাপ্ত হইব— এ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে নৃপশার্দ্দূল! দিব্যবিগ্রহ 'শোভন' দিব্যরূপা চিন্তামণিসমা লক্ষ্মী-সদৃশা চন্দ্রভাগা সহ তথায় রমণ করিতে লাগিলেন। পাপনাশিনী ও ভুক্তি-মুক্তি-প্রদায়িনী রমা-একাদশীব্রত-মাহাত্ম্য আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। যিনি ইহা শ্রবণ করিবেন, তিনি সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে পূজিত হইবেন।

॥ ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কার্ত্তিকমস্য
কৃষ্ণপক্ষে রমৈকাদশী-মাহাত্ম্যকথনং ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায় ॥

—পণ্ডিত শ্রীযুত হরিহর ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণতীর্থ

জীবের ধর্ম্ম কি ?

জীবনীশক্তিবিশিষ্ট বস্তুর নাম—জীব। জীবের চেতনতা আছে। চেতনবস্তু মাত্রই ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট। জড়বস্তুর চেতনতা নাই, কাজেই তাহার ইচ্ছাশক্তি ও স্বতন্ত্র ক্রিয়াশক্তিও নাই। দেহ ও মন অচেতন বস্তু, তবে দেহ ও মনে যে কখনও কখনও ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়, তাহার কারণ সূক্ষ্ম দেহের উপর যখন পতিত হয়, তখনই তাহা মনাকারে ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট হয় এবং স্থূলদেহের উপর যখন চেতনাভাসের ক্রিয়া ব্যাপ্ত হয়, তখন তাহা ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীত হয়। আত্মাই একমাত্র অবিমিশ্র চেতন। এই আত্মা পরমাত্মার অংশ পূর্ণ ও বিভু চেতন, তাহারই অংশ আত্ম খণ্ড বা অণুচেতন। যেমন একটী বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড ও তৎস্ফুলিঙ্গরাশি। পরমাত্মা অগ্নিকুণ্ডস্থলীয়, জীবাত্মা স্ফুলিঙ্গকণস্থলীয়।

যাহা কোন বস্তুকে ধারণ করিয়া থাকে বা যাহা ধারণ করিয়া কোন বস্তু অবস্থিত থাকে, তাহাই সেই বস্তুর 'ধর্ম্ম'। ধর্ম্ম দ্বিবিধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক; নিত্য ধর্ম্ম তাহাই যাহা সকল সময়, সকল স্থানে কোন বিশেষ জাতীয় সকল বস্তুকে ধরিয়া বা আশ্রয় করিয়া থাকে, যেমন লৌহ-খণ্ডের নিত্যধর্ম্ম—কঠিনতা, জলের নিত্যধর্ম্ম—তরলতা। কঠিনতা ও তরলতা ধর্ম্মদ্বয় যথাক্রমে সকল লৌহপিণ্ড ও সমস্ত জলরাশিকে সকল সময় সকল স্থানে

ধরিয়া রহিয়াছে। আর নৈমিত্তিক ধর্ম্ম তাহাই—যাহা কিছু সময়ের জন্য কোন বিশেষ স্থানে কোন বিশেষ পাত্রকে অবলম্বন করিয়া বিরাজিত থাকে। যেমন লৌহখণ্ড যখন অগ্নিতে উত্তপ্ত হয়, বা জল যখন অত্যধিক ঠাণ্ডা লাগিয়া বরফ হয়, তখন লৌহখণ্ডের কোমলতা ও জলের কঠিনতারূপ যে ধর্ম্ম তাহা আনিত্য বা নৈমিত্তিক ধর্ম্ম অর্থাৎ কোন নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া সেই আগন্তুক ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং উহা সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বপাত্রে অবস্থান করে না; উত্তপ্ত কোমল লৌহখণ্ড কিছুক্ষণ পরেই আবার কঠিন হইয়া যায়, আর বরফও কিছুক্ষণ পরেই গলিয়া তাহার নিত্য স্বাভাবিক তারল্যধর্ম্মে অবস্থিত হয়। অতএব যে স্বভাব সর্ব্বকালে, সর্ব্বস্থানে বিশেষ জাতীয় সর্ব্বপাত্রকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, তাহাই সেই বস্তুর নিত্যধর্ম্ম। "জীবের প্রকৃত ধর্ম্ম ও কর্ম্ম বলিতে অণুচৈতন্যের যাহা নিত্য ধর্ম্ম ও নিত্য-কর্ম্ম তাহাই বুঝায়।

জীব যখন অণুচেতন বস্তু, তখন পূর্ণচেতন বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই সে নিত্যকাল অবস্থান করে—ইহাই তাহার নিত্য স্বভাব বা ধর্ম্ম;—অর্থাৎ অণুচেতন জীব আশ্রিত আর বিভুচেতন পরমেশ্বর আশ্রয়। অণুচেতন—আকৃষ্ট, বিভুচেতন—আকর্ষক—কৃষ্ণ। জীব অণুচৈতন্য—দাস, আর পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—প্রভু। ইহাই জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ। এইরূপ পদার্থদ্বয়ের যাহা নিত্য-স্বভাব তাহাই তাহাদের "প্রকৃত অর্থাৎ নিত্য শুদ্ধ ধর্ম্ম ও কর্ম্ম।" বড় ছোটকে আকর্ষণ করে আর ছোট আকৃষ্ট হয়; আকৃষ্টি প্রীতি, অনুরাগ, ভক্তি, সেবা বা প্রেম—ইহাই জীবের প্রকৃত ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। কাণের গহনা পায়ে পরার মত বর্ত্তমান কালে বিভুচৈতন্যের প্রতি আমাদের স্বরূপের ধর্ম্ম যে প্রীতি বা অনুরাগ তাহা অযথাস্থানে অচেতন প্রকৃতিজাত খণ্ডবস্তুতে নিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা কাণের গহনা কাণে পরিতে শিখিলেই অর্থাৎ যেখানকার জিনিষ সেখানে নিযুক্ত করিতে পারিলেই আমাদের যাহা নিত্য স্বভাব বা সহজাবস্থা, তাহা প্রকাশিত হইল। সুতরাং "জীবের প্রকৃত ধর্ম্ম ও কর্ম্ম"—ভগবৎপ্রীতি বা অনুরাগ আর তদ্ব্যতীত দেহপ্রীতি, গেহপ্রীতি বা তাহা আরও বিস্তৃত হইয়া অপর জীবের দেহ ও বদ্ধ জীবের দেহ, একটি ক্ষুদ্র গৃহের পরিবর্ত্তে অনেকগুলি গৃহ অর্থাৎ বিরাট্ সমাজ বা দেশের প্রতি প্রীতি কিংবা বিরাট্ প্রকৃতির প্রতি যে সকল প্রীতির দৃষ্টান্ত জগতে উদারতা, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, লোকহিতৈষিতা বা বিশ্ব-

প্রেমিকতা প্রভৃতি নামে পরিচিত হয়, তাহা কাণের গহনা পায়ে পরারই বিভিন্ন উদাহরণ। ঐ সকল কর্ম্ম জীবের অনিত্য বা নৈমিত্তিক ধর্ম্ম-কর্ম্ম মাত্র। যাঁহারা ভগবানে অহৈতুকী, নির্ম্মলা প্রীতি করেন, সেই সকল প্রকৃত ধার্ম্মিকগণ যে জগতের সর্ব্বলোক, সর্ব্বদেশ, ও সর্ব্বজনের প্রতি অহৈতুকী প্রীতির আদর্শ প্রদর্শন করেন, তাহা ভগবদ্ বহির্ম্মুখগণের জড়-পাত্র, জড়দেশ বা জড়-স্থানের প্রতি অহৈতুকী প্রীতির ন্যায় নহে। তাঁহারা ভগবৎসম্বন্ধে সকল বস্তুর প্রতি প্রীতি করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়,—যেমন পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর সম্বন্ধেই স্বামীর মাতা, স্বামীর ভ্রাতা, স্বামীর ভগিনী, স্বামীর বন্ধু, স্বামীরদেশ, স্বামীর গৃহ, স্বামীর বসনভূষণ, এমনকি স্বামীর গৃহের কুক্কুর তৃণ, মৃত্তিকা প্রভৃতির প্রতিও আন্তরিক প্রীতি করিয়া থাকেন এবং সকল বস্তুকেই স্বামীর বিভিন্ন সেবায় নিযুক্ত করিতে চাহেন; আবার স্বামীর মাতাপিতা তাঁহার (পতিব্রতার) স্বামীর প্রতি অনুরাগ-বিশিষ্ট বলিয়াই পতিব্রতা স্ত্রী স্বীয় স্বামীর মাতাপিতার প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্টা, স্বামীর দেহ, গৃহ, মৃত্তিকা, স্বামীর গৃহের কুক্কুর, তৃণ প্রভৃতি স্বামীর সেবার সহায়ক বলিয়াই তাঁহাদের প্রতি পতিব্রতা স্ত্রী আদরবিশিষ্টা। পক্ষান্তরে ব্যভিচারিণী স্ত্রীতে সেরূপ পতিপ্রীতির অকৃত্রিম নিদর্শন নাই। জগতে কৃষ্ণ-প্রীতিরহিত যে সকল ধার্ম্মিক ও কর্ম্মী শতজনের মধ্যে প্রায় শতজনই দৃষ্ট হয়, তাহাদের বাহ্য জগতের প্রতি যে প্রীতি তাহা কেবল আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি নিষ্ঠাময়ী। বিভিন্ন প্রকারে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টাই জীবের বিরূপের ধর্ম্ম বা কর্ম্ম। আর জীবের স্বরূপের প্রকৃত ধর্ম্ম ও কর্ম্মই অব্যভিচারিণী ভগবৎপ্রীতি।

এই সংসারচক্রে সুখের ছায়া আছে; কিন্তু সুখের বাস্তবতা নাই। যেমন মরুভূমিতে পরিশ্রান্ত পথিক মরিচীকা দেখিয়া মনে করিলেন,—'নিকটেই স্বচ্ছ জলরাশি বিরাজিত, সুতরাং এই স্থানেই স্নান পান করিয়া এখনই পরমতৃপ্তি লাভ করিব।' কিন্তু যতই অগ্রসর হইতে থাকিবেন, ততই দেখেন, তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত সুখের ভাণ্ডার তাঁহাকে ধরা দিতেছে না—কেবল তাঁহার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা খেলিয়া তাঁহাকে অধিকতর পরিশ্রান্ত করিতেছে। জগতে সুখের ছবিও সেইরূপ। জগতে যে সুখ আছে তাহা দুঃখেরই প্রস্তাবনা, উপোদঘাত বা মুখবন্ধ কিংবা দস্যু বা গুণ্ডার দলের চরের ন্যায় বিষকুম্ভ পয়োমুখযুক্ত। গুণ্ডার বা দস্যুর দলের চর যেরূপ

অনেক আদর আপ্যায়ন দ্বারা পথিককে ভুলাইয়া তাহাকে বিপৎসঙ্কুল স্থানে লইয়া যায়, পরে তাহার সর্ব্বস্বান্ত, এমনকি তাহার প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিয়া থাকে; এজগতে দুঃখদস্যুর সুখরূপী চরও সেইরূপ গুণ্ডার দলের দালালের মত আমাদিগকে প্রথমমুখে আদর আপ্যায়ন ও নানা-প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া স্বস্থানে লইয়া যায়। পরে আমাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত ও চির দুঃখরাজ্যে পতিত করিয়া থাকে। শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু যেরূপ পাতড়া পর্ব্বতের দস্যুদলপতির অত্যধিক আদর যত্ন দেখিয়া দস্যুর অন্তরের গূঢ় অভিসন্ধি বুঝিয়া ফেলিবার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন, সেই শিক্ষানুসারে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর দাসের সুবুদ্ধিমান্ দাসগণও তদ্রূপ দুঃখদস্যুর দূতরূপী সুখের প্রলোভনে পড়িয়া আত্মবিনাশ বরণ করেন না। শ্রীসনাতন-শিক্ষা হইতে জানা যায়, পূর্ব্বকালে দণ্ডযোগ্য দণ্ডদাতা অপরাধী ব্যক্তিগণকে পুনঃ পুনঃ নদীগর্ভে নিমজ্জিত করিয়া শাস্তি প্রদান করিতেন, একবার ডুবাইতেন, আর একবার উঠাইতেন, ক্লেশের পরিমাণ বৃদ্ধি ও বহুক্ষণ ব্যাপী করিবার জন্যই অপরাধীকে এক একবার করিয়া উঠাইতেন, আবার অপরাধী প্রশ্বাস বায়ু লইতে না লইতেই তাহাকে জলের ভিতর পুনরায় চাপিয়া ধরিতেন।

সংসার-চক্রে যে সুখ আছে, তাহাও ঐরূপ মুহূর্ত্তকাল দম লইবার মত। সংসারকারা-রক্ষয়িত্রী মহামায়া দুর্গাদেবী ভগবদ্বহির্ম্মুখ আমাদিগকে যে প্রশ্বাস লইবার একটুকু সময় দিতেছেন, সেই সময়টুকুকেই আমরা সুখের সময় বলিয়া মনে করি কিন্তু তখন বুঝি না যে ঐ প্রশ্বাস লইবার সময়টুকু বা সুখের সময়টুকু আমাদিগকে দুঃখের অনুভূতি অধিকতর গাঢ় তীব্রভাবে উপলব্ধি করিবার জন্যই প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব এই সংসার-চক্রের সুখও দুঃখেরই অগ্রদূত বা দুঃখেরই দালাল। এই সুখ প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তিতে দুঃখের দূত—দুঃখ হইতেও লোকের অধিকতর অনিষ্টকারী। দুঃখ অনেকটা স্পষ্ট বলিয়া তাহাকে দেখিয়া বরং আমাদের অনেক সময় আর্ত্ত বা ভগবচ্চরণে প্রপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু যাঁহারা দুর্ভাগ্যক্রমে প্রচ্ছন্নশত্রু সুখের (জগতে যাহাকে 'মহাসৌভাগ্য' বলা হয়) মোহবশে মুগ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কর্ম্মভোগ যে কতবেশী তাহা সাধুগণই দিব্যচক্ষে দেখিতে পারেন। অতএব জগতের সুখে মুগ্ধ না হইয়া নিষ্কপট সাধুগণের শরণা-পন্ন হওয়াই সুবুদ্ধিমানের কার্য্য।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

মহৎসেবা

ব্যবসায়-ক্ষেত্রে বা ব্যবসায়ে বাজার সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাজারে যে জিনিষের কাট্‌তি অধিক অর্থাৎ যে জিনিষের খরিদ্দার বা গ্রাহকের সংখ্যা বেশী, ব্যবসায়ীগণ সেই সকল জিনিষই অধিক পরিমাণে বাজারে আমদানী করিয়া থাকেন। যে সকল বস্তু খরিদ্দার বা গ্রাহকগণের অধিক পরিমাণে রুচি বা ইন্দ্রিয়-তোষণ করিতে পারে, ব্যবসায়ী মহাজনগণ সেই সকল বস্তু যাহাতে বাজারে রাখিতে পারেন, তাহারই জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট।

আর যে সকল বস্তুর বাজারে কাট্‌তি কম অর্থাৎ যে সকল বস্তুতে গ্রাহকগণের ইন্দ্রিয়তোষণ অল্প পরিমাণে হয় বা আদৌ হয় না ব্যবসাদারগণ বাজারে সে সকল বস্তু আমদানি প্রায়ই করেন না বা করিতে চাহেন না। তবে ব্যবসায়ী মহাজনগণের মধ্যে এমন লোকও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাঁহারা তাঁহাদের বিক্রয়যোগ্য বস্তুর গুরুত্ব বা যথার্থ উপযোগিতা উপলব্ধি করেন, তাঁহারা বাজারে আপাততঃ গ্রাহকের অভাব থাকিলেও সেই বস্তু বাজারে আমদানি করিতে কুণ্ঠিত বা পশ্চাৎপদ হ'ন না। তাঁহারা জানেন যে, খাঁটী এবং মানুষের বিশেষ উপযোগী বস্তুর গ্রাহক আপাততঃ না থাকিলেও এমন একদিন আসিবে যখন সেই খাঁটী ও প্রকৃত উপযোগী বস্তুর আদর হইবে। সেই কারণ তাঁহারা বাজারে ঐ সকল দ্রব্য রাখিতে অবহেলা করেন না।

তাই বর্ত্তমান যুগের বাজারে আমরা দেখিতে পাই যে, গণরঞ্জনের উপযোগী অর্থাৎ যদ্দ্বারা গণগড্ডলিকার আপাত ইন্দ্রিয়তর্পণের আনুকূল্য করিতে পারে এইরূপ বহু কথার আমদানি বা ছড়াছড়ি হইয়া পড়িয়াছে। যুগধর্ম্মে গণরঞ্জন করাই ব্যবসায়িগণের একমাত্র কৃত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাতে শিক্ষার—বিদ্যালোচনার যে মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা মানুষ বিস্মৃত হইয়াছে। বাজারের কাট্‌তি অনুযায়ী ব্যবসাদারগণ তদুপযোগী দ্রব্যাদিও আমদানী করিতেছেন। পক্ষান্তরে বিচারমুখে ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, প্রথমমুখে কোন দ্রব্যের প্রতি গ্রাহকগণের আপাত রুচি না থাকিলেও দ্রব্যদৃষ্টে বা দ্রব্যের সান্নিধ্য বা সঙ্গগুণে মানুষের নূতন করিয়া রুচি প্রবর্ত্তিত হয়। বাজারে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ মোটরগাড়ীর কথা বলা যাইতে পারে। কোন ব্যক্তির গৃহে হয়ত ব্যবহারোপযোগী দুই রকম ফ্যাসানের দুই রকম মোটরগাড়ী আছে।

ইত্যবসরে বাজারে যদি নূতন ধরণের অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক আর এক প্রকারের গাড়ী আমদানি হয়, তাহা হইলে ঐ ধনী ব্যক্তির ইতপূর্ব্বে প্রাপ্তক্ত দুইখানি গাড়ী ব্যতীত আর অন্য গাড়ীর জন্য রুচি না থাকিলেও যেহেতু বাজারে ঐ নূতন ফ্যাসানের গাড়ী আমদানী হইয়াছে, উহা দেখিয়া উহাতে নূতনভাবে তাঁহার রুচি সৃষ্ট হইয়া থাকে এবং তন্মূলে তিনি উহা খরিদ করিতে এমন কি পুরাতন একখানি গাড়ী অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয় করিয়া ঐ নূতন ফ্যাসানের একখানি গাড়ী ক্রয় করিতে ব্যস্ত হন। উহা ব্যবসাদার মহাজনের একটী কৌশল।

এই দৃষ্টান্তানুযায়ী বর্ত্তমান যুগোপযোগী বাজারে গণমতপোষণকারী ও গণরঞ্জনকারী কথার ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ সেই সকল কথা বা ভাষায় সাধারণের রুচি বা আকৃষ্টি অধিক থাকায় ঐ প্রকার ভাষার প্রচুর পরিমাণে বাজারে আমদানি হইয়াছে। আর সাধারণ ব্যক্তিগণ উহা তাহাদিগের ইন্দ্রিয়তোষণের অনুকূল জানিয়া অবাধে গলাধঃকরণ করিয়া তাহা হইতে ক্রমশঃ পূতিগন্ধযুক্ত উদ্‌গার উদ্‌গীরণ করিয়া সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিতেছে। ঐ প্রকার দুষ্কারজনক পূতিগন্ধের দ্বারা জীবচিত্ত ক্রমাগত কলুষিত হইতে থাকায় জীবগণ সেগুলিকে প্রিয় ও মঙ্গলজনক বস্তু বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক প্রকৃত শ্রেয়ঃ বা চিরমঙ্গলপ্রদায়ক বিষয়ের দিকে অন্যমনস্ক হইতেছে। এতদ্‌ব্যতীত যে নিত্যকল্যাণবিধায়িনী আরও কিছু থাকিতে পারে, অনুসন্ধিৎসার অভাবে তৎসম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণভাবে উদাসীন হইতেছে।

সেবার কথা আলোচনা করিতে গিয়া বাজারে আমরা জীবসেবা, দরিদ্রনারায়ণ-সেবা, জনসেবা, গ্রামসেবা, দেশসেবা, সমাজসেবা, পিতৃসেবা, মাতৃসেবা, আত্মীয়স্বজন-সেবা প্রভৃতি বহু কথার অবতারণা দেখিতে পাই। এই সকল কথা বা ভাষা বেশ গণরঞ্জনকারী; তাই সাধারণ জনগণ এই সকল কথার আলোচনা লইয়াই ভরপুর; আর ব্যবসাদার মহাজনগণও লোকের রুচি অনুযায়ী ঐ সকল ভাষার বা ভাষার লক্ষিতব্য বিষয়গুলিতে পারিপাট্য বিধানপূর্ব্বক উহাতে জনগণকে অধিকতরভাবে আকৃষ্ট করিতেছেন। ঐ সকল দ্রব্যের কাট্‌তি অধিক থাকায় বাজারে খাঁটী সত্য জিনিষের অর্থাৎ জীবকুলের চিরমঙ্গল-প্রদানকারী বস্তু সকলের গ্রাহক হইতেছে না। কিন্তু খাঁটি বা শ্রেয়ঃকামী মহাজনগণ বাজারে আপাততঃ

কাট্‌তি না থাকিলেও তাঁহারা শ্রেয়ঃ-কথার আমদানি করিতে পশ্চাৎপদ হন না। সেবা-বিষয়ে বহু প্রকারের কথা আমরা জনসমাজে লক্ষ্য করিতেছি। কিন্তু তন্মধ্যে 'মহৎসেবা'-রূপ খাঁটী ও শ্রেয়বিধানকারী বস্তুর অবতারণা বা আমদানি খুব কমই লক্ষ্য করিয়া থাকি। ইহাতে গ্রাহকগণের রুচি না থাকিলেও বা ইহার দ্বারা গণরঞ্জনকার্য্য সাধিত না হইলেও প্রকৃত হিতৈষী মহাজনগণ অন্যান্য তথাকথিত সেবারূপ কার্য্যকে অগ্রাহ্য করিয়া মহৎসেবারূপ খাঁটি বস্তুর যাহাতে বাজারে অধিক পরিমাণে এমন কি শতাংশের শত ভাগ কাট্‌তি বা গ্রহণীয় হয় তজ্জন্য আপ্রাণ সচেষ্ট আছেন।

মহৎসেবা ব্যতীত যে-সকল মহদিতর সেবার কথা বাজারে চলিতেছে, তাহাদের মূল বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছাই কোথাও স্থূলভাবে কোথাও বা সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান। কিন্তু আমরা শাস্ত্রে শুনিতে পাই যে, যেখানে যেখানে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার তাণ্ডবনৃত্য সেখানে সেখানে বেনিয়াগিরি ব্যতীত প্রকৃত সেবার কোন কথা নাই। মহদিতর সেবার কথা যেখানে সেখানে ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষমূলক কপটতার আশ্রয়ে সেবার নামে ভোগ ও ত্যাগেরই প্রচ্ছন্ন আবাহন। কিন্তু সাধু শাস্ত্র ও গুরুবাক্য হইতে অবগত হওয়া যায় যে ঐ প্রকার চতুর্ব্বর্গরূপ কপটতার হস্ত হইতে উদ্ধার না পাইলে জীবের কোন দিন নিঃশ্রেয়স্ লাভের সম্ভাবনা নাই।

বর্ত্তমান যুগের বাজারে এই জিনিষের কাট্‌তি অধিক না থাকিলেও বা গ্রাহকগণের সংখ্যা খুব কম হইলেও মহৎসেবারূপ এই জিনিষটীর যাহাতে বাজারে প্রচুর পরিমাণে প্রচলন বা কাট্‌তি হয় তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া উহাতে গ্রাহকগণের রুচি ক্রমশঃ উদয় করাইবার এবং উহা জীবকুলের অত্যাবশ্যকীয় ও চিরমঙ্গলপ্রসূ এই খাঁটি কথাটী বুঝাইবার জন্য সকলেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত। যদি মহৎসেবারূপ জিনিষটী মানবের একমাত্র পরম মঙ্গলপ্রদ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু বলিয়া বিচারিত হয়, তাহা হইলে বাজারে অন্যান্য যে-সমস্ত মহদিতর সেবার কাট্‌তি আছে তাহাদের নিকৃষ্টতা, হেয়তা ও অবরতা প্রভৃতি পৃথগ্‌ভাবে বিশ্লেষণ করিবার আবশ্যকতা থাকিবে না। কারণ একের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণে অন্যান্য যাবতীয় বস্তুর ন্যূনত্ব বা অবরত্বই স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমাণিত হইয়া যাইবে। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

ভক্তির প্রতি অপরাধ

একটি বিষম কথা এই যে আমরা অনেক প্রকার ভক্তির অনুষ্ঠান করি,—সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণ-গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করি, প্রত্যহ দ্বাদশ তিলক ধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-অর্চ্চন করি, একাদশী তিথিও পালন করি, সাধ্যমত নাম স্মরণ করি, শ্রীবৃন্দাবনাদি স্থান দর্শন করি; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধ না হয় এরূপ যত্ন করি না। শ্রীভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধের লক্ষণ শ্রীমন্মহাপ্রভু মুকুন্দকে লক্ষ্য করিয়া ভক্তগণকে শিক্ষা দিয়াছেন। যথা, শ্রীচৈতন্যভাগবতে,—

ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে।
ও খড়জাঠিয়া বেটা না দেখিবে মোরে॥
প্রভু বলে, "ও বেটা যখন যথা যায়।
সেই মত কথা কহি, তথাই মিশায়॥
বাশিষ্ঠ পড়য়ে যবে অদ্বৈতের সঙ্গে।
ভক্তিযোগে নাচে গায় তৃণ করি দন্তে॥
অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া যখন সান্তায়।
নাহি মানে ভক্তি, জাঠি মারয়ে সদায়॥
ভক্তিস্থানে উহার হইল অপরাধ।
এতেকে উহার হৈল দরশনবাধ।

শ্রীমুকুন্দ দত্ত একজন ভগবৎপার্ষদ। সুতরাং প্রভুর তৎসম্বন্ধে যে কথা তাহা রহস্য মাত্র। কিন্তু মহাপ্রভুর হৃদয় অতিশয় গম্ভীর। তিনি যখন যে কথা বলিয়াছেন, তাহাতে একটি উপদেশ আছে। উপদেশটি এই যে, কেবল দীক্ষাদি গ্রহণপূর্ব্বক ভক্ত্যাঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেই যে কৃষ্ণ প্রসন্ন হন, তাহা নহে। অনন্য-ভক্তিতে যাঁহার অনন্য শ্রদ্ধা তিনিই প্রভুর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন। যাঁহার হৃদয়ে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তিনিই শুদ্ধভক্তির পক্ষপাতে দৃঢ় হইয়া থাকেন। যেখানে শুদ্ধভক্তির প্রসঙ্গ নাই, তিনি সেখানে যান না বা বসেন না। যেখানে শুদ্ধভক্তির বিষয় আলোচনা হয়, তথায় তিনি রুচিপূর্ব্বক অবস্থিতি করেন। সরলতা, দৃঢ়তা,

ও একান্ততাই শুদ্ধভক্তের স্বভাব। তিনি লোকাপেক্ষায় কখনও শুদ্ধভক্তির বিরুদ্ধ কথায় সম্মতি দেন না। শুদ্ধভক্তগণ সর্ব্বদা নিরপেক্ষ।

আজকাল অনেকগুলি লোক হইয়াছেন, যাঁহারা এইপ্রকার অপরাধকে ভয় করেন না। ভক্ত দেখিলে অশ্রুপুলক হয়, কখনও কখনও কথা-আলোচনায় দশা-প্রাপ্ত হন। আবার আধ্যাত্মিক সভায় আধ্যাত্মিক মতের সহায়তা করেন। বিষয়াবিষ্ট হইয়া আবার বিষয়-চেষ্টায় নিতান্ত উন্মত্তবৎ ব্যবহার করেন। হে পাঠকবর্গ! এই প্রকার লোক সকলের নিষ্ঠা কি? আমরা বিবেচনা করি যে, প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্যই তাঁহারা ভক্তদিগের নিকট ভক্তিভাবের লক্ষণ দেখাইয়া থাকেন। কোন স্থলে প্রতিষ্ঠা-লাভের লোভে এবং কোন স্থলে অন্য পার্থিব প্রাপ্তলোভে ঐ প্রকার বহুরূপী ব্যবহার করেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা জগৎকে ঐ প্রকার ব্যবহার শিক্ষা দিয়া শুদ্ধভক্তির প্রতি কেবল অপরাধ করিতেছেন এমন নয়, জগজ্জীবের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন।

হে পাঠকবর্গ! আসুন আমরা সাবধান হই। ভক্তিদেবীর প্রতি যাহাতে আমাদের অপরাধ না হয়, তাহা করি। প্রথমে আমরা নিরপেক্ষ হইয়া ভক্তিযাজন করিব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করি। কোন পক্ষের অপেক্ষা করিয়া আমরা ভক্তি-প্রতিকূল কোন কথা কহিব না বা কোন কার্য্য করিব না। সকল কার্য্যেই সরল থাকিব। হৃদয়ে এক, আবার ব্যবহারে অন্য—এইরূপ হইব না। ভক্তি-প্রতিকূল পক্ষের লোকগণকে কোন কৃত্রিম লক্ষণ দেখাইয়া প্রতিষ্ঠা-লাভের যত্ন করিব না, শুদ্ধভক্তিরই পক্ষপাত করিব। আর কোন প্রকার সিদ্ধান্তের পক্ষ সমর্থন করিব না। আমাদের হৃদয় ও ব্যবহার একই প্রকার হউক।

—শ্রীহরিপদ দাসাধিকারী, ভক্ত-বান্ধব
শ্রীরামপুর (হুগলী)

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গ করিতে হইবে

সঙ্গ ছাড়া কেহ থাকিতে পারে না। সঙ্গই চেতনের ধর্ম্ম। যে বস্তুর প্রতি প্রীতি বা আদর থাকে, তাঁহারই সঙ্গ হয়। নিজ-সুখবাঞ্ছামূলে যে সঙ্গ, তাহা অসৎসঙ্গ। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের সুখানুসন্ধানমূলে যে-সঙ্গ তাহাই সৎসঙ্গ। প্রথম সঙ্গের নাম ভোগ, দ্বিতীয় সঙ্গের নাম সেবা যেখানে ভোগ্যের সঙ্গ সেখানে ভোগ আর যেখানে সেব্যের সঙ্গ, সেখানে সেবা। ভৃত্যাভিমানে যাহা করা যায়, তাহাই সেবা বা প্রভুসঙ্গ। অন্তরে প্রভুত্বাভিমান রাখিয়া বাহিরে যে প্রাকৃত ভৃত্য-অভিমান, তাহা সেবা নহে, পরন্তু বণিগ্‌বৃত্তি। অপ্রাকৃত ভৃত্যাভিমান বা গুরুবৈষ্ণবদাসাভিমানে যে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাময় সঙ্গ, তাহাই সেবা। যে যেরূপ সঙ্গ করিবে তাহার চিত্তবৃত্তিও সেইরূপ হইবে। কথায় বলে—A man is known by the company he keeps.

ভোক্তাভিমানই বর্ত্তমানে জীবের স্বভাব হইয়াছে। ভোক্তাভিমানী অন্য জীবের সঙ্গ দ্বারা এই মারাত্মক ভোক্তাভিমান যাইবে না। সেইজন্য সাধুশাস্ত্র বলেন যে, সর্ব্বদা নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের সঙ্গ করিতে হইবে। সৎসঙ্গ না করিলে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অসৎসঙ্গ নিশ্চয়ই হইবে। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"সকল সময়ই সাধুর সঙ্গ করিতে হইবে সাধুর,—সঙ্গের জন্য সাধুর বাণী শ্রবণের জন্য আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিতে হইবে, এক মুহূর্ত্ত সাধুর সঙ্গ ছাড়া হইলে আর হরিনাম হইবে না, দুষ্ট মন বা উহার অধিশ্বরী মায়া বা প্রকৃতি বা সংসার-বাসনার কবলে কবলিত হইবে। সাধুর সঙ্গে হরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন করাই একমাত্র কার্য্য, জীবের পক্ষে অন্য কোন কার্য্যই নাই। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা সাধুর সঙ্গে হরিনাম করিতে হইবে। সাধুসঙ্গের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে অনুক্ষণ অবস্থান করিতে হইবে, অনুক্ষণ সেবোন্মুখ কর্ণদ্বারা নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর শুশ্রূষা করিতে হইবে।"

সাধু বড় দয়াল। তিনি আমাকে তোষামোদ করেন না বা আমাকে ভোগাও দেন না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম অনেক সময় আমাকে পরীক্ষা করিলেও অকপটে নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করিলে আর বঞ্চিত হইতে হয় না। শ্রীগুরুদেবের নিষ্কপট অনুগত ও নিজ হইতে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের সঙ্গ অনুক্ষণ না হইলে গুরুকৃষ্ণের স্মৃতি হৃদয়ে থাকে না।

আমাদের শ্রেণীতে অনেকগুলি বুদ্ধিমান ছেলে আছে; আমাদের মত কতকগুলি অল্পবুদ্ধি ছেলেও আছে। আবার আমাদের ন্যায় অল্প বুদ্ধিগণের মধ্যেও যাহার যে-টুকু বুদ্ধি আছে, সেটুকু ধরিবার সামর্থ্যও অনেকের নাই। সেইজন্য আমাদের ক্লাসের সকল ছেলের সহিত বন্ধুত্ব রাখাই দরকার। বন্ধুত্ব না রাখিলে আমাদের সহিত তাঁহাদের ভাল ব্যবহার থাকিবে না। তবে এখানে কথা এই যে, বন্ধুত্ব রাখিতে গিয়া আমাদের চেয়ে কমবুঝ বা অবুঝ বন্ধুগণের কথায় আস্থা স্থাপন করি না। যদি তাহা করি, তাহা হইলে আমরাও বোকা হইয়া যাইব এবং আরও বিপদে পড়িব। সকলের সহিত বন্ধুত্ব রাখিতে হইলে নিজের ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। যদি ক্ষতি স্বীকার করিতে গিয়া আমরা আসলে ঠকি, তাহা হইলে সেরূপ বন্ধুত্ব সংরক্ষণ করিতে গেলে আমাদের কি লাভ হইবে, বুঝি না। তাই আমরা আমাদের শুভানুধ্যায়ীর নিকট শুনিয়াছি যে, নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গ করিতে করিতে তাঁহারই অনুগমন করা কর্ত্তব্য। (ক্রমশঃ)

—শ্রীমধুসূদন বিদ্যানিধি, বি-এ

গৌড়ীয়ের একবিংশতি বর্ষ

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা বিংশ-বর্ষ অতিক্রমপূর্ব্বক একবিংশতি-বর্ষে শুভ-পদার্পণ করিলেন। শ্রীগুরু-গৌড়ায় অদ্যশ্চ বিংশ শতাব্দীর জীবের দুর্দ্দশা লক্ষ্য করিয়া মর্ত্ত্য-জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইয়া অপ্রাকৃত ব্রজধামে স্বীয় অভীষ্ট সেবায় যোগদান করিয়াছেন। কৃষ্ণ-প্রিয়া শুদ্ধা-সরস্বতী তাঁহার অন্তরঙ্গ প্রেষ্ঠ নিজজনকে আকর্ষণপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিয়াছেন দেখিয়া বিরহ-বিধুর সারস্বত গৌড়ীয়গণের মধ্যে হাহাকার উত্থিত হইয়াছে। 'মণিহারা ফণির' ন্যায় তাঁহারা গৌড়ীয়-গগনের উজ্জ্বলতম তারকা—মহানিধিকে হারাইয়া আজ হা-হুতাশ করিতেছেন। চতুর্দ্দিকেই তাঁহার বিরহের অভিব্যক্তি উপলব্ধ হইতেছে। আকাশে-বাতাসে আজ সেই বিরহ-বার্ত্তা প্রতিধ্বনিত হইয়া এক মহা আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে। গৌড়ীয়-গগন আজ স্তম্ভিত ও নির্ব্বাক্। শ্রীপত্রিকা তাঁহার প্রতিষ্ঠাতার বিয়োগে ম্লানা ও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়া হইয়া বিরহ-জ্বালায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন।

আজিকার দুর্দ্দিনে কে আমাদিগকে সান্ত্বনা দিবেন? কে আমাদিগকে স্নেহপূর্ণ কঠোর-বাক্যে শাসন করিবেন? কে আমাদিগকে বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ-গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রের দুর্ব্বোধ্য নিগূঢ়তত্ত্ব সহজ-সরল-প্রাঞ্জল-ভাষায় আদরযত্নে শিক্ষা প্রদান করিবেন? কে এই বিংশ শতাব্দীর যুগে বজ্রনির্ঘোষ-কণ্ঠে জড়বাদসর্ব্বস্ব নাস্তিক-মায়াবাদি-কুতার্কিকের জিহ্বা-স্তম্ভন-পূর্ব্বক কুযুক্তি কুমতবাদ খণ্ডন করিয়া বিশুদ্ধ বৈদান্তিক-সিদ্ধান্ত স্থাপনে প্রয়াসী হইবেন? কে আপামর জনগণকে ভক্ত-ভগবানের সেবায় অধিকার প্রদান করিয়া শুদ্ধস্নেহ-বাৎসল্যে লালন-পালন করিবেন? আজ সত্যই আমরা অসহায় ও নিরাশ্রয়।

জড়বাদী নাস্তিকগণ ভক্ত-ভগবানকেও প্রাকৃতজ্ঞানে ভ্রম করেন। তাঁহাদিগকে কর্ম্মফলবাধ্য জীব-বিশেষ মনে করিয়া নিজদের তত্ত্বোপলব্ধির অসামর্থ্যতাই জ্ঞাপন করেন মাত্র। ইহাতে তাহাদের অজ্ঞতা বা মূঢ়তাই প্রকাশ পায়। "প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর। বিষ্ণু-নিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥" জড়বাদীদিগের বিচারে ভগবানও কর্ম্মফলভোগী ও প্রাকৃত কালের অধীন। তাই তাহারা মায়াগ্রস্ত জীবের জন্ম-মৃত্যুর সহিত অপ্রাকৃত তত্ত্বে প্রযুক্ত "আবির্ভাব-তিরোভাব" এর পার্থক্য অনুধাবন করিতে পারেন না এবং পরিণামে "মুড়ী-মিশ্রী এক" করিয়া চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী হইয়া পড়েন। ভগবানের আবির্ভাব-তিরোভাবের ন্যায় অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষগণের গমনাগমনও ইচ্ছাধীন। ইহা মূঢ়, দুষ্কৃতি, নরাধম, মায়াপহৃতজ্ঞান, আসুরিক জনগণ বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। "ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে", "ন বিচারো ন ভোগশ্চ বৈষ্ণবাণাং স্বকর্ম্মণাম্" ইত্যাদি পুরাণ-বচন হইতে জানা যায় যে, বৈষ্ণবগণের জন্ম ও কর্ম্মবন্ধন নাই; বৈষ্ণবগণের নিজ কর্ম্মসমূহের ভোগ নাই ও বিচার নাই।

জড়জ্ঞানই যাহাদের সহায়-সম্বল, তাহারা মুখে 'অদ্বৈতব্রহ্ম' বলিলেও আত্ম-যাথাত্ম্য-দর্শন তাহাদের নাই; তাই তাহারা ভ্রান্ত। বৌদ্ধগণের শূন্য বাদ, আচার্য্য শঙ্করের ব্রহ্মবাদ তাই জ্ঞান-পদবাচ্য নহে, উহা নাস্তিকতারই নামান্তর। উদ্দেশ্য যাহাদের অসাধু, যাহারা গুরুতত্ত্বে অবিশ্বাসী, তাহাদের জ্ঞানলাভ কিরূপে সম্ভব? "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্ তৎপরঃ সংজিতেন্দ্রিয়ঃ" —বাক্যে শ্রদ্ধালু ব্যক্তিরই তত্ত্বজ্ঞান লাভে অধিকার নির্ণীত হইয়াছে। শ্রদ্ধাবানই প্রকৃত জিতেন্দ্রিয় ও ভক্তি লাভে অধিকারী। আচার্য্য শঙ্কর

নির্ব্বিশেষ এক বা কেবলাদ্বৈতবাদের চিন্তায় বিভোর হইয়াছিলেন। মাতা বিশিষ্টা-কর্ত্তৃক উদ্যান হইতে ২টী বার্ত্তাকু সংগ্রহে আদিষ্ট হইয়া শ্রীশঙ্কর প্রত্যেকটী বৃক্ষে ১টী বার্ত্তাকুই দেখিতে পাইয়া প্রমাদ গণিলেন। তিনি ২টী না পাওয়ায় উহার সংগ্রহে নিরাস্ত হইলেন। মাতা ক্রুদ্ধা হইয়া চপেটাঘাত করিয়া যখন 'এক, এক, এক'-এর পরিবর্ত্তে 'এক, দুই, তিন' শিখাইলেন তখন তাঁহার নির্ব্বিশেষ কেবলাদ্বৈতভাব ঘুচিল। এইরূপে অবান্তর কাল্পনিক নির্ব্বিশেষ চিন্তা লইয়া বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজ সময় অতিবাহিত করিতেছেন। তাহাদের আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, শিক্ষা-দীক্ষা প্রত্যেকটী বিষয়ের মধ্যে নির্ব্বিশেষ নাস্তিক্য চিন্তাস্রোত ফল্গুনদীর ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে। তাহারা এই অসৎ ও কাল্পনিক চিন্তার ধারক ও বাহকরূপে চিন্তাশীল মনুষ্যসমাজে আসর জাঁকাইয়া বসিয়াছেন। আজ তাই ধর্ম্মপিপাসু দার্শনিক আস্তিকগণকে 'বোকা' বানাইয়া নাস্তিকগণ 'সবজান্তা' প্রবীণ সাজিয়া প্রতারণায় ব্যস্ত হইয়াছেন।

জড়কালের অন্তর্গত একবিংশতি-বর্ষে জড়ের ভাল-মন্দ থাকিতে পারে, কিন্তু গৌড়ীয়ের একবিংশতি-বর্ষে পদার্পণ কিছু মায়িক ব্যাপার নহে। "মীয়তে অনয়া ইতি মায়া"—মাপিয়া লওয়া বুদ্ধিই জড় বা মায়ার কার্য্য। জড়জ্ঞান সসীম, অপ্রাকৃত বস্তু নিগুণ। পরংব্রহ্ম ভগবান্ পরিপূর্ণতম বস্তু। তাঁহার পূর্ণত্ব-বিচার কে করিবে? শাস্ত্র তাঁহাকে "অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্", "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবিশিষ্যতে" সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। প্রাকৃত গণিত-শাস্ত্র এ পূর্ণত্বের বিচার করিতে অক্ষম ও অপারক। "একমেবাদ্বিতীয়ম্"-এর বিচার করিতে গিয়া বৈষ্ণব-বৈদান্তিকগণই সবিশেষ একত্ব স্বীকার করিয়াছেন। যাহার মূল নির্ব্বিশেষ বা কাল্পনিক, তাহাতে কিরূপে বৈচিত্র্যভাব সম্ভব? পরতত্ত্ব চিদ্বৈশিষ্ট্যযুক্ত, তাই তাহাতে নিখিল বিশ্বের সত্তাও বিরাজিত। বস্তুতঃ নির্ব্বিশেষ, নিঃশক্তিক নিরাকার-শব্দগুলি পরতত্ত্বের সবিশেষত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্তা ও সাকারত্বই প্রতিপাদন করিতেছে।

ভারতীয় আর্য্য-ঋষিগণ গণিতশাস্ত্রে যে সুষ্ঠু বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, আত্মদর্শন বা চিদ্বিজ্ঞান-শাস্ত্রে তাহা অপেক্ষা উন্নততম তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। নিরীশ্বর সাংখ্যকার কপিলের চতুর্বিংশতি বা পঞ্চবিংশতি পদার্থের যে শিক্ষা, তাহাতে জগতে নাস্তিক্যবাদই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। সাংখ্যের পুরুষ নিষ্ক্রিয়, সুতরাং পুরুষ ব্যতীত প্রকৃতি কিরূপে স্বীকৃত হইতে পারে?

তাই সাংখ্যের প্রকৃতিও ক্লীব হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং বুদ্ধের 'শূন্য' ও সাংখ্যের 'পুরুষ' একই তত্ত্ব। অতএব পরম-পুরুষকে অস্বীকারকারীর "আত্যন্তিক-দুঃখনিবৃত্তিহি মুক্তিঃ"—বিচারও শূন্যে বা ক্লীবত্বে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ভগবদ্বিরোধী নিরীশ্বর সাংখ্যকার চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব স্বীকার করিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্‌কে নিঃশক্তিক নিষ্ক্রিয় প্রতিপন্ন করিবার অপচেষ্টা করিয়াছেন। অব্যক্ত হইতে গুণত্রয় ও ভগবত্তা তাঁহার বিচারে স্থান পায় নাই। তাই নিজেদের আত্মজ্ঞান উদিত না হওয়ায় কুকর্ম্মী, কুজ্ঞানী, কুযোগী প্রভৃতি অভক্তগণ কখনই শুদ্ধজ্ঞানের উপদেষ্টা হইতে পারেন না। অবিদ্যা-গ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে স্বয়ং আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ সম্ভাবপর নহে, স্বাভাবিক তত্ত্ব-জ্ঞানপরযুক্ত পরমেশ্বরই জীবকে আত্মজ্ঞান প্রদানে সমর্থ। বেদান্ত-উপনিষদ ভাগবতাদি সাত্বত শাস্ত্রের বিচারে ভগবান্ সশক্তিক মায়াতীত পরব্রহ্মরূপে স্থাপিত হইয়াছেন। এই অপ্রাকৃত জ্ঞানের দ্বারাই জীবের দুঃখ-নিবৃত্তি ও মোক্ষলাভ বা সাক্ষাৎ ভগবৎসেবা-প্রাপ্তি সম্ভব।

আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি, জড়জ্ঞান ও প্রাকৃত পরিসংখান দ্বারা জড়াতীত অপ্রাকৃত বস্তুর বিচার করা যায় না। বাস্তববস্তু Time & Spaceএর অধীন নহেন। মানব-চিন্তার সর্ব্বশেষ চরম লভ্য যাহা, তাহাদ্বারাও অতীন্দ্রিয় বস্তুকে জানিতে বা বুঝিতে পারা যায় না। এজন্য বেদ-উপনিষদাদি সেই বস্তুকে নির্ণয় করিতে গিয়া জানাইলেন—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর"—বিচার ভুলিয়া মানব আজ স্বভাববাদ, ক্রমোন্নতিবাদ, ক্রমোৎপত্তিবাদকে আশ্রয় করিয়া ভ্রান্তপথে চালিত হইতেছে। জড়বিজ্ঞানের যে মৌলিক অবদান নাই, তাহা যে সম্পূর্ণই আত্মবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল—এ কথা বর্ত্তমান জড়বাদিগণ স্বীকার না করিলেও বিভিন্ন সদ্‌যুক্তি ও বিচার ইহা প্রমাণ করে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আজকাল ন্যূনাধিক ঐরূপ নাস্তিক্যবাদেরই শরণ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের বুদ্ধি জড়ীকৃত হওয়ায় বিচারভ্রান্তি উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা চেতনকে জড় ও জড়কে চেতন বলিয়া নিজেরা বঞ্চিত হইতেছেন ও জনগণকেও বিভ্রান্ত করিতেছেন। এখনকার শিক্ষা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নাস্তিকতারই প্রশ্রয় দিতেছে। এই অশিক্ষা-কুশিক্ষার ধারা পরিবর্ত্তিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, নচেৎ জগৎ ধ্বংস হইবে।

ভোগবাদ বা জড়বাদ হইতেই বহুমুখী নাস্তিকতার উৎপত্তি। বর্ত্তমান জগতের লোক "জোর যার মুল্লুক তার" নীতি অবলম্বন করিয়া দানবীয়

শক্তি বা বাহুবলকেই শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছে। বাহুবল হইতে আত্মবল যে শ্রেষ্ঠ, ইহা ভার্গব শ্রীপরশুরাম প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া আত্মবিজ্ঞানেরই প্রাধান্য স্থাপন করেন। অর্থনীতি, সমাজনীতি রাষ্ট্রনীতি যদি ধর্ম্মনীতির অনুগত না হয়, তাহা হইলে জগতে উৎপাত সৃষ্টি করে। তজ্জন্যই জামদগ্ন্য সুতীক্ষ্ণ পরশুদ্বারা অজ্ঞানান্ধকাররূপ দানবের কুবিচার শতধা ছিন্ন করিয়া বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম স্থাপন করেন। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ" বাক্যের ব্যাখ্যায় কোন সামাজিক 'আশ্রম' নাস্তিক চার্ব্বাকের বিচারাবলম্বনে বাহুবলের প্রাধান্য দিয়াছেন। তাহারা "খাও দাও সুখে থাক" নীতিকে বহুমানন করিয়া শারীরিক বলেরই কসরৎ দেখাইয়া ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা (?) আনয়নে প্রয়াসী! ধন্য তাদের বিচারধারা!

Civil zation বা সভ্যতা বলিয়া যদি কিছু থাকে, তাহা ধর্ম্মীয় আত্ম-কল্যান-চিন্তাধারাই সম্ভব। সনাতন ধর্ম্ম ন্যায়, নীতি, আদর্শ ইত্যাদিকে বাদ দিয়া কোনরূপ সভ্যতা—কল্পনাতীত ও অবাস্তব। যাহারা লোকভয়ে নিজস্ব সম্পদ ভুলিয়া আধুনিকতাকেই সভ্যতা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, তাহারাও এক প্রকার নবীন সংস্কারপন্থী নাস্তিকের দল। তাহারা যে কোন-রূপ আদর্শের পরিপন্থী হইয়া 'শোধনবাদী' সাজিয়া কিছু নূতনত্ব দেখাইতে চাহেন। কিন্তু উহা যে প্রাণহীন শবের ন্যায় পুঁতিগন্ধময় তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর তাহাদের নাই। প্রকৃত সমাজবাদ ধর্ম্মনীতিকে বাদ দিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে না। যখনই সমাজ হইতে ন্যায়-নীতি উঠিয়া যায়, তখনই উহা ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়। বাল্যকাল হইতেই ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হইতেছে—"ঈশ্বর নিরাকার। সুতরাং সেই ভাবী অধস্তনগণও "যে শিখাল ফু তারে দিল ফু" নীতি অনুসারে শিক্ষায়তনে, অফিসে, কলকারখানায় সর্ব্বত্রই আজ অভিভাবক, গুরুজনদিগের প্রতি শারীরিক অত্যাচার করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না। এই উচ্ছৃঙ্খল সমাজকে কিরূপে সুস্থ অবস্থায় ফিরাইয়া আনা যায়, সে চিন্তায় আমাদের দায়িত্বশীল সরকার ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ শান্ত-দান্ত ব্যক্তিগণই জগতে ধন্য; তাঁহারাই কীর্ত্তিমান্ —"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।" তাঁহারাই নিরপেক্ষ-ধর্ম্ম-রক্ষণে সমর্থবান্। নিরীশ্বর নাস্তিক কখনই নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে পারে না। যাঁহার সদ্‌সৎ বিচার বিবেক নাই, তাঁহার নিকট সুবিচার ও সদ্‌যুক্তি আশা করা বৃথা। পরমার্থ-বিৎগণই বাস্তব-সত্যে প্রতিষ্ঠিত; তজ্জন্য তাঁহারাই প্রকৃত নিরপেক্ষ। তাই ধর্ম্মবিদ্‌গণই প্রকৃত আত্মবিশ্বাসী; তাঁহারাই বাস্তব সুশিক্ষিত, সুসভ্য ও সুসামাজিক।

পরিশেষে শ্রীপত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মদীয় গুরুপাদপদ্মের বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহের প্রতি তাঁহার শেষ আশীর্ব্বাণী ও আদর্শের কথা উল্লেখ করিয়া আমাদের বক্তব্য সমাপন করিতেছি—

"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা বর্ত্তমান বিশ্বে একমাত্র নিরপেক্ষ পরিদর্শক ও সমালোচক। ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কোনপ্রকার বিষয়ালোচনা শ্রীপত্রিকা কখনও প্রশ্রয় দেন নাই বা দিবেনও না। আমরা আজকাল বহু ধার্ম্মিক পত্রিকাই দেখিতে পাই, তাঁহারা আচার্য্য-কেশরী জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের আচরিত-প্রচারিত বিধি-বিধান হইতে ক্রমশঃ ভিন্নপথে অগ্রসর হইতেছেন। লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশাই ইহার মূল কারণ। শ্রীপত্রিকা এবিষয়ে চিরকাল সাবধান থাকিবেন।" নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের এই নিছক সত্যকথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে গিয়া যদি সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়, তাহাও আলিঙ্গন করিয়া সমগ্র বিশ্বকে আদর্শ শিক্ষা দিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই শেষ পর্য্যন্ত চলিয়াছেন ও চলিবেন।"

শ্রীপত্রিকার নববর্ষ-প্রবেশের এই শুভ মুহূর্ত্তে আমরাও শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শুভাশীর্ব্বাদ ও অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করি। "হরিগুরু-বৈষ্ণব—তিনের স্মরণ। তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন॥" পরমার্থ-পথে ধর্ম্ম-বিরোধী মনোভাবসকল বিঘ্ন উৎপাদন করে। গুরু-বৈষ্ণবগণের শুভেচ্ছা ও করুণা-কটাক্ষে সকল বাধা-বিপত্তি দূরীভূত হইয়া যায়; তজ্জন্যই জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জানাইয়াছেন—"(যায়) সকল বিপদ, ভক্তিবিনোদ বলেন, যখন ও নাম গাই।" গুরুবৈষ্ণবগণের বিঘ্নধ্বংশী ভৃত্যরূপে শ্রীনামাশ্রয়ী হইলেই ভজন-পথের সকল বিঘ্ন বিদূরিত হয়—ইহা লোকোত্তর মহাপুরুষগণের প্রত্যক্ষ উপলব্ধ সত্য। জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের উক্তিতে পাই—"সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত হরিনাম গ্রহণ করিলে কোন বিষয়ই আপনার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। সর্ব্বদাই সেবা করিবেন, আর মুখে হরিনাম করিবেন। * * লেখাপড়া ও পাণ্ডিত্যের শেষকথা—হরিনাম-কীর্ত্তন।" শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামিপাদও আমাদের জন্য যে উপদেশ-নির্দ্দেশ ও শিক্ষাসার রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই আজিকার দিনে আমাদের একমাত্র জীবাতু হউক্। তাঁহার বাণী অনুসরণ করিয়া যাহাতে আমরা নিরপেক্ষ হইয়া সনাতন ধর্ম্মের আচার-প্রচার সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করিতে পারি—ইহাই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে একমাত্র ভিক্ষা। তিনি গোলোকের উন্নততম প্রকোষ্ঠ হইতে আমাদিগের প্রতি প্রচুর কৃপাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন—যাহাতে আমরা তাঁহার বাণীর অনুসরণে সক্ষম হই। সারস্বত-গৌড়ীয়-গুরুবর্গের নিকট আমরা বলপ্রার্থনা করিতেছি,—যেন রূপ-রঘুনাথের অসমোর্দ্ধ করুণার কথা ও সিদ্ধান্ত জগতে বিস্তৃত হয় ও বিনোদ-গৌর-বাণীর অনুসরণে জীবন ধন্য করিতে পারি।

গৌড়ীয়ের নববর্ষ

হে গৌড়ীয়-নববর্ষ ! গাহি তব জয়।
পূর্ণ করি বিংশ বর্ষের স্মৃতি-কাহিনী
পাদোত্তলনে রত একবিংশতিতমে
তাই আজি নবসাজে সাজিয়াছ তুমি।

বসন্তের আগমনে কিশলয় সম
হেরি তব নবসাজ ; ভক্তিরস আসে—
সুধিগণ গুঞ্জরিছে অলিকুল সম।

আম্র-মুকুলের প্রায় মুকুলিত হয়ে
দানিতে অমৃতধারা তৃষ্ণিত জনেরে
কৃষ্ণ-প্রেম দানিবারে পাঠক-সমাজে
বিষয়ীর বিষয়-পিপাসা নিবারিয়া
বসন্তের আগমনে নবরূপ তব
দেখে তোমায়, আনন্দে নেচে উঠে প্রাণ।

ঋতুচক্র মাঝে বসন্তের আগমন
না হ'ত যদি পুনঃ পুনঃ প্রকৃতি-মাঝে
তবে, পশিত না শ্রবণযুগলে আর
সুদূরের কুঞ্জ হ'তে অমৃতের গান।

ফাল্গুনীর পূর্ণিমায় শুভ বর্ষারম্ভে
রূপানুগগণের অমৃতবাণী-ধারা
কে বহিত দ্বারে দ্বারে সুধীবৃন্দ-মাঝে ?
(তাই) ইচ্ছা হয় জানাইতে স্বাগত তোমায়।

কিন্তু শক্তি কোথা ? ভাষাজ্ঞান নাহি মোর
তুষিবারে কোনজনে মিষ্টবাণী দ্বারা ;
তাই আপনারে অতি দীন হীন ভাবি
অকর্ম্মণ্য হস্তদ্বারা গাঁথিয়াছি মালা,
লহ যদি কণ্ঠে তুলি অধম ভাবিয়া
ধন্যাতিধন্য হইব (তব) করুণা লভিয়া।

হে বৈকুণ্ঠের দূত ! লহ মম ভক্ত্যর্ঘ্য
ভক্তসনে গাহি শুধু তব জয়গান।

—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

FORM—IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER "SHRI GOUDIYA PATRIKA"

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956]

1. Place of publication—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O. - Nabadwip (Nadia) W. B.

2. Periodicity of its Publication - Last day of every Bengali month i. e. once in a month.

3. Printer's Name—Shri Nabajogendra Brahmachari
Nationality—Indian—Goudiya Vaishnab.
Address—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia) W. B.

4. Publisher's Name— Do
Nationality— Do
Address— Do

5. Editor's Name--Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Trivikram Maharaj.
Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnab.
Address—Shri Devananda Goudiya Math Tegharipara, P. O. Nabadwip (Nadia) W. B.

6. Names and Address - of individuals who own the newspaper and partners or share holders holding more than one percent of the total capital. — Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj, President-Acharyya on behalf of Shri Goudiya Vedanta Society.

I, Nabajogendra Brahmachari, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

24. 2. 1969. Sd/- NABAJOGENDRA BRAHMACHARI
Signature of Publisher,

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

২১শ-বর্ষ } চৈত্র, ১৩৭৫ { ২য়-সংখ্যা



শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও শ্রীপত্রিকার
প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি মহারাজ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ
কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২১শ-বর্ষ | বাসুদেব, ১১ মধুসূদন, ৪৮৩ গৌরাব্দ | ২য়-সংখ্যা
রবিবার, ৩০ চৈত্র, ১৩৭৫ ; ইং ১৩।৪।১৯৬৯

সানুবাদং

শ্রীপ্রেমেন্দুসুধাসত্রাখ্যং

শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীনাম্নামষ্টোত্তরশতকম্

[শ্রীল-রূপগোস্বামি-কৃতম্]

কালিয়দমনোৎকম্পিভঙ্গুরভ্রূভুজঙ্গমা।
নাসিকা শিখরালম্বি লবলীস্থূলমৌক্তিকা॥ ১৯॥

যিনি সুন্দর কুটিল ভ্রূদ্বয়রূপ ভুজঙ্গদ্বারা কালিয় দমন শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত উৎকম্পিত করেন, যাঁহার নাসিকাগ্রভাগে লবলী ফলের ন্যায় স্থূল মুক্তা বিরাজিত, (লবলী নোয়াইল ইতি ভাষা)॥ ১৯॥

বন্ধুরাধর বন্ধুকবিকৃষ্টমধুসূদনা।
দন্তনির্ধূতশিখরা শিখরীন্দ্রধরপ্রিয়া॥ ২০॥

মনোজ্ঞ অধররূপ বন্ধুক কুসুমদ্বারা যিনি মধুসূদনকে আকৃষ্ট করিয়াছেন, যিনি দন্তরুচিদ্বারা সুপক্ক দাড়িম্ব বীজের শোভা তিরস্কৃত করিয়াছেন, যিনি গোবর্দ্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী॥ ২০॥

কপোলমণ্ডলান্দোলিমণিকুণ্ডলমণ্ডিতা।
পীতাংশুক শুকাকর্ষিনিস্তলস্তনদাড়িমা ॥ ২১ ॥

যিনি কপোল মণ্ডলে দোদুল্যমান মণিকুণ্ডলে মণ্ডিতা, যাঁহার সুন্দর বর্ত্তুলাকার স্তনদ্বয়রূপ দাড়িম্বফল শ্রীকৃষ্ণরূপ শুকপক্ষীকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়াছে ॥ ২১ ॥

মণিকিঙ্কিণ্যলঙ্কার-ঝঙ্কারিশ্রোণিমণ্ডলা।
স্থলারবিন্দবিঞ্জোলী-নির্ম্মঞ্ছিতপদদ্যুতিঃ ॥ ২২ ॥

যাঁহার কটিদেশ মণিময় কিঙ্কিণী ভূষণের সুন্দর ঝঙ্কার শব্দ হইতেছে, যাঁহার চরণকান্তি স্থলপদ্মদ্বারা নির্ম্মঞ্ছিত হইয়াছে ॥ ২২ ॥

অরিষ্টবধনর্ম্মার্থ-নির্ম্মাপিতসরোবরা।
গন্ধোন্মাদিতগোবিন্দা মাধবদ্বন্দ্বতাঙ্কিতা ॥ ২৩ ॥

"তুমি গোবধ করিয়াছ, কি প্রকারে আমাদিগকে স্পর্শ করিবে" এইরূপ পরিহাস বাক্যে যিনি শ্রীকৃষ্ণদ্বারা শ্যামকুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যিনি অঙ্গ সৌরভে মাধবকে উন্মাদিত করেন, যিনি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনরূপ যুগলভাবে অবস্থিত ॥ ২৩ ॥

কালিন্দীকূলকুঞ্জশ্রীর্ভাণ্ডীরতট মণ্ডলা।
ধৃতনন্দীশ্বরস্থেমা গোবর্দ্ধনদরীপ্রিয়া ॥ ২৪ ॥

যিনি কালিন্দীতীরস্থলি কুঞ্জবনের লক্ষ্মী, যিনি ভাণ্ডীর তটের ভূষণ, যিনি নন্দীশ্বরে স্থিতি করেন, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের কন্দর যাঁহার অতিশয় প্রিয় ॥ ২৪ ॥

বংশীবড়িশিকাবিদ্ধরসোত্তর্ষমনোঝষা।
বংশিকাধ্বনিবিশ্রংসি নীবীবন্ধগ্রহাতুরা ॥ ২৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বংশীরূপ বড়িশদ্বারা যাঁহার রসপিপাসু মনোমীন বিদ্ধ হইয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া শিথিলী ভূত নীবীবন্ধ (খুঁট্ ইতি ভাষা) গ্রহণে যিনি ব্যগ্রা ॥ ২৫ ॥

মুকুন্দনেত্রশফরী-বিহারামৃতদীর্ঘিকা।
নিজকুণ্ডকুড়ঙ্গান্তস্তুঙ্গানঙ্গরসোন্মদা ॥ ২৬ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের নয়নশফরীর বিহারের নিমিত্ত অমৃত দীর্ঘিকা স্বরূপ, যিনি নিজকুণ্ড তীরস্থ নিজকুঞ্জবনে অতিশয় অনঙ্গরপে প্রমত্তা ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণভ্রূচণ্ডকোদণ্ডোড্ডীনধৈর্য্যবিহঙ্গমা।
অনুরাগসুধাসিন্ধুহিন্দোলান্দোলিতাচ্যুতা ॥ ২৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের ভ্রূযুগলরূপ প্রচণ্ড কোদণ্ডদ্বারা যাঁহার ধৈর্য্য রূপ বিহঙ্গম উড্ডীন হয়, যিনি অনুরাগ সুধাসিন্ধুরূপ হিন্দোলা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আন্দোলিত করেন ॥ ২৭ ॥

ব্রজেন্দ্রনন্দনাস্যেন্দু তুঙ্গিতানঙ্গসাগরা।
অনঙ্গসঙ্গরোত্তৃষ্ণ কৃষ্ণলুঞ্চিতকঞ্চুকা ॥ ২৮ ॥

ব্রজেন্দ্রনন্দনের মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া যাঁহার অনঙ্গসমুদ্র উচ্ছলিত হয়, অনঙ্গ যুদ্ধে সতৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক যাঁহার স্তনবসন অপনীত হয় ॥ ২৮ ॥

লীলাপদ্মহতোদ্দাম মর্ম্মলম্পকেশবা।
হরিবক্ষো হরিগ্রাব হরিতালীয়রেখিকা ॥ ২৯ ॥

যিনি লীলাপদ্মদ্বারা স্মরবিলাসে লম্পট শ্রীকৃষ্ণকে তাড়িত করেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলরূপ ইন্দ্রনীলমণিময় কর্ষপাষাণে হরিতালরেখা স্বরূপ ॥ ২৯ ॥

মাধবোৎসঙ্গপর্য্যঙ্কা কৃষ্ণবাহূপধানিকা।
রতিকেলিবিশেষোহসখীস্মিত বিলজ্জিতা ॥ ৩০ ॥

শ্রীকৃষ্ণের ক্রোড় যাঁহার পর্য্যঙ্ক (খাট), শ্রীকৃষ্ণের বাহু যুগল যাঁহার উপধানিকা (বালিষ) সখীগণ যাঁহার বিপরীত রতি বিষয় আন্দোলন করিয়া মন্দ মন্দ হাস্য করিলে যিনি বিলজ্জিতা হন ॥ ৩০ ॥

আলীপুরোরহঃকেলিজল্পোৎক হরিবন্দিনী।
বৈজয়ন্তী কলাভিজ্ঞা বনস্রক্‌শিল্পকল্পিনী ॥ ৩১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সখীগণ মধ্যে যাঁহার অতিগুহ্য স্মরকেলি বিষয় প্রকাশ করিতে উদ্যত হইলে করচরণাদি ধারণপূর্ব্বক নিষেধ বাক্যে যিনি শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করেন, যিনি বৈজয়ন্তী মালা প্রস্তুত করণে নিপুণা, যিনি বন্যকুসুমদ্বারা মাল্য ও অন্যান্য শিল্প কার্য্য করিতে সুদক্ষ ॥ ৩১ ॥

ধাতুচিত্রাতিবৈচিত্রী বিসৃষ্টিপরমেষ্ঠিনী।
বৈদগ্ধীপ্রথমাচার্য্যা চারুচাতুর্য্যচর্চ্চিতা ॥ ৩২ ॥

রক্ত পীতাদি গৈরিক ধাতুদ্বারা চিত্র কার্য্যে যিনি বিধাতৃস্বরূপ, যাঁহা হইতে নৃত্যগীতাদি কলা সমস্ত প্রথম প্রকটিত হইয়াছে, যিনি সুন্দর চাতুর্য্যাদি গুণে ভূষিত ॥ ৩২ ॥

অসাধারণসৌভাগ্য-ভাগ্যামৃততরঙ্গিণী।
মৌগ্ধ্যপ্রগল্‌ভতা রম্যা ধীরাধীরাঙ্কভূষিতা ॥ ৩৩ ॥

যিনি অসাধারণ বাঞ্ছনীয় সৌভাগ্যরূপ অমৃতের তরঙ্গিণী, যাঁহাতে মুগ্ধা ও প্রগল্‌ভা এই উভয় নায়িকার গুণ থাকায় যিনি অতিশয় রমণীয়া। (যে নায়িকা বাল্য বয়স উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহার হৃদয়ে মদন বিকার জন্মিয়াছে অথচ নায়কের সহিত রতিকালে প্রতিকূলা হন এবং যিনি সমধিক লজ্জাশীলা ও মান করিতে অপটু এই প্রকার নায়িকাকে মুগ্ধা কহে) যিনি স্মরান্ধ ও প্রগাঢ় যৌবনে ভূষিতা এবং সমস্ত রতি বিষয়ে সুপণ্ডিতা, যাঁহার বিলক্ষণ শৃঙ্গার ভাব উন্নত হইয়াছে এবং যিনি ঈষৎ লজ্জাশীলা ও যাঁহার রতিতে নায়ক আকৃষ্ট হয়েন, ঈদৃশ নায়িকাকে প্রগল্‌ভা কহে। যিনি ধীরা ও অধীরা এই উভয় প্রকার নায়িকাগুণে লক্ষিতা ॥ ৩৩ ॥

শ্যামলপ্রচ্ছদপটী মূকনূপুরধারিণী।
নিকুঞ্জধামসংস্কারমাধবাধ্বেক্ষণক্রিয়া ॥ ৩৪ ॥

(অন্য নায়িকাসক্ত নায়কের প্রতি কোপনা হইয়া যিনি বক্রোক্তিদ্বারা নিজকান্তকে অনুতাপিত করেন, তাঁহার নাম ধীরা এবং কেবল পুরুষবাক্যদ্বারা যিনি নায়ককে অনুতাপিত করেন, তাঁহার নাম অধীরা) যিনি অন্ধকার রাত্রে অভিসারকালে নীলবর্ণ উত্তরীয় বস্ত্রদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করেন এবং চরণে নিঃশব্দ নূপুর ধারণ করেন এবং নিকুঞ্জধাম সংস্কারপূর্ব্বক বাসকসজ্জা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আগমনপথের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে থাকেন ॥ ৩৪ ॥

প্রাদুর্ভূতঘনোৎকণ্ঠাবিপ্রলম্ভবিষণ্ণধীঃ।
প্রাতরুৎপাসিতোপেন্দ্রা চন্দ্রাবলিকটাক্ষিণী ॥ ৩৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণের আগমনে বিলম্ব দেখিয়া যিনি উৎকণ্ঠিতা হয়েন এবং বিষণ্ণমানসে বিপ্রলব্ধা হইয়া যিনি অবস্থিত করেন, শ্রীকৃষ্ণ প্রাতঃকালে কুঞ্জে আগমন করিলে প্রণয়-কোপবশতঃ যিনি তাঁহাকে কত ভৎর্সনা করেন এবং যিনি চন্দ্রাবলীর প্রতি ঈর্ষাপ্রকাশ করেন ॥ ৩৫ ॥

অনাকর্ণিতকংসারিকাকুবাদা মনস্বিনী।
চাটুকারহরিত্যাগজাতানুশয়কাতরা ॥ ৩৬ ॥

ঐ সময়ে প্রেমগর্ব্ব হেতু উন্নতমনা হইয়া যিনি শ্রীকৃষ্ণের কাকু ও বিনয়বাক্যের প্রতি কর্ণপাত করেন না এবং ঐরূপ বিনয়াবনত শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া যিনি অনুতাপ করতঃ কাতরা অর্থাৎ কলহান্তরিতা হয়েন ॥ ৩৬ ॥

ধৃতকৃষ্ণেক্ষণৌসুক্যা ললিতাভীতিমানিনী।
বিপ্রযোগব্যথা হারি হরিসন্দেশনন্দিতা ॥ ৩৭ ॥

মান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত অতিশয় উৎকণ্ঠা হইলেও যিনি ললিতার ভয়ে মানিনী হয়েন, বিরহ-বেদনা নিবারিণী শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যিনি আনন্দিতা হয়েন ॥ ৩৭ ॥

মদাল্পজল্পিতাধীনপুণ্ডরীকাক্ষমণ্ডিতা।
ভ্রূলীলামোহিতোপেন্দ্রহস্থাগ্রহৃতবংশিকা ॥ ৩৮ ॥

যৌবনমদহেতু যাঁহার গদ্গদবাক্যে শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত হয়েন, যিনি তচ্ছ্রবণ-বশচিত্ত পুণ্ডরীকাক্ষ কর্ত্তৃক সুসোভিতা এবং ভ্রূলীলামোহিত শ্রীকৃষ্ণের হস্তাগ্র হইতে বংশী অপহরণ করেন ॥ ৩৮ ॥

অতুলাচ্যুতমাধুর্য্যস্বাদনাদ্বৈতভাগ্যভূঃ।
নিযুদ্ধশ্রান্তিনিদ্রাণ-হরিহারাপহারিণী ॥ ৩৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণের অতুলমাধুর্য্য আস্বাদনরূপ অদ্বিতীয় ভজনীয় বস্তুর যিনি আশ্রয়, শ্রীকৃষ্ণ রতিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইলে যিনি তদীয় কণ্ঠ হইতে হার অপহরণ করেন ॥ ৩৯ ॥

দ্যূতনির্জ্জিতবংশার্থিকংসারিপরিহাসিনী।
নিজপ্রাণার্ব্বুদপ্রেষ্ঠ-কৃষ্ণপাদনখাঞ্চলা ॥ ৪০ ॥

বংশীকে পণ রাখিয়া দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইলে উহাতে জয়লাভ করিয়া যিনি শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে বংশী কাড়িয়া লয়েন, তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ বংশী প্রার্থনা করিলে যিনি তাঁহার সহিত কত হাস্য পরিহাস করেন, নিজের অর্ব্বুদ সঙ্খ্যক প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের চরণোপান্তে যাঁহার চিত্ত বিরাজ করিতেছে ॥ ৪০ ॥

ইতি রাধা সখীবাচমাচম্য পুলকাঞ্চিতা।
ছদ্মনা পদ্মনাভস্য লতাসদ্মান্তিকং গতা ॥ ৪১ ॥

শ্রীরাধিকা সখীমুখে শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ অবস্থা অর্থাৎ তোমার বিরহে কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তোমার শতনাম পাঠ করিতেছেন তৎশ্রবণে পুলকিত তনু হইয়া পুষ্প চয়নচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জবনের নিকট গমন করিলেন ॥ ৪১ ॥

যঃ সেবতে জনো রাধানাম্নামষ্টোত্তরং শতং।
নাম্না প্রেতসুধাসত্রং লিহ্যাৎ প্রেমসুধামসৌ ॥ ৪২ ॥

॥ ইতি শ্রীপ্রেমেন্দুসুধাসত্রাখ্যং শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীনাম্নামষ্টোত্তরশতং সমাপ্তং ॥

যে মহাত্মা প্রীতিপূর্ব্বক প্রেমসুধাসত্র নামক শ্রীরাধিকার অষ্টোত্তর শতনাম পাঠ করেন তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমরস আস্বাদন করিতে সমর্থ হন ॥ ৪২ ॥

॥ ইতি প্রেমেন্দুসুধাসত্র নামক শ্রীরাধিকার অষ্টোত্তর শতনাম সমাপ্ত ॥

ধর্ম্ম-ব্যবসায়ের প্রতিবাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
১৫ই জানুয়ারী, ১৯২৭

বিপুল-আচার্য্যসম্মান-পুরঃসর-নিবেদনম্ —

আমি গত কল্য শ্রীধাম-নবদ্বীপ-শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়াছি। শ্রীধাম হইতে আপনার নিকট একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম, বোধ করি পাইয়াছেন।

মিছাভক্তগণের মতে ইন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত যখন 'ধর্ম্ম' বলিয়া কোন কথা নাই, তখন শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম কি বৃন্দাবন প্রভৃতিতে পুনঃপ্রচারিত হইবে না? শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীবিগ্রহসমূহ কি সমস্তই জাতি ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্যই থাকিবে? ঐসকল অবৈধ ব্যবসায়ী বেণিয়ার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ঠাকুর সেবার নামে, মন্ত্রব্যবসায়ের নামে নিজ নিজ স্বার্থ পোষণ করিতে থাকিবে এবং উহাই কি 'ধর্ম্ম' বলিয়া পরিগণিত হইবে? শুদ্ধভক্তিকথার দ্বারা জগতের হিত-সাধন হউক, ইহা কি বর্ত্তমান বৃন্দাবনবাসীর অভিপ্রেত হওয়া উচিত নহে?

শুদ্ধভক্তগণ কিন্তু চিরকালই মিছাভক্তির অনুমোদন করেন না। কলিকাল, ভক্তিপথ কোটিকণ্টকরুদ্ধ হইয়াছে। এখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। একথা মূর্খলোকেরা বুঝিতে পারিতেছে না। আপনি আমাদের কথা একটু হিন্দিতে—ব্রজবুলিতে ইস্তাহারের মত প্রচার করিয়া দিলে বোধ করি অনেকের দয়া হইতে পারে।

ঠাকুর-সেবা পণ্যদ্রব্য নহে এবং সেবকগণ বাণিয়া নহেন; তাঁহারা ভক্ত বৈষ্ণব। সর্ব্ব ত্যাগ করিয়া নিজের ও জগতের মঙ্গল করিবার জন্য কীর্ত্তনমুখে হরিসেবা করিতেছেন। বেণিয়াদিগের বস্তু চাল, ধান, ঠাকুরসেবার ছলনায় পাথরের বাড়ী, ঘর ইত্যাদি। সেই সকলের সাহায্যে ব্যবসায় করিয়া তাহারা নিজের উদরভরণ করে, ঠাকুরবাড়ী খরিদ করে, অযোগ্য ব্যক্তির দ্বারা সেবাপরাধ করায়, অযোগ্য ব্যক্তি হইতে মন্ত্রগ্রহণের ছলনা করে, ভজনের উপদেশ লইয়া থাকে ও কত কি করে! ঐ সকল কার্য্যের শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়ের কোন আস্থা নাই।

ভজন ছাড়িয়া হুজুগ করা ভক্ত-সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য নহে। ব্যবহারিক জগতে যে প্রকার সত্যের দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সরলতার

পরিবর্ত্তে কপটতাই 'ধর্ম্ম' বলিয়া চলিতেছে। এক্ষণে প্রকৃত গৌরভক্তগণ পরমেশ্বরের স্বরূপলক্ষণ নিরস্তকুহকসত্য জগতে প্রচার করিয়া Pseudo-Vaisnavism এর (বিদ্ধ বৈষ্ণবতার) হাত হইতে জগৎকে উদ্ধার করা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছেন।

আপনি শেষ জীবনে শুদ্ধ ভক্তিসম্রাজ্যের জন্য শেষ চেষ্টা করিয়া বৈষ্ণব-সমাজের ধন্যবাদের পাত্র হউন—ইহা আমার প্রার্থনা। 'Vaisnavism Real and Apparent' গ্রন্থ প্রচার হইয়াছে। এক্ষণে তথাকথিত বৈষ্ণব-জগতের বাস্তব মঙ্গল বিধান করা আবশ্যক। আপনি যোগ্য পুরুষ, আপনার দ্বারা এই কার্য্য হইতে পারিবে। বঙ্গদেশের কপটতা অনেকটা ধরা পড়িয়া গিয়াছে; সুতরাং সকল দেশেরই যে যে স্থানে ধর্ম্মের ভাণ হইতেছে, তাহা নিরাকৃত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(শরণাগতি)

১। জীবের স্বভাবসিদ্ধ নিত্যধর্ম্ম কি?

"শরণাপত্তি ও আনুগত্যই জীবের স্বভাবসিদ্ধ নিত্যধর্ম্ম।"

—'প্রয়াস', সঃ তোঃ ১০।৯

২। কিরূপে শুদ্ধভক্তিযোগ সিদ্ধ হয়?

"গীতার চরম-শ্লোকে যে শরণাগতির উপদেশ আছে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থকে ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া কর্ম্মাঙ্গ ও জ্ঞানাঙ্গ ত্যাগ করতঃ আচরণ করিলে শুদ্ধভক্তিযোগ সিদ্ধ হয়।"

—'অত্যাহার', সঃ তোঃ ১০।৯

৩। বিশুদ্ধ ভজনের মূল কি?

"কেবল শাস্ত্র পড়িয়া বা সিদ্ধান্ত শুনিয়া কেহ ভগবৎপ্রসাদ লাভ করিতে সক্ষম হয় না। তাদৃশ জ্ঞান-কর্ম্ম-প্রয়াস পরিত্যাগ করতঃ ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই বিশুদ্ধ-ভজনের মূল; তাহাতেই কৃষ্ণপ্রেমরূপ পরম-পুরুষার্থ-লাভ হয়।

—'বিশুদ্ধভজন' সঃ তোঃ ১১।৭

৪। শরণাগতিহীন জীবনের কোন সার্থকতা আছে কি?

"শরণাগতি ব্যতীত জীবের জীবন বৃথা। সর্ব্বদা শরণাগত হইয়া জীব কৃষ্ণভজন করিবে।"　　—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

৫। সাধক-জীবনের ভূষণ কি?

"সাধকের সমস্ত জীবনই শরণাগতিতে মণ্ডিত থাকিবে।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

৬। প্রতিষ্ঠাশা-ত্যাগের একমাত্র উপায় কি?

"শ্রীগুরু-বৈষ্ণব মোরে দিলেন উপাধি।
ভক্তিহীনে উপাধি হইল এবে ব্যাধি॥
যতন করিয়া সেই ব্যাধি নিবারণে।
শরণ লইনু আমি বৈষ্ণব-চরণে॥"

—'শোকশাতন' (শোতৃগণের প্রতি নিবেদন)—১২, গীঃ মাঃ

৭। নশ্বর সুখ-দুঃখে অভিভূত হইলে কি গতি হয়?

"কেবা কার পতি-সুত, অনিত্য-সম্বন্ধ-কৃত
চাহিলে রাখিতে নারে তারে।
করম-বিপাক-ফলে, সুত হ'য়ে বসে কোলে,
কর্ম্মক্ষয়ে আর রৈতে নারে॥
ইথে সুখ-দুঃখ মানি অধোগতি লভে প্রাণী,
কৃষ্ণপদ হৈতে পড়ে দূরে।
শোক-সম্বরিয়া এবে, নামানন্দে মজ সবে,
ভকতি-বিনোদ-বাঞ্ছা পূরে॥"

—'শোকশাতন'—২, গীঃ মাঃ

৮। শরণাগত শুদ্ধভক্তের প্রার্থনা কিরূপ?

"অন্তরে-বাহিরে সম ব্যবহার,
অমানী মানদ হ'ব।
কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে
সতত মজিয়া র'ব॥"

—কঃ কঃ প্রার্থনা (লালসাময়ী)—৬

৯। বৈকুণ্ঠযাত্রী বৈষ্ণবদিগের কোন ব্যবহারিক দুঃখানুভূতি আছে কি?

"বৈষ্ণবদিগের সে-সকল ব্যবহার-দুঃখ বাস্তবিক দুঃখ নয়; কিন্তু, বৈকুণ্ঠ-যাত্রীর পান্থ-দুঃখের ন্যায় অস্থায়ী এবং সুখবৎ কাটিয়া যায়।"

—'বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ', সঃ তোঃ ১০।২

১০। শরণাগতি কয় প্রকার ও প্রত্যেকটির ত্রিবিধ ভেদ কি কি?

"শরণাগতি ছয় প্রকার, যথা—(১) আনুকূল্য-সঙ্কল্প, (২) প্রাতিকূল্য-বর্জ্জন, (৩) কৃষ্ণ অবশ্য রক্ষা করিবেন,—এই বিশ্বাস, (৪) কৃষ্ণই আমার পালয়িতা—এই বুদ্ধি, (৫) আত্ম-নিক্ষেপ, (৬) কার্পণ্য,—এই ছয় প্রকার শরণাগতিই কায়িক, বাচনিক ও মানস-ভেদে তিন-তিন-প্রকার।"

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

১১। শরণাগত ভক্ত কিরূপ আচার-বিচারে প্রতিষ্ঠিত?

"ভক্তি-অনুকূল যাহা, তাহাই স্বীকার।
ভক্তি-প্রতিকূল সব করি পরিহার॥
কৃষ্ণ বই রক্ষাকর্ত্তা আর কেহ নাই।
কৃষ্ণ সে পালন মোরে করিবেন, ভাই॥
আমি আমার যত কিছু কৃষ্ণে নিবেদন।
নিষ্কপট দৈন্যে করি জীবন যাপন॥"

—ভঃ রঃ ৩য় যামসাধন

১২। শরণাগতের কোন্ বিষয়ে দার্ঢ্য ও কোন্ বস্তুতে অনাসক্তি আবশ্যক?

"তজনের যাহা　　প্রতিকূল, তাহা
দৃঢ়ভাবে তেয়াগিব।
ভজিতে ভজিতে　　সময় আসিলে
এ দেহ ছাড়িয়া দিব॥"

—কঃ কঃ 'প্রার্থনা' (লালসাময়ী)—৬

১৩। শরণাগত ভক্ত কি নিজ-পোষণের চিন্তা করেন?

"নিজের পোষণ,　　কভু না ভাবিব,
রহিব ভাবের ভরে।
ভকতিবিনোদ,　　তোমারে পালক,
বলিয়া বরণ করে॥"

—শঃ

১৪। শুদ্ধভক্ত কাহার সম্বন্ধে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইয়া নিজকে ও জগৎকে দর্শন করেন?

"তুমি জগতে পিতা,　　তুমি জগতের মাতা,
দয়িত, তনয়, হরি তুমি।

তুমি সুহৃন্মিত্র, গুরু, তুমি গতি কল্পতরু,
ত্বদীয় সম্বন্ধ মাত্র আমি ॥"

—'যামুন-ভাবাবলী' ২৬, গীঃ মাঃ

১৫। ভবজলধিতে নিমজ্জমান জীবের আশাবীজ কি ?

"নিমগ্ন হইনু যবে, ডাকিনু কাতর রবে
কেহ মোরে করহ উদ্ধার।
সেই কালে আইলে তুমি, তোমা জানি' কুল-ভূমি,
আশাবীজ হইল আমার ॥"

—'যামুন-ভাবাবলী'১০, গীঃ মাঃ

১৬। কৃষ্ণেচ্ছার অনুকূলে বা প্রতিকূলে গমন করিলে কিরূপ ফলোদয় হয় ?

"যাহা ইচ্ছা করে কৃষ্ণ, তাই জান ভাল।
ত্যজিয়া আপন-ইচ্ছা ঘুচাও জঞ্জাল ॥
দেয় কৃষ্ণ, নেয় কৃষ্ণ, পালে কৃষ্ণ সবে।
রাখে কৃষ্ণ, মারে কৃষ্ণ, ইচ্ছা করে যবে ॥
কৃষ্ণ-ইচ্ছা-বিপরীত যে করে বাসনা।
তার ইচ্ছা নাহি ফলে, সে পায় যাতনা ॥"

—'শোকশাতন' ৩, গীঃ মাঃ

১৭। কৃষ্ণকে কিরূপভাবে গোপ্তৃত্বে বরণ করিলে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইয়া থাকে ?

"কৃষ্ণের চিৎকণ নিত্যদাস আমি, কৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহ আমার রক্ষাকর্ত্তা বা পালনকর্ত্তা নাই ; আমি অতি দীন ও হীন ; কৃষ্ণনাম শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে পূর্ব্বে কর্ম্মফল-ভোগস্বরূপ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিলে অবশ্য কৃষ্ণ-কৃপা লাভ করিব—এইরূপে কৃষ্ণ-সংসারে স্থিতির দ্বারা আমরা কৃষ্ণপ্রেম-ফল পাইয়া থাকি।"

—বৃঃ ভাঃ, তাৎপর্য্যানুবাদ

(ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ভজ ওরে মন গুরুর চরণ

ভজ ওরে মন গুরুর চরণ, গুরু বিনা গতি নাহি রে।
গুরুর চরণে শরণ নিলে রে, মায়া-পারে যা'বি অচিরে॥

করিও না হেলা গুরুর নির্দ্দেশ,
জানিহ গুরুজী নহে তো মানুষ,
তিনি শ্রীহরির প্রকাশ-বিগ্রহ, নর-তনু ধরি' রহে রে॥
অপ্রাকৃত গুরু চিদানন্দময়, প্রাকৃত কভুও নহে রে॥

ভজ ওরে মন গুরুর চরণ, গুরু বিনা গতি নাহি রে।
গুরু নাম নিলে পাইবি শান্তি, বিদূরিবে শোক দুঃখ রে॥

এ ভব সংসারে গুরুই তো ত্রাতা,
অখিল জীবের তিনি পিতামাতা,
তাঁর স্নেহ যদি পেতে চাহ মন, তাঁর আনুগত্যে ভজ রে।
তিনি ছাড়া আর কে আছে আপন বারেক ভাবিয়া দেখ রে॥

ভজ ওরে মন গুরুর চরণ, গুরু বিনা গতি নাহি রে।
গুরু বিনা তোর অজ্ঞান দূরিতে দিব্যজ্ঞান কোথা' পাবি রে।

ভব-রোগ হ'তে মুক্ত হবি যদি,
শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্মর নিরবধি,
তিনি যে হরির অন্তরঙ্গ জন, ভবরোগ-হারী প্রভু রে।
তাঁর কৃপা বিনা শ্রীহরির দেখা হায় কি কখনো মিলে রে॥

ভজ ওরে মন গুরুর চরণ, গুরু বিনা গতি নাহি রে।
শ্রীগুরু-দত্ত হরিনাম সদা তাঁহার নির্দ্দেশে জপ রে॥

কলি-ভয়ে ভীত জগজন লাগি'
হরিনাম সুধা বিতরে গুরুজী,
নামের মাঝারে রয়েছেন নামী, নাম বলে পা'বি নামীরে।
গুরুর আশ্রয়ে হরিনাম নিলে হরি-প্রিয় হ'য়ে র'বি রে॥

ভজ ওরে মন গুরুর চরণ, গুরু বিনা গতি নাহি রে।
গুরু প্রসন্ন হইলে তবে তো শ্রীহরির কৃপা পা'বি রে॥

একনিষ্ঠ হ'য়ে কর গুরুসেবা,
গুরুর শাসন মান্য কর সদা,
সবার উপরে গুরুই পূজ্য বিশাল ভুবন মাঝারে।
গুরুর করুণা সার করি' এবে সদা তাঁর গুণ গাহ রে॥

ভজ ওরে মন গুরুর চরণ, গুরু বিনা গতি নাহি রে।
গুরুর বিরহে জগজনে আজি হা-হুতাশ করি' কাঁদে রে॥
তবু ভাবি আজো বিরাজেন তিনি,
আজো সেই লীলা করে দিবাযামী,
শুদ্ধভক্তগণে নিত্যকাল ধরে সে' পদ-যুগল পূজে রে।
সে' গৌর-পার্ষদ রূপানুগবর শ্রীগুরু-চরণে নমি রে॥

—**শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল**, কবিভূষণ

ধর্ম্ম ও নীতি*

ধর্ম্ম ও নীতি দুইটী পৃথক্ শব্দ হইলেও উভয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। নীতি অর্থে নীয়তে সংলভ্যন্তে উপায়াদয় ঐহিকামুষ্মিকার্থা যাস্যাস্ (যাহা হইতে ঐহিক আমুষ্মিক অর্থলাভের উপায় প্রাপ্ত হওয়া যায়)। সাধারণ অর্থ—ধর্ম্মাধর্ম্ম বা হিতাহিত বিচারবিবেক যে-বাণী দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় উহা নীতি, আর ধর্ম্ম অর্থে মনুষ্যের যাহা কর্ত্তব্য বা আচরণীয়। অবশ্য দেশভেদে, সমাজভেদে, বর্ণাশ্রমভেদে আচারভেদ হেতু ধর্ম্ম বহু প্রকার—জাগতিক ধর্ম্ম, লৌকিক ধর্ম্ম, সামাজিক ধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম ইত্যাদি; কিন্তু বাস্তবিক ধর্ম্ম একটীই ঐ সকল ধর্ম্ম তাৎকালিক, অনিত্য বা অবস্থানুযায়ী ধর্ম্ম বলিয়া উহাদিগকে ধর্ম্ম আখ্যা দেওয়া যায় না। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

আহারো নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষঃ ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

---

* কলিকাতা মহানগরীস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ** প্রদত্ত ভাষণ।

অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি কর্ম্মসকল মনুষ্য ও পশু সকলের মধ্যেই সমান কিন্তু মনুষ্যের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার ক্ষমতা আছে বলিয়া তাহাই মানুষের বৈশিষ্ট্য, কিন্তু যে মানুষ ধর্ম্মহীন সে পশুর সমান। শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্তি আছে,—

শ্ববিড্‌বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ ॥
ন যৎ কর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ ॥ (ভাঃ ২।৩।১৯)

এই যে ধর্ম্মের কথা হইল, ইহা একটী মাত্র সর্ব্বপ্রাণীর এই ধর্ম্মের নাম সনাতন বা নিত্যধর্ম্ম। যখন ইহার গ্লানি হয় তখন ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া এই ধর্ম্মকে পুনঃ স্থাপন করেন। এসম্বন্ধে শ্রীগীতার উক্তি,—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

নীতির বিষয়ে এইরূপ আখ্যায়িকা মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে শ্রুত হয়,—সৃষ্টির প্রারম্ভে লোকসকল পাপপথে চলিতে থাকিলে দেবগণ ব্রহ্মার নিকট গিয়া তাহার প্রতিকারার্থ প্রার্থনা জানান। ব্রহ্মা তাঁহাদের কথামত প্রতিকারের জন্য লক্ষ অধ্যায়যুক্ত নীতি প্রণয়ন করেন। মহাদেব উহা সংক্ষিপ্ত করিয়া দশ হাজারে পরিণত করেন। তৎপরে ইন্দ্র পাঁচ হাজার, বৃহস্পতি তিন হাজার ও শুক্রাচার্য্য এক সহস্রে সংক্ষিপ্ত করিয়া প্রকাশ করেন। উহাই সহস্রসাধ্য বলিয়া প্রবাদ।

নীতি সম্বন্ধে দুএকটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়,—

আপদর্থে ধনং রক্ষেদ্দারান্ রক্ষেদ্‌ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি ॥
সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং।
নানৃতং চ প্রিয়ং ব্রূয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥

বলিরাজের নিকট শুক্রাচার্য্যের নীতির কথা শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়—

স্ত্রীষু নর্ম্মবিবাহে চ বৃত্ত্যর্থে প্রাণসঙ্কটে।
গোব্রাহ্মণার্থে হিংসায়াং নানৃতং স্যাজ্জুগুপ্সিতম্ ॥
(ভাঃ ৮।১৯।৪৩

যদিও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে সত্য কথা বলিবে মিথ্যা বলিতে নাই কিন্তু ভগবান্ বামনদেব যখন বলিরাজের নিকট ত্রিপাদ ভূমি চাহিয়াছিলেন, তখন গুরু শুক্রাচার্য্য বলিয়াছিলেন,—

ত্রিভিঃ ক্রমৈরিমাল্লোঁকান্ বিশ্বকায়ঃ ক্রমিষ্যতি।
সর্ব্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা মূঢ়ঃ বর্ত্তিষ্যসে কথম্॥ (ভাঃ ৮।১৯।৩৩)

হে মূঢ়! ইনি বামন আকার হইলেও বিশ্বকায় বিষ্ণু এবং ত্রিপাদ যাচ্ঞাইলে তোমার সর্ব্বস্ব গ্রাস করিবেন। সর্ব্বস্ব বিষ্ণুকে দান করিলে তোমার জীবনযাত্রা কিপ্রকারে চলিবে। বলি যখন বলিলেন যে, আমি ভক্তরাজ প্রহ্লাদের বংশধর হইয়া প্রতিশ্রুত প্রদানান্তর কিরূপে মিথ্যাচরণ করিব। তখন গুরু বলিলেন,—

স্ত্রীষু নর্ম্ম-বিবাহে চ বৃত্ত্যর্থে প্রাণসঙ্কটে।
গোব্রাহ্মণার্থে হিংসায়াং নানৃতে স্যাদুপাতকম্॥

অর্থাৎ স্ত্রীগণের নিকট রহস্যছলে, জীবিকার জন্য, প্রাণসঙ্কটকালে, গোব্রাহ্মণাদির নিমিত্ত আর হিংসানিবারণার্থ মিথ্যা ভাষণ নিন্দনীয় নহে কিন্তু বলিরাজ গুরুবাক্য গ্রহণ না করিয়া শ্রীভগবান্‌কে সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়া ভগবৎ কৃপার অধিকারী হইয়াছিলেন।

বাসুদেবও সাধারণ নীতির আদর করেন নাই ভগবৎ সেবার জন্য জড়-নীতি অগ্রাহ্য করায় দোষ হয় না ইহা তিনি দেখাইয়াছেন যে, কৃষ্ণের প্রকট-কালে পিতামাতা কংস হইতে অন্যান্য পুত্রগণেরন্যায় কৃষ্ণচন্দ্রেরও বিনাশের আশঙ্কা জানাইলে কৃষ্ণ তাঁহাকে নন্দগৃহে রাখিয়া দেবকীর কন্যাকে আনয়নের উপদেশ করেন। বসুদেব কৃষ্ণকে যশোদাক্রোড়ে স্থাপন করিয়া কন্যাকে আনিয়া কংসকে বঞ্চনা করিলে সাধারণ বিচারে মিথ্যা ব্যবহার হইতে পারে কিন্তু পারমার্থিক সিদ্ধান্তানুসারে উহাতে তাঁহার কোন ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতে গিয়া রামচন্দ্রকে বনবাসে প্রেরণকরতঃ ভগবৎ সেবাবঞ্চিত হওয়ায় ভগবানের বিরহে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মরাজ নিজ কিঙ্করগণের নিকট ধর্ম্মসম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ ভগবৎ প্রণীতং
ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ
কুতো নু বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ॥ (ভাঃ ৬।৩।১৯)
স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মবলির্বৈয়াসকির্বয়ম্॥

দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং ভাগবতং ভটাঃ।
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্ব্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে॥
(ভাঃ ৬।৩।২০-২১)

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্ব্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥ (ভাঃ ৬।৩।২৫)

অতএব পরামার্থিক ধর্ম্মই একমাত্র অবলম্বনীয়। জড় নীতির আশ্রয়ে পারত্রিক ধর্ম্ম অবহেলা করিলে আত্মকল্যাণ লাভে বঞ্চিত হইতে হয়।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গ করিতে হইবে

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২১শ-বর্ষ, ১ম-সংখ্যা, ৩৩ পৃষ্ঠার পর)

আমার যাহা প্রয়োজন, তাহাই যদি অন্যের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আমি আমার প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য—আমা হইতে অগ্রসর হইয়াছেন যিনি তাঁহারই অনুসরণ করিব। পণ্ডিতের সঙ্গ হইলে আমারও শিক্ষার উন্নতি হইবে। তাহা অপেক্ষা 'ভাল'র অনুগমন করিলে আমার নিজের বৃত্তি ভক্তি বা সেবা বাড়িয়া যাইবে। তখন আর নিজাপেক্ষা কাহাকেও হীন বলিয়া দেখিবার দুর্ভাগ্য হইবে না। যখন আমি কোন বস্তুকে আমা অপেক্ষা হীন দেখি, তখন আমার সেবা প্রবৃত্তিটী একটু রূপান্তরিত হয়—আমার স্বরূপ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া কম-বেশী বিরূপ আশ্রয় করি। তখন আমি ভক্তিধর্ম্ম হারাইয়া আমা অপেক্ষা নিম্ন স্তরে অবস্থিত জনগণের নিকট হইতে আমার সেবা প্রার্থনা করি—সেবা করাই যে আমার নিত্যধর্ম্ম, তাহা ভুলিয়া গিয়া অপরের দ্বারা আমার সেবা করাইয়া লইবার সেবা-প্রবৃত্তিকে প্রবল করানই আমার ধর্ম্ম হইয়া পড়ে। তখনই কতকগুলি লোকের সঙ্গে আমার বন্ধু বিচ্ছেদ হয়। যখনই বন্ধু দ্বারা আমি বলপূর্ব্বক আমার সেবা করাইয়া লইবার ইচ্ছা করি, তখনই বন্ধুগণ আমার প্রতি সেবাহীন ধর্ম্ম দেখাইয়া থাকেন।

ভক্তি ছাড়িয়া দিয়া ভজনীয় বস্তু হইবার প্রয়াস করিলে এইরূপ অমঙ্গল হইয়া থাকে। ভক্তির বদলে আর কিছুর অনুশীলনই আমার

অমঙ্গলের হেতু—এই কথাটি যখনই ভুলিয়া যাই, তখনই আমার ভোগ-বাসনা জন্মে এবং এই সুযোগে মায়া আমার ঘাড়ে চাপিয়া আমার পশুত্ব বা প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা প্রবল করাইয়া থাকে। এই বিপদে বৈষ্ণববন্ধু না থাকিলে আর নিস্তার নাই। সেইজন্যই বলিতেছি, সর্ব্বক্ষণ নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করিতে হইবে।

এ জগতের কোন বন্ধু বা মনকে বিশ্বাস করিতে হইবে না। একমাত্র বিশ্বাস করিতে হইবে ভগবানের শাব্দিক অবতার শাস্ত্রকে, ভগবানকে এবং যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ভগবানকে বিশ্বাস করেন, সেই ভগবদ্ভক্তগণকে। ইঁহাদের সহিত যাঁহারা সম্বন্ধ রাখেন না, তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিলে সর্ব্বনাশ হইবে। সাধুগুরু ব্যতীত আমার বিশ্বাস করিবার আর কেহ নাই, এরূপ দৃঢ়তা না আসিলে মঙ্গল লাভ করা যাইবে না।

আমরা অনেক সময় পণ্ডিত মূর্খ সকলকে সমান মনে করি, তৎফলে আমাদের মূর্খতা কাটে না। এইরূপ বিচার আমাদের হৃদয়ে স্থান পাইলে আমার শিক্ষক এবং আমার ক্লাসের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমন্ত ছাত্রগুলিকেও আমারই মত বোকা মনে করি। তৎফলে তাহাদের নিকট হইতে আমার যাহা গ্রহণীয় ছিল, যাহাতে আমার মঙ্গললাভ হইত, তাহা হারাইয়া ফেলি এবং যাহাদের সঙ্গফলে আমাদের অমঙ্গল হয়, মূর্খতা বাড়ে, আমা অপেক্ষা সেই কমবুঝ ছেলেগুলিকে এবং নিজেকে পূজ্য বন্ধুবর্গের সহিত সমান মনে করিয়া বঞ্চিত হই।

সব একাকার করিলে চলিবে না। নিজেকে দীন-হীন-কাঙ্গাল জানিয়া সেবা-লাভেচ্ছু হইয়া অকপট চিত্তে সঙ্গ করিলে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ কৃপা করিয়া আমাকে গুরু-কৃষ্ণের দিকে লইয়া যাইবেন। অকপটে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গ করিলে হৃদয়ে নিশ্চয়ই প্রভুত বল পাওয়া যাইবে। বস্তুশক্তি কার্য্য করিবেই যদি আমি কুটিল না হই। সেইজন্য শাস্ত্র ভক্তিপথে প্রবেশের প্রথমেই শ্রদ্ধা ও সরলতার কথা বলিয়াছেন।

—শ্রীমধুসূদন বিদ্যানিধি, বি-এ

মহারাজ নৃগ

লীলাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দ্বারকাতে অবস্থান করিতেছেন। একদিন প্রদ্যুম্ন, সাম্ব, গদ প্রভৃতি যদুকুমারগণ উপবনে ক্রীড়া করিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহারা পিপাসার্ত্ত হইয়া জল অন্বেষণ করিতে করিতে একটী জলশূন্য কূপে মহাকায় একটী বিরাট কৃকলাসকে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং যদুকুমারগণ দয়া পরবশ হইয়া নানাবিধ সুদৃঢ় রজ্জু দ্বারা কৃকলাসটীকে উত্তোলন করিতে চেষ্টা করিয়াও তুলিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তাঁহারা কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া উৎসুক্যের বশে গৃহে গমন করতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাহা জ্ঞাপন করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহা শ্রবণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বাম হস্তের দ্বারা অবলীলা-ক্রমে সেই কৃকলাসটীকে উত্তোলন করিয়া উপরে উঠাইলেন। ভগবানের শ্রীহস্ত স্পর্শে সে কৃকলাসরূপ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে এক দিব্য-কান্তি নানালঙ্কারভূষিত কিরীট-কুণ্ডলধারী দেবতুল্য দেহ প্রাপ্ত হইল।

সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ সকল বিষয় জ্ঞাত থাকিলেও লোক শিক্ষার জন্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহাভাগ, আপনি কে? আপনাকে দেব শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হইতেছে। আপনি কোন্ কর্ম্মের দ্বারা এইরূপ দুঃখকর জন্ম লাভ করিয়াছিলেন? যদি আমাদের জানিবার কোন বাধা না থাকে তাহা হইলে আমাদিগকে বিস্তারিত ভাবে বলুন।

তখন সেই ব্যক্তি নিজের মহামূল্য কিরীটের দ্বারা শ্রীভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শ করতঃ ভূমিষ্ঠ প্রণামপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—হে প্রভো! আপনি পরমেশ্বর সর্ব্বভূত-অন্তর্য্যামী। আপনার নিকট কিছুই অবিদিত নাই—আপনি সকল বিষয় জ্ঞাত আছেন। তথাপি আপনার আদেশ শিরে ধারণ করিয়া বলিতেছি,—আমি মহারাজ ইক্ষ্বাকুর পুত্র, নৃগরাজা। আশা করি দানিশ্রেষ্ঠগণের গণনা প্রসঙ্গে আমার নাম সকলের কর্ণ গোচর হইয়া থাকিবে। আমি সর্ব্বগুণ সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর গাভী, ভূমি, সুবর্ণ, গৃহ, অশ্ব, হস্তী, মালঙ্কৃত কন্যা প্রদান করিয়াছি। আমি অসংখ্য অল্প বয়স্কা সবৎসা অতি উত্তম গাভীসকল সাগ্রহে ব্রাহ্মণ-গণকে দান করিয়াছি। প্রত্যেক গাভীর শৃঙ্গকে সুবর্ণে মণ্ডিত এবং খুরসমূহ রৌপ্যের দ্বারা বিভূষিত করিয়া দিয়াছিলাম।

এক দিন কোন এক ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত গাভীসকলের মধ্য হইতে একটী গাভী পলায়ন করিয়া আমার গাভীগণের মধ্যে মিশ্রিত

হইল। আমি কিন্তু তাহা জানিতে না পারিয়া ঐ গাভী নিজের মনে করিয়া অন্য এক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়াছিলাম। গাভীর পূর্ব্বস্বামী অপরকে ঐ গাভী লইয়া যাইতে দেখিয়া 'ইহা আমার গাভী'—এইরূপ বলিলে যিনি পশ্চাৎ এই ধেনু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তিনি বলিলেন,—'এই গাভী আমার, নৃগ মহারাজ ইহা আমাকে দান করিয়াছেন।' এইরূপে কলহকারী ব্রাহ্মণদ্বয়ের মধ্যে গাভীর পূর্ব্বস্বামী আমাকে গাভীর অপহরণকারী এবং পশ্চাৎ গ্রহণকর্ত্তা ব্রাহ্মণ আমাকে দাতা বলিতে লাগিলেন। সেই সময় তাদৃশ ধর্ম্ম সঙ্কটে পড়িয়া আমি উভয় ব্রাহ্মণকেই অনুনয় করিয়া বলিতে লাগিলাম যে, 'আপনাদিগকে অত্যুত্তম লক্ষ গাভী দান করিব, তৎপরিবর্ত্তে এই গাভীটী পরিত্যাগ করুন। আমার অজ্ঞাতসারে এইরূপ হইয়াছে, অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে নরকপাতরূপ বিপদ হইতে রক্ষা করুন।' তখন কেহই তাহাতে সম্মত হইলেন না। গাভীর পূর্ব্বস্বামী বলিলেন, 'হে রাজন! আমি দান গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না'—এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন। অপর ব্রাহ্মণও 'আমি অন্য লক্ষ লক্ষ গাভী লাভ করিতে ইচ্ছা করি না' বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

এইভাবে থাকিতে থাকিতে মরণকাল উপস্থিত হইলে যমদূতগণ আমাকে যমালয়ে লইয়া গেলেন। তখন যমরাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'রাজন! তুমি অগ্রে পাপ-ফল অথবা পুণ্য-ফল ভোগ করিবে, তাহা বল। দান ধর্ম্মের জন্য তোমার অনন্ত স্বর্গ ফল রহিয়াছে।' তখন আমি ধর্ম্মরাজকে 'অগ্রে পাপফল ভোগ করিব' বলিলাম। ইহা শুনিয়া যমরাজ কহিলেন—অজ্ঞাতসারেও ব্রাহ্মণের গাভী হরণরূপ পাপের ফলস্বরূপ তুমি এখান হইতে পতিত হও। যমরাজ এইরূপ আদেশ করিলে, আমি পতন কালে নিজেকে কৃকলাসরূপে দেখিতে পাইলাম।

হে কেশব! আমি ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিমান্ দয়ালু এবং আপনার দর্শনার্থী দাস বলিয়া আজও আমার পূর্ব্বস্মৃতি লুপ্ত হয় নাই। হে প্রভো, মহামহা যোগিগণ উপনিষদ্‌রূপ নেত্রদ্বারা নির্ম্মল হৃদয়মধ্যে যাঁহাকে চিন্তা করেন সেই অতীন্দ্রীয় পরমাত্মরূপী আপনি কিরূপে আমার সাক্ষাৎ নয়নগোচর হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারি না। এ জগতে যাঁহার সংসার-বন্ধন নষ্ট হয় তিনিই সাধুসঙ্গফলে আপনার দর্শন লাভ করিয়া থাকেন। পরন্তু নানাবিধ দুঃখে জর্জ্জরিত নষ্টবুদ্ধি মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে আপনার দর্শন

অতিশয় আশ্চর্য্যজনক। হে দেবদেব, জগন্নাথ, গোবিন্দ, পুরুষোত্তম, নারায়ণ, হৃষীকেশ, অচ্যুত, মুকুন্দ, শ্রীকৃষ্ণ এখন আপনি অনুমতি প্রদান করুন আমি স্বর্গলোকে গমন করি। হে প্রভো, আমি যেখানেই বর্ত্তমান থাকি, সেখানেই চিত্ত যেন আপনার শ্রীপাদপদ্ম চিন্তায় আসক্ত থাকে এবং আপনার দাস্য যেন আমার লাভ হয়।" তখন ভগবান্ কহিলেন,—'হে রাজন্ আপনি নিশ্চিন্তে গমন করুন, স্বর্গ ভোগান্তে আমাকে লাভ করিবেন।' মহারাজ নৃগ শ্রীভগবানের অনুমতি পাইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও স্বীয় মহামূল্য মুকুটাগ্র দ্বারা তদীয় শ্রীচরণযুগল স্পর্শ করতঃ সকলের সমক্ষেই শ্রেষ্ঠ বিমানে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ব্রহ্মণ্যদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নৃগরাজের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা সকলকে শিক্ষা প্রদানের জন্য নিজ পরিজনবর্গকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন,—

'অগ্নিসদৃশ অতি তেজীয়ান্ ব্যক্তিও অত্যল্পমাত্র ব্রহ্মস্ব ভোগ করিয়া কল্যাণ লাভ করিতে পারেন না, অহঙ্কারী রাজগণের কথা আর কি বলিব ? হলাহল বিষকে আমি সেইরূপ বিষ মনে করি না, কারণ উহার প্রতিকার আছে, পরন্তু ব্রহ্মস্বই বিষ বলিয়া কথিত, যেহেতু পৃথিবীতে উহার প্রতিবিধান নাই। সুতরাং বরং বিষ খাওয়া ভাল, তথাপি ব্রহ্মস্ব অপহরণ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। বিষ কেবল ভোজনকারীকে বিনষ্ট করে, পরন্তু ব্রহ্মস্ব অপহরণ করিলে সবংশে বিনষ্ট হইতে হয়। সম্যগ্‌রূপে অনুমতি না লইয়া ব্রাহ্মণের ধন ভোগ করিলে উহা তিন পুরুষ নষ্ট করিয়া থাকে, আর বলপূর্ব্বক ভোগ করিলে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী দশ পুরুষ এবং পরবর্ত্তী দশ পুরুষ বিনষ্ট হয়। ব্রহ্মস্ব অপহরণ করিলে সেই ব্রাহ্মণের অশ্রুজলে যতগুলি ধূলিকণা স্পর্শ করে, অপহরণকারী ও তাহার বংশীয়গণ তত বৎসর কুম্ভীপাক নরক ভোগ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি নিজ প্রদত্ত বা অন্যের প্রদত্ত ব্রহ্মস্ব হরণ করে সে ষাট্ হাজার বৎসর যাবৎ বিষ্ঠা মধ্যে ক্রিমিরূপে জন্মগ্রহণ করে। ব্রাহ্মণের ধনে লোভ করিলে অল্পায়ুঃ পরাজিত ও শ্রীহীন হইয়া উদ্বেগজনক সর্পজন্ম লাভ হয়। অতএব কেহ যেন কখনও ব্রাহ্মণের ধনের স্পৃহা না করে।

ব্রাহ্মণ অপরাধ করিলেও তাঁহার দ্রোহ আচরণ করিবে না। ব্রাহ্মণ কাহাকে আঘাত বা অভিশাপ প্রদান করিলেও তাহাকে সর্ব্বদা প্রণাম করিবে। আমার ন্যায় আমার আশ্রিত ব্যক্তিগণও সাবধান থাকিয়া

ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিবে। যে ইহার অন্যথা করিবে সে আমার দণ্ডনীয় হইবে। ব্রাহ্মণের ধেনু এই নৃগরাজকে যেরূপ অধঃপতিত করিয়াছে সেইরূপ অজ্ঞান বশতঃও ব্রাহ্মণের অর্থ অপহরণ করিলে অধঃপতিত হইতে হইবে।"

নিখিল লোকপাবন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দ্বারকাবাসিগণকে বিশেষভাবে এইরূপ উপদেশ করিয়া নিজমন্দিরে গমন করিলেন।

এই উপাখ্যানটী শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

ব্রহ্মস্বাপহরণ সম্বন্ধে উপরিউক্ত উপাখ্যানে যেমন সাবধান করা হইয়াছে, দেবস্ব ও ব্রহ্মস্ব উভয় সম্বন্ধেও তদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ২৭ অধ্যায়ে (৫৪-৫৫ শ্লোকে) বিশেষভাবে সাবধান করা হইয়াছে,—

যঃ স্বদত্তাং পরৈর্দত্তাং হরেত সুরবিপ্রয়োঃ।
বৃত্তিং স জায়তে বিড্‌ভুগ্ বর্ষাণামযুতাযুতম্ ॥
কার্ত্তুশ্চ সারথের্হেতোরনুমোদিতুরেব চ।
কর্ম্মণাং ভাগিনঃ প্রেত্য ভূয়ো ভূয়সি তৎফলম্ ॥

—"যে ব্যক্তি স্বদত্ত বা পরদত্ত দেবতা ও ব্রাহ্মণের বৃত্তি অর্থাৎ ধন-সম্পত্তি বা দ্রব্য হরণ করে, সে ব্যক্তি অযুত অযুত বৎসর পর্য্যন্ত বিষ্ঠাভোজী কৃমি জন্ম লাভ করে।"

"অপহরণকারী পুরুষের ন্যায় তদ্‌বিষয়ে যাহার সহকারী, প্রযোজক ও অনুমোদক তাহারাও উক্ত কর্ম্মের সমফল ভাগী বলিয়া পরলোকে অপহরণ-কারীর সম ফলই লাভ করিয়া থাকে। কর্ম্মের আধিক্যানুসারে সহকারী প্রভৃতিরও ফলভোগ অধিকই হইয়া থাকে।"

শ্রীগৌরকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধপার্ষদ জগদ্‌গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু স্বকৃত শ্রীমদ্ভাগবতামৃতগ্রন্থে শ্রীনৃগ মহারাজের প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্ব্বক বলিয়াছেন,—

"পরম করুণাময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীনৃগ মহারাজের দ্বারা ব্রহ্মস্বাপহরণের ভয়াবহ পরিণতির কথা জগতে শিক্ষা দিয়াছেন।"

এখন প্রশ্ন—শ্রীনৃগ মহারাজের উক্তির দ্বারা আমরা পাই, তিনি ভগবৎ-সেবক অভিমানী ও ভগবৎদর্শনাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। অতএব নিশ্চয়ই তিনি সর্ব্বপাপনাশিনী ও নিখিল কল্যাণদায়িনী শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভগবদ্ভক্তি যাজন করিয়াছেন। তাহা হইলে তাঁহার যমলোকে গমন কি করিয়া হইল।

কেননা যমরাজ নিজ দূতগণকে বলিয়াছেন,—"যাহারা ভগবানের নাম-গুণ কীর্ত্তন করে না, যাহাদের চিত্ত ভগবৎপাদপদ্ম স্মরণ করে না, মস্তক কৃষ্ণোদ্দেশে ভূপতিত হয় না, হে দূতগণ! তোমরা সেই শ্রীহরিসেবাবিহীন অসদ্ ব্যক্তিগণকেই আমার সমীপে আনয়ন করিও।"

ইহার উত্তরে জগদ্গুরু শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু স্বকৃত ভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থে (১৫৩ অনুঃ) বলিয়াছেন,—শ্রীনৃগরাজ ভক্তিযাজন করিলেও তাঁহার ভক্তি-মাহাত্ম্যে অর্থবাদ অতিস্তুতি জ্ঞানরূপ অপরাধ থাকায় ভক্তির ফল প্রকাশিত হয় নাই। যদি নৃগ মহারাজের ভক্তির মাহাত্ম্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকিত, অতিস্তুতি মনে না হইত, তাহা হইলে তিনি শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের ন্যায় ভগবৎসেবানিষ্ঠই থাকিতেন; সেবাগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া নশ্বর ফলপ্রদ দান কর্ম্মাগ্রহ করিতেন না।"

আর একটী প্রশ্ন,—*যদি নৃগরাজা ভক্ত না হন, তাহা হইলে হে প্রভো, আমি আপনার দাস ও আপনার শ্রীচরণদর্শনাকাঙ্ক্ষী ছিলাম*—এ কথা শ্রীনৃগরাজা ভগবানকে বলিলেন কেন?

তদুত্তরে জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর (ভাঃ ১০।৬৪।২৫-২৬ শ্লোকের টীকায়) বলিয়াছেন,—নৃগরাজা ভক্তিমিশ্রকর্ম্মী ছিলেন। তাই কর্ম্মসিদ্ধির জন্য অঙ্গীকৃত যে গুণীভূতা ভক্তি সেই ভক্তিকে অবলম্বন করিয়াই তিনি 'আমি আপনার দাস'—এই বিনয়সূচক উক্তি করিয়াছেন।

তিনি ভগবদ্দর্শনকাঙ্ক্ষী থাকার কারণ এই যে,—কদাচিৎ কস্যচিদতিসুন্দর শ্রীভগবদ্বিগ্রহতন্মন্দিরাদি শ্রীগীতা শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্র প্রাপ্ত্যুৎকণ্ঠস্য মহা-ভাগবতস্যাপেক্ষনীয়ং নৃগেন মহাদাতৃত্বাৎ সম্যক্ সম্পাদিতম্, ততশ্চতেন সন্তুষ্যতা ভো রাজংস্তব ভগবদ্দর্শনং ভূয়াদিতি যদৈবাসীর্দত্তা তদারভ্যৈব নৃগস্য ভগবদিদৃক্ষা ভূয়াদিতি।

অর্থাৎ কোন এক সময় অতি সুন্দর শ্রীভগবদ্বিগ্রহ শ্রীমন্দির প্রভৃতি ও শ্রীগীতা শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র প্রাপ্তির জন্য উৎকণ্ঠাযুক্ত কোন মহাভাগবতের অতি প্রয়োজনীয় সেই সেই বস্তু মহাদাতা হেতু শ্রীনৃগরাজা তাঁহাকে সম্যক্ ভাবে প্রদান করিয়াছিলেন। তখন সেই মহাভাগবত অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া 'ভো রাজন্, তোমার ভগবদ্দর্শন লাভ হউক'—এই বলিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করেন। তদবধি নৃগরাজার ভগবদ্দর্শনাকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। মহাভাগবতের আশীর্ব্বাদ হইতে ভগবদ্দর্শন লাভ হয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ পুরী মহারাজ

মাপা ও সেবা

যাহার চতুঃসীমা আছে, এরূপ মায়িক বস্তুকে মাপিয়া লওয়া যায়; কিন্তু যিনি অসীম ও অধোক্ষজ তাঁহাকে মাপা বা জানা যায় না। অক্ষজজ্ঞান-সম্বল আমাদের দৃষ্টি বা ধারণা যখন এ জগতেরই সর্ব্বত্র গমন করিতে অসমর্থ তখন তাহা যে জগদতীত স্বতঃ-প্রকাশ ভগবদ্বস্তুর বিষয় জানিতেই পারিবে না, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমরা মাপাতীত বা মায়াতীত জগতের অধিবাসী হইয়াও দুর্ভাগ্যবশতঃ নিজদিগকে মাপারাজ্যের প্রজা মনে করিয়া সতত মাপাধর্ম্মে ব্যস্ত আছি। 'আমি ভোগ করিতেছি ভোগ্য আমাকে ভোগ করাইতেছে'—এই বিচার লইয়া মাপারাণী বা মায়ারাণীর কিঙ্করাভিমানী আমরা আগন্তুক ধর্ম্মে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। এই মাপিয়া লওয়ার অর্থ —ভোগ করা। প্রকৃত প্রস্তাবে মুক্তিলাভ করিতে চক্ষু, কর্ণ, মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়েরদ্বারা মাপিয়া লইবার প্রবৃত্তি ছাড়িয়া দিতে হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, আমাদের প্রায় শতকরা শতজনেরই এই দুরবস্থা। তবে ইহাদের মধ্যে কেহ সুভোগী, আবার কেহ কুভোগী,—কেহ পাপী, কেহ পুণ্যবান্, এইমাত্র পার্থক্য। ইহারা ধর্ম্মার্থকামকামী, এতদ্ব্যতীত আরও একপ্রকার ভোগী আছে—যাহারা মোক্ষকামী—ত্যাগী—প্রচ্ছন্ন বা কপটভোগী। যেখানে কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য চিন্তা বা অন্য দেবতার কল্পনা, সেইখানেই কামুকতা বিরাজমান। কিন্তু সেবা ঠিক ইহার বিপরীত। একটি কামুকতা অপরটী প্রেমিকতা; একটী গরল অপরটী অমৃত; একটী স্বসুখবাঞ্ছা, অপরটী কৃষ্ণসুখবাঞ্ছা—একটী স্বকাম-তৃপ্তি, অপরটী কৃষ্ণকাম পরিতৃপ্তি। এই দুইটীতে আকাশপাতাল ভেদ কিন্তু মাপাধর্ম্মে—ভোগ বা ত্যাগধর্ম্মে অবস্থিত কামুক আমরা সেবকের সেবাধর্ম্মের কথা বুঝিয়া উঠিতে পারি না, সেবাপ্রকাশক শ্রীমদ্ভাগবতের কথা আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে না; এমনিই আমাদের দুর্ভাগ্য!

মাপা ও সেবা পরস্পর উল্টো জিনিষ। একটীর দ্বারা এজগতে থাকিবার ব্যবস্থা হয় এবং অপরটীর দ্বারা এজগৎ ছাড়িয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাওয়া যায়। ভোগ ও ত্যাগ—দুইটাই কামুকতা; সুতরাং এই দুইটীতে আবদ্ধ থাকিলে সর্ব্বনাশই হইল। এই কামুকতার হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া সেবায় উদ্বুদ্ধ হওয়া দরকার। 'আমরা প্রভুই থাকিব, ভগবদ্দাস হইব না', ইহা কামুকের বৃত্তি। কিন্তু ভগবৎ-সেবক ভগবানের সেবা ছাড়া আর কিছুই করিতে চাহেন না। এই দুর্ব্বিচারের হস্তে পতিত হইয়া যাহাতে

আমরা দুর্দ্দশাগ্রস্ত না হই তজ্জন্য আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম বজ্র-গম্ভীর-স্বরে 'অনয়া' মীয়তে' ও 'অনয়ারাধিতো' বিচারদ্বয় আমাদের নিকট সতত কীর্ত্তন করিতেছেন। যদি আমরা অন্য মনস্ক হইয়া তাঁহার কথাগুলি শ্রবণ না করি তাহা হইলে আমাদের অসুবিধা হইবে।

মাপা ও সেবা—এই দুইটী পথের একটী আরোহপথ অপরটী অবরোহ পথ, একটী অশ্রৌতপথ অপরটী শ্রৌতপথ—একটী অভক্তিপথ অপরটী ভক্তি-পথ, একটী সংসারে প্রবেশের পথ, অপরটী সংসার হইতে বহির্গমনের রাস্তা বা বৈকুণ্ঠে যাইবার পথ। প্রভুকে মাপা যায় না—জানা যায় না বা ধরা যায় না—যদি তিনি দয়া করিয়া না জানান বা ধরা না দেন। প্রভু ভৃত্যকে মাপিবেন আর ভৃত্য প্রভুকে মাপা দিবেন, প্রভু ভৃত্যকে দেখিবেন আর ভৃত্য প্রভুকে দেখার আকাঙ্খা করিবেন। মাপাকার্য্যটী প্রভুর—ভৃত্যের নহে। কিন্তু চিরকিঙ্কর জীব যদি নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ মাপাতীত প্রভুকে মাপিতে যায়—হরিগুরুবৈষ্ণবকে জানিয়া লইতে যায়—অধোক্ষজ বস্তুকে ইন্দ্রিয়দ্বারা জানিয়া লইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়, তাহা হইলে তাহার চেষ্টা যে পণ্ডশ্রমে পর্য্যবসিত হইবে—জীবন যে বৃথায় যাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সুতরাং প্রভুকে মাপিতে না গিয়া তদানুগত্য স্বীকার করা বা তাঁহার সেবা করাই ভৃত্যের কর্ত্তব্য নহে কি? আরাধক আরাধ্যের আরাধনা করিবে, জীব গুরুকৃষ্ণের সেবা করিবে—কৃষ্ণসেবা-লাভের জন্য গুরুকৃষ্ণকৃপা প্রতীক্ষা করিবে, মাপাবুদ্ধি ছাড়িয়া সেবাধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইবে, নচেৎ আর মঙ্গলের রাস্তা কোথায়?

স্থূলশরীরের দ্বারা ভগবানের সেবা করা যায়,—ইহা যেন কেহ মনে না করেন। চক্ষুকর্ণ প্রভৃতি স্থূল ইন্দ্রিয় এবং মন প্রভৃতি সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হরিভজন হয় না। কৃষ্ণ কোনও স্থূল পদার্থ নহেন যে আমাদের জড়ভোগরত চক্ষু প্রভৃতি অধোক্ষজবস্তু কৃষ্ণকে দেখিয়া ফেলিবে। এই চোখে কৃষ্ণকে দেখা যায় না। ইহা কৃষ্ণদর্শনের প্রতিবন্ধক। কিন্তু এই কয়টী ইন্দ্রিয়ই ত' আমাদের বর্ত্তমানে একমাত্র সম্বল। সুতরাং আমরা কি কৃষ্ণসেবা পাইব না—কৃষ্ণভাবে বিভাবিত হইতে পারিব না? আমাদের এইরূপ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়তা দেখিয়া ইহার উপায় আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী গুরুবর্গই জানাইয়াছেন—ইন্দ্রিয়সমূহ কিরূপে অতীন্দ্রিয়-রাজ্যে পৌঁছিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে তজ্জন্য একটী কৌশল বলিয়াছেন। ইন্দ্রিয় যখন নিজচেষ্টায় চিজ্জগতে আরোহণ করিবার প্রয়াস করে তখন তাহা গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে পারে না।

এজন্য আরোহবাদী—মাপাধর্ম্মে অবস্থিত ব্যক্তিগণ অপ্রাকৃতের—সেব্যের সন্ধান পায় না। কিন্তু ইন্দ্রিয় যখন পরব্যোম হইতে অবতীর্ণ সেবোন্মুখতায় আলোকিত হয় তখন ইন্দ্রিয়ের যোগ্যতা লাভ হয়। তখন আর ইন্দ্রিয়ের বহির্ম্মুখতা থাকে না। এই সৌভাগ্যলাভের উপায়—একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়। যদি মাপাধর্ম্ম বা মনোধর্ম্ম হইতে বাঁচিতে চাই তাহা হইলে আনুগত্য-ধর্ম্মে—সেবাধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে এবং উহা লাভের জন্য —যাঁহারা কৃষ্ণকে চিনেন সেই ব্রজবাসিগণের সঙ্গ করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

কৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদিগের সর্ব্বাগ্রে কাহ্নের অনুসন্ধান জন্য ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে হইবে। যে-শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা হইলে কৃষ্ণকে পাওয়া যায়—যে-গুরুপাদপদ্ম ব্যতীত কাহ্ন করিবার ক্ষমতা এ জগতে আর কাহারও নাই—যিনি একমাত্র পতিতের বন্ধু, পতিতপাবন, যিনি কৃষ্ণপ্রদাতা হইয়াও—স্বচ্ছ হওয়াও অমৃতের—কৃষ্ণপাদপদ্মলাভের বাধাস্বরূপ (?) অর্থাৎ যাঁহার কৃপা না হইলে—যাঁহাকে অবহেলা করিলে—যাঁহার আনুগত্য স্বীকার না করিলে কৃষ্ণকে কেউ কোনকালেও পাইবে না; কৃষ্ণসেবাপ্রদানের ক্ষমতা একমাত্র যাঁহারই একচেটিয়া, যাঁহার আশ্রয়ই কৃষ্ণের আশ্রয়, যাঁহার সঙ্গই কৃষ্ণসঙ্গ, যাঁহার প্রতি প্রীতিই কৃষ্ণপ্রীতির পরাকাষ্ঠা, যাঁহার সুখ-বিধানেই কৃষ্ণসুখবিধান বা যাঁহার সুখেই কৃষ্ণের সুখ, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ না করার দরুণই—তাঁহাকে নিত্য প্রভু, পালক, রক্ষক বা হৃদয়দেবতা বলিয়া বরণ না করার দরুণই, আমার প্রভু ছাড়া জগতে আর কেহ সাধু-গুরু নাই—এই একমাত্র পরমসত্যে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার দরুণই—বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণব বলার দরুণই—গৌড়ীয়মঠ ছাড়া অন্য কোথাও সাধু আছে বা কৃষ্ণ আছে বা হরিকথা আছে, এইরূপ অসতী ধারণা আমাদের হৃদয় হইতে না যাওয়ার দরুণই আমাদের অসুবিধা হইতেছে। সুতরাং মনোধর্ম্ম—মাপাধর্ম্ম বা জগতের লোকের পরামর্শ দৃঢ়ভাবে পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে আত্মসাৎকারী কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের চরণাশ্রয় করিতে হইবে। কারণ যিনি শতকরা শতভাগই হরিভজন করেন—যিনি ২৪ ঘণ্টাই কৃষ্ণ-ভজন করেন অর্থাৎ যিনি কখনও কৃষ্ণছাড়া হন না, তাহার কাছ ছাড়া অপরের নিকট ভাগবত শুনিলে ভাগবতের কথাকিছুই বুঝা যাইবে না, কৃষ্ণের কথা হৃদয় স্পর্শ করিবে না, মাপাধর্ম্ম হইতে ছুটী হইবে না, সেবাবৃত্তি

জাগিবে না। সেইজন্য আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণ মাপাধর্ম্মে উন্মত্ত—ভোক্তৃধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত জগদ্‌বাসীর সঙ্গ হইতে দূরে থাকিয়া প্রকৃত সাধুর সঙ্গ করিবার জন্য কত না কতভাবে আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। যদি ভাগ্যক্রমে ভগবান্ বা ভগবানের কোন নিজ জনের সহিত সাক্ষাৎ আমাদের হয়, তবে আমাদের দুর্গত জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন পথ নাই—মাপাধর্ম্ম ছাড়িয়া সেবাধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার অন্য কোন উপায় নাই।

মনরূপী কংস কিছুতেই আমাকে গুরুকৃষ্ণপাদপদ্মে প্রপন্ন হইতে দেন না ইহাই তাহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। গুরুকৃষ্ণকে হত্যা করিবার মন্ত্রণা দেওয়াই তাঁহার পাদপদ্ম হইতে আমাকে ছিনাইয়া লইয়া যাওয়াই—সেবাকে—অধোক্ষজ গুরুবৈষ্ণবকে মাপিয়া লইবার প্ররোচনা দেওয়াই বর্ত্তমানে তাহার কাজ হইয়াছে। কামুক ভোগী মন ভগবানের নিত্যসেবক আমাকে কামুক করিতে চায়, নিজের দলে টানিয়া লইতে চায়, কামুক জগদ্‌বাসীর দলভুক্ত করিয়া দলভারি করিতে চায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীগুরুপাদপদ্ম বিনাশ যোগ্য বস্তু নহেন, দু'দিনের আশ্রয় স্থল নহেন। তিনি নিত্য আশ্রয়, নিত্য বস্তু ও নিত্য বাস্তববস্তু। সুতরাং আমার প্রভুর বিরুদ্ধে মনের যে কুচক্র বা প্রবল অভিযান তাহা কার্য্যকরী হইবে না। মন ধ্বংস হইবে, কংস বধ হইবে। তবে আমাকে গুরুপক্ষ অবলম্বন করিতে হইবে, কৃষ্ণপক্ষ অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণকার্ষ্ণদ্বেষী অসুরগুলিকে—অনর্থগুলিকে কৃষ্ণশত্রু বা স্বশত্রু জানিয়া তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহাদিগকে হৃদয়ে স্থান দিতে হইবে না। তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিবার জন্য শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের নিকট বলভিক্ষা করিতে হইবে; নচেৎ কার্ষ্ণ থাকা যাইবে না, কৃষ্ণসেবা লাভ হইবে না, শ্রীকুঞ্জকুটীর-বাসের সৌভাগ্য হইবে না, শ্রীমতীর নয়ন-তারার সহিত বাহু আলাপাদির সুযোগ পাইয়াও তাঁহাকে চিনিতে পারিব না, তাঁহার অনঙ্গ-মঞ্জরীরূপ আমার অন্ধকার হৃদয়ে স্বতঃপ্রকাশিত হইয়া আমাকে দাসীত্বে নিযুক্ত করিবে না। তৎফলে কার্ষ্ণ হইতে নামিয়া গিয়া বৈষ্ণব, বৈষ্ণব হইতে নামিয়া গিয়া নির্ব্বিশেষবাদী, তাহা হইতে নামিয়া গিয়া সদ্‌ভোগী বা কর্ম্মী এবং তাহা হইতে নামিয়া গিয়া উচ্ছৃঙ্খল ব্যভিচারি, অন্যাভিলাষী হইয়া পড়িব। মাপাধর্ম্মের শেষ সীমায় উপনীত হইয়া অনন্ত দুঃখকে বরণ করিব। অসৎসঙ্গের ইহাই ফল! সৎসঙ্গে ঔদাসীন্য-প্রকাশের ইহাই গতি! (ক্রমশঃ)

—শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী

পরলোকে শ্রীমতী মহালক্ষ্মী দেবী

অত্যন্ত বিরহ-ব্যথিত হইয়া জানাইতেছি যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিতা শ্রীমতী মহালক্ষ্মী দেবী (বিশ্বাস) গত ১০ই নারায়ণ (৪৮২ গৌরাব্দ), ২৮শে অগ্রহায়ণ (১৩৭৫ বঙ্গাব্দ), ১৪ই ডিসেম্বর (ইং ১৯৬৮) তারিখ শনিবার দিবসে প্রাতঃ ৬'১০ মিনিটে লিলুয়াস্থ তদীয় বাসভবনে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনমুখে ও শ্রীবৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন শ্রবণরত অবস্থায় ইহধাম ত্যাগ করেন।

উক্ত দিবসের পূর্ব্বদিন অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থাতেও শ্রীমতী মহালক্ষ্মী দেবী তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মের কথা চিন্তা করতঃ তদীয় সতীর্থগণের দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া পরেন। তিনি অসুস্থ অবস্থায় তাঁহার শ্রীগুরুদেবের নিত্য-লীলা প্রবেশের সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত বিরহ-ব্যাথায় ব্যথিত হন। এমনকি তাঁহার জীবনাবসান অবস্থায়েও সেই স্মৃতিকে ভুলিতে পারেন নাই, তাই তদীয় শ্রীগুরুদেবের নিজজনগণের দর্শন কামনায় আকুল হইয়া পরেন। তাঁহার আকুল ভাব দর্শনে তদীয় সন্তানগণ ত্বড়ীৎবার্ত্তাযোগে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রধান কেন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে সংবাদ পাঠান। সেই সংবাদ পাইবামাত্র সমিতির নবনির্ব্বাচিত সভাপতি-আচার্য্য ও সম্পাদক মহারাজ এবং আরও ৮।১০ জন ব্রহ্মচারীবৃন্দ লিলুয়াস্থ তাঁহার বাসভবনে উপস্থিত হন। শ্রীবৈষ্ণবগণের দর্শনে নবশক্তি সঞ্চারের ন্যায় তিনি ভগবদ্চিন্তায় প্রেমাশ্রু বর্ষণ করতঃ শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতে বৈষ্ণবগণকে প্রার্থনা জানান।

শ্রীবৈষ্ণবগণের আগমনে চিন্তাক্লিষ্ট বিষাদময় বাসভবনে শ্রীহরি নাম কীর্ত্তনে মুখরিত হওয়ায় জড়বিষাদ বিদূরিত হইয়া আত্মচেতন বিহীন জীবনের দুর্ব্বিসহ গতির কথা স্মরণ হয় এবং ভগবদ্প্রেম-বন্যায় জীবমীন প্লাবিত হইয়া আত্মচিন্তা করিতে থাকেন। সম্পূর্ণ রাত্র নামকীর্ত্তন ও শ্রীভগবানের লীলা-গুণ-কীর্ত্তন অবস্থায় নিশা অবসান হয়। ভাস্করের আগমনের পূর্ব্বাভাসে পূর্ব্বদিকমণ্ডল যখন রক্তিম আকার ধারণ করিয়াছে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আবেগ ভরে আকুলকণ্ঠে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করতঃ মহালক্ষ্মী দেবী মায়ারাজ্যের অন্তরালে গমন করেন। তাঁহার বিরহ-ব্যাথা যদিও দুর্ব্বিসহ তথাপীয় গৌরজনের সহিত ভগবৎ নামোচ্চারণ অবস্থায় মহাপ্রয়ান অতিব সুখদায়ক।

আদর্শ সেবিকা



শ্রীমতী মহালক্ষ্মী দেবী

নির্য্যানের পর তাঁহার কলেবর বহু পুষ্প-মাল্য ও চন্দনদ্বারা সুসজ্জিত করতঃ গঙ্গাতীরে শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনযোগে শেষ-কৃত্য সম্পন্ন করা হয়।

সাত্বত মতে ৯ই পৌষ, ২৪শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার দিন কাঁকিনাড়াস্থ (২৪ পরগণা) তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীকৃষ্ণদাস বিশ্বাস মহাশয়ের রেলওয়ে কোয়াটারে শ্রীমৎ গোপালভট্ট গোস্বামীকৃত সৎক্রীয়াসার দীপিকানুসারে তাঁহার পারলৌকিক কার্য্যাদির অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানের পূর্ব্বদিনই সমিতির অনেক ত্যাগী ভক্তবৃন্দ উক্ত বাসভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রাদ্ধ-মণ্ডপ সুসজ্জিত তথা অন্যান্য বিষয় প্রস্তুতি লইতে যত্নপর হন। এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখ না করিয়া বিরত হইতে পারিতেছি না যে, শ্রীমতী মহালক্ষ্মী দেবীর পরলোকগমনে তাঁহার পূর্ব্ব স্মার্ত্ত কুলগুরু-পুরোহিত নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির মানসে মহালক্ষ্মী দেবীর স্বামী ও তাঁহার ছেলেকে কুমন্ত্রণা দিয়া বৈষ্ণবমতে যাহাতে পারলৌকিক ক্রিয়া বা শ্রাদ্ধ না হয় তজ্জন্য চেষ্টা করেন। এই অভিপ্রায় নিয়া তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মের অহেতুক কতকগুলি কুৎসা করিতে থাকেন; কিন্তু তাঁহার পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম সন্তানগণের মায়ের প্রতি ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা হেতু বৈষ্ণবমতে শ্রাদ্ধ করিতে প্রয়াসী হন। সমিতির সভাপতি-আচার্য্য মহারাজ বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হওয়া অবস্থায় তাঁহাদের কুলগুরু-পুরোহিতও তথায় উপস্থিত হন এবং স্মার্ত্ত ও ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণের সহিত শাস্ত্রীয় তর্কযুক্তির বিচার আরম্ভ হয়। এই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত সাত্বত বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ ও স্মার্ত্ত-শ্রাদ্ধের রহস্যগত প্রতিপাদ্য কি সেই সম্পর্কে আলোচনা হইতে থাকে এবং স্মার্ত্তপণ্ডিত অবশেষ স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে স্মার্ত্ত-শ্রাদ্ধ অপেক্ষা বৈষ্ণবীয় শ্রাদ্ধের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। কারণ বৈষ্ণবগণ ভগবদ্ উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত মহাপ্রসাদ মৃতকে দান করিয়া থাকেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদি মৃত ব্যক্তি কোন পুণ্যফলে স্বর্গলোগ বা দেবলোক অথবা সুকৃতিফলে ভগবদ্ধাম লাভ করিয়া থাকেন তথাপীয় বৈষ্ণব-প্রদত্ত ভগবদ্ প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীতিলাভ করেন। এমনকি দেবলোকে অবস্থিত সেই পুণ্যসঞ্চয়ী ভগবদ্ কৃপালাভের সুযোগ পান। শুধু তাহাই নহে যাহারা নিজ দুষ্কৃতি কর্ম্মের জন্য নরক গমন করিয়াছে সে-ও ভগবদ্-প্রসাদ পাইবা মাত্র সৌভাগ্য লাভ করতঃ নরক থেকে ত্রাণ পাইয়া থাকেন। কিন্তু স্মার্ত্তমতে যে-ভাবে শ্রাদ্ধের বিধি বা ব্যবস্থা এবং মন্ত্রাদি পরিলক্ষিত হয় তাহা লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, যদি মৃত ব্যক্তি কোন সুকৃতিফলে ভগবদ্-কৃপালাভ করিয়া থাকেন বা কোন পুণ্যার্থী পুণ্য সঞ্চয়ান্তে দেবলোক বা পিতৃলোক গমন করিয়া থাকেন তবে তাঁহারা স্মার্ত্তশ্রাদ্ধের উপকরণ

গ্রহণ করেন না। কারণ 'প্রেত' সম্বোধন করতঃ প্রেতের খাদ্য-উপকরণ প্রভৃতি উৎসর্গীত হইলে দেবগণ বা বৈষ্ণবগণ গ্রহণ করেন না। যাহারা সেইরূপ দেবতুল্য বা বৈষ্ণবগণকে 'প্রেত' বলিয়া সম্বোধন করতঃ প্রেতের খাদ্যাদি দান করিয়া থাকেন তাহারা তাঁহাদিগের চরণে অপরাধী হইয়া নরকের পথ প্রশস্ত করিতে থাকেন। কেননা সেই মৃত ব্যক্তি যদি সত্যিই প্রেতযোনি প্রাপ্ত না হইয়া থাকেন তবে সেই পুণ্যার্থীর অথবা বৈষ্ণবের শ্রীচরণে অপরাধ হেতু তাহার শ্রাদ্ধে ত' কোন লাভ হইবেই না পরন্তু দেব-বৈষ্ণব-চরণে অপরাধ হেতু সমস্ত পুণ্য বিনাশ প্রাপ্ত হওয়ায় অন্তিমে দুর্ভাগ্যকে বরণ করিতে হইবেই। আর যদি সত্যিই সেই মৃত প্রেতযোনি লাভ করিয়া থাকে তবে প্রেতের খাদ্য দিয়া তাহাকে সেই অবস্থায় রাখিবার প্রয়াসী ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা যেতে পারে যদি মৃতকে সেই প্রেতত্বই থাকিতে সুযোগ দেওয়া হয় তবে শুধু তার জন্যই অত কিছু আড়ম্বরের প্রয়োজন কি? কিন্তু বৈষ্ণব-মতে শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিলে স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি যে, মৃতের যে কোন অবস্থা প্রাপ্ত হউক না কেন এই শ্রাদ্ধের ফলে তাহার উন্নত অবস্থা আসিবেই। কারণ মৃত যদি প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয় তবে বিষ্ণুনৈবেদ্য প্রাপ্ত হওয়ায় প্রেতত্ব থেকে মুক্তি লাভ করিবার সুযোগ পান। আর দেবলোক পিতৃলোক অথবা ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হইলেও ভগবৎপ্রসাদ প্রাপ্ত হেতু আনন্দ লাভ করতঃ শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে আশীর্ব্বাদ দান করেন। অতএব বৈষ্ণবীয় শ্রাদ্ধে মৃতের যে কোন অবস্থাই আসুক না কেন তাহাতে কোন অসুবিধা বা দোষের ভয় থাকে না।

শুধু তাহাই নহে আমরা এখন যদি 'শ্রাদ্ধ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুসন্ধান করিতে যাই তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, 'শ্রদ্ধা' শব্দের উত্তর 'ষ্ণ' প্রত্যয় করিয়া 'শ্রাদ্ধ' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যাহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহাই শ্রাদ্ধ। যদি তাহাই হয় তবে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে গিয়া তাহার অবস্থা অবগত না হইয়াই অজ্ঞতাবশে ভূত-প্রেত সম্বোধন বা পর্য্যালোচনা করা কত দোষণীয় তাহা মূঢ় ব্যক্তিগণ অনুসন্ধান করে কি?

শ্রীমতী মহালক্ষ্মী দেবীর শ্বশুর-কুলগুরু-পুরোহিত সিদ্ধান্তবিচারে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের নিকট পরাজিত হইয়া বৈষ্ণবীয় শ্রাদ্ধে আর প্রতিবাদ করিলেন না।

সমিতির সদস্যগণ অতিব উৎসাহের সহিত ৯ই পৌষ, মঙ্গলবার প্রাতঃ হইতেই শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনমুখে শ্রাদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ করিলেন। খুব জাক-জমকের সহিত শ্রাদ্ধ-কার্য্য আরম্ভ হইল। যজ্ঞের ধূম গগন চুম্বনে আর্য্য-ঋষিগণের স্মৃতি পুনরোজ্জিবিত করিল—শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাসর, মৃদঙ্গ প্রভৃতির সুমধুর ধ্বনিও দিগন্তকে মুখরিত করিল। এইভাবে মধ্যাহ্নে বিষ্ণুনৈবেদ্য শ্রীমতী মহালক্ষ্মী দেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত হইল। এই শ্রাদ্ধ-বাসরে আমন্ত্রিত অনেক বৈষ্ণববৃন্দ ও সজ্জনবৃন্দ মহাপ্রসাদ পাইয়াছেন এবং আহুত-অবাহুত আবাল-বৃদ্ধবণিতা প্রত্যেককেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই উৎসবে প্রায় সহস্রাধিক ব্যক্তি মহাপ্রসাদ পাইয়াছেন।

উক্ত দিবসেই অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীমতী মহালক্ষ্মী দেবীর বিরহ-মহোৎসব উপলক্ষে এক বিরহ-সভার আয়োজন হয়। এই সভায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির নবনির্ব্বাচিত সভাপতি-আচার্য্য পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ** সভপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। উক্ত সভায় সমিতির সম্পাদক প্রপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ পূজনীয়া মহালক্ষ্মী দেবীর শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা দান করেন। তাঁহার বিরহে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির তথা বৈষ্ণব-সমাজের অনেক ক্ষতি হইল বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। তাহার পর অনেক ব্রহ্মচারী, গার্হস্থ্য প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা সম্বন্ধে তত্ত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেন।

পরিশেষে সভাপতির ভাষণে শ্রীল সভাপতি মহারাজ কর্ম্মী, যোগী, জ্ঞানী ও ভক্তদের অবস্থা সম্পর্কে বলিতে গিয়া বহু শাস্ত্র হইতে বহুত প্রমাণ উদ্ধৃত করতঃ ভক্তিকে আশ্রয় করিলে জীবগণ সচ্চিদানন্দ লাভ করিতে পারেন তাহাই প্রদর্শন করান। জীবের নিত্যত্ব ও তাহার স্বরূপ যে এক ইহাও গভীর তত্ত্বপূর্ণ রহস্য উদ্ঘাটন করতঃ শোতৃমণ্ডলীকে চমৎকৃত তথা ভক্তি-ধর্ম্মে আপ্লুত করান। এইভাবে অবশেষে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনমুখে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

এক্ষণে শ্রীমতী মহালক্ষ্মী দেবীর জীবন-চরিত্রও কিছু আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইতেছি যে, ১৯১৯ সালে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমাকালে তিনি উক্ত সমিতির প্রধান প্রচার কেন্দ্র

নবদ্বীপ সহরস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হইয়া সহস্র সহস্র ভক্তবৃন্দের সহিত ষোলক্রোশ শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা করেন এবং এই পরিক্রমার সময় প্রচুর হরিকথা শ্রবণ করতঃ এবং সমিতির সেবকবৃন্দের সেবানৈপুণ্য দর্শনে ভগবৎসেবায় আকৃষ্ট হন। এরপর তিনি সমিতির সহিত যোগাযোগ রক্ষা করতঃ প্রায়ই মঠে যাতায়াত করিতে থাকেন। এইভাবে মঠে যাতায়াত কালেই তাঁহার ষষ্ঠপুত্র শ্রীঅমলেন্দু বিশ্বাস (আত্মীয় পরিজনের নিকট দুলাল নামে পরিচিত) ছাত্রাবস্থায় শ্রীমঠে যোগদান করেন। ছেলে মঠে যোগদান করায় মঠের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া দাড়ায় এবং ১৯৫১ সালে আচার্য্যকেশরী শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের কৃপালাভ করতঃ "শ্রীমতী মহালক্ষ্মী দেবী" নামে ভূষিতা হন। তাঁহার স্বামী এবং ছয় পুত্র ও তিন কন্যা বর্ত্তমান রয়েছেন, প্রত্যেক ছেলেই স্বাবলম্বী; সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র ডাঃ বিমলেন্দু বিশ্বাস, M. B. B. S. (Cal.), M. S. (Del.) তিনি নতুন দিল্লীর সফ্‌দরজং হাসপাতালের Surgical Departmentএ সর্ব্বপ্রধান অধিকর্ত্তারূপে নিয়োজিত রহিয়াছেন, শীঘ্রই উচ্চশিক্ষার্থে (F. R. C. S.) লণ্ডন যাত্রা করিবেন। 'বিদ্যা বিনয়ং দদাতি' কথাটি তাঁহার জীবনে আমরা প্রকৃষ্টরূপে দেখিতে পাই। বৈষ্ণবদিগের প্রতি তাঁহার অকৃতিম শ্রদ্ধা ও অমায়িক ব্যবহারে সমিতির সবাইকে মুগ্ধ করিতেছেন।

শ্রীমতী মহালক্ষ্মী দেবীর ভক্তিপ্রবনতা ভাব তাঁহার প্রত্যেকটি ছেলে-মেয়ের উপরই প্রতিফলিত হওয়া দেখা যায়। উপযুক্তা ও ভাগ্যবতী জননী সৎ সন্তান লাভ করিবার সৌভাগ্য করেন—ইহা তাঁহার জীবনে আমরা দেখিতে পাই।

তাঁহার জীবনে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাকাঙ্খার নিদর্শন কিছুটা এখানে বর্ণনা করিয়া লেখনি সমাপ্ত করিব। তিনি শ্রীবৈষ্ণবগণের সংস্পর্শে আশা অবধি কিভাবে সংসারে থাকিয়াও ভগবৎসেবা করা যায় তাহা নিয়তই চিন্তা করতঃ সেবায় উদ্বুদ্ধ হইতেন। নৈমিত্তিক খরচের জন্য তাহার স্বামী এবং সন্তানাদি যাহা দিতেন তিনি তাঁহার কণামাত্র নিজের জন্য ব্যয় করতঃ অনেক কষ্টস্বীকার করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতেন এবং তাহা শ্রীগুরু-

দেবের শ্রীচরণে পৌঁছাইয়া দিতেন। শারিরীক নানা অসুস্থতার মধ্যেও নিষ্ঠার সহিত ভগবদ্ভজনে নিযুক্তা থাকিতেন। কখনই বাজে কাজে সময় অতিবাহিত না করিয়া সংসারের কর্ম্ম এবং শ্রীহরিনামে নিযুক্তা ছিলেন। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিই যে শ্রেষ্ঠা তাহা বার বার শ্রীগুরু এবং বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রবণ করতঃ কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির প্রতি প্রগাঢ়ভাবে আকৃষ্ট হন ও তাহার সর্ব্বতোভাবে সেবা করার মানসে মন, অর্থ, বুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা নিয়তই চেষ্টা করিতেন। তদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের ঊর্জ্জাব্রত উপলক্ষ্যে যখন শ্রীধাম নবদ্বীপ থেকে ব্রজমণ্ডল অভিমুখে যাত্রা করেন তখন তিনি উক্ত মঠের গগনচুম্বী শ্রীমন্দিরের চূড়ায় এক বৃহৎ ঘণ্টা স্থাপনের আশা পোষণ করতঃ এক সহস্র টাকা শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণে অর্পণ করেন। তাঁহারই সেই অর্থে দুই মণ ওজনের এক বিরাট পিতলের ঘণ্টা কাশী থেকে ক্রয় করতঃ শ্রীমন্দিরের ত্রিতলে অবস্থিত করা হইয়াছে। সেই ঘণ্টার ধ্বনি আজও শ্রীধাম নবদ্বীপের দিগ্‌মণ্ডলকে মুখরিত করতঃ ভক্তের প্রাণে আনন্দ দান করেন। শুধু তাই নয় নৈমিত্তিক কীর্ত্তনের পরিপাঠ্য বৃদ্ধির জন্য নাগ্‌ড়া (বৃহৎ) প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এখানেই তাঁহার সেবাকাজ সীমায়ীত ছিল না। তাঁহার বহুমুখী সেবা-কার্য্যও সমিতিপক্ষ পাইয়া আসিয়াছেন। সেইগুলি আলোচনা করিলে এইটিই পরিলক্ষিত হয় যে, তিনি সংসারে থাকিয়াও সর্ব্বতোভাবে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় প্রয়াসী ছিলেন। তাঁহার জীবন-দর্শন প্রত্যেক ভক্তিমতী নারীরই শরণীয়া। তাঁহার ভক্তি ও সেবাদর্শে তাঁহার পরিবারবর্গ অনুপ্রাণীত হইয়া সেই নিদর্শন বহন করতঃ ভগবৎ কৃপা লাভে যত্নবান হউন ইহাই কামনা। শ্রীমতী মহালক্ষ্মী দেবীর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে বিরহসূচক সমবেদনা জ্ঞাপনান্তে এখানেই সমাপ্ত করিলাম।

—জনৈক বিরহী

শ্রীব্যাসপূজা বা শ্রীসরস্বতীপূজা-প্রসঙ্গে

চতুর্দ্দশ-লোকপাবনী মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথি—গৌড়ীয়গণের 'শ্রীশ্রীসরস্বতী-পূজা'-তিথি। এই পূজাকে আমরা 'শ্রীব্যাসপূজা'ও বলি। আম্নায়-পথের পথিকগণ ইহাকে শ্রীব্যাস-গৌর, শ্রীনিত্যানন্দ-গৌর, শ্রীঅদ্বৈত-গৌর, শ্রীগদাধর-গৌর, শ্রীস্বরূপ-গৌর, শ্রীসনাতন-গৌর, শ্রীরূপ-গৌর, শ্রীরঘুনাথ-গৌর, শ্রীশ্রীজীব-গৌর, শ্রীকৃষ্ণদাস-গৌর, শ্রীনরোত্তম-গৌর, শ্রীবিশ্বনাথ-গৌর, শ্রীবলদেব-গৌর, শ্রীজগন্নাথ-গৌর, শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর, শ্রীগৌর-কিশোর-গৌর ও শ্রীবাণী-গৌরের পূজা বলিয়া থাকেন। ইহাকে শ্রীরূপানুগগণ শ্রীগোপীজনবল্লভের সেবাও বলেন; কারণ, শ্রীরূপানুগগণ গৌড়ীয়গুরুবর্গকে 'গোপী' বিচার করেন। সেই গৌড়ীয়গণের সেব্যের নামই শ্রীগোপীনাথ, শ্রীগোপীজনবল্লভ বা শ্রীব্যাসবল্লভ।

'ঋষিকুল-শ্রমণসঙ্ঘোপাস্যা' পরবিদ্যার আশ্রিতগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগত হইয়া শ্রীগুরুবল্লভের সেবা করেন—শ্রীব্যাসাশ্রিত হইয়া শ্রীব্যাস-বল্লভের সেবা করেন; এইজন্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ যাবতীয় শ্রীসংকীর্ত্তন-রাসস্থলী মঠায়তনের নামের সহিত শ্রীব্যাসাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের নাম সংযোগ করিয়াছেন; তাই আমরা 'শ্রীরূপ-গৌড়ীয়', 'শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়', 'শ্রীব্যাস-গৌড়ীয়', 'শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়' প্রভৃতি নাম শ্রবণ করিতে পাই। হ্লাদিনীশক্তি-সার-সমবেত সম্বিচ্ছক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মকে কৃষ্ণ হইতে বিয়োগ অথবা কৃষ্ণত্বকে গুরুত্ব হইতে বিয়োগ করিলে 'গুরুপূজা' বা 'ব্যাসপূজা' হয় না—গোপীজনবল্লভের পূজা হয় না।

'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ'—এইস্থানে 'মাং'-শব্দের অর্থ শ্রীল প্রভুপাদ 'অনুভাষ্যে' 'মদীয়-শ্রেষ্ঠং' লিখিয়াছেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন,—'আচার্য্যকে' মৎস্বরূপ জানিবে, আমিই আচার্য্য।' "গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥"—এইস্থানে শ্রীগুরুদেব বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণ নহেন, হ্লাদিনীর ভোক্তা কৃষ্ণ নহেন, গোপীনাথ কৃষ্ণ নহেন; কিন্তু তিনি গোপী; তিনি আশ্রয়বিগ্রহ—সেবক-কৃষ্ণ। কৃষ্ণ—গুরুবল্লভ— গোপী-বল্লভ। গুরু—কৃষ্ণশ্রেষ্ঠ। যাঁহাতে কৃষ্ণশ্রেষ্ঠত্ব-লক্ষণ নাই অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক নহেন, যিনি স্বয়ংই সম্ভোক্তা, তাঁহাতে গুরুত্ব নাই; তাহা—মায়া। আবার যে কৃষ্ণ গুরুবল্লভ বা ব্যাস-বল্লভ নহেন, তাহাও মায়া কৃষ্ণ নহেন।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু—জীবের শেষ গতি। সেই সিন্ধু যিনি প্রকট করেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বা ব্যাসাভিন্ন শ্রীরূপ। জীবের যাহা চরম গতি, সেই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর সঙ্গে যিনি জীবকে সম্মিলিত করাইয়া থাকেন, তিনিই জীবের প্রভু—গুরুদেব। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর 'দুর্গমসঙ্গমনী' নির্ম্মাণ করিয়াছেন। 'দুর্গমসঙ্গমনী'-অর্থে—দুস্তর সাগরের সেতু বা দুর্লভ-সম্মিলনী। শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু বা স্বরূপভের স্বভজন দান করেন; এজন্য গুরুবাদী, গুরুভজা, কর্ত্তাভজা, এক-জগদ্‌বাদী ও একল-কৃষ্ণবাদিগণের বিচার হইতে শ্রীব্যাস-বল্লভের উপাসক গৌড়ীয়গণের বিচারধারা সম্পূর্ণ পৃথক্। শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-ধারায় ব্যাসবল্লভ কৃষ্ণের উপাসনা হয়। সেই ব্যাসবল্লভের চিচ্ছক্তিবিলাস বা ভক্তিবিলাস বা ভক্তিবিনোদ জগতে প্রকটনই ব্যাসপূজার তাৎপর্য্য। শ্রীব্যাসদেব—চিচ্ছক্তির প্রকাশ। গৌরব দৃষ্টিতে শ্রীব্যাসই শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম, আর মধুর রতিতে অভিন্ন-শ্রীবার্ষভানবী।

মাধ্বগণ শ্রীব্যাসদেবকে বিষয়-বিগ্রহ বিচার করেন,—

"কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুম্"।

(বিষ্ণুপুরাণ, ৩য় অঃ—পরাশর-বাক্য)

কিন্তু গৌড়ীয়গণ শ্রীব্যাসকে আশ্রয়বিগ্রহ বিচার করেন,—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত-শাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

শ্রীব্যাসদেব চিচ্ছক্তির প্রকাশ; তিনি বৈয়াসকি-সঙ্ঘের ঈশ্বর। 'ঋষি-কুলশ্রমণসঙ্ঘ' যে-স্থানে অবস্থিত, তথায় সঙ্ঘেশ্বরেরও অবস্থান অবশ্যম্ভাবী। 'সঙ্ঘ'—এই নামটি আছে, অথচ তাহার ঈশ্বর বা নিয়ামক নাই, যূথ আছে, যূথেশ্বর নাই কিংবা তাহা নির্ব্বিশেষ বা রূপক-ধারণামাত্র,—এই বিচার মায়া-প্রসূত। যূথেশ্বর যূথাশ্রিতগণকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত করাইয়া থাকেন। যূথাশ্রিতগণের মধ্যে পরস্পরের আশ্রয়-বশ্যতা-দর্শনে যূথাধিপের-সুখোৎপাদন হয়। "প্রীতি-বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ"—ইহাই চিচ্ছক্তি বিলাস বা ভক্তির বিনোদ।

শ্রীব্যাসরূপ-দর্শনে তটস্থ জীবদর্শন নাই; তাহাতে আছে—বিষয়াশ্রয়-সমাশ্লিষ্ট অদ্বয়জ্ঞানের সুখদর্শন—ইহাই শিষ্যের দর্শন। বৈয়াসকি মাধ্ব-গৌড়ীয়গণ শ্রীব্যাসের সেই পদনখশোভা দর্শন করেন—যাঁহার অতুল সেবা-শোভায় ব্যাসবল্লভ কৃষ্ণ আকৃষ্ট। কৃষ্ণের পদনখ-শোভায় শ্রীব্যাস আকৃষ্ট ও শ্রীব্যাসের সেবা-শোভায় শ্রীকৃষ্ণ আকৃষ্ট। পরবিদ্যার মূর্ত্তিই শ্রীব্যাসদেব, তিনি ঋষিকুলশ্রমণসঙ্ঘের উপাস্য—সঙ্ঘেশ্বর শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্ম।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের আর একটী নাম—'কৃষ্ণ' অর্থাৎ কৃষ্ণদয়িত কৃষ্ণের নাম—ব্যাসদেব। শ্রীব্যাসের স্বরূপ—শ্রীস্বরূপ-দামোদর, আর শ্রীব্যাসের রূপ—শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু। শ্রীব্যাসদেব স্বরূপশক্তিমানের চিদ্বিলাসের বৈভব-প্রদর্শনকারী। যিনি শ্রীচৈতন্যসরস্বতী, তিনিই শ্রীব্যাস। সারস্বত-তীর্থের যাত্রিগণ অকিঞ্চনতা-পাথেয় লইয়া সরস্বতী-নৃসিংহ, সরস্বতী-রাঘব, সরস্বতী-যাদব, সরস্বতী-গৌরহরির শ্রীসংকীর্ত্তন-রাসস্থলীতে অভিসার করিয়া থাকেন। চিচ্ছক্তি-বিলাসে প্রতিষ্ঠিত হওয়াকেই 'অকিঞ্চনতা' বলে। 'শ্রীব্যাস' শব্দ বা সরস্বতীরূপে শ্রীকৃষ্ণপদনখশোভা প্রদর্শন করেন। শ্রুতি-স্মৃতি-সূত্র-সংহিতা-পুরাণ-পঞ্চরাত্র প্রভৃতিতে শ্রীনাম-প্রভুরই বিলাস প্রকটিত। শ্রীব্যাসদেব ঐ সকল বহুরূপে শ্রীনামেরই রাস করাইতেছেন এবং সেই শ্রীসংকীর্ত্তন-রাসে যোগদান করিবার জন্য আপামর সকলকে আহ্বান করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-ব্যাসাশ্রিতগণ বহু ভাগ্যফলে 'শ্রীনবদ্বীপায়ন-গৌড়ীয়' হইতে পারেন। শ্রীনবদ্বীপায়ন-গৌড়ীয়গণ একায়ন-মঠায়তনের 'অন্তেবাসী' হইয়া মাঘী কৃষ্ণপঞ্চমীতে শ্রীশ্রীসরস্বতী-পূজার অধিকার প্রাপ্ত হন।

* * শ্রীব্যাস-বিচারে বহ্বৃচ-শাখা-প্রতিষ্ঠিত বেদ-চতুষ্টয়ের বিভাগ ও তত্তদ্বৈশিষ্ট্য জড়জগতে আনীত হইয়া প্রেমাভাব সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাতে অহঙ্কারী, ত্রিগুণতাড়িত কর্ম্মিসম্প্রদায়ের তাণ্ডবনৃত্য শ্রীমদ্ভাগবতে নৈষ্কর্ম্ম্য-বিচার উহাকে একায়ন ভক্তিপথেই চালাইয়া দিয়াছে। অজ্ঞানগণের জ্ঞান-গরিমার ও শ্রীসনাতন-শ্রীরূপপুষ্ট শ্রীজীবের পরম বিমল ভাগবতসন্দর্ভের সেবা-বিভাগে ভজননিপুণগণের আনুকূল্য-বিচারে একায়নত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।"

অতএব একায়ন-মঠায়তন পারমহংসী সংহিতার নিত্যলীলাক্ষেত্র ও স্বানন্ত সম্বিদের ভাণ্ডার। এই স্বানন্ত-সম্বিদ্বিগ্রহই শ্রীব্যাসবল্লভ বা শব্দাবতাররূপে শ্রীগোকুল-মহোৎসব 'শ্রীনাম'। সেই সম্বিদ্বিগ্রহের ভাণ্ডার বা মঞ্জুষা—'বৈষ্ণবমঞ্জুষা।' বৈষ্ণবের হৃদয়ভাণ্ডাররূপ গোলোকাধারে স্বানন্ত-সমাশ্লিষ্ট বা আশ্রয়বিগ্রহ-সমাশ্লিষ্ট বিষয়বিগ্রহ ব্যাসবল্লভ শব্দব্রহ্ম বিরাজিত। আশ্রয়-সমাশ্লিষ্ট শব্দব্রহ্মরূপী বিষয়বিগ্রহের বিশ্রাম-স্থলই বৈষ্ণবহৃদয় বা বৈষ্ণব-মঞ্জুষা। তাহাকে পারমহংসী-সংহিতার নিত্যলীলাক্ষেত্র ও স্বানন্ত-সাম্বদের নিত্য একায়ন-মঠায়তন বলা হইয়াছে। শ্রীনবদ্বীপায়ন-গৌড়ীয়গণ এই একায়ন-মঠায়তনে অবস্থান করিয়া পারমহংসী সংহিতার 'অনন্তগোপাল-তথ্যে' যে বৈষ্ণবমঞ্জুষার সেবার সূচনা হইয়াছে, সেই সেবা 'শ্রীকেশব-

দাস্তে' অনুসরণ করিয়া শ্রীশ্রীসরস্বতীর পূজা করিবেন। "শ্রীকেশব-দাস্তে থাকিয়া ত' সদা লহ নাম"—ইহাই সরস্বতী-পতি বা বিদ্যাবধূজীবনের সেবা। এই সরস্বতীর মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ-সেবাই প্রকৃত সরস্বতী-পূজা। ইহাকে আমরা বিভিন্ন-ভাষায় কখনও শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের পূজা, কখনও বাদরায়ণের পূজা, কখনও ব্যাসপূজা, কখনও পারমহংসী-সংহিতার পূজা, কখনও শ্রীসরস্বতী-পূজা ও কখনও শ্রীগোপীজনবল্লভের পূজা বা কখনও শ্রীব্যাসবল্লভের পূজা বলিয়া থাকি।

একায়নপন্থিগণের সমস্তই সৃষ্টিছাড়া, তাই তাঁহাদের সরস্বতী-পূজাও সৃষ্টিছাড়া। বহ্বয়নশাখিগণ মাঘী শুক্লা পঞ্চমীতে সরস্বতী-পূজার অভিনয় করেন; কিন্তু একায়নপন্থি গৌড়ীয়গণ কৃষ্ণা পঞ্চমীতে সরস্বতীপূজা করিয়া থাকেন। একায়নপন্থিগণ যে-সরস্বতীর পূজা করেন, সেই সরস্বতী পরতত্ত্বেরই বৈভবাবতার শ্রীনৃসিংহের বদনবিলাসিনী, সর্ব্বদাই তাঁহার সম্মুখে অবস্থিতা—তাঁহার সহিত আলিঙ্গিতা—সমাশ্লিষ্টা, কিন্তু এই জগতের বহ্বয়নশাখিগণ যে-সরস্বতীর পূজা করেন, সেই সরস্বতী বলেন,—

আমি যাঁর পাদপদ্মে নিরন্তর দাসী।
সম্মুখ হইতে আপনারে লজ্জা বাসি॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৩।১৩০)

শ্রীব্যাসদেব মৎস্যপুরাণে জানাইয়াছেন যে, সরস্বতী প্রভৃতি দেবতার মহিমা সংকীর্ণ অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমোমিশ্র-শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয়,—

"সংকীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাঞ্চ নিগদ্যতে।"
(তত্ত্বসন্দর্ভ ১৭ সংখ্যা-ধৃত মৎস্যপুরাণ-বাক্য)

'সরস্বতী'-শব্দের দ্বারা উপলক্ষণে নানাপ্রকার সাধারণ দেবতার উল্লেখ করিয়া শ্রীব্যাসদেব সরস্বতীকেও অন্যান্য দেবতার সহিত সমশ্রেণীস্থ করিয়াছেন। এই সরস্বতী কৃষ্ণপাদপদ্মের অপাশ্রিতা অপরবিদ্যাদায়িনী—যে বিদ্যা জীবকে 'ভাল আমি' করিবার পরিবর্ত্তে 'বড় আমি' অর্থাৎ আমি বিদ্যার, পাণ্ডিত্যের কর্ত্তা বা ভোক্তা—এইরূপ রজস্তমোধর্ম্মে বিক্ষিপ্ত করিয়া থাকে। শ্রীব্যাসদেব তাঁহার সমাধিতে এই মায়ারূপিণী ছায়া-সরস্বতীকেই পূর্ণ পুরুষ কৃষ্ণের অপাশ্রিতভাবে অবস্থিতা দর্শন করিয়াছিলেন। এই যে সরস্বতীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সরস্বতীপতি শ্রীগৌরসুন্দরকে জয় করিবার দুরাশা পোষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীসূতগোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্ত্তনের প্রারম্ভে শ্রীব্যাসবল্লভ ও শ্রীব্যাসের সহিত যে সরস্বতীর বন্দনা করিয়াছেন বা শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের 'ভাবার্থ-দীপিকা'র মঙ্গলাচরণে বৈভবাবতারের বদনবিলাসিনীরূপে যে সরস্বতীর পূজা করিয়াছেন, সেই সরস্বতীই কৃষ্ণবল্লভা। সৃষ্টিছাড়া না হইতে পারিলে এই সরস্বতীর পূজা হয় না।

মাঘী শুক্লা পঞ্চমী-তিথিতে শ্রীগৌরনারায়ণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর পাদপদ্মে নবদ্বীপায়ন-গৌড়ীয়গণ এই সরস্বতীর পূজা করিয়া থাকেন। আর মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী-তিথিতে শ্রীভক্তিবিনোদ-পাদপদ্মৈকায়নপন্থিগণ শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী-পূজায় গোকুল-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন।

শ্রীসরস্বতী বৈভবাবতার শ্রীনৃসিংহের বদনে বিলাস করেন। শ্রীসরস্বতীর সহিত বৈভবের অচ্ছেদ্য সমাশ্লেষ আছে। শ্রীসরস্বতীর কার্য্যই বিস্তার—শব্দব্রহ্মের প্রচার—গোকুলমহোৎসবের প্রসার—অচ্যুত-গোত্রের বর্দ্ধন—সঙ্ঘ বা যূথের বৈভব-প্রকটন। তাই শ্রীসরস্বতী বৈভবাবতারের স্বরূপশক্তিরূপিণী।

"সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁ'র হিয়া
বিনোদের সেই সে বৈভব।"

শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিজ বল্লভের বৈভব বিস্তার করেন, গুরুর বৈভব প্রকাশ করেন, নামের সেবক বৃদ্ধি করেন, একায়ন বা ভক্তিপথের বিঘ্নসমূহ বিনাশ করিয়া শব্দব্রহ্মের বিভূতা প্রকট করেন, শব্দব্রহ্মের সেবকের গোত্র বর্দ্ধন করেন। সঙ্ঘকে পোষণ ও পালন করেন বলিয়াই তিনি মাতা।

অকিঞ্চনা ভক্তির বিলাসে প্রতিষ্ঠিত করাইবার জন্য প্রতি বর্ষে মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী-তিথিতে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী-পূজা জগতে অবতীর্ণা হন। এই শ্রীসরস্বতী-পূজার সঙ্কল্প এই যে,—প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষের বিলাস ও বিলাসরাহিত্য—উভয়কেই আমরা শব্দ-শক্তি-সঞ্চারিত হইয়া সুদৃঢ়ভাবে পরিত্যাগ করিব। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষবাদে যে একায়ন-পন্থা, তাহার মূলে সম্ভোগবাদ নিহিত রহিয়াছে। আর প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষবাদে যে বহ্বয়ন-শাখা, তাহাতে ত্যাগবাদ বা নির্ব্বিশেষ মত নিহিত রহিয়াছে। শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী-পূজার পূজারিগণ সম্ভোগবাদ, আধ্যক্ষিকতার ত্যাগবাদ বা নির্ব্বিশেষ মতের কোনটীকেই ভজনা করেন না; তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর লহরী-প্রকটকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্য সেবক। শ্রীগুরুদেব সেই লহরীর উচ্ছ্বাসের একটী বিন্দু বিতরণের জন্য ঋষিকুলশ্রমণ-সঙ্ঘকে আত্মসাৎ করিয়া তাঁহাদের পূজা কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করেন।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা এই শ্রীব্যাসপূজার তিথি, আর প্রত্যেক ব্যাসাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব-তিথিই—সেই শ্রীব্যাসপূজার বাসর। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জগদ্‌গুরুর লীলা প্রকটন করিবার জন্য এই শ্রীব্যাসপূজা শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি স্বয়ং বিষয়বিগ্রহ ভগবান্ ও সমগ্র বিষ্ণুতত্ত্বের মূল হইয়াও

জগদ্‌গুরু যে স্বয়ং সম্ভোক্তা নহেন, গুরুত্ব হইতে কৃষ্ণত্ব বা মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বকে অর্থাৎ সেবক-ভগবত্ত্বকে বিয়োগ করিলে যে জগদ্‌গুরুত্ব থাকে না,—ইহা শিক্ষা দিবার জন্য শব্দব্রহ্ম বা শ্রীনামপ্রভুর রাসস্থলী শ্রীগৌর-সরস্বতীর বিনোদনক্ষেত্র শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে অর্থাৎ ব্যাস-বল্লভের শ্রীপাদপদ্মে শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠান করিবার লীলা প্রকট করিয়াছিলেন।

শ্রীব্যাসদেবকে শ্রীমদ্ভাগবত 'কৃপণ-বৎসল' বলিয়াছেন। আমরা কৃপণ, শূদ্র; তাই শ্রীব্যাসের পরমহংসত্ব ও আচার্য্যত্ব দর্শন করিতে কুণ্ঠিত হই। আমরা নিজে শূদ্র, ক্ষুদ্র, মর্ত্ত্য, তাই বৈষ্ণব ঠাকুরকে তদ্রূপ মনে করি। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পুনঃ পুনঃ যাঁহাকে 'বৈষ্ণব ঠাকুর' বলিয়া মনে করিয়াছেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব, আচার্য্য বা ব্যাস। প্রাকৃত দৃষ্টিতে পরমহংসকে 'শূদ্র' মনে হয়, বিভুবস্তু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে 'ক্ষুদ্র' বা 'অণু' মনে হয়। বস্তুতঃ বৈষ্ণব ঠাকুর জীব নহেন—ক্ষুদ্র নহেন; তিনি বিভু। তাই তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—"ব্রহ্মাণ্ড তাড়িতে শক্তি ধরে জনে জনে।" তিনি চিচ্ছক্ত্যাশ্রিতের নিজ-প্রভু।

সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জগদ্‌গুরু-লীলা প্রকট করিয়া শ্রীব্যাসপূজাকালে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে যে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন এবং তজ্জন্য যে-সকল অনবদ্য কুসুমরাজি তিনি বা তাঁহার বৈভবগণ তাঁহাদের ডালির মধ্যে চয়ন করেন, সে-সকল পুষ্পের অন্যতমরূপে শ্রীনিত্যানন্দের বা তাঁহার বৈভববৃন্দের সাজির মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য অকপট আর্ত্তিই শ্রীসরস্বতী-পূজার আরতি।

অতএব সেই শ্রীসরস্বতী-পূজার মূল-পূজারীর অনবদ্য কুসুমসম্ভার হইতে না পারিলেও অন্ততঃ দূরস্থিত মন্দিরে প্রবেশের অনধিকারী, অশুচি, অজ্ঞান বালকের মতও যদি সেই পূজার কাঁসর-ঘণ্টা বাজাইবার অধিকারটুকু পাইতে পারি, যদি 'বড়-আমি'-অভিমানে অভিমানী হইবার পরিবর্ত্তে 'ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র আমি', 'পূজকসঙ্ঘের সেবকানুসেবক আমি', 'অযোগ্যতম আমি',—অন্তরে অন্তরে এইরূপ অকপট দৈন্য ও আর্ত্তি লইয়া পূজা-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতে পারি, তবুও কোন-না-কোন দিন শ্রীশ্রীসরস্বতীর কৃপাকটাক্ষে পতিত হইতে পারিব। শ্রীসরস্বতী-পূজার মূল-পূজারী শ্রীল আচার্য্যদেব, যে শ্রীসংকীর্ত্তনের দ্বারা অভীষ্টদেবের পূজা করিতেছেন, যেন সেই সংকীর্ত্তনের এককণা সহযোগিতা করিবার চিত্তবৃত্তিটুকু জন্মে জন্মে অকপটে হৃদয়ে পোষণ করিতে পারি।

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবাবিমুখ আমি শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে সর্ব্বাত্ম-নিবেদন করিতে বড়ই ব্যথা অনুভব করি, কেন-না, আমার স্বরূপ-উপলব্ধি হয় নাই। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী পূজার প্রকৃত মূল-পূজারী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বিরূপগ্রস্ত জীবের তাৎকালিক সুখ-দুঃখে নির্ম্মম হইয়া আমার স্বরূপের প্রকৃত সুখ শ্রীব্যাসবল্লভের ইন্দ্রিয়সুখকেই সর্ব্বোপরি স্থান প্রদান করেন। তাই পুনরায় এই মূল পূজারীর শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা নৈসর্গিক বিমুখতা-নিবন্ধন যদিও শ্রীব্যাসবল্লভের শ্রীপাদপদ্মের অঞ্জলির কুসুমপরাগত্ব প্রকটন প্রযত্নে আমি নিতান্ত অনিচ্ছুক তথাপি হে অহৈতুক দয়ার সাগর, পরদুঃখ-দুঃখী সংকীর্ত্তনযজ্ঞের পুরোহিতপ্রবর! আপনি কৃপাদৃষ্টি-সম্পাতে আমার চিত্তের সর্ব্বপ্রকার মলিনতা বিধৌত করিয়া আমাকে আপনার আরাধ্য দেবতার শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করুন।

শ্রীকেদার-বদ্রী-পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)
ইং ৪।৩।৬৯

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ১৯শে বৈশাখ ১৩৭৬, ইং ২রা মে ১৯৬৯, শুক্রবার দিবসে **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির** কতিপয় সেবক **শ্রীকেদার-বদ্রী তীর্থদর্শনের** জন্য যাত্রা করিবেন। পথিমধ্যে হরিদ্বার, কংখল, হৃষীকেশ, লছমনঝোলা, দেবপ্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলিও পরিদর্শন করিবেন। তাঁহারা উক্তদিবসে **হাওড়া ৬ নং প্লাট্‌ফর্ম্ম হইতে রাত্র ৮ টার সময়** রওনা হইবেন, অতএব যাত্রিগণ সন্ধ্যা ৬ টার মধ্যেই উক্ত প্লাট্‌ফর্ম্মে উপস্থিত থাকিবেন। পরপৃষ্ঠার নিয়মানুসারে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সহিত যোগদান করিতে পারেন। বিশেষ কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে উল্লিখিত ঠিকানায় অথবা শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ঠিকানায় **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** সহিত সাক্ষাৎ অথবা পত্রালাপ করুন।

ইতি—২০শে ফাল্গুন, ১৩৭৫।

আহ্বায়ক
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ নিয়মাবলীঃ—

১। **দুইবেলা প্রসাদ** ও হাওড়া হইতে হরিদ্বার প্রভৃতি **যাতায়াত ট্রেণ-বাস-ভাড়া ও কেদার-বদ্রীর কুলি** খরচের জন্য প্রত্যেক যাত্রীকে ৩৫৫৲ টাকা ভিক্ষাস্বরূপ দিতে হইবে।

২। যাত্রিগণ শীতোপযোগী বিছানা (মশারীসহ), গরম জামা-কাপড় ইত্যাদি এবং ১টী করিয়া এ্যালুমিনিয়ামের থালা ও ঘটী সঙ্গে আনিবেন। পাহাড়-পথে পিপাসা নিবারণের জন্য কিছু **লজেন্স ও তালমিশ্রী** লইবেন। বিছানা, বাসন-পত্র প্রভৃতি সর্ব্বসমেত যেন **দশ/বার সেরের** অধিক না হয়।

৩। কোন যাত্রীর ১২ সেরের বেশী মাল হইলে প্রতিসেরে ৩·০০ টাকা হিসাবে কুলিভাড়া অতিরিক্ত দিতে হইবে।

৪। দেয় ভিক্ষার টাকা-মধ্যে ১৫০·০০ টাকা আগামী ২৯শে চৈত্র, ১২ই এপ্রিল তারিখের মধ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত নবদ্বীপের ঠিকানায় জমা দিতে হইবে।

৫। অগ্রিম ১৫০·০০ টাকা দেওয়া বাদে বাকী টাকা যাত্রা-দিবসে বেলা ১টা হইতে ৫ টার মধ্যে হাওড়া ষ্টেশনের ৬নং প্লাট্‌ফর্ম্মে সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন; পাণ্ডা বিদায় স্বতন্ত্র লাগিবে।

৬। পদব্রজে পরিক্রমায় অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে ঘোড়া, ডাণ্ডী, কাণ্ডী, প্রভৃতির ভাড়া পৃথক্‌ভাবে লাগিবে।

৭। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই জুতা (চামড়ার নহে), ছাতা, লাঠি ও বৃষ্টি হইতে বিছানা ঢাকিবার জন্য ৩ ফুট × ৫ ফুট রাবারক্লথ সঙ্গে লইবেন।

৮। পরিক্রমায় অনুমান ২৭।২৮ দিন লাগিবে।

দর্শনীয় তীর্থস্থানের সংক্ষিপ্ত তালিকাঃ—

হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছমনঝোলা, **দেবপ্রয়াগ,** রুদ্রপ্রয়াগ, **গুপ্তকাশী,** রামপুর, **ত্রিযুগীনারায়ণ,** শোণপ্রয়াগ, মন্দাকিনী, মুণ্ড-কাটা-গণেশ, **গৌরীকুণ্ড, কেদারনাথ**। তথা হইতে অবতরণান্তে পুনরায় রুদ্রপ্রয়াগ; পথে কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ, পিপলকুঠি হইয়া **যোশীমঠ** দর্শনান্তে পথিমধ্যে বিষ্ণুপ্রয়াগ, পাণ্ডুকেশ্বর, হনুমানচটী হইয়া **শ্রীশ্রীবদ্রী-নারায়ণ** পৌছাইবেন। তথায় তপ্তকুণ্ড, পঞ্চশীলা, ব্রহ্মকপাল প্রভৃতি দর্শন সমাপনান্তে বাসযোগে হৃষীকেশ প্রত্যাবর্ত্তন ও তথা হইতে হাওড়া যাত্রা। *

[শ্রীদ্বারকাধাম-পরিক্রমারও আয়োজন চলিতেছে, যোগদানেচ্ছু সজ্জনগণ উপরোক্ত ঠিকানায় এবিষয়ে অনুসন্ধান করুন।]

* **বিশেষ দ্রষ্টব্য—** দৈবানুরোধে যাত্রার দিন ও দর্শনীয় তীর্থস্থানাদির তালিকা পরিবর্ত্তন স্বীকার্য্য এবং যে-কোন দৈব-দুর্ব্বিপাকের জন্য সমিতি বা কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী নহেন।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

২১শ-বর্ষ } বৈশাখ, ১৩৭৬ { ৩য়-সংখ্যা



শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও শ্রীপত্রিকার
প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি মহারাজ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

Swami B.V. Narayan Maharaj
Shri Keshavji Gaudiya Math

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২১শ-বর্ষ | অনিরুদ্ধ, ১২ ত্রিবিক্রম, ৪৮৩ গৌরাব্দ
বুধবার, ৩১ বৈশাখ, ১৩৭৬; ইং ১৪।৫।১৯৬৯ | ৩য়-সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীল-রূপ-গোস্বামি-কৃতং
শ্রীগোবর্দ্ধনোদ্ধারণম্

॥ শ্রীগোবর্দ্ধনোদ্ধারণায় নমঃ॥

ঝমজ্‌ঝমিতি বর্ষতি স্তনিতচক্রবিক্রীড়য়া
বিমৃষ্টরবিমণ্ডলে ঘনঘটাভিরাখণ্ডলে।
ররক্ষ ধরণীধরোদ্ধৃতিপটুঃ কুটুম্বানি যঃ
স দারয়তু দারুণং ব্রজপুরন্দরস্তে দরং॥ ১॥

ইন্দ্রপ্রেরিত মেঘগণ গভীর গর্জ্জনপূর্ব্বক সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া ঝম্‌ঝম্ শব্দে বৃষ্টি আরম্ভ করিলে যিনি গোবর্দ্ধনকে ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়া আত্মীয়জন রক্ষা করিয়াছেন, সেই ব্রজপুরন্দর শ্রীকৃষ্ণ তোমার নিখিল ভয় মোচন করুন॥ ১॥

মহাহেতুবাদৈর্বিদীর্ণেন্দ্রযাগং
গিরিব্রাহ্মণোপাস্তিবিস্তীর্ণরাগং।
সপদ্যেকযুক্তীকৃতাভীরবর্গং
পুরো দত্তগোবর্দ্ধনক্ষ্মাভৃর্ঘ্যং ॥ ২ ॥

হে কৃষ্ণ! তুমি হেতুবাদ দ্বারা গোপদিগকে ইন্দ্রপূজা হইতে ক্ষান্ত করিয়া তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ ও গোবর্দ্ধনপূজার উপদেশ করিতেছ এবং তোমার কথা শুনিয়া গোপগণ ঐকমত্য অবলম্বনপূর্ব্বক গোবর্দ্ধনপূজায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২ ॥

প্রিয়াশংসিনীভির্দ্দলোত্তংসিনীভি-
র্বিরাজৎপটাভিঃ কুমারীঘটাভিঃ।
স্তবদ্ভিঃ কুমারৈরপি স্ফারতারৈঃ
সহ ব্যাকিরন্তং প্রসূনৈর্ধরন্তং ॥ ৩ ॥

যাবতীয় ব্রজের কুমার ও কুমারিগণ পট্ট বস্ত্রাদি ভূষণে বিভূষিত হইয়া ঐ গোবর্দ্ধনের উপর পুষ্পবৃষ্টি ও তুমি পরিতৃপ্ত হইয়া আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, এই প্রকারে উচ্চৈঃস্বরে গোবর্দ্ধনের জয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

গিরিস্থূলদেহেন ভুক্তোপহারং
বরশ্রেণিসন্তোষিতাভীরদারং।
সতুঙ্গশৃঙ্গাবলীবদ্ধচৈলং
ক্রমাৎ প্রীয়মাণং পরিক্রম্য শৈলং ॥ ৪ ॥

তুমি গিরিবরের ন্যায় বিশাল দেহ ধারণ করতঃ গোবর্দ্ধনপূজার নিমিত্ত আনীত ভক্ষ্যদ্রব্য সকল ভোজন করিয়া সমাগত আভীরসীমন্তিনীদিগকে বর প্রদানে সন্তোষিত করিলে এবং গোবর্দ্ধন প্রদক্ষিণ করিয়া তদীয় অত্যুচ্চ-শৃঙ্গাবলী পতাকা মালাদ্বারা সুশোভিত করিলে ॥ ৪ ॥

মখধ্বংস-সংরম্ভতঃ স্বর্গনাথে
সমন্তাৎ কিলারব্ধ গোষ্ঠপ্রমাথে।
মুহুর্বর্ষতিচ্ছন্নদিক্‌চক্রবলে
সদম্ভোলিনির্ঘোষমম্ভোদজালে ॥ ৫ ॥

স্বর্গনাথ ইন্দ্র যজ্ঞধ্বংস জনিত অপমান বোধে ব্রজমণ্ডল বিনষ্ট করিব বলিয়া ক্রোধপূর্ব্বক তথায় মহাবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন, ক্রমে ঘনঘটায় দিঙ্মণ্ডল আচ্ছাদিত হইলে, চতুর্দ্দিকে মহাগর্জ্জন ও অশনিপাতপূর্ব্বক মহাবৃষ্টি হইতে লাগিল ॥ ৫ ॥

মুহুর্বৃষ্টিখিন্নাং পরিত্রাসভিন্নাং
ব্রজেশপ্রধানাং ততিং বল্লবানাং।
বিলোক্যাপ্তশীতাং গবালীঞ্চ ভীতাং
কৃপাভিঃ সমুন্নং সুহৃৎপ্রেমনুন্নং ॥ ৬ ॥

গোকুলবাসিদিগকে অনবরত বৃষ্টিপাত হেতু খিন্ন ও ভয় ব্যাকুলিত দেখিয়া এবং ধেনুগণেরও তদবস্থা অবলোকন করিয়া তুমি আত্মীয়জন রক্ষায় দয়াপরবশ হইলে ॥ ৬ ॥

ততঃ সব্যহস্তেন হস্তীন্দ্রখেলং
সমুদ্ধৃত্য গোবর্দ্ধনং সাবহেলং।
অদভ্রং তমভ্রংলিহং শৈলরাজং
মুদা বিভ্রতং বিভ্রমজ্জন্তুভাজং ॥ ৭ ॥

অনন্তর তুমি গজরাজের ন্যায় অবলীলাক্রমে সেই বিশাল গগনতলস্পর্শী নানা জন্তুগণাকীর্ণ শৈলরাজ গোবর্দ্ধনকে বামহস্তে উত্তোলন করিয়া সকৌতুকে ধারণ করিলে ॥ ৭ ॥

প্রবিষ্টাসি মাতঃ কথং শোকভারে
পরিভ্রাজমানে সুতে ময্যুদারে।
অভূবন্ ভবন্তো বিনষ্টোপসর্গা
ন চিত্তে বিধত্ত ভ্রমং বন্ধুবর্গাঃ ॥ ৮ ॥

যশোদাকে সম্বোধন করিয়া কহিলে, জননি! ত্বদীয় পুত্র আমি বিদ্যমানে তুমি কি জন্য শোকাকুল হইতেছ? ইন্দ্র কুপিত হইয়া তোমার কিছুই করিতে পারিবে না এবং আত্মীয়-স্বজনদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বন্ধুগণ! তোমরা কোন প্রকারে ভ্রান্ত হইও না ধৈর্য্যাবলম্বন কর তোমাদের সকল বিপদ্ দূর হইয়াছে মনে কর ॥ ৮ ॥

হতা তাবদীতির্বিধেয়া ন ভীতিঃ
কৃতেয়ং বিশালা ময়া শৈলশালা।
তদস্যাং প্রহর্ষাদবজ্ঞাতবর্ষা
বিহস্যামরেশং কুরুধ্বং প্রবেশং ॥ ৯ ॥

তোমরা ভয় করিও না তোমাদের অতিবৃষ্টি দূর হইল, দেখ তোমাদের রক্ষার নিমিত্ত এই বিশাল পর্ব্বতকে ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়া তোমাদের গৃহনির্ম্মাণ করিয়া দিলাম। অতএব বর্ষা ও তৎপ্রবর্ত্তক দেবরাজকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া স্বচ্ছন্দ চিত্তে এই পর্ব্বতমধ্যে প্রবেশ কর ॥ ৯ ॥

ইতি স্বৈরমাশ্বাসিতৈর্গোপবৃন্দৈঃ
পরানন্দসন্দীপিতস্যারবিন্দৈঃ।
গিরের্গর্ত্তমাসাদ্য হর্ম্ম্যোপমানং
চিরেণাতিহৃষ্টৈঃ পরিষ্টূয়মানং ॥ ১০ ॥

এইরূপ আশ্বাসিত হইয়া গোপগণের বদনারবিন্দ প্রফুল্ল হইল। অনন্তর হৃষ্টচিত্তে অট্টালিকা প্রায় সেই গোবর্দ্ধন গুহায় প্রবেশ করিয়া তোমাকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

গিরীন্দ্রং গুরুং কোমলে পঞ্চশাখে
কথং হন্ত ধত্তে সখা তে বিশাখে।
পুরস্তাদমুং প্রেক্ষ্য হা চিন্তয়েদং
মুহুর্মামকীনং মনো যাতি ভেদং ॥ ১১ ॥

প্রথমতঃ শ্রীরাধিকা বিশাখাকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন, অয়ি বিশাখে! ত্বদীয় সখা এই বিশাল গিরিকে কোমল হস্তে কি প্রকারে ধারণ করিতেছেন? আহা সম্মুখবর্ত্তি ইহাঁকে দর্শন করিয়া আমি মনে মনে বড়ই বেদনা পাইতেছি ॥ ১১ ॥

স্তনন্তিঃ কঠোরে ঘনৈর্ধ্বান্তঘোরে
ভ্রমদ্বাতমালে হতাশেঽত্র কালে।
ঘনস্পর্শিকূটং বহন্নন্নকূটং
কথং স্যান্ন কান্তঃ সরোজাক্ষি তান্তঃ ॥ ১২ ॥

অয়ি! সরোজাক্ষি! দেখ দেখি ভয়ানক মেঘের গর্জ্জন হইতেছে, প্রবলবেগে ঝঞ্ঝা বায়ু বহিতেছে, ঘনঘটায় চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় হইয়াছে,

সুতরাং কোন দিক্ নির্ণয় হইতেছেনা এইরূপ ভয়ানক সময়ে কৃতাহার উচ্চশৃঙ্গ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া তোমার কান্ত কি ক্লান্ত হইতেছে না ? ॥ ১২ ॥

ন তিষ্ঠন্তি গোষ্ঠে কঠোরাঙ্গদণ্ডাঃ
কিয়ন্তোঽত্র গোপাঃ সমন্তাৎ প্রচণ্ডাঃ।
শিরীষপ্রসূনাবলীসৌকুমার্য্যে
ধৃতা ধূরিয়ং ভূরিরস্মিন্ কিমার্য্যে ॥ ১৩ ॥

অয়ি আর্য্যে ! ব্রজেশ্বরি ! এই ব্রজধামে কঠিনকায় প্রচণ্ড বলিষ্ঠ অনেক ত গোপ আছেন, তাঁহারা থাকিতে আপনার শিরীষকুসুমকোমল নন্দনের হস্তে এই গুরুভার কেন ন্যস্ত করিলে ? ॥ ১৩ ॥

গিরে তাত গোবর্দ্ধনপ্রার্থনেয়ং
বপুঃস্থূলনালীলঘিষ্ঠং বিধেয়ং।
ভবন্তং যথা ধারয়ন্নেষ হস্তে
ন ধত্তে শ্রমং মঙ্গলাত্মন্নমস্তে ॥ ১৪ ॥

হে তাত গিরিরাজ গোবর্দ্ধন ! আমি প্রণাম করিয়া তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি ব্রজবাসি সকলের কল্যাণকারী অতএব যাহাতে অনায়াসে তোমাকে ধারণ করিয়া ইনি পরিশ্রম বোধ না করেন, সেইরূপ তৃণের ন্যায় লঘুমূর্ত্তি ধারণ কর ॥ ১৪ ॥

অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

লিস্‌মোর কটেজ
লাইমখেরা, শিলং
ইং ২০।১০।২৮

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ২২শে আশ্বিন তারিখের পত্র কলিকাতা হইতে redirected হওয়ায় বর্ত্তমান ঠিকানায় সেদিন শিলংএ পাইয়াছি। এখানে নানাকার্য্যে নিযুক্ত থাকায় আপনার পত্রের উত্তর যথাকালে দিতে পারি নাই। বিলম্ব-জন্য ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

অনর্থ-দাসগণ নিজ নিজ অনর্থকে অর্থজ্ঞানে যে পথে চলেন, সে-পথ আপনি বা আমরা অনুমোদন করি না। নিন্দক পাপি-সম্প্রদায় অপরাধ সংগ্রহ করিয়া ত্রিতাপে ক্লিষ্ট হয়। শ্রীবেদব্যাসের অনুগত জনগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথার অনুসরণ করিয়া মঙ্গল লাভ করেন ও অমঙ্গল-পথের যাত্রিগণের দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করেন। তজ্জন্যই আমাদের গুরুবর্গ গাহিয়াছেন যে, **দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করিবে।** ভগবদ্ভক্ত উপদেশ বাক্য দ্বারা আমাদের সঞ্চিত ভোগানর্থ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেন। সুতরাং ঐ সকল অনর্থযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণ কৃষ্ণসেবার আবরণে ভক্তির ছলনায় যে দৌরাত্ম্য করেন, তাহা তাঁহাদের শয়তানী মাত্র, উহাকে আমরা কখনও 'ভক্তি' বলিতে পারি না। সেই অপরাধিগণের সঙ্গপ্রভাব আপনার সেবারত চিত্তে যাহাতে বিক্রম প্রকাশ না করে, এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিবেন।

অনর্থময় গৌড়ীয়-বৈষ্ণববিরোধী অপরাধিগণ গৌড়ীয় মঠের কার্য্যকলাপ-বিষয়ে যে ভ্রমপূর্ণ ধারণা পোষণ করেন, সেই ভ্রমে সেবা করিতে করিতে তাঁহারা কংস, দন্তবক্র ও শিশুপালাদির অধিস্তনরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া হরিজন-বিরোধ করিতে থাকেন। এই দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ব্যতীত ভজনের অনুকূল বিষয় আর কিছু হইতে পারে না। যাঁহাদের অনর্থ বিনষ্ট হইবার কাল উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহারাই আপনার হরিকথা শ্রবণ করিবেন ও নিজের প্রয়োজনলাভ-চেষ্টায় সাফল্য লাভ করিবেন।

আপনি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিবার উপায়সমূহের মধ্যে নামসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার যত্ন করিবেন। প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ করিলে অপরাধিজনগণ আপনার ভজনের ব্যাঘাত করিতে পারিবেন না। যাহাতে প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ করিতে পারেন, সেইরূপ সময় করিয়া লইবেন। আপনি সর্ব্বদা 'গৌড়ীয়' পাঠ করিবেন এবং 'গৌড়ীয়' পাঠ করিয়া নিরপরাধি শ্রোতৃগণের মঙ্গল বিধান করিবেন।

অপরাধিজনগণ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া নিরয় লাভ করিবেন। তাঁহাদের প্রতি মনে মনে দয়া করিবেন। তাহাতেই তাঁহাদের মঙ্গল লাভ হইবে। সূর্য্যের অনস্তিত্ব-সম্বন্ধে যদি বহুলোক চীৎকার করে, তাহা হইলে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের স্বভাবের বা অস্তিত্বের

বিপর্য্যয় হয় না। সুতরাং প্রকৃত শুদ্ধভক্তের বিরুদ্ধে অপরাধি-জনগণ যে সকল বিরুদ্ধভাব পোষণ করেন, তদ্বারা গৌড়ীয়ের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। যাহারা ঐরূপ অপরাধে ব্যস্ত হন, তাঁহাদেরই অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। মহাবদান্য গৌরসুন্দর অপরাধি জনগণের ত্রিতাপ দূর করিবার জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিতে অনর্থযুক্ত প্রাকৃত কবিরাজ সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিবে। অনর্থের গুরুদেব মহানর্থ; তিনিও তাহাকে অনর্থ-সাগরে অনাথ অবস্থায় রাখিয়া দিয়া নিজে দূরে সরিয়া থাকেন।

আপনার নাম—হৃদয়ানন্দ, আর অপরাধী, নাথহীন জনের নাম—'অনর্থ' জানিবেন।

আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর সংক্ষেপে নিম্নে লিখিতেছি—

১। বৈষ্ণববিদ্বেষী শাক্তেয় মতবাদিগণ অনভিজ্ঞ জনগণের নির্ব্বুদ্ধিতা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশেই অধোক্ষজ-বিষ্ণুতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা কথা রচনা করেন। শ্রীরামচন্দ্র—বিষ্ণুবস্তু। বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার। বহিরঙ্গা শক্তিকেই মহামায়া বলা যায়; তিনি অসুরগণের মোহবৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকারে অপরাধিগণকে বিষ্ণুভক্তি হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত রাখেন। অসুরগণের এইরূপই যোগ্যতা। "দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্" শ্লোকই ইহার প্রমাণ। ভগবানের অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি হইতে সীতাদেবী প্রকাশিতা। তিনি অনন্যভাবে রামচন্দ্রের সেবা করেন। যাহারা মহামায়াকে সীতাদেবী হইতে পৃথক্ করিয়া তাঁহাকে ভোগ করিবার বাসনা করে, এইরূপ রাবণের আশ্রিত জনগণের নিকট মহামায়াই বহুরূপিণী হইয়া নানাবিধ অসুরমোহিনী লীলা প্রদর্শন করেন। সমশীল ব্যক্তিগণ নিজ নিজ কুপ্রবৃত্তিবশে ভগবচ্চরণে অপরাধী হইয়া নানাপ্রকারে প্রেয়ঃকামের বিচার করেন, তাহার ফলে **নীলকমলের পরিবর্ত্তে রামচন্দ্রের চক্ষূৎপাটন-ঘটনা তামস-প্রবৃত্তি ভগবদ্বিমুখ জনগণের নিমিত্ত তামস উপ-পুরাণে উল্লিখিত দেখা যায়।** বাল্মীকি ঋষি রাম-চরিত্র লিখিবার কালে এরূপ অপরাধের আবাহন করেন নাই। যে রামচন্দ্রের গৌণীশক্তির প্রভাবে এই প্রপঞ্চ সৃষ্ট হইয়াছে, সেই শক্তিই রামচন্দ্রের ভক্তগণের আশ্রিতা মুক্তিস্বরূপিণী। 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের' "ভক্তি স্ত্বয়ি" শ্লোক আলোচনা করিলেই জানিতে পারিবেন যে, কৈবল্যদায়িনী শক্তি মুক্তিদেবী মহামায়া ভগবদ্ভক্তের

নিকট করযোড়ে নিত্যকাল অবস্থিতা। সুতরাং মুক্তিদাত্রিনী দেবীকে **শ্রীরামচন্দ্রের পশ্চাদ্ভাগে নিত্যকালই গর্হিতভাবে অবস্থান করিতে হয়। রামচন্দ্র কখনও তাঁহার পূজা করেন না।** রাবণের আশ্রিত জনগণ জগল্লক্ষ্মীদেবীর হরণকামনায় দুরভিসন্ধিমূলক তামস বিচার অবলম্বন করেন। রামচন্দ্রের তটস্থা শক্তি হইতে উৎপন্ন জীবকুল ইচ্ছা করিলে রাবণের সেবায় তাঁহার আরাধ্যা দেবীর সাহায্য রামচন্দ্রের উপর আরোপ করিতে পারেন। অনর্থযুক্ত শাক্তেয় মতবাদিগণ গায়ত্রী-গানকারী শুদ্ধ চিচ্ছক্তির অনুগত ভক্ত-সম্প্রদায়ের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ম্মকাণ্ডিগণ এই সকল কথার প্রয়োজনীয়তা ধারণা করিতে পারে না। যেহেতু তাহারা মূঢ়তায় বিপন্ন হইবারই যোগ্য। স্বয়ং ভগবান্ রামচন্দ্র যেদিন তাহাদিগের বুদ্ধিযোগ দিবেন, সেই দিন তাহারা দুষ্কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইবে। ভগবান্ সর্ব্বদাই নিরুপাধিক শুদ্ধভক্তের সেবা করিয়া থাকেন। তদীয় মায়াশক্তি স্বরূপতঃ ভগবানের সেবাই করিতেছেন। সেই সেবার মধ্যে বিমুখ লোকগুলিকে সেবোন্মুখ হইতে বাধা দেওয়াই তাঁহার ভগবৎসেবা। ভোগি-সম্প্রদায় সেই মহামায়ার সেবা করিয়া রামচন্দ্রের অন্তরঙ্গা শক্তির সেবায় বঞ্চিত হন। অতএব **মহামায়া রামচন্দ্র হইতে শ্রেষ্ঠতত্ত্ব নহেন।**

শ্রীমদ্ভাগবত (১ম স্কঃ ৭ম অঃ) বলেন,—ভগবানের অপাশ্রিত মায়া ভগবানের আদরের বস্তু নহেন। জীবের মোহনের নিমিত্তই মায়াশক্তির ক্রিয়া। ভগবান্ কোন দিন মায়ার পূজা করেন না বা মায়ামিশ্রিত হন না। যে কালে নির্ব্বোধ জীব ভগবানকে মায়ার পূজায় নিযুক্ত দেখে, তৎকালে সেই জীবের শম্ভুতা-বিচার উপস্থিত হয়। বিষ্ণু কখনও মায়ার অধীন নহেন। পরন্তু বিষ্ণু ব্যতীত আর সকলেই মায়ার অধীন। বিষ্ণু—অদ্বয়-জ্ঞান; তাঁহা হইতে ভেদবুদ্ধিতে যে দ্বৈত কল্পনা হয়, তাহা অশুদ্ধ-দ্বৈতবাদ নামে প্রসিদ্ধ। "দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম। এই ভাল, এই মন্দ এই সব ভ্রম॥" বৈকুণ্ঠবস্তু বিষ্ণু কখনও মায়াধীন নহেন, তিনি—মায়াধীশ। "মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।" (ক্রমশঃ)

নিত্যাশীর্ব্বাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(শরণাগতি)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ২১শ-বর্ষ, ২য়-সংখ্যা, ৫০ পৃষ্ঠার পর)

১৮। ভক্তের পক্ষে কৃষ্ণ-কৃপা-নির্ভরতা কিরূপ বাঞ্ছনীয় ?

"'কৃষ্ণ আমাকে অদ্য বা একশত বৎসরে বা কোন জন্মে অবশ্য কৃপা করিবেন। আমি দৃঢ়তাপূর্ব্বক তাঁহার চরণ আশ্রয় করিব, কখনও ছাড়িব না'—এই প্রকার ধৈর্য্য ভক্তি-সাধকদিগের পক্ষে নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।"

—'ধৈর্য্য', সঃ তোঃ ১১।৫

১৯। 'আত্ম-নিক্ষেপ' কাহাকে বলে ?

"আজ হইতে আমি আমার নাই,—আমি কৃষ্ণের'—এই বুদ্ধির নাম আত্মনিক্ষেপ।"

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

২০। শরণাগত ভক্ত কি পূর্ব্ব-ইতিহাসে আসক্ত থাকেন ?

"পূর্ব্ব ইতিহাস, ভুলিনু সকল,
সেবা-সুখ পেয়ে' মনে।
আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার,
কি কাজ অপর ধনে ?"

—শঃ

২১। শরণাগত-সেবক কৃষ্ণসেবার্থ সুখ-দুঃখকে কিরূপ মনে করে ?

"তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ্,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ ॥"

—শঃ

২২। শরণাগত জন কি কৃষ্ণের সংসারে বাস করিয়া কোন ফল-ভোগ কামনা করেন ?

"তাহাতে এখন, বিশ্রাম লভিয়া,
ছাড়িনু ভবের ভয়।
তোমার সংসারে, করিব সেবন,
নহিব ফলের ভোগী।
তব সুখ যাহে, করিব যতন,
হয়ে পদে অনুরাগী ॥"

—শঃ

২৩। নামকীর্ত্তনকারী সাধক বৈষ্ণব-ঠাকুরের নিকট কিরূপ দৈন্য জ্ঞাপন করেন ?

"একাকী আমার, নাহি পায় বল,
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি' শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া,
দেহ' কৃষ্ণনাম-ধনে ॥
কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল, 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি',
ধাই তব পাছে পাছে ॥"

—শঃ

২৪। নামকীর্ত্তনেচ্ছু সাধকের পক্ষে শ্রীগুরুদেবের নিকট কি কি প্রার্থনীয় ?

"গুরুদেব !

কৃপাবিন্দু দিয়া, কর এই দাসে,
তৃণাপেক্ষা অতি হীন।
সকল সহনে, বল দিয়া কর,
নিজ মানে স্পৃহা-হীন ॥
সকলে সম্মান, করিতে শকতি,
দেহ' নাথ যথাযথ।
তবে ত' গাইব, হরিনাম সুখে,
অপরাধ হ'বে হত ॥" —শঃ

২৫। অনন্যভজনকারী কি কখনও শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম ত্যাগ করেন ?

"অন্য আশা নাহি যার, তব পাদপদ্ম তার,
ছাড়িবার যোগ্য নাহি হয়।
তব পদাশ্রয়ে নাথ! করে সেই দিন পাত,
তব পদে তাহার অভয় ॥"

—'যামুন-ভাবাবলী' ১১, গীঃ মাঃ

২৬। আমরণ কি-ভাবে কৃষ্ণভজন করা উচিত ?

"এ দেহে যাবৎ স্থিতি, কর কৃষ্ণচন্দ্রে রতি,
কৃষ্ণে জান ধন-জন-প্রাণ।

এ দেহে অনুগ যত,　　ভাই-বন্ধু-পতি-সুত,
অনিত্য সম্বন্ধ বলি' মান ॥"

—'শোকশাতন' ২, গাঃ মাঃ

২৭। নিষ্কপট হরিভজনকারী কি কখনও নিজকে গুরু-বুদ্ধি করেন ?

'তোমার কিঙ্কর,　　আপনে জানিব,
'গুরু'-অভিমান ত্যজি'।
তোমার উচ্ছিষ্ট,　　পদজল-রেণু,
সদা নিষ্কপটে ভজি ॥"

—কঃ কঃ 'প্রার্থনা' (লালসাময়ী)—৮

২৮। বাস্তব-সত্য কাহার নিকট প্রকাশিত হয় ?

"The *Bhagabat* teaches us that God gives us truth when we earnestly seek for it. Truth is eternal and unexhausted. The soul receives a revelation when it is anxious for it."

—*The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology*

২৯। শরণাগত ভক্ত কি কখনও কর্ত্তৃত্বাভিমান করেন ?

"যোগ্যতা-বিচারে,　　কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।
করুণা না হৈলে,　　কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
প্রাণ না রাখিব আর ॥"

—শঃ

৩০। ভবাটবীতে পথভ্রষ্ট জীবের পক্ষে একমাত্র কাহার আশ্রয় প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য ?

"অবিবেকরূপ ঘন,　　তাহে দিক্ আচ্ছাদন,
হৈল তাতে অন্ধকার ঘোর।
তাহে দুঃখ-বৃষ্টি হয়,　　দেখি' চারিদিকে ভয়,
পথভ্রম হইয়াছে মোর ॥
নিজ অবিবেক-দোষে　　পড়ি' দুর্দ্দিনের রোষে,
প্রাণ যায় সংসার-কান্তারে।

পথ-প্রদর্শক নাই, এ দুর্দ্দৈবে মারা যাই,
ডাকি তাই অচ্যুত! তোমারে ॥"
—'যামুন-ভাবাবলী' ১৮, গীঃ মাঃ

৩১। শুদ্ধভক্ত কিরূপে সর্ব্বদা কৃষ্ণ-কৃপার প্রার্থী হন?

"অতি অপকৃষ্ট আমি, পরম দয়ালু তুমি,
তব দয়া মোর অধিকার।
যে যত পতিত হয়, তব দয়া তত তায়',
তা'তে আমি সুপাত্র দয়ার ॥"
—'যামুন-ভাবাবলী' ১৯, গীঃ মাঃ

৩২। অকিঞ্চন ভক্ত কীর্ত্তনাধিকার-প্রার্থনায় কিরূপ আর্ত্তি জ্ঞাপন করিয়া থাকেন?

"অমানী মানদ, হইলে কীর্ত্তনে,
অধিকার দিবে তুমি।
তোমার চরণে, নিষ্কপটে আমি,
কাঁদিয়া লুটিব ভূমি ॥"
—কঃ কঃ 'প্রার্থনা' (লালসাময়ী)—৮

৩৩। বৈষ্ণব কতদূর দুঃসঙ্গ-রহিত দেখিলে জীবগণকে কৃপা করেন?

"আমার এমন ভাগ্য কতদিনে হ'বে।
আমারে আপন বলি' জানিবে বৈষ্ণবে ॥
শ্রীগুরুচরণামৃত-মাধ্বিক-সেবনে।
মত্ত হ'য়ে কৃষ্ণগুণ গা'ব বৃন্দাবনে ॥
কর্ম্মী, জ্ঞানী, কৃষ্ণদ্বেষী—বহির্ম্মুখ-জন।
ঘৃণা করি' অকিঞ্চনে, করিবে বর্জ্জন ॥
কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণ করিবে সিদ্ধান্ত।
আচার রহিত এই নিতান্ত অশান্ত ॥
বাতুল বলিয়া মোরে পণ্ডিতাভিমানী।
ত্যজিবে আমার সঙ্গ মায়াবাদী জ্ঞানী ॥
কুসঙ্গ-রহিত দেখি' বৈষ্ণব সুজন।
কৃপা করি আমারে দিবেন আলিঙ্গন ॥"
—কঃ কঃ 'প্রার্থনা' (লালসাময়ী) ২,

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীকেশবাষ্টকম্

(শ্রীব্যাসপূজাপোলক্ষ্যে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী
মহারাজেন শ্রদ্ধাঞ্জলিবিরচিতা)

চিরমুক্তগণাদৃতকাম্যধনং,
ধনদেপ্সিতবন্দিতকল্পতরুম্ ।
তরুরাজিতচিন্ময়ধামচরং,
প্রণমামি হ কেশবপূতপদম্ ॥ ১॥
কুলিয়ৈববরাহসুধামবরং,
বরদায়কদেববিকাশকৃতম ।
কৃতদোষসমূহতমোহরণং,
প্রণমামি হ কেশবপূতপদম্ ॥ ২ ॥
নটনপ্রিয়ভাবকলাক্রচিরং,
চিরধামবিরাজিতনিত্যপ্রভুম্ ।
প্রভুপাদরসাব্ধিকৃতীরতনং
প্রণম্যমি হ কেশবপূতপদম্ ॥ ৩ ॥
রঘুনাথনিভৈববিরাগপরং,
পরমোজ্জ্বলরাগসুমূর্ত্তিসুরম্
সুরনন্দিততর্পিতদেববরং,
প্রণমামি হ কেশবপূতপদম্ ॥ ৪ ॥
প্রভুপাদমনোগতভাবধরং,
ধরণীজড়রঙ্গবিহীননরম্ ।
নররূপবিলাসবিভাবময়ং,
প্রণমামি হ কেশবপূতপদম্ ॥ ৫ ॥
প্রণতাভয়দায়কতীর্থপদং,
পদসংশ্রিতদীনসমুত্তরণম্ ।
তরণোন্মুখজীবভবাপগমং,
প্রণমামি হ কেশবপূতপদম্ ॥ ৬ ॥

পিতৃভাবপরায়ণশিষ্যগতিং,
গতিমুক্তিবিধায়কশান্তবরম্ ।
বরণাগতদুর্ম্মতিশন্দপদং,
প্রণমামি হ কেশবপূতপদম্ ॥ ৭ ॥
নিগমান্তসভানবকীর্ত্তিধরং,
ধরণীজনতারকনামপরম্ ।
পরসেব্যপদাব্জরজস্তমহং,
প্রণমামি হ কেশবপূতপদম্ ॥ ৮ ॥

গীতার রহস্য *

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখনিসৃত 'গীতা' নামে পরিচিত। যদিও অনেক প্রকারের গীতা আছে, কিন্তু এই শ্রীভগবদ্গীতাই সকলের পরম কল্যাণের আশ্রয় ও সর্ব্বজন সমাদৃত।

গীতা অনেকে চর্চ্চা করেন, নিয়মিত পাঠ করেন কিন্তু গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা অনেকেরই দুঃসাধ্য। জড় ধারণা বা জড়বিদ্যায় গীতা বুঝিতে পারা যায় না। উপনিষদে এই উক্তি আছে,—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীভগবানে ও শ্রীগুরুদেবে পরমা ভক্তি আছে তাঁরই নিকট শাস্ত্রের তাৎপর্য্য সকল প্রকাশিত হয়।

গীতা অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি। তৎসম্বন্ধে অনেকের ধারণা এই যে, অর্জ্জুন মোহগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার মোহ দূর করার জন্যই অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া এই বাণী উপদিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু গীতামহাত্ম্যে জানা যায়,—

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥

---

* কলিকাতা মহানগরীস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ** প্রদত্ত ভাষণ।

'গোপাল' অর্থ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইলেও এস্থলে গোপালনন্দন বলার হেতু এই যে, গোপালনকারী নন্দগোপের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ উপনিষদরূপা গাভীসকলকে দোহন করিয়াছিলেন। এস্থলে অর্জ্জুন বৎস স্বরূপ। বৎসের কার্য্য দুগ্ধনিঃসরণ করা। কিন্তু সে দুগ্ধ পান করিতে পায় না। এই প্রকার অর্জ্জুন গীতা-উপনিষদের উপলক্ষ মাত্র। সাধারণ লোকের ভগবানকে দর্শন করা বা তাঁহার মুখনিঃসৃতবাণী সাক্ষাদ্‌ভাবে গ্রহণ করার শক্তি নাই, এজন্য ভগবান্ নিজ ভক্ত অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া গীতা উপদেশ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের মোহ শ্রীভগবানের দ্বারাই হইয়াছিল। ভগবান্ অর্জ্জুনকে মোহযুক্তের ন্যায় করিয়া মোহদূর করিবার ছলনায় গীতা উপদেশ করিয়াছেন। ইহাই মহাজনাবলী। সুধীগণ এই গীতারূপ অমৃত পান করিয়া থাকেন। যে-অর্জ্জুন স্বয়ং ভগবানকে নিজরথের সারথ্য করাইয়াছিলেন, যাঁহার নাম গুড়াকেশ অর্থাৎ জিতনিদ্র —মায়ার কার্য্য নিদ্রাকে যিনি জয় করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং ভগবান্ সারথিরূপে যাঁর সম্মুখে অবস্থিত তাঁহার কখনও মোহ হইতে পারে না। ঐপ্রকার অভিনয় না করিলে এই লোকহিতকারিণী বাণী জগতে প্রকাশ হইত না।

গীতায় কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ভক্তিই একমাত্র উদ্দিষ্ট বিষয় হইলেও অন্যগুলি ভক্তির মহিমাখ্যাপনের জন্য। কর্ম্ম জ্ঞানাদি উল্লেখ করিয়া পরে সে সকলের তুচ্ছতা প্রদর্শনপূর্ব্বক চরমে ভক্তিকেই পরম উপদেশরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

'রহস্য' শব্দে গোপনীয় বস্তু, যেটা সাধারণের গোচরীভূত হয় না। বহু ব্যক্তি গীতা আলোচনা করিলেও অনেকে তাহার রহস্য অবগত হইতে পারেন না। কারণ —ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্তের কৃপা না হইলে অক্ষজ জ্ঞানের অবলম্বনে অধোক্ষজ বাণী উপলব্ধি করা যায় না। এজন্য শ্রীভগবান্ স্বয়ং গীতামধ্যে গুহ্য, গুহ্যতম, গুহ্যাদ্ গুহ্যতর ও সর্ব্বগুহ্যতম শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া জানাইয়াছেন যে, গীতার বাণী অতি গোপনীয় বস্তু। সকলে বুঝিবে না। ২য় অধ্যায়ে গুহ্য উপদেশ স্বয়ং দেহ ও আত্মার পার্থক্য প্রদর্শন, নবমে গুহ্যতম জ্ঞানপ্রসঙ্গে ভক্তির প্রাধান্য স্থাপন, পঞ্চদশে গুহ্যতম পুরুষোত্তম-যোগে জীব ও ঈশ্বরের তারতম্য এবং মনদ্বারা পঞ্চইন্দ্রিয় বিষয় ভোগ-পিপাসাক্রমে ভগবদ্ বিমুখতা লাভ, আর সর্ব্বশেষ অষ্টাদশ অধ্যায়ে গুহ্যাদ গুহ্যতর জ্ঞানে পরমাত্মার কথা বলিয়া সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশমুখে ভক্তির

পরতমত্ব এবং ভগবৎ শরণাপত্তিই একমাত্র চরম উপদেশরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এবিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত পূর্ব্ব আজ্ঞা বেদধর্ম্ম কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগ অপেক্ষা অবশেষ আজ্ঞা বলবান।

এই আজ্ঞাবলে যদি ভক্তে শ্রদ্ধা হয় তবে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ করতঃ শ্রীকৃষ্ণ ভজনা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে চতুশ্লোকীতে ব্রহ্মকে নিজ তত্ত্ব উপদেশ করার ন্যায় গীতায়েও দশমাধ্যায়ে চতুঃশ্লোকীতে শ্রীভগবানের নিজ তত্ত্ব বলিয়াছেন,—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামিবুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা। (গীঃ ১০।৮-১১)

এই চারিটী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণই যে পরমতত্ত্ব, তাহা নিজমুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন। যাহাদের গুরুকৃপায় সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়, শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব, আর যাহা কিছু তাঁহা হইতেই প্রকাশিত ও প্রবর্ত্তিত অতএব শ্রীকৃষ্ণ ভজনেই জীবের বাস্তব মঙ্গল উদিত হইবে—এই ধারণা হইলে ভগবদ্গতপ্রাণ ভক্তগণ ভগবৎকথা ইষ্টগোষ্ঠীমুখে আনন্দ লাভ করিয়া নিরন্তর তাহাতেই নিমগ্ন থাকেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক তাহাদিগকে এরূপ বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন যে, বুদ্ধিবলে ভগবৎকৃপা লাভ হইতে পারে। আর তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত হইলে জীবের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশ হইয়া কৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মে চিরতরে আশ্রয় লাভ হইয়া থাকে।

গীতার সর্ব্বশেষ উক্তি সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ দ্বারা অন্য দেবাদিতে শ্রদ্ধা না করিয়া একমাত্র কৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিলে জীবের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ সাধিত হইবে। অন্য দেবতার বা যক্ষ রক্ষ বা ভূত প্রেতাদির আরাধনা কামনামূলক তাহাতে কল্যাণের সম্ভাবনা নাই। সপ্তম ও নবম অধ্যায়ে অন্য দেবযাজী পিতৃযাজী ভূতপূজক প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেই উপাসকসকল অস্তবান, তাহাতে নিত্যফললাভ হয় না। আর সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয়

করিলে আর কোন চিন্তা বা উদ্বেগের কারণ থাকে না। তিনি কৃপাপূর্ব্বক সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিয়া চিরশান্তি প্রদান করিয়া থাকেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে দাক্ষিণাত্যে এক গীতাবাণী বৈষ্ণবব্রাহ্মণের আখ্যান শ্রবণ করিলে গীতার তাৎপর্য্য ভালভাবে বুঝিতে পারা যায়,—

সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ।
দেবালয়ে বসি করে গীতা আবর্ত্তন॥

অষ্টাদশাধ্যায় পড়ে আনন্দ-আবেশে।
অশুদ্ধ পড়েন, লোক করে উপহাসে॥

কেহ হাসে কেহ নিন্দে তাহা নাহি মানে।
আবিষ্ট হইয়া পড়ে আনন্দিত মনে॥

পুলকাশ্রু, কম্প, স্বেদ, যাবৎ পঠন।
দেখি' আনন্দিত হইল মহাপ্রভুর মন॥

মহাপ্রভু পুছিলা তারে শুন মহাশয়।
কোন্ অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয়॥

বিপ্র কহে,—মূর্খ আমি, শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি, গুরু-আজ্ঞা মানি॥

অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হঞা রজ্জুধর।
বসিয়াছেন তাতে—যেন শ্যামল সুন্দর॥

অর্জ্জুনেরে কহিছেন হিত-উপদেশ।
তারে দেখি, হয় মোর আনন্দ-আবেশ।

যাবৎ পড়োঁ, তাবৎ পাও তাঁর দরশন।
এই লাগি' গীতা-পাঠ না ছাড়ে মোর মন॥

প্রভু কহে,—গীতা পাঠ তোমারই অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ-সার॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৯।৯৩-১০২)

"শ্রীগুরুপূজায় গুরু-কীর্ত্তন"

"নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহ-রূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে॥"

প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীশ্রীব্যাসপূজার আহ্বান-লিপি হস্তগত হইল। লিপিখানা পাঠ করিয়া মুহূর্ত্তকাল বিরহকাতর হৃন্নয়নে সেই মহা-পুরুষের সদাস্মিতহাস্যরূপ সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করিলাম; যিনি শ্রীকৃষ্ণকথা-লাপনে, শ্রীল প্রভুপাদের লীলাকথাকীর্ত্তনে সকল জীবের অজ্ঞানতিমির বিনাশ করিয়া আনন্দবর্দ্ধন করত দ্বিতলে অফিসকেদারায় বসিয়া বেদান্তের নিগূঢ়তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া নবনব রসাস্বাদন করিতেন; যিনি গত ১৯শে আশ্বিন ১৩৭৫ সন (ইং ৬।১০।৬৮) রবিবার শ্রীকৃষ্ণের শারদীয় রাসযাত্রায়, শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী শ্রীঊর্জ্জেশ্বরী দেবীর ব্রতারম্ভ-দিবসে যখন চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে নবদ্বীপ ধামবাসী শ্রীহরিসংকীর্ত্তনানন্দে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া নৃত্য করিতেছেন, সেই অবসরে তাঁহার নিজ-অন্তরঙ্গ-পার্ষদবর্গ ও অনুগতগণকে বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া সায়ংকালীন নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন, তিনিই মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ**। সেই অতিমর্ত্ত্যপুরুষের আজ আবির্ভাব তিথি-পূজা।

তিনি মাঘী কৃষ্ণা-তৃতীয়া তিথিকে আশ্রয় করিয়া এই সত্যধামে বরিশাল জেলার অন্তর্গত বানরীপাড়ার গুহঠাকুরতা পরিবারকে ধন্য করিয়া প্রকটিত হন। তাঁহারই শুভাবির্ভাব উপলক্ষে দিকে দিকে এই ব্যাস-পূজার আয়োজন। যাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া প্রতিবৎসর অগণিত আশ্রিতজন যাঁহার পাদসরোজে ভক্ত্যর্ঘ্য নিবেদন করিবার জন্য ছুটাছুটি করিতেন, আজিকার তিথি-পূজাতে তিনি তাঁহার অর্চ্চা-মূর্ত্তিতে আমাদের সম্মুখে থাকিয়া আশির্ব্বাণী বর্ষণ করিতেছেন।

হে ভ্রান্ত মন! আজি এ উৎসব-প্রাঙ্গণে তুমি কি ভাবিতেছ! অনুভব করিতেছি কোথায় যেন একটু ফাঁক থাকিয়া যাইতেছে। সে আমার অজ্ঞতাবশতঃই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, আজি এই শুভ-উৎসবে চঞ্চল মনকে আয়ত্ত্বাধীন করিতে পারিতেছি না। ইহা আমার দুর্দ্দৈব।

এই প্রসঙ্গে শ্রীসত্যব্রত মুনি হইতে প্রকটিত সেই ভাবময়ী শ্লোক স্মরণ করিয়া শ্রীগুরু পাদপদ্মে এই প্রার্থনা করিতেছি। হে গুরুদেব! আপনি হৃন্নয়নে নিত্যকাল প্রকটিত হউন।

শ্রীব্যাসপূজার নামান্তর শ্রীগুরুপূজা। শ্রীগুরুপূজায় শ্রীগুরুদেবের অতিমর্ত্ত্য লীলার কথাই আলোচ্য। কারণ ব্যাসাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের তত্ত্ব আলোচিত হইলেই তিনি অধিক প্রীতিলাভ করেন। শ্রীগুরুদেবের প্রীতিমূলা সেবা শিষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীমহাজন পদাবলীতে পাই,—

"গুরু-পাদপদ্মে রহে যার নিষ্ঠা ভক্তি।
জগৎ তারিতে সেই ধরে মহাশক্তি ॥

হেন গুরুপাদপদ্ম করহ বন্দনা।
যাহা হৈতে ঘুচে ভাই সকল যন্ত্রণা ॥

গুরু-পাদপদ্মে নিত্য যে করে বন্দন।
শিরে ধরি বন্দি আমি তাঁহার চরণ ॥"

অদ্যকার ব্যাসপূজায় শ্রীগুরু মহারাজের জীবনেতিহাসের পাতা হইতে দু'একটি কীর্ত্তিগাথা কীর্ত্তন করিয়া আমি আমার আত্মশোধন করিতে যত্ন লইতেছি।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ভারত বন্ধন-মুক্তির আন্দোলন, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়বাদের ঢেউ পাশ্চাত্যদেশে আলোড়ন সৃষ্টি, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব, মায়াবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় সত্যলোপনতা প্রভৃতি যখন সদ্ধর্ম্মকে আচ্ছন্ন করতঃ নৈরাশ্যবাদ জগৎ গ্রাস করিয়া ফেলিল; "অহং ব্রহ্মাস্মি" মন্ত্রের কদর্থ-বীজ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, তখন জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-ব্যাথায় গৌড়ীয়-গগন আচ্ছন্ন। ৭৬ বৎসর কাল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লোকলোচনের সমক্ষে প্রকটিত থাকিয়া ভারতের বিভিন্ন ভাষায় শতাধিত ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া রূপানুগজনের বহু উপকার সাধন করতঃ ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তিরোহিত হইয়া শ্রীগৌড়ীয়ের পরমোপাস্য শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর সায়ং লীলায় প্রবেশ করেন। তখন হইতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আশ্রিত ও নিজজন জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর—শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবায় নিযুক্ত হইয়া ভক্তিরাজ্যের পঞ্চরস-সেবা-শিক্ষা প্রদীপ্ত করিয়া গৌড়ীয়-গগনের মেঘাবৃত মুক্তি করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র শুদ্ধ গৌরবাণী আচরণ মুখে ঝটিকাবেগে প্রচার আরম্ভ করেন।

মদীয় গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ গৌরজন্মভূমি শ্রীধামমায়াপুরে আসিয়া ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের দর্শনলাভ করিয়া হরিকথা শ্রবণ করতঃ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া জগতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য প্রচার করিলেন—"Back to God and Back to Home is the message of Shri Goudiya Math."

শ্রীল গুরু মহারাজ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া 'শ্রীবিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী' নামকরণ লাভ করেন। শ্রীল প্রভুপাদের নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব ও শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শিক্ষালাভ করিয়া তিনি গুরুসেবায় রত হইলেন। শ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্ট পূরণের জন্য তিনি সেবাব্রত গ্রহণ করিলেন। "যতদিন পৃথিবীতে শঙ্কর-দর্শন প্রচলিত থাকিবে, ততদিন শুদ্ধ-ভক্তির ব্যাঘাত জন্মিবে"—প্রভুপাদের এই বাণী শ্রীল গুরু মহারাজকে উৎসাহিত করিয়া তুলিল। তিনি বহুপ্রকার সেবাভার গ্রহণ করতঃ শ্রীল প্রভুপাদের প্রীতিমূলা সেবা করিয়া তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইলেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে প্রধান সেবকসূত্রে শ্রীচৈতন্য মঠের পরিচালন ভার (Manager) গ্রহণ করেন। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া তিনি শ্রীধামের সেবায় রত হইলেন এবং অনতিকালেই শ্রীগৌরজন্মভিটা প্রকাশ করিয়া বাংলার সুউচ্চমন্দির "শ্রীযোগপীঠ" প্রকটিত করেন। তাঁহার কর্ম্মচাতুর্য্যদর্শনে ও মধুর ব্যবহারে তাঁহার সতীর্থ সকলেই তাহাকে আদর করিয়া "বিনোদ দা" বলিয়া ডাকিতেন এবং শ্রীমায়াপুরে সর্ব্বসাধারণের নিকট তিনি 'বিনোদবাবু' নামেই খ্যাত হন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীল গুরু মহারাজকে "কৃতিরত্ন" উপাধিতে ভূষিত করেন।

শ্রীল গুরু মহারাজ "শঙ্কর-দর্শনের" কথা কিন্তু ভুলিতে পারেন নাই। শ্রীল প্রভুপাদের বাণী স্মরণ করিয়া তাঁহার অপ্রকটের পর ১৯৪০ সালে বৈশাখ মাসের অক্ষয়-তৃতীয়া দিবসে "শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি" স্থাপন করিয়া "শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম-প্রেম-ধর্ম্মই বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়" বলিয়া বিশ্বে প্রচার করেন।

শ্রীল দেব, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসক্ষেত্র কাটোয়ায় শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত ত্রিদণ্ডিযতি প্রপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের নিকট ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া

"শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব" এই অমৃত মাখা ভুবনমঙ্গলময় নাম স্বীকার করিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর তিনি আসমুদ্রহিমাচল পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বত্র শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অমল প্রেম-ধর্ম্ম আবেগময়ীকণ্ঠে আচরণমুখে প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রচারের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি কখনও সংবাদপত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই।

১৯৪৯ সালে সমিতির মুখপত্র হিসাবে মাসিক "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা" প্রকাশ করিয়া নানাবিধভাবে ভাগবতধর্ম্মের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বহু মূল্যবান গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণ করতঃ অত্যন্ত গভীর হইতেও সুগভীর তত্ত্বসমূহ এত সরল ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, অল্প শিক্ষিত ব্যক্তিও ইহা বুঝিতে পারেন। শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা প্রকাশমানসে তিনি যত্নের কোন কার্পণ্যতা প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার ভাষায় মাদৃশ ভবান্ধকূপ পতিত জীবের একমাত্র উদ্ধার-কর্ত্তা পরমহংসকুল-চূড়ামণি জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদধারা প্রকাশ-উদ্দেশ্যে তাঁহার গুণাবলী যে-রূপ প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণের অভিনয় করিয়া সেই ধারায় ঠাকুরের গুণাবলীর কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আত্মশোধনের প্রয়াস পাইতেছি।

শ্রীল গুরু মহারাজ শঙ্কর-দর্শনের ভ্রান্তমত শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাতে পৌঁছাইয়া দিয়া মায়াবাদ সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তিনি তাঁহার 'মায়াবাদের জীবনী' গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন, —"ভগবানের আদেশ পালনকারী আচার্য্যের (শঙ্করাচার্য্য) পাদপদ্মে আমি অপরাধ না করিয়া তিনি যে ভগবদাদেশ সুষ্ঠুরূপে পালন করিবার উদ্দেশ্যে প্রচ্ছন্নভাবে শূন্যবাদকেই আশ্রয় করিয়াছেন, তাহাই বিজ্ঞগণ-সমক্ষে প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছি।" শ্রীগুরু-দেবের এই চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ সম্বন্ধে সুদৃঢ় আলোচনার জন্য তিনি বেদান্ত দর্শনের বিভিন্ন ভাষ্যকারের বহুভাষ্য সংগ্রহ করিয়া আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের তাৎকালিক অবসরকে আমরা অস্বীকার করি না। তিনি আমাদের গুরুস্থানীয়, তাহাও আমরা স্বীকার করি। তাঁহার ক্রিয়া-কলাপ ছিল বিস্ময়জনক। শঙ্করাচার্য্য ভারত হইতে বৌদ্ধনাম দূরীভূত করিয়া

ভারতের কিয়ৎপরিমাণে সাংসারিক উপকার করিয়াছেন। তাঁহারই যত্নে ক্ষয়িষ্ণু আর্য্যসমাজ আর্য্যগ্রন্থে তাঁহার বিচার-পদ্ধতি দর্শন করিয়া মনের গতিপরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। "শঙ্করের তর্কস্রোতে ভক্তিকুসুম ভক্তচিত্ত-স্রোতস্বিনীতে ভাসমান হইয়া অস্থির ছিলেন।" বৈষ্ণবতত্ত্বের ভক্তিবারি সিঞ্চনে ভক্তিকুসুম কিয়ৎপরিমাণে স্থিরতা লাভ করিলেন। কিন্তু যে কার্য্য সিদ্ধির জন্য শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব উহার তত্ত্বকথা তাঁহার অনুগত আচার্য্যশিষ্যগণ না বুঝিয়া 'আচার্য্যের পথই ঠিক পথ' এবং 'ব্রহ্মসত্য, জগৎ মিথ্যা' এই কথা প্রচার করিয়া ধর্ম্মজগতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়াছেন। আচার্য্যের আগমনের মূল কারণ শাস্ত্রে পাই—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিনা॥
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥"

শঙ্করাচার্য্যের আগমনের কারণ এবং তিনি যে মায়াবাদ প্রচলন করিয়াছেন তাহা যে ভ্রান্তমূলক, তাহাও শ্রীল গুরু মহারাজ ভারতের বিভিন্ন স্থানে বজ্রনির্ঘোষকণ্ঠে খণ্ডন করিয়া শুদ্ধাভক্তির কথা জগতে প্রচার করেন। তিনি তাঁহার 'মায়াবাদের জীবনী বা বৈষ্ণব-বিজয়' গ্রন্থে আমাদের নিত্য মঙ্গলের জন্য শাস্ত্রোক্ত নানা যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া নিগূঢ় তত্ত্বপূর্ণ সাধন-ভজনোচিত উপদেশ নির্দ্দেশ লিপিবদ্ধ করিয়া বিশ্ববাসীর প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের প্রমাণগ্রন্থ তালিকা পাঠে জানা যায় যে, তিনি শতাধিক গ্রন্থ আলোচনা করিয়া আচার্য্য শঙ্করের মায়াবাদ, বৌদ্ধ ও শঙ্কর-সিদ্ধান্তের ঐক্য, মায়াবাদের-প্রকৃতি-স্বরূপ প্রভৃতি আলোচনা করিয়া জগতের নানাপ্রকার সংশয় দূর করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ শুদ্ধভাবে আলোচনা করিলে "শুদ্ধাভক্তির ব্যাঘাত" প্রশমিত হইয়া ভক্তিপথের যে বাহক হইবে ইহাতে কোন দ্বিমত নাই। শ্রীল প্রভুপাদের বহু ঘোষিত বাণীকে তিনি নিজের জীবন দিয়া সেবা করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠা যে কত দৃঢ় ছিল, তাহা তাঁহার সাহচর্য্যে আসিবার সৌভাগ্য যাহারা অর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহারাই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ।

ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর সার্থকরূপায়ণ তিনি করিয়াছেন—'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' 'বিশুদ্ধ সারস্বত শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা' এবং বহু ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশনার মাধ্যমে।

তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কেন্দ্রসমূহে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীর শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করিয়া ভক্ত-নয়ন সার্থক করিয়াছেন। নীতি শাস্ত্রে পাই,—

কীটোঽপি পুষ্পমঃ সঙ্গাদারোহতি সতাং শিরঃ।
অশ্মাপি যাতি দেবত্বং মদদ্ভিঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ॥

শ্রীল গুরুমহারাজের আর একটি অক্ষয়কীর্ত্তি জৈবধর্ম্মের "হিন্দি" অনুবাদ। তিনিই ভারতে সর্ব্বপ্রথম জৈবধর্ম্মের হিন্দি অনুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া ভারতের কোটি কোটি হিন্দিভাষী ভক্তবৃন্দের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের সেবার জন্য তিনি প্রকটলীলার শেষ-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বিশ্রাম গ্রহণ করেন নাই। তিনিই শ্রীনবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয়মঠে গত বৎসর শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা প্রবর্ত্তন করিয়া সর্ব্ব প্রথম শহরের সজ্জনমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীকে রূপদান করিয়াছেন,—

"ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥"

'পর উপকার' কাহাকে বলে, শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রতিক্ষণে সেবার মাধ্যমে তাহা শিক্ষা দান করিয়াছেন। তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের "শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউর" সুউচ্চ শ্বেতবর্ণ মাধুর্য্যময় বিগ্রহ দর্শন করিবার মানসে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তগণ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাদের নয়ন ও জীবন সার্থক করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দর্শকগণ প্রশ্নও তুলিয়া ধরেন,—কৃষ্ণের শ্বেতবর্ণ কেন? তাহার উত্তরও সর্ব্বসংশয়ছেদনকারী শ্রীল গুরুমহারাজ তাঁহার বিরচিত—"শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারী তত্ত্বাষ্টকে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

রাধা-চিন্তা-নিবেশেন যস্য কান্তির্বিলোপিতা।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণং বন্দে রাধালিঙ্গিত বিগ্রহম্॥"

তিনি সত্যসত্যই গুরুর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্র তাঁহাকেই গুরু বলিয়াছেন, যিনি—

"কৃপাসিন্ধুঃ সুসংপূর্ণঃ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ,
নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ।
সর্ব্বসংশয়সংছেত্তাঽনলসো গুরুরাহৃতঃ॥

মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের তেজোদীপ্ত বাণী অসৎ আচরণশীল জনগণের নিকট সাক্ষাৎ যমসদৃশ। এমনকি তাঁহার সতীর্থগণও তাঁহার বক্তৃতামঞ্চে আবির্ভাবে অনেক সময় ভয় পাইতেন। কারণ তাঁহার বক্তৃতা তোষামোদ প্রিয় ছিল না। তিনি শুদ্ধ সত্য কথাই প্রকাশ করিতেন। আমরা মাঝে মাঝে তাঁহার মুখে শুনিতে পাইতাম,—"Half truth is not the truth at all." ধর্ম্মালোচনায় তিনি জগুপ্সিত ধর্ম্মকে প্রশ্রয় না দিয়া "নিরস্তকুহক" শব্দে যে-বাস্তব সত্যবস্তু প্রকাশ পায়, তাহা তিনি সুদৃঢ়কণ্ঠে প্রচার করিতেন। তিনি ধর্ম্মজগতে Co-operationকে ঘৃণা করিতেন। তিনি বলিতেন Co-operation শব্দের অর্থই হইল সতের সঙ্গে অসতের মিলন। এ মিলনের দ্বারা ধর্ম্ম জগতের কোন উন্নতি হয় না। তাই তিনি প্রায়ই বলিতেন,—„জগতে যত কথা ধর্ম্ম নামে চলে। ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে॥" শ্রীগুরুদেবের এই ভাবগম্ভীর তেজোদ্দীপ্ত ভাব দর্শন করিয়া পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ তাঁহাকে "পাষণ্ডদলন গজৈক সিংহ" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ভয় কাহাকে বলে তিনি তাহা জানিতেন না। অশোক, অভয়, অমৃতের পূজারী যাঁহারা, তাঁহারা "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃস্যাৎ" শ্লোকের—আশ্রয়ে তত্ত্বকথা বুঝিয়া ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতাবলী ছিল সুদৃঢ় প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীরবেষ্টিত দুর্ভেদ্য দুর্গ। কোন প্রকারে তাহাতে প্রবেশ করিবার শক্তি কাহারও ছিল না।

শ্রীল গুরুমহারাজের অতিমর্ত্ত্য-চরিত্রের আর একটি গুণ আলোচনা করিয়া আমি আমার প্রবন্ধটি শেষ করিতেছি।

"সর্ব্ব মহা গুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ, সকলি সঞ্চারে॥
সেই সব গুণ হয় বৈষ্ণব-লক্ষণ।
সব কহা না যায়, করি দিগ্ দরশন॥

এক সময়ে তিনি শ্রী-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীল রামানুচার্য্যের শিষ্য শ্রীপাদ কুরেশের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও তাঁহার গুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদকে নবদ্বীপ সহরস্থিত দুর্বৃত্তদের হাত হইতে রক্ষা করিয়া গুরুনিষ্ঠা প্রদর্শন করতঃ বৈষ্ণব-জগতের অকুণ্ঠ আশির্ব্বাণী লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার আর একটি অক্ষয়-কীর্ত্তি

—"শ্রীল প্রভুপাদের আরতি" ও "শ্রীতুলসী-আরতি"-কীর্ত্তন। উক্ত দুখানি কীর্ত্তন গৌড়ীয়-সমাজে প্রভূত প্রচার লাভ করিয়া গৌড়ীয়গণের কণ্ঠহার হইয়া অবস্থান করিতেছেন।

উপসংহারে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুমহারাজের বাণী লিপিবদ্ধ করিয়া অদ্যকার শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে কিঞ্চিৎ গুরু-কীর্ত্তনের মাধ্যমে আমি আমার ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি শেষ করিতেছি।

"আজকাল আসুরিক জগতে ধার্ম্মিক সজ্জায় সজ্জিত হইয়া আসুরিক ধর্ম্ম-প্রচারার্থ অনেককে বিবেকহীনের ন্যায় গীতার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার কটূক্তি করিয়া বিশ্বে বিচরণ করিতে দেখা যাইতেছে। আমরা এইরূপ মত প্রচারকারীকে ধর্ম্মধ্বজী, প্রতারক ও হিন্দুধর্ম্মের ধ্বংসকারী বলিয়া মনে করি। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারাই আসুরিক ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। আপনাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, সন্ন্যাসি-বেষ হইলেই আমাদের পক্ষে আদর্শ নহে; ইহার উজ্জ্বলতম উদাহরণ রাবণ সন্ন্যাস-বেষ গ্রহণপূর্ব্বক সীতা হরণ করিতে গিয়াছিল। রাবণের সন্ন্যাস আসুরিক সন্ন্যাস। শ্রীরামচন্দ্র তাহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। অসুরগণের প্রবৃত্তি মূলবস্তু হইতে শক্তিকে অপহরণ করা। ভগবান্ নিঃশক্তিক থাকুন,—ইহাই অসুরগণের চেষ্টা। মায়াবাদ-দর্শনে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট সিদ্ধান্ত। ব্রহ্ম কেবল যে নিরাকার, নির্ব্বিশেষ তাহাই নহে, তিনি নিঃশক্তিকও বটে; তাঁহাকে নিঃশক্তিক প্রতিপন্ন করিতে পারিলে, আমরা ব্রহ্মের উপর যথেচ্ছাচারিতা চালাইতে পারিব—ইহাই আসুরিক ধর্ম্ম।"

মদীয় আরাধ্যতম দেবতা পাষণ্ড-দলন-গজৈকসিংহ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ, যিনি কলিযুগকে ধন্য করিয়া কলিহত জীবকে কৃপাপূর্ব্বক আশ্রয় দান করতঃ "সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন অবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীর মূর্ত্তিময় বাহক, যাঁহার বজ্র-নির্ঘোষ কণ্ঠ সমস্ত অপসম্প্রদায়ের কালান্ত সদৃশ, যিনি শ্রীকৃষ্ণের গুঢ়তত্ত্বকথার প্রকাশ-বিগ্রহ সেই গুরুপাদপদ্মে আমার অনন্তকোটি ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছি। ইতি—

প্রণতঃ

সেবকাধম—

শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

আরক্ষা বেতার প্রধানকেন্দ্র,

টালিগঞ্জ, কলিকাতা।

ইং ৫।২।৬৯

'প্রেম ও কাম'

'প্রেম' ও 'কাম' একই প্রকার মনে হইলেও উহা কখনই এক নহে। মহাজনগণের বিচারে প্রেম ও কামের মধ্যে বহু প্রভেদ দেখানো হইয়াছে। সাধারণ বিচারে প্রেম ও কাম যৌন-সম্পর্কীয় ব্যাপার এবং প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনেই ইহার তাৎপর্য্য। সেইজন্য প্রেম ও কামকে এক পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু প্রেম ও কাম এক পর্য্যায়ভুক্ত কিনা তাহাই বিচার্য্য বিষয়। যদিও নারী ও পুরুষের যৌন-মিলনকে কেন্দ্র করিয়াই 'প্রেম' ও 'কাম' শব্দের উদ্ভব হইয়াছে, তথাপি উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। আজকাল বহু সংবাদপত্র-পত্রিকায় ও তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের প্রমোদ-অনুষ্ঠানে, চলচ্চিত্রে, থিয়েটারে ও তদনুরূপক্ষেত্রে নর-নারীর যৌন-মিলনকে প্রেম আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে, —ইহা খুবই আক্ষেপের বিষয়। কেননা প্রেম ও কাম উভয়েরই সাধারণ ব্যাপক অর্থ ভালবাসা হইলেও জাগতিক নর ও নারীর মধ্যে পরস্পরের হৃদয়ের যে ভালবাসা তাহা কাম বা প্রাকৃত কাম মাত্র; পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ভালবাসা তাহাই প্রেম। কাজেই জাগতিক নর-নারীর মিলন তথা প্রাকৃত কাম কখনই প্রেম সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত বা প্রেম-পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না। প্রাকৃত কাম যাহা নিতান্ত তুচ্ছ ও হেয়, তাহাই বর্ত্তমান পৃথিবীতে প্রেম বলিয়া কথিত হওয়ায় প্রেমের মাধুর্য্য ও মর্য্যাদা ক্ষুন্ন হইতে চলিয়াছে। সত্যকে সত্য না বলা অপরাধ ও তাহাতে সত্যের অপলাপ হয়। পিতলের বাটের উপরে কেবল সোণালী রঙ্ করিয়া তাহাকে খাঁটি সোনার বাট বলিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে গেলে তাহা অজ্ঞ খরিদ্দারের নিকট ধরা না পড়িলেও বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিকট ধরা পড়িবে। তেমনি কামকে প্রেম মার্কা দিয়া প্রচার করিলেও মহাজনের চক্ষে তাহা ধরা পড়িবেই এবং তাঁহাদের নিকট কাম কখনও প্রেম-পরিচয়ে পরিচিত হইবে না। ডাল্‌ডা ঘৃতকে গব্য ঘৃত মার্কা দিয়া প্রচার করিলে তাহা কি গব্যঘৃত হইয়া যাইবে? প্রেম ও কামের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ বিদ্যমান—'কাম অন্ধতম, প্রেম নির্ম্মল ভাস্বর।'

পরমভাগবত শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ তাঁহার প্রণীত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে কাম ও প্রেমের সংজ্ঞা কহিয়াছেন,—

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল॥"

প্রেম একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেই নিবদ্ধ। স্ত্রী-পুরুষের তুচ্ছ প্রণয়ের রীতি কখনই প্রেম নহে—তাহা প্রাকৃত কাম মাত্র। নিজ-ইন্দ্রিয়-প্রীতি বাঞ্ছাই কামের তাৎপর্য্য অর্থাৎ যখন প্রেমিক ও প্রেমিকা প্রত্যেকে নিজ নিজ ভোগ-বাঞ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্য তথা নিজেন্দ্রিয় প্রীতি বা নিজ নিজ সুখ সাধনের নিমিত্ত পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয় তখন তাহাই কাম নামে অভিহিত। আর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র প্রেমাস্পদ, জাগতিক জীব মাত্রেই প্রেমিকা বা স্ত্রী—এই ধারণায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সুখ সাধনের নিমিত্ত যখন কৃষ্ণকে ভালবাসাই জীবের একমাত্র কাম্য হইয়া উঠে তখনই তাহা প্রেম বলিয়া উক্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণই পরমপুরুষ, ভক্ত প্রকৃতি;—ভগবান্ রমণ, ভক্ত রমণী। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, একদা শ্রীভগবানে সমর্পিতাত্মা মীরাদেবী শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন করিয়া পরম-ভাগবত শ্রীল রূপগোস্বামীপাদের দর্শন লাভের জন্য তাঁহার এক পার্শ্বকে গোস্বামীপাদের দর্শনকামনা নিবেদন করেন। শ্রীল গোস্বামীপাদ জগতের শিক্ষার জন্য বলে পাঠাইলেন যে,—

"কৃষ্ণকৃপা আসে মুঞি বনে করি বাস।
নাহি করি স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষ॥
*　　*　　*　　*
এ কথা শুনিয়ে বাই ক্ষোভ পাই মনে।
পুনঃ কহি পাঠাইল গোসাঞির স্থানে॥
এতদিন শুনি নাই শ্রীধাম বৃন্দাবনে।
আর কেহ পুরুষ আছয় কৃষ্ণ বিনে॥"

মীরাবাইয়ের কৃষ্ণপ্রেম পরীক্ষা করিবার জন্যই শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ ঐরূপ কৌতুক করিয়াছিলেন এবং অবশেষে মীরাদেবীর ঐ বিশুদ্ধ প্রেমালাপ ও কৃষ্ণপ্রেমের ঐকান্তিকতা দর্শনে পুলকিত হন।

শুদ্ধভক্তের মতে এ জগতে সকলেই স্ত্রী—আর পুরুষ সেই প্রেমাস্পদ নয়নাভিরাম শ্রীকৃষ্ণ। পঙ্কজ বলিতে যেমন পদ্মপুষ্প ব্যতীত পঙ্কজোদ্ভূত অন্য পুষ্পকে বোঝায় না, তদ্রূপ প্রেম বলিতে একমাত্র ভগবানের সহিতই মিলন বুঝায়। কৃষ্ণের প্রতি ব্রজবালাগণের যে আকর্ষণ তাহাই প্রেম; আর

নিছক মানব-মানবীর তথা নায়ক-নায়িকার মধ্যে যে আকর্ষণ তাহাই কাম। কাম ও প্রেমের প্রভেদ সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বলেন,—

"গোপীগণের প্রেমরূঢ় মহাভাব নাম।
বিশুদ্ধ বিমল প্রেম কভু নহে কাম॥
কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥"

অতএব প্রতীয়মান হয় যে, কাম অপেক্ষা প্রেম বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের প্রেম যে কামদুষ্ট নহে তাহা পরম পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃকার সুন্দর ছন্দে দার্শনিক তত্ত্বে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণ সুখ লাগি' মাত্র কৃষ্ণ সে-সম্বন্ধ॥
আত্ম সুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখ হেতু চেষ্টা মনো ব্যবহার॥
কৃষ্ণ বিনা আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥
* * * *
তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত।
সেহো তো কৃষ্ণের লাগি' জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈল আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন তাঁর এই সম্ভোগ সাধন॥
এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ।
এই লাগি' করেন দেহের মার্জ্জন ভূষণ॥
* * * *
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপীরূপগুণে।
তাঁর সুখে সুখ বৃদ্ধি হয় গোপীগণে॥
অতএব সেই সুখে কৃষ্ণ সুখ পোষে।
এই হেতু গোপীপ্রেম নাহি কাম দোষে॥
আর এক গোপীপ্রেম স্বাভাবিক চিহ্ন।
যে প্রকারে হয় প্রেম কাম গন্ধহীন॥

গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের পুষ্টি।
মাধুর্য্য বাড়ায় প্রেম হঞা মহাতুষ্টি॥
*　　*　　*　　*
কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম।
নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম॥"

ঐ প্রেমতত্ত্ব যথার্থ পরমার্থ মধ্যে গণ্য। প্রাকৃত সাধারণ মানুষ ঐ তত্ত্ব বুঝিতে সমর্থ হয় না; —একমাত্র ব্রহ্মগোপীই উহা বুঝিতে সমর্থা।

"পীরিতি পীরিতি পীরিতি কহে,
পীরিতি বুঝিল কে?
যে জন পীরিতি বুঝিতে পারে
ব্রজগোপী হয় সে॥" (শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত)

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের যে ভালবাসা বা প্রেম তাহা বিশুদ্ধ; তাহাতে গোপীগণের আত্মসুখ বাঞ্ছা নাই; পরন্তু কৃষ্ণকে সুখ প্রদান করাই তাঁহাদের একমাত্র কাম্য। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"নিজেন্দ্রিয় সুখ বাঞ্ছা নাহি গোপীকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গমে বিহার॥" (চৈঃ চঃ)

গোপীপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

"নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যামমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ় প্রেমভাজনম্॥"
(গোপীপ্রেমামৃত)

অর্থাৎ, 'যে সকল গোপিকা আপনাদিগের অঙ্গকেও মদীয় ভোগ্য বলিয়া যত্ন করেন, তাঁহারা ভিন্ন মদীয় (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) প্রেমপাত্র আর অন্য কেহ নাই।' পরম পুরুষার্থ সেই নির্ম্মল শুদ্ধপ্রেমের লক্ষণ সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে বিশদ্‌ভাবে উল্লিখিত রহিয়াছে,—

"সাধু সঙ্গ হইতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধন ভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈতে ভক্তি নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥

রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে রতির অঙ্কুর॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেম প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ ধাম॥"

অতএব সাধুসঙ্গে হরিনাম কীর্ত্তন-প্রভাবে শুদ্ধভক্তির উদয় হইলে পর তাহা ক্রমশঃ গাঢ় হইলে প্রেম অভিমান হয়। শাস্ত্রে ভক্তিরসের দিগ্‌দরশনে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চগুণের মধ্যে মধুর রসে অবশিষ্ট চারি রস অনুস্যূত থাকায় মধুর রসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। কান্ত-ভাবে নিজাঙ্গ দিয়া শ্রীহরির সেবাপর হওয়া যায় বলিয়া তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেবা। ঐ মধুর রসের স্বকীয়া ও পরকীয়াভাবে দ্বিবিধ সংস্থান এবং তন্মধ্যে পরকীয়াভাবে রসের অত্যধিক উল্লাস থাকায় তাহা একমাত্র ব্রজ-ভূমিতেই ব্রজবধূগণের ভাবে নিয়ত নিবদ্ধ। শ্রীভগবানের নিত্য নূতন মাধুর্য্যামৃত ব্রজবধূ সকলে স্ব স্ব প্রেমানুরূপ আস্বাদন করিয়াছিলেন এবং এমতে ত্রিগুণাত্মিকা মায়া অতিক্রমপূর্ব্বক শ্রীভগবানের বিমল প্রেম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অপ্রাকৃত নবীন মদন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে কিরূপ প্রেমের বশীভূত তদ্‌বিষয়ে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
দুই তিন গননে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়ায়॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাঢ়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যগুণ মধুরেতে বৈসে॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
দুই তিন ক্রমে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি এই প্রেম হৈতে।
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥"

সুনির্ম্মল কৃষ্ণপ্রেম ও কৃষ্ণ-অনুরাগে জড় দাগ থাকে না ও নাই। প্রেম বা অপ্রাকৃত কামের অধ্যাত্ম রহস্য শাস্ত্রে অতি সূক্ষ্মভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ আত্মস্বভাব মুক্তা গোপীগণ কৃষ্ণপ্রেম লাভে তাঁহাদের পরম অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রেমসাধনার সর্ব্বাত্মকতাই তাঁহাদিগকে প্রাকৃত নায়িকা হইতে দিব্য নায়িকায় উন্নীত করিয়াছে। গোপীগণের অনুগত হইয়া গোপীভাবে রাগানুগা মার্গে ভজনা করিলে ভাবযোগ্য দেহ লাভ করতঃ ব্রজধামে ব্রজেন্দ্রনন্দনের পাদপদ্মসুধা লাভ হয়।

"প্রেমাদিক স্থায়িভাব সামগ্রী মিলনে।
কৃষ্ণভক্তি রসরূপে পায় পরিণামে॥" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

গোপীগণের কৃষ্ণভজনা ভক্তির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ও পুরুষোত্তমের সহিত তাঁহাদের মিলন প্রেম সাধনার মধুরতম পরিণতি। তাঁহাদের কৃষ্ণানুরক্তি কামভাবের উদ্দীপনমূলক জাগতিক দৃষ্টিতে পরিলক্ষিত হইলেও তাঁহাদের কৃষ্ণতন্ময়তা, সর্ব্বত্যাগী-আত্মসমর্পণ তাঁহাদিগকে ভগবানের সহিত নিবিড় প্রীতিবন্ধনে জড়িত করিয়াছে। কামের শোধন ও ভগবৎ-মুখীনতা তথা কামের অধ্যাত্মীকরণে প্রেম পূর্ণভাবে প্রকটিত—তাই প্রাকৃত কাম কখনই প্রেম পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না বা প্রেম নহে।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ
গ্রাম—বড়বহরকুলি (বর্দ্ধমান)।

মহৎসেবা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২১শ-বর্ষ, ১ম-সংখ্যা, ২৯ পৃষ্ঠার পর)

'মহৎ' ও 'সেবা' এই দুইটী কথা পৃথক্‌ভাবে বিচার করা যাউক। বাজারে দ্রব্য খরিদ করিতে গেলে এমন কি এক পয়সার একটী হাঁড়ী খরিদ করিতে গেলেও মানুষ তাহা সাতবার বাজাইয়া লয়। আবার যে জিনিষের বাজারে কাট্‌তি খুব কম সেই জিনিষ খরিদ করিতে গেলে খরিদ্দার বা গ্রাহকগণ তাহাকে অধিকতরভাবে বাজাইয়া লয়; সে-কারণ বাজারে মহৎ-সেবা-রূপ যে দ্রব্যের কাট্‌তি অধিক নয় তাহাকে ভাল করিয়া বাজাইয়া লওয়া অর্থাৎ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা আবশ্যক।

মহৎ ও সেবা এই দুইটী কথার আলোচনা করা যাক্। আমরা যদি নিজের কথা বলিতে যাই তাহাতে অনেক বিপদের সম্ভাবনা। কারণ আমরা দোষচতুষ্টয়যুক্ত। সে-কারণ আমাদিগের কথা বাদ দিয়া মহাজনগণ যে-সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহাই আমরা উল্লেখ করিতে চেষ্টা করিব। 'মহৎ' বলিতে শ্রীল বেদব্যাসের বাণীতে জানিতে পারা যায় যে, যাঁহারা সর্ব্বেশ্বর শ্রীভগবানে সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিয়া শ্রীভগবৎপ্রীতিকেই একমাত্র পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন অর্থাৎ ভগবৎপ্রীতি ব্যতীত অন্য বস্তুকে পুরুষার্থ বলেন না, যাঁহারা ভোজনরত বিষয়িগণের অসদ্‌বার্ত্তায় এবং ধন,

জন, স্ত্রী-পুত্র, গৃহাদিতে প্রীতি করেন না, যাঁহারা ইহলোকে দেহ-নির্ব্বাপোযোগী অর্থ ব্যতীত অধিক ধনের স্পৃহা করেন না, জাগতিক সমস্ত দ্রব্যই ভগবৎসেবায় লাগাইবার জন্য যাঁহারা সতত ব্যস্ত, তাঁহারাই মহৎ। এরূপ মহৎ যাঁহারা তাঁহারাই সংসারে নিজের কোন কার্য্য না থাকিলেও মাদৃশ অহঙ্কারবিমূঢ় ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবকুলের চরম-মঙ্গল-বিধানের জন্য তাঁহাদের দ্বারে দ্বারে ঘুড়িয়া বেড়ান।

মহৎ ব্যক্তিগণ মানবের দ্বারে দ্বারে অযাচিতভাবে ঘুড়িয়া বেড়াইয়া তাঁহাদিগকে ভগবৎসেবা স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক শিক্ষা দিয়া থাকেন। সৌভাগ্য-ক্রমে মানবের সুকৃতির উদয় হইলে, সে-ব্যক্তি এইরূপ মহৎব্যক্তির পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া নিত্যানন্দ ও চিরশান্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে। মহৎ ব্যক্তিগণই সাধু আখ্যায় আখ্যাত। সাধুগণ কৃষ্ণভক্ত বিধায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় আমরা জানিতে পারি যে, কৃষ্ণের সকলগুণ তাঁহাদিগের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। অতএব সেইরূপ মহতের সেবা করিলে প্রকারান্তরে আমাদের ভগবৎসেবাই করা হইয়া যায়। অধিকন্তু শ্রীভগবদ্-বাণী হইতে আমরা জানিতে পারি যে মহৎব্যক্তিগণ ভগবানের হৃদয় পূর্ণ সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া থাকেন, এমন কি সাধুসকলই শ্রীভগবানের হৃদয় এবং শ্রীভগবান্‌ও সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা শ্রীভগবান্ ব্যতীত আর কাহাকেও জানেন না এবং ভগবানও তাঁহাদের ভিন্ন অন্য কাহাকেও নিজের বলিয়া জানেন না। এইরূপ সাধুর সেবা ছাড়িয়া যদি বাজার চল্‌তি অনুযায়ী ইতর সেবা-কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করি তাহা হইলে জানিয়া শুনিয়া নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করিলাম। ইতর সেবাকার্য্য দ্বারা আমাদের মনুষ্যজীবনে সাময়িক কতকটা ইন্দ্রিয়চরিতার্থ হইতে পারে। অথবা কিছু কিছু কনককামিনী ও প্রতিষ্ঠালাভ হইতে পারে। কিন্তু ঐ প্রকার কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার আশা যে আমাদিগকে নরকের পথে লইয়া যাইবার সহায়কারী, তাহা ভোগপ্রলুব্ধ ও ভোগান্ধ আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যে-সকল ব্যক্তিকে আমরা আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব বলিয়া মনে করিয়া বসিয়া আছি তাহারাও নিজেই ঐ প্রকার ভোগান্ধ থাকায় আমাদিগকে আমাদের মঙ্গলের পথের সন্ধান দিতে পারে না।

বহু জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া ইন্দ্রিয়তোষণ কার্য্যে ভোগ বা ত্যাগের পথে চলিতে থাকিয়া ভগবদ্-বহির্ম্মুখতা বশতঃ মহদিতর-সেবাতেই **জীবন ক্ষয়**

করিয়া আসিতেছি। তাহার ফলে অনন্তকাল ধরিয়া ত্রিতাপের পর্ব্বতের ভার বহন করিতে করিতে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। বাজার কাট্‌তি জিনিষের ক্রয়-বিক্রয়েই মশগুল্ হইয়া সুখ বা লাভের আশায় ব্যবসাদারী করিয়া যাইতেছি। এবং কোন কালে মুক্তির সন্ধান না পাইয়া উপর্য্যুপরি বন্ধনের পর বন্ধনকেই দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিতেছি। এই অকূল ভবসমুদ্রে মহতসেবারূপ ভেলার আশ্রয় ব্যতীত আমাদিগের দ্বিতীয় উপায় নাই। আমরা মায়ার প্রদত্ত কর্ম্মালানে যেরূপ অষ্টপাশ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, তাহা হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে হইলে মহৎ-সেবাই আমাদের একমাত্র আশ্রয়-স্থল।

আমরা অসৎসঙ্গ বরণ করিয়া ও অসৎসঙ্গীর সঙ্গ গ্রহণ করিয়া নরকের পথের যাত্রী হইয়াছি। যদি আত্ম-মঙ্গলপ্রার্থী হইতে চাই তাহা হইলে ঐ প্রকার দুঃসঙ্গ বর্জ্জনপূর্ব্বক মহতের পাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক তৎপাদরজে অভিষিক্ত হইতে হইবে এবং তাঁহাদিগের বীর্য্যবতী বাণী কর্ণদ্বারে অবিরত পান বা গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ মহদ্‌ব্যক্তিগণের বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণ করিতে করিতে আমাদিগের হৃদয়ের বিষয়াসক্তিরূপ বন্ধনগুলি সমূলে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। আর যখন ঐ সকল ইতরাসক্তিগুলি বিনষ্ট হইয়া যাইবে তখনই সাধুকৃপায় বুঝিতে পারিব যে, কৃষ্ণাসক্তি আমাদিগের নিত্যমঙ্গল-প্রদানকারী ও একমাত্র বরণীয় বস্তু। কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।

এই সাধুসঙ্গের ফলে আমরা আরও জানিতে পারিব যে, ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ প্রভৃতি যতকিছু বাঞ্ছনীয় বস্তু বলিয়া ভবের বাজারে কাট্‌তি বা চলতি আছে, সে সমুদয়ই অতি নগণ্য ও তুচ্ছ এবং কৃষ্ণপ্রেমলাভই জীবের চরম কল্যাণপ্রদ ও একমাত্র বাঞ্ছিত বস্তু। বদ্ধদশায় আমরা মহদ্‌ব্যক্তিগণের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণপ্রেমলাভ ত' দূরের কথা, এই সংসারবন্ধন হইতেও মুক্ত হইতে সমর্থ নহি। তাই শাস্ত্র আমাদিগের মঙ্গলের জন্য তারস্বরে বলিতেছেন,—

"মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥
সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"

শ্রীমদ্ভাগবতেও আমরা এই বাক্যের সমর্থন প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাই। শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে জানিতে পারা যায় যে, সাধুদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতেই শ্রীভগবানের মাহাত্ম্য-প্রকাশক যে সকল শুদ্ধহৃদয়-কর্ণের প্রীতি-উৎপাদক কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যা-নিবৃত্তির বর্ত্মস্বরূপ শ্রীভগবানে যথাক্রমে শ্রদ্ধা, রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হইয়া থাকে। অতএব যাহারা সুবুদ্ধিলাভে গৃহাসক্তিরূপ অনর্থ হইতে মুক্ত হইতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্ত মহদ্ব্যক্তিগণের পদধূলি দ্বারা অভিষিক্ত হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। সংসারে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাস-আশ্রম যাহাই বলুন না কেন, অথবা জল, অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাগণের উপাসনাই বলুন, মহা-ভাগবতগণের অকপট অহৈতুকী সেবা দ্বারা তাঁহাদের পাদরজে আত্মার অভিষেক ব্যতীত কোনদিনই আমাদের বাস্তব মঙ্গল হইবার আশা ভরসা নাই। অর্থাৎ সংসারবন্ধন হইতে বিশেষরূপে মুক্তি লাভ করিয়া নিত্য সেবানন্দে প্রতিষ্ঠিত হইবার অন্য পন্থা নাই। ভবের বাজারে এ বস্তুর কাট্‌তি বা আদর না থাকিলেও মানবের ইহাই যে একমাত্র সংগ্রহযোগ্য বা বরণীয় বস্তু, তদ্‌বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। লোকের রুচির উপর নির্ভর করিয়া এই জিনিষ বাজারে চালাইবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে না, অধিকন্তু সেবাকামী বা আত্মমঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিগণের গ্রহণযোগ্য বস্তু বিধায় মহাজনগণ সর্ব্ব-সমক্ষে ইহার যথেষ্ট প্রচার করিয়াছেন এবং মুক্তিকামী ভগবৎসেবানন্দপ্রার্থী ও ত্রিতাপজ্বালা হইতে নিষ্কৃতি-প্রার্থী ব্যক্তিগণকে তারস্বরে আহ্বানপূর্ব্বক এই বস্তুর খরিদ্দার বা গ্রাহক হইবার জন্য সাবধান করিয়া বলিতেছেন,—

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে-
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে॥

[পণ্ডিতগণ মহৎসেবাকে মুক্তির দ্বারস্বরূপ এবং স্ত্রীসঙ্গিগণের সঙ্গকে নরকের দ্বারস্বরূপ বলিয়া থাকেন। যাঁহারা সমদর্শী, ভগবানে নিষ্ঠাযুক্ত অক্রোধী, সর্ব্বভূতহিতে রত এবং অদোষদর্শী—তাঁহাদিগকেই মহৎ বলিয়া জানিবে।]

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

বিগত বর্ষগুলির স্মৃতিকে বহন করতঃ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সদস্যবর্গ বিশেষ উৎসাহের সহিত এই বৎসরেও শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার বিপুল আয়োজন করেন। যদিও উক্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক তাঁহার অন্তরঙ্গ প্রিয় প্রেষ্ঠ নিজজনগণকে বিরহ-বিধুরে নিমজ্জিত করতঃ নিত্যধামে প্রয়ান করিয়াছেন তথাপীয় তাঁহার সেবাবৈশিষ্ট্যকে অনুশরণ করতঃ মণিহারা ফণির ন্যায় উদ্বাউল হইয়া তাঁহার অভিব্যক্তি প্রকাশ করার মানসে নবউদ্যমে এই বিপুল উৎসবের অবতারণা হইয়াছে। আকাশে-বাতাসে আজও সেই বিরহ-বার্ত্তা প্রতিধ্বনিত হইলেও তাঁহারই অশেষ কৃপায় তদীয় সেবায় সমিতির সেবকবৃন্দ নিমগ্ন রহিয়াছেন। আজকের এই দুর্দ্দিনে তাঁহার সেবায় নিয়োগ থাকাই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা ব্যতিত আর কি উপায় ?

মূঢ় ব্যক্তিগণ সাক্ষাৎভাবে সেবার নাম করে ভোগ করিয়াই থাকেন। তাহাদের মতে সাক্ষাৎসেবাই শ্রেষ্ঠ। সাক্ষাৎসেবার মাধ্যমে অন্তরঙ্গ বা প্রেষ্ঠসেবক আখ্যায় ভূষিত হইতে সর্ব্বদা কপট প্রয়াসী। সেবার তাৎপর্য্য কি তাহার নিগূঢ় রহস্য অনুসন্ধান না করিয়াই সেবকের নামে ভোগী সাজিতে কুণ্ঠিত হয় না। যদি সাক্ষাৎ সেবাই শ্রেষ্ঠ সেবা হয় তবে জড়-জগতের দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেলে সেব্যের কি আর সেবা হয় না ? বা তাঁহার সেবা করার প্রয়োজন থাকে না ? এই সেবকের সেবা, সেব্য বাহ্যত গ্রহণ করিলেও তাহা উপেক্ষারূপ কৃপা বলিতে হইবে। কারণ তাহা দ্বারা আত্মগরীমা বর্দ্ধিত হওয়ায় স্বরূপ সাধনায় বিকৃত আকার পর্য্যবসিত হয়। তাই আমাদের বিচারে তিনি সাধারণ লোকের অন্তরালে গেলেও আমাদিগের নিকপট সেবা হইলে তিনি নিশ্চয়ই কৃপা করিতে দ্বিধাবোধ করিবেন না—কেননা তিনি কৃপাবতার।

আর যদি কৃপা থেকে বঞ্চিত হই তথাপীও সেবা ছারিব না। কারণ সেবাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। উপেক্ষিত হইলেও ক্ষোভ বা অভিমানের কিছু নাই—'আমি' তাঁর দাস এই অভিমানেই যথেষ্ট। এই ভাব গ্রহণ করতঃ যে কোন অবস্থাতেই বিনা দ্বিধায় সেবার ভান না করিয়া সেব্যের আদেশ পালনের নামই শ্রীগুরুসেবা। আমরা তাঁহার প্রতিটি আদেশ-নির্দ্দেশ পালন করিব তাহা হইলেই তাঁহার সেবা করা হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণ এই ধ্রুবতসত্য চিন্তাস্রোতকে আশ্রয় করিয়া অন্যান্য বৎসরের ন্যায় বিপুলভাবে শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার আয়োজনে ব্রতী হইয়াছেন। তাই বিগত ২৪শে গোবিন্দ (৪৮২ গৌরাব্দ), ১৪ই ফাল্গুন (১৩৭৫ বঙ্গাব্দ), ২৬শে ফেব্রুয়ারী (ইং ১৯৬৯) বুধবার দিন

সপ্তাহ কালব্যাপী মহা-মহোৎসবের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। উক্তদিবস সন্ধ্যায় শ্রীগৌর-বাণী-প্রচারিণী-সভার এক অধিবেশন হয়। এই সভায় সমিতির নবনির্ব্বাচিত সভাপতি-আচার্য্য পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বামন মহারাজ** সভাপতিরূপে বৃত হন। এই দিনের বিষয়-বস্তু ছিল শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার উৎপত্তি ও ইহার প্রয়োজনীয়তা। আগামী দিবস সুরধনী-স্পর্শান্তে আত্মনিবেদনাখ্য শ্রীঅন্তর্দ্বীপ-শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ-প্রণত হইয়া কীর্ত্তনাখ্য শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমা-পঞ্জী নির্দ্ধারিতের কারণ কি এবং ইহার প্রচারে আচার্য্যকেশরী নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের প্রচার-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সভাপতি মহারাজ নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করতঃ তত্ত্বপূর্ণ দীর্ঘাকার ভাষণ দান করেন। পরে সমিতির উপসভাপতি পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ আগত পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ ও সজ্জনবৃন্দকে আহ্বান জানাইয়া গৌরজনগণের আনুগত্যে এই সুকৃতিপ্রসবিনী শ্রীধাম-পরিক্রমায় যাত্রা করতঃ ভগবৎকৃপা প্রার্থী হইবার আহ্বান জানান। বক্তৃতা প্রাক্কালে তিনি আরও বলেন যে, "দীর্ঘ ২৫।২৬ বৎসর যাবৎ যাঁহার আনুগত্যে এই পরিক্রমা উদ্‌যাপীত হইত তিনি আমাদিগকে বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত করতঃ নিত্যধামে গমন করিলেও তাঁহার আদেশ-নির্দ্দেশানুসারে আমরা ধামকৃপা লাভেচ্ছু হইয়া তাঁহার নির্দ্দেশিত পথকেই অনুসরণ করিব। আপনারা প্রত্যেকেই আমাদের এই ব্রতে সহায়ক হউন ইহা সমিতির তরফ থেকে প্রার্থনা জানাই।" এইভাবে পরিক্রমা-সূচীর পূর্ব্বভাস আরম্ভ হইয়া শ্রীহরি-কীর্ত্তন-মুখে সেই দিন সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

পর দিবস-প্রাতে পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ শ্রীবৈষ্ণবগণের আনুগত্যে ভাগিরথী গঙ্গা স্পর্শনান্তে শ্রীধাম মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ-প্রণত হইয়া সুবর্ণ-বিহার পরিক্রমান্তে মধ্যাহ্নে **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপস্থ** শ্রীনৃসিংহদেবপল্লীতে পৌঁছেন। এই দিন সমিতির সম্পাদক প্রপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ এই স্থানের মাহাত্ম্য হৃদয়স্পর্শীভাবে মর্ম্মানুসন্ধান উদ্ঘাটন করতঃ ভক্ত ও সজ্জনগণের অভূত আনন্দ দান করেন। তাঁহার পর শ্রীগৌর-সম্প্রদায়ের স্বতঃপ্রবৃত্ত মৃদঙ্গস্বরূপ ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসিগণ, ব্রহ্মচারীবৃন্দ ও অনেক ভক্তবৃন্দ বক্তৃতা দান করতঃ কীর্ত্তনসহযোগে মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ সেবন করেন। অপরাহ্নে শ্রীহরিহরক্ষেত্র হইয়া নবদ্বীপসহরস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে পৌঁছেন। দ্বিতীয় দিবসে পাদসেবনাখ্য **শ্রীকোলদ্বীপ** ও অর্চ্চনাখ্য **শ্রীঋতুদ্বীপ**; তৃতীয় দিবসে বন্দনাখ্য **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** ও দাস্যাখ্য **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ**; চতুর্থ দিবসে সখ্যাখ্য **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** ও আত্মনিবেদনাখ্য **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** পরিক্রমা হয়। উক্ত তিন দিন যথাক্রমে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত

ত্রিদণ্ডী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ পরিক্রমা-সঙ্ঘের বিশেষ দায়ীত্ব বহন করতঃ সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করেন। পঞ্চম দিবস বা শেষ দিন আত্মনিবেদনাখ্য **শ্রীঅন্তর্দ্বীপস্থ** শ্রীধাম **মায়াপুর** পরিক্রমা করা হয়, এইদিনেও বিপুল জনতা মুহুর্মুহুঃ কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে মাতোয়ারা হইয়া অক্লান্ত-স্রোতস্বিনীসম পয়োধির সঙ্গে মিলিত হওয়ার ন্যায় ভক্তগণ দিগ্‌দিগন্তকে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনে মুখরিত করতঃ ধামের কৃপালাভের জন্য সমুৎকণ্ঠিত চিত্তে দির্ঘশ্বাসে প্রধাবিত হন। তাঁহারা প্রথমে **শ্রীগৌর-জন্মভিটা** পরিক্রমা করেন। তথায় বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে বিপুল হরিকীর্ত্তন শ্রবণ করতঃ শ্রীবাস-অঙ্গন, অদ্বৈত-ভবন, প্রভৃতি দর্শনান্তে **শ্রীচৈতন্য মঠে** উপনীত হন, অনন্তর মহাভাগবত শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের সমাধিপীঠ পরিক্রমান্তে এই বৎসর শ্রীচৈতন্য মঠের উদ্যোগে উক্ত মঠের অর্দ্ধশতাব্দি পূর্ত্ত-উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত শ্রীগৌর-লীলা ও ভাগবত-প্রদর্শনী দর্শনান্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাভিসিক্ত ভক্ত চাঁদকাজির সমাধি দর্শন করা হয়। বলা বাহুল্য প্রত্যেক স্থানেই তত্তৎ মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করা হইয়াছিল। প্রত্যাবর্ত্তনের সময় ঈশোদ্যানস্থ শ্রীগৌড়ীয়-সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি-আচার্য্য নিত্যলীলা প্রবিষ্ট পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের সমাধি-মন্দির ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীনন্দনাচার্য্য ভবন পরিক্রমা করা হয়। তথা থেকে ঈশোদ্যানস্থ **শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ** পরিক্রমান্তে গোধূলীলগ্নে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে পোঁছেন।

পর দিবস শ্রীগৌর-আবির্ভাব উৎসব-উপলক্ষে মঙ্গলারতির পর থেকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ হইতে থাকে। বলা বাহুল্য প্রত্যেক দিবসের সন্ধ্যায় বিরাট মহতী সভার আয়োজন হইয়াছিল। উক্ত সভায় প্রতিদিন পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। প্রত্যহই বিভিন্ন বক্তাগণ বাংলা, অসমীয়া, হিন্দী, সংস্কৃত, উড়ীয়া, ইংরাজী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিযোগই শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের প্রধান প্রচারিতব্য। ভক্তি-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বিভিন্নধরণের বহু তত্ত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা আলোচিত হওয়ায় সমাগত ভক্তবৃন্দ উক্ত সুযুক্তিপূর্ণ অভিভাষণে ভক্তিধর্ম্মে আপ্লুত হন।

২১শে ফাল্গুন, ৫ই মার্চ্চ, বুধবার দিন শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীশচীমাতার আনন্দোৎসব উপলক্ষ্যে সকাল ৮টা হইতে রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত আগত ব্যক্তি মাত্রকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এই উৎসবে প্রত্যহই দুইবেলা মহাপ্রসাদ, বাসস্থান ও ঔষধপত্রের ব্যবস্থা ছিল। সপ্তাহব্যাপী এই উৎসবে প্রায় লক্ষাধিক জনগণ মহাপ্রসাদ পাইতে সুযোগ লাভ করিয়াছেন। সর্ব্বোপরি, এই মহান উদ্দেশ্যে সমিতির সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থী, ব্রহ্মচারী এবং অনেক গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম আদর্শস্থানীয়।

—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

শিলংসহরে শ্রীপত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-বেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ কয়েক ব্রহ্মচারীসহ শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে যাত্রা করিয়া গত ১৯শে মার্চ্চ আসামের রাজধানী শিলং শহরে উপস্থিত হন। ২২শে মার্চ্চ তারিখে স্বামীজী মহারাজ সায়ংকালে মেসার্স হনুমানবক্স মতি-লালজীর পুলিস বাজারস্থ ভবনে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন এবং পরে ছায়া-চিত্রযোগে "শ্রীকৃষ্ণলীলা" প্রদর্শনমুখে শ্রীকৃষ্ণের পরতমত্ব এবং সর্ব্বচমৎকারীত্ব শাস্ত্রসিদ্ধান্তানুসারে সুন্দররূপে হিন্দী ভাষার মাধ্যমে ভাষণদানকরতঃ শ্রোতৃ-বৃন্দের হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছেন। ২৮শে মার্চ্চ তারিখে স্থানীয় লোয়ার ম'প্রেম রোডস্থ হিন্দুমিশন-অনাথ আশ্রম হাইস্কুল-প্রাঙ্গনে সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় ছায়াচিত্রে "ভক্ত-প্রহ্লাদ" প্রদর্শন মুখে স্বামীজী মহারাজ বঙ্গভাষায় ভক্তরাজ প্রহ্লাদ মহারাজের শতসহস্র বাধাসত্ত্বেও ভগবানে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা ও তৎশিক্ষাসমূহ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে উদ্ধৃত করিয়া বক্তৃতা প্রদানকরতঃ ছাত্র-শিক্ষক ও সহরের গন্যমান্য জনগণকে ভক্তিপথে আকৃষ্ট করেন।

২৯শে মার্চ্চ তারিখে স্বামীজী মহারাজ লাবানস্থ শ্রীহরি-সভামণ্ডপে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের অসারতা প্রমাণ-পূর্ব্বক শ্রীহরিনামকীর্ত্তনমূলা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন। ৩০শে মার্চ্চ স্থানীয় উমলীংস্থ শ্রীযুত জয়শঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাসভবনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীল অম্বরীষ মহারাজের ঐকান্তিক ভগবন্নিষ্ঠার কথা বর্ণন করিয়া শ্রোতৃবর্গের ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধির পথে প্রচুর পরিমাণে সহায়তা করেন। অনন্তর ৩১শে মার্চ্চ ও ১লা এপ্রিল তারিখে স্বামীজী মহারাজ স্থানীয় রিলবং পূজামণ্ডপে যথাক্রমে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ছায়াচিত্রে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলা প্রদর্শনমুখে অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব ও তদীয় অপূর্ব্ব ঔদার্য্যলীলা-বৈশিষ্ট্য বর্ণনমুখে প্রচুরপরিমাণে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীমৎ স্বামীজী মহারাজ পল্টনবাজারস্থ মেসার্স সীতারাম ওমপ্রকাশ, লাবানস্থ শ্রীযুত সতীশচন্দ্র পুরকায়স্থ, শ্রীযুত দেবতোষ চক্রবর্ত্তী, ময়দান লাবানস্থ শ্রীযুত অনিলকুমার পাল, কেঞ্চেশট্রেশনস্থ শ্রীনীরোদ রঞ্জন সেন এবং আসাম গভর্ণমেণ্টের বন্যানিয়ন্ত্রণ বিভাগের আণ্ডার সেক্রেটারী শ্রীযুত হেমন্তকুমার কাকতী প্রভৃতি মহোদয়গণের বাসভবনে বিভিন্নদিনে পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতাযোগে বিংশতিদিবসব্যাপী শিলং শহরে প্রচুরপরিমাণে শ্রীগৌর-বাণী প্রচারান্তে গত ৯ই এপ্রিল তারিখে কাছাড় জেলান্তর্গত করিমগঞ্জ শহরে সদলে উপস্থিত হইয়া প্রচারকার্য্যেরত আছেন। —নিজস্ব-সংবাদদাতা।

স্বধামে ভক্তিবারিধি প্রভু

বিগত ১১ই মধুসূদন, ৩০শে চৈত্র, ১৩ই মার্চ্চ রবিবার শ্রীবরুথিনী একাদশী-তিথিবাসরে জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপাভিষিক্ত একনিষ্ঠ সেবক শ্রীপাদ সৌরীন্দ্রনাথ দাসাধিকারী (সরকার) ভক্তিবারিধি, এম-এ, বি-এল, য়্যাড্‌ভোকেট্‌ প্রভু সন্ধ্যা ৬'৩০ মিনিটে সহর নবদ্বীপের কান্তি ভট্টাচার্য্য রোডস্থ তদীয় ভজন-কুটিরে স্বজ্ঞানে শ্রীহরিনাম স্মরণ অবস্থায় নিত্যধামে গমন করেন।

তাঁহার বিরহ-সংবাদ প্রচার হইবামাত্র শ্রীধাম নবদ্বীপ সহরস্থ সমস্ত গৌড়ীয় মঠ হইতে ভক্তবৃন্দ ত্বরায় ছুটিয়া যান এবং স্থানীয় অনেকে তাঁহাকে শেষ শ্রদ্ধানিবেদন করার জন্য উপস্থিত হন। সেই দিন রাত্রেই কীর্ত্তন-সহযোগে ভাগিরথীতিরে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়।

নিত্যলীলা প্রবেশের সময় সৌরবর্ষ-গনণায় প্রায় অশীতি বর্ষে তিনি পৌঁছিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বপাকিস্থানস্থ বগুড়া জেলার অন্তর্গত মাদলা গ্রামের রায়সাহেব জমিদার-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃদেবের নাম জে. এন. সরকার। বাল্যাবস্থা থেকেই অধ্যয়নে তিনি মনোযোগী ছাত্র ছিলেন। কৃতিত্বের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি লাভ করতঃ আইন অধ্যয়নের জন্য কলিকাতায় উপস্থিত হন। কলিকাতায় আইন-পরীক্ষায় বিশেষ সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত হাইকোর্টে ১৯২১ সালে আইন-ব্যবসা আরম্ভ করেন। এখানে কয়েক বৎসর এই ব্যবসা করার পর তাঁহার বৃদ্ধ পিতার আদেশানুসারে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। স্বদেশে উপস্থিত হইয়া পিতার নির্দ্দেশানুসারে বিশাল পৈতৃক জমিদারী তত্ত্বাবধান করিতে থাকেন। এই অবস্থায় বগুড়া জেলার জজ-আদালতে পুনঃ আইন-ব্যবসা আরম্ভ করেন। তাঁহার বিশেষ দক্ষতা দর্শনে তৎকালীন সরকার বাহাদুর তাঁহাকে পাবলিক্‌ প্রোসিকিউটারপদে নিয়োগ করেন এবং তিনি এই কার্য্য দীর্ঘদিন বিশেষ দক্ষতার সহিত সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন।

উক্ত কার্য্যে নিয়োগ থাকা অবস্থাতে তাঁহার জীবনের গতি ভগবৎ-কৃপানুসন্ধানের দিকে ধাবিত হইতে লাগিল এবং একদিন সস্ত্রীক তীর্থভ্রমণ মানসে বহির্গত হইলেন। ভারতের বহুস্থানের বিভিন্ন তীর্থ পর্য্যটন করতঃ

শ্রীব্রজমণ্ডলের অন্তর্গত মথুরাধামে উপস্থিত হইলেন। বিভিন্ন তীর্থস্থানে ভ্রমণরত অবস্থায় অনেক সাধুসন্তের সহিত ভগবৎ-তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করিয়াও তিনি তাঁহার জিজ্ঞাস্য বিষয়-বস্তুর সমিধান লাভ করিতে না পারায় অশান্তি বোধ করিতেছিলেন। এই সময়ে পরমহংস-কুলচূড়ামুকুটমণি জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ঊর্জ্জব্রতোপলক্ষ্যে শ্রীমথুরাধামে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার বিপুলভাবে হরিকথা পরিবেশনের সংবাদ শ্রবণ করতঃ শ্রীল প্রভুপাদের নিকট উপস্থিত হন ও প্রচুর হরিকথা শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া তদীয় শ্রীচরণে আশ্রয় ভিক্ষা করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি সস্ত্রীক শ্রীল প্রভুপাদের কৃপালাভ করতঃ তাঁহার সেবায় প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি-বাক্যদ্বারা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৩৬ সালে তাঁহার একান্ত প্রার্থনায় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ স্বপার্ষদে বগুড়াস্থিত তদীয় বাসভবনে শুভবিজয় করেন। শ্রীল প্রভুপাদের বগুড়ায় আগমনের সময় বিশিষ্ট জমিদার ও খ্যাতিসম্পন্ন বিদ্বান সৌরেন বাবুর বিশেষ যত্নে তদনীন্তন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, আইন-ব্যবসায়ী এবং সহস্র সহস্র বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সজ্জনগণ এবং আবাল বৃদ্ধবণিতা প্রভৃতি হস্তী, মোটরযান, কীর্ত্তনসহযোগে বিপুল পাতাকা-হস্তে, পুষ্প-মাল্য, চন্দন ইত্যাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা জানান। সেখানে বিরাটভাবে তিন দিন ব্যাপী শ্রীগৌরবাণী প্রচার হইয়াছিল। তাঁহার এইরূপ সেবা-নৈপুণ্য দর্শনে শ্রীল প্রভুপাদ কৃপা করতঃ তাঁহাকে "ভক্তিবারিধি" উপাধিতে ভূষিত করেন।

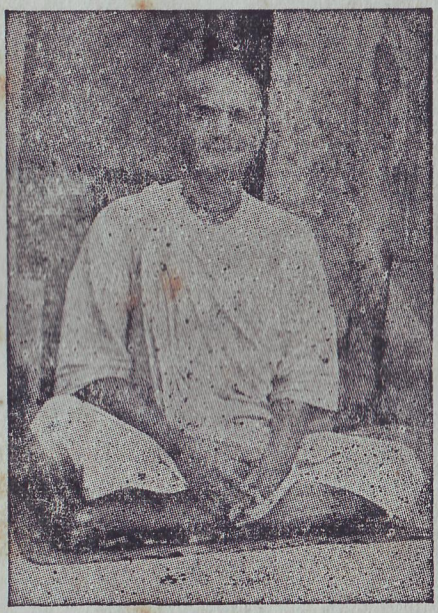
তদাবধি তিনি দেহরক্ষার পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত নিষ্কপটে শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার জীবন-অপরাহ্নে ধামবাস অভিপ্রায় নিয়া তিনি সহর নবদ্বীপে একটি ভজন কুটির করতঃ জীবনের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত তথায় বাস করেন। তাঁহার অপ্রকটে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের বিরাট ক্ষতি হইল। তাঁহার বিরহে আমরা সকলেই আজ ব্যথিত।

—জনৈক বিরহী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

২১শ-বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬ { ৪র্থ-সংখ্যা



শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও শ্রীপত্রিকার
প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি মহারাজ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ
কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২১শ-বর্ষ | বাসুদেব, ১ পুরুষোত্তম, ৪৮৩ গৌরাব্দ
রবিবার, ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬; ইং ১৫।৬।১৯৬৯ | ৪র্থ-সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীল-রূপ-গোস্বামি-কৃতং
শ্রীগোবর্দ্ধনোদ্ধারণম্

ভ্রমৎকুন্তলান্তং স্মিতদ্যোতকান্তং
লসদ্গণ্ডশোভং কৃতাশেষলোভং।
স্ফুরন্নেত্রলাস্যং মুরারেস্তবাস্যং
বরাকূতশালি স্ফুটং লোকয়ালি॥ ১৫॥

পুনর্ব্বার বিশাখাকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন, অয়ি বিশাখে! ঐ দেখ ব্রজেন্দ্রনন্দন কুটিলকুন্তলশোভিত সুগণ্ড ও চপলনয়ন শোভিত বদনারবিন্দদ্বারা আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যেন অন্তর্গত কোন গূঢ়ভাব প্রকাশ করিতেছেন॥ ১৫॥

নিপীয়েতি রাধালতাবাঙ্মরন্দং
বরপ্রেমসৌরভ্যপূরাদমন্দং।
দধানং মদং ভৃঙ্গবত্তুঙ্গকূজং
বরাঙ্গীচলাপাঙ্গভঙ্গাপ্তপূজং॥ ১৬॥

কল্পলতারূপ শ্রীরাধিকার প্রেম সৌগন্ধপূর্ণ অত্যুত্তম বাক্য মকরন্দপান করিয়া কলকণ্ঠী ভ্রমরের ন্যায় তুমি অপার আনন্দ অনুভব করিলে এবং তদীয় অপাঙ্গ ভঙ্গীদ্বারা তুমি সৎকৃত হইলে॥ ১৬॥

কথং নাম দধ্যাৎ ক্ষুধাক্ষামতুন্দঃ
শিশুর্মে গরিষ্ঠং গিরীন্দ্রং মুকুন্দঃ॥
তদেতস্য তুণ্ডে হটাদর্পয়ারং
ব্রজাধীশ দধ্বাচিতং খণ্ডসারং॥ ১৭॥

যশোদা নন্দমহারাজকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন, হে ব্রজরাজ! আমার গোপাল অতি বালক বিশেষ অনেকক্ষণ কিছু আহার করে নাই, এই বিশাল গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া পরিশ্রান্ত ও অতি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছে, অতএব তুমি শীঘ্র দধি দুগ্ধ প্রস্তুত মিষ্টান্ন কিছু ইহার মুখে অর্পণ কর॥ ১৭॥

মহাভারনিষ্ঠে স্থিতে তে কনিষ্ঠে
লভে বৎস লীলম্বরোদ্দামপীড়াং।
অবষ্টভ্য সত্ত্বং তদস্মৈ বল ত্বং
দদস্বাবিলম্বং স্বহস্তাবলম্বং॥ ১৮॥

বলদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন, হে বৎস! নীলাম্বর তোমার কনিষ্ঠ, মহাভারাক্রান্ত হইয়া ক্লান্ত হইতেছে, তদ্দর্শনে আমি বড়ই কষ্ট পাইতেছি, অতএব তুমি শীঘ্র বলবীর্য্য প্রকাশ করিয়া হস্তাবলম্বনদ্বারা নিজ-কনিষ্ঠের সাহায্য কর॥ ১৮॥

ইতি স্নিগ্ধবর্ণাং সমাকর্ণয়ন্তং
গিরং মাতুরেনাঞ্চনির্ব্বর্ণয়ন্তং।
কনিষ্ঠাঙ্গুলীশৃঙ্গবিন্যস্তগোত্রং
পরিপ্রীণিতব্যগ্র গোপালগোত্রং॥ ১৯॥

যশোদার এই প্রকার স্নেহসূচক বাক্য শ্রবণে তুমি জননীর প্রতি সস্নেহ নয়নে দৃষ্টিপাত করিলে এবং তৎক্ষণে কনিষ্ঠাঙ্গুলীদ্বারা শৈলরাজকে ধারণ করিয়া ভয় ব্যাকুল গোপদিগকে পরিতর্পিত করিলে ॥ ১৯ ॥

অমীভিঃ প্রভাবৈঃ কুতোঽভূদকুণ্ঠঃ
শিশুর্ধূলিকেলীপটুঃ ক্ষীরকণ্ঠঃ।
বিভর্ত্ত্যদ্য সপ্তাব্দিকো ভূরিভারং
গিরিং যচ্চিরাদেষ কৈলাসসারং ॥ ২০ ॥

সপ্তবর্ষীয় ধূলি ক্রীড়ার যোগ্য দুগ্ধপোষ্য এই বালক কৈলাসপর্ব্বতের ন্যায় অতি বিশাল গোবর্দ্ধনকে সামান্য ছত্রাকারে অনায়াসে ধারণ করিতেছে, অতএব ইহার এ সমস্ত প্রভাব অকস্মাৎ কোথা হইতে উপস্থিত হইল ॥ ২০ ॥

ন শঙ্কা ধরভ্রংশনেঽস্মাকমস্মা-
ন্নখাগ্রে সহেলং বহত্যেষ যস্মাৎ।
গিরির্দ্দিক্করীন্দ্রাগ্রহস্তে ধরাব-
দ্ভুজে পশ্যতাস্য স্ফুরত্যদ্য তাবৎ ॥ ২১ ॥

আর দেখ যে প্রকার দিগ্ হস্তিগণ শুণ্ডাগ্রদ্বারা পৃথিবী ধারণ করিয়া রহিয়াছে সেইরূপ এই বালক বাম হস্তে এই অচলরাজ ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছে। আর পর্ব্বত ইহাঁর হস্ত হইতে পড়িয়া যাইবে এ সন্দেহ করাও আমাদের বৃথা, যেহেতু ইনি অনায়াসে নখাগ্রদ্বারা এই গুরুভার বহন করিতেছেন ॥ ২১ ॥

ইতি স্ফারতারে ক্ষণৈর্মুক্তভোগৈ-
র্ব্রজেন্দ্রেণ সার্দ্ধং ধৃতপ্রীতিযোগৈঃ।
মুহুর্বল্লবৈর্বীক্ষ্যমাণাস্যচন্দ্রং
পুরঃ সপ্তরাত্রান্তরত্যক্ততন্দ্রং ॥ ২২ ॥

গোপগণ ব্রজরাজনন্দের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে সমস্ত সুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিস্ফার নয়নে ও প্রীতিমনে সপ্তাহকাল একভাবে অবস্থিত তোমার বদনচন্দ্র পুনঃ পুনঃ দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

তড়িদ্দামকীর্ণান্ সমীরৈরুদীর্ণান্
বিসৃষ্টাম্বুধারান্ ধনুর্যষ্টিহারান্।

তৃণীকৃত্য ঘোরান্ সহস্রাংশু-চোরান্
দুরন্তোরুশব্দান্ ধৃতাবজ্রমন্দান্ ॥ ২৩ ॥

অহঙ্কার-পঙ্কাবলী-লুপ্তদৃষ্টে-
র্ব্রজে যাবদিষ্টং প্রণীতোরুবৃষ্টেঃ।
বলারেশ্চ দুর্ম্মানিতাং বিস্ফুরন্তং
নিরাকৃত্য দুষ্টালিদণ্ডে দুরন্তং ॥ ২৪ ॥

তড়িন্মালায় আকর্ণ, সমীরণচালিত, অম্বুধারাবর্ষী, ইন্দ্র, চাপ, খচিত, সূর্য্যমণ্ডলাচ্ছাদী ও ভয়ঙ্কর নাদী, ভয়ানক মেঘদিগকে তুমি সামান্য তৃণের ন্যায় জ্ঞান করিলে এবং বৃষ্টিদ্বারা ব্রজের যথেষ্ট অনিষ্টকারী ও অহঙ্কারপঙ্কে বিলুপ্তদৃষ্টি ইন্দ্রের অভিমান খর্ব্ব করিয়া দুষ্টজনদিগকে শিক্ষা প্রদান করিলে ॥ ২৩-২৪ ॥

বিসৃষ্টোরুনীরাঃ সঝঞ্ঝা সমীরা-
স্তড়িদ্ভিঃ করালা যযুর্মেঘমালাঃ।
রবিশ্চাম্বরান্তর্বিভাত্যেষ শান্তঃ
কৃতানন্দপূরা বহির্যাতশূরাঃ ॥ ২৫ ॥

বিদ্যুদাকীর্ণ ভয়ানক মেঘগণ বর্ষণ করিয়া নিবৃত্ত হইয়াছে, ঝঞ্ঝা বায়ু আর বহিতেছে না এবং সূর্য্যদেব অম্বরতলে নিরুপদ্রবে প্রকাশ পাইতেছেন ; অতএব হে গোপগণ ! তোমরা নির্ভয়ে স্বচ্ছন্দ চিত্তে গিরিগুহা হইতে বহির্গত হও ॥ ২৫ ॥

ইতি প্রোচ্য নিঃসারিতজ্ঞাতিবারং
যথাপূর্ব্ববিন্যস্তশৈলেন্দ্রভারং।
দধিক্ষীরলাজাঙ্কুরৈর্ভাবিনীভি-
র্মুদাকীর্য্যমাণং যশস্তাবিনীভিঃ ॥ ২৬ ॥

এই কথার পর তুমি আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদিগকে গিরিগুহা হইতে নিঃসারিত ও গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে যথাস্থানে স্থাপিত করিলে ; এদিকে গোপীগণ আনন্দমনে তোমার গুণলীলা কীর্ত্তন করিতে করিতে দধি, ক্ষীর, লাজা প্রভৃতি মাঙ্গল্যদ্রব্য চতুর্দ্দিকে বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

বয়ং হন্ত গোবিন্দসৌন্দর্য্যবন্তং
নমস্কুর্ম্মহে শর্ম্মহেতোর্ভবন্তং।
ত্বয়ি স্পষ্টনিষ্ঠূতভূয়শ্চিদিন্দুং
মুদা নঃ প্রসাদীকুরু প্রেমবিন্দুং ॥ ২৭ ॥

হে গোবিন্দ! আমরা পরমকল্যাণ লাভের নিমিত্ত সৌন্দর্য্যবান্ তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি, অতএব তুমি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের জ্ঞানেন্দু তিরোহিত করিয়া ত্বদীয় প্রেমবিন্দু বিতরণ কর ॥ ২৭ ॥

ক্ষুভাদ্দম্ভোলি জ্বাস্তোত্তরলঘনঘটারম্ভগম্ভীরকর্ম্মা
নিস্তম্ভো জম্ভবৈরী গিরিধৃতিচটুলাদ্বিক্রমাদ্যেন চক্রে।
তন্বা নিন্দতমিন্দীবরদলবলভীনন্দদিন্দিরাভাং
তং গোবিন্দাদ্য নন্দালয়শশিবদনানন্দ বন্দেমহি ত্বাং ॥ ২৮ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোবর্দ্ধনোদ্ধরণং ॥ * ॥

হে গোবিন্দ! তুমি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া বাত, বিদ্যুৎ ও ভয়ানক বৃষ্টিপাতদ্বারা ব্রজের অনিষ্টকারী ইন্দ্রের প্রবল গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছ ও শরীর কান্তিদ্বারা ইন্দীবর-মধুপায়ি ভ্রমরগণের অঙ্গলাবণ্য পরাজয় করিতেছ এবং তুমি নন্দালয়বাসিনী যশোদা প্রভৃতি মাতৃবর্গের মহানন্দের হেতু, অতএব অদ্য আমরা তোমাকে কায়মনোবাক্যে প্রণাম করিতেছি ॥ ২৮ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোবর্দ্ধনোদ্ধরণ ॥ * ॥

অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২১শ-বর্ষ, ৩য়-সংখ্যা, ৮৮ পৃষ্ঠার পর)

২। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীবলরাম, শ্রীকৃষ্ণ—ইঁহারা সকলেই বিষ্ণুতত্ত্ব—মায়াধীশ; তাঁহাদের ভোগের উপকরণ বলিয়া যে সকল বস্তুর উল্লেখ দেখা যায়, সেইগুলি সমস্তই অপ্রাকৃত। আমরা—বদ্ধজীব, মায়ার বশ; সুতরাং প্রাকৃত বিচার অপ্রাকৃতে আরোপ করিতে যাওয়া—আমাদের বিচারভ্রান্তি মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিতে সমর্থ, কিন্তু আমরা মাত্র শত মণ প্রস্তর খণ্ডের চাপে সর্ষপের ন্যায় নিষ্পেষিত হইয়া মায়াবদ্ধতাই দেখাই। কৃষ্ণ ও রাম রাসস্থলীতে বহু আশ্রিতজনের সেব্যতত্ত্ব। আমরা তাই বলিয়া তাদৃশ কার্য্যে উদ্যত হইলে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবার যোগ্যতা লাভ করি।

অপ্রাকৃত কৃষ্ণ ও রাম যদি মায়াতীত রাজ্যে মৎস্য ও পশুর সেবা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ঐগুলির কোন প্রকার ক্লেশ হয় না। পক্ষান্তরে, আমরা যদি কাহারও হিংসা দূরে থাকুক, অসম্মানসূচক বাক্যও বলি, তাহা হইলে হিংসিত নিন্দিত প্রাণী নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হয়। আমাদের অবৈধ কার্য্য অপ্রাকৃত বিগ্রহগণের লীলার সহিত কখনই সমপর্য্যায়ে গণিত হইতে পারে না।

৩। শ্রীরাম—পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। বিষ্ণুবিগ্রহমাত্রেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, বিষ্ণুবিগ্রহ কখনই মায়ারচিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগবস্তুবিশেষ নহেন।

৪। ভক্তি-যোগমায়া বা প্রেম-যোগমায়া—নিত্যা, বহিরঙ্গা মায়ারচিত নশ্বর পদার্থ নহেন। ভক্তি-যোগমায়াই শ্রীকৃষ্ণরূপ পরমাত্মার সহিত অবিমিশ্র জীবাত্মার সংযোগ বিধান করেন। যোগমায়াকে 'মহামায়া' বলিয়া প্রপঞ্চের বৃত্তিবিশেষ মনে করিলে অপ্রাকৃত বস্তু হইতে পৃথক্ ভাবা হয়। প্রাকৃত জগতে বস্তুসমূহের মধ্যে যে ভেদ আছে এবং তাহার সংযোগকারিণী যে শক্তি, তাহা হেয়তা-দোষের আকর। অপ্রাকৃত জগতে তদ্রূপ বিচিত্রতায় কোন দোষ নাই। যেহেতু 'দোষ' নামক হেয় পদার্থ এই ভূতাকাশের ন্যায় পরব্যোমে স্থান লাভ করে না। যোগমায়া—শ্রীহরির চিচ্ছক্তি,—এই কথা মার্কণ্ডেয় পুরাণে সপ্তশতী চণ্ডীতেও লিখিত আছে। হরিবস্তুতে এই যোগমায়া শক্তি অবস্থান করেন বলিয়া তাঁহার পাঁচ প্রকার রসাশ্রিত আশ্রয়জাতীয় সেবক-সেবিকাগণের কৃষ্ণসেবার উপযোগী উদ্দীপন-ভাব স্থায়ী-ভাব-রতিতে মিলিত হয়। **প্রাপঞ্চিক বিচার লইয়া অপ্রাকৃত বৈচিত্র্যে দোষারোপ করিতে যাওয়া নির্ব্বুদ্ধিতার লক্ষণ।** চিত্তশুদ্ধি হইলেই এই সকল কথার উপলব্ধি ঘটে।

৫। ঐশ্বর্য্যপর বিচারে যে সেবোন্মুখতা, তাহাতে যে 'হরে রাম'-শব্দ উচ্চারণ, তদ্দ্বারা দশরথ-নন্দনকেই বুঝায়। কিন্তু মাধুর্য্যপর ভক্তগণ গোপী-রমণকেই 'রাম' বলিয়া জানেন। তিনি নন্দের নন্দন। যেখানে 'রাম' শব্দে রাধা-রমণের সেবা বিহিত হয়, সেই স্থলে 'হরা' শব্দের সম্বোধন-পদেই পরা শক্তির আকর-বিগ্রহ শ্রীবৃষাকপি-তনয়াকেই বুঝায়।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে যাঁহারা দীক্ষা-সমাপ্তি না হইতেই "দীক্ষা সমাপ্ত হইল" জানিয়া অন্যত্র চলিয়া যান, সেই সকল ব্যক্তি দুঃসঙ্গফলে যদি কিছু অধঃপতিত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রাক্তনদোষ নিঃশেষিত হইলে

তাঁহারা পুনঃরায় গৌড়ীয় মঠের সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিবেন। **অনন্য-ভজনের মূলমন্ত্রের আভাসমাত্র যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহাদের কখনও পতনের সম্ভাবনা নাই।** তবে, প্রাক্তন বৈষ্ণবাপরাধফলে তাঁহারা যে গৌড়ীয় মঠের আশ্রিত পরিচয়ে মঠের শাসন স্বীকার করেন না, তাহা তাঁহাদের ব্যক্তিগত দৌর্ব্বল্যজনিত। ভগবৎকৃপায় তাঁহাদের হৃদয়ে সেবাবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলে কোনরূপ দুষ্প্রবৃত্তির আবাহন সম্ভাবনা হইবে না। আপনি যত্ন করিয়া সেই সকল ন্যূনাধিক বিচ্যুত জনগণকে সাহায্য করিয়া তাঁহাদের মঙ্গল বিধান করিবেন—ইহাই প্রকৃত বন্ধুর পরিচয়।

যে সকল অনভিজ্ঞ জন মহাভাগবতের মহাবদান্য-লীলা ধারণা করিতে অসমর্থ, সেই সকল অবিবেক বলিয়া থাকে যে, গৌরসুন্দরের আশ্রিত কালা-কৃষ্ণদাস কেন ভট্টথারিগণের স্ত্রীলোকের দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়াছিল? কেন ছোট হরিদাস গৌরসেবার ছলনায় ভক্তের আদর্শ অনুসরণ না করিয়া ইতরচেষ্টাযুক্ত হইয়াছিল? কেন রামচন্দ্রপুরী মাধবেন্দ্রপুরীর আনুগত্য পরিহার করিয়াছিল? অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর কতিপয় সন্তানব্রুব, বীরভদ্রপ্রভুর কতিপয় শিষ্যব্রুব কেন স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিয়াছিল? অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রকৃত সত্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া কনিষ্ঠ ও মধ্যমাধিকারগত বিচারকে দূষিত করিয়া যে সকল কথা প্রচার করে, তাহা অনভিজ্ঞ জনগণের আদরের বস্তু হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সেই নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্য বা তদাশ্রিত মহাভাগবতগণের লোকাতীত মহাবদান্য-লীলার তাৎপর্য্যের মধ্যে যখন প্রবিষ্ট হইবে, তখন তাহারা জানিতে পারিবে যে, অযোগ্য আপামর সর্ব্বসাধারণকে মঙ্গলপথের সুযোগ প্রদান করিবার জন্য শ্রীচৈতন্য, 'জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ যে কৃষ্ণদাস'—এই কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং কৃষ্ণদাস্য তাৎকালিক ভোগ-সাম্মুখ্যক্রমে বিপর্য্যস্তভাবে যে কৃষ্ণবৈমুখ্যরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা অনধিকার-রাজ্যের প্রত্যক্ষজ্ঞানের নিন্দনীয় ব্যাপার হইলেও "অপি চেৎ সুদুরাচারো"-শ্লোকের তাৎপর্য্য লজ্জিত হয় না। **মহাভাগবত জানেন সকলেই তাঁহার গুরু। তজ্জন্য মহাভাগবতই একমাত্র জগদ্‌গুরু।**

শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিচার-প্রণালী শ্রীমদ্ভাগবতের অনুমোদিত, শ্রীমদ্ভাগবত-বিদ্বেষি-জনগণ তাহাদের সূক্ষ্মবিচারে স্বভাবতঃ বঞ্চিত হইয়া মূল তাৎপর্য্য-গ্রহণে অসমর্থ। সুতরাং কৃষ্ণসেবাবর্জ্জিত কামাদি ষড়রিপুর বশবর্ত্তী জনের বিচার গৌড়ীয় মঠের আচারসম্পন্নগণের বিচার হইতে সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে

অবস্থিত। ভোগীর কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচার ভক্তিপথের আশ্রিত ভাগবতগণের বিচার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

ঠাকুর হরিদাস বলেন,—আমার নামগ্রহণরূপ দীক্ষা সমাপ্ত না হইলে আমি পাপ বা পুণ্যসংগ্রহরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিব না। তজ্জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।" অনভিজ্ঞ জনগণ তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ শিক্ষায় যদি গৌড়ীয় মঠের বা শ্রীমদ্ভাগবতের বিরুদ্ধ আচরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারাই অপরাধী হইবেন। গৌড়ীয় মঠের তাহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। যাঁহারা পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া দুষ্কৃতির দণ্ডলাভ করিয়াছেন তাঁহারাই শ্রীমদ্ভাগবত-বিমুখ হইয়া গৌড়য় মঠের নিন্দা করিবেন। উহাতেই তাহাদের যোগ্যতা। যেরূপ পুরীষের মক্ষিকা তারতম্যবিচারে ঐ দুর্গন্ধপূর্ণ বস্তুরই আদর করিয়া তাহাতে আগ্রহান্বিত হয়, তদ্রূপ ঘৃণিতস্বভাব জনগণ শ্রীমদ্ভাগত ও তদাশ্রিত শ্রীগৌড়ীয়ের নিন্দা করিয়া ঘৃণিত রুচিরই পরিচয় প্রদান করেন।

যিনি অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞানের অপব্যবহার করিবার মানসে কপটতার বশবর্ত্তী হইয়া গৌড়ীয় মঠের আনুগত্য স্বীকার করেন, তাহার সহিত গৌড়ীয় মঠের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না বা নাই। যেরূপ যাত্রার দলের অভিনয়ে বাস্তব সত্যের অভাব লক্ষিত হয়, তদ্রূপ। যেরূপ কৃত্রিম স্বর্ণ স্বর্ণের স্থান অধিকার করিতে পারে না, তদ্রূপ কপটতাময়ী ভক্তির আবরণ কখনই শুদ্ধভক্তির সহিত সমপর্য্যায়ে গণিত হইতে পারে না। অভক্তগণের ধারণা প্রয়োজনতত্ত্বে ত্রিবর্গসেবা বা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম অথবা মুক্তিপ্রার্থনা। গৌড়ীয় মঠ ভক্তিপথের পথিক হওয়ায় ঐরূপ অপস্বার্থ-বিশিষ্ট কাপট্য গৌড়ীয় মঠে থাকিতে পারে না। **দীক্ষার অভিনয় ও দিব্যজ্ঞানলাভ—এক নহে।** শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার নিষ্কপট ভক্তগণ শ্রীগৌড়ীয় মঠে নিত্য বিরাজমান। যে সকল উলূকপ্রতিম ব্যক্তি আলোকদর্শনে অসমর্থ, তাহাদের নাম মায়াবাদী, কর্ম্মী ও যথেচ্ছচারী অভক্ত।

আপনি এই সকল কথা অতি ধীরচিত্তে স্বয়ং আলোচনা করিবেন এবং যাহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করেন, তাহাদিগকেও এই সকল কথা শুনাইবেন। যদি সময় করিয়া উঠিতে পারেন, তবে অন্য কোন সময় সাক্ষাৎমত সকল কথা শুনিবার ও সকল সংশয় মিটিবার সুযোগ হইবে। আমরা সকলে ভাল আছি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(নামকীর্ত্তন)

১। শুদ্ধহরিনাম-কীর্ত্তনকারীর কি কি লক্ষণ থাকা আবশ্যক ?

"নিরপরাধেন হরিনামকৃতং বিষয়বিরক্তিজনিতদৈন্যং নির্ম্মৎসরতালক্ষতা দয়া, মিথ্যাভিমানশূন্যতা, সর্ব্বেষাং যথাযোগ্যসম্মাননা চৈতানি লক্ষণানি।"

—শ্রীশিঃ—সঃ ভাঃ ৩

২। হরিকীর্ত্তন কিরূপ ক্রম-বিধিতে প্রপঞ্চে বিজয় লাভ করেন ?

"জাতয়া শ্রদ্ধয়া গুরুচরণাশ্রয়রূপ-সৎসঙ্গপ্রভাবাৎ তত্ত্বশ্রবণং ঘটতে। শ্রবণানন্তরং যদা তৎকীর্ত্তনং ভবতি, তদা মায়ামদনপ্রক্রিয়ারূপ-জীবস্বরূপ-বিক্রম এব লক্ষ্যতে—প্রপঞ্চে হরিকীর্ত্তনবিজয়ঐষা প্রক্রিয়া।"

—শ্রীশিঃ—সঃ ভাঃ ১

৩। সংকীর্ত্তনের তাৎপর্য্য কি ?

"সংকীর্ত্তনাদির প্রয়াস—কেবল হৃদয় উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক প্রভুর নামোচ্চারণ।

—'প্রয়াস', স তোঃ ১০।৯

৪। কিরূপ বিধি অবলম্বন করিলে বিষয়-প্রতিবন্ধক দূর হইয়া নামানুশীলনের নৈরন্তর্য্য হয় ?

"প্রথমে অত্যল্প কাল নির্জ্জনে একাগ্র হইয়া নাম করিবে। ক্রমে নামসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে করিতে নামানুশীলনের নৈরন্তর্য্য এবং বিষয়-প্রতিবন্ধকের ক্ষয় অবশ্য হইবে।"

—'ভজনপ্রণালী', হঃ চিঃ

৫। অনর্থগ্রস্ত সাধকের পক্ষে নামানুশীলনে কোন্ উপায় অবলম্বনীয় ?

"প্রতিদিন নির্জ্জনে কিয়ৎকাল বিষয়োৎপাত ত্যাগ-পূর্ব্বক ভাবের সহিত নাম করিবে, ক্রমে-ক্রমে ঐ কার্য্যের সময়ের পরিমাণকে বৃদ্ধি করিবে। অবশেষে সকল-সময়েই এক অদ্ভুত-ভাব উদিত হইবে ; তখন উৎপাত নিকটে আসিতে ভয় করিবে।"

—জৈঃ ধঃ, ৪০শ অঃ

৬। নিরন্তর নামকীর্ত্তন কাহাকে বলে ?

"নিদ্রাকাল ব্যতীত দেহব্যাপারাদির নির্ব্বাহকালে ও অন্য সময়ে সর্ব্বদা শ্রীনাম কীর্ত্তন করার নামই নিরন্তর নামকীর্ত্তন।"

—জৈঃ ধঃ, ২৩শ অঃ

৭। শ্রীতুলসীর সংস্পর্শে কিরূপ বুদ্ধিতে হরিনাম গ্রহণীয় ?

"তুলসী—হরিপ্রিয়-বস্তু, সুতরাং তৎসংস্পর্শে নামের অধিক বল অনুভব করা যায়। নাম করিবার সময় কৃষ্ণের স্বরূপ ও নামে অভেদবুদ্ধি-পূর্ব্বক নাম করিবে।" —জৈঃ ধঃ, ২৩শ অঃ

৮। আর্ত্তিহীন হইয়া অধিক নামগ্রহণ করা শ্রেয়ঃ কি ?

"নাম অধিক সংখ্যা হইবে—এই চেষ্টা অপেক্ষা নিরন্তর স্পষ্টাক্ষরে ভাবযুক্ত নামকীর্ত্তন হয়—ইহার জন্য যত্ন করা উচিত।"

—'প্রমাদ', হঃ চিঃ

৯। জগতে কোন্ ধর্ম্মে সর্ব্বধর্ম্মের পরিণতি হইবে ?"

"জগতে যতপ্রকার ধর্ম্ম আছে, সে-সমস্তই পরিপক্কাবস্থায় এক নাম-সংকীর্ত্তন-ধর্ম্ম হইয়া পড়িবে,—ইহা নিশ্চয়-সত্য বলিয়া বোধ হয়।"

—'নিত্যধর্ম্ম-সূর্য্যোদয়', সঃ তোঃ ৪।৩

১০। শ্রীভক্তিবিনোদ সম-সাময়িক যুগে কলিকাতায় কোন্ সময় প্রথম সংকীর্ত্তন প্রচারিত হয় ? শুদ্ধভাবে কিরূপে হরিকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইতে পারে ?

"শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজের নেতৃপক্ষদিগের মনে একটা ভাব উঠিল, সেই ভাবদ্বারা চালিত হইয়া নগরবাসীদিগের সাহায্যে বিডনষ্ট্রীটে **শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মদিনে প্রথম সংকীর্ত্তন হয়।** অনেকানেক বৃদ্ধলোকের মতে **—ঐরূপ সংকীর্ত্তন-মহোৎসব কলিকাতা মহানগরীতে আর কখনও হয় নাই।** * * কি পাষণ্ড, কি ভগবদ্ভক্ত—সকলেই এক মনে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর জন্মদিনে এইরূপ সমারোহে সর্ব্বদেশে নামসংকীর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। সেই মহোৎসব হইতে নগরবাসিগণ কীর্ত্তনপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। এমত কি, অন্য সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বহু-ব্যয়পূর্ব্বক প্রত্যেক পল্লীতে একটী একটী কীর্ত্তন দল স্থাপিত হইল। * * এটি বড় সুখের বিষয় যে, ভারতের সর্ব্বদেশস্থ

লোকেরা কলিকাতায় থাকিয়া শ্রীনাম-কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছেন। বিশেষতঃ পশ্চিমের লোকেরা, যাহারা কখনও মহাপ্রভুর নাম শুনে নাই, তাহারাও শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনে যোগ দিয়া নিত্যানন্দ-গৌরাঙ্গনামে উন্মত্ত হইয়াছে। বড়বাজারের বহুতর দোকানদার ও দালাল প্রভৃতি পশ্চিম-নিবাসিগণ বহু যত্নে ও বহু অর্থব্যয়ের দ্বারা নগর-কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। কলিকাতার প্রত্যেক পল্লীর নিবাসিগণ আপন আপন পল্লীতে মহাসমারোহে কীর্ত্তন করিয়াছেন। * * * আমরা শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভুর জন্মদিবসে কীর্ত্তনের জন্মভূমি মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে জন্ম-মহোৎসবে নিযুক্ত ছিলাম। কয়েকদিন পরে কলিকাতায় আসিয়া * * কয়েকটী কীর্ত্তন দেখিয়া আমাদের মনে এই প্রকার ভাব হইল, * * যে কলিকাতায় ধর্ম্ম একেবারে উঠিয়া যাইতেছিল, সেই কলিকাতায় প্রভুর শক্তিক্রমে **সর্ব্বধর্ম্মের সারধর্ম্ম** যে **হরিকীর্ত্তন**, তাহাই প্রবল হইয়াছে; কিন্তু মহাপ্রভু এই সকল কার্য্যে উৎসাহ দিয়াও তাঁহার **অতি গুপ্ত রহস্য যে প্রেম, তাহা এই মহানগরীতে বিতরণ করেন নাই।** যথেষ্ট উৎসাহ দিয়াছেন ও আপনাকে প্রচার করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার লোককে মতি দিয়াছেন, এমত অন্যান্য সুখ-পরিত্যাগেরও শক্তি দিয়াছেন; কিন্তু বিশুদ্ধপ্রেমভক্তির দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন নাই। কীর্ত্তনকারীদিগের হৃদয়ে কীর্ত্তনস্পৃহা দিয়াছেন; কিন্তু পূর্ব্ব মহাজনদিগের পথে অনুগত হইবার জন্য প্রবৃত্তি আজও দেন নাই। চর্ম্মপাদুকা ছাড়িয়া অনেকে খোল-করতালের সহিত কীর্ত্তন করিতেছেন, তথাপি **অনেকের গলায় তুলসীমালা দেখিলাম না।** যদিও কেহ কেহ ধারণ করিয়াছেন, সে মালাগুলিও নূতন, তাহাতে অনেক সন্দেহ হয়। অনেকের অঙ্গে **দ্বাদশ তিলক শোভা করিতেছে না।** আজ নিমতলার ঘাটে, কল্য যোড়াশাকোয়, আবার একদিন ঝামাপুকুরে মহাজনী প্রণালীতে কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্য গিয়া দেখি, কোথাও সেইরূপ পাইলাম না, ছাড়া, বাউল, যাত্রা, থিয়েটার এই সকল সুরে রঙ্গের গান শুনিলাম, তাহাতে আমাদের যে-পরিমাণ দুঃখ হইল, তাহা মধ্যে মধ্যে 'হরি', 'কৃষ্ণ', 'রাম', এইসকল নিত্যনাম শ্রবণ করিয়া কথঞ্চিৎ দূর হইল। যাহাদের হৃদয়ে প্রেমভক্তি আছে, তাঁহারা প্রায়ই প্রাচীন নামের সুর ভালবাসেন। তাঁহারা বাজে কথা গান করিতে বা শুনিতে চান না। তাঁহারা প্রাচীনভাবে শুদ্ধ হরিনাম গান করেন ও শ্রবণ করেন। এই

মহানগরীর পল্লীবাসিগণ আজকাল সৎসঙ্গাভাবে শুদ্ধভক্তির স্বভাব সহজে লাভ করেন না। কাজে কাজেই তাঁহারা স্বকপোল-কল্পিত পদ্ধতি অবলম্বন করেন। * * * যাহাই হউক, আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভু বড়ই দয়ালু। তিনি যখন কলিকাতা মহানগরীর প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করিয়া কীর্ত্তনে মতি দিয়াছেন, তখন আমরা ভরসা করি যে, এই মহানগরবাসিগণের হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে শুদ্ধভক্তির সঞ্চার করিবেন। কতকগুলি লোকে বলেন যে, নগরবাসিগণ প্লেগের আগমনে এই সকল কীর্ত্তন-প্রথা সৃষ্টি করিয়াছেন। * * * যে-সকল লোক কীর্ত্তন-বিরোধী, তাহারা দেশের যে পরম শত্রু ইহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদের আর একটি কথা আছে। সঙ্কীর্ত্তন হউক, কিন্তু পর্ব্বদিন অবলম্বন করা আবশ্যক। দর্শ পৌর্ণমাসী, একাদশী, গৌর-পৌর্ণমাসী, কৃষ্ণাষ্টমী, কার্ত্তিকমাস, বৈশাখ মাস, ভগবানের যাত্রা-সকল, সংক্রান্তি এই সকল পর্ব্বদিন অবলম্বন করিয়া হরিকীর্ত্তন হইলে ভাল হয়। প্রাচীন মহাজনী সুরে খোল-করতাল ইত্যাদি প্রাচীন যন্ত্র লইয়া নিজে নিজে পবিত্র বৈষ্ণব-ভাবে শ্রীনাম-কীর্ত্তন করিয়া নগরবাসিগণ আমাদিগের হৃদয়ে পরমানন্দ দান করুন। * * * শ্রীগৌরাঙ্গ—জগদ্‌গুরু। তিনি তাহা-দিগকে ইচ্ছামত ফল অবশ্য প্রদান করিবেন।"

—'কলিকাতায় কীর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৩

১১। নামকীর্ত্তনকারীর ভিক্ষা কি?

"(রাধা) কৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল,
এইমাত্র ভিক্ষা চাই।
(যায়) সকল বিপদ, ভক্তিবিনোদ,
বলেন, যখন ও নাম গাই॥"

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী
মহারাজের শুভাবির্ভাব-বাসরে

ভক্ত্যঞ্জলি

জয় জয় গুরুদেব কৃপা পারাবার।
তোমার প্রসাদে তরি এ-ভব সংসার॥
প্রতি জন্মে করি যেন ঐ পদ আরাধন।
এই আশা সদা মোর জাগে অনুক্ষণ॥
আজি এই শুভদিনে পূজিব চরণ।
দেখা দাও ওহে প্রভু করি কৃপা দান॥
আমি অতি দীনহীনা না জানি ভজন।
দয়া করে মোর হৃদে দেহ শ্রীচরণ॥
বিপদে সম্পদে তুমি মম কর্ণধার।
ভরসা কেবল প্রভো চরণ তোহার॥
তোমার অসাধ্য নাই এ তিন সংসারে।
তুমি না করিলে দয়া কে রক্ষিতে পারে॥
হৃদে ভক্তি দাও প্রভু ওহে কৃপাসিন্ধু।
অনাথের নাথ তুমি জগতের বন্ধু॥
তোমার চরণে মুঞি লইনু শরণ।
কৃপা করি এ অধমে দেহ প্রেমধন॥
আমি অতি মন্দমতি না জানি ভকতি।
দয়া করি দেহ প্রভু শ্রীচরণে স্থিতি॥
হাবুডুবু খাই সদা মহামায়া-হ্রদে।
কেশে ধরে তুলি প্রভু স্থান দিও পদে॥
আজি এই শুভদিনে মম নিবেদন।
শ্রীচরণে মতি যেন থাকে অনুক্ষণ॥

শ্রীচরণাশ্রিতা—
দীনা—(শ্রীমতী) ধর্ম্মদাসী
নবদ্বীপ

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—৪০)

অনন্তর ভক্তির বিষয় বর্ণিত হইতেছে। গরুড় পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

বিষ্ণুভক্তিং প্রবক্ষ্যামি যয়া সর্ব্বমবাপ্যতে।
যথা ভক্ত্যা হরিস্তুষ্যেৎ তথা নান্যেন কেনচিৎ॥

যাহা দ্বারা সর্ব্ববস্তুর লাভ হয়, সেই বিষ্ণুভক্তির কথা বর্ণন করিব। ভগবান্ শ্রীহরি ভক্তি দ্বারা যেরূপ তুষ্ট হন। তদ্রূপ অন্য কোন বস্তুদ্বারা হন না।

ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিঃ সাধনভূয়সী॥ (ঐ)

ভজ ধাতু সেবার্থে ভক্ত, অতএব সাধনভূয়সী সেবাকেই বুধগণ ভক্তি-সংজ্ঞা দিয়াছেন। উক্ত শ্লোকে "যয়া সর্ব্বমবাপ্নুতে" এই বাক্যটী ভক্তির তটস্থ লক্ষণ। অব্যাপ্তি অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব—এই ত্রিবিধ দোষরহিত না হইলে সেই লক্ষণ গ্রাহ্য হয় না। অতএব ভক্তির লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ নিরাকারণার্থই শ্রীভাগবতে "অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্।" অর্থাৎ অকাম অথবা সর্ব্বকামনা-যুক্ত কিম্বা মোক্ষকামনাশীল ব্যক্তিও তীব্র ভক্তিসহকারে শ্রীহরির অর্চ্চন করেন এইরূপ উক্ত হইয়াছে। নচেৎ যাহা দ্বারা সমস্ত লাভ হয়; কেবল তাহাকেই ভক্তি বলিলে অকাম বা মোক্ষকাম দ্বারা সমস্ত লাভ হয় না বলিয়া তত্রত্য ভক্তিতে ভক্তিলক্ষণের অব্যাপ্তি ঘটে (কোন লক্ষ্যে লক্ষণের সঙ্গতি না হইলেই তাহাকে অব্যাপ্তি বলে)। পরন্তু ভাগবতের তাদৃশ বচন দ্বারা উক্ত দোষ খণ্ডিত হইল। "যথা ভক্ত্যা" এই বাক্য না বলিলে ধর্ম্মপুরুষার্থীর প্রতিও শ্রীহরি কথঞ্চিৎ তুষ্ট হন বলিয়া ধর্ম্মপুরুষার্থীতে অতিব্যাপ্তি হইতে পারে (অলক্ষ্যে লক্ষণের সঙ্গতির নাম অতিব্যাপ্তি)। পরন্তু "যথা ভক্ত্যা" এই উক্তি দ্বারা ধর্ম্মপুরুষার্থীর প্রতি তাদৃশ তুষ্টির অভাব জ্ঞাপন হেতু অতিব্যাপ্তি খণ্ডিত হইল। সমস্ত লক্ষ্যস্থলেই যদি লক্ষণের অসঙ্গতি হয়, তাহা হইলে তাহাকে অসম্ভব দোষ বলা হয়। বুধ অর্থাৎ জ্ঞানি ব্যক্তির উক্তি হেতু সর্ব্বলক্ষ্যেই লক্ষণের সঙ্গতিহেতু উক্ত দোষ নিবারিত হইতেছে।

সেবাশব্দে ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ উক্ত হইল। কায়িক, বাচিক ও মানসিক ত্রিবিধ আনুগত্যই সেবা। অতএব ভয় দ্বেষাদি এবং অহংগ্রহোপাসনা ব্যাবৃত

হইল অর্থাৎ তাহাতে ভক্তি লক্ষণের সঙ্গতি হইল না। যেহেতু তাহাতে আনুগত্য নাই। সাধনভূয়সী অর্থে সর্ব্ব সাধন শ্রেষ্ঠা। এই স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ প্রকারান্তরে বর্ণিত হইতেছে,—

যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে।
তঞ্চঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্ ॥
(ভাঃ ১১।২।৩৪)

অবিদ্বদ্‌গণেরও অর্থাৎ যাঁহারা ভগবানের মাহাত্ম্য অবগতগত নহেন, তাদৃশ ব্যক্তি কর্ত্তৃকও আত্মলাভের উপায় অর্থাৎ সাধনসকল ভগবৎকর্ত্তৃক—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ॥
(ভাঃ ১১।১৪।৩)

কালবশে বেদবাণী সকল বিলুপ্ত হইলে প্রলয়ে সর্ব্বতোভাবে নষ্ট হইয়া থাকে, যেহেতু তৎকালে তাহার গ্রাহক ও উপদেষ্টা থাকে না। এই বেদবাণীই আমি সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়াছি। এ বেদবাণীতে মদাত্মক ধর্ম্ম (ভক্তি) কীর্ত্তিত হইয়াছে। সেই প্রমাণ সকলকেই ভাগবতধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। ভগবানের নাম গ্রহণপূর্ব্বক ভগবানে যে ভক্তিযোগ তাহাই জীবের পরমধর্ম্মরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ঐ ভক্তি ত্রিবিধা—আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা ও স্বরূপসিদ্ধা। স্বভাবতঃ ভক্তিত্ববিশিষ্ট না হইয়াও যে সকল কর্ম্মাদি ভগবানে অর্পণহেতু ভক্তিত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা আরোপসিদ্ধা ভক্তি। আর স্বভাবতঃ ভক্তিত্ববিশিষ্ট না হইয়াও ভক্তির পরিকররূপে অর্থাৎ সহকারিরূপে সংস্থাপিত হওয়ায়—"তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্‌গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ" (ভাঃ ১১।৩।২২) অর্থাৎ গুরুসন্নিধানে গুরুকেই নিজপূজ্য দেবতাজ্ঞানে নিষ্কপটে তাঁহার সেবানুষ্ঠানপূর্ব্বক ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করিবে, ঐ ধর্ম্মদ্বারা আত্মপ্রদ শ্রীহরি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন ইত্যাদি প্রকরণে সর্ব্বতো মনসোঽসঙ্গমাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধুষু অর্থাৎ প্রথমতঃ সর্ব্ববিষয়ে মনের অনাসক্তি অভ্যাস করিবে; অনন্তর সাধুসঙ্গ, দীনে দয়া, সমজনে মৈত্রী ও উত্তমে বিনয়াদি যথাযথ শিক্ষা করিবে—ইত্যাদি স্থলে উক্ত জ্ঞানকর্ম্মাদি অঙ্গসমূহ ভক্তির অন্তঃপাতী বলিয়া তাদৃশ জ্ঞানকর্ম্মাদি সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি, জ্ঞানাদির অভাব সত্ত্বে ভগবদাবির্ভাব বিষয়ে সাক্ষাৎ তদানুগত্যরূপে ভক্তিত্বের অব্যভিচারী যে-সকল শ্রবণকীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তিকে আরোপসিদ্ধা ভক্তি বলি না কেন? যেহেতু তাহা স্বরূপতঃ কর্ম্মবিশেষ্য কিন্তু ভগবদ্দর্শন হেতুই ভক্তিসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তি এইজন্য উহা স্বরূপসিদ্ধা হইল। আরোপসিদ্ধা ভক্তির লক্ষণে স্বরূপতঃ ভক্তিত্ব নাই ভগবদ্দর্শনহেতু ভক্তিত্ব সিদ্ধ হয়। এস্থলে সাধারণ শ্রবণাদির স্বভাবতঃ ভক্তিত্বাভাব থাকিলেও বিষ্ণুবিষয়ক শ্রবণাদির ভক্তিত্বাভাব নাই। শ্রীপ্রহ্লাদের পূর্ব্বজন্মে শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশীর উপবাস যেরূপ আরোপসিদ্ধা নহে এবং কুকুর মুখগত প্রাণভয়ে পলায়মান, শ্যেন পক্ষীর পক্ষীর ভগবন্মন্দির পরিক্রমণও যেরূপ আরোপসিদ্ধ নহে, সেইরূপ মূঢ়জনগণ অন্যভাবে অনুষ্ঠিত হইলেও তদীয় বন্ধনও আরোপসিদ্ধা ভক্তি নহে। কিন্তু তাহা স্বরূপ সিদ্ধা বলিয়াই জানিতে হইবে। তন্মধ্যে আরোপসিদ্ধা ও সঙ্গ-সিদ্ধার ভক্তিপদ প্রাপ্তিবিষয়ে সামর্থ্য যে ভক্তির সংসর্গে ঘটিয়া থাকে, তাহা যদি সেই ভক্তি মাত্রাপেক্ষীই হয় তবে তাহা অকৈতব ভক্তি। স্বরূপসিদ্ধার তাদৃশ মাহাত্ম্য যে ভগবানের সংসর্গে হয় তাহার কর্ম্মজ্ঞানরূপ পরিকর যদি সেই ভগবানকে লক্ষ্য করিয়াই প্রবৃত্ত হয়, তবে ঐ স্বরূপসিদ্ধা অকৈতবা হইবে, আর যদি অন্য প্রয়োজনের অপেক্ষায় কর্ম্মজ্ঞান তাহার পরিকর হয় তবে উহা অকৈতবা ভক্তি।

এই অকৈতবা ভক্তিকেই অকিঞ্চন বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রোজ্ঝিতকৈতব ধর্ম্মবিষয়ে উক্তি দ্বারা ভাঃ ১।১।২ শ্লোকে সকৈতবা ও অকৈতবা ভক্তির অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে, এইরূপ আরও উক্তি আছে,—

"প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্" (ভাঃ ৭।৭।৫২)

অর্থাৎ শ্রীহরি অমলভক্তিদ্বারাই প্রীত হন। অন্য অনুষ্ঠান বিড়ম্বনা মাত্র। অনন্তর আরোপসিদ্ধা ভক্তি বলা হইতেছে,—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতম্ (ভাঃ ১।৫।১২, ১২।১২।৫২) শ্লোকে সকাম নিষ্কাম উভয়বিধ কর্ম্মেরই নিন্দা করা হইয়াছে। কারণ উভয় ভগবদ্বিমুখ। যাদৃচ্ছিক চেষ্টাও যদি ভগবানে অর্পিত হয়, তাহা হইলে তাহাও ভাগবতধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। সুতরাং বৈদিক কর্ম্ম ভগবদর্পিত হইলে তাহা যে ভাগবতধর্ম্ম হইবে ইহাতে আর বক্তব্য কি? ইহাই বলিবার জন্য তাদৃশ চেষ্টারও ভাগবতধর্ম্ম স্বরূপত্ব বলিতেছেন,—

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।

করোতি যদ্‌যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ ॥ (ভাঃ ১১।২।৩৬)

অর্থাৎ মনুষ্যগণ দেবাত্ম বুদ্ধিবশতঃ অনাদিকাল হইতে অনুস্যূত (জন্ম পরম্পরাগত) স্বভাবানুসারে কায়, বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি এবং আত্মাদ্বারা যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে সে সমস্তই পরম পুরুষ নারায়ণের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করিবে।

"আমাদিগকে ভাগবতধর্ম্মসকল বলুন" এই প্রশ্নের উত্তরে—

যে বৈ ভগবতা প্রোক্তাঃ উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্ ॥
(ভাঃ ১১।২।৩৪)

ইত্যাদি শ্লোকে জীবের সুখে আত্মলাভ করিবার জন্য ভগবান্ স্বয়ং যে সকল উপায় কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাই ভাগবতধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। ইত্যাদিতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিকেই মুখ্য ভাগবতধর্ম্মরূপে লক্ষিত হইয়াছে। অতঃপর শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণেঃ (ভাঃ ১১।২।৩৯) শ্লোকেও শাস্ত্রপরম্পরা ও লোকপর পরাক্রমে পরিকীর্ত্তিত শ্রীহরির জন্ম ও কর্ম্মসমূহ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া নিঃস্পৃহ ও লজ্জাশূন্য হইয়া নিবারণ করিবে, এই সকল শ্লোকে কতিপয় ধর্ম্ম প্রদর্শিত হইয়াছে।

অনন্তর পরবর্ত্তি অধ্যায়ে (১১।৩) যে সকল ধর্ম্মদ্বারা পরমাত্মা ও আত্মপ্রদ হরি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং গুরুসমীপে অবস্থানপূর্ব্বক গুরুকে নিজ জীবন স্বরূপ এবং অভীষ্ট দেবতাজ্ঞানে অমায়িক আনুগত্যসহকারে ভাগবতধর্ম্ম-সকল শিক্ষা করিবে—এই উপক্রম বাক্যানন্তর,—

ইতি ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা তদুত্থয়া
নারায়ণপরো মায়ামঞ্জস্তরতি দুস্তরাম্ ॥ (১১।৩।৩৩)

অর্থাৎ এই ভাগবতধর্ম্মসকল শিক্ষা লাভ করিয়া তদুৎপন্ন ভক্তি দ্বারা নারায়ণ পরায়ণ মানবগণ অনায়াসেই দুস্তরা মায়াকে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। এই উপসংহার বাক্যের পূর্ব্বেও সর্ব্বতো মনসোৎসঙ্গমাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধুষু দ্বারা (মনের আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক সাধুসঙ্গ দ্বারা) অন্য সঙ্গত্যাগও ভাগবত-ধর্ম্মরূপে কথিত হইয়াছে। অতএব যে কোন রূপে ভাগবতধর্ম্ম সিদ্ধির জন্যই এই লৌকিক কর্ম্মাদির অর্পণ উক্ত হইয়াছে।

"কায়েন বাচা মনসা" শ্লোকের অর্থ শ্রীধর স্বামীর টীকায় এইরূপ,—আত্মদ্বারা অর্থাৎ বিপ্র দ্বারা ও অহঙ্কার দ্বারা। অনুসৃত অর্থাৎ অনুবৃত (অনুগত) স্বভাব হইতে। ভাবার্থ এই যে—কেবলমাত্র বিধি জ্ঞাপিত কর্ম্মসকলই যে নারায়ণে অর্পণ করিবে এরূপ কোন নিয়ম নাই, পরন্তু নিজ নিজ স্বভাবানুযায়ী লৌকিক কর্ম্মসকলও অর্পণ করিতে হইবে। শ্রীগীতায়েও (৯।২৭) উক্ত হইয়াছে,—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥"

হে অর্জ্জুন, তুমি যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, যাহা ভক্ষণ কর, যাহা হোম কর, যে বস্তু দান কর, যে তপস্যা কর তৎসমস্তই আমাকে অর্পণ করিবে। এস্থলে স্বভাবজাত কর্ম্মার্পণ প্রসঙ্গে দুষ্কর্ম্ম দুই প্রকারে অর্পিত হইতে পারে। জ্ঞানকামিগণের দুষ্কর্ম্ম নির্বিশেষ ভাবে আর ভক্তিকামীদের তাদৃশ কর্ম্ম "আমার এই দুর্ব্বাসনাদর্শনে করুণাময় ভগবান কৃপা করুন" এ ভাবে অর্পিত হইয়া থাকে। অথবা "অবিবেকী ব্যক্তির বিষয়ের প্রতি যেরূপ দৃঢ় প্রীতি বর্ত্তমান আপনার স্মরণকালে আমার হৃদয় হইতে তাদৃশ প্রীতি দূরীভূত না হউক এবং "যুবতীনাং যথাযূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা, মনোভিরমতে তদ্বন্মনেব মে রমতাং ত্বয়ি" এই বিষ্ণুপুরাণোক্ত প্রণালী অনুসারে—যুবতীগণের যুবকদের প্রতি ও যুবকগণের যুবতীগণের প্রতি চিত্ত যেরূপ আসক্ত হয়, আমার মনও তাদৃশভাবে আপনার প্রতি আসক্ত হউক—আমার সুকর্ম্ম দুষ্কর্ম্ম সকলে যে অনুরাগ আছে তাহা সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্-বিষয়ক হউক এইরূপে অর্পিত হয়, ইহা সমাধান করিতে হইবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

ভ্রম-সংশোধন

২১শ-বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৯৩ পৃষ্ঠায় 'শ্রীকেশবাষ্টকম্' শিরোনামার দ্বিতীয় লাইনে 'শ্রীব্যাসপূজাপোলক্ষ্যে'-র স্থানে "শ্রীব্যাসপূজোপলক্ষ্যে" হইবে।

কাহার কথা শুনিতে হইবে ?

জগতে সৎ ও অসৎ এই দুই রকম লোক এবং সৎকথা ও অসৎকথা এই দুই রকমের কথা আছে। যাঁহারা সৎ—সাধু, তাঁহারা ভগবৎ-কথা ব্যতীত অন্য কোনও কথা শুনেন না বা বলেন না, আর অসাধু ব্যক্তিগণ —কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি ভগবৎকথা ছাড়িয়া, ভগবৎ-সেবার কথা বাদ দিয়া স্বসুখকরী কথায় সতত ব্যস্ত। শাস্ত্র শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ এই দুইটী পথের কথা বলিয়াছেন। যাহাতে আমাদের নিত্যমঙ্গল হয়, সেই ভগবদ্-ভক্তিপথই শ্রেয়ঃপথ এবং ভগবান্ ভগবদ্ভক্তির কথাই শ্রেয়ঃকথা। ইহাই মহাজনপথ বা শ্রৌতপথ। এতদ্ব্যতীত স্বেন্দ্রিয়তর্পণমূলক যে সকল কথা বা যে সকল পথ জগতে আছে সবই প্রেয়ঃপথ, অশ্রৌতপথ বা অমঙ্গলের পথ। অসাধুগণ—কৃষ্ণবিমুখ ব্যক্তিগণ ভোগে ও ত্যাগে ব্যস্ত থাকিয়া প্রাকৃত হৃৎকর্ণরসায়ন ইতর কথায় মসৃগুল। যাহাতে তাহাদের ইন্দ্রিয়প্রীতিবিধান হয় না এরূপ কোন কথা শুনিতে তাহারা নারাজ; কিন্তু সাধুগণ নিজের সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সতত হরিকথা কীর্ত্তনমুখে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে তৎপর।

এজগতে শ্রেয়ঃকথা বলিবার লোকের সংখ্যা অতি বিরল। আবার শ্রেয়ঃকথা বলিবার লোক শ্রীভগবানের কৃপায় দুই একজন অবতীর্ণ হইলেও সেই শ্রেয়ঃকথা শুনিবার লোক আরও দুষ্কর। এজগতের প্রায় শতকরা শতজনই প্রেয়ঃপন্থী—ইন্দ্রিয়সুখের কথা লইয়াই ব্যস্ত—জগতের কথা আলোচনায় ভরপূর। আমরা এজগতের যাহারই নিকট যাই না কেন, সকলেই আমাদিগকে অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে ইন্দ্রিয়সুখভোগের প্ররোচনাই দিবে। কারণ, এই জগদ্বাসিগণ নশ্বর ইন্দ্রিয়ের প্রীতিবিধানমুখে ক্ষণিক সুখভোগ—কামনা-বাসনার নিবৃত্তিরূপ দুঃখাবহ জড়ানন্দ ব্যতীত অন্য কোন অবিমিশ্র আনন্দের সন্ধান রাখে না। এখন যদি আমি সেই সকল শোক-মোহ-জর্জ্জরিত লোকের কথা শুনিয়া চলি তাহা হইলে আমার অবস্থা যে তাহাদেরই মত হইয়া দাঁড়াইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? পিতা, মাতা, বন্ধু, শিক্ষক, অধ্যাপক সকলেই এই প্রেয়ঃপথের পথিক। এতদিন ধরিয়া আমি যাহাদিগকে বন্ধু বলিয়া ধরিয়াছিলাম, তাহাদেরই যখন এই অবস্থা তখন আমার ন্যায় অসহায় ব্যক্তি যে আজ দুর্ভাগ্যবশতঃ গতিহীন ও ভীষণ ভয়াবহ অবস্থায় পতিত, তাহা বলাই বাহুল্য নহে কি? তাই আমি আজ নির্জ্জনে চিন্তা করিতেছি, আমি কাহার কথা শুনিয়া চলিব?

এ জগতে সাধুর সংখ্যা অতি অল্প হইলেও একজনও সাধু নাই, একথা বলা যায় না। সাধু নিশ্চয়ই আছে, তবে তাঁহার সন্ধান পাওয়া কষ্টকর, ভাগ্যসাপেক্ষ। এই সাধুগণকে আমি না চিনিলেও সাধুগণ আমাকে জানেন, আমাকে চিনেন, আমার মঙ্গল তাঁহারাই করিতে পারেন, প্রেয়ঃপন্থী, ইতরকথারত, অমঙ্গলপথগামী আমার মোড় ফিরাইয়া আমাকে মঙ্গলের পথ দেখাইয়া শ্রেয়ঃপন্থী করিতে পারেন। যদি কেহ বাস্তবিক নিষ্কপটে মঙ্গল চান বা প্রকৃত সাধুসঙ্গলাভের সতী স্পৃহা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী থাকে, তাহা হইলে সেই নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থীর নিকট সাধু নিশ্চয়ই আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিবেন বা তাঁহাকে নিজের সন্ধান জানাইবেন।

প্রেয়ঃকথাগুলি—জগতের কথাগুলি সকল সময়ে আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর বলিয়া তাহাতেই আমার রুচি বেশী কিন্তু যদি আমি মঙ্গল চাই তাহা হইলে শ্রেয়ঃকথা—নিরপেক্ষ সত্যকথা আপাততঃ আমার অরুচিকর হইলেও সেই কথাই আমার শ্রবণ করা দরকার; নচেৎ আমার মঙ্গলের পথ চিররুদ্ধ থাকিবে। সেইজন্যই জীবের লক্ষ্য স্থির করিবার পূর্ব্বেই আমাদের চিন্তনীয় বিষয় হওয়া উচিত—ধৈর্য্যের সহিত শ্রেয়ঃপথ গ্রহণ করিব—সাধুর কথা শুনিব, শাস্ত্রের কথা, ভগবানের কথা শুনিব, না তাঁহাদের কথায় উদাসীন থাকিয়া এজগতের ত্রিতাপতপ্ত বদ্ধ জীবের কথা শুনিয়া চলিব? কিন্তু আমি যদি শ্রেয়ঃ বা মঙ্গল চাই তাহা হইলে অসংখ্য জনমত পরিত্যাগ করিয়া, জগতের কোনও কথা না শুনিয়া শ্রৌতবাণী—সাধুশাস্ত্র-কথা শুনাই আমার উচিত; এই কথা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং তদনুগ সাধুগণও সতত সেই কথাই আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিতেছেন।

আমি যদি মঙ্গল চাই তাহা হইলে আমাকে তাদৃশ সাধুর আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইবে—যিনি শতকরা শতভাগই ভগবানের সেবায় নিযুক্ত আছেন। নতুবা আমি ত' তাঁহার আদর্শে শতকরা শতভাগ ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিব না। তাই শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥ (ভাঃ ১১।৩।২১)
"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥" (মুণ্ডক ১।২।১২)

সাধু কখনও প্রেয়ঃপথ স্বীকার করেন না, তিনি শ্রেয়ঃপন্থী। সাধু শিষ্যের প্রেয়ঃরুচির অনুমোদনকারী নহেন। লোকের কাছে নিরপেক্ষ সত্য কথা বলিলে পাছে উহা লোকের অপ্রিয় হয়—এই ভয়ে সত্য কথা বলিতে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হন না। তাঁহার অভূতপূর্ব্ব, অপরিবর্ত্তনীয়, অতর্ক্য, আশ্চর্য্যজনক ও জাগতিক সাধারণ ধারণার বিরুদ্ধ অথচ পরমমঙ্গলজনক নিখুঁত সত্য শ্রীহরিকথা—ভগবদ্ভক্তির কথা—মহাপ্রভুর কথা প্রথমমুখে জগতের কেহই শুনিতে না চাহিলেও তিনি নির্ভীকচিত্তে হরিবিমুখ জীবের নিকট সেই সব জীবন্তবাণী কীর্ত্তন করিতে কুণ্ঠা বা দ্বিধাবোধ করেন না। শুদ্ধ কৃষ্ণকথা কীর্ত্তনই তাঁহার প্রাণ এবং এই অকপট কীর্ত্তনের এত শক্তি যে, সেই সকল কথা হৃদয়ে বিপ্লব আনিয়া দিলেও ভাগ্যবান্ জনগণ তাহাতে আকৃষ্ট না হইয়া পারেন না। ইহাই গুরুবাণীর বা প্রকৃত সাধুর পরশুভেচ্ছা-মূলক কৃষ্ণকীর্ত্তনের বৈশিষ্ট্য। সাধু যে মঙ্গলময় পথে সতত বিচরণ করেন সেই মঙ্গলপথের সন্ধান ব্যতীত অপর অন্য কোনও পথের সন্ধান তিনি দেন না। তিনি আচারহীন প্রচারক নহেন, আচারবান্ প্রচারক। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতও বলিয়াছেন,—

"আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥"

বিষয়ভোগ জন্মে জন্মেই পাওয়া যাইবে। ইন্দ্রিয়তর্পণ প্রত্যেক জন্মেই করিয়াছি এবং পর জন্মেও ইন্দ্রিয়সুখভোগের কোন অভাব হইবে না। কিন্তু এই মনুষ্যজন্ম বিষয়কথায় কাণ দিবার জন্য—প্রেয়ঃকথা শুনিবার জন্য হয় নাই। সুতরাং আমাদের জীবনের যাহার যতটুকু সময় আছে, উহার এক মুহূর্ত্তের অন্য কার্য্যে বা অন্য কথায় ব্যয় না করিয়া ভগবানের কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে নিযুক্ত করা একান্ত উচিত নহে কি ? অন্যান্য জন্মেও এ সব কথা শুনিবার সুযোগ হইবে। কিন্তু জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য হরিভজনের কথা শুনিবার সুবর্ণ সুযোগ মনুষ্য জন্ম ছাড়া আর অন্য জন্মে সুযোগ হয় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন,—"সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥' এসকল কথা পুনঃ পুনঃ শুনিয়াও আমরা আমাদের লক্ষ্য স্থির করিতে পারি না বলিয়া—কাহার কথা শুনিয়া চলিব, একথা আমরা সকল সময় বুঝিয়া উঠিতে পারি না

শ্রীল প্রভুপাদ দীপ্তকণ্ঠে একবার বলিয়াছিলেন,—"বৈষ্ণবগুরুর আজ্ঞা-পালন ক'রতে যদি আমাকে দাম্ভিক হ'তে হয়, পশু হ'তে হয়,—অনন্তকাল নরকে যে'তে হয়—আমি অনন্তকালের তরে Contract ক'রে সেইরূপ নরকে যেতে চাই। আমি গুরু-আজ্ঞা ছেড়ে অন্য হিংসাপরায়ণ লোকের কথা শুন্‌বো না। আমি গুরুর আজ্ঞা ছেড়ে জগতের বাদবাকী কার কথা শুন্‌বো না—জগতের অন্যান্য সমস্ত লোকের চিন্তাস্রোত গুরুপাদপদ্মের বলে মুষ্ট্যাঘাতে বিদূরিত ক'রব—আমি এতবড় দাম্ভিক! আমার গুরুপাদপদ্ম-পরাগের একটু কণা ছড়িয়ে দিলে তোমাদের মত কোটী কোটী লোক উদ্ধার লাভ করবে। এমন কোন পণ্ডিত জগতে নাই—এমন কোন সদ্‌বিচার চতুর্দ্দশ ভুবনে নাই,—কোন মনুষ্য-দেবতায় নাই—যা নাকি আমার গুরুপাদপদ্মের একটি ধূলিকণা হ'তেও ভারি হ'তে পারে।"

আমরা যদি এই নির্ভীক মহাপুরুষ প্রবরের গুরুনিষ্ঠা-পরাকাষ্ঠাময়ী বাণীর কোটাংশের একাংশও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের আর ভয় কোথায়? একদিনও যদি এই মহাপুরুষের দুর্ল্লভ সঙ্গলাভের সৌভাগ্য পাই তাহা হইলে বুঝিতে পারিব—আমি কাহার কথা শুনিয়া চলিব? শ্রীমদ্ভাগবতও এই কথার উত্তর অতি সহজ ও সরল ভাষায় দিয়াছেন,—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥ (ভাঃ ১১।২৬।২৬)

[বিবেকি-পুরুষ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুগণের সঙ্গ করিবেন, যেহেতু সাধুগণই উপদেশবচন দ্বারা তাহার মানসিকী বিরুদ্ধা আসক্তিরা বিনাশ করিয়া থাকেন]।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

নরকাসুর

ভগবান্ শ্রীবরাহদেবের সংস্পর্শে ও পৃথিবীর গর্ভে নরকাসুরের জন্ম হয়। নরক শ্রীকৃষ্ণের পুত্র হইয়াও তাঁহার ভক্তের বিরোধাচরণ করায় শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিহত হয়। নরক বরুণদেবের ছত্র, অদিতির কুণ্ডলদ্বয় এবং মন্দর পর্ব্বতস্থ মণিপর্ব্বত নামক দেববিহারস্থলী হরণ করিলে ইন্দ্র দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া নরকাসুরের অত্যাচারের কথা জ্ঞাপন করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীসত্যভামার সহিত নরকাসুরের রাজধানীতে গমন করেন। শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য-নামক শঙ্খের ধ্বনি করিলে তাহা শ্রবণ করিয়া জলমধ্যে শয়ান পঞ্চমস্তক 'মুর'-নামক অসুর জল হইতে উত্থিত হইল। অনন্তর দুর্দ্ধর্ষ মুরাসুর ত্রিশূল লইয়া শ্রীকৃষ্ণাভিমুখে ধাবিত হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে উক্ত ত্রিশূলকে বাণদ্বয়ে ত্রিখণ্ড করিয়া মুরাসুররের পঞ্চমুখে বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মুরও ক্রোধে তাঁহার প্রতি গদা নিক্ষেপ করিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ গদাদ্বারা তাহার গদাকে সহস্রভাগে ভগ্ন করিলেন। অনন্তর মুরাসুর পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে ধাবিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শনচক্র দ্বারা অনায়াসে তাহার মস্তকসমূহ ছেদন করিলেন। মুরাসুর বিগত-প্রাণ হইয়া জলমধ্যে পতিত হইল। তখন মুরের তাম্র, অন্তরিক্ষ, শ্রবণ, বিভাবসু, বসু, নভস্বান ও অরুণ নামক সপ্তপুত্র শোকাতুর হইয়া ক্রোধবশে পীঠ-নামক সেনাপতিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আগমন করিল। তাহারা নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাণ, খড়্গ, গদা ও শূলাদি নিক্ষেপ করিলে শ্রীকৃষ্ণ বাণের দ্বারা সেগুলিকে ছেদন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বাণাঘাতে সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সৈন্যকে নানাভাবে বিধ্বস্ত হইতে দেখিয়া নরকাসুর সক্রোধে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল এবং গরুড়ের উপর মহিষী শ্রীসত্যভামার সহিত বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সদলবলে একযোগে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণ বাণসমূহদ্বারা নরকাসুরের সৈন্য ও অশ্বসমূহ নিহত করিতে লাগিলেন। তৎকালে গরুড় স্বীয় পক্ষদ্বয়ের আঘাতে হস্তিসকলকে বিনাশ করিতেছিলেন। গরুড়ের চঞ্চু, পক্ষ ও নখসমূহে আহত হস্তিগণ পীড়িত হইয়া নগরে প্রবেশ করিলে নরকাসুর একাকী যুদ্ধ করিতে লাগিল। নরকাসুর প্রহারের দ্বারা গরুড়ের কিছুই করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সংহার করিবার জন্য শূল গ্রহণ করিল; কিন্তু তাহা নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুরধার চক্রদ্বারা গজস্থিত নরকাসুরের মস্তক

ছেদন করিলেন। নরকাসুরের মৃত্যুতে তদীয় আত্মীয়গণ 'হাহাকার' এবং ঋষিগণ 'সাধু', 'সাধু', শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। দেবগণও শ্রীকৃষ্ণের উপরে মাল্যবর্ষণ-সহকারে স্তব করিলেন।

তদনন্তর নরকজননী পৃথিবী শ্রীকৃষ্ণের সমীপে আগমনপূর্ব্বক অদিতির রত্নখচিত কুণ্ডলদ্বয় ও বৈজয়ন্তী-মালার সহিত বরুণের ছত্র তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন। পৃথিবী আরও বলিলেন,—হে শরণাগত-দুঃখ-বিনাশন, হে নাথ, আপনি যখন বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাকে উদ্ধার করেন; সেই সময় আপনার স্পর্শে আমার এই নরক-নামক পুত্র হইয়াছিল। আপনি যাহাকে দিয়াছিলেন, অদ্য আপনিই তাহাকে বিনাশ করিলেন। আপনি নিজগুণে প্রসন্ন হউন এবং নরককৃত সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহার পুত্রগণকে পালন করুন। নরকের এই পুত্র ভীত হওয়ায় আমি তাহাকে আপনার পাদপদ্ম-সমীপে আনয়ন করিয়াছি। আপনি কৃপাপূর্ব্বক ইহাকে রক্ষা করুন এবং ইহার মস্তকে সর্ব্বপাপবিনাশন ভবদীয় করকমল অর্পণ করুন। ধরিত্রীর স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নরকপুত্র ভগদত্তকে অভয়দানপূর্ব্বক নিখিল সমৃদ্ধ-সম্পন্ন নরকাসুরের গৃহে প্রবেশ করিলেন। নরকাসুরের গৃহে বিচরণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ নরককর্ত্তৃক রাজা এবং সিদ্ধ প্রভৃতির নিকট হইতে আনিত ষোড়শ সহস্র রমণীকে দেখিতে পাইলেন। ঐকল রমণী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া বিমোহিত-চিত্তে মনে মনে তাঁহাকে দৈব-প্রেরিত অভীষ্ট পতিরূপে বরণ করিল। শ্রীকৃষ্ণ সেই রাজ কন্যাগণকে এবং রথ, অশ্ব ও ধনরাশিসমূহ শিবিকাযোগে দ্বারকায় প্রেরণ করিলেন। ঐ সঙ্গে তিনি চতুর্দ্দন্তবিশিষ্ট মহাবেগশালী চতুঃষষ্টি সংখ্যক হস্তীও দ্বারকায় প্রেরণ করেন।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ মহিষী সত্যভামার সহিত ইন্দ্রালয়ে গমনপূর্ব্বক অদিতিকে কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিলে, ইন্দ্র ও শচীদেবী তাঁহাদের যথাযোগ্য পূজা করিলেন। অদিতিও শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া বিশেষভাবে স্তবস্তুতি করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার সহিত নন্দনকানন পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়া সেই দেবোদ্যানে সমুদ্র-মন্থনকালে উদ্ভূত পারিজাত-বৃক্ষ দর্শন করিলেন। ঐ পারিজাত অতিশয় সুগন্ধিযুক্ত ও শচীর খুব প্রিয় ছিল। শ্রীসত্যভামা ঐ বৃক্ষকে দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—এ বৃক্ষটী কি কারণে দ্বারকায় লইয়া

যাইতেছেন না? যদি আপনার এই কথা সত্য হয় যে, 'সত্যভামা আমার অতিশয় প্রিয়,' তাহা হইলে আমার গৃহোদ্যানের জন্য এই বৃক্ষটীকে লইয়া চলুন। শ্রীসত্যভামার এই কথা শুনিয়া শ্রীহরি হাস্যপূর্ব্বক গরুড়ের উপর সেই পারিজাত বৃক্ষটীকে উঠাইয়া লইলেন। তখন উদ্যানরক্ষিগণ বলিল,—"এই পরিজাত-বৃক্ষ শচীর অতিশয় প্রিয়। ইহাকে হরণ করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ রুষ্ট হইবেন, কিছুতেই ইহা আপনাকে দিবেন না। তখন শ্রীসত্যভামা তাহাদিগকে বলিলেন,—"এই পারিজাত শচী বা ইন্দ্র—কাহারও নহে; ইহা সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি। তোমরা শচীকে গিয়া বল যে, হরিপ্রিয়া সত্যভামা স্বীয় পতির বলে বৃক্ষ হরণ করিতেছে।" দেবদূতগণ শচীর নিকট সেই কথা বলিলে শচী ইন্দ্রের নিকট সমস্ত কথা বলিল এবং ইন্দ্রও দেবসৈন্য-সহ পারিজাত আনয়নের জন্য শ্রীহরির সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। ইন্দ্রকে যুদ্ধার্থে আগমন করিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খধ্বনি করিলেন এবং ধনুষ্টঙ্কারে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া একসঙ্গে অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিলেন। দেবগণ তাঁহার বাণাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িলেন; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চক্রদ্বারা কুবেরের শিবিকাকে নষ্ট এবং দৃষ্টিদ্বারা সূর্য্যকে বিনষ্ট-তেজা করিলেন। শ্রীভগবানের বাণে অগ্নিও নিরস্ত হইলেন এবং বসুগণ নানাদিকে পলায়ন করিলেন। শ্রীভগবানের চক্রে আহত রুদ্রগণ ভূতলে পতিত হইলেন। তৎকালে গরুড় ঐরাবতের সহিত এবং শ্রীকৃষ্ণ একাই বহুদেবতা ও ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রকে বজ্র এবং শ্রীকৃষ্ণকে সুদর্শন চক্র ধারণ করিতে দেখিয়া ত্রিলোকবাসী সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করিলেন শ্রীভগবান্ বজ্রধারণ করিয়া ইন্দ্রকে বিরত হইতে বলিলেন। অনন্তর নষ্টবজ্র ইন্দ্র পরাজিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বহু স্তব করিলেন। ইন্দ্রের স্তুতিতে তুষ্ট হইয়া শ্রীভগবান্ ইন্দ্রকে পারিজাত-বৃক্ষটী লইতে বলিলে ইন্দ্র বলিলেন,—"হে কৃষ্ণ, এই পারিজাত-বৃক্ষকে আপনি দ্বারকায় লইয়া যান্। আপনি মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিলে ইহা আর পৃথিবীতে থাকিবে না, এই খানেই চলিয়া আসিবে। ইন্দ্রের এই কথা শুনিয়া শ্রীহরি ঐ বৃক্ষ দ্বারকায় আনয়ন করিলেন। এই পারিজাত-তরুর নিকট গমন করিলে সকলেই নিজপূর্ব্বজন্মের বিষয় স্মরণ করিতে পারিত এবং ইহার গন্ধে তিন যোজন পর্য্যন্ত আমোদিত হইত। এই বৃক্ষটী শ্রীসত্যভামার গৃহসংলগ্ন পুষ্পোদ্যানে স্থাপিত হইয়াছিল।

পারিজাত-বৃক্ষটী দ্বারকায় আনীত হইলে তদাসক্তচিত্ত ভ্রমরগণ স্বর্গ হইতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

ইন্দ্র প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের পদযুগল বন্দনা করিয়া নরকাসুরবধরূপ নিজ কার্য্য প্রার্থনা করিয়া পশ্চাৎ কার্য্যসিদ্ধি হইলে জ্ঞানী হইয়াও শ্রীভগবানের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ওহো! দেবগণেরও ঈদৃশ ক্রোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে! অতএব ঐশ্বর্য্যকে ধিক্!

অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ষোড়শ সহস্র মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া একই সময়ে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে সেই রমণীগণকে বিবাহ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যহ প্রত্যেকের গৃহে থাকিয়া কামিনীগণের সহিত গৃহস্থ-ধর্ম্মসমূহের আচরণ-সহকারে বিহার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শত শত দাসী থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা স্বয়ংই স্বহস্তে শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ সেবা করিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবান্ ভক্তের প্রতি দ্রোহ আদৌ সহ্য করিতে পারেন না। তিনি বলিয়াছেন,—"অন্য লোক ত' দূরের কথা, আমার কোন পুত্রও যদি আমার ভক্তের বিদ্বেষ করে, তবে সেই পুত্রকেও আমি বিনাশ করিতে প্রস্তুত আছি। এমন কি, আমি ভগবদ্ভক্তের জন্য আমার নিজের পুত্রকেও কাটিয়া ফেলিতে পারি। শ্রীভগবানের এই ভক্তির যথার্থ্য নরকাসুর-বধ বৃত্তান্তে আমরা দেখিতে পাই। ভক্তের সহিত ভগবানের এত প্রীতি। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

সেবকের দ্রোহি মুঞি সহিতে না পারোঁ।
পুত্র যদি হয় মোর, তথাপি সংহারোঁ॥
পুত্র কাটোঁ আপনার সেবক লাগিয়া।
মিথ্যা নাহি কহি—গুপ্ত, শুন মন দিয়া॥
যে কালে করিনু মুঞি পৃথিবী উদ্ধার।
হইল ক্ষিতির গর্ভ পরশে আমার॥
হইল 'নরক' নামে পুত্র মহাবল।
আপনি পুত্রের ধর্ম্ম কহিলু' সকল॥
মহারাজ হইলেন আমার নন্দন।
দেব-দ্বিজ-গুরু-ভক্ত করেন পালন॥
দৈবদোষে তাহার হইল দুষ্টসঙ্গ।
বাণের সংসর্গে হৈল ভদ্র দ্রোহে রঙ্গ॥
সেবকের হিংসা মুই না পারো সহিতে।
কাটিনু আপন পুত্র সেবক রাখিতে॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ৩।৪৪-৫০)

—শ্রীহরিপদ দাসাধিকারী, ভক্ত-বান্ধব
শ্রীরামপুর (হুগলী)।

জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

১০৮-শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের

শুভাবির্ভাব-তিথি-বাসরে দীনের

ভক্তাঞ্জলি

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীতিনামিনে॥

অদ্যকার শুভ প্রকটবাসরে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লীলাকথা কীর্ত্তন করিতে মাদৃশ অধম সম্পূর্ণভাবে অযোগ্য। যাঁহারা তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ, তাঁহারাই শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য লীলার কথা কীর্ত্তন করিতে সমর্থ। ভগবান্ তাঁহার ভক্তের কথা ভক্তমুখেই শ্রবণ করিয়া আনন্দলাভ করেন। শ্রীগীতায় কথিত রয়েছে, "ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বৎ শান্তিং নিগচ্ছতি। কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥" ভগবান্ ও তাঁহার ভক্ত উভয়েই বিষয় ও আশ্রয়তত্ত্বে একে অন্যের পরিপূরক। ভগবান্ ভক্তব্যতিরেকে লীলাবিস্তার করিতে পারেন না এবং ভক্ত ও ভগবানের লীলারশোপকরণে নিত্য সহায়ক হইয়া জগতে শ্রীভগবৎ-মহিমা প্রচার করেন। ভক্তমুখনিঃসৃত বাণীতেই ভগবানের বীর্য্যবতী কথা প্রকাশ পান। তাঁহাদের সঙ্গ হইতেই শ্রদ্ধা, রতি ও প্রেম-ভক্তির উদয় হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবতি হৃৎকর্ণরসায়ণাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ বর্ত্মনি শ্রদ্ধা-রতি-ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥"

ভক্তগণ বলেন যে, মাঘী শুক্লা পঞ্চমী তিথি-পূজাপেক্ষা মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথি পূজাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে ভগবানের অপরাশক্তির আবির্ভাব এবং সেই অপরা প্রকৃতি দ্বারা ভগবান্ মায়াবদ্ধ জীবকে বিমোহিত করিয়া শুদ্ধাভক্তিতত্ত্বকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখেন। সাধারণ জীব মায়াশক্তির উৎস কোথায় এবং তাহার শক্তির দ্বারা শ্রীভগবান্ কি প্রচার করিতে বাসনা করেন, তাহা তাহারা বুঝিতে সমর্থ নহেন। এই অসমর্থতাই তাদের বন্ধনের কারণ। ভগবান্ বলেন—,

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥

অন্যত্র মাঘীকৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথিতে সুমেধা তিথি বলা হয়। কারণ ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়ভক্ত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এই তিথিতে প্রকটিত হইয়া বিশ্ববাসীকে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তের কথা জানাইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর আউল-বাউল, কর্ত্তাভজা ইত্যাদি তোতা কথিত তেরটি অপসম্প্রদায় ভোগপর কামনা-বাসনা, লাভ-প্রতিষ্ঠা, নিষিদ্ধাচার, হিংসা প্রভৃতি দ্বারা শুদ্ধাভক্তি-ধর্ম্মকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভারতের বিভিন্ন ভাষায় বহু ভক্তিগ্রন্থ প্রনয়ণ করিয়া অপসম্প্রদায়ের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতঃ শিক্ষিত-সমাজ-সমক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমল প্রেম-ধর্ম্মের বাণী প্রচার করিলেন।

সেই ভক্তিবিনোদধারাকে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণীর দ্বারা সজ্জিত করিয়া বিশ্বমানব-মনমন্দিরে শুদ্ধাস্রোতস্বতী প্রবাহিতা করিয়া ভারতভূমিকে ভক্তির সাগরে ভাসাইয়া দিলেন। সেই ঢেউ প্রাচ্য দেশ হইতে পাশ্চাত্ত্যের ভূমিকে স্পর্শ করিয়া তথাকার কোমলশ্রদ্ধ জনগণের দেহ মনকে পবিত্র করিয়া বিরজার দিকে প্রবাহমান।

মাঘী শুক্লা পঞ্চমী-তিথি ও মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী-তিথির শক্তির প্রভাব মহাজন-কীর্ত্তনে প্রকাশ পাইয়াছে,—

'যে বিদ্যার আলোচনে, কৃষ্ণরতি স্ফুরে মনে,
তাহারি আদর জানহ সব॥
ভক্তি বাধা যাহা হতে সে বিদ্যার মস্তকেতে
পদাঘাত কর অকৈতব।
সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণভক্তি তাঁর হিয়া
বিনোদের সেই যে বৈভব॥

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কৃষ্ণপ্রিয়া। কৃষ্ণভক্তি প্রচার মানসে তিনিই সর্ব্বপ্রথম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে, শুদ্ধাভক্তির যোগসূত্র রচনা করেন। তাঁহার পূর্ব্বে অনেক প্রচারক ভারত হইতে বিদেশে গিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের অনুগত শিষ্যবর্গ যেভাবে প্রচার করিয়াছেন, এমনটি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। ভগবান্ তাঁহার ভক্তদ্বারা তাঁহার নিজমহিমা গুণগান কীর্ত্তন করাইয়া সকলকে আনন্দ দান করেন। ভক্তের মহিমা কীর্ত্তনে ভগবান্ সদা ব্যস্ত। তিনি ভক্ত মহিমা-কীর্ত্তনে বলিলেন,—

যে মে ভক্তজনাঃ প্রার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাশ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥ (আদি পুরাণ)
অর্চ্চয়িতা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয় কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥ (পদ্ম পুরাণ)

যে সকল ভক্ত অনন্যাশ্চিত ও সতত যোগযুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক ভগবানের ভজনা করেন, তাহাদিগকে ভগবান্ অধিকভাবে মান্য করেন। শ্রীল প্রভুপাদ ছিলেন সেইসব সেবকগণের মধ্যে অন্যতম। তিনি সদা হরি-কথা কীর্ত্তনে রত থাকিয়া জগজ্জীবকে হরিভজন করিবার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছেন এবং বিশ্বের সর্ব্বত্র শ্রীগৌরসুন্দরের ঔদার্য্যময় বিগ্রহ প্রকটিত করিয়া তৎসহ শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ করেন। অধুনা আমেরিকাতেও হরিকীর্ত্তনের ঢেউ প্রবলভাবে প্রবাহিত হইতেছে।

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাণীর সার্থক রূপদান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ তিনি "শ্রীবার্ষভানবী" ও "দয়িত দাস" নাম গ্রহণ করিয়া দিকে দিকে প্রচারক পাঠাইয়া "শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী" সেবার সার্থকতা কি এবং আমরা হরিভজন করিব কেন ইত্যাদি গভীর তত্ত্বের কথা প্রচার করতঃ শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠিত করিয়া বাণী প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের জীবনই হরিসেবাপর জীবন। তিনি তাঁহার পত্রাবলীর একস্থানে লিখিয়াছেন, "ভগবানের পরীক্ষার স্থল এই পৃথিবী অর্থাৎ সংসার। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে হরিজনগণের কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে হয়।"

শ্রীল প্রভুপাদের উক্ত বাণীর রূপদান করিয়াছেন তাঁহার অনুগত ও আশ্রিত শিষ্যবর্গ; যাঁহারা ভারতের তথা বিশ্বের বহুস্থানে শ্রীগৌড়ীয় মঠ-মন্দিরাদি স্থাপন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের প্রীতিমনা সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ প্রিয় পার্ষদপ্রবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম প্রচারক হইয়া আচারমুখে প্রচারে অধিক মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। কারণ কলিহত জীবকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিতে হইলে আচার-প্রচারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ। শাস্ত্র বলেন,—

"আপনে আচরে কেহ না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করে আচার॥
আচার প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু তুমি জগতের আর্য্য॥

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম সেই শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী আচরণমুখে প্রচার করিয়া 'গৌড়ীয়-ভাস্কর' নামে খ্যাত হইয়াছেন। সদাচার সম্বন্ধে হরিভক্তিবিলাস বলেন,—

ন কিঞ্চিৎ কস্যচিৎ সিধ্যেৎ সদাচারণং বিনা যতঃ।
তস্মাদবশ্যং সর্ব্বত্র সদাচারোঽপেক্ষতে॥

শ্রীল প্রভুপাদ নির্জ্জন ভজনের বিরোধী ছিলেন। কারণ কলিযুগ নির্জ্জনভজনকারী তার অধিকারের সীমা না জানিয়াই মঠ-মন্দির প্রভৃতি প্রচারকেন্দ্র ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে বসিয়া তুলসী মালিকা আকর্ষণ করতঃ নিজের আত্মমঙ্গলের চিন্তা করেন। মঠ-মন্দিরে থাকিয়া কৃষ্ণানুশীলনের দ্বারা যে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের ইচ্ছা পূরণ হইবে এই চিন্তাস্রোত কদাপিও তাহাদের মনে উদয় হয় না। সেইজন্য শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—"শাখামঠটী সঞ্জীবিত রাখুন, তাহা হইলে কোন-না-কোন দিন পাষণ্ডমতসমূহ ধ্বংস হইবে।"

শ্রীল প্রভুপাদের আর একটি মূল্যবান বাণী লিপিবদ্ধ করিয়া আমি আমার প্রবন্ধটি শেষ করিয়া বিদায় লইতেছি। প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"ভগবানের নিকট হইতে পত্র পাওয়া যায় না। তাঁহার প্রতি অনুরক্ত জনগণের নিকট হইতেই তাঁহার সংবাদ পাওয়া যায় এবং আমাদের সংবাদও ভগবদ্ভক্ত দ্বারা তাঁহার নিকট পাঠান যায়, এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্লোক-লইতেছি,—

"মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্ম্ম ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥"

ইতি—

সেবকাধম

শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

আরক্ষা প্রধান বেতারকেন্দ্র,

টালিগঞ্জ, কলিকাতা।

ইং ৭।২।৬৯

পূজা

পূজা ব'লে জগতে একটী কার্য্য দেখা যায়। পূজা ও পূজক পরস্পরের সম্বন্ধ স্থির না হ'লে পূজা হয় না। এই সম্বন্ধে কথা জানেন শ্রীগুরুদেব, যিনি সম্বন্ধ-তত্ত্বে অভিজ্ঞ এবং পূজায় নিযুক্ত, শাস্ত্র যাঁ'র কথা বলেন,—'শব্দে পরে চ নিষ্ণাত'। এই সম্বন্ধজ্ঞান-প্রদাতা শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য ব্যতীত সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয় হয় না, কাজেই ঠিক ঠিক পূজাও হয় না। যাঁ'র পূজা কর্ব্ব তাঁ'কেই যদি না চিনি, তা'হ'লে আমার পূজা মাঝপথে ভূত-প্রেতাদি আত্মসাৎ ক'রে নেবে—পূজ্যের নিকট কোন দিনই পৌঁছিবে না। এইজন্যই মহাজন গাহিয়াছেন,—'সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে অভিমান হউ দূর।' 'সে সম্বন্ধ নাহি যা'র, বৃথা জন্ম গেল তা'র', ইত্যাদি।

তবে যদি প্রশ্ন হয়, আমি পূজ্যকে চিনি না, যিনি চিনিয়ে দেন সেই শ্রীগুরুদেব কে তাও জানি না, তবুও পূজা কর্‌বার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হ'য়েছে, বিজ্ঞ, ভাবগ্রাহী, অন্তর্য্যামী ভক্তবৎসল ভগবান্ কি আমার পূজা গ্রহণ কর্ব্বেন না? শাস্ত্রেও আমরা শুন্‌তে পাই, তিনি আমাদের জন্য ব্যাকুল, আমরা একবার চাইলেই হয়। উত্তর—হাঁ, হ'বে। তিনি সে পূজা গ্রহণ কর্ব্বেন। এমন ভক্তের পূজা কি তিনি গ্রহণ না ক'রে থাক্‌তে পারেন? আমরা সত্য সত্য পূজাকাঙ্ক্ষী হ'লে তাঁ'র কৃপা হ'বে তখন তিনি অন্তর্য্যামিরূপে উদিত হ'য়ে সম্বন্ধজ্ঞান-প্রদাতা শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে মিলন করিয়ে দেবেন।

"কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে॥"

ধ্রুব পূজ্যকে চিন্‌ত' না গুরুকে জান্‌ত' না, কিন্তু পূজা কর্‌তে চেয়েছিল, তাই শ্রীভগবান্ নারদকে গুরুরূপে প্রেরণ ক'রে সাত্বত শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট বিধি-মার্গের অত্যাবশ্যকতা বুঝিয়ে দিলেন, সত্য সত্য নিষ্কপটভাবে তাঁ'র পূজা কর্‌তে চাইলে, তাঁ'তে শরণাগত হওয়ার প্রবৃত্তি আসে। তখন পূজা ভগবান্ তাঁ'কে জানবার মত বুদ্ধি পূজাপ্রার্থীকে দান করেন।

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতি-পূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥" (গীতা)

অন্যথায় যদি বিধি এবং শাস্ত্রকে উলঙ্ঘন ক'রে কেহ ভক্ত সাজ্‌তে যায়, তা'হ'লে বুঝ্‌তে হ'বে, সে সত্য সত্য পূজা কর্‌তে যায় না—সে নিজের

দাম্ভিকতা ও বিচার-বুদ্ধিকে বহুমানন ক'রে কুপথে চল্‌তেই ভালবাসে। সেই সব বিমূঢ় ব্যক্তির বস্তুতঃ পূজ্যের তুষ্টির জন্য তত আবশ্যকতা নাই, যত আবশ্যকতা আছে তাঁ'র আত্মম্ভরিতার। কিন্তু শাস্ত্র তা'দের শাসন ক'রে বলেন,—

"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥"

আপাতঃ দৃষ্টিতে পূজার মত দেখা গেলেও শাস্ত্রবিধিকে উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক যে পূজার অভিনয়, সে কেবল উৎপাতবিশেষ। তাতে কোনই সুফল হয় না। সরল নিষ্কপট পূজাপ্রার্থী অজ্ঞ হ'লেও তা'র কোন অসুবিধা হ'বে না, কিন্তু কপটের পক্ষেই অসুবিধার কথা।

সরলভাবে শাস্ত্রের আনুগত্য স্বীকার না কর্‌লে মানবের বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটে। তৎফলে পূজ্য সম্বন্ধে নানাপ্রকার মনঃকল্পিত মতবাদের উদয় হয়।

কতকগুলি লোক মনে করেন, ভগবান্ কর্ম্মফলবাধ্য। তাঁ'রা কারো দ্বারে যাওয়ার আবশ্যকতা বোধ করেন না। গুরুরও আবশ্যকতা বোধ তাঁ'রা করেন না। তাঁ'রা মনে করেন, শাস্ত্র আছে, পড়ে শুনে বুঝে নেব। এই সকল লোক জানে না, শাস্ত্র পড়্‌তে হ'লে শাস্ত্রতত্ত্ববিদের কাছে যেতে হয়। সাত্বতশাস্ত্র সাক্ষাৎ ভগবানের শাব্দিক অবতার। তাঁ'রা জানেন না, শরণাগতের অন্তঃকরণ ভিন্ন ভগবান্ প্রকাশিত হন না। উপনিষদের এই বাণীটী তা'রা শুন্‌বার অবকাশ পান নাই,—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ
আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥"

নিজে শাস্ত্র পড়্‌তে পড়াতে গিয়ে পরিণাম হয়—

'শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
স্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি মরে॥" (চৈঃ ভাঃ)

তাঁ'রা জান্‌তেই পারেন না যে,—"ভক্ত-পদধূলি আর ভক্তপদজল। ভক্তভুক্ত-শেষ—এই তিন সাধনের বল॥" এবং কোন দিনই এ'কথা শুন্‌বার অবকাশও পায় নাই। বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভুর উক্তি—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥"

"আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।"

"ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম।
গোবিন্দ বলেন মম ভক্ত সে পরাণ।"

"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভিগ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥"

এহেন ভক্তের সঙ্গেই যদি সাক্ষাৎ না হয়, সাক্ষাৎ হ'লেও যদি আনুগত্য কর্‌বার প্রবৃত্তি না হয়, তা'হ'লে বুঝ'তে হবে, আমি হয় দাম্ভিক, না হয় কপট পূজাপ্রার্থী। পূজাপ্রার্থী পূজা পাবেই। গুরুদেবের নিকট আমরা জান্‌তে পারি যে, কৃষ্ণই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, তিনি বিষ্ণুরও অংশী, সুরবৃন্দের নিত্যপূজ্য।

'ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ'। (ঋগ্‌বেদ)
"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥" (ব্রহ্মসংহিতা)

তিনি ভক্তের পূজা সর্ব্বদাই গ্রহণ করেন। ভক্তকে তিনি যেরূপ সাজে, যেরূপ আচরণে বিভূষিত দেখ্‌তে ইচ্ছা করেন, তাঁ'র অন্তকরণটী যেরূপ শুদ্ধ নির্ম্মল দেখ্‌তে চান্, সেইসব বার্ত্তা ভক্তের কাণে পৌঁছে দিবার জন্য একজন বাণীবাহককে—আচরণ-পরায়ণ আচার্য্যকে প্রেরণ করেন। আচার্য্য ভক্ত ও ভগবান্ দুজনের মাঝে দাঁড়িয়ে ভগবানের সংবাদ ভক্তের দ্বারে নিয়ে আসেন আর ভক্তের ব্যাকুল আবেদন ভগবানের কাছে পৌঁছিয়ে দেন। অন্যথায় বদ্ধজীব যাঁকে চেনে না, তাঁ'কে কি ক'রে পূজা কর্‌বে?

"বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
মো হেন পামর প্রতি হবেন সদয়॥"

"কৃষ্ণ সে তোমার　　কৃষ্ণ দিতে পার
তোমার শকতি আছে।
আমি ত কাঙ্গাল　　কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি
ধাই তব পাছে পাছে।"

এইসব মহাজনের উক্তি এবং শাস্ত্রের বিচার হ'তে জান্‌তে পারি, ভক্তের আনুগত্য ব্যতীত ভগবানের পূজা হয় না। ভক্তকে উল্লঙ্ঘন ক'রে ভগবানের পূজা কর'তে গেলে তাঁর পূজা হয় না। কারণ প্রবেশ-দ্বারই হ'চ্ছে ভক্তের চরণ আশ্রয় করা—তাঁ'র চরণ-ধূলিতে অভিষিক্ত হ'য়ে তাঁ'র নির্দ্দেশানুসারে চলা। তা'হ'লেই সে কৃষ্ণের আশ্রয়তলে এসে যাবে। নতুবা হাজার পূজার কাচ (ছলনা) কাচ্‌লেও বামে শূন্যব্যতীত অন্য অঙ্ক না থাকার দরুণ শূন্যের ব্যবহারের যেরূপ কোন মূল্য থাকে না, তদ্রূপ অবস্থা হ'বে।

"আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে
আর সব মরে অকারণ।"

ভক্তের আনুগত্যে আস্‌বার প্রবৃত্তি যাঁ'র না হ'য়েছে, বুঝ্‌তে হ'বে তিনি পূজা কর্‌তে চা'ন না, কৃষ্ণকে ভালবাসেন না। তাঁ'র পূজার অভিনয় সব কটপতা। তিনি অকারণ মরণকেই বরণ কর্‌তে চা'ন। তিনি নিশ্চয়ই অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, বহুপূজক অথবা ধ্যানী; শুদ্ধভক্তির অভাবে তাঁ'র পূজা শুদ্ধ নহে—কৃষ্ণ তাঁ'র পূজা গ্রহণ করেন না। ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম বলেছেন,—

"কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড, সকলই বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তা'র জন্ম অধঃপাতে যায়॥"

সুতরাং গায়ের জোরে যদি কেহ বলেন যে, ভক্তের আনুগত্য ব্যতীত আমরা যেভাবে খুসী পূজা কর্‌ব, তাতেই তিনি আস্‌তে বাধ্য, ঢেকি ব'লে তা'কে ডাক্‌লে তিনি আস্‌বেন, 'ধর্ ছাগলা পাতা খা' বলে ডাক্‌লে এসে পাতা খাবেন—যে-যে ভাবেই ডাকুক তিনি আস্‌বেনই ইত্যাদি। আমরা কিন্তু নির্ব্বিশেষবাদের আখড়া হ'তে উৎপন্ন এই সকল মনঃকল্পিত মতবাদের স্তাবক হ'ব না। শাস্ত্রের কষ্টিপাথরে মেকি সোণা ধরা পড়ে গেলে সোণার মালিক যদি বলেন, 'কষ্টিপাথর মানি না' তার স্থান পাগলা গারদে। যিনি সৌভাগ্যক্রমে সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়ের সুযোগ পাইয়াছেন, সেই শ্রদ্ধাবান্ জনই ভক্ত্যধিকারী ও ধন্য। ইনি যদি গুরুকে সর্ব্বস্ব দিয়া নিষ্কপটভাবে তাঁহার সেবা করেন, তা'হ'লে তাঁ'র পূজা হচ্ছেই, কিন্তু এই গুরুতত্ত্বতেই যত গোলমাল। অধিকাংশ স্থলেই আমরা দেখ্‌তে পাই, শৌক্রধারায় বংশ-পরম্পরার গুরু, লোভী, অনাচারী, বহুপূজক, যোগী, ধ্যানী গুরু, আউল, বাউল, স্মার্ত্ত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের গুরু, কিশোরী-ভজা, নবরসিক, গৌরাঙ্গ-নাগরীর দলের গুরু, স্বপ্নে দ্রষ্টা গুরু—এঁরা সবাই গুরুর স্থান দাবী ক'রে বসে আছেন। যাঁর গুরু (?) নাই, এমন লোকই নাই। বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন গুরু! শাস্ত্রে আমরা জান্‌তে পারি তেত্রিশ কোটী লোকের তেত্রিশ কোটী গুরু। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

সব সাধনই কি চরমসত্যে পৌঁছায় ?

পরমার্থের বিচারের অন্তর্গত সভ্যতার প্রথমানুশীলন বেদে কর্ম্ম-যোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের কথা বলা হইয়াছে। যখন যে যোগের কথা বলিয়াছেন, তখন তাহার মাহাত্ম্যও বর্ণন করিয়াছেন। তন্নিমিত্ত এই তিনটি পথের সাধনের চরমাবস্থা একই স্থানে পৌঁছিবে, এরূপ কোন কথা বেদে নাই—পুরাণে নাই—ইতিহাসে নাই—শাস্ত্রে নাই। এরূপ কথার সৃষ্টি হইয়াছে মনোধর্ম্মজীবী কোন কোন ব্যক্তির কল্পনা হইতে। কর্ম্মকাণ্ডের চরমফল—স্বর্গাদিলোকলাভ, জ্ঞানকাণ্ডে চরম-লক্ষ্য নিরাকার ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যাওয়া এবং ভক্তিযোগের চরমলক্ষ্য—গোলোক-বৈকুণ্ঠের অপ্রাকৃত দেহে অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের নিরন্তর প্রীতিবিধান। কর্ম্মী তাহার কর্ম্মফলানুযায়ী স্বর্গভোগাদি করিয়া পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করে। জ্ঞানী নিজের অস্তিত্ব হারাইয়া যে অবস্থায় থাকে তাহাতে তাহার ভক্তের সেবানন্দ অনুভব করিবার যোগ্যতা থাকে না। যদি থাকিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত, চিন্মাত্রবাদের ব্রহ্মানন্দ—অপ্রাকৃত-তনু সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীশ্যামসুন্দরের সেবার বারিধির নিকট খাতোদক ব্যতীত আর কিছুই নহে।

মানুষ কল্পনার নেশায় অনেক কিছু বলিয়া থাকে। ব্যক্তিবিশেষের কথা শুনা যায় যিনি নাকি বিভিন্ন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সাধনদ্বারা একই চরম-সত্যে উপনীত হইয়াছেন; সেই চরম সত্যটী কি—তাহা তিনি প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার অনুগগণের মধ্যে কিন্তু দেখা যায় "যত মত তত পথ" ধুয়া মুখে আওড়াইতেও তাঁহারা মনে মনে ঠিকদিয়া রাখিয়াছেন, অন্যান্য যাবতীয় পথ জ্ঞানে আসিয়া মিলিত হইলে তবে চরমসত্য (?) সাযুজ্যমুক্তি লাভ করিতে পারিবে অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে মিলিত হইবে। তাঁহাদের ধারণায়ও কিন্তু সকল পথই স্বতন্ত্রভাবে চরমসত্যে গিয়া পৌঁছিয়াছে, এরূপ কোন কথা নাই। এই মায়াবাদীর দল 'চিদ্বিলাস'-বাদ ধারণায় আনিতে পারে না। কারণ, তাঁহাদের যাবতীয় বিদ্যা, বুদ্ধি ও অক্ষজ-চেষ্টার অনেক উপরে—অপরোক্ষ দর্শনকে পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়া অধোক্ষজের সেবারাজ্য বিরাজিত। অধোজ-তত্ত্বেরই পূর্ণতম অনুভূতিতে তৎকৃপালব্ধ জনগণ অপ্রাকৃত রাধারমণের সেবাধিকার প্রাপ্ত হন। যাঁহারা অপরোক্ষ দর্শন অবলম্বন করিয়া মায়াবাদের আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা পতনাবস্থা হইতে মুক্ত নহেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২।৩২) বলিয়াছেন,—

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

ব্রহ্মার ঐ উক্তিতে দেখা যায়, ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত অন্যান্য যে-সকল ব্যক্তি আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করে, ভগবানের প্রতি ভক্তি না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ হয় নাই। তাহারা শমদমাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্র-সাধনের ফলে জীবন্মুক্ত বোধ করিয়াও আশ্রয়স্বরূপ শ্রীভগবানের পাদপদ্মকে নির্ব্বিশেষ বিচার দ্বারা অনাদর করিবার ফলে অধঃপতিত হয়।

কিন্তু অপ্রাকৃত ভগবল্লোকপ্রাপ্ত ভক্তগণের যে পতন নাই, তাহা ব্রহ্মার নিম্নলিখিত উক্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়,—

"তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্ ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥"
(ভাঃ ১০।২।৩৩)

শ্রীভগবানের ভক্তগণ ভগবানে সুদৃঢ় প্রীতিযুক্ত বলিয়াই মুক্ত্যভিমানিগণের ন্যায় তাঁহাদের কখনও পতন হয় না। তাঁহারা শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া বিঘ্নকারীদিগের মস্তকে পদক্ষেপপূর্ব্বক নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন।

মনোধর্ম্মচালিত যাবতীয় মতবাদের পরিণতি—প্রকাশ্য নাস্তিকতা, অথবা আস্তিকতার ভাণে নাস্তিকতা। চার্ব্বাকদর্শন, বৌদ্ধদর্শন প্রভৃতি প্রকাশ্য নাস্তিকতা আর মায়াবাদিগণের চিন্মাত্রবাদ আস্তিকতার ভাণে নাস্তিকতা। প্রত্যেক দর্শনেরই সাধনের একটী ফল লাভ হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু সকল দর্শনের সকল ফলই এক এবং চরম-সত্য, এরূপ উক্তি নিতান্ত মূঢ়তাব্যঞ্জক। এতৎপ্রসঙ্গে একটী ঘটনার কথা আমাদের মনে পড়িল। কোনও মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভূগোল শিক্ষাপ্রদান-আরম্ভ-সময়ে জনৈক শিক্ষক একটি বড় ও একটী ছোট ছেলেকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া অপর একটী ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই দুইটীর মধ্যে বড় কে? সেই ছেলেটী বড় ছেলেটীকে নির্দ্দেশ করিল। শিক্ষক মহাশয় বলিলেন,—উভয়ের প্রত্যেকেরই একটী মস্তক, দুইটী হস্ত, একটী বক্ষঃস্থল, একটী পেট ও দুইটী পা রহিয়াছে। সুতরাং একটী অপরটী অপেক্ষা কিপ্রকারে বড় হইল? ছেলেটী উত্তর করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল। আর একটী ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর করিল—'উভয়েই সমান'। তাহার বিচার হইল, যখন কেন বড় তাহার কারণ বলিতে পারিতেছি না, তখন উভয়েই সমান বলাই ভাল। যাঁহারা সবমতই এক চরমসত্যে পৌঁছিয়াছে, এইরূপ উক্তি করেন

তাঁহাদের উক্তিও কি এই বালকের ন্যায় নহে ? যেহেতু বিভিন্ন দর্শনের তুলনামূলক বিচার করিবার ক্ষমতা আমার নাই এবং প্রত্যেক দর্শনেই একটা সাধনার কথা বলা হইয়াছে এবং সেই সাধনার দ্বারা সেই দর্শনোক্ত সিদ্ধি লাভ করা যায়, তখন সবই সমান বলা যা'ক্। পূর্ব্বোক্ত শিক্ষক মহাশয়ের আনন্দবিধান করিয়া একটী বুদ্ধিমান ছেলে কিন্তু উত্তর করিয়াছিল যে, যদিও ঐ বালকদ্বয়ের প্রত্যেকের ১টী মস্তক, ২টী চক্ষু, ২টী কর্ণ, ২টী হাত, ২টী পা প্রভৃতি আছে তথাপি একের মস্তক অপরের মস্তক অপেক্ষা বড়, একের হস্ত অপরের হস্ত অপেক্ষা বড়, একের পদ অপরের পদ অপেক্ষা বড়, শিক্ষক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি করিয়া বুঝিলে ? বুদ্ধিমান ছেলেটী উত্তর করিল,—"দৃষ্টিতেই তাহা দেখা যাইতেছে। স্কেলে মাপিয়া তাহা প্রমাণিত হইবে। এই সাধারণ উদাহরণটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়-প্রয়াসিগণ যদি নিজেদের অজ্ঞতাপ্রদর্শক বাহাদুরী পরিত্যাগ করিয়া বিজ্ঞগণের আনুগত্যে তুলনামূলক আলোচনা করেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের মঙ্গল হইবে। আস্তিক ও নাস্তিক কখনই এক হইতে পারে না। ভোগলোলুপ কর্ম্মিগণের কার্য্য ও ভগবৎসেবাপরায়ণ—ভগবৎ-প্রীতি-বিধানৈকব্রত ভক্তগণের কার্য্য কখনও একতাৎপর্য্যপর ও একপর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না। ভগবানের চিদিন্দ্রিয়ের সন্ধানরহিত জনগণের নির্ব্বাণপ্রয়াস ও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের নিত্যসেবকের নিত্যসেবা কখনও একতাৎপর্য্যপর হইতে পারে না। যাঁহারা বলেন—নীচে বৈষম্য, আর ঊর্দ্ধে সব সমান, সেই বিদ্বন্মন্যজনগণ নীচে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধ-সম্বন্ধে ঐ প্রকার উক্তি করিয়া ঊর্দ্ধে অবস্থিত পদার্থনিচয়-সম্বন্ধে তাঁহার অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ঊর্দ্ধে যে বিচিত্রতা রহিয়াছে, নিম্ন ভূমিকায় দাঁড়াইয়া তাহা তিনি কি প্রকারে বুঝিবেন ? যাঁহারা পরতমতত্ত্বের সেবার সন্ধানপ্রদানকারিগণের কার্য্যকে গোঁড়ামি মনে করেন, তাঁহারা প্রাকৃত চিন্তাস্রোতের বা নিজ নিজ অজ্ঞতার গোঁড়ামি ছাড়িয়া সৎসম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিজেরাই নিজেদের পূর্ব্বধারণার মূঢ়তা বুঝিতে পারিবেন। বুঝিতে পারিবেন—সব সাধনের গন্তব্যস্থল এক নহে এবং ভজনের উন্নতি-ক্রমে দেখিতে পারিবেন,—

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥"

—শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে

বিরাট রথযাত্রা-মহামহোৎসব

[শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ী শুভবিজয়]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬ ; ইং ২৭।৫।৬৯

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন,—

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে আগামী ৩০শে আষাঢ় ১৩৭৬, ইং ১৫ই জুলাই ১৯৬৯, মঙ্গলবার হইতে ৮ই শ্রাবণ ১৩৭৬, ইং ২৪শে জুলাই ১৯৬৯, বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত দশ-দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সংকীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজা, ভোগ-রাগ, আরাত্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজন-মুখে বিরাট্ **মহামহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্ত কৃপালেশ-প্রার্থী
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

শ্রীনবদ্বীপে রথযাত্রার সেবা-পঞ্জী *

১। **৩০শে আষাঢ়**, ১৫ই জুলাই, মঙ্গলবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত **নগর-সঙ্কীর্ত্তন**-মুখে গুণ্ডিচা-বাড়ী গমন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন** পরে গঙ্গা-স্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

২। **৩১শে আষাঢ়**, ১৬ই জুলাই, বুধবার— **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ-যাত্রা**। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা-বাড়ী গমন। পরে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ**।

৩। **১লা শ্রাবণ** ১৭ই জুলাই, বৃহস্পতিবার হইতে **৩রা শ্রাবণ**, ১৯শে জুলাই, শনিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়—প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা উপাখ্যান পাঠ ও সন্ধ্যা-আরাত্রিকান্তে **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা**।

৪। **৪ঠা শ্রাবণ**, ২০শে জুলাই, রবিবার **হেরাপঞ্চমী** দিবসে শ্রীলক্ষ্মী-বিজয়-উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচা-বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সঙ্কীর্ত্তন**। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও **শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ**।

৫। **৫ই শ্রাবণ**, ২১শে জুলাই, সোমবার হইতে **৭ই শ্রাবণ**, ২৩শে জুলাই বুধবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামলীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা**।

৬। **৮ই শ্রাবণ**, ২৪শে জুলাই, বৃহস্পতিবার—অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা**, পরে মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন এবং রাত্রে মহাপ্রসাদ বিতরণান্তে উৎসব সমাপ্তি।

---

* দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে উৎসব-তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

২১শ-বর্ষ } আষাঢ়, ১৩৭৬ { ৫ম-সংখ্যা



শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও শ্রীপত্রিকার
প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি মহারাজ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ
কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড যেই শ্রম॥

২১শ-বর্ষ | অনিরুদ্ধ, ১৬ বামন, ৪৮৩ গৌরাব্দ
বুধবার, ৩১ আষাঢ়, ১৩৭৬; ইং ১৬।৭।১৯৬৯ | ৫ম-সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীল-রূপ-গোস্বামি-কৃতং উৎকলিকাবল্লরী

॥ শ্রীবৃন্দারণ্যবিহারিণে নমঃ ॥

প্রপদ্য বৃন্দাবনমধ্যমেকঃ
ক্রোশন্নসাবুৎকলিকাকুলাত্মা।
উদ্‌ঘাটয়ামি জ্বলতঃ কঠোরাং
বাষ্পস্য মুদ্রাং হৃদি মুদ্রিতস্য॥ ১॥

হা নাথ শ্রীকৃষ্ণ! হা দেবি শ্রীরাধিকে! আমি সকল পরিত্যাগ করিয়া একাকী এই শ্রীবৃন্দাবনধাম প্রাপ্ত হইয়া তোমাদের অনুগ্রহ লালসায় উৎকণ্ঠায় ব্যাকুলিত হওত অনবরত রোদন করিতেছি, যদি অনুগ্রহ না কর তবে হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিতেছি, আমার অন্তর্গত অতি কঠিন

জ্বলন্ত অনলের ন্যায় যে সকল সন্তাপ আছে, তাহা ক্রমশঃ বাহির হইয়া যাউক অর্থাৎ দর্শন না পাইলে অনবরত রোদন করিব ॥ ১ ॥

অয়ে বৃন্দারণ্য ত্বরিতমিহ তে সেবনপরাং
পরামাপুঃ কে বা ন কিল পরমানন্দপদবীং।
অতো নীচৈর্যাচে স্বয়মধিপয়োরীক্ষণবিধে-
র্বরেণ্যাং মে চেতস্যুপদিশ দিশং হা কুরু কৃপাং ॥ ২ ॥

হে বৃন্দারণ্য! এই সংসারে কোন্ ব্যক্তি তোমার সেবা করিয়া পরমানন্দ লাভ না করিয়াছে? অর্থাৎ তোমাকে সেবা করিয়া সকলেরই মনোঽভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে, অতএব আমি প্রণত হইয়া তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তোমার অধীশ্বর শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি কি উপায়ে দর্শন করিতে পারি, ইহার সদুপদেশ দিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর ॥ ২ ॥

তবারণ্যে দেবি ধ্রুবমিহ মুরারির্বিহরতে
সদা প্রেয়স্যেতি শ্রুতি রপি বিরৌতিস্মৃতিরপি।
ইতি জ্ঞাত্বা বৃন্দে চরণমভিবন্দে তব কৃপাং
কুরুষ ক্ষিপ্রং মে ফলতু নিতরাং তর্ষবিটপী ॥ ৩ ॥

হে দেবি বৃন্দে! শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রসকল ইহাই কীর্ত্তন করিতেছেন যে, তোমার অরণ্যে অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সহিত নিত্য বিহার করিতেছেন এই নিশ্চয় করিয়া অগ্রে তোমার পাদপদ্ম বন্দনা করিতেছি যাহাতে আমার আশাতরু ফলবান্ হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ অনুগ্রহ কর ॥ ৩ ॥

হৃদি চিরবসদাশমণ্ডলালম্বপাদৌ
গুণবতি তব নাথৌ ন খিতুং জন্তুরেষঃ।
সপদি ভবদনুজ্ঞাং যাচতে দেবি বৃন্দে
ময়ি কির করুণার্দ্রাং দৃষ্টিমত্র প্রসীদ ॥ ৪ ॥

হে গুণবতি বৃন্দে! আমি চিরদিন মনে মনে যাঁহাদের পাদপদ্ম আশা করিতেছি, সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ তোমারই প্রভু অতএব সেই বস্তুলাভের পূর্ব্বে আমি তোমার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি, সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া অচিরাৎ আমার প্রতি প্রসন্না হও ॥ ৪ ॥

দধতং বপুরংশুকন্দলীং দলদিন্দীবরবৃন্দবন্ধুরাং।
কৃতকাঞ্চনকান্তিবঞ্চনৈঃ স্ফুরিতাং চারুমরীচিসঞ্চয়ৈঃ ॥ ৫ ॥

হে বৃন্দাবনেশ্বর! তুমি বিকসিত ইন্দীবরসমূহের ন্যায় মনোহর কান্তি শরীরে ধারণ করিতেছ, হে বৃন্দাবনেশ্বরি! শ্রীরাধিকে! তুমিও মনোজ্ঞ কাঞ্চননিন্দিত কান্তিসমূহে দেবীপ্যমানা ॥ ৫ ॥

নিচিতং ঘনচঞ্চলাততেরনুকূলেন দুকূলরোচিষা।
মৃগনাভিরুচঃ সনাভিনা মহিতাং মোহনপট্টবাসসা ॥ ৬ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি নিবিড় বিদ্যুৎবৃন্দের কান্তির ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট পীতাম্বরে সুশোভিত, হে শ্রীরাধিকে! তুমিও মৃগনাভির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ পট্টাম্বরে সুশোভিতা ॥ ৬ ॥

মাধুরীং প্রকটয়ন্তমুজ্জ্বলাং
শ্রীপতেরপি বরিষ্ঠসৌষ্ঠবাং।
ইন্দিরামধুরগোষ্ঠসুন্দরী
বৃন্দবিস্ময়করপ্রভোন্নতাং ॥ ৭ ॥

হে কৃষ্ণ! চতুর্ভুজ লক্ষ্মীনারায়ণের অঙ্গ সৌষ্ঠব অপেক্ষাও তোমার শ্রীঅঙ্গের উজ্জ্বল মাধুরী প্রকাশ পাইতেছ, হে রাধিকে! তোমার শ্রীঅঙ্গের কান্তিও লক্ষ্মীর ন্যায় পরম সুন্দরী ব্রজনারীগণের বিস্ময়করী হইয়াছে ॥ ৭ ॥

ইতরজনদুর্ঘটোদয়স্য
স্থিরগুণরত্নচয়স্য রোহণাদ্রিং।
অখিলগুণবতীকদম্বচেতঃ
প্রচুরচমৎকৃতিকারিসদ্‌গুণাঢ্যাং ॥ ৮ ॥

হে কৃষ্ণ! তুমি ইতর জনের দুষ্প্রাপ্য সার্ব্বজ্ঞ্য, সৌহার্দ্দ, ও কারুণ্য প্রভৃতি গুণরূপ রত্নের রোহণপর্ব্বত স্বরূপ, হে রাধিকে! তুমিও নিখিল গুণবতী নারীবৃন্দের চিত্তচমৎকারী গুণগণে সুশোভিতা ॥ ৮ ॥

নিস্তুল-ব্রজকিশোর-মণ্ডলী
মৌলিমণ্ডল-হরিন্মণীশ্বরং।
বিশ্ববিস্ফুরিত-গোকুলোল্লস-
ন্নব্যযৌবত-বতংসমালিকাং ॥ ৯ ॥

হে কৃষ্ণ! তুমি নিখিল ব্রজবালকের শিরোভূষণ মকরতমণিস্বরূপ, হে শ্রীরাধিকে! তুমি এই বিশ্বখ্যাত গোকুল মধ্যে যাবতীয় যুবতীগণের শিরোভূষণ কুসুমমালা স্বরূপ ॥ ৯ ॥

স্বান্তসিন্ধুমকরীকৃতরাধং
হৃন্নিশাকরকুরঙ্গিতকৃষ্ণাং।
প্রেয়সীপরিমলোন্মদচিত্তং
প্রেষ্ঠসৌরভহৃতেন্দ্রিয়বর্গাং ॥ ১০ ॥

হে কৃষ্ণ! তুমি চিত্তসাগরে শ্রীরাধিকাকে মকর স্বরূপ করিয়া রাখিয়াছ, হে শ্রীমতি! তুমিও শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়রূপ চন্দ্রমণ্ডল মধ্যে কুরঙ্গ করিয়া রাখিয়াছ, হে শ্রীকৃষ্ণ! শ্রীরাধিকার শ্রীঅঙ্গের গন্ধ পাইয়া তোমার চিত্ত উন্মত্ত হয়, হে শ্রীরাধিকে! শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গসৌরভে তোমার ইন্দ্রিয়বর্গ ক্ষুব্ধ হয় ॥ ১০ ॥

প্রেমমূর্ত্তিবরকার্ত্তিকদেবী
কীর্ত্তিগান মুখরীকৃতবংশং।
বিশ্বনন্দনমুকুন্দসমজ্ঞা-
বৃন্দকীর্ত্তনরসজ্ঞরসজ্ঞাং ॥ ১১ ॥

হে কৃষ্ণ! তুমি বংশীদ্বারা ব্রজরমণীপ্রধানা শ্রীরাধিকার গুণগান করিতেছে, হে শ্রীরাধিকে! তোমার রসনা শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তিকলাপের কীর্ত্তনরসে রসিকা ॥ ১১ ॥

নয়নকমলমাধুরীনিরুদ্ধ
ব্রজনবযৌবতমৌলিহৃন্মরালং।
ব্রজপতিসুতচিত্তমীনরাজ
গ্রহণপটিষ্ঠ বিলোচনান্তজালাং ॥ ১২ ॥

হে কৃষ্ণ! তোমার নয়নকমলের মধুদ্বারা ব্রজরমণী প্রধানা শ্রীরাধিকার চিত্তহংস নিরুদ্ধ হইয়াছে, হে শ্রীরাধিকে! তোমারও কটাক্ষরূপ জালদ্বারা ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের চিত্তরূপ মীনরাজ আবদ্ধ হইয়াছে ॥ ১২ ॥

গোপেন্দ্রমিত্রতনয়া ধ্রুবধৈর্য্যসিন্ধু-
পানক্রিয়া কলসসম্ভব-বেণুনাদং।
বিদ্যামহিষ্ঠমহতীমহনীয়গান-
সম্মোহিতাখিলবিমোহনহৃৎকুরঙ্গাং ॥ ১৩ ॥

হে কৃষ্ণ! তোমার বংশীধ্বনিরূপ অগস্ত্যমুনি, বৃষভানুসুতা শ্রীরাধিকার ধৈর্য্যরূপ অতি গভীর সমুদ্র পান করিতেছে, হে শ্রীরাধিকে! তুমিও মনোহর বীণা সঙ্গীত দ্বারা বিশ্বমোহনকারী শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকুরঙ্গ বিমোহিত করিয়াছ ॥ ১৩ ॥

কাপ্যানুষঙ্গিকতয়োদিতরাধিকাখ্যা-
বিস্মারিতাখিলবিলাসকলাকলাপং।
কৃষ্ণেতি বর্ণযুগলশ্রবণানুবদ্ধ-
প্রাদুর্ভবজ্জড়িমড়ম্বরসংবৃতাঙ্গীং ॥ ১৪ ॥

হে কৃষ্ণ! তুমি কোন সময়ে যে কোন প্রসঙ্গে শ্রীরাধিকার নাম শ্রবণ করিলে তৎক্ষণাৎ বিলাসাদি সমস্ত কার্য্য ভুলিয়া যাও, হে শ্রীরাধিকে! তুমিও কৃষ্ণ এই বর্ণদ্বয় শ্রবণ মাত্র তৎক্ষণে সাত্ত্বিকভাব সূচক জাড্যভাব অঙ্গে ধারণ কর ॥ ১৪ ॥

ত্বাঞ্চ বল্লবপুরন্দরাত্মজ
তাঞ্চ গোকুলবরেণ্যনন্দিনি।
এষ মূর্দ্ধরচিতাঞ্জলির্নমন্
ভিক্ষতে কিমপি দুর্ভগো জনঃ ॥ ১৫ ॥

হে বল্লবপুরন্দরাত্মজ কৃষ্ণ! হে গোকুলবরেণ্য বৃষভানু নন্দিনি রাধিকে! এই হতভাগ্য আমি মস্তকে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া তোমাদের উভয়কে প্রণাম করত কিছু ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছি ॥ ১৫ ॥

হন্ত সান্দ্রকরুণাসুধাঝরী
পূর্ণমানসহ্রদৌ প্রসীদতং।
দুর্জনেঽত্র দিশতং রতের্নিজ-
প্রেক্ষণপ্রতিভুবশ্ছটামিপি ॥ ১৬ ॥

হে কৃষ্ণ! হে রাধিকে! তোমাদের উভয়ের মানসহ্রদ করুণারূপ অমৃতনদীদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছে, অতএব এই দুর্জ্জনের প্রতি প্রসন্ন হও এবং তোমাদের দর্শনের উপায় স্বরূপ রতিবিশেষে উপদেশ কর ॥ ১৬ ॥

শ্যাময়োর্নববয়ঃ সুষমাভ্যাং
গৌরয়োরমলকান্তিযশোভ্যাং।
কাপি বামখিলবল্লবতংসৌ
মাধুরী হৃদি সদা স্ফুরতান্মে ॥ ১৭ ॥

হে কৃষ্ণ! হে রাধিকে! তোমরা জগতে যাবতীয় উপমান বস্তুর শিরোভূষণ, তোমাদের উভয়ের মধ্যে একজন অভিনব বয়স হেতু শ্যামা অর্থাৎ উত্তমা যুবতীনারীর লক্ষণে লক্ষিতা এবং একজন পরম শোভা হেতু শ্যাম অর্থাৎ মরকত মণির ন্যায় উজ্জ্বল, আর একজন নির্ম্মল কান্তি হেতু প্রতপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় গৌরাঙ্গী ও একজন নির্ম্মল যশঃ হেতু গৌর অর্থাৎ শুভ্রবর্ণ অতএব তোমাদের এই প্রকার রূপমাধুরী আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজিত হউক ॥১৭॥

সর্ব্ববল্লববরেণ্যকুমারৌ
প্রার্থয়ে বত যুবাং প্রণিপত্য।
লীলয়া বিতরং নিজদাস্যং
লীলয়া বিতরতং নিজদাস্যং॥ ১৮॥

হে কৃষ্ণ! তুমি ব্রজরাজ শ্রীনন্দের নন্দন, হে শ্রীমতি! তুমিও সমস্ত ব্রজবাসিপ্রধান বৃষভানুর নন্দিনী, অতএব আমি তোমাদিগকে প্রণাম করিয়া পুনঃ পুনঃ এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তোমরা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে নিজ দাস্য প্রদান কর॥ ১৮॥

প্রণিপত্য ভবন্তমর্থয়ে
পশুপালেন্দ্রকুমার কাকুভিঃ।
ব্রজযৌবতমৌলিমালিকা
করুণাপাত্রমিমং জনং কুরু॥ ১৯॥

হে পশুপালেন্দ্র কুমার। আমি তোমাকে প্রণাম করিয়া কাকুবাক্যে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমি যাহাতে ব্রজরমণী প্রধানা শ্রীরাধিকার করুণাপাত্র হইতে পারি তাহার উপায় করুন॥ ১৯॥

ভবতীমভিবাদ্য চাটুভি
র্বরমুর্জ্জেশ্বরি বর্য্যমর্থয়ে।
ভবদীয়তয়া কৃপাং যথা
ময়ি কুর্য্যাদধিকাং বকান্তকঃ॥ ২০॥

হে উর্জ্জেশ্বরি শ্রীরাধিকে! আমি তোমাকে অভিবাদন করিয়া চাটুবাক্যে এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ তোমার ভাবে অর্থাৎ মধুরভাবে আমাকে সমধিক কৃপা করেন তাহার উপায় করুন॥ ২০॥

দিশি বিদিশি বিহারমাচরন্তঃ
সহ পশুপালবরেণ্যনন্দাভ্যাং।
প্রণয়িজনগণাস্তয়োঃ কুরুধ্বং
ময়ি করুণাং বত কাকুমাকলয্য ॥ ২১ ॥

হে তদীয় পার্ষদভক্তগণ! তোমরাও শ্রীরাধাকৃষ্ণের সঙ্গী হইয়া এই বৃন্দাবনের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছ, অতএব তোমরাও আমার দুঃখ বিবেচনা করিয়া আমার প্রতি কৃপা কর ॥ ২১

গিরিকুঞ্জকুটীরনাগরৌ
ললিতে দেবি সদা তবাশ্রয়ৌ।
ইতি তে কিল নাস্তি দুষ্করং
কৃপয়াঙ্গীকুরু মামতঃ স্বয়ং ॥ ২২ ॥

হে দেবি ললিতে! নিকুঞ্জনাগর শ্রীরাধাকৃষ্ণ সর্ব্বদা তোমার বচনস্থিত, এ নিমিত্ত তোমার অসাধ্য কিছুই নাই, অতএব তুমি কৃপা করিয়া যাহাতে আমি শ্রীরাধাকৃষ্ণের দাসত্ব করিতে পারি তাহার উপায় কর ॥ ২২ ॥

ভাজনং বরমিহাসি বিশাখে
গৌরনীলবপুষোঃ প্রণয়ানাং।
ত্বং নিজপ্রয়িনোর্ময়ি তেন
প্রাপয়স্ব করুণার্দ্রকটাক্ষং ॥ ২৩ ॥

হে বিশাখে! এই বৃন্দাবনে তুমি শ্রীরাধামাধবের শ্রেষ্ঠ প্রণয়পাত্র, অতএব তুমি নিজপ্রণয়ি সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের করুণাকটাক্ষ আমাকে লাভ করাও ॥ ২৩ ॥

সুবল-বল্লববর্য্যকুমারয়ো-
র্দয়িতনর্ম্মসখস্ত্বমসি ব্রজে।
ইতি তয়োঃ পুরতো বিধুরং জনং
ক্ষণমমুং কৃপয়াদ্য নিবেদয় ॥ ২৪ ॥

হে সুবল! এই ব্রজমণ্ডলে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধার তুমি প্রিয়সখা, অতএব অদ্য কিয়ৎক্ষণ আমার প্রতি কৃপা করিয়া আমার দুঃখবৃত্তান্ত তাঁহাদের নিকট নিবেদন কর ॥ ২৪ ॥

নামভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া।
৪ দামোদর, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৯

স্নেহবিগ্রহেষু—

শুভাশীষাং রাশয়ঃ সন্তু বিশেষাঃ

আপনার ২ দামোদর তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম।

শ্রীনামগ্রহণে আপনার উৎসাহ বৃদ্ধি হইয়াছে জানিয়া পরমানন্দিত হইলাম। শ্রীনামগ্রহণ করিতে করিতে অনর্থ অপসারিত হইলে শ্রীনামেই রূপ, গুণ ও লীলা আপনা হইতে স্ফূর্ত্তি হইবে। চেষ্টা করিয়া কৃত্রিম ভাবে রূপ, গুণ ও লীলা স্মরণ করিতে হইবে না।

নাম ও নামী অভিন্ন বস্তু। আমাদের অনর্থ ঘুঁচিয়া গেলে উহা বিশেষ-রূপে উপলব্ধি হইবে। কৃষ্ণনাম নিরপরাধে উচ্চারিত হইলেই আপনি স্বয়ং বুঝিতে পারিবেন যে, 'নাম' হইতেই সকল সিদ্ধি হয়।

যিনি নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহার নিজ অস্মিতায় স্থূল সূক্ষ্ম শরীরের ব্যবধান ক্রমশঃ রহিত হইয়া নিজ সিদ্ধরূপ উদিত হয়। নিজ সিদ্ধ স্বরূপ উপস্থিত হইয়া নাম উচ্চারিত হইতেই কৃষ্ণরূপের অপ্রাকৃত দৃগ্‌গোচর হয়। শ্রীনামই জীবের স্বরূপ উদয় করাইয়া কৃষ্ণরূপে আকর্ষণ করান। শ্রীনামই জীবের স্বগুণের উদয় করাইয়া কৃষ্ণগুণে আকর্ষণ করান। শ্রীনামই জীবের স্বক্রিয়া উৎপন্ন করাইয়া কৃষ্ণ লীলায় আকর্ষণ করান। 'নাম-সেবা' বলিলে নামোচ্চারণকারীর নিজ প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠনাদিও তন্মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট। কায়মনোবাক্যে নামের সেবা আপনার হৃদয়াকাশে আপনা হইতেই উদিত হইবে। শ্রীনাম কি বস্তু তদ্বিষয়িণী সকল আলোচনা আপনা হইতে নামোচ্চারণকারী, হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। শাস্ত্র-শ্রবণ, পঠন ও তদ্বিষয়ক অনুশীলন দ্বারা শ্রীনামের স্বরূপ উদিত হন। এ সম্বন্ধে অধিক লিখা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীনামগ্রহণ করিতে করিতে আপনার সকল বিষয় স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে।

পবিত্র ও অপবিত্র উভয় বস্তু জড়সত্য, কিন্তু ভগবৎসেবাসম্বন্ধে অপবিত্রতা ত্যাগ করিতে হইবে। সত্ত্বগুণে—পবিত্র বস্তু, রজস্তমোগুণে অপবিত্রতা

আবদ্ধ। সত্ত্বগুণ-দ্বারা রজস্তমো নিরাশ করিতে হইবে অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বেই অবস্থান করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণকে পবিত্র জানিয়া তাদৃশ উপাদানে হরিসেবা করিতে হইবে। অপবিত্র বুদ্ধিবিচারে অর্থাৎ রজস্তমোগুণজাত বস্তু ভগবানে অর্পিত হইবে না। আবার পবিত্র বস্তু নির্গুণ না হইলে ভগবান্ গ্রহণ করেন না, তাহা প্রদাতার চিত্তবৃত্তির উপর নির্ভর করে। পবিত্র অবশ্যই বিচার্য্য। অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয় হইলে পবিত্র ও অপবিত্র বিচার ছাড়িয়া অপ্রাকৃতের বিবেক আসিয়া পড়িবে।

অত্রস্থ কুশল। আপনার ভজন-কুশল মধ্যে মধ্যে জানাইয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ঠাকুর মহাশয় ভাল আছেন। তাঁহার ভজন-সংবাদ মধ্যে মধ্যে পাইয়া আমরা কৃতার্থ। * * * * 'শ্রীসজ্জনতোষণী' পাঠ করিবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(নামাভাস)

১। নামাভাসের দ্বারা কি শুভোদয় হয়?

"নামাভাসের দ্বারা সর্ব্ব-পাপ ক্ষয় হয়। সর্ব্ব পাপ ও অনর্থ দূর হইলে শুদ্ধ নাম ভক্তের জিহ্বায় নৃত্য করেন; তখন শুদ্ধ নাম তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রেম দান করেন।"

—'নামগ্রহণ বিচার', হঃ চিঃ

২। মায়াবাদীর মুখোচ্চারিত কৃষ্ণনামাক্ষর কি কৃষ্ণনাম নহে?

"মায়াবাদীর মুখ হইতে যে কৃষ্ণনাম নিঃসৃত হয়, তাহা কৃষ্ণনাম নয়; তাহা কেবল **কৃষ্ণনামের প্রতিবিম্ব আভাস-মাত্র**। অতএব তাহা উচ্চারণ করিয়াও মায়াবাদী নামাপরাধ-দোষে পতিত।"

—'মায়াবাদী কাহাকে বলে?' সঃ তোঃ ৫।১২

৩। প্রতিবিম্ব ও ছায়া-নামাভাসের ভেদ কি?

"শাস্ত্রে অনেক-স্থানে এইরূপ শব্দ-সকল পাওয়া যায়—নামাভাস, বৈষ্ণবাভাস, শ্রদ্ধাভাস, ভাবাভাস, রত্যাভাস, প্রেমাভাস, মুক্ত্যাভাস ইত্যাদি।

সর্ব্বত্র 'আভাস' শব্দের একটি সুন্দর অর্থ আছে, তাহাই এই প্রকরণে বিচারিত হইয়াছে। প্রকৃত-প্রস্তাবে 'আভাস' দুই প্রকার—অর্থাৎ স্বরূপ-আভাস ও প্রতিবিম্বাভাস, স্বরূপাভাসে বস্তুর পূর্ণ-কান্তি সঙ্কুচিতভাবে প্রকাশিত হয়; যথা—মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের স্বল্পকান্তিদ্বারা স্বল্প আলোক; প্রতিবিম্বাভাস —স্বরূপের বিকৃতি-মাত্র অন্যাকারে উদিত হয়; যথা,—'আভাসস্তু মৃষা-বুদ্ধিরবিদ্যা-কার্য্যমুচ্যতে'। জল হইতে প্রতিবিম্বিত আলোক উচ্ছলিত হইয়া যেমন প্রকাশিত হয়, তদ্বৎ। নামসূর্য্য জীবের অজ্ঞান ও অনর্থরূপ কুজ্ঝটিকা ও মেঘকর্ত্তৃক যতক্ষণ আচ্ছাদিত, ততক্ষণ সেই সূর্য্যের সঙ্কুচিত অতি ক্ষুদ্র আলোক পরিদৃশ্য হয়। এই অবস্থায় জগতে নামাভাস অনেক শুভ ফল প্রদান করেন। সেই নাম-জ্যোতিঃ মায়াবাদ-হ্রদ হইতে প্রতিবিম্বিত হইলে প্রতিবিম্ব-নামাভাস হয়। তাহাতে সাযুজ্যাদি ফল হইলেও নামের চরম ফল-রূপ প্রেম উৎপন্ন হয় না। এ নামাভাসটী একটি প্রধান নামাপরাধ, এই জন্য ইহাকে নামাভাস বলা যায় না। কেবল ছায়া-নামাভাসকেই নামাভাস বলিয়া চারি প্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে। হেয় প্রতিবিম্ব নামাভাসকে দূর করিয়া নামাভাসেরও পূজা সর্ব্বশাস্ত্রে দেখা যায়। অজ্ঞানজনিত অনর্থ হইতে ছায়া-নামাভাস, দুষ্ট-জ্ঞানজনিত অনর্থ হইতে প্রতিবিম্ব-নামাভাসরূপ ভক্তিবাধক অপরাধ বিচারিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-প্রায় অর্থাৎ বৈষ্ণবাভাস ব্যক্তিকে বৈষ্ণব না বলিলেও তাহার মায়াবাদ অপরাধ না থাকা প্রযুক্ত তাহাকে কনিষ্ঠ বা প্রাকৃত ভক্ত বলিয়া সম্মান করা যায়। কেন না, সৎসঙ্গে তাঁহার শীঘ্রই মঙ্গল হইতে পারে। সুতরাং শুদ্ধভক্তগণ তাঁহাকে ত্রিবর্গগত বালিশ বলিয়া কৃপা করিবেন। বিদ্বেষী মায়াবাদীর ন্যায় তাহাকে উপেক্ষা করিবেন না। তাঁহার লৌকিকী শ্রদ্ধায় অর্চ্চ-মাত্র-পূজা-প্রবৃত্তিকে সম্বর্দ্ধিত করিয়া ভগবৎ-ভাগবতসেবোপযোগী সম্বন্ধ-জ্ঞান-সম্বলিত ভক্তি দান করিবেন। তবে যদি তাঁহার অচ্ছেদ্য মায়াবাদ-বিশ্বাস দেখা যায়, তবে তাঁহাকে অবশ্য উপেক্ষা করিবেন।" —'নামাভাস-বিচার', হঃ চিঃ

৪। অনর্থ থাকিতে কি শুদ্ধ নাম হয়?

"অসত্তৃষ্ণা, হৃদয়দৌর্ব্বল্য, অপরাধ।
অনর্থ—এ সব মেঘরূপে করে বাধ॥
নাম-সূর্য্য—রশ্মি ঢাকে, নামাভাস হয়।
স্বতঃসিদ্ধ কৃষ্ণনামে সদা আচ্ছাদয়॥" — হঃ চিঃ, ৩য় পঃ

৫। সর্ব্বশুভকর্ম্মাপেক্ষা নামাভাস প্রশস্যতর কেন ?

"নামাভাস জীবের প্রধান সুকৃতির মধ্যে গণ্য হয়। ধর্ম্ম, ব্রত, যোগ, হুতাদি সর্ব্বপ্রকার শুভকর্ম্ম অপেক্ষা নামাভাস শ্রেষ্ঠফল-প্রদ।"

—নামাভাস-বিচার', হঃ চিঃ

৬। নামাভাসে ফল কি ?

বৈকুণ্ঠাদি লোকপ্রাপ্তি নামাভাসে হয়।
বিশেষতঃ কলিযুগে সর্ব্বশাস্ত্র কয়॥

—'নামাভাস-বিচার', হঃ চিঃ

৭। নামাভাস কয় প্রকার ও তাহাদের তারতম্য কি ?

"সঙ্কেত, পরিহাস, স্তোভ ও হেলা—এই চারিপ্রকার কার্য্যের সহিত নাম উচ্চারিত হইলে নামাভাস হয়। অতএব সেই সেই কার্য্য-সহযোগে নামাভাস চারি প্রকার। হেলা অপেক্ষা স্তোভ, স্তোভ অপেক্ষা পরিহাস এবং পরিহাস অপেক্ষা সঙ্কেত অল্প-দোষাবহ।"

—'নামাভাস-বিচার', হঃ চিঃ

৮। নামাভাসের নিবৃত্তিকাল কখন ?

"সম্বন্ধতত্ত্বের জ্ঞান যাবৎ না হয়।
তাবৎ সে নামাভাস জীবের আশ্রয়॥"

—হঃ চিঃ, ৩য় পঃ

৯। আভাস কত প্রকার ?

"নামরূপ সূর্য্যের দুই প্রকার আভাস অর্থাৎ নাম-ছায়া ও নাম-প্রতিবিম্ব। বিজ্ঞগণ 'ভক্ত্যাভাস', 'ভাবভাস', 'নামাভাস', 'বৈষ্ণবাভাস',—এই সকল অনুক্ষণ ব্যবহার করেন। সর্ব্বপ্রকার আভাসই 'প্রতিবিম্ব' ও 'ছায়া'-ভেদ দুই প্রকার।"

—জৈঃ ধঃ, ২৪শ অঃ

১০। 'বৈষ্ণবপ্রায়' কাহাকে বলে ?

"'বৈষ্ণবপ্রায়' শব্দের অর্থ এই যে, প্রকৃত বৈষ্ণবের ন্যায় মালা-মুদ্রাদি ধারণ-পূর্ব্বক 'নামাভাস' করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত বা 'শুদ্ধ-বৈষ্ণব' ন'ন।

—জৈঃ ধঃ, ২৫ অঃ

১১। নামাভাস কোন্ অবস্থায় নামাপরাধ বলিয়া গণ্য হয় ? উহার ফল কি ?

"শুদ্ধনাম না হইলেই 'নামাভাস' হইল। এই নামাভাস কোন অবস্থায় 'নামাভাস' বলিয়া উক্ত হয়, কোন অবস্থায় 'নামাপরাধ' বলিয়া উক্ত হয়। যে-স্থলে অজ্ঞতা-বশতঃ অর্থাৎ ভ্রম-প্রমাদ-বশতঃ নামের অশুদ্ধ লক্ষণ হয়, সে-স্থলে কেবল 'নামাভাস'; যে-স্থলে মায়াবাদাদি-জনিত ধূর্ত্ততা, মুমুক্ষা ও ভোগ-বাঞ্ছা হইতে অশুদ্ধ নামের উদয় সে-স্থলে নামাপরাধ হয়। যে দশটি নামাপরাধ তোমাদিগকে বলিয়াছি, তাহা যদি সরলতা, অজ্ঞতা হইতে হইয়া থাকে, তবে সে-সমস্তই 'নামাভাস' মাত্র। জ্ঞাতব্য এই যে, নামাভাস যতদিন অপরাধ-লক্ষণ না পায়, ততদিন নামাভাস বিদূরিত হইয়া শুদ্ধ-নামোদয়ের আশা থাকে, অপরাধ-লক্ষণ হইলে আর সহজে নামোদয় হয় না, নামাপরাধ ক্ষয়ের যে পদ্ধতি বলা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আর অন্য উপায়ে মঙ্গল উদিত হয় না।"

—জৈঃ ধঃ, ২৫শ অঃ

১২। সাঙ্কেত্য-নামাভাসের উদাহরণ-স্থল কি?

"অজামিল মরণ-সময়ে স্বীয় পুত্রকে 'নারায়ণ' নামে আহ্বান করিয়াছিল—কৃষ্ণের নাম নারায়ণ বলিয়া অজামিলের সাঙ্কেত্য-নাম-গ্রহণের ফল লাভ হইয়াছিল।" —জৈঃ ধঃ, ২৫শ অঃ

১৩। স্তোভ-নামাভাসের উদাহরণ কি?

"একজন সুবৈষ্ণব হরিনাম উচ্চারণ করিতেছেন, তখন একজন পাষণ্ড আসিয়া কদর্য্য-মুখ-ভঙ্গি করতঃ বলিল,—'হোঁ তোর হরিকেষ্ট সকলই করিবে।' ইহাই **স্তোভের উদাহরণ**; তাহাতেও সেই পাষণ্ডের মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে,—নামাক্ষরের এরূপ স্বাভাবিক বল।"

—জৈঃ ধঃ, ২৫শ অঃ

১৪। কিরূপ 'হেলনে' নামাভাস হয়?

"ধূর্ত্ততার সহিত হেলন হইলে 'অপরাধ', আর অজ্ঞতার সহিত হেলন হইলে 'নামাভাস'।" —জৈঃ ধঃ, ২৫শ অঃ

১৫। নামাভাসে কি কি লাভ হইতে পারে?

"ভুক্তি, মুক্তি, অষ্টাদশ সিদ্ধির অন্তর্গত সকল ফলই নামাভাস হইতে লাভ হয়, কৃষ্ণপ্রেমরূপ পরম-পুরুষার্থ নামাভাস হইতে লাভ হয় না।"

—জৈঃ ধঃ, ২৫শ অঃ

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সাধ্য-সার

রাধাকৃষ্ণ-সেবাতরে যেই ত্যাগ নয়।
সে ত্যাগেতে আত্মধ্বংস জানিবে নিশ্চয়॥
রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্মে না হ'লে মমতা।
বাড়ীবে ভোগের বহ্নি না হবে সমতা॥
রাধাকৃষ্ণ-সেবা বিনা পুণ্য নাহি আর।
অন্যত্র পুণ্য নামে ঘোর পাপাচার॥
রাধাকৃষ্ণ-বাণী ত্যজি' অন্য যেবা দান।
মায়াদাস বলি' তারে জানিবে বিদ্বান্॥
রাধাকৃষ্ণ-পদসেবা যার তপ নয়।
অসুর বলিয়া তারে জানিবে নিশ্চয়॥
রাধাকৃষ্ণ বিনা যেবা করে অন্য জপ।
কপটী দুর্জ্জন সেই বিষয়ী মত্তপ॥
রাধাকৃষ্ণ-পদসেবা ত্যজে যেই জন।
পতিত সর্ব্বদা রহে সেই অভাজন॥
রাধাকৃষ্ণ-জয়গান যেই শ্রুতি গায়।
শ্রুতিসার বলি জেনে শিরে ধর তায়॥
রাধাকৃষ্ণ-সেবা বিনা গতি নাহি ভবে।
অন্যত্র হইলে গতি দুর্গতি লভিবে॥
রাধাকৃষ্ণ-সেবা বিনা শান্তি কোথা আর?
অন্যত্র শান্তির নামে শুধু হাহাকার॥
রাধাকৃষ্ণ-সেবা বিনা কোথা (সদা) স্থিতি?
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে শুধু হয় গতাগতি॥
রাধাকৃষ্ণ-সেবা বিনা মুক্তি কভু নাই।
চিদানন্দ-সেবানন্দ চতুর্ব্বর্গ পাই॥
রাধাকৃষ্ণ-সেবায় নাই যার প্রয়াস।
সে-কর্ম্ম-মাঝারে নাহি কভু মঙ্গলাশ॥
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যসেবা যে-জ্ঞানেতে নাই।
সে-জ্ঞান কুজ্ঞান বলি জান সর্ব্বদাই॥

রাধাকৃষ্ণ-সেবাযোগ নাই যে-সাধনে।
বিয়োগ ঘটিবে চির প্রেমানন্দ সনে॥
রাধাকৃষ্ণ-পদ-সেবা যেই ব্রত ত্যজে।
সেই ব্রতে রত জীব বিষ্ঠাকুণ্ডে মজে॥
রাধাকৃষ্ণ-পদ-চিন্তা নাই যে-ধ্যানেতে।
সে-ধ্যানে বদ্ধ হইয়া মরে অকূলেতে॥
রাধাকৃষ্ণ-সেবা ত্যজি ভক্তি কারে কয়?
অন্যত্রে নাহিক ভক্তি, কপটতা-ময়॥
রাধাকৃষ্ণ-সেবানন্দে নাহি যার মতি।
সর্ব্বগুণী হইলেও সেই খল অতি॥
রাধাকৃষ্ণ-সেবানন্দে যার প্রীতি নাই।
তার সঙ্গে প্রীতি হ'লে ঘোর দুঃখ পাই॥
রাধাকৃষ্ণ-সেবা ত্যজি প্রেম কোথা আছে?
অন্যত্র দুর্গন্ধ কামে ফাঁস আছে পাছে॥
রাধাকৃষ্ণ-পাদপদ্ম জীবের শরণ্য।
কারণ-কারণ তাঁরা জীবে করে ধন্য॥

—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—৪১)

অনন্তর বৈদিক কর্ম্মার্পণের প্রশংসা করিতেছেন,—

ক্লেশভূর্য্যল্পসারাণি কর্ম্মাণি বিফলানি বা।
দেহিনাং বিষয়ার্ত্তানাং ন তথৈবার্পিতং ত্বয়ি॥ (ভাঃ ৮।৫।৪৭)

বিষয় পীড়িত ব্যক্তিগণের কর্ম্মসকল কোথায়ও ক্লেশবহুল ও অল্পসার, আবার কোন স্থলে কৃষিকর্ম্মের ন্যায় নিষ্ফল হয়। কিন্তু আপনার প্রতি অর্পিত কর্ম্ম তাদৃশ হয় না। অনায়াসে যে কোনরূপে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম যদি কামনা সহকারেও অর্পিত হয়, তথাপি সেই কামনানুযায়ী ফলের প্রাপ্তি অবশ্যই হয় এবং উহা উৎকৃষ্টরূপেই হইয়া থাকে। বিশেষতঃ তাবন্মাত্রফল

প্রদানেই উক্ত কর্ম্মের সমাপ্তি হয় না; যেহেতু উহার সংসায় বিধ্বংসরূপ ফলও শ্রুত হয়; যথা—

যানাস্থায় নরো রাজন্নপ্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে নস্খলেন্ন পতেদিহ ॥

(ভাঃ ১১।২।৩৫)

হে রাজন্, যে ভাগবতধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া মনুষ্য কোনকালে বিপন্ন হয় না এবং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধাবিত হইলেও ভাগবত-ধর্ম্মাবলম্বীর কখনও স্খলন হয় না।

শ্রীগীতাতেও উক্তি আছে,—

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ (গীঃ ২।৪০)

ভগবদর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগের আরম্ভের কখনও ব্যর্থতা ঘটে না। ইহাতে মন্ত্রের অঙ্গাদিবৈকল্যেও কখনও কোন প্রত্যবায় হয় না। আর অল্পমাত্র অনুষ্ঠিত হইলেও অনুষ্ঠাতাকে মহাভয় হইতে ত্রাণ করে।

সেই কর্ম্মার্পণ বিষয়ে পুনশ্চ বলিতেছেন,—

এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্ ॥
আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্ ॥
এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতা পরে ॥

(ভাঃ ১।৫।৩২-৩৪)

হে ব্রহ্মন্! ইহাই তাপত্রয়ের চিকিৎস্বরূপে কথিত হইয়াছে। সেই চিকিৎসা কি? তদুত্তরে বলিতেছেন, ভগবানে কর্ম্মার্পণই তাপত্রয়ের চিকিৎসা। কিরূপ ভগবানে? উত্তর—যিনি স্বরূপতঃ ভগবান্ অর্থাৎ পূর্ণস্বরূপ ঐশ্বর্য্যাদি-যুক্ত সর্ব্বাংশী; অংশবিশেষ দ্বারা জীবাদির নিয়তৃত্ব হেতু ঈশ্বর অর্থাৎ পরমাত্মা এবং স্বরূপভূত বিশেষরহিত অবস্থায় নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্ররূপে প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম শব্দবাচ্য। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে—সংসারের হেতুভূত কর্ম্মসকল এক একটী সংকল্প হইতেই বিহিত হইয়া থাকে। সুতরাং উহারা কিরূপে ত্রিতাপ নিবর্ত্তক হইবে? উত্তর—সামগ্রীবিশেষের গুণে ঐরূপ হয়। যে দ্রব্য

দ্বারা প্রাণিগণের আময় (পীড়া) উৎপন্ন হয়। সেই দ্রব্য চিকিৎসিত অর্থাৎ দ্রব্যান্তর যুক্ত হইলে রোগ নিবারণ করে, যথা কৃত সেবনে আময় হইলে ঘৃতরসায়নে তাহার নাশ হয়।

এইরূপ মনুষ্যগণের কাম্য কর্ম্মসকল সংসার বন্ধনের হেতু হইলেও তাহা পরবস্তু অর্থাৎ ভগবানে অর্পিত হইলে সংসার ধ্বংস পর্য্যন্ত ফল ঐ কর্ম্ম আত্ম-বিনাশের কারণ হয়। অর্থাৎ তদ্দ্বারা সংসার-নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

কর্ম্মফল বাস্তবিকপক্ষে ভগবদধীন অর্থাৎ তিনিই কর্ম্মফলের নিয়ন্তা; সুতরাং যে দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি উহা ভগবানে অর্পণ না করিয়া নিজেই আত্মসাৎ করে, তাহার তচ্ছফল প্রাপ্তি ও সংসারদশাযুক্তই হইয়া থাকে কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তির তদ্‌বিপরীত হয়। অর্থাৎ উৎকৃষ্টফল প্রাপ্তি ও সংসার ধ্বংস হইয়া থাকে। এতৎপ্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত,—

"সংপ্রচরৎসু নানাযাগেষু বিরচিতাঙ্গক্রিয়েষ্বপূর্ব্বং যৎ তৎ ক্রিয়াফলং ধর্ম্মাখ্যং পরে ব্রহ্মণি যজ্ঞপুরুষে সর্ব্বদেবতালিঙ্গানাং মন্ত্রাণামর্থনিয়ামকতয়া সাক্ষাৎ কর্ত্তরি পরদেবতায়াং ভগবতি বাসুদেব এব ভাবয়মান আত্মনৈপুণ্য-মৃদিতকষায়ো হবিঃষ্বধ্বর্য্যুভির্গৃহ্যমানেষু স যজমানো যজ্ঞভাজো দেবাংস্তান্ পুরুষাবয়বেষ্বভ্যধ্যায়ৎ॥" (ভাঃ ৫।৭।৬) অর্থাৎ বিরচিত (অনুষ্ঠিত) অঙ্গক্রিয়া সকল যে সকল যাগে প্রবর্ত্তমান হইলে তজ্জাত অপূর্ব্ব (ধর্ম্ম) ভগবানেই ভাবনা করিতে করিতে সেই যজমান (ভরত) যজ্ঞ ভাগভাগী দেবগণকে (সূর্য্যদিকে) বাসুদেবের অবয়বরূপেই চিন্তা করিয়াছিলেন কিন্তু পৃথক্ ঈশ্বররূপে ভাবনা না করিয়া আত্মনৈপুণ্যবশতঃ মৃদিত কষায় (রাগাদি ক্ষীণ) হইয়া যজ্ঞভাগী অপর দেবতাগণের প্রতি পৃথক্ বুদ্ধি করেন নাই।

এই অপূর্ব্ববিষয়ে মীমাংসকগণের দ্বিবিধ পক্ষ বর্ত্তমান। (১) যাগকালে সূক্ষ্মরূপে উৎপন্ন যাগের নাম অপূর্ব্ব। (২) কালান্তরে ফলোৎপাদিকা শক্তিই অপূর্ব্ব।

এ সম্বন্ধে এরূপ উক্ত হইয়াছে—যাগ হইতেই কর্ম্মশক্তিকে দ্বার করিয়া সেই অপূর্ব্ব নামক ফল উৎপন্ন হয় অর্থাৎ যাগ হইতে শক্তি এবং শক্তি হইতে অপূর্ব্ব উৎপন্ন হয়। অথবা সূক্ষ্ম শাম্যাত্মক ফলরূপেই সেই অপূর্ব্ব উৎপন্ন হয়। এস্থলে আপত্তি এই যে, যদি যাগাদিতে দেবতা অঙ্গস্বরূপ এবং কর্ম্মই প্রধান—এইরূপ মত হয় তাহা হইলে অপূর্ব্ব কর্ত্তৃনিষ্ঠ হওয়াই সঙ্গত। এ সম্বন্ধে উক্তও হইয়াছে—যামাদি কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে অননুষ্ঠিত

কর্ম্মের বা অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তির যে যোগ্যতা শাস্ত্রগম্য, তাহাই পরে অপূর্ব্ব-রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। পক্ষান্তরে যজ্ঞে দেবতাই যদি প্রধান হয় এবং ঐ কর্ম্ম যদি দেবতার আরাধনার্থ হয়, তাহা হইলে ঐ 'অপূর্ব্ব' দেবতারই প্রসাদস্বরূপ বলিয়া দেবতাশ্রিতরূপে স্বীকার করাই সঙ্গত। পরন্তু কর্ম্মের পূর্ব্বে অসম্ভব প্রোক্ষণাদি কর্ম্মজনিত অপূর্ব্বই যজ্ঞসাধন ব্রীহি(ধান্য) প্রভৃতি দ্রব্যাশ্রিত হইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত যজমান যে অপূর্ব্বকে বাসুদেবে তদাশ্রিতরূপে ভাবনা করিয়াছিলেন, তাহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? তাহার উত্তর এই যে, যদি অপূর্ব্ব কর্ত্তৃনিষ্ঠই হয়, তবে অন্তর্য্যামী বাসুদেবই প্রবর্ত্তক বলিয়া তিনি মুখ্য কর্ত্তা এবং তন্নিবন্ধন অপূর্ব্ব তদাশ্রিতই হইয়া থাকে পরন্তু তৎকর্ত্তৃক প্রযুজ্য যজমানের আশ্রিত হয় না। কারণ—"শাস্ত্রীয় ফল প্রযোজক কর্ত্তাতেই থাকে"—এই ন্যায়ানুসারে কর্ম্মফল ভগবদাশ্রিতই স্বীকার্য্য।

প্রযোজক কর্ত্তাতে অপূর্ব্ব স্বীকার না করিলে অপ্রধান ঋত্বিক্ প্রভৃতিতেও অপূর্ব্বের অস্তিত্বপ্রসঙ্গ হয়। অতএব "সাক্ষাৎ কর্ত্তা" এই পদটী প্রদত্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে অপূর্ব্বের আশ্রয় দেবতা হইলেও বাসুদেবই পরম দেবতা বলিয়া অপূর্ব্বকে বাসুদেবাশ্রিতই বলিতে হইবে। এই জন্য "পরম-দেবত" এই পদটী উক্ত হইয়াছে। তাঁহার পরমদেবত্ববিষয়ে কারণ বলিতেছেন,—"সর্ব্বদেবতার লিঙ্গস্বরূপ" অর্থাৎ সেই সেই দেবতার প্রকাশক মন্ত্রসমূহের ইন্দ্রাদি দেবতারূপ যে অর্থসমূহ, তাহাদিগের নিয়ামকরূপে তিনি অবস্থিত। অতএব যজ্ঞে তিনিই তর্পণীয় এবং তিনিই ফলদাতা বলিয়া ভগবানেরই ফলাশ্রয়ত্ব সঙ্গত। এতাদৃশ ভাবনারূপ যে "আত্মনৈপুণ্য" অর্থাৎ আত্মকৌশল ঐ কৌশলদ্বারা "মৃদিত" অর্থাৎ ক্ষীণ "কষায়" অর্থাৎ রাগাদি যাঁহার, তাদৃশ। 'অধ্বর্য্যুগণ' এই শব্দে বহুবচন নানাবিধ কর্ম্মের অভিপ্রায়ে বুঝিতে হইবে। (শ্রীধরস্বামির টীকা)

এস্থলে বিষ্ণুকে যাগাদির আদিরূপেই লাভ হয় অথবা যাগাঙ্গরূপে তাঁহার ভজনে দোষই লক্ষিত হয়। এসম্বন্ধে পাদ্মোত্তরখণ্ডে এইরূপ উক্তি আছে,—উদ্দিশ্য দেবতা এবজুহোতি চ দদাতি চ। স পাষণ্ডীতি-বিজ্ঞেয়ঃ স্বতন্ত্রো বাপি কর্ম্মসু॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি অপর দেবগণের উদ্দেশ্যেই দান হোমাদি করে, তাহাকে 'পাষণ্ডী' অথবা কর্ম্মবিষয়ে স্বাধীন মতাবলম্বী বলিয়া জানিবে।

পাষণ্ডী অর্থাৎ বৈষ্ণবমার্গ হইতে ভ্রষ্ট শ্রীগীতায়ও উক্ত হইয়াছে,—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্।
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে।
(গীঃ ৯।২৩-২৪)

হে কৌন্তেয়, যাহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্যদেবতার উপাসনা করে, তাহারাও মোক্ষপ্রাপকবিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক আমারই উপাসনা করে। আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু ফলদাতা এইরূপ তাত্ত্বিক জ্ঞান যাহাদের নাই, তাহারা তত্ত্ববস্তু হইতে বিচ্যুত অর্থাৎ সংসারগ্রস্ত হয়। অতএব বাস্তব-বিচারে অখিলবেদমার্গ শ্রীভগবানেই পর্য্যবসিত হইতেছে। এই অভিপ্রায়েই শ্রীঅক্রূর বলিয়াছেন,—

সর্ব্ব এব যজন্তি ত্বাং সর্ব্বদেবময়েশ্বরম্।
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যদ্যপ্যন্যধিয়ঃ প্রভো॥
যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জ্জন্যাপূরিতাঃ প্রভো।
বিশন্তি সর্ব্বতঃ সিন্ধুং তদ্বত্ত্বাং গতয়োঽন্ততঃ॥
(ভাঃ ১০।৪০।৯-১০)

হে প্রভো, যাহারা নানাদেবতার ভক্ত, তাহাদের বুদ্ধি যদিও অন্য-দেবতায় আসক্ত, তথাপি সকলেই সর্ব্বদেবময় ঈশ্বর আপনারই ভজন করিয়া থাকে। হে প্রভো! পার্ব্বত্য নদীসমূহ যেরূপ বর্ষার জলে পূর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে সমুদ্রকেই প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পর্ব্বতসমূহ সমুদ্রকে প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ গতি অর্থাৎ অর্চ্চাসকল নানাদেবতা হইতে নিঃসৃত হইয়া অন্ততঃ অর্থাৎ পর্য্যবসানে আপনাকেই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অর্চ্চকগণ আপনাকে প্রাপ্ত হয় না।

গতি শব্দের অর্থ মার্গ। অন্ততঃ অর্থে বিচার পর্য্যবসানে।

এবং কর্ম্মবিশুদ্ধ্যা বিশুদ্ধসত্ত্বস্যান্তর্হৃদয়াকাশ-শরীরে ব্রহ্মণি ভগবতি বাসুদেবে মহাপুরুষরূপোপলক্ষণে শ্রীবৎসকৌস্তুভবনমালাদিরগদাদিভিরুপলক্ষিতে নিজ-পুরুষহৃল্লিখিতেনাত্মনি পুরুষরূপেণ বিরোচমান উচ্চৈস্তরাং ভক্তিরনুদিন-মেধমানরয়াজায়ত॥ (ভাঃ ৫।৭।৭)

পূর্ব্বোক্তরূপ কর্ম্মবিশুদ্ধি দ্বারা বিশুদ্ধঅন্তঃকরণ ভরতের ভক্তি অর্থাৎ শ্রদ্ধাযুক্ত শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপা ভক্তি জন্মিয়াছিল। কাহার প্রতি? তদুত্তর—

ভগবান্ বাসুদেবে অর্থাৎ যিনি পূর্ণস্বরূপ এবং ভোগ ও সর্ব্ববস্তুর নিবাসহেতু যিনি বাসুদেব ও ভগবান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ। অন্তর্হৃদয়ে যে আকাশ বর্ত্তমান্, তাহাই শরীর অর্থাৎ নিজের আবির্ভাব বিশেষের অধিষ্ঠান যাঁহার তিনিই অন্তর্হৃদয়াকাশ শরীরী অর্থাৎ পরমাত্ম-সংজ্ঞা অন্তর্য্যামী। ব্রহ্মস্বরূপ অর্থাৎ যিনি নির্ব্বিশেষরূপে আবির্ভাবদশায় ব্রহ্মসংজ্ঞক। তাঁহারা নিরাকারতা নিষেধ জন্য বলিয়াছে,—'মহাপুরুষরূপোরলক্ষণ' অর্থাৎ মহাপুরুষের যাদৃশ রূপ শাস্ত্রে শ্রুত হয়, সেইরূপ লক্ষিত অর্থাৎ দৃষ্ট হয় যাঁহাতে তাদৃশ বাসুদেবে। আরও বলিয়াছেন,—

শ্রীবৎসাদিদ্বারা উপলক্ষিত অর্থাৎ চিহ্নিত। এধমানরয়া—ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল প্রকর্ষযুক্তা।

পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মার্পণ দ্বিবিধ—এক ভগবৎপ্রীণনরূপ, অন্য ভগবানে কর্ম্মত্যাগরূপ।

কুর্ম্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

প্রীণাতু ভগবানীশ কর্ম্মণানেন শাশ্বতঃ।
করোতি সততং বুদ্ধ্যা ব্রহ্মার্পণমিদং পরম্॥
যদ্বা ফলানাং সন্ন্যাসংপ্রাচুর্য্যাৎ পরমেশ্বরে।
কর্ম্মণামেতদপ্যাহু ব্রহ্মার্পণমনুত্তমম্॥

সনাতন ঈশ্বর ভগবান্ এই কর্ম্মদ্বারা প্রীত হউন, এই বুদ্ধিতে সাধক ব্যক্তি যে কর্ম্ম করেন, তাহাই উত্তম ব্রহ্মার্পণ। অথবা পরমেশ্বর সম্যগ্‌ভাবে কর্ম্মফল অর্পণ করিবে, ইহাও অত্যুৎকৃষ্ট ব্রহ্মে অর্পণ বলিয়া কথিত।

এই কর্ম্মার্পণে কামনা, নৈষ্কর্ম্ম্য ও কেবল ভক্তি—এই ত্রিবিধ নিমিত্ত বর্ত্তমান, পরন্তু কেবল নিষ্কামত্ব সম্ভব হয় না। যেহেতু জীব যাহা যাহা করে, তৎসমুদয়ই কামনার চেষ্টা স্বরূপ। কামনা ও নৈষ্কর্ম্ম্যস্থলে কর্ম্মত্যাগই প্রধানভাবে লক্ষ্য, পরন্তু যেস্থলে ভগবৎ প্রীণনের আভাস মাত্র থাকে। কিন্তু ভক্তিস্থলে ভগবৎ প্রীণনই মুখ্য উদ্দেশ্য; তাহাই ভক্তির প্রাণস্বরূপ।

কামনা প্রাপ্তির দৃষ্টান্ত,—

"ক্লেশভূর্য্যল্পসারাণি" (ভাঃ ৮।৫।৪৭)

বিষয়ার্ত্ত সকাম দেহিগণের কর্ম্মসকল যেরূপ ভূরিক্লেশপ্রদ এবং অত্যল্প ফলদায়ী বা নিষ্ফল হয়, আপনার ভক্তগণের আপনার প্রতি অর্পিত কর্ম্মসকল

তাদৃশ নহে। এইরূপে ভগবানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত যজ্ঞে অঙ্গস্বরূপ যজমান ভরতের কামনা প্রাপ্তিও ইহার উদাহরণ।

নৈষ্কর্ম্ম্য প্রাপ্তি,—

বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্ম্যং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ॥ (ভাঃ ১১।৩।৪৬)

জীব অনাসক্তভাবে ঈশ্বরে সমর্পণ সহকারে বেদোক্ত কর্ম্মসকলের আচরণ করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি লাভ করেন। শাস্ত্রে যে কর্ম্মফল শ্রুতি দৃষ্ট হয় তাহা রুচি উৎপাদনজন্য মাত্র।

পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম চিত্তাদিদ্বারা বিশুদ্ধান্ত, কারণ বিশিষ্ট ভরতের অন্তর্হৃদয়কাশ শরীরী মহাপুরুষরূপোপলক্ষণ, শ্রীবৎসাদিচিহ্নাদি ভক্তহৃদয়ে পুরুষরূপে বর্ত্তমান ভগবানে প্রতিদিন বর্দ্ধনশীল প্রকর্ষযুক্তা ভক্তির উদয় হইয়াছিল।

ভক্তি প্রাপ্তির দৃষ্টান্ত,—

যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎপরিতোষণম্।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্॥ (ভাঃ ১।৫।৩৫)

মানবগণ ইহলোকে ভগবৎ পরিতোষণরূপ যে-কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, ~~ভক্তি~~-যোগসমন্বিত জ্ঞান উক্ত কর্ম্মের অধীন হইয়া থাকে। এস্থলে ভক্তিযোগের সাহচর্য্য নিবন্ধন জ্ঞানশব্দে ভগবজ্ জ্ঞানই জ্ঞাতব্য। পরম ভক্তগণ ভগবৎ প্রীণনই প্রার্থনা করেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

অপরাধ

অপরাধ বহুবিধ হইলেও তাহা প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত—বৈষ্ণবাপরাধ, সেবাপরাধ ও নামাপরাধ। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন, "অপরাধ—ভগবানের প্রতি, বৈষ্ণবের প্রতি, নিজের প্রতি। ভক্ত, ভগবান্ ও নিজের প্রতি অবিচার। নামের প্রতি দশাপরাধ। সাধু-নিন্দা, গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি প্রভৃতি নামাপরাধ। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি প্রভৃতি ভক্তের চরণে অপরাধ। দেহাত্মবুদ্ধিতে নিজের প্রতি অবিচার।"

বৈষ্ণবাপরাধ

আত্মসুখ যাঁহার নাই, তিনিই বৈষ্ণব। অকিঞ্চন হইলেই বৈষ্ণবের দাস হওয়া যায়। বৈষ্ণবের দয়া যাঁহার প্রতি হয়, তাঁহাকে বিশ্বের

কোন বস্তু বা ব্যক্তি টলাইতে পারে না। বৈষ্ণব অসঙ্গ হইয়া জগদ্দর্শন করেন। জগতের প্রতি তাঁহার অভিনিবেশ নাই। তাঁহার সহিত মায়ার সঙ্গ বা সম্বন্ধ নাই। ভজনে আত্মসুখরাগ নাই। ভজনকারীর আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা নাথাকায় তিনি বৈরাগ্যবান্। ভক্তের কিঞ্চনতা নাই। তিনি নিরপেক্ষ ও ভগবচ্চরণে শরণাগত। ভক্তকে হনন করা, নিন্দা করা, দ্বেষ করা, অভিনন্দন না করা, ভক্তের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা এবং ভক্তদর্শনে হর্ষযুক্ত না হওয়া—এই ছয়টী অপরাধ হইতে জীবের মহাপতন হয়। মহদপরাধ ভজনের প্রধান অন্তরায়। মহতের প্রতি অনাদর বা অবজ্ঞার ন্যায় অপরাধ আর নাই। কোন ভজনপ্রয়াসীর এই অপরাধ যেন না হয়। বৈষ্ণবাপরাধ সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণ বলিয়াছেন,—

হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং পতনানি ষট্ ॥

নামাপরাধ

নামাপরাধ দশবিধ। (১) সাধুনিন্দা—যাঁহারা একান্তভাবে নামাশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের নিন্দা বা দ্বেষ করা। সাধু কেবল নামতত্ত্বই জানেন, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি কিছুই জানেন না—এইরূপ মনে করিয়া তাঁহাদিগকে অবহেলা করিলে অপরাধ হয়। সাধুকে অসাধু এবং অসাধুকে সাধু মনে করাও সাধুনিন্দা। (২) দেবান্তরে স্বতন্ত্রজ্ঞান অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং-ভগবান্, অন্যান্য দেব-দেবী তাঁহার সেবক। কৃষ্ণকে ভজন করিলে অন্যান্য দেব-দেবীর সেবা হয়, এইরূপ বিশ্বাস না করিয়া শিবাদি দেবতাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বরবুদ্ধি—নামাপরাধ। শ্রীকৃষ্ণই স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম, সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর ও সর্ব্বকারণ-কারণ। আধিকারিক দেবতাগণ মর্ত্ত্য মানব হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও তাঁহারা ঈশ্বরকোটি নহেন। দেবগণের জন্ম ও ধ্বংস আছে; কিন্তু ভগবান্ বিষ্ণু অজ, নিত্য, সনাতন ও বিভুচৈতন্যানন্দময় বিগ্রহ। সুতরাং বিষ্ণুর সহিত অন্যান্য দেবতাকে সমান মনে করা অন্যায় ও অপরাধ। (৩) গুর্ব্ববজ্ঞা—কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মে মর্ত্ত্যবুদ্ধি অর্থাৎ মরণশীল মানববুদ্ধি। কৃষ্ণ যাঁহার বশীভূত, সেই শ্রীগুরুদেবকে সর্ব্বপ্রকারে স্নেহময় নিয়ামক ও শাসকরূপে বরণ করিয়া তাঁহার পূর্ণানুগত্যে বিশ্রম্ভসেবা স্বীকার করতঃ শ্রীনামের অনুশীলন করিতে হইবে। শ্রীগুরুদেবের শাসন ও আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সেবা হইতে দূরে থাকিয়া বা

স্বকপোল-কল্পনামূলে তাঁহার সেবার অভিনয় করিয়া লক্ষ লক্ষবার নামাক্ষর উচ্চারণ করিলেও তাহা গুর্ব্ববজ্ঞাপরাধ হইবে। শ্রীগুরুদেব জন্ম-মৃত্যু বা ক্ষুধাতৃষ্ণার অতীত বস্তু। তিনি মাদৃশ পতিতের উদ্ধার কর্ত্তা। দ্রষ্টাভিমানে গুরুদর্শন হয় না। নিজেকে বিষ্ণুর দৃশ্য বলিয়া উপলব্ধি হইলেই গুরুদর্শন বা ভগবদ্দর্শন হয়। যেখানে মাপিয়া লইবার দুর্ব্বুদ্ধি বা কুদর্শন, সেখানেই অপরাধ। যদি মনে করা যায়, শ্রীগুরুদেব নামশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ কিন্তু অন্য সাধন-বিষয়ে কিছু জানেন না, তাহা হইলে অপরাধ হইবে। সকল কর্ম্মের চরম ফল—নামতত্ত্বলাভ, তাহা যাঁহার হইয়াছে, তাঁহার অন্য কিছুই প্রয়োজন নাই, কিছু জানিতেও তাঁহার বাকী নাই। শ্রীগুরুদেব কেবল ভগবত্তত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্বের কথাই জানেন, অন্য কিছুই জানেন না। এইরূপ মনে করাও গুরুর চরণে অপরাধ। শ্রীগুরুদেব সর্ব্বজ্ঞ। শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছাই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা। শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছা ও শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা পৃথক্ মনে করা গুরুদেবের চরণে অপরাধ। Krishna does what Gurudev asks Him to do. কৃষ্ণ গুরুর প্রেমবাধ্য। (৪) শ্রুতিশাস্ত্র নিন্দা—বেদ ও বেদানুগ-শাস্ত্রের নিন্দা ও তাহাদের মধ্যে ভেদদৃষ্টি নামাপরাধ। (৫) হরিনামে অর্থবাদ অর্থাৎ হরিনামের মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতিজ্ঞান। (৬) হরিনামের অর্থান্তর কল্পনা বা হরিনামকে অনিত্য কাল্পনিক মনে করাও একটী নামাপরাধ। রাম, কৃষ্ণ, হরি প্রভৃতি নাম কল্পিত—ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি নাই, এইরূপ মনে করা অপরাধ। (৭) নামবলে পাপবুদ্ধি—নাম করিলে পাপ থাকিবে না অথবা নাম করিতে করিতে ক্রমশঃ শুষ্ক চিত্ত হইয়া আর পাপে রুচি থাকিবে না, আপাততঃ স্বার্থের জন্য একটী পাপ করিয়া লই, এইরূপ নামের ভরসায় যে পাপ করা যায়, তাহা বড় কঠিন অপরাধ। (৮) অন্য কোন শুভকর্ম্মের সহিত শ্রীনামের সমতা নামাপরাধ। অনবধান বা প্রমাদও অপরাধ। নামে অনবধান অর্থাৎ ঔদাসীন্য, জাড্য ও বিক্ষেপ থাকিলে অপরাধ হয়। নাম গ্রহণকালে নামের প্রতি উদাসীন হইয়া মুখে নাম ও মনে নানারূপ বিষয়চিন্তা করাই ঔদাসীন্য। নামগ্রহণে অরুচি এবং কতক্ষণে সংখ্যানাম শেষ হইবে, এইরূপ মনে করিয়া বারংবার জপমালার সুমেরুর প্রতি কটাক্ষপাত প্রভৃতি জাড্যের লক্ষণ। প্রতিষ্ঠাশা বা শাঠ্য বশবর্ত্তী হইয়া

নামগ্রহণই বিক্ষেপ। (৯) অশ্রদ্দধানে নামোপদেশ অপরাধ। কিন্তু তাই বলিয়া হরিনামে বিমুখ ব্যক্তিকে হরিনামের যথার্থ তাৎপর্য্য ও মাহাত্ম্য শ্রবণ করাইয়া শ্রীনামের প্রতি উন্মুখ করা অপরাধ নহে। একমাত্র তাহাই করিতে হইবে। কিন্তু যাহারা শ্রীনাম ও শ্রীনামাচার্য্যের বিদ্বেষী, তাহাদিগকে জোর করিয়া নামোপদেশ দিতে গেলে অপরাধ হইবে। (১০) শ্রীনামের অদ্ভুত মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ শ্রীনামভজনে প্রবৃত্ত না হওয়াই দশম অপরাধ। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। এই অপরাধটী জীব শীঘ্র পরিত্যাগ করিতে পারে না। সাধুগুরু-কৃপায় ইহা নষ্ট হয়। দেহাত্মবোধ হইতে সাধুনিন্দারূপ সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম অপরাধের উদয় হয়। এই দশবিধ নামাপরাধ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে নামের ফলে প্রেমলাভ হয়।

সেবাপরাধ

সেবাপরাধ অসংখ্যপ্রকার— (১) যান অর্থাৎ শিবিকাদি যোগে অথবা পদে পাদুকা প্রদানপূর্ব্বক ভগবদ্‌গৃহে গমন। (২) ভগবৎপ্রীতার্থে অনুষ্ঠিত যাত্রা (জন্মাদি) প্রভৃতি উৎসব না করা। (৩) শ্রীবিগ্রহকে প্রণাম না করা। (৪) উচ্ছিষ্টলিপ্ত গাত্রে অথবা অশুচি অবস্থায় শ্রীবিগ্রহের বন্দনাদি। (৫) একহস্তে প্রণাম। (৬) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে প্রদক্ষিণ। (৭) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে পাদ-প্রসারণ। (৮) পর্য্যঙ্ক-বন্ধন অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহের অগ্রে হস্তদ্বয় দ্বারা জানুদ্বয় বন্ধনপূর্ব্বক উপবেশন। (৯) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে শয়ন। (১০) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে ভোজন। (১১) শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে মিথ্যাভাষণ। (১২) উচ্চৈঃস্বরে কথাবলা। (১৩) পরস্পর ইতরকথার আলোচনা। (১৪) রোদন। (১৫) কলহ। (১৬) কাহারও প্রতি নিগ্রহ। (১৭) কাহারও প্রতি অনুগ্রহ। (১৮) সাধারণের প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য ব্যবহার। (১৯) লোমকম্বল আবরণ দিয়া সেবাকার্য্যাদি করা। (২০) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে পরনিন্দা। (২১) পরস্তুতি। (২২) অশ্লীল বাক্য ব্যবহার। (২৩) অপান-বায়ু পরিত্যাগ। (২৪) সামর্থ্য থাকিতে অল্প উপচারে অথবা অল্প ব্যয়ে পূজা ও উৎসবাদি করা। (২৫) অনিবেদিত বস্তু গ্রহণ। (২৬) যে সময়ে যে ফল বা শস্যাদি উৎপন্ন হয়, সেইকালে তাহা অর্পণ না করা। (২৭) সংগৃহীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে প্রদান করিয়া অবশিষ্টাংশ ভগবান্‌কে প্রদান। (২৮) শ্রীমূর্ত্তির দিকে পৃষ্ঠ করিয়া উপবেশন। (২৯)

শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে অন্যকে অভিবাদন। (৩০) গুরুদেবের অগ্রে স্তবাদি না করিয়া মৌনভাবে অবস্থান। (৩১) গুরুদেবের অগ্রে নিজের প্রশংসা। (৩২) দেবতা নিন্দন। (৩৩) রাজান্ন ভক্ষণ। (৩৪) অন্ধকার গৃহে শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ করা। (৩৫) বিনা বাদ্যে শ্রীমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন। (৩৬) বিধি উলঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারে শ্রীহরির উপাসনা। (৩৭) কুক্কুর-দৃষ্ট দ্রব্য দ্বারা নৈবেদ্য দান। (৩৮) পূজাকালে মৌনী না থাকা। (৩৯) পূজা-কালে মলত্যাগার্থ গমন। (৪০) অগ্রে গন্ধমাল্য প্রদান না করিয়া ধূপ প্রদান। (৪১) অযোগ্য পুষ্পে পূজা। (৪২) দন্তধাবন না করিয়া পূজা। (৪৩) স্ত্রীসম্ভোগান্তে পূজা। (৪৪) রজঃস্বলা স্ত্রী স্পর্শপূর্ব্বক পূজা। ৪৫) দীপ স্পর্শপূর্ব্বক পূজা। (৪৬) শব স্পর্শপূর্ব্বক পূজা। (৪৭) রক্তবর্ণ, নীল-বর্ণ, অধৌত, অপরের বস্ত্র এবং মলিন বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পূজা। (৪৮) মৃত দর্শনান্তে পূজা। (৪৯) পূজাকালে অপান বায়ু পরিত্যাগ। (৫০) ক্রোধ করিয়া শ্রীহরির স্পর্শ ও সেবা করা। (৫১) শ্মশানে গমন করিয়া (৫২) ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ না হইতে (৫৩) কুসুম্ভশাক (নাটাকরঞ্চা) ও (৫৪) পিণ্যাক অর্থাৎ হিঙ্গু ভক্ষণ করিয়া সেবা করা। (৫৫) তৈলমর্দ্দন করিয়া শ্রীমূর্ত্তির স্পর্শ ও সেবা। (৫৬) ভগবৎপ্রতিপাদিত শাস্ত্রে অনাদর করিয়া তৎপ্রতি-পত্তি। অন্য শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন। (৫৭) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে তাম্বুল চর্ব্বণ। (৫৮) এরণ্ড পত্রস্থ পুষ্পদ্বারা পূজা করা। (৫৯) আসুরিক-কালে ভগবৎ পূজা। (৬০) পীঠ অথবা ভূমিতে উপবেশনপূর্ব্বক পূজা করা। (৬১) স্নান-কালে বাম হস্তদ্বারা শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ। (৬২) পর্য্যুষিত অথবা যাচিত পুষ্পের দ্বারা অর্চ্চন। (৬৩) পূজাকালে নিষ্ঠীবন ত্যাগ। ৬৪) আমি বড় পূজক—এই অভিমান। (৬৫) তির্য্যকপুণ্ড্র ধারণ। (৬৬) পাদধৌত না করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ। (৬৭) অবৈষ্ণবপাচিত অন্ন শ্রীভগবানে নিবেদন। (৬৮) অবৈষ্ণবের সম্মুখে শ্রীমূর্ত্তি পূজা। (৬৯) বিঘ্নবিনাশনের পূজা না করিয়া পূজা। (৭০) কাপালিককে দর্শন করিয়া পূজা। (৭১) নখ-স্পৃষ্টজলে শ্রীমূর্ত্তির স্নান। (৭২) ঘর্ম্মাক্ত দেহে পূজা। (৭৩) নির্ম্মাল্য উল্লঙ্ঘন। (৭৪) ভগবানের নাম দ্বারা শপথ।

—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক

আশ্চর্য্য কি ?

বসন্তকাল। সন্ধ্যা আগতপ্রায়; প্রকৃতি-সুন্দরী সবেমাত্র নবীন বসনে সজ্জিতা হইয়াছেন, মধ্যে মধ্যে মৃদুমন্দ সমীরণে নববসন্তপ্রসূত পত্রবলী কম্পিত হইতেছে এমন সময় আমার একজন সহপাঠী আসিয়া বলিল, "আজ বেড়া'তে যাবে না ?" আমি বলিলাম, "যাব চল, আজ আমরা ব্রহ্মপুত্রের তীরে বেড়াইতে যাই।" যথাসময়ে ব্রহ্মপুত্র-সৈকতে উপনীত হইয়া তাঁহার নয়ন-মনোবিমোহনকর দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। সে-দিন ছিল পূর্ণিমা, ইহা যেন মণি-কাঞ্চন-যোগ। অনতিবিলম্বে সূর্য্যদেবের অস্তাচল গমনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বাকাশে পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রমার অস্ফুট ক্ষীণালোক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কিছুক্ষণ পরে জ্যোৎস্না-বিধৌত রজনী অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। আমার সঙ্গী আমায় বলিল, "চল ফিরিয়া যাই" আমি বলিলাম, "হাঁ, ফিরিবার সময় হইয়াছে, কিন্তু দেখ ভাই, প্রকৃতি দেবী আজ কি অপূর্ব্ব শ্রীই না ধারণ করিয়াছে ? ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক সৌন্দর্য্য কি থাকিতে পারে ?" সঙ্গী উত্তর করিল, "হাঁ থাকিতে পারে বৈ কি, কেন, তুমি কি জান না যে জগতে সাতটি আশ্চর্য্য রহিয়াছে।" একথা শুনিয়া আমার মনে তখন কি যেন ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা ঠিক বলিতে পারি না; তবে যতদূর মনে হয় তাহার সেই কথা শুনিয়া আমার মনের গতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তৎসঙ্গে সঙ্গে বহুদিন পূর্ব্বেকার শোনা কোনও সাধুমুখ-নিঃসৃত বাণী আমার হৃদয়কে আলোড়িত করিতে লাগিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "মনে রাখিও ইহ জগতে বদ্ধজীবগণ যে-সমস্ত বস্তুকে আশ্চর্য্যজনক বলিয়া মনে করে, সেইগুলি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্চর্য্য নহে পরন্তু তাহারা নিজে নিজেই জগতের এক একটি অত্যাশ্চর্য্যের বিষয়।"

বাস্তবিক আমি সেদিন ইহার কোন অর্থই বুঝি নাই। তবে একটু অবসর পাইয়া ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিলাম। আমার মনে হইল, মর-জগতে টেমস্‌নদীর সেতু, মস্কোর ঘণ্টা, রোডস্, ও সাইপ্রাস দ্বীপের পিতলমূর্ত্তি, মিশরের পিড়ামিড্, আগ্রার তাজমহল, চীনের প্রাচীর ও ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান প্রভৃতি যে সাতটি আশ্চর্য্য সৃষ্ট হইয়াছে, ইহাদের প্রত্যেকটীই বুদ্ধি-কৌশল ও শিল্পকলার নিদর্শন মাত্র। অর্থ থাকিলে এবং

কিছু সময় নষ্ট করিতে পারিলে এইগুলি নির্ম্মাণ করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বদ্ধজীবমাত্রেই জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্চর্য্য কিনা, সেই সাধুমুখনিঃসৃত বাণীঅবলম্বনে তাহা বিশ্লেষণ করিতে লাগিলাম। নিভৃতে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া চমকিয়া উঠিলাম। দেখিলাম সত্য সত্যই প্রত্যেক বদ্ধজীব মায়ার কবলে কবলিত হইয়া তাহার ক্রীড়া-পুত্তলি সাজিয়া ধরাবক্ষে শ্রেষ্ঠতম আশ্চর্য্যরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য বটে। অপরের কথা দূরে থাকুক, বদ্ধজীব আমি আমার নিজের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার মনে হইল, আমাপেক্ষা জগতে বোধহয় শ্রেষ্ঠতম আশ্চর্য্য আর নাই।

অনাদিকাল হইতে জীবকুল জন্ম-মরণ-মালা বরণ করিতেছে। বংশ-পরম্পরাক্রমে তাহারা জীবনাবসানে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে। যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহারা ভাবিতেছে,—"আমরা মরিব না, আমরা চিরকালই পুত্র-পৌত্রাদি-ক্রমে সংসার-সুখ ভোগ করিতে থাকিব, যশঃ-প্রতিষ্ঠাদি অর্জ্জন করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিব।" এইরূপ দুরাশা পোষণ করিয়া তাহারা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত করিতেছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে ভগবচ্চিন্তার ভাব একটুও উদিত হইতেছে না, মৃত্যুচিন্তাও জাগিতেছে না। এমনি আশ্চর্য্য! এমনি কলির প্রাধান্য! এমনি আমাদের ভ্রম! এই সব চিন্তা করিতে করিতে একটী কথা স্মৃতিপথে উদিত হইল,—

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥"

ধন্য মায়াদেবি! ধন্য তোমার অপূর্ব্ব কৌশল! তুমি জগজ্জীবকে তোমার মায়ায় মুগ্ধ করিবার জন্য, সত্যবস্তু হইতে দূরে রাখিবার জন্য, ভগবৎবিস্মৃত-জালে জড়িত করিবার জন্য কি আশ্চর্য্য ফাঁদই না পাতিয়াছ! তোমার ফাঁদে পতিত জীবকুল সুধাভ্রমে বিষভক্ষণ করিতেছে, ভগবন্নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন-সেবা ছাড়িয়া বিষয় ভোগ করিতেছে; আর তুমি অবিচলিতচিত্তে তাহাই নিরীক্ষণ করিতেছ। তোমার আর কি দোষ? দোষ আমারই! তুমিত ভগবানের আদেশবাহিকা।

কি ভ্রান্তি! বিষে সুধাভ্রম! আত্মীয় বা বন্ধুকে অনাত্মীয় বা শত্রুজ্ঞান! নশ্বর দেহে আত্মবুদ্ধি! শত্রুকে মিত্রজ্ঞান! অসৎকে সজ্জ্ঞান এবং সৎকে

অসজ্জ্ঞান ! স্বদেশে বিদেশবুদ্ধি আর বিদেশে স্বদেশবুদ্ধি ! মানুষে ভগবদ্বুদ্ধি আর গুরুরূপী ভগবানে মনুষ্যবুদ্ধি ! জড়ে চেতনবুদ্ধি বা নামে শব্দসামান্য-বুদ্ধি ! শালগ্রামে শিলবুদ্ধি ! গঙ্গাজলে জল, বিষ্ণুপ্রিয়া তুলসীতে বৃক্ষ, শ্রীধামে গ্রাম এবং মহাপ্রসাদে অন্নবুদ্ধি ! ভগবৎ-সেবক হইয়া নিজকে কখনও মনুষ্য-বুদ্ধি আবার কখনও বা মনগড়া হোমড়া-চোমড়া-বুদ্ধি ! এমনি আমাদের দুর্দ্দৈব ! সুতরাং এর চেয়ে অধিক আশ্চর্য্যের কথা আর কি থাকিতে পারে ? কোন সাধু মহাজন গাহিয়াছেন,—

"আশ্চর্য্যমেতৎ হি মনুষ্যলোকে সুধাং রবিত্যজ্য বিষং পিবন্তি।
নামানি নারায়ণ-গোচরাণি ত্যক্ত্বন্যবাচঃ কুহকাঃ পঠন্তি॥

আমরা কথা-প্রসঙ্গে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে আবার মনে হইল সাধুমুখ-নিঃসৃত **"বদ্ধজীব-মাত্রেই জগতের এক একটি শ্রেষ্ঠতম আশ্চর্য্য"**—এই কথাটী। বদ্ধজীবগণ কৃষ্ণচিন্তাবিস্মৃত হইয়া আজ অসচ্চিন্তায় ভরপুর। সুখময় কৃষ্ণকে ভুলিয়া তাহাদের আর দুঃখের অন্ত নাই। আমরা মানুষ, আমাদের সাধারণ জ্ঞান আছে। সেই সাধারণ জ্ঞানের দ্বারাই আমরা বুঝিতে পারি যে, এ-মরজগতে কেহ অমর নাই, সকলেই একদিন না একদিন জগতের সমস্ত মায়া ত্যাগ করিয়া চিরনিদ্রায় অভিভূত হইতে হইবে, তখন জ্ঞান, বুদ্ধি, যশঃ ও পাণ্ডিত্য আদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। অনিচ্ছা-সত্ত্বেও প্রিয় পুত্রকন্যা, আত্মীয় ও প্রিয়জনবর্গকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইতেই হইবে। আমাদের পরিচিত ও অপরিচিত যে সমস্ত লোক ইহ জগৎ ছাড়িয়া গিয়াছে, তাহাদের কথা চিন্তা করিলে এ বিষয়টী আমরা আরও স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি ; কিন্তু বাস্তবিক এ বিষয় কোনও দিন চিন্তা করিয়াছি কি ? যদি চিন্তা করিতাম, তাহা হইলে স্বতঃই আমাদের মনের মধ্যে এই প্রশ্ন উদিত হইত যে, তাহারা গেল কোথায় ? তাহারা কেনই বা এজগতে আসিয়াছিল এবং কেনই বা চলিয়া গেল ? তাহারা কে ? এজগতে আসিবার পূর্ব্বে তাহারা কোথায় ছিল ? তাহারা কি আর আসিবে না ? এ সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করা দূরে থাকুক, আমাদের পূর্ব্বজন্মকৃত সৌভাগ্যফলে আমরা কোন সাধুর সঙ্গ পাই এবং সেই সাধু যদি আমাদের দ্বারে আসিয়া কৃপা করিয়া চেতনবাণী কীর্ত্তনপূর্ব্বক আমাদের মনঃকল্পিত পথকে শাস্ত্রবিচার দ্বারা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণকরতঃ বৈকুণ্ঠ-পথের পথিক করিতে চাহেন, তাহা হইলে আমরা আমাদের প্রকৃত বন্ধু সেই সাধুকেও ভণ্ড

অথবা বিশ্রামের বিঘ্নকারী মনে করিতেও দ্বিধা বোধ করি না, ইহা কি আশ্চর্য্য নহে? ইহজগতের মানবগণ সাধারণতঃ স্বার্থপর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা স্বার্থপর কি? আমার মনে হয়, তাহারা স্বার্থপরও নহে এবং পরার্থপরও নহে পরন্তু স্বেন্দ্রিয়তর্পণপর, আত্মবঞ্চিত। তাহারা ইহজগতে সুখে দুঃখে যে কয়দিন অবস্থান করে তাহা ভগবৎ-সেবাহীন হওয়ায় বৃথা যায়। তাহারা একটী অচেতন বস্তুর মত অবস্থান করে মাত্র। এবম্বিধ জীবকুলের অন্যতম আমি, আমার এ বিষয়ে কোন জ্ঞান নাই। তবে সেই সাধুমুখ-নিঃসৃতবাণী অবলম্বনে তাঁহার কৃপাবলে বিদ্যুৎ-চকিতের ন্যায় আমার ভোগবিমূঢ় বুদ্ধিতে ক্ষণিকের জন্য একটু চিন্তা হৃদিপটে উদিত হইয়াছিল। এসব বিষয় যথাসাধ্য চিন্তা করিয়াছিলাম বটে কিন্তু আমি এবং মাদৃশ জীবকুল যে এক একটী আশ্চর্য্য, তাহা এখনও সুষ্ঠুরূপে মীমাংসা হয় নাই, হইবার আশাও নাই—যদি সাধুগুরু-কৃপাবলে আমরা তাঁহাদের অনুগত হইয়া এ সম্বন্ধে চিন্তা করিবার অবসর না পাই। আমি লিখিতে জানি না, তবে আজ দুই একটী কথা বলিলাম মাত্র। আরও কয়েকটী কথা বলিয়াই আমি এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে অভিলাষ করিতেছি।

আমরা মানুষ, আমরা হিতাহিত-জ্ঞানসম্পন্ন (?), আমরা ভালমন্দ বিচার করিতে পারি (?) প্রভৃতি ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছি। কিন্তু আমরা বাস্তবিকই হিতাহিত-জ্ঞানসম্পন্ন কিনা এবং আমাদের প্রকৃতপক্ষে ভালমন্দ বিচার করিবার শক্তি আছে কিনা, তাহা চিন্তনীয়। একটু চিন্তা করিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, আমরা হিতকে অহিত এবং ভালকে মন্দ বলিয়া ধারণা করতঃ অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছি, বিপদ্ ডাকিয়া আনিয়াছি। যে সময়ে পূর্ব্বদিকে গমনই আমাদের উদ্দেশ্য, সেই সময়ে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতেছি, সুবর্ণখণ্ড সংগ্রহ করিতে গিয়া আমরা কাচখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি, যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইয়া প্রভাত-রাগিণীতে সুমধুর গীত আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। এই সমস্ত উদাহরণের অবতারণা কেন হইল? আমাদের কৃষ্ণবিস্মৃতি হইয়াছে বলিয়া আমরা এই সমস্ত উদাহরণ-রূপ উপাধি পাইবার যোগ্য। যিনি আমাদের নিত্য আশ্রয়ণীয়, নিত্য সেব্য, নিত্য ভজনীয়, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আজ আমরা জড়ভোগ-বিলাসে মত্ত হইয়াছি। সন্দেহবাদী হইয়া গুরু-বৈষ্ণবের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি না। আমাদের সংসার-পাশ মোচন করিবার জন্য একজন মহা-

বদান্য মহাপুরুষ গৌড়ীয়গগণে আবির্ভূত হইয়া 'ভগবানের পরীক্ষার স্থল এই পৃথিবী অর্থাৎ সংসার। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে হরিজনগণের কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে হয়" প্রভৃতি সতর্কবাণী কীর্ত্তন করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য কতই না সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু হতভাগ্য আমরা তাঁহার মঙ্গলময় উপদেশ অনুশরণ করিতেছি কি? যদি শুনিতাম, তাহা হইলে আমরা আর জড়ভোগবিলাসে মত্ত থাকিতাম না। আমাদের ঘুমের নেশা কাটিয়া যাইত। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" এই মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আমরা আমাদের অভীপ্সিত বস্তুলাভের আশায় অগ্রসর হইতাম, সদ্‌গুরুপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিবার প্রয়াস পাইতাম। আর কৃষ্ণের—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

(গীঃ ১৮।৬৬)

—এই অভয়বাণী অবলম্বন করিয়া আমরা আমাদের এই দুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্ম সার্থক করিতাম। মাদৃশ বদ্ধজীবগণ, তোমরা জগতের একটি আশ্চর্য্য কিনা, চিন্তা কর, ইহাই আমার শেষ অনুরোধ।

—শ্রীযদুবরদাস ব্রহ্মচারী

প্রকাশকের অভিলাপ

আমি বহুদিন সেবার ছলনায় নিশ্চিন্তে কাটাইয়াছি। পতিতপারন শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ ছলনা ছাড়িয়া অমায়ায় আমাকে প্রকৃত মঙ্গলের পথে যাইতে বলিতেছেন। চারিদিকে সেবার প্রেরণা। কিন্তু আমি আজ সেবাহীন অলসতাময় জীবন কাটাইতেছি। গুরুবৈষ্ণবের জড়তাবিনাশকারিণী বাণী শ্রবণ করিয়া এবং নিষ্কপট সেবকগণের সেবাচেষ্টা দেখিয়া আমার কপট মনের দিকে দৃষ্টি পড়িতেছে। তাহাতে কেবল মনে হইতেছে, আমার মত পতিতের কি মঙ্গলের কোন আশা নাই? নিজের দিকে তাকাইতে গেলে —নিজের যোগ্যতার প্রতি দৃষ্টি করিলে কেবল হতাশা ছাড়া আশার আলোক বিন্দুমাত্রও দেখিতে পাই না। পতিতাধাম, শ্রদ্ধা বিশ্বাসহীন মূঢ় জড়ভোগে মত্ত আমি—কপটতাই আমার জীবনের ব্রত। করুণাময় বৈষ্ণবগণ কতবার কত প্রকারে আমাকে বলিতেছেন,—'তোমার যত প্রকার

অযোগ্যতা থাকুক না কেন, সমস্তই কাটিয়া যাইবে, তোমার হীনতা, মলিনতা দূর হইয়া যাইবে, তুমি ভুবনমঙ্গল শ্রীহরিকথা শ্রবণ কর। শ্রবণ ও সেবাকে প্রভু করিয়া চলিলে তোমার কোন অসুবিধা হইবে না। শ্রবণই তোমার পথ প্রদর্শন করিবে, দর্শনশক্তি প্রদান করিবে, চলিবার সামর্থ্য দিবে। শ্রদ্ধাসহকারে একমাত্র হরিকথা শ্রবণেই সকল অমঙ্গলের হাত হইতে উদ্ধার পাইবে। গুরুবৈষ্ণবগণ তোমাকে কীর্ত্তনের অধিকার দিবেন। শ্রবণ-কীর্ত্তন ভিন্ন অন্য সেবা নাই। শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য উপায়ে মঙ্গল হইবে না।' কিন্তু কই শ্রবণ-কীর্ত্তনে ত' আমার রুচি নাই। একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা যে হরিকথা, তাঁহার প্রতি ত' আমি শরণাগত হই নাই। যখন আমার প্রভু আমাকে রক্ষা করিবার জন্য আমার নিকট আসেন, তখন ত' আমি দূরে সরিয়া যাই—তাঁহার আশ্রয় ত' লই না। শ্রবণে অন্যমনস্কতা ত' আমার খুব বেশী। যখন আমার রক্ষাকর্ত্তা, আশ্রয়দাতা, মঙ্গলবিধাতা শ্রীহরি ভৃত্যদুঃখেবিগলিত হইয়া আমার নিকট গুরুরূপে আসেন, তখন আমি ত' তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করি না? তখন যে আমি মায়ানুচারী নিদ্রাদেবীর কোলে আশ্রয় লই। যত আলস্য, যত অন্যমনস্কতা, যত নিদ্রা, যত চিত্তবিক্ষেপ আমার হরিকথা শ্রবণের সময়! হরিকথা-শ্রবণে উদাসীন, আমি শ্রীমদ্ভাগবতের চরণে অপরাধী, ভগবদ্‌বিদ্বেষী আমার কি কোন গতি নাই? আমার মত হরিগুরুবৈষ্ণববিদ্বেষী আর কে আছে? আমি যে হরি এবং হরিজনের বক্ষে নিয়তই শেলবিদ্ধ করিতেছি! তাঁহারা কত কৃপা করিয়া কত যত্নে হরিকথা কীর্ত্তন করেন আমার মঙ্গলের জন্য, আর আমি সেই সময় তৎপ্রতি মনোযোগ না দিয়া অন্য চিন্তা করিতে গিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ি, কিরূপ হরিবিদ্বেষ! একমাত্র সেব্য হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে আমি মৃত শবসদৃশ। একমাত্র সেবা যে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন, তাহাতে উদাসীন। আমার মঙ্গল যে কোন কালেই হইবে না—একথা ত' আমি একবারও চিন্তা করি না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের এবং বর্ত্তমান জন্মের পুঞ্জীভূত অপরাধফলেই আমি আজ এই প্রকার অধোগতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছি। হরিবিদ্বেষের বীজ পূর্ব্ব হইতেই আমার হৃদয়ে সংরক্ষিত ছিল, তাহা আজ ক্রমশঃ অঙ্কুরিত হইতে চলিতেছে।

গুরুবৈষ্ণবগণের নিকট আমার ইহাও শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছে যে, আমরা যতই পতিত, যতই অপরাধী হই, নিষ্কপটে সর্ব্বক্ষণ অন্তর্যামী গুরু-

বৈষ্ণবভগবানের নিকট কৃপা ভিক্ষা করিলে সমস্ত অপরাধের হস্ত হইতে উদ্ধারলাভ করা যায়, তাঁহাদের কৃপা পাওয়া যায়। কিন্তু হতভাগ্য আমি তাঁহাদের ঐ সকল মঙ্গলময় বাণী শ্রবণ করিয়াও তদনুসারে জীবনযাপন করিতে ত' চেষ্টা করি না। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ হরিনাম করিতে বলেন কিন্তু আমি তজ্জন্য চেষ্টা করি কি? করুণাময় গুরুবৈষ্ণবগণের করুণাধারা হইতে দুর্ভাগ্যবশতঃ আমিই সরিয়া যাইতেছি। কই সে কথা ত' আমি একবারও ভাবি না, একবারও ত' আমার চরম দুর্ভাগ্যের জন্য অনুশোচনা হয় না। অশোক অভয়-অমৃতাধার শ্রীগুরুপাদপদ্মে আমার সর্ব্বাত্মসমর্পিত হইল না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুক কৃপালাভে আমার আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগিল না। হৃদয়ে অনুতাপ নাই, কৃপা প্রার্থনা নাই সুতরাং অপরাধ যাইবে কি করিয়া? আমাকে অত্যন্ত হীন, কলুষিতচিত্ত, অনাদিকালের বহির্ম্মুখ দেখিয়া কৃপাপারাবার গুরুবৈষ্ণবগণ আমার আত্মশোধনের জন্য কতবার বলিয়াছেন,—আলস্য জাড্যের প্রশ্রয় দিও না, অলসতা পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎ-সেবায় উদ্‌যোগী হও। কিন্তু তাঁহাদের এইসকল বাণী আমার হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও দাগ বসাইল না, তাই তজ্জন্য একমুহূর্ত্তও যত্ন করি নাই। অথচ সেবা করিবার কত ভান দেখাই। ভগবৎ-সেবা বাদ দিয়া অন্য কোন কর্ম্মের দ্বারা প্রকৃতমঙ্গল হয় না, ইহা তাঁহাদের নিকট কতবার শুনিবার সুযোগ হইয়াছে। তথাপিও সেবায় আমার উদাসীনতা গেল না। তাই বলিতেছি, আমার কি মঙ্গলের কোন আশা নাই?

অসৎসঙ্গের প্রাবল্য থাকায় কৃষ্ণকার্য্যে বিশ্বাস হইতেছে না। যাঁহাকে চিরকাল জীবনের আদর্শ করিতে হইবে, সেই সাধুর প্রতি, শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস হইতেছে না। শাস্ত্রের প্রত্যেকটী শব্দই যে নিখুঁত সত্য তাহাতে বিশ্বাস হইতেছে না—ইহা বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়। শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসই বাচিবার একমাত্র উপায়। তাহাতে সন্দেহই মৃত্যুর কারণ। শাস্ত্রবাক্যে অবিশ্বাসই গুরুবৈষ্ণব-ভগবানে অবিশ্বাস। শাস্ত্ররূপী ভগবানে অপরাধবশতঃ ভক্তিপথে উন্নতি লাভ করা যায় না। এইসকল অপরাধের জন্যই গুরু-বৈষ্ণবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি যায় না, তজ্জন্য হৃদয়ে সেবারও কোন প্রেরণা পাওয়া যায় না। যখন নিজের দিকে তাকান যায়, তখন মনে হয় এ জীবনে আর আশা নাই। কিন্তু যখন আমি সেদিকে—গুরুবৈষ্ণবের কৃপাধারার দিকে লক্ষ্য করি, তখন আশার হৃদয় ভরপুর হইয়া উঠে। আমাকে

এত দোষী, এত অপরাধী, এত সুবিধাবাদী দেখিয়াও যখন তাঁহারা শ্রীচরণে স্থান দিয়াছেন, গৃহদ্বার পর্য্যন্ত আনিয়াছেন, তখন গৃহপ্রবেশে নিশ্চয়ই অধিকার দিবেন। আমার যত কিছু অসুবিধা তাঁহার একটু কৃপাদর্শনে পড়িতে পারিলেই সমস্ত চলিয়া যাইবে। একথা স্মরণ করিয়া নিরাশার অন্ধকারে পতিত আমি আশার উজ্জ্বল আলোক দেখিতে পাই।

যাঁহারা গুরুপাদপদ্মের নিষ্কপট সেবাপ্রার্থী শ্রীগুরুদেবতাত্মা, তাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া সেই পরম-মঙ্গলময় কল্যাণ বরণ করিয়া লইয়াছেন ও লইতেছেন। কিন্তু আমিই সেই মহা মহা দাতা-শিরোমণির সেবায় ব্রতী হইতে পারিতেছি না। আমার মত এরূপ মহাপাপীর প্রতিও তাঁহাদের করুণার অন্ত নাই। নিত্য হরিবিমুখ, কোটী কোটী অপরাধযুক্ত, সুকৃতিশূন্য, অধমাধমের প্রতিও পতিতপাবন পরম কারুণিক শ্রীলগুরুদেব ও তদনুগ বৈষ্ণবগণের কৃপাদৃষ্টি আছে, ইহাই ভরসা। তাই বিষয়পিপাসাগর্ত্তে পতিত, অধম, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, কাঙ্গাল আমি তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা যাহাতে লাভ করিতে পারি, তজ্জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইতেছি। কৃপা পাইবার যোগ্যতা কিছুই নাই, তবু তাঁহারা নিজগুণে কৃপা করুন, আত্মসাৎ করুন।

ক্ষুদ্র জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াও ক্ষণিক সুখের আশায় মায়ার তীব্র আকর্ষণে বার বার নিপীড়িত হইতেছি। কখন বা ভোগের উন্মাদনারূপ মোহ নিজের স্বরূপকে বিভ্রান্ত করে জীবনকে দুর্ব্বিসহ জ্বালায় নাগরদোলায়-দোলন করে, আর কখন বা ত্যাগের প্রবলতাই সুন্দর এক পথের সন্ধান দান করে—এই যে মনের অস্থিরতা, ইহা থেকে কি রেহাই পাব না? মনে হয় আমার প্রারব্ধ কর্ম্মফলই ইহার হেতু। তাহা যাহাই হউক এই অভাগার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীচরণসেবায় অধিকার দান করুন, ইহাই প্রার্থনা,—

যোগ্যতা-বিচারে কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।
করুণা না হ'লে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর॥

প্রচার-প্রসঙ্গ

উত্তরবঙ্গে শ্রীল আচার্য্যদেবের অমূল্য কণ্ঠধ্বনি

চিদালোক জগতের অমূল্য বার্ত্তা মায়াক্লিষ্ট জীবের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি দীর্ঘকাল হইতে প্রচেষ্টা চালাইয়া আসিতেছেন। এই বার্ত্তা যুগ যুগ ধরে জগতের প্রকৃত মঙ্গলকামী ভগবৎ প্রেমিকগণ বাণীরূপী অমৃত-পীযূষধারার তরঙ্গে জগতবাসীকে সিক্ত করিবার জন্য তাঁহাদের নিজজনগণের দ্বারা অথবা তদীয় পার্শ্বদবর্গের মাধ্যমে আঁধার সদৃশ মায়াকারাগারে সেই বাণী প্রেরণ করিয়া থাকেন—এই অমৃতধারাই জগজ্জীবকে প্রকৃত শান্তির আসনে সমাসীন করিতে সমর্থ।

নিরীশ্বর চিন্তাস্রোত বহন করতঃ আধুনিক বিশ্বে অনেকেই মঙ্গলের জয়ডঙ্কা উড্ডীয়ন করিতে প্রয়াসী দেখা যায়। কিন্তু তাহারা ভাবিতে অবকাশ পান যে মনুষ্যত্বের প্রকৃত বিকাশ এবং শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় কোন্ বস্তুকে কেন্দ্র করে রয়েছে। মায়ার দুর্দ্দমনীয় প্রবল প্রতাপে নিরীশ্বরবাদীগণ ভ্রান্তির সৃষ্টি করায় দিন দিন জগতে বিশৃঙ্খলারই অবদান পরিবহন করিতেছেন। মনে রাখিতে হইবে যে, অভিনয়কারীগণ আত্মবিস্মৃতি হইয়া যদি অভিনয়ে যোগদান করেন তবে দর্শকবৃন্দের আনন্দ কৌতূহলের পরিপূরক না হইয়া অঘটনেরই পরিবাহক করিয়া বসিবেন। তাই যাঁহাদের আত্ম-বিস্মৃতি হইয়াছে বা স্বরূপ অবগত নহেন তাঁহারা মঙ্গল করার প্রয়াস করিলেও যথাযথ মঙ্গল বিধান করিতে পারেন না; কারণ মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকায় বিকৃত অবস্থার সমাবেশ করাটাই স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়।

এই ভুলের অপনোদনের জন্য শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ কঠোর ব্রতে ব্রতী হইয়া আচার-প্রচারে রয়েছেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির ভক্তবৃন্দও সেই ধারার ব্যতিক্রম না করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের আদেশ-নির্দ্দেশমত অকুতভয়ে পারমার্থিক বিশ্বের বার্ত্তা বহন করতঃ প্রচারোদ্দেশ্যে জনগণের দ্বারস্থ হন। সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ** সেই ধারাকে অবলম্বন করতঃ রায়গঞ্জের প্রচার সমাপ্তান্তে ৫ই বৈশাখ, ১৮ই এপ্রিল, শুক্রবার দিন শিলিগুড়ির বিদ্যাসাগর পল্লীস্থ পরম ভক্তিমান্ শ্রীপাদ অচিন্ত্যগৌর দাসাধিকারী প্রভুর একান্ত আহ্বানে তদীয় বাসভবনে সদলবলে শুভবিজয় করেন। শিলিগুড়ি সহরস্থ বিভিন্ন স্থানে শ্রীধরণীধর দাসাধিকারী, শ্রীযুত অমূল্যচরণ দত্ত, শ্রীযুত শ্রীবিধুভূষণ দে, শ্রীযুত জীবনকৃষ্ণ দে, শ্রীযুত সুধীর কুমার ঘোষ,

শ্রীযুত ফণীভূষণ ঘোষ আরও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের গৃহে বিভিন্ন দিবসে পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতা ও ছায়াচিত্র প্রভৃতিযোগে শ্রীগৌরবাণী প্রচার করেন। ইহা ব্যতীতও শিলিগুড়ি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয় শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ আলোচনার ফলে তিনি অতিব প্রীতিলাভ করতঃ তাঁহাকে উক্ত মহাবিদ্যালয়ে (College) ভাষণ দান করিতে আমন্ত্রণ জানান। অধ্যক্ষ (Principal) মহাশয়ের আমন্ত্রণে ৬ই বৈশাখ, ১৯শে এপ্রিল শনিবার দিন উক্ত মহাবিদ্যালয়ের রঙ্গালয়ে (Auditorium) অপরাহ্নে এক সভার আয়োজন হয়। এই সভায় অধ্যাপক, ছাত্র-ছাত্রী এবং আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপস্থিতে শ্রীল আচার্য্যদেব বর্ত্তমান নামধারী সভ্যজগতের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং জগতে কিপ্রকারে প্রকৃত শান্তির সন্ধান পাওয়া যেতে পারে তাহার বিষয় সুযুক্তিপূর্ণ অভিভাষণ দান করেন। বক্তৃতার প্রাক্কালে 'বিজ্ঞান' শব্দের তাৎপর্য্য কি এবং এই বিজ্ঞানকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ও বিজ্ঞান শব্দের বিকৃত অর্থবোধ করতঃ বর্ত্তমান সমাজ কিভাবে গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় অগ্রসর হওয়ায় জগতে ভীতির সঞ্চার করিতেছে তাহা যথাযথ যুক্তিপ্রদর্শন করেন। 'জড়বিজ্ঞান' বা পদার্থ-বিজ্ঞানই যে চরম প্রাপ্য নহে এবং ইহার অস্তিত্বকাল সীমাবদ্ধ ও তাহার পরিণতি কতটুকু তাহার বিষয় আলোচনা করেন। তৎপর 'শব্দবিজ্ঞান' ও পরিশেষে চিৎবিজ্ঞান বা আত্মবিজ্ঞান সম্পর্কেও দীর্ঘসময়ব্যাপী দার্শনিক-তত্ত্বপূর্ণ অভিভাষণ দান করায় শ্রোতৃমণ্ডলী চমৎকৃত হন। শ্রীল আচার্য্য-দেবের বক্তৃতার পর অধ্যক্ষ শ্রীযুত সুধাংশুভূষণ দাস মহাশয় শ্রীল আচার্য্য মহারাজের ভূয়সী প্রশংসা করতঃ বর্ত্তমান যুগে মানুষের নৈতিক চরিত্র অত্যন্ত নিম্নগামী হওয়ায় ধর্ম্মপ্রচারক মহৎ ব্যক্তিগণের অভ্যুদয়ের অতীব প্রয়োজন স্বীকার করেন এবং ধর্ম্মভিত্তিকে বাদ দিয়া সমাজ যে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে না তাহা স্বীকারপূর্ব্বক দৃঢ় কণ্ঠে প্রকাশ করেন যে, বর্ত্তমান সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রধানতম কারণ মানুষের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন। এই নৈতিকচরিত্রকে সুষ্ঠুরূপ দিতে হইলে ধর্ম্মকে আশ্রয় করিতে হইবে কারণ প্রত্যেক বস্তুর বা পদার্থ অথবা জীবের এক একটা ধর্ম্ম আছে, অতএব মানব জাতি বা সমাজেরও একটা ধর্ম্ম থাকা স্বাভাবিক। তবে এই ধর্ম্ম কি এবং তাহার সনাতনত্ব বা নিত্যত্ব কোথায় তাহার সন্ধানের জন্য মহৎ ব্যক্তির আশ্রয় করিতে হইবেই নচেৎ আমাদের প্রকৃত মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

ইহা ব্যতিতও শক্তিগর কলোনীর 'শৈলেন্দ্র পাঠাগার ও ক্লাবের' কর্ম্মী-বৃন্দের উদ্যোগে উক্ত ক্লাব-প্রাঙ্গনে ২৩শে এপ্রিল এক মহতী ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। এই সভায় শ্রীল সভাপতি মহারাজ বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হন। এই দিনের সভার বিষয়বস্তু ছিল 'সনাতন ধর্ম্ম'। 'সনাতন' ও 'ধর্ম্ম' শব্দের তাৎপর্য্য এবং সনাতন ধর্ম্ম বলিলে আমরা কি বুঝি প্রভৃতি সম্পর্কে দার্শনিক-তত্ত্বপূর্ণ ও প্রাঞ্জল ভাষায় সাবলীলগতিতে সহস্র সহস্র ব্যক্তির উপস্থিতে ইহার নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করেন।

এইভাবে বিভিন্ন দিবসে বিভিন্ন স্থানে প্রত্যহ পাঠ-কীর্ত্তন-ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরলীলা, শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীরামলীলা, শ্রীপ্রহ্লাদ-চরিত্র প্রভৃতি প্রদর্শন এবং বক্তৃতাযোগে ভক্তিধর্ম্মের বিপুল প্রচার সাধন করেন। প্রচাররত অবস্থায় শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে বৈষ্ণবরাজ মহাদেবের দর্শনাশায় ২৮শে এপ্রিল দার্জ্জিলিং যাত্রা করেন। ঐদিন পথিমধ্যে কার্শিয়াং-এ Samten Choaling Buddist Monestery নামে বৌদ্ধবিহারের প্রধান বৌদ্ধ-ভিক্ষুকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। উক্ত বৌদ্ধভিক্ষুকের সহিত বুদ্ধদেবের 'শূন্যবাদ' ও আচার্য্য শঙ্করের 'ব্রহ্মবাদ'-এর ঐক্য রয়েছে এই সম্পর্কে কয়েক ঘণ্টাব্যাপী বিরাটভাবে আলোচনা হয়। শূন্যবাদ ও ব্রহ্মবাদ দুই যে নাস্তিক্য-বাদের পরিপুরক ইহা শ্রীল আচার্য্যদেব সুযুক্তিপূর্ণ তথ্য উদ্ঘাটন করতঃ প্রমাণ করেন। উক্ত বৌদ্ধ-ভিক্ষুকের সহিত আলোচনাকালে তিনি ইহাও জানাইয়া দেন যে, ঈশ্বরের দশাবতারের মধ্যে যে-বুদ্ধদেবের উল্লেখ রয়েছে সেই বুদ্ধ গৌতমবুদ্ধ বা সাক্যসিংহ বুদ্ধ নহেন। দশাবতারে যে-বুদ্ধ তাহা সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৩।২৪ শ্লোকে বর্ণিত রয়েছে, যথা—

"ততঃ কলৌ সম্প্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধো নাম্না জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি॥"

উক্ত শ্লোকে জানা যায় যে, অবতার বুদ্ধ অঞ্জনের পুত্র বা অজিনের পুত্র এবং 'কীকট' নামক স্থানে অর্থাৎ গয়া প্রদেশ বা জেলান্তর্গত স্থানে তাঁহার জন্ম—যাহা বর্ত্তমান বুদ্ধগয়া নামে পরিচিত।

নৃসিংহ পুরাণে ৩৬ অধ্যায়, ২৯ শ্লোকে আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, "কলৌ প্রাপ্তে যথা বুদ্ধো ভবেন্নারায়ণ-প্রভুঃ"। ইহা হইতে জানা যায় ভগবান্ বুদ্ধের আবির্ভাব ন্যূনকল্পে ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বে (জ্যোতিষের মতে ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে)। শুধু তাহাই নহে 'নির্ণয়সিন্ধু'র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এইরূপ আছে যে, "জ্যৈষ্ঠে শুক্ল দ্বিতীয়ায়াং বুদ্ধজন্ম ভবিষ্যতি" অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে বুদ্ধদেবের জন্ম।

কিন্তু গৌতমবুদ্ধের জন্মবৃত্তান্ত আলোচনা করিলে দেখা যায়, নেপালের নিকটবর্ত্তী কপিলাবস্তু নগরে লুম্বিনী বনে খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৭৭ (?) অব্দে তঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম শুদ্ধোদন মাতার নাম মায়াদেবী।

অতএব ভগবান্ বুদ্ধ এবং গৌতম বুদ্ধ বা সাক্যসিংহ বুদ্ধ এক নহেন। এই সম্পর্কে বিশ্ববিশ্রুত শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য-ভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপাভিষিক্ত অদ্বিতীয় বৈদান্তিক-পণ্ডিতচূড়ামণি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি-আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ**-কর্ত্তৃক বিরচিত **'মায়াবাদের জীবনী বা বৈষ্ণব বিজয়'** গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ আছে। উক্ত গ্রন্থে বিভিন্ন পুরাণ, শাস্ত্রাদি হইতে তথ্য বা প্রমাণ প্রদর্শন দর্শাইয়া গৌতম বুদ্ধ ভগবান্‌বুদ্ধ নহেন এবং স্বয়ং ঈশ্বর অবতার হইয়া কখনই মায়াবাদ প্রচার করেন নাই তাহা যুক্তিদ্বারা স্থাপন করাইয়াছেন।

এবম্প্রকারে শ্রীল আচার্যদেব বৌদ্ধভিক্ষুকের মত খণ্ডন করতঃ দার্জ্জিলিং-এর দুর্জ্জয়লিঙ্গ শিব দর্শনান্তে পুনর শিলিগুড়ি সহরস্থ শ্রীযুত ধরণীধর দাসাধিকারী মহাশয়ের বাসভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অনন্তর, পর দিবস শিলিগুড়ি বেকারীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও পাঠমুখে বক্তৃতা দান করেন। এইভাবে শিলিগুড়ি সহরে শ্রীরূপ-সনাতন-ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বিপুলভাবে প্রচারান্তে কোচবিহার জেলান্তর্গত মাথাভাঙ্গা সহরের ভক্তগণের একান্ত আহ্বানে ৩০শে এপ্রিল শিলিগুড়ি হইতে রওনা হইয়া বাসযোগে মাথাভাঙ্গাস্থ শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রমে সদলবলে শুভবিজয় করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব সমিতির মাথাভাঙ্গা মঠে পৌঁছা মাত্রই বহু ভক্তবৃন্দ ও সহরস্থ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত হন। পর দিন ১লা মে বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশীর উপবাস উপলক্ষ্যে ঐ দিন সকাল হইতে শ্রীমঠে পাঠ-কীর্ত্তন ও বক্তৃতার আয়োজন হইয়াছিল। রাত্রে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ন্যাসী মহারাজ ছায়াচিত্রে শ্রীপ্রহ্লাদ-চরিত্র প্রদর্শন করান। মাথাভাঙ্গা ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে মাসাধিককাল বিভিন্ন দিনে ও বিভিন্নস্থানে পাঠ-কীর্ত্তন-ছায়াচিত্র-বক্তৃতা-মাধ্যমে শ্রীগৌড়বাণী প্রচার করেন। মাথাভাঙ্গা সহরস্থ সর্ব্বশ্রী রাধিকাজীবন সাহা, কান্দুরা বর্ম্মণ, পুলিনবিহারী সাহা, বীরেশ্বর সাহা, অভয়চরণ সাহা, বেণীমাধব সাহা, মদনমোহন সাহা, হরিশ্চন্দ্র

বর্ম্মণ, প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের গৃহে পাঠ-কীর্ত্তন ছায়াচিত্র-বক্তৃতা-যোগে ভক্তিধর্ম্মবন্যা আনয়ন করিয়াছে।

৭ই মে, বুধবার দিন সমিতির অন্যতম শাখা মঠ (প্রচার কেন্দ্র) শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রমে বিপুলভাবে পাঠ-বক্তৃতার আয়োজন হয়। এই ধর্ম্মীয় মিলন-মন্দিরে স্থানীয় মহামান্য ন্যায়াধিকর্ত্তা (Munsif) Sri M. M. Ghosh মহাশয় স্বস্ত্রীক এবং আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে শ্রীল সভাপতি মহারাজ ধর্ম্মীয় জীবনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভাষণ দান করেন। তাঁহার তথ্যপূর্ণ ভাষণ শ্রবণে আগত অগণিত জনতা বিশেষ উল্লসিত হন।

তাঁহার পাঠ-বক্তৃতায় জনগণ অতীব আকৃষ্ট হওয়ায় ৯ই মে শুক্রবার স্থানীয় সুভাষপল্লীস্থ দুর্গামণ্ডপে সার্ব্বজনীন ভাবে পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতার আয়োজন করেন। ঐ দিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্ব ও তাঁহার অবদান সম্পর্কে হৃদয়স্পর্শী ও প্রাঞ্জলভাষায় ব্যাখ্যা করতঃ শ্রোতিমণ্ডলীকে ভক্তিধর্ম্মে আপ্লুত করেন। পরিশেষে উক্ত দিন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ন্যাসী মহারাজ ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শন করান। তিনি বক্তৃতামুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীরাধা-কৃষ্ণের অভিন্নতত্ত্ব-সম্পর্কে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা উহা স্থাপন করেন।

এইভাবে মাথাভাঙ্গা সহরে প্রচাররত থাকা অবস্থায় তাহার পার্শ্ববর্ত্তী যথা—শীতলখুচি, বড় কৈমারী, গোলেনাহাটী, ছোটধাপ, পাগলীমারী প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ আসায় শ্রীল আচার্য্য মহারাজ সদলবলে প্রত্যেক স্থানেই বিভিন্ন দিবসে বিভিন্ন স্থানে অনেক গন্যমান্য ও ভক্তগৃহে পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতা ও ছায়াচিত্র দ্বারা জগজ্জীবের মুক্তির সন্ধান দান করেন। তাঁহার এই বিপুল প্রচারে শ্রীগৌড়ীয় আচার্য্যকেশরী নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** অশেষ কৃপালাভ করিয়াছেন ইহাই অনুভব করা যায়।

এইভাবে প্রচাররত থাকা অবস্থায় তিনি সদলবলে কোচবিহার সহরে পদার্পণ করেন। নিউটাউনস্থ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয়ের বাসভবনে শুভবিজয় করেন। কোচবিহার সহরের কয়েক স্থানে পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতা হইতে থাকে; এমতবস্থায় আসাম প্রদেশস্থ ভক্তবৃন্দের বিশেষ অনুরোধে কোচবিহারের প্রচারপর্ব্ব অসমাপ্ত রেখে ১৮ই জুন বুধবার দিন আসাম যাত্রা করতঃ শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন।

—বিশেষ সংবাদদাতা

আসামে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ

শিলং-এ প্রচার সমাপ্ত করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ গত ইং ৯।৪।৬৯ তাং সদলে করিমগঞ্জ শহরে উপস্থিত হন। তিনি পঞ্চদশ দিবসব্যাপী সেস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক স্থানীয় শ্রীশ্রীমদনমোহনজীউর নাট্যমন্দিরে এবং শ্রীযুত মধুসূদন সেন মহাশয়ের শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউর নাট্যমন্দিরে তথা নীলমণিরোডস্থ ডাঃ মুকুন্দ চন্দ্র রায়, M/S বন্ধুবিহারী-বসন্তচৌধুরী মহাশয়ের গদীতে এবং বাসভবনে, ব্রজেন রায় রোডস্থ শ্রীযুত ব্রজলাল রায় প্রভৃতি মহোদয়গণের আলয়ে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ছায়াচিত্রে শ্রীগৌর-লীলা প্রদর্শন ও শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তনযোগে স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর বাণী বিপুলভাবে প্রচার করতঃ ২৫।৪।৬৯ তাং ডিব্রুগড় শহরে উপস্থিত হন। শ্রীমৎ স্বামীজী মহারাজ ২৭।৪।৬৯ ও ২৮।৪।৬৯ তাং ডিব্রুগড় শহরের নালিয়া-পোপস্থিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-কুটিরে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীঅজামিলোপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করতঃ শ্রীহরিনামের মহিমা এবং কলিতে শ্রীহরিনাম গ্রহণই যে একমাত্র ধর্ম্ম তাহা সুষ্ঠুরূপে কীর্ত্তন-পূর্ব্বক শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দবর্দ্ধন করেন। অনন্তর স্বামীজী ২৯।৪।৬৯ হইতে ১১।৫।৬৯ তাং পর্য্যন্ত স্থানীয় থানার সম্মুখস্থ M/S ভীমরাজের গৃহে ও চৌকীডিঙ্গি নিবাসী M/S বজরঙ্গলাল মোদী মহাশয়ের বাস-ভবনে যথাক্রমে ছায়াচিত্রযোগে ভক্ত-প্রহ্লাদ ও শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শনমুখে হিন্দীভাষায় বক্তৃতাদান করেন। স্বামীজী মহারাজ স্থানীয় শান্তিপাড়া নিবাসী শ্রীযুত পবিত্রচরণ সিংহ, বাঁশবাড়ীস্থ শ্রীযুত নৃপেন্দ্রনাথ দত্ত, কৃষ্ণপ্রসাদ রোডস্থ শ্রীযুত সুনীল কুমার দে, কালীবাড়ী রোডস্থ শ্রীযুত উমাকান্ত পাল, চৌকীডিঙ্গীস্থ শ্রীযুত সত্যেন্দ্র নাথ গুপ্ত প্রভৃতি মহোদয়গণের বাসভবনেও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতামুখে প্রচুর পরিমাণে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করতঃ ১২।৫।৬৯ তাং সদলে তিনসুকীয়া শহরে পদার্পণ করেন। ১৩।৫।৬৯ তাং শ্রীল স্বামীজী স্থানীয় শ্রীপুরীয়া নিবাসী শ্রীযুত আনন্দমোহন

দাস মহাশয়ের বাসভবনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীদাম-বন্ধন-লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করতঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য-শক্তিমত্ত্বা ও অপ্রাকৃত লীলার কথা কীর্ত্তন করেন। ১৪।৫।৬৯ তাং হইতে ১৬।৫।৬৯ তাং পর্য্যন্ত স্থানীয় সার্ব্বজনীন কালীবাড়ীতে যথাক্রমে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং ছায়াচিত্রে শ্রীশ্রীগৌর-লীলা ও শ্রীপ্রহ্লাদ-চরিত্র প্রদর্শন করিয়া শাস্ত্রশিরোমণি পুরাণসম্রাট শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা তথা কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভগবত্তা এবং তৎকর্ত্তৃক প্রচারিত অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব ও ভক্তরাজ শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের ঐকান্তিক হরিভক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করতঃ তিনসুকীয়া বাসীজনগণকে ভক্তিসিদ্ধান্তসলিলে স্নাত করান এবং ১৭।৫।৬৯ হইতে ২৮।৫।৬৯ তাং পর্য্যন্ত যথাক্রমে স্থানীয় বড়গোলায় হিন্দীভাষায় ছায়াচিত্রযোগে দুই দিন এবং শ্রীপুরীয়া নিবাসী শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ পাল, শ্রীযুত ভবরঞ্জন দাস প্রভৃতি মহোদয়গণের গৃহে প্রচুর পরিমাণে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করতঃ ২৯।৫।৬৯ তাং ডিগবয় শহরে উপনীত হন। শ্রীমৎ স্বামীজী মহারাজ ৩১।৫।৭৯ তাং হইতে ৪।৬।৬৯ তাং পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী স্থানীয় কালীবাড়ীতে পাঠ, কীর্ত্তন ও ছায়াচিত্রযোগে অগণিত জনসমক্ষে ওজস্বিনী ভাষায় প্রভুত পরিমাণে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী প্রচার করেন। তদনন্তর ২৪।৬।৬৯ পর্য্যন্ত প্রায় মাসাধিকব্যাপী ডিগবয় শহরে অবস্থান করতঃ মহারাজজী যথাক্রমে স্থানীয় শ্রীরাধাগোবিন্দ রোডস্থ শ্রীযুত রীকেশ্বর বড়া, মিশনপাড়াস্থ শ্রীযুত শান্তিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, চারালিস্থ শ্রীযুত প্রভাতচন্দ্র দাস, কালিবাড়ীপাড়াস্থিত শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার দেব, শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার ধর, শ্রীযুত করুণাসিন্ধু দাস, ইটাভাটাস্থ শ্রীযুত মুকুন্দমোহন পাত্রনবীশ ও শ্রীযুত ললিতমোহন চৌধুরী প্রভৃতি মহোদয়গণের বাসভবনে শ্রীহরিভক্তি-বাণী বিপুলভাবে কীর্ত্তন করেন এবং ভক্তিবিরোধী অদ্বৈতবাদাদি খণ্ডন করতঃ সকল শাস্ত্রেরই যে তাৎপর্য্য একমাত্র 'শ্রীহরিপদে ভক্তি' তাহা ওজস্বিনী ভাষায় দৃপ্তকণ্ঠে স্থাপন করতঃ ডিগবয়বাসীকে হরিভক্তিরসে আপ্লুত করেন।

ডিগবয় সহরে প্রচারান্তে স্বামীজী ২৫।৬।৬৯ তারিখে ডুলিয়াজান নামক স্থানে উপনীত হন। ২৬।৬।৬৯ তাং স্থানীয় Oil India Ltd-এর Construction Engineer শ্রীযুত কালিপদ সরকার মহাশয়ের গৃহে স্বামীজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীল অম্বরীষ মহারাজের প্রসঙ্গ পাঠমুখে শ্রীএকাদশী-মাহাত্ম্য এবং শ্রীল অম্বরীষ মহারাজের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীহরিসেবার আদর্শ সুন্দররূপে কীর্ত্তন করতঃ শ্রোতৃমণ্ডলীর ভজনপথে সহায়ক হন। ২৭।৭।৬৯ হইতে ২৯।৭।৬৯ পর্য্যন্ত দিবসত্রয় মহারাজজী স্থানীয় জনসমাকীর্ণ কালীবাড়ী-প্রাঙ্গনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা তথা শ্রীপ্রহ্লাদ-চরিত্র প্রদর্শনমুখে প্রচুর পরিমাণে শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী প্রচার করেন। ৩০।৬।৬৯ ও ১।৭।৬৯ দিবসদ্বয় স্থানীয় ষ্টেশন রোডস্থ শ্রীযুত প্রফুল্ল কুমার সেন মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়। তৎপরে ২।৭।৬৯ হইতে ৭।৭।৬৯ তাং পর্য্যন্ত শ্রীমৎ স্বামীজী স্থানীয় Settlement Area-এর শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন সাহা, শ্রীযুত প্রশান্ত কুমার মিত্র, শ্রীযুত গিরিজাশঙ্কর সান্যাল মহাশয় প্রভৃতির বাসভবনে শ্রীহরি-কথামৃত বর্ষণ করেন।

এবম্প্রকারে স্বামীজী মহারাজ পূর্ব্বোক্ত স্থানসমূহে ওজস্বিনীভাষায় নির্ভীকভাবে পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতা ও নগরসঙ্কীর্ত্তনমুখে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর আচরিত-প্রচারিত বিমল বৈষ্ণবধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্মের সারকথা প্রচারান্তে সদলবলে গত ১১।৭।৬৯ তাং শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। উক্ত প্রচার-পরিক্রমায় শ্রীপাদ শ্যামগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু ব্রজবাসী, শ্রীদাম-দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী প্রভৃতির সেবাপ্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

—নিজস্ব সংবাদ

মুদ্রণ-প্রমাদ

২১শ-বর্ষ, ৫ম-সংখ্যা, ১৮৯ পৃষ্ঠায় **'প্রকাশকের অভিলাপ'** শিরোনামার ৯ পংক্তিতে "পতিতাধাম"-এর স্থানে "পতিতাধম" হইবে। এবং ঐ শিরোনামার উক্ত বর্ষ ও উক্ত সংখ্যার ১৯১ পৃষ্ঠায় "প্রেকৃতমঙ্গল"-এর স্থানে "প্রকৃত মঙ্গল" হইবে।

—প্রকাশক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

২১শ-বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩৭৬ { ৬ষ্ঠ-সংখ্যা



শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও শ্রীপত্রিকার
প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি মহারাজ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ
কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম দুষ্টরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২১শ-বর্ষ | বাসুদেব, ১৯ শ্রীধর, ৪৮৩ গৌরাব্দ | ৬ষ্ঠ-সংখ্যা
রবিবার, ০২ শ্রাবণ, ১৩৭৬; ইং ১৭।৮।১৯৬৯

সানুবাদং

শ্রীল-রূপ-গোস্বামি-কৃতং

উৎকলিকাবল্লরী

শৃণুত কৃপয়া হন্ত প্রাণেশয়োঃ প্রণয়োদ্ধুরাঃ
কিমপি যদয়ং দীনঃ প্রাণী নিবেদয়তি ক্ষণং।
প্রবণিতমনাঃ কিং যুষ্মাভিঃ সমং তিলমপ্যসৌ
যুগপদনয়োঃ সেবাং প্রেম্না কদাপি বিধাস্যতি॥২৫॥

হে তদীয় কিঙ্করীগণ! তোমরা আমার প্রাণনাথ, সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণয়পাত্র, এই দীন ব্যক্তি নতচিত্তে যাহা নিবেদন করিতেছে তাহা অনুগ্রহ করিয়া শ্রবণ কর, আমি তোমাদের সহিত মিলিত হইয়া কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত ওঁ হাদের প্রেমসেবা কি কখন করিতে পারিব?॥২৫॥

ক্ব জনোঽয়মতীব পামরঃ
ক্ব দুরাপং রতিভাগ্ভিরপ্যদঃ।
ইয়মুল্ললয়ত্যজর্জ্জরা
গুরুরুত্তর্ষধুরা তথাপি মাং ॥২৬॥

অতি পামর আমি কোথায় ও ভক্তজন দুর্লভ এই প্রেমসেবাই বা কোথায়, আমার পক্ষে ইহা অতি দুর্ঘট হইলেও অতিমহতী আশা আমাকে সর্ব্বদা চঞ্চল করিতেছে ॥২৬॥

ধ্বস্তব্রহ্মমরালকুজিতভরৈরূর্জ্জেশ্বরীনূপুর-
ক্বানৈরুজ্জিতবৈভবস্তব বিভো বংশীপ্রসূতঃ কলঃ।
লব্ধঃ শশ্বসমস্তনাদনগরীসাম্রাজ্যলক্ষ্মীং পরা-
মারাধ্যঃ প্রমদাৎ কদা শ্রবণয়োর্দ্বন্দ্বেন মন্দেন মে ॥২৭॥

হে বিভো শ্রীকৃষ্ণ! ব্রহ্মমরালকলনিন্দী অর্থাৎ ব্রহ্মার হংসের শব্দের ন্যায় সুমধুর শ্রীরাধিকার নূপুরধ্বনি মিশ্রিত তোমার সুমধুর বংশীধ্বনি শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা আমি কবে শ্রবণ করিব, অর্থাৎ রাসমণ্ডলে শ্রীরাধিকা নৃত্য করিবেন, তুমি বংশী বাজাইবা তাহা শ্রবণ করিয়া তৎকালে সমস্ত নাদনগরীর আধিপত্যলক্ষ্মী লাভ করিলাম বলিয়া আমার কবে বোধ হইবে? ॥২৭॥

স্তম্ভং প্রপঞ্চয়তি যঃ শিখিপিঞ্ছমৌলি-
বেণোরপি প্রবলয়ন্ স্বরভঙ্গমুচ্চৈঃ।
নাদঃ কদা ক্ষণমবাপ্স্যতি তে মহত্যা
বৃন্দাবনেশ্বরি স মে শ্রবণাতিথিত্বং ॥২৮॥

হে বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকে! শ্রীকৃষ্ণের বংশীর স্বরভঙ্গীকারী ও স্তব্ধ-জনক ত্বদীয় বীণাধ্বনি কবে আমার শ্রবণ গোচর হইবে ॥২৮॥

কস্য সম্ভবতি হা তদহর্ব্বা
যত্র বাং প্রভুবরৌ কলগীতিঃ।
উন্নমন্মধুরিমোর্ম্মিসমৃদ্ধা
দুষ্কৃতং শ্রবণয়োর্বিধুনোতি ॥২৯॥

হে বৃন্দাবনেশ্বর! হে বৃন্দাবনেশ্বরি! এমন দিন কি কাহারও ঘটিবে? যে দিন তোমরা উভয়ে মিলিত হইয়া সুমধুর সঙ্গীত করিবে এবং উৎকৃষ্ট মাধুর্য্যতরঙ্গপূর্ণ ঐ গান শ্রবণ করিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ের দুষ্কৃতরাশি অপনীত হইবে ॥২৯॥

পরিমলসরণির্বাং গৌরনীলাঙ্গরাজ-
ন্মৃগমদঘুসৃণানুগ্রাহিনী নাগরেশৌ।
স্বমহিমপরমাণুপ্রাবৃতাশেষগন্ধা
কিমিহ মম ভবিত্রী ঘ্রাণভৃঙ্গোৎসবায় ॥৩০॥

হে নাগররাজ শ্রীকৃষ্ণ! অয়ি নাগরীশ্রেষ্ঠে শ্রীরাধিকে! যাহা নিজ-মহিমা দ্বারা নিখিল গন্ধদ্রব্য পরাজয় করিয়াছে এবম্বিধ মৃগমদ ও কুঙ্কুম সুবাসিত ভবদীয় শ্রীঅঙ্গের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়রূপ ভ্রমর কবে আনন্দিত হইবে ॥৩০॥

প্রদেশিনীং মুখকুহরে বিনিক্ষিপন্
জনো মুহুর্বনভুবি ফুৎকরোত্যসৌ।
প্রসীদতং ক্ষণমধিপৌ প্রসীদতং
দৃশোঃ পুরঃ স্ফুরতু তড়িদ্ঘনচ্ছবিঃ ॥৩১॥

হে নাথ শ্রীকৃষ্ণ! হে বৃন্দাবনেশ্বরি শ্রীরাধিকে! আমি এই বৃন্দাবনে মুখে অঙ্গুলি নিক্ষিপ্ত করিয়া বারম্বার ফুৎকার করত রোদন করিতেছি, অতএব ক্ষণকালের জন্য আমার প্রতি প্রসন্ন হও, বিদ্যুল্লতা ও নব-নীরদের ন্যায় তোমাদের উভয়ের রূপ আমার নয়নের অগ্রে বিরাজিত হউক ॥৩১॥

ব্রজমধুরজনব্রজাবতংসৌ
কিমপি যুবামভিযাচতে জনোঽয়ং।
মম নয়নচমৎকৃতিঃ করোতু
ক্ষণমপি পাদনখেন্দুকৌমুদী বাং ॥৩২॥

হে নাথ শ্রীকৃষ্ণ! হে শ্রীমতি রাধিকে! তোমরা ব্রজমণ্ডলস্থ মধুরমূর্ত্তি যাবতীয় নরনারীর শিরোভূষণ, অতএব আমি তোমাদের নিকট কিছু প্রার্থনা করিতেছি, তোমরা একবার আমার সম্মুখে যুগলভাবে অবস্থিত কর, তোমাদের পাদপদ্মস্থ নখচন্দ্রকৌমুদী আমার নয়ন যুগলের চমৎকারকারিণী হউক ॥৩২॥

অতর্কিতসমীক্ষণোল্লসিতয়া মুদাশ্লিষ্যতো-
র্নিকুঞ্জভবনাঙ্গণে স্ফুরিতগৌরনীলাঙ্গয়োঃ।
রুচঃ প্রচুরয়ন্তু বাং পুরটযূথিকামঞ্জরী
বিরাজদলিরম্যয়োর্মম চমৎকৃতিং চক্ষুষোঃ ॥৩৩॥

নিকুঞ্জ ভবনমধ্যে তোমাদের পরস্পরের অকস্মাৎ দর্শনজনিত প্রচুর আনন্দ হেতু তোমরা পরস্পর আলিঙ্গন করিতেছ, ঐ সময়ে নীলাঙ্গ ও গৌরাঙ্গ উভয়ে মিলিত হইয়া স্বর্ণ যূথিকা কুসুম মঞ্জরীস্থিত ভ্রমরের ন্যায় তোমাদের শ্রীঅঙ্গের শোভা আমার নয়নযুগলের সমধিক চমৎকারকারিণী হউক ॥৩৩॥

সাক্ষাৎকৃতিং বত যয়োর্ন মহত্তমোঽপি
কর্ত্তুং মনস্যপি মনাক্ প্রভুতামুপৈতি।
ইচ্ছন্নয়ং নয়নয়োঃ পথি তৌ ভবন্তৌ
জন্তুর্বিজিত্য নিজগার ভিয়ং হ্রিয়ঞ্চ ॥৩৪॥

যোগী তপস্বী প্রভৃতি মহাত্মারা তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হন না, সে স্থলে অল্পপ্রাণী আমি তাদৃশ তোমাদিগকে নয়নপথের পথিক করিব বলিয়া ইচ্ছা করিতেছি, সুতরাং আমি লজ্জা ভয় জয় করিয়া উহা উদ্গীর্ণ করিয়াছি অর্থাৎ অসম্ভব বিষয় প্রার্থনা হেতু আমি লজ্জা ভয় বিহীন হইয়াছি ॥৩৪॥

অথবা মম কিংনু দূষণং, বত বৃন্দাবনচক্রবর্ত্তিনৌ।
যুবয়োর্গুণমাধুরী ন বা জনমুন্মাদয়তীব কং ন বা ॥৩৫॥

অথবা এ বিষয়ে আমার দোষই বা কি? হে বৃন্দাবনরাজ শ্রীকৃষ্ণ! হে বৃন্দাবন পট্টমহিষি শ্রীরাধিকে! তোমাদের গুণমাধুরী ব্যক্তি মাত্রকেই উন্মাদিত করে, সুতরাং তোমাদের লীলাগুণে মধুমত্ত হইয়া এই প্রার্থনা করিতেছি ॥৩৫॥

অহহ সময়ঃ সোঽপি ক্ষেমো ঘটেত নরস্য কিং
ব্রজনটবরো যত্রোদ্দীপ্তা কৃপাসুধয়োজ্জ্বলা।
কৃতপরিজনশ্রেণিচেতশ্চকোরচমৎকৃতি-
র্ব্রজতি যুবয়োঃ সা বক্ত্রেন্দুদ্বয়ী নয়নাধ্বনি ॥ ৩৬ ॥

হে ব্রজনটবর! শ্রীকৃষ্ণ! হে শ্রীমতি! রাধিকে! অতিসুন্দর কৃপাপীযূষ পরিপূর্ণ ও ভক্তজন চিত্তচকোরের আনন্দপ্রদ তোমাদের উভয়ের বদনচন্দ্র যে দিনে আমার নয়নপথের পথিক হইতে পারে, এমন শুভদিন কি আমার হইবে? ॥৩৬॥

প্রিয়জনকৃতপার্শ্বি গ্রাহচর্য্যোন্নতাভিঃ
সুগহনঘটনাভির্বক্রিমাড়ম্বরেণ।
প্রণয়কলহকেলিক্ষ্বেলিভির্বামধীশৌ
কিমহ রচয়িতব্যঃ কর্ণয়োর্বিস্ময়োমে ॥ ৩৭ ॥

হে নাথ! শ্রীকৃষ্ণ! হে শ্রীমতি! শ্রীরাধিকে! তোমাদের পরস্পরের পক্ষগণ যাহা লইয়া তুমুল করিতেছে এবং পরস্পরের বক্রোক্তি হেতু যাহার মর্ম্ম অতি দুর্জ্ঞেয় হইয়াছে এইরূপ তোমাদের পরস্পরের প্রণয় কলহরূপ কেলিকৌতুক শ্রবণ করাইয়া আমার শ্রবণেন্দ্রিয়কে কবে চমৎকৃত করিবে ॥৩৭॥

নিভৃতমপহৃতায়া মে তয়া বংশিকায়াং
দিশি দিশি দৃশমুৎকাং প্রের্য্য সংপৃচ্ছমানঃ।
স্মিতশবলমুখীভির্বিপ্রলব্ধঃ সখীভি-
স্ত্বমঘহর কদা মে তুষ্টিমক্ষ্ণোর্বিধৎসে ॥ ৩৮ ॥

হে অঘহর! শ্রীকৃষ্ণ! শ্রীরাধিকা তোমার বংশী হরণ করিলে, (আমার বংশী কে লইল, আমার বংশী কে চুরি করিল এইরূপ) জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ইতস্ততঃ বংশী অন্বেষণ করিবে, ঐ সময়ে শ্রীরাধিকার পক্ষ সখীরা (তোমার বংশী এই লইয়াছে বলিয়া) কোন অপর ব্যক্তিকে দেখাইয়া দিবে, তৎকালে তুমি তাহার সহিত কলহ করিবে, উক্ত সখীরা ধূর্ত্তকে ঠকাইয়াছি বলিয়া হাস্য করিতে থাকিবে, ঐ সময়ে তোমার তাদৃশ ভাব দর্শন করিয়া আমার নয়ন যুগল কবে পরিতৃপ্ত হইবে? ॥৩৮॥

ক্ষতমধরদলস্য স্বস্য কৃত্বা ত্বদালী-
কৃতমিতি ললিতায়াং দেবি কৃষ্ণে ব্রুবাণে।
স্মিতশবলদৃগন্তা কিঞ্চিদুত্তম্ভিতভ্রু-
র্মমমুদমুপধাস্যত্যাস্যলক্ষ্মীঃ কদা তে ॥ ৩৯ ॥

হে দেবি শ্রীরাধিকে! শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্থাৎ আপনা আপনি স্বীয় অধরবিম্ব দন্তদ্বারা ক্ষত করিয়া যখন ললিতার নিকট বলিবেন যে, হে ললিতে! দেখ তোমার সখী শ্রীরাধিকা আমার অধর ক্ষত করিয়া দিয়াছেন, ঐ কথা শ্রবণ করিবামাত্র তুমি ঈষৎ হাস্যমুখী হইয়া ভ্রূকুটীযুক্ত কটাক্ষ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবে, তৎ কালোচিত তাদৃশ মুখ শোভা দর্শন করাইয়া আমাকে পরিতৃপ্ত করিবা? ॥৩৯॥

কথমিদমপি বাঞ্ছিতুং নিকৃষ্টঃ
স্ফুটময়মর্হতি জন্তুরুত্তমার্হং।
গুরুলঘুগণনোজ্ঝিতার্ত্তনাথৌ
জয়তিতরামথবা কৃপাদ্যতির্বাং ॥ ৪০ ॥

হে কাতরজনপালক শ্রীকৃষ্ণ! হে কাতরজনপালিকে! শ্রীরাধিকে! উত্তম ভক্তগণের প্রাপ্তি যোগ্য তোমাদের প্রেমসেবা বাঞ্ছা করিতে যদিও এই নিকৃষ্ট ব্যক্তি অযোগ্য হয় তথাপি তোমাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দয়া লঘু গুরু গণনা করে না বলিয়া উহা প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে ॥৪০॥

বৃত্তে দৈবাদ্ব্রজপতিসুহৃন্নন্দিনীবিপ্রলম্ভে
সংরম্ভেণোল্ললিতললিতাশঙ্কয়োদ্ভ্রান্তনেত্রঃ।
ত্বং শারীভিঃ সময়পটুভির্দ্রাগুপালভ্যমানঃ
কামং দামোদর মম কদা মোদমক্ষ্ণোর্বিধাতা ॥ ৪১ ॥

হে দামোদর! দৈবায়ত্ত শ্রীরাধিকার সহিত তোমার বিচ্ছেদ হইলে তুমি ললিতার ভয়ে উদ্ভ্রান্ত নয়ন অর্থাৎ পাছে ললিতা আমায় ভৎর্সনা করেন সেই ভয়ে ব্যস্ত হইলে নিকুঞ্জস্থ সারিকাগণ সময় পাইয়া ত্বদধীনা রাজনন্দিনী শ্রীরাধিকাকে তুমি অকারণে বঞ্চনা করিয়াছ বলিয়া কত তিরস্কার করিবে, অতএব তৎকালোচিত তোমার তাদৃশ ভাব দর্শন করিয়া আমার নয়নযুগল কবে আনন্দিত করিবা? ॥৪১॥

রাসারম্ভে বিলসতি পরিত্যজ্য গোষ্ঠাম্বুজাক্ষী-
বৃন্দং বৃন্দাবনভুবি রহঃ কেশবেনোপনীয়।
ত্বাং স্বাধীনপ্রিয়তমপদপ্রাপণেনাচ্চিতাঙ্গীং
দূরে দৃষ্ট্বা হৃদি কিমচিরাদর্পয়িষ্যামি দর্পং ॥ ৪২ ॥

হে শ্রীমতি! শ্রীরাধিকে! শ্রীবৃন্দাবনে রাসক্রীড়া আরম্ভ হইলে শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য ব্রজরমণী পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে নির্জ্জনে লইয়া গমন করিবেন, অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ তোমার অধীন হইয়া নানাবিধ কুসুমদ্বারা তোমার বেশভূষা করিয়া দিতেছেন, ঐ ঘটনা দূর হইতে দর্শন করিয়া আমি নিজ হৃদয়ে অপার আনন্দ স্থাপন কবে করিব? ॥৪২॥

রম্যা শোণদ্যুতিভিরলকৈর্যাবকেনোর্জ্জদেব্যাঃ
সদ্যস্তন্ত্রীমুকুলদলসক্রান্তনেত্রো ব্রজেশ।

প্রাতশ্চন্দ্রাবলিপরিজনৈঃ সাচিদৃষ্টা বিবর্ণৈ-
রাস্যশ্রীস্তে প্রণয়তি কদা সম্মদং মে মুদঞ্চ ॥ ৪৩ ॥

হে ব্রজরাজ! তুমি চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ হইতে প্রাতঃকালে শ্রীরাধিকার কুঞ্জে আগমন করিয়া মানিনী শ্রীরাধিকার মান-ভঞ্জনের নিমিত্ত তদীয় অলক্তাঙ্কিত চরণে মস্তক অবনতি হেতু তোমার অলকাবলি লোহিত বর্ণ হইয়াছে এবং রাত্রি জাগরণ হেতু তোমার নয়নযুগল নিদ্রাবেশে মুকুলিত ও আলস্য পূর্ণ হইয়া ক্লান্ত হইতেছে, অপরদিকে চন্দ্রাবলীর সখীগণ বিবর্ণ হইয়া বক্রদৃষ্টিতে তোমার ভাব দর্শন করিতেছে, অতএব তোমার তৎকালোচিত তাদৃশী মুখ-শোভা কবে আমার হৃদয়ে গর্ব্ব ও আনন্দ বিস্তার করিবে? ॥৪৩॥

ব্যাত্যুক্ষীরভসোৎসবেঽধরসুধাপানগ্রহে প্রস্তুতে
জিত্বা পাতুমথোৎসুকেন হরিণা কণ্ঠে ধৃতায়াঃ পুরঃ।
ঈষৎশোণিমমীলিতাক্ষমনৃজুভ্রূবল্লিহেলোন্নতং
প্রেক্ষিষ্যে তব সস্মিতং সরুদিতং তদ্দেবি বক্ত্রং কদা ॥৪৪॥

হে দেবি! শ্রীরাধিকে! অধরসুধা-পান পণ রাখিয়া তোমাদের জলক্রীড় আরম্ভ হইলে ঐ ক্রীড়ায় জয় লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ হৃষ্টচিত্তে অধরসুধা-পানের নিমিত্ত তোমার কণ্ঠদেশ গ্রহণ করিবেন, তখন বাহ্য কোপ প্রকাশ হেতু আরক্ত নয়ন ও কুটিল ভ্রূলতার উৎক্ষেপ হেতু এবং অনাদর হেতু উন্নত, হাস্য ও রোদনমিশ্রিত তোমার মুখপদ্ম আমি কবে দর্শন করিব। (এই শ্লোকে কিলকিঞ্চিত, কুট্টমিত, বিব্বোক, এই তিনটী ভাব বর্ণিত হইয়াছে। নায়ক নায়িকার সঙ্গকালে অতিশয় হর্ষহেতু নায়িকার গর্ব্ব, হাস্য ও অভিলাষাদি যদি ভয়কোপ প্রভৃতিদ্বারা বিমিশ্রিত হয়, তাহা হইলে ঐ ভাবকে কিলকিঞ্চিত বলিয়া পণ্ডিতগণ কীর্ত্তন করেন। স্তনস্পর্শ ও মুখ-চুম্বনাদি করিলে যদি নায়িকার বাহিরে কোপ প্রকাশ ও অন্তরে আনন্দ হয়, তাহা হইলে ঐ ভাবকে কুট্টমিত বলিয়া পণ্ডিতেরা কীর্ত্তন করেন। গর্ব্ব হেতু ইষ্ট বস্তুতে অনাদর প্রকাশের নাম বিব্বোক)॥৪৪॥

আলীভিঃ সমমভ্যুপেত্য শনকৈর্গান্ধর্ব্বিকায়াং মুদা
গোষ্ঠাধীশকুমার হন্ত কুসুমশ্রেণীং হরন্ত্যাং তব।
প্রেক্ষিষ্যে পুরতঃ প্রবিশ্য সহসা গূঢ়স্মিতাস্যং বলা-
দাচ্ছিন্দানমিহোত্তরীয়মুরসস্ত্বাং ভানুমত্যাঃ কদা ॥ ৪৫ ॥

হে ব্রজেন্দ্রনন্দন! ললিতাদি সখীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীরাধিকা তোমার পুষ্প বাটিকায় প্রবেশ করিয়া অলক্ষ্যভাবে আনন্দে পুষ্প চয়ন করিতেছেন, ঐ সময়ে তুমি সহসা ঐস্থানে প্রবেশ করিয়া শ্রীরাধিকার সহচরী ভানুমতীর বক্ষঃস্থল হইতে উত্তরীয় বসন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া এবং ঐ কালে বাহিরে কোপ প্রকাশ ও অন্তরে হাস্যযুক্ত তোমার মুখপদ্ম আমি কবে দর্শন করিব? ॥৪৫॥

উদঞ্চতি মধূৎসবে সহচরীকুলেনাকুলে
কদা ত্বমবলোক্যসে ব্রজপুরন্দরস্যাত্মজ।
স্মিতোজ্জ্বলমদীশ্বরীচলদৃগঞ্চলপ্রেরণা-
ন্নিলীনগুণমঞ্জরীবদনমত্র চুম্বন্ময়া ॥ ৪৬ ॥

হে ব্রজেন্দ্রনন্দন! সখীগণে বেষ্টিত হইয়া তোমাদের বসন্তোৎসব আরম্ভ হইলে স্মিতমুখী শ্রীরাধিকার চপল কটাক্ষ প্রেরণে অর্থাৎ তাঁহার ইঙ্গিত হেতু নিভৃত স্থানে অবস্থিত গুণমঞ্জরী নামিকা কোন সখীর বদন চুম্বন করিতেছ, এইরূপ তোমাকে আমি কবে দর্শন করিব ॥৪৬॥

কলিন্দতনয়াতটীবনবিহারতঃ শ্রান্তয়োঃ
স্ফুরন্মধুরমাধবীসদনসীম্নি বিশ্রাম্যতোঃ।
বিমুচ্য রচয়িষ্যতে স্বকচবৃন্দমত্রামুনা
জনেন যুবয়োঃ কদা পদসরোজসম্মার্জনং ॥ ৪৭ ॥

হে নাথ! শ্রীকৃষ্ণ! হে শ্রীমতি! শ্রীরাধিকে! তোমরা কালিন্দীতীরবর্ত্তি বনবিহারে পরিশ্রান্ত হইয়া মাধবীলতামূলে বিশ্রাম করিতেছ, ঐ সময়ে নিজকেশ পাশ মুক্ত করিয়া উহাদ্বারা তোমাদের পাদপদ্মরজের মার্জ্জনা আমি কবে করিব? ॥৪৭॥

পরিমিলদুপবর্হং পল্লবশ্রেণিভির্বাং
মদনসমরচর্য্যাভারপর্য্যাপ্তমত্র।
মৃদুভিরমলপুষ্পৈঃ কল্পয়িষ্যামি তল্পং
ভ্রমরযুজি নিকুঞ্জে হা কদা কুঞ্জরাজৌ ॥ ৪৮ ॥

ভ্রমর শোভিত নিকুঞ্জবন মধ্যে নবপল্লবদ্বারা উপাধান (বালিষ) ও সুকোমল পুষ্প আস্তরণ করিয়া কন্দর্প যুদ্ধের ভার সহন ক্ষম তোমাদের পুষ্প-শয্যা আমি কবে প্রস্তুত করিয়া দিব ॥৪৮॥

অর্চ্চনকারীর জ্ঞাতব্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী
১লা মে, ১৯২৯

স্নেহবিগ্রহেষু —

কএকদিবস পূর্ব্বে আপনার একখানি কৃপালিপি পাইয়াছিলাম; কিন্তু কার্য্যগতিকে সময় মত উত্তর লিখিতে পারি নাই। সম্প্রতি আপনার ১৩।১।৩৬ তারিখের পত্র পাইলাম। ভগবৎকৃপায় ভাল আছি। কএকদিবস শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে আগমন করিয়া শারীরিক কোন অসুবিধাই হয় নাই। ইচ্ছা আছে, জ্যৈষ্ঠ-স্নান পর্য্যন্ত এখানেই থাকিব।

প্রাপ্তমন্ত্রদ্বারা অর্চ্চন করিবার ইচ্ছা থাকিলে অর্চ্চন করিবেন, নতুবা প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় দ্বাদশবার মন্ত্র ও গায়ত্রীসমূহ জপ করিতে পারেন। জপাদি করিবার কালে বৈকল্য উপস্থিত না হইলে জপাদি সুষ্ঠু হইতেছে, জানিতে হইবে।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজীউ ও শ্রীবাণলিঙ্গ পূজার ব্যবস্থা করিয়া যখন বান্ধব * * মহাশয়ের বাড়ীতে ঠাকুর রাখিয়াছেন এবং তথায় পূজাদি হইতেছে, তখন আর আপনার সে বিষয়ে অধিক চিন্তা করিবার আবশ্যকতা নাই। যখন ঐসকল মূর্ত্তি পুনর্গ্রহণ করিবেন, তখন যথাবিধি তাঁহাদের পূজা বিহিত হইবে। ঐ সকল বিষয়ে বিস্তৃত উপদেশ পত্র মধ্যে লিখা সম্ভবপর নহে। তবে জানিবেন, মহাদেবের নিকট পূর্ব্ব আচার্য্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এইরূপ বিজ্ঞপ্তি জানাইতেছেন—,

"বৃন্দাবনাবনিপতে জয় সোম-সোম-
মৌলে সনন্দন-সনাতন নারদেড্য।
গোপেশ্বর ব্রজবিলাসি-যুগাঙ্ঘ্রি-পদ্মে
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে ॥"

রুদ্র দেবতাকে বিষ্ণু হইতে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে তাঁহাকে বৈষ্ণবরূপে দর্শন করিতে হয়; বিষ্ণুর গুণাবতার-রূপে দর্শন করিলে আধিকারিক দেবতা মাত্র জ্ঞান হয়। বিষ্ণু-কলেবরে বিকারের সম্ভাবনা

নাই; কিন্তু শাস্তবলীলায় প্রকৃতি-গুণের সহিত সম্বন্ধ আছে। কাজেই বিষ্ণু হইতে ভেদ-দর্শন আসিয়া পড়ে।

ব্রহ্ম-গায়ত্রী, শ্রীগুরু-গায়ত্রী, শ্রীগৌর-গায়ত্রী ও কাম-গায়ত্রী গান করিবার উদ্দেশ্যে জপ করিতে হইবে। সংখ্যানাম ক্রমশঃ লক্ষ-সংখ্যা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিবেন। লক্ষ নামের কম হইয়া গেলে তাহাকে 'পতিত' বলা হয়। সুতরাং অপতিত নাম করিবারই যত্ন করিবেন। অর্চ্চনকালে জল, তুলসী, নৈবেদ্য, ধূপ, দীপ—সকলই হরিসেবার জন্য ব্যবস্থা করিবেন। কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত আপনি তথাকার কার্য্যে আবদ্ধ থাকিবেন, জানিলাম। ভগবৎকৃপা হইলে তাহার পূর্ব্বেও আপনার অবসর হইতে পারে।

আপনার যে স্থানে থাকিয়া হরিসেবা করিবার অভিপ্রায় হয়, সেইরূপই করিতে পারিবেন। এসম্বন্ধে ক্রমশঃ আলোচনা হইতে পারিবে। আপনার সুদৃঢ় ভগবদনুরাগ দর্শন করিয়া আমাদের বিশেষ আনন্দ হইতেছে। তাহাতেই জানিয়াছি, ভগবানের কৃপা আপনার উপর অত্যন্ত অধিক, নতুবা কুসংস্কার কেহ এত শীঘ্র ছাড়িতে পারে না। * * *

নিত্যাশীর্ব্বাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(নামাপরাধ)

১। নামাপরাধের গুরুত্ব কতদূর?

"নাম যেরূপ সর্ব্বোত্তম তত্ত্ব, নামাপরাধ সেইরূপ সকল-প্রকার পাপ ও অপরাধ অপেক্ষা কঠিন। সর্ব্বপ্রকার পাপ ও অপরাধ নামাশ্রয়-মাত্রেই দূর হয়, নামাপরাধ তত সহজে যায় না।"

—হৈঃ ধঃ ২৬শ অঃ

২। কোনও প্রকার পাপের সহিত নামাপরাধের তুলনা হয় কি?

"পঞ্চবিধ পাপ কোটিগুণিত হইলেও নামাপরাধের তুল্য হয় না।"

—হৈঃ ধঃ ২৫শ অঃ

৩। অপরাধ-পরিত্যাগে যত্ন না করিয়া নাম-গ্রহণের অভিনয়ে নামের ফল পাওয়া যায় কি?

"নামাভাস ও নামের ভেদ না বুঝিয়া অনেকে মনে করেন যে, নাম—অক্ষরময়; অতএব শ্রদ্ধা না করিয়া নামাদি গ্রহণ করিলেও ফল হইবে। তাঁহারা অজামিলের ইতিহাস ও 'সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা' ইত্যাদি শাস্ত্র-বচনের উদাহরণ দেন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, নাম—চৈতন্য-রসবিগ্রহ, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহেন। সে-স্থলে নিরপরাধে নামরস আশ্রয় না করিলে নামের ফলোদয় সম্ভব হয় না। শ্রদ্ধাবিহীন লোকের নাম উচ্চারণ করার ফল এই যে পরে সশ্রদ্ধ নাম হইতে পারে। অতএব দুষ্টরূপে অর্থবাদ করিয়া নামকে জড়াত্মক অক্ষর-স্বরূপে যাঁহার কর্ম্মকাণ্ডের অঙ্গ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা নিতান্ত বহির্ম্মুখ ও নামাপরাধী।"

—'শ্রীহরিনাম'

৪। অবৈধ যোষিৎকে নামাশ্রিত করিবার অভিনয় করিয়া নাম-বলে যোষিৎ-সঙ্গের সুযোগ করিয়া লওয়া কি নামাপরাধ নহে?

"কোনও ভিক্ষাশ্রমগত বৈষ্ণব-পুরুষ কোনও সুন্দরী যুবতীকে দেখিয়া লোভ করিলেন। অবশেষে পাপ-প্রবৃত্তিদ্বারা চালিত হইয়া এই স্থির করিলেন—'যখন আমি নিরন্তর হরিনাম করি, তখন ঐ যুবতীকে হরিনাম শিষ্য করিয়া তাহার সেবা গ্রহণ করিলে যে কিছু পাপ হইবে, তাহা উভয়ের কৃত হরিনামে অবশ্যই ক্ষয় হইবে; বিশেষতঃ ঐ স্ত্রীলোক বৈষ্ণবী হইল, বৈষ্ণব-সঙ্গ—দুর্ল্লভ; আবার উহার সঙ্গে গোপীভাবেরও অনেক শিক্ষা হইবে; এরূপ দুর্ল্লভ-সঙ্গ কোথায় পাওয়া যায়'?—এই মনে করিয়া সেই স্ত্রীকে বৈষ্ণবী করিয়া বৈষ্ণব-সেবা গ্রহণ করিলেন। এস্থলে নামাপরাধের পরাকাষ্ঠা হইল।"

—'নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি একটি নামাপরাধ', সঃ তোঃ ৮।৯

৫। হরিনাম শীঘ্র ফলজনক না হইবার কারণ কি?

"সেই সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন নাম দেহ, গেহ, অর্থ, জনতা, লোভ প্রভৃতি পাষাণ-মধ্যে পতিত হইলে শীঘ্র ফলজনক হয় না। এই প্রতিবন্ধক দুই প্রকার অর্থাৎ সামান্য ও বৃহৎ। সামান্য প্রতিবন্ধক থাকিলে উচ্চারিত নাম 'নামাভাস' হয়, কিন্তু কিছু বিলম্বে ফল প্রদান করে; বৃহৎ প্রতিবন্ধক থাকিলে উচ্চারিত নাম 'নামাপরাধ' হয়, তাহা অবিশ্রান্ত নামোচ্চারণ ব্যতীত বিগত হয় না।"

—জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

৬। অনন্য ভক্তিহীন ব্যক্তির লক্ষণ কি ?

"শুদ্ধ বৈষ্ণবের অনাদর, অসৎসঙ্গ, অর্থাৎ অবৈধ-স্ত্রীসঙ্গ ও অভক্তসঙ্গ গুরুর প্রতি অবজ্ঞা, ভক্তিশাস্ত্রের নিন্দা, নাম-নামীতে ভেদ-জ্ঞান, অন্য শুভ কর্ম্মের সহিত নামের সাম্য, জড়-দেহের অহংতা-মমতা-বশতঃ নামে প্রীতির খর্ব্বতা, নাম-বলে পাপাচার প্রভৃতি যে-সকল ভক্তি-বিরুদ্ধ আচার নিন্দিত আছে, তাহা যে-ব্যক্তিতে দেখা যাইবে, তিনি যে শ্রীকৃষ্ণে অনন্যভক্তি লাভ করিয়াছেন,—এরূপ বলা যায় না।"

—'কুটীনাটী', সঃ তোঃ ৬।৭

৭। দশবিধ নামাপরাধ কি কি ?

"নামাপরাধ দশবিধ—(১) সাধুনিন্দা,—যাঁহারা একান্তভাবে নামাশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিন্দা বা দ্বেষ করা। তাঁহারা কেবল নাম-তত্ত্বই জানেন, জ্ঞান-যোগ-প্রভৃতি কিছুই জানেন না, এরূপ মনে করিয়া তাঁহাদিগকে অবহেলা করিলেও অপরাধ হয়। (২) দেবান্তরে স্বতন্ত্র-জ্ঞান—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, সর্ব্বেশ্বর, অন্যান্য দেবদেবী তাঁহার বিধিকর, কৃষ্ণকে ভজন করিলেই অন্য দেবদেবীর ভজন হয়—এইরূপ বিশ্বাস না করিয়া কৃষ্ণ একজন ঈশ্বর,—শিব অন্য এক ঈশ্বর,—এইরূপ স্বতন্ত্র-শক্তি সিদ্ধ বহু ঈশ্বর কল্পনা করিলে নামাপরাধ হয়। (৩) গুর্ব্বজ্ঞ—যিনি নামতত্ত্বের সর্ব্বোৎকর্ষতা শিক্ষা দেন, তিনি নামগুরু। যদি মনে করা যায়, তিনি নামই-শাস্ত্রেই বিশেষ ব্যুৎপন্ন অন্য সাধন-বিষয়ে কিছুই জানেন না, তাহা হইলেই অপরাধ হয়। সকল কর্ম্মের চরমফল নামতত্ত্ব-লাভ তাহা যাঁহার হইয়াছে, তাঁহার অন্য কিছুই প্রয়োজন নাই। কিছু জানিতেও তাঁহার বাকী নাই। (৪) শ্রুতিনিন্দা—বেদে নামের অনেক মাহাত্ম্য বলিয়াছেন, সেই সমস্ত নাম-মাহাত্ম্য-সূচক বেদ-বাক্যে অবিশ্বাস-মূলক দ্বেষভাব বহন করিলে নামাপরাধ হয়। (৫) হরিনামে অর্থবাদ—অর্থাৎ রাম কৃষ্ণ, হরি প্রভৃতির নাম কল্পিত, ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-কর্ম্ম নাই—এইরূপ মনে ভাবিলে অপরাধ হয়। (৬) নাম-বলেপাপ —নাম করিলে পাপ থাকিবে না, অথবা নাম করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত্ত শুদ্ধ হইয়া আর পাপে রুচি থাকিবে না, আপাততঃ স্বার্থের জন্য একটি পাপ করিয়া লই, এইরূপ নামের ভরসায় যে পাপ করা যায়, তাহা বড় কঠিন অপরাধ। (৭) শুভকর্ম্ম-সাম্য—অর্থাৎ ধর্ম্ম, ব্রত, তপঃ প্রভৃতি যেরূপ শুভকর্ম্ম, নামও তদ্রূপ একটি শুভকর্ম্ম-বিশেষ, অতএব যে-কোন একটি শুভকর্ম্ম আশ্রয়

করিলে আত্মশুদ্ধি হইতে পারে, এইরূপ মনে করিয়া নাম আশ্রয় না করা অপরাধ। (৮) প্রমাদ—নামে অনবধান, অর্থাৎ ঔদাসীন্য, জাড্য ও বিক্ষেপ থাকিলে প্রমাদাপরাধ হয়। নাম-গ্রহণকালে নামের প্রতি উদাসীন হইয়া মুখে নাম ও মনে নানারূপ বিষয় চিন্তা করাই ঔদাসীন্য, নাম-গ্রহণে অরুচি এবং কতক্ষণে সংখ্যা নাম শেষ হইবে, এইরূপ মনে করিয়া বারম্বার জপ-মালার সুমেরু-প্রতি কটাক্ষপাত প্রভৃতি জাড্যের লক্ষণ। প্রতিষ্ঠাশা বা শাঠ্য-বশবর্ত্তী হইয়া নামগ্রহণই বিক্ষেপ। (৯) অজ্ঞ অশ্রদ্ধ ব্যক্তিকে নাম-মন্ত্র-দান—অজ্ঞ ও অশ্রদ্ধ জনের নিকট নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া নামে তাহার বিশ্বাস হইলে তবে তাহাকে নাম-মন্ত্র প্রদান করা উচিত। সামান্য অর্থ-লোভে অযোগ্য শিষ্যকে নাম দিলে গুরু অপরাধে অধঃপতিত হন। (১০) 'অহং মম' ভাব—নাম-মাহাত্ম্য জানিয়া শুনিয়াও বিষয়াসক্তির আধিক্য-বশতঃ নাম-ভজনে প্রবৃত্ত না হওয়া বিশেষ অপরাধ। এই দশবিধ নামাপরাধ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে নামের ফলে প্রেম-লাভ হয়।

—'বিশুদ্ধভজন', সঃ তোঃ ১১।৭

৮। প্রথম নামাপরাধের স্বরূপ কি ?

"প্রথম অপরাধ এই যে, যে-সকল সাধু একমাত্র নাম আশ্রয় করিয়াছেন এবং সমস্ত কর্ম্ম, ধর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিন্দা করিলে বৃহদপরাধ হয়; কেননা, যাঁহারা নামের যথার্থ মাহাত্ম্য জগতে বিস্তার করিতেছেন, তাঁহাদের নিন্দা হরিনাম সহিতে পারেন না। নাম-পরায়ণ সাধুদিগের নিন্দা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকেই সর্ব্বোত্তম সাধু বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে নাম-কীর্ত্তন করিলে নামের শীঘ্র কৃপা হয়।"

—জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

৯। দ্বিতীয় নামাপরাধের কয়টি ভেদ ?

"দ্বিতীয় অপরাধের ব্যাখ্যা দুই প্রকার—প্রথম প্রকার এই যে,—দেবাগ্রগণ্য সদাশিব ও শ্রীবিষ্ণু ইঁহাদের গুণ-নামাদি সকলই বুদ্ধিদ্বারা পৃথগ্‌রূপে দেখিলে নামাপরাধ হয়; তাৎপর্য্য এই যে, সদাশিব একটি পৃথক্ স্বতন্ত্র-শক্তিসিদ্ধ ঈশ্বর এবং বিষ্ণু একটি পৃথক্ ঈশ্বর—এরূপ কল্পনা করিলে বহ্বীশ্বরবাদ আসিয়া পড়ে, তাহাতে ভগবানের প্রতি অনন্য-ভক্তির বাধা জন্মে, অতএব শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বেশ্বর এবং তাঁহার শক্তি হইতেই শিবাদি

দেবতার ঈশ্বরত্ব অর্থাৎ সেই সেই দেবতার পৃথক্ শক্তি-সিদ্ধতা নাই, এইরূপ বুদ্ধির সহিত হরিনাম করিলে অপরাধ হয় না। দ্বিতীয় অর্থ এই যে,—শিবস্বরূপ অর্থাৎ সর্ব্বমঙ্গল-স্বরূপ শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাকে তাঁহার নিত্যসিদ্ধ বিগ্রহ হইতে পৃথক্ বলিয়া দেখিলে নামাপরাধ হয়। অতএব কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণলীলা—সকলই অপ্রাকৃত ও পরস্পর অপৃথক্, এরূপ জ্ঞান ও বিজ্ঞান লাভ করিয়া কৃষ্ণনাম করিবে, নতুবা নামাপরাধ হইবে। এইরূপে সম্বন্ধ-জ্ঞান-লাভ করতঃ কৃষ্ণনাম করিবার বিধি।"

—জৈঃ ধঃ ২৩শ অঃ

১০। তৃতীয় নামাপরাধ—গুর্ব্ববজ্ঞার লক্ষণ কি?

"নামগুরুর প্রতি এইরূপ অবজ্ঞা করেন যে, তিনি নাম-শাস্ত্রই অবগত আছেন মাত্র, কিন্তু যাঁহারা বেদান্ত-দর্শনাদি অধিক জানেন, তাঁহারা নাম-শাস্ত্র-গুরু-অপেক্ষা শাস্ত্রার্থ অধিক অবগত; তিনি নামাপরাধী। বস্তুতঃ নামতত্ত্ববিদ্ গুরু অপেক্ষা আর উচ্চ গুরু নাই, তাঁহাকে তদ্রূপ লঘু মনে করিলে নামাপরাধ হইবে।"

—জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

১১। শ্রীগুরুদেবকে কিরূপ মনে করা উচিত?

"শ্রীগুরুতে সামান্য জীব-বুদ্ধি করিবে না,—কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি-পুষ্ট 'কৃষ্ণ-পরিকর' বলিয়া গুরুকে ভক্তি করিবে। গুরুকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করাও মায়াবাদীর মত,—শুদ্ধ বৈষ্ণবের মত নয়।"

—'গুর্ব্বজ্ঞা', হঃ চিঃ

১২। চতুর্থ নামাপরাধটি কি?

"সকল বেদে ও সকল উপনিষদে নাম-মাহাত্ম্য দৃষ্ট হয়; এই সকল শ্রুতির নিন্দা করিলে নামাপরাধ হয়। অনেকে দুর্ভাগ্য-বশতঃ শ্রুতির অন্যান্য উপদেশকে অধিক সম্মান করত নামার্থ-প্রতিপাদক শ্রুতির প্রতি যে অবহেলা করে, তাহাই তাহাদের নামাপরাধ; সেই অপরাধ-ক্রমে তাহাদের নামে রুচি হয় না। —জৈঃ ধঃ ২৪ অঃ

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

প্রভু বিনা কে আছে আমার ?

লভিয়া সুকৃতিবলে মানব-জনম,
অন্ধ আমি ভুলেছিনু আত্মার ধরম।
শিক্ষা দিলা পরধর্ম্ম যিনি কৃপাধার,
হেন প্রভু বিনা বিশ্বে কে আছে আমার ?

বিশ্বভোগ তরে যবে অভক্ত-তস্কর,
কোটী মন্দযুক্তি মোরে দেয় নিরন্তর।
বিশ্বপতি-সেবা দিলা যিনি কৃপাধার,
হেন প্রভু বিনা বিশ্বে কে আছে আমার ?

সংসার-কাননে যবে হিংস্র শ্বাপদে,
দেখাও বিকট মূর্ত্তি মোরে পদে পদে।
সে বিপদে রক্ষাকর্ত্তা যিনি কৃপাধার,
হেন প্রভু বিনা বিশ্বে কে আছে আমার ?

ইন্দ্রিয়তোষণপর অসতের সনে,
যেতেছিনু যবে দম্ভে নরক-ভবনে।
হৃষীকেশ-সেবাশিক্ষা দিলা কৃপাধার,
হেন প্রভু বিনা বিশ্বে কে আছে আমার ?

বাহ্যে মনোহর দৃশ্য হেরিয়া নয়নে,
ব্যর্থকাল যায় মোর কাচ অন্বেষণে ;
সন্মণি-সন্ধান দাতা যিনি কৃপাধার,
হেন প্রভু বিনা বিশ্বে কে আছে আমার ?

ইতর প্রজল্পে তুষ্ট-মন সদা ধায়,
শিখাইলা কৃষ্ণগান যিনি অমায়ায়।
যথা যাই তথা হেরি শুধু হাহাকার,
হেন প্রভু বিনা বিশ্বে কে আছে আমার ?

অন্তরে পাশববৃত্তি করি' আচ্ছাদন,
বঞ্চিতে আসিল যবে শতেক দুর্জ্জন।

শাসিল বঞ্চকগণে যিনি কৃপাধার,
হেন প্রভু বিনা বিশ্বে কে আছে আমার ?

এ দুঃখজলধি মাঝে মোরে অনুক্ষণ,
করিছে কুমতি-নক্র সতত চর্ব্বণ।
এ বিপদে রক্ষ মোরে ওগো কৃপ ধার,
হেন প্রভু বিনা বিশ্বে কে আছে আমার ?

বিশ্ববাসী সদা ত্রুটি হেরয়ে নয়নে,
সদা ভয় দেয় মোরে রূঢ় আলাপনে।
অদোষদরশী প্রভু তুমি কৃপাধার,
হেন প্রভু বিনা বিশ্বে কে আছে আমার ?

যত কিছু আছে বিশ্বে করে টলমল,
তোমার চরণাশ্রয় শুধু অচঞ্চল।
কোথা যাব, কি করিব আমি নিরাধার,
হেন প্রভু বিনা বিশ্বের কে আছে আমার ?

—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—৪২)

এক্ষণে সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি বর্ণিত হইতেছে—

তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ। (ভাঃ ১১।৩।২২)

অর্থাৎ গুরুদেবের নিকট গুর্ব্বাত্মদৈবত হইয়া অবস্থানপূর্ব্বক অমায়িক আনুগত্য সহকারে ভাগবত ধর্ম্মসমূহ শিক্ষা করিবে। প্রবুদ্ধবাক্য প্রকরণে সর্ব্ববিষয়ে অনাসক্তি, দয়া, মৈত্রী প্রভৃতিকেও ভাগবতধর্ম্মস্বরূপে বর্ণনহেতু স্বরূপসিদ্ধ ভক্তির সঙ্গদ্বারা অন্যান্য ধর্ম্মসকলেরও ভক্তিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি—সকামা, কৈবল্যকামা ও ভক্তিকামা—ত্রিবিধ।

যা বৈ সাধন সম্পত্তি পুরুষার্থচতুষ্টয়ে।
তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ।

অর্থাৎ ধর্ম্মাদি চতুর্বিধ পুরুষার্থ প্রাপ্তি বিষয়ে যে সমস্ত সাধন সম্পত্তি বর্ত্তমান আছে, নারায়ণাশ্রিত ব্যক্তি উক্ত সাধন সম্পত্তি ব্যতীতই উক্ত চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ লাভ করিয়া থাকেন—এই উক্তি হেতু কাম ও কৈবল্য কেবল ভক্তিদ্বারাই সম্ভবপর হয় তথাপি তত্তদ্‌বিষয়ক বাসনানুসারে তত্তদ্‌বিষয়ে রুচি উৎপন্ন হয় বলিয়া তত্তদ্‌বিষয়ার্থ কর্ম্মমিশ্রত্ব ঘটিয়া থাকে। অতএব সকামা প্রায়শঃ কর্ম্মমিশ্রাই হইয়া থাকে। উক্তস্থলে কর্ম্মশব্দে 'ধর্ম্মই' গৃহীত হইয়াছে।

"বেদপ্রাণিহতো ধর্ম্মঃ" (ভাঃ ৬।৪।৪০) যাহা বেদপ্রণিহিত তাহাই ধর্ম্ম এই বাক্যে যমদূতগণ কর্ত্তৃক সামান্যতঃ ধর্ম্মলক্ষণ উক্ত হইয়াছে। "ত্রৈগুণ্য-বিষয়া বেদাঃ" এই গীতাবাক্যে বেদসকলকে ত্রৈগুণ্যবিষয়ক বলিয়া জানিতে হইবে। তাদৃশ বেদ কর্ত্তৃক যাহা 'প্রণিহিত' অর্থাৎ প্রবর্ত্তনমাত্রত্ব নিবন্ধন সিদ্ধ তাহাই ধর্ম্ম; পরন্তু ভক্তি যেরূপ অজ্ঞানতঃ ও সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ নহে। শ্রীগীতায় অন্যত্র ইহার কর্ম্মসংজ্ঞা উক্ত হইয়াছে—ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ। ভূতভাবোদ্ভবকর বিসর্গই কর্ম্মসংজ্ঞক বলিয়া জানিবে। 'বিসর্গ' শব্দের অর্থ দেবতা উদ্দেশে দ্রব্য ত্যাগ; অতএব ইহাদ্বারা উপলক্ষিত যাবতীয় ধর্ম্মই কর্ম্মসংজ্ঞক হইয়া থাকে। উহার বিশেষণরূপে ভূতভাবোদ্ভবকর অর্থাৎ ভূতগণের (প্রাণিগণের) যে সকল ভাব অর্থাৎ বাসনা, তাহাদের উদ্ভবকর (জনক) এই পদটী প্রযুক্ত হওয়ায় ভগবদ্ভক্তিকে ইহা হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে।

ভক্তি সঙ্গতির জন্য (ভাঃ ১১।১৯।২৭) ধর্ম্মো মদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্তঃ যাহা আমার ভক্তির জনক, তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত। এই বাক্যে শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য উক্ত হইয়াছে। উক্ত স্থলে ভগবানে অর্পণ এবং ভক্তির সহায়করূপে অনুষ্ঠিতত্ব নিবন্ধন ভক্তিজনকত্ব উক্ত হইয়াছে। ঈদৃশ কর্ম্মদ্বারা মিশ্রিত সকামভক্তির দৃষ্টান্ত—

প্রজাঃ সৃজেতি ভগবান্ কর্দ্দমো ব্রহ্মণোদিতঃ।
সরস্বত্যাং তপস্তেপে সহস্রাণাং সমা দশ ॥
ততঃ সমাধিযুক্তেন ক্রিয়াযোগেন কর্দ্দমঃ।
সংপ্রপেদে হরিং ভক্ত্যা প্রপন্নবরদাশুষম্ ॥ (ভাঃ ৩।২১।৬-৭)

ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রজা সৃষ্টির জন্য আদিষ্ট হইয়া ভগবান্ কর্দ্দম সরস্বতী তটে দশ হাজার বৎসর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি ভক্তি-সহকারে অনুষ্ঠিত সমাধিযুক্ত ক্রিয়াযোগ দ্বারা প্রপন্ন বরদায়ক শ্রীহরিকে

সম্প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এস্থলে তদীয় দর্শন হেতু উৎপন্ন ভগবদশ্রুপাত প্রভৃতি চিহ্নদ্বারা জানিতে হইবে যে তিনি নিষ্কাম হইলেও ব্রহ্মার আদেশ পালন হেতু তাঁহার কামনা জন্মিয়াছিল।

কৈবল্য কামা ভক্তি কোথায়ও কর্ম্ম জ্ঞানমিশ্রা, কোনস্থলে কেবল জ্ঞানমিশ্রা হইয়া থাকে। তদীয় শ্রবণাদি এবং বৈরাগ্য যোগ ও সাংখ্য তাহারাই অঙ্গস্বরূপ বলিয়া তাহার অন্তর্গত জানিতে হইবে না।

কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রার দৃষ্টান্ত—

অনিমিত্তনিমিত্তেন স্বধর্ম্মেণামলাত্মনা।
তীব্রয়া ময়ি ভক্ত্যা চ শ্রুতসম্ভৃতয়া চিরম্॥
জ্ঞানেন দৃষ্টতত্ত্বেন বৈরাগ্যেণ বলীয়সা।
তপোযুক্তেন যোগেন তীব্রেণাত্মসমাধিনা॥
প্রকৃতিঃ পুরুষস্যেহ দহ্যমানা ত্বহর্নিশম্।
তিরোভবিত্রী শনকৈরগ্নের্যোনিরিবারণিঃ॥ (ভাঃ ৩।২৭।২১-২২)

অনিমিত্তনিমিত্ত স্বধর্ম্ম (যে ধর্ম্মে "নিমিত্ত" অর্থাৎ ফল "নিমিত্ত" অর্থাৎ প্রবর্ত্তক নহে তাদৃশ নিষ্কাম ধর্ম্ম)। অমল আত্মা, মদ্বিষয়ে কথা-শ্রবণ পরিপুষ্টা তীব্রভক্তি, দৃষ্টতত্ত্বজ্ঞান, প্রবল বৈরাগ্য, তপোযুক্ত যোগ এবং তীব্র আত্মসমাধিদ্বারা ইহলোকে পুরুষের প্রকৃতি দহ্যমানা হইয়া, অগ্নির যোনিস্বরূপ মন্থনকাষ্ঠ যেরূপ অগ্নি দ্বারা দহ্যমান হইয়া ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়, সেইরূপ তিরোহিতা হয় অমল আত্মা অর্থে নির্ম্মল মন, জ্ঞানশব্দে শাস্ত্রজনিত জ্ঞান। যোগ অর্থে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ধ্যান। উক্ত ধ্যানই ধ্যাতা ও ধ্যেয় বস্তুর পার্থক্য জ্ঞানরহিত অবস্থায় 'সমাধি' নামে উক্ত হয়। সর্ব্বাসামেবি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চ্চনম্ (ভাঃ ১১।১৪।৩৫) তদীয় পাদপদ্মার্চ্চণ সমস্ত সিদ্ধির মূলস্বরূপ—এই উক্তি অনুসারে ভক্তিরই অস্তিত্ব সিদ্ধ হইলেও তাদৃশ ব্যক্তিগণের ভক্তিবিষয়ে সাধনান্তর—সাম্যদৃষ্টি নিবন্ধন এস্থলে ভক্তিকে অঙ্গ সদৃশরূপেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব তাহাদের মোক্ষমাত্র ফল উক্ত হইয়াছে।

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি এইরূপ (ভাঃ ১১।১৮।২১)—

বিবিক্তক্ষেমশরণো মদ্ভাববিমলাশয়ঃ।
আত্মানং চিন্তয়েদেকমভেদেন ময়া মুনিঃ॥

মুনি ব্যক্তি নির্জ্জন নির্ভয়স্থান আশ্রয়পূর্ব্বক মদীয় ভাবদ্বারা বিমলচিত্ত হইয়া আমার সহিত অভিন্নরূপে এক আত্মার চিন্তা করিবেন। মদীয় ভাব অর্থে ভাবনা।

এইরূপে কৈবল্য কামাতে জ্ঞানমিশ্রা উক্ত হইল। অতঃপর ভক্তিমাত্র-কামা ভক্তিতে কর্ম্মমিশ্রা উক্তি (ভাঃ ১১।১৯।২৩-২৪)—

মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্‌ব্রতং তপঃ॥
এবং ধর্ম্মৈর্ম্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্।
ময়ি সংজায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাশিষ্যতে॥

হে উদ্ধব, নিরন্তর মদ্বিষয়ক অমৃতায়মান কথাসমূহে শ্রদ্ধা মদীয় কথার অনুকীর্ত্তন, পূজাবিষয়ে পরিনিষ্ঠা, স্তোত্র-বাক্য দ্বারা আমার স্তব, পরিচর্য্যায় আদর, সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা প্রণাম, বিশেষভাবে আমার ভক্তের পূজা, সর্ব্বভূতে আমার অধিষ্ঠান জ্ঞান, মদীয় কৃত্যসমূহে সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা চেষ্টা, বাক্য-দ্বারা আমার গুণকীর্ত্তন, আমার প্রতি চিত্ত সমর্পণ, সর্ব্ববিধ কাম পরিত্যাগ, আমার উদ্দেশ্যে ইষ্ট (যাগ), দান, হোম, জপ, ব্রত ও তপস্যার অনুষ্ঠান প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহদ্বারা আজ্ঞানিবেদনকারী ব্যক্তিগণের আমাতে ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। তৎকালে তাদৃশ ভক্তের অন্য কোন অর্থই অবশিষ্ট থাকে না। মদর্থে—আমার ভজনার্থ, অর্থ পরিত্যাগ অর্থাৎ ভজনবিরোধী অর্থের পরিত্যাগ ; ভোগ—ভোগসাধন চন্দনাদি ; সুখ—পুত্রোপালনাদি উক্ত বৈদিক কর্ম্মসকল আমার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইলে ভক্তির কারণ হয়।

কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা ভক্তি (ভাঃ ৩।২৯।১৫-১৯)—

নিষেবিতানিমিত্তেন স্বধর্ম্মেণ মহীয়সা।
ক্রিয়াযোগেন শস্তেন নাতিহিংস্রেণ নিত্যশঃ॥
মদ্ভিঞ্চ্যদর্শনস্পর্শপূজাস্তুত্যভিবন্দনৈঃ।
ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সত্ত্বেনাসঙ্গমেন চ॥
মহতাং বহুমানেন দীনানামনুকম্পয়া।
মৈত্র্যা চৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ॥
আধ্যাত্মিকানুশ্রবণান্নামসংকীর্ত্তনাচ্চ মে।
আর্জ্জবেনার্য্যসঙ্গেন নিরহংক্রিয়য়া তথা॥
মদ্ধর্ম্মণো গুণৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধ আশয়ঃ।
পুরুষস্যাঞ্জসাভ্যেতি শ্রুতমাত্রগুণং হি মাম্॥

নিষেবিত (সম্যক্ অনুষ্ঠিত) অনিমিত্ত (নিষ্কাম) মহান্ (শ্রদ্ধাদিযুক্ত) শস্ত (উত্তম দেশকালাদিযুক্ত এবং) নাতিহিংস্র (অতিহিংসারহিত) ক্রিয়া-যোগ (পঞ্চরাত্রাদি কথিত বৈষ্ণবানুষ্ঠান)। "অতি" শব্দের প্রয়োগ দ্বারা নিজের প্রাণাদির পীড়াপরিহারার্থ শাক-পত্র প্রভৃতি জীবাবয়ব স্বীকাররূপ

কিঞ্চিৎ হিংসা সম্মত হইয়াছে। মদীয় ধিষ্ণ্য (আমার অর্চ্চাদি), ভূত-সকলের মধ্যে আমার ভাবনা (অন্তর্য্যামীর চিন্তা), অসঙ্গম (বৈরাগ্য) অস্তেয় (অচৌর্য্য) অতএব সম্যক্ অনুষ্ঠিত নিষ্কাম ক্রিয়াযোগ, মদীয় অর্চ্চার দর্শন, স্পর্শ, পূজা, স্তুতি ও প্রণাম, ভূতসকলের মধ্যে আমার অন্তর্য্যামিরূপ চিন্তা, ধৈর্য্য, বৈরাগ্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ, শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, ঈশ্বর প্রণিধান, আত্মানাত্মবিবেক শাস্ত্র অধ্যয়ন, গর্ব্বরাহিত্য মদীয় নামসংকীর্ত্তন, সরলতা, মহাপুরুষসঙ্গ এবং নিরহঙ্কার প্রভৃতি গুণদ্বারা মদ্ধর্ম্মাব্যক্তির পরি-সংশুদ্ধচিত্ত, আমার গুণ শ্রবণমাত্র আমাকে সত্বর প্রাপ্ত হয়।

এক্ষণে জ্ঞানমিশ্রার কথা—

দৃষ্টশ্রুতাভির্মাত্রাভির্নিমুক্তঃ স্বেন তেজসা।
জ্ঞানবিজ্ঞানসংতৃপ্তো মদ্ভক্তঃ পুরুষো ভবেৎ॥ (ভাঃ ৬।১৬।৬২)

পুরুষ স্বীয় তেজঃ বিবেকবল দ্বারা দৃষ্টশ্রুতমাত্রাবিমুক্ত ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়মুক্ত এবং জ্ঞানবিজ্ঞান সন্তৃপ্ত হইয়া আমার ভক্ত হইয়া থাকেন।

এক্ষণে কেবল স্বরূপসিদ্ধের উদাহরণ দেওয়া হইতেছে। তন্মধ্যে উপাসকগণের সংকল্পগুণানুসারে সকামা এবং কৈবল্যকামা তত্তদ্‌গুণবিশিষ্টরূপে ব্যবহৃত হয়। অতএব তামসী ও রাজসীভেদে সকামা দ্বিবিধা। তামসীর দৃষ্টান্ত—

অভিসন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্‌ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ॥ (ভাঃ ৩।২৯।৮)

যে ক্রোধী ভিন্নদৃষ্টি ব্যক্তি সংকল্প করিয়া হিংসা, দম্ভ, মাৎসর্য্য অভিসন্ধি করিয়া আমার প্রতি ভক্তি করে, সে আমার তামস ভক্ত।

বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা।
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েদ্ যো মাং পৃথগ্‌ভাবঃ স রাজসঃ। (ভাঃ ৩।২৯।৯)

যে পৃথগ্‌ভাব ব্যক্তি বিষয়, যশঃ বা ঐশ্বর্য্য অভিসন্ধি করিয়া অর্চ্চাদিতে আমার অর্চ্চন করে সে রাজস ভক্ত।

কর্ম্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্।
যজেদ্‌যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্‌ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ।
(ভাঃ ৩।২৯।১০)

যে পৃথগ্‌ভাব (আমা হইতে অন্যত্রভাব অর্থাৎ স্পৃহা যাহার) ব্যক্তি মোক্ষকে উদ্দেশ করিয়া পরতত্ত্বে কর্ম্মার্পণ করে অথবা যষ্টব্যবুদ্ধিতে যাগ করেন, সে সাত্ত্বিক ভক্ত।

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥
সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥

(ভাঃ ৩।২৯।১১-১৪)

যিনি মোক্ষ উদ্দেশ্য করিয়া পরমেশ্বরে কর্ম্মার্পণ করেন অথবা যিনি যষ্টব্যবুদ্ধিতে (সকলেরই ভগবৎপূজন অবশ্য কর্ত্তব্য এই বুদ্ধিতে) পরমেশ্বরের অর্চ্চন করেন, পরন্তু ভক্তিতত্ত্বের জ্ঞান হেতু নহে; সুতরাং ভক্তি মাত্রাকামত্ব নিবন্ধন নিষ্কামা, নির্গুণা, কেবলস্বরূপা ভক্তি করেন তাহাই নির্গুণা বা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি, উক্ত ভক্তির লক্ষণা—আমার গুণ শ্রবণমাত্রেই সমুদ্রাভিমুখী গঙ্গাজলের ন্যায় সর্ব্বগুহাশয় আমার প্রতি অবিচ্ছিন্না মনোগতি হইয়া থাকে তাহা এবং পুরুষোত্তমে অহৈতুকী ও অব্যবহিতা যে ভক্তি তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণরূপে উদাহৃত হইয়াছে। আমাকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইলেও তাঁহারা আমার সেবা ব্যতীত সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য বা সাযুজ্য (একত্ব) গ্রহণ করেন না। যাহা দ্বারা জীব ত্রিগুণকে অতিক্রম করিয়া মদ্ভাবে বিভাবিত হন, তাহাই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ নামে কথিত।

আমার গুণ শ্রবণমাত্রেই—পরন্তু তদ্বিষয়ে অন্য কোন উদ্দেশ্যসিদ্ধির অভিপ্রায়ে নহে। সর্ব্বাগুহাশয়—যিনি সর্ব্বভূতের গুহা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের অগোচর স্থানে অবস্থান করেন অর্থাৎ গুহ্য ও নিষ্ফলরূপে অবস্থান করেন তাদৃশ আমার প্রতি অবিচ্ছিন্না অর্থাৎ বিষয়ান্তর কর্ত্তৃক বিচ্ছেদের অযোগ্যা যে মনোগতি। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত—সমুদ্রাভিমুখে গঙ্গার ন্যায়।

অহৈতুকী—ফলাভিসন্ধান রহিতা। অব্যবহিতা—স্বরূপসিদ্ধত্ব হেতু সাক্ষাৎস্বরূপা।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীমুকুন্দ দত্ত

ভগবদ্ভক্তের পূত-জীবনচরিত-আলোচনা-দ্বারা জীবের চিত্তশুদ্ধি ও কৃষ্ণে ভক্তি হয়। ভক্তগণ বাঞ্ছাকল্পতরু, তাঁহারা মহা-মহাবদান্য। তাঁহাদের আদর্শানুশরণ, সঙ্গ ও কৃপা ব্যতীত জীবের মঙ্গললাভের অন্য উপায় নাই। সেইজন্যই করুণাময় ভগবান্ তৎকৃপাবাহন ভক্তগণকে জগতে প্রেরণ করেন। ভক্তই ভগবানের যথাসর্ব্বস্ব এবং ভগবানও ভক্তের জীবনস্বরূপ। এই ভক্তের কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিবার সুপ্রবৃত্তি আমাদের হৃদয়ে জাগ্রত হউক। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

ভক্ত বই আমার দ্বিতীয় আর নাই।
ভক্ত মোর পিতামাতা, বন্ধু-পুত্র-ভাই।
যদ্যপি স্বতন্ত্র আমি, স্বতন্ত্র বিহার।
তথাপিহ ভক্তবশ স্বভাব আমার॥

শ্রীমুকুন্দ দত্ত ঠাকুর গৌরাঙ্গের নিজজন—নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। শ্রীমুকুন্দ দত্ত ঠাকুর ও শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর—ইঁহারা দুই ভ্রাতা। ইঁহারা চট্টগ্রাম জেলার ছন্‌হরা গ্রামে আবির্ভূত হন। এই গ্রাম গৌরভক্ত শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভুর শ্রীপাট মেখলাগ্রাম হইতে দশক্রোশ দূরে অবস্থিত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

শ্রীমুকুন্দ দত্ত-শাখা—প্রভুর সমাধ্যায়ী।
যাঁহার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য গোসাঞি॥
বাসুদেব দত্ত—প্রভুর ভৃত্য মহাশয়।
সহস্রমুখে যাঁ'র গুণ কহিলে না হয়॥
জগতে যতেক জীব, তা'র পাপ লঞা।
নরক ভুঞ্জিতে চাহে জীব ছাড়াইয়া॥

শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকাতেও পাই,—

ব্রজে স্থিতো গায়কো যো মধুকণ্ঠ-মধুব্রতৌ।
মুকুন্দবাসুদেবৌ তৌ দত্তৌ গৌরাঙ্গ-গায়কৌ।

ব্রজে যিনি মধুকণ্ঠ-নামক গায়ক, তিনিই গৌরাবতারে আমাদের নিকট শ্রীমুকুন্দ দত্ত ঠাকুর নামে পরিচিত। নিজভক্ত এই শ্রীমুকুন্দের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু নানাভাবে লীলাবিলাস করিয়াছেন। বিদ্যাশিক্ষাকালে সহপাঠী শ্রীমুকুন্দ দত্তের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু ন্যায়ের ফাঁকি লইয়া ঝগড়া করিতেন। গয়া হইতে প্রত্যাগত কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শ্রীমুকুন্দ ভাগবত-শ্লোক পড়িয়া শুনাইতেন। শ্রীমুকুন্দের চেষ্টতেই তৎসঙ্গী শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু শ্রীল বিদ্যানিধি প্রভুর নিকট দীক্ষিত হন। শ্রীবাসাঙ্গনে

শ্রীমুকুন্দ ঠাকুর কীর্ত্তন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু নৃত্য করিতেন। 'সাত-প্রহরিয়া-ভাব'-প্রকাশকালে ইনি 'অভিষেক' গাহিয়াছিলেন। শ্রীচন্দ্রশেখর গৃহে প্রভুর লক্ষ্মীবেশে নৃত্যলীলায় প্রথমে ইঁনি গান ধরিয়াছিলেন। স্বীয় সন্ন্যাস-গ্রহণ লীলার কথা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বলিবার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুকুন্দের গৃহে উপস্থিত হইয়া সকল কথা বলিলে শ্রীমুকুন্দ প্রভুকে আরও কিছুদিন নবদ্বীপে কীর্ত্তন-লীলা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি প্রতি বর্ষে ভক্তগণসহ গৌড়দেশ হইতে প্রভুদর্শনের জন্য নীলাচলে যাইতেন। এই শ্রীমুকুন্দ ঠাকুরের অপার মহিমার কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বমুখে, তন্নিজজন শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এবং শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে বিশেষভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ভক্তের কথা আলোচনা দ্বারা ভক্তের সঙ্গ হয়। ভক্তের সঙ্গপ্রভাবে জীবের যাবতীয় ভগবদ্‌বিমুখতা ও ভক্তবিমুখতা নষ্ট হয়। ভক্তের শরীর চিন্ময়। ভক্ত ভগবৎসেবায় প্রীতিযুক্ত। তিনি যে-কোন বংশে জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাহাতে তাঁহার ভক্তির কিছু ত্রুটী হয় না। ভক্ত হৃদয়-মন্দিরে ভগবান্‌কে ধারণপূর্ব্বক ভাবের সহিত হৃদয়ভাবনে সর্ব্বক্ষণ হৃদয় দেবতার সেবা করেন। ভক্তের সঙ্গ ও ভক্তের উচ্ছিষ্ট-ভোজনেই জীবনের সাফল্য। বৈষ্ণবপ্রবর নামচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইয়াছেন,—

তোমার চরণ ভজে যে-সকল দাস।
তা'র অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস॥
সেই সে ভজন মোর হউ জন্ম-জন্ম।
সেই অবশেষ মোর—ক্রিয়াকুলধর্ম্ম॥
তোমার স্মরণহীন পাপজন্ম মোর।
সফল করহ দাসোচ্ছিষ্ট দিয়া তোর॥
শচীর নন্দন, বাপ! কৃপা কর মোরে।
কুক্কুর করিয়া মোরে রাখ ভক্তঘরে॥

শ্রীল মুরারিগুপ্ত প্রভুও এইরূপভাবে বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

যে-তে ঠাঁই প্রভু কেনে জন্ম নাহি মোর।
তথাই তথাই যেন স্মৃতি হয় তোর॥
জন্ম-জন্ম তোমার যে সব প্রভু,—দাস।
তা'-সবার সঙ্গে যেন হয় মোর বাস॥
তুমি প্রভু, মুঞি দাস—ইহা নাহি যথা।
হেন সত্য কর প্রভু, না ফেলিহ তথা॥

শ্রীমুকুন্দ দত্ত ঠাকুরের ন্যায় শ্রীচৈতন্য-ভাগবতগণের উচ্ছিষ্টভোজী কুকুর হইতে পারি, বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টভোজনই যেন আমার নিত্য কাম্য হয়। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টভোজী-পদবী ব্রহ্মাদিরও পরমারাধ্য ব্যাপার। জানি না, এই সৌভাগ্য আমার কবে হইবে। যদি ভক্তের ভৃত্যরূপে একদিনও ভক্তের সঙ্গে আমাদের বাস হয়, ভক্ত যদি কৃপা করিয়া অতি অল্প সময়ের জন্যও কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন, তাহা হইলে তাহারও ভগবৎচরণ-প্রাপ্তি অনিবার্য্য। সেইরূপ সুদুর্ল্লভ ভক্তের সঙ্গ পাইয়াও আমরা বঞ্চিত হইতেছি; সুতরাং আমাদের দুর্দ্দৈবের কি আর শেষ আছে?

শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাতপ্রহরিয়া ভাব প্রকাশ করিয়া সমস্ত ভক্তগণকে বর প্রদান করিতেছেন, কিন্তু তিনি শ্রীমুকুন্দকে ডাকিতেছেন না বলিয়া শ্রীমুকুন্দও প্রভুর সম্মুখে আসিতে পারিতেছেন না। প্রভু আজ কত লোককে কৃপা করিলেন—বর দিলেন, আর যিনি অনুক্ষণ প্রভুকে কীর্ত্তন শ্রবণ করান, যিনি পরম মহান্ত বলিয়া ভক্তজগতে খ্যাত, তাঁহার প্রতি আজ প্রভুর এরূপ ভাব কেন? ইহা দেখিয়া ভক্তগণ সকলেই ব্যথিত হইলেন। অবশেষে শ্রীবাস প্রভুকে বলিলেন,—"প্রভো, মুকুন্দ কি অপরাধ করিয়াছে যে, তাহাকে আজ তুমি সম্মুখে আসিতে দিতেছ না? আমরা জানি, মুকুন্দ তোমার প্রিয় ভক্ত, আমাদের সকলের প্রাণ। মুকুন্দের গান শ্রবণ করিয়া কাহার চিত্ত বিগলিত না হয়? মুকুন্দ ভক্তিপরায়ণ ও সর্ব্বদিকে সাবধান। যদি মুকুন্দের কোন অপরাধ থাকে, তবে তাহাকে শাস্তি প্রদান কর। নিজ ভৃত্যকে কেন দূরে পরিত্যাগ করিতেছ? তুমি মুকুন্দকে না ডাকিলে মুকুন্দ তোমার সম্মুখে আসিতে সাহস করিতেছে না। তুমি মুকুন্দকে তোমার সম্মুখে ডাক, মুকুন্দ তোমার ভক্ত, তোমার রূপ দর্শন করুক।" শ্রীমন্মহাপ্রভু বিশ্রম্ভভক্ত শ্রীবাসের এই কথায় তাঁহার নিজভক্ত শ্রীমুকুন্দকে উপলক্ষ্য করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিলেন, (চৈঃ ভাঃ) —

—হেন বাক্য কভু না বলিবা।
ও বেটার লাগি' মোরে কভু না সাধিবা॥
'খড় লয়, জাঠি লয়', পূর্ব্বে যে শুনিলা।
ওই বেটা সেই হয়, কেহ না চিনিলা॥
ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে।
ও খড়-জাঠিয়া বেটা না দেখিবে মোরে॥ (ক্রমশঃ)

—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক

শ্রীশ্রীএকাদশী-মাহাত্ম্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২১শ-বর্ষ, ১ম-সংখ্যা, ২৩ পৃষ্ঠার পর)

প্রবোধিনী একাদশী

মহারাজ যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে মানদ! কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশীর নাম আমার নিকট কৃপাপূর্ব্বক বর্ণন করুন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে রাজন! **কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশী উত্থানৈকাদশী বা প্রবোধিনী একাদশী নামে খ্যাতা।** ইহা পূর্ব্বে ব্রহ্মা নারদের নিকট বলিয়াছিলেন, এখন তুমি তাহা শ্রবণ কর।

নারদ বলিলেন, হে মহাত্মন্! যে একাদশীতে ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ জাগরিত হয়েছিলেন, সেই প্রবোধিনী বা উত্থান একাদশীর মহিমা আমার নিকট বিস্তৃতভাবে কীর্ত্তন করুন। অজ বলিলেন, মুনিসত্তম! ঐকান্তিক ভক্তদিগের পাপনাশিণী পুণ্যবর্দ্ধিণী এবং মুক্তিপ্রদা উত্থান একাদশীর মহিমা শ্রবণ কর। উত্থান একাদশীর উপবাসের দ্বারা মানুষ সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ ও শত শত রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ করেন। এমন কি নিষ্ঠাভাবে প্রবোধিনী একাদশীব্রত পালন করিলে জগতের দুর্লভ বস্তুও সহজে পাওয়া যায়। প্রবোধিনী একাদশী ভক্তিমান পুরুষদিগকে ঐশ্বর্য্য, প্রজ্ঞা, রাজ্য এবং সুখ প্রদান করেন। এই উত্থানৈকাদশীর প্রভাবে পর্ব্বততুল্য প্রচুর পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়। যাঁহারা একাদশীতে রাত্রি জাগরণ করেন তাঁহাদের অঘপুঞ্জ অগ্নিদ্বারা তুলারাশিরন্যায় অনায়াসে দূরিভূত হয় এবং ইহার উপবাসের দ্বারা বিভিন্ন শ্রেষ্ঠমুনিদের তপঃফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যথাযথ-ভাবে একাদশীব্রত পালন করিলে আশাতিত ফললাভ হইয়া থাকে। কিন্তু বিধিহীন হইয়া উপবাসাদি করিলে স্বল্পমাত্র ফললাভে সমর্থ হয়। যাহারা ঐকান্তিকভাবে এই একাদশীর ধ্যান করিবে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা স্বর্গে আনন্দে বাস করেন। প্রবোধিনী একাদশীর উপবাসফলে মানুষ ব্রহ্ম-হত্যাদি ঘোরতর নরকযন্ত্রণাদি দুঃখ হইতে নিস্তার পাইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকেন এবং একাদশীর জাগরণাদির প্রভাবে অশ্বমেধাদির দ্বারা যাহা দুর্লভ তাহাও অনায়াসে সুলভ হয়। তীর্থাদিতে স্বর্ণ প্রভৃতি দানের দ্বারা যে পুণ্য অর্জ্জিত হয় এই একাদশীর রাত্রিজাগরণে সেই পুণ্য সঞ্চিত হয় এবং উদ্যক্তাই সুকৃতি অর্জ্জন করতঃ তদীয় কুলকেও পবিত্র করিয়া থাকেন।

যিনি সম্যগ্‌ভাবে উত্থানৈকাদশীর ব্রতানুষ্ঠান করেন তাঁহার গৃহে ত্রিভুবনের সমস্ত তীর্থ উপস্থিত হয়; সুতরাং পুত্রপৌত্র প্রদাতা প্রবোধিনীর অনুষ্ঠান করিলে অন্য পুণ্যব্রতাদির কোন প্রয়োজন হয় না। হে নারদ! বিষ্ণুর প্রিয়তমা ধর্ম্মসারসহায়িণী প্রবোধিনী একাদশীর উপবাস করিলে সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞান, যোগ ও তপস্বাতে সিদ্ধিলাভ করতঃ মুক্তি পাইয়া থাকেন। যে নর সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিভাবে প্রবোধিনীর উপবাস করেন তাহাকে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এমন কি কর্ম্ম, মন ও বাক্যের দ্বারা অর্জ্জিত পাপরাশি একাদশীবাসরে শ্রীগোবিন্দের অর্চ্চন দ্বারা নষ্ট হইয়া যায়। হে বৎস! এই একাদশীবাসরে শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীজনার্দ্দনের উদ্দেশ্যে স্নান, দান, জপ ও হোমাদি অক্ষয় ফল প্রসব করিয়া থাকে। হে পুত্র! এই উত্থান একাদশীতে যথার্থ নিয়মাদি পালনপূর্ব্বক শ্রীগোবিন্দের সন্তোষ বিধান করিবে। মানবের শৈশবে, যৌবনে বার্দ্ধক্যে অথবা বহু শত শত বৎসর সঞ্চিত অঘরাশি এই প্রবোধিনী একাদশীতে ভগবান্ শ্রীহরির পূজার দ্বারা ক্ষালিত হয়। যাঁহারা ঐ দিনে শ্রীহরির প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন-পূর্ব্বক দিনোৎযাপন করিবেন, তাঁহার পক্ষে জগতের দুর্লভ বলিয়া কিছু থাকে না। চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণে স্নানের দ্বারা যে পুণ্য প্রাপ্ত হয়, প্রবোধিনী একাদশীতে রাত্রি জাগরণের দ্বারা তাহার সহস্রগুণ সুকৃতি পুঞ্জিভূত হইয়া থাকে। **তীর্থে স্নান, দান, জপ, হোম ও ধ্যানাদি করিয়া যে পুণ্য সঞ্চিত হয়, কার্ত্তিকমাসের উত্থান একাদশী-ব্রতপালনাদি বিনা সমস্তই নিষ্ফল হয়।** হে নারদ! কার্ত্তিকমাসে যদি শ্রীগোবিন্দের অর্চ্চন প্রভৃতি দ্বারা এই প্রবোধিনী ব্রতানুষ্ঠান না করে, তবে শত শত জন্মার্জ্জিত পুণ্যরাশি বৈফল্য হইয়া যায়। সেই জন্য বিশেষতঃ ঐ বাসরে বিশেষ ভক্তিসহকারে সর্ব্বকামফলপ্রদ শ্রীজনার্দ্দনের পূজাদি করিবে। বিষ্ণুপরায়ণ শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে যদি পরের দাতব্য অন্ন বর্জ্জন করিয়া থাকে তবে সে চন্দ্রায়ণফললাভ করিয়া থাকে। হে বৎস! যিনি কার্ত্তিকমাসে সর্ব্বদা ভগবৎ শাস্ত্রাধ্যয়ন করিবেন তিনি সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া সর্ব্বযজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীহরি ভক্তিশাস্ত্র কীর্ত্তনের দ্বারা যেরূপ সন্তোষ লাভ করেন, দান, জপ ও যজ্ঞ প্রভৃতিদ্বারা সেইরূপ তুষ্ট হন না। কার্ত্তিকমাসে শ্রীবিষ্ণুর গুণলীলাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন অথবা শ্রীমদ্ভাগবতাদিপাঠের দ্বারা শত শত গোদানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অতএব হে মুনিবর! কার্ত্তিকমাসে সর্ব্বগৌণধর্ম্মাদি বর্জ্জন করতঃ শ্রীকেশবের অগ্রে শাস্ত্রকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করা উচিৎ। হে মুনিশার্দ্দূল! কোন ব্যক্তি যদি শ্রদ্ধাসহকারে কার্ত্তিকমাসে শ্রীহরির কথা শ্রবণ অথবা ভক্তের সহিত কীর্ত্তন করেন, তবে তাহার শতকুল উদ্ধার হইয়া থাকে। ভক্তির সহিত অনুষ্ঠিত হইলে দুগ্ধবতী সহস্র সহস্র গাভীদানরূপ ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়। কার্ত্তিকমাসে পবিত্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণলীলাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন ও শাস্ত্রবিনোদের দ্বারা দিনযাপন করিলে পুনরায় তাহাকে আমার লোকে আসিতে হয় না। কার্ত্তিক মাসে বহু ফল-মূল-ফুল, অগুরু, কর্পূর, কুঙ্কুমের দ্বারা শ্রীহরির পূজা করা উচিৎ। সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়া যে পুণ্য সঞ্চিত হয় উথান একাদশীতে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে অর্ঘ্য প্রদানের দ্বারা তাহার কোটিগুণ সুকৃতি হইয়া থাকে। হে মুনিবর! ঐ কার্ত্তিকমাসে ভগবান্ শ্রীচক্রপাণির সন্তোষ বিধানে শ্রীগুরুপূজা, খাদ্যদ্রব্য, আচ্ছাদন প্রভৃতি দান করিবে। হে মুনিশার্দ্দূল! কার্ত্তিক মাসে যিনি যথাশক্তি শ্রীহরির ব্রতানুষ্ঠান করেন তিনি অবশ্যই মুক্তি পাইয়া থাকেন। হে বৎস! কার্ত্তিক মাসে তুলসীসহ মঞ্জরী শ্রীহরির পদারবিন্দে অর্পণ করিলে জন্মান্তরিত পাপ বিনাশ হইয়া যায়। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ বন্দনাদি নবধাভক্তি সহকারে শ্রীতুলসীকানন বৃদ্ধির জন্য যাঁহারা বীজরোপণ, জলসেচনাদি করেন তাঁহারা উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া সহস্র সহস্র বৎসর বৈকুণ্ঠে বসবাস করেন।

হে নারদ! সহস্র সুগন্ধিপুষ্পদ্বারা অর্চ্চন করিলে যে ফল পাইয়া থাকে কার্ত্তিকমাসে শ্রীহরিবাসরে একটি মাত্র তুলসীপত্র শ্রীহরির চরণে অর্পণ করিলে তাহার অধিক ফল লাভ হয়। দেবতাদের নিমিত্ত সহস্র সহস্র যজ্ঞ ও দানাদির দ্বারা যে পুণ্য সঞ্চিত হয়, একমাত্র একটি শ্রীতুলসীদলের দ্বারা শ্রীহরিবাসরে শ্রীহরির অঙ্গে তাহা অর্পণ করতঃ অর্চ্চনদ্বারা তদপেক্ষা অনন্ত কোটিগুণে ফল লাভ হইয়া থাকে।

॥ ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কার্ত্তিকস্য প্রবোধিন্যা
একাদশীমাহাত্ম্যে ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

—পণ্ডিত শ্রীযুত হরিহর ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণতীর্থ

মাপা ও সেবা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২১শ-বর্ষ, ২য়-সংখ্যা, ৬৫ পৃষ্ঠার পর)

আমি যখন সেবক তখন আমার ধর্ম্ম যে সেব্যের সেবা তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু দুর্ম্মুখ, নির্লজ্জ আমি প্রভুচরণ আশ্রয় করিয়া প্রভুসেবা একদিনও করিয়াছি কি? প্রভুকে আমার হৃদয়ের দুঃখের কথা একদিনও জানাইয়াছি কি? হৃদয় খুলিয়া হৃদয়স্থ পাপরাশি তাঁহাকে একদিনও দেখাইয়াছি কি? আমার অপরাধের কথা, পাপ প্রভৃতির কথা, অসুবিধার কথা তাঁহাকে কোন দিনও বলিয়াছি কি? অন্তর্য্যামীর কাছে এই পাপমলিন অন্তরের কথা কোন দিনও প্রকাশ করিয়াছি কি? আমি ত' তাঁহাকে দেখাইবার জন্য—নিজেকে নিজে দেখাইবার জন্য তাঁহার কাছে একদিনও যাই নাই, আমি গিয়াছি কেবল তাহাকে জানিতে—মাপিয়া লইতে, তাঁহার প্রভুত্ব পরীক্ষা করিতে। বাস্তবিক প্রভুর কাছে গেলে প্রভুত্ব আর থাকে না, মাপাধর্ম্ম আর জাগে না; কিন্তু হতভাগ্য আমি যে একদিনও অযোগ্য ভৃত্য হইয়া প্রভুর কাছে যাই নাই। প্রভুকে বঞ্চক মনে করিয়াছি! গুরুকে লঘু মনে করিয়াছি! যাঁহার দর্শনে সকলে পবিত্র হয়, শুদ্ধ কৃষ্ণনাম স্বতঃই উদিত হয়, কৃষ্ণসেবার প্রবৃত্তি জাগে, তাঁহার সঙ্গফলে (?) অনর্থনিবৃত্তিও হইল না! এটা কি একটা কথা? হায়রে দুর্দ্দৈব! দোষ যে আমারই। আমি ত' তাঁহাকে প্রভু বলি নাই। শিষ্য হইয়াছি বটে, কিন্তু তাঁহাকে যে প্রভুত্বে বরণ করি নাই। মাপিতে গিয়াই এই বিপদ্ ঘটিয়াছে। যাঁহারা মাপা ছাড়িয়া ভাগ্যক্রমে সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই নিশ্চিন্তে সেবাসুখে মগ্ন; কিন্তু হতভাগ্য আমি দেখিয়া শুনিয়াও বুঝিতেছি না! মাপা ছাড়িয়া সেবালাভের জন্য শ্রীগুরুদেবের নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া কৃপাভিক্ষা করিতেছি না। সুতরাং এখন আমার উপায় কি? উপায়—আনুগত্য। এখন বলদেবের আশ্রয় ছাড়া আমার আর গতি কোথায়? শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

* * * * *

স্তন্যপায়ী শিশুজনে মাতা ছাড়ে ক্রোধমনে
শিশু তবু নাহি ছাড়ে মায়।

যে হেতু তাহার আর,　　এ জীবন ধরিবার
মাতা বিনা নাহিক উপায় ॥
এ ভকতিবিনোদ কয়　　তুমি ছাড় দয়াময়
দেখিয়া আমার দোষগুণ।
আমিত' ছাড়িতে নারি　　তোমা বিনা নাহি পারি
কখন ধরিতে এ জীবন ॥
অতি অপকৃষ্ট আমি　　পরম দয়ালু তুমি
তব দয়া মোর অধিকার।
যে যত পতিত হয়　　তব দয়া তত তায়
তাতে আমি সুপাত্র দয়ার ॥

*　　*　　*　　*

হরি ! তব পদদ্বয়ে　　শরণ লইনু ভয়ে
কৃপা করি' কর আত্মসাৎ।
তোমার প্রতিজ্ঞা এই　　শরণ লইবে যেই
তুমি তার রক্ষাকর্ত্তা নাথ ॥
প্রতিজ্ঞাতে করি ভর　　ও মাধব প্রাণেশ্বর !
শরণ লইল এই দাস।
এ ভক্তিবিনোদ কয়　　তোমার সে রাঙ্গা পায়
দেহ দাসে সেবায় বিলাস

—শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী

প্রকৃত বান্ধব কে ?

দুই ব্যক্তির পরস্পর আন্তরিক মিলনের নাম বন্ধুতা। বন্ধুতা প্রায়শঃ সমস্বভাব, সমমতাবলম্বী ব্যক্তির সহিতই হইয়া থাকে। মানুষ স্বভাবতঃ একা থাকিতে পারে না, পাঁচ জনের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া থাকিতে ভাল বাসে, নির্জ্জনবাসকে কঠোর সশ্রম কারাবাস হইতেও অধিকতর কষ্টকর বলিয়া মনে হয়। বন্ধুতা মানবের স্বভাবগত। অতিশয় স্বজাতিপ্রিয় মানব সমস্বভাব ব্যক্তির সহবাস করিতে ইচ্ছুক হইবে এবং যে ব্যক্তির সহিত যাহার বিশেষ ঐক্য হয়, তাহার সহিত বন্ধুত্ববন্ধনের যে আবদ্ধ হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি ?

প্রকৃত বন্ধু যেরূপ মহোপকারক, কপট বন্ধুও তদ্রূপ মহা অনর্থের মূল। কপট বন্ধু প্রথমতঃ লোকের সুসময়ে ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত থাকিয়া আনুগত্য ও সৌহার্দ্য প্রকাশ করিতে থাকে, কিন্তু সুযোগ পাইলেই নিজ দুরভিসন্ধি সাধন করিয়া লয়। কপট বন্ধুর এইরূপ অসদ্ব্যবহারে যে কত লোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা বলা যায় না। কপট বন্ধুকে প্রকৃত বন্ধু মনে করিয়া অনেকে অনেক সময় তাহাদের উপদেশানুসারে চলিয়া নরকের পথে অগ্রসর হয়। যিনি আমাদের কল্যাণ কামনা করেন, যিনি আমাদের বিপদে নিজেকে বিপদ্‌গ্রস্ত মনে করেন, আমাদের সম্পদে আনন্দিত হন, যিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য স্বার্থত্যাগে অকুণ্ঠিত, আপনাকে বিপদে ফেলিতেও প্রস্তুত, তাঁহাকেই নীতি-শাস্ত্রবিদ্‌গণ প্রকৃত বন্ধু বলিয়া থাকেন। তাঁহারা আরও বলেন, মাতাপিতা অপেক্ষা প্রকৃত বন্ধু আর নাই। কারণ মাতাপিতার নিকট আমরা যেরূপ উপকার প্রাপ্ত হই, জগতে এরূপ কাহারও নিকট পাই না।

এই সকল উপকার জাগতিক ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হইলেও পারমার্থিক ব্যাপারে অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তি-বিষয়ে গৌণ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের নিত্য প্রভু, আমরা তাঁহার নিত্যদাস। তাঁহার শ্রীচরণ-সেবাই আমাদের নিত্য কর্ত্তব্য। তাঁহাকে ভুলিয়াই আমরা এই নশ্বর জগতে আসিয়াছি। কিন্তু আমাদের আত্মার বিনাশ হইবে না, কর্ম্মবশতঃ নানা যোনিতে ঘুরিতে হইবে। যাহা প্রকৃত আমি, তাহা পঞ্চভূতাত্মক দেহ নহে, তাহাই আত্মা এবং সেই জীবাত্মার স্বরূপে কৃষ্ণের নিত্যদাস। পূর্ব্বোক্ত জাগতিক উপকারগুলি ক্ষণকালের জন্য, কিন্তু আমাদের সম্মুখে অসীম অনন্তকাল বর্ত্তমান, ইহার তুলনায় মানবজীবন অল্পকাল স্থায়ী। হরিভজন না করিলে অনন্তকাল ব্যাপিয়া পুনরায় চৌরাশীলক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া এই দুঃখময় সংসার-সাগরে আমাদিগকে হাবুডুবু খাইতে হইবে।

যিনি আমাদের হরিভজনের সহায়ক হন, সদুপদেশের দ্বারা মায়িক জড়াসক্তি কাটাইয়া দিয়া আমাদিগকে কৃষ্ণোন্মুখ করেন, তিনিই আমাদের প্রকৃত বন্ধু। যাহারা উপকার বা উপদেশের দ্বারা আমাদের জড়াসক্তি বৃদ্ধি করিয়া কৃষ্ণোন্মুখতা হ্রাস করিতে চেষ্টা করে, তাহারা আমাদের প্রকৃত বন্ধু নহেন। এমন কি, পিতা, মাতা, গুরুদেবতা প্রভৃতি কেহই আমাদের প্রকৃত বন্ধু নহেন—যদি তাঁহারা আমাদিগকে শ্রীহরির পাদপদ্মে ভক্তি করিতে উপদেশ না দিয়া হরিভজনে বাধা দেন।

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্ ॥ (ভাঃ ৫।৫।১৮)

অসৎশিক্ষক মাত্রকেই বর্জ্জন করিতে হইবে। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন, যিনি সমুপেত-মৃত্যু হইতে মুক্ত করিতে না পারেন, তিনি গুরু, পিতা, স্বজন, জননী, দেবতা বা পতিপদবাচ্য হইতে পারেন না। জন্ম-মৃত্যুরূপ ভীষণ সংসার-সাগরে পতিত জীবকে ভক্তিমার্গের উপদেশ দ্বারা উদ্ধার না করিয়া কেবল লৌকিক সম্বন্ধে গুরু, স্বজন, পিতা, মাতা এবং দেবতা বা পতিরূপে পরিচিত হওয়া কাহার উচিত নহে। অতএব যাঁহার উদ্ধার করিবার ক্ষমতা নাই, তাঁহার গুরু হওয়া উচিত নহে। তাদৃশ ব্যক্তির পুত্র-বাৎসল্যের প্রয়োজন নাই, যে ব্যক্তি পুত্রকে ভোগ নিরত রাখে, পরিণামের জন্য পুত্রকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদানে অসমর্থ। সে দেবতার বলি গ্রহণ করা উচিত নহে, সে পতিরও স্ত্রী গ্রহণ করা উচিত নহে, যাঁহারা তাহাদিগকে পরমার্থের পথ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন না। ব্যবহারেই শত্রু-মিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি পরমার্থ-বিষয়ে সাহায্য করেন, তিনিই যথার্থ বন্ধু এবং সেই বন্ধুরই সহবাসে থাকা উচিত।

ভগবান্ বামনাবতারে বলিরাজের সমীপে যখন ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করেন, তখন দৈত্য-গুরু শুক্রাচার্য্য বলিরাজকে তাদৃশ দানকার্য্যে নিষেধ করেন। কিন্তু বলিরাজ গুরুদেবকে উপেক্ষা করিয়া শ্রীবামনদেবকে সর্ব্বস্ব দান-পূর্ব্বক ভগবান্‌কে ভক্তিতে আবদ্ধ করিলেন। বিভীষণ শ্রীরামচন্দ্রের আনুগত্যে স্বজনাদি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবদ্দ্বেষী বলিয়া পিতা হিরণ্যকশিপুকে, খট্টাঙ্গ রাজা ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। গোচারণকালে শ্রীকৃষ্ণ যখন বয়স্য বালকগণের দ্বারা যজ্ঞ-ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণগণ সমীপে অন্ন প্রার্থনা করেন, তখন গোপজাতি বলিয়া ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ ভগবান্‌কে অন্ন প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে স্ব-স্ব পতিগণকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা সকলে স্বয়ং অন্নাদিহস্তে সেই গোচারণ-স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

জড়বিদ্যা দ্বারা জীবের জড়াসক্তি প্রবল এবং নিত্য পরমবন্ধু শ্রীকৃষ্ণ হইতে জীব দূরে পড়িয়া দুঃখময় সংসারে পতিত হইয়া হাবুডুবু খাইতে থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন, 'সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া'। শ্রীকৃষ্ণের সেবায় মতিই প্রকৃত নিত্য বিদ্যা বা পরা বিদ্যা—উহাই অবিদ্যা-বিনাশকারিণী। শ্রীকৃষ্ণসেবায় এই মতি বা পরাবিদ্যার জীবনই আবার শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন। অতএব শুদ্ধকীর্ত্তনকারীই প্রকৃত বিদ্বান্ অর্থাৎ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তই প্রকৃত বন্ধু। তাঁহার সঙ্গ লাভ হইলেই জীবের চরম-কল্যাণ সাধিত হয়। ভগবানে ভক্তিই জীবের একমাত্র আবশ্যক। এই উপকার ভক্তেরই নিকট পাওয়া যায়; ভক্ত সর্ব্বদা ভগবানের কথা বলিয়া থাকেন এবং জীবকে হরিভজন করিতেই উপদেশ দেন। এই প্রকার হরিভক্ত-বন্ধু অতি দুর্ল্লভ। যাঁহার এইরূপ বন্ধু আছেন তিনিই ভাগ্যবান্। তাপিত প্রাণ জুড়াইতে, শোকের দীর্ঘ নিশ্বাস কমাইতে, দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত করিতে বিপদের সময় হৃদয়ে ধৈর্য্য ও সাহস প্রদান করিতে এমন বন্ধু আর কেহ নাই। প্রকৃত বন্ধুর অভাবে জীবন ধারণ বৃথা। কারণ এরূপ ভক্তবন্ধুর সঙ্গ বা কৃপা ব্যতীত হরিসেবা লাভ করা যায় না। ভগবান্ ভক্তের অধীন। শাস্ত্রে ভগবানের অনেক নাম শুনা যায়। ভক্তের ডাকে তিনি কখনও না আসিয়া থাকিতে পারেন না তাই প্রহ্লাদ, ধ্রুব, নারদ প্রভৃতিকে দর্শন দিয়া তাঁহার 'দীনবন্ধু','ভক্ত-বৎসল' প্রভৃতি নামের মাহাত্ম্য জগতে জানাইয়াছেন।

যেদিন আমাদিগকে এই ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, সেদিন পিতামাতা অন্যান্য স্বজন, এ জগতের বন্ধু-বান্ধব—কেহই আমাদের সঙ্গে যাইবেন না এবং কেহই আমাদের এখানে রাখিতে পারিবেন না, বন্ধু-বান্ধব, ধনরত্নাদি—সমুদায় ফেলিয়া একাকী যাইতে হইবে। সে-সময় এই দুস্তর ভবসাগর পারের কেহই সাহায্য করিবে না।

তাই বলি, যদি কাহারও ভবসমুদ্র পার হইবার বাসনা থাকে, তবে তাহার অসময়ের বন্ধু শ্রীহরির পাদপদ্মে একান্তভাবে শরণ গ্রহণ করা দরকার।

শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমাদিগকে এই দুস্তর ভবসাগর পার করিয়া দিয়া তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় দিবেন; আর আমাদিগকে পুনরায় চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ফিরিতে হইবে না, ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া চিরশান্তি লাভ করিতে পারিব। যিনি শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের শ্রীচরণকমল আশ্রয় করেন, তাঁহার নিকট এই দুস্তর ভবসাগর গোষ্পদতুল্য প্রতীয়মান হয়।

—শ্রীরসিকরঞ্জন ব্রহ্মচারী, বি. এ.

প্রচার-প্রসঙ্গ

নিম্ন আসামে সমিতির সভাপতি-আচার্য্য

কোচবিহার হইতে আসামস্থ শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে ৪ঠা পুরুষোত্তম, ৩রা আষাঢ়, ১৮ই জুন বুধবার দিন শুভবিজয় করেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইবামাত্র স্থানীয় ভক্তগণ ও অনেক বিশিষ্ট সজ্জন ব্যক্তিগণ তাঁহার দর্শনে আসেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের সুমধুর ব্যবহার ও তত্ত্বজ্ঞ আলোচনায় আগত ব্যক্তিমাত্রেই পরম প্রীতিলাভ করেন। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য পরমহংসস্বামী নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের সহিত কয়েকবারই তিনি আসাম সফরে গিয়াছিলেন। সমিতির সভাপতি-আচার্য্যপদে সমাসিন হইয়া এই প্রথম আসামে শুভবিজয় করায় পরম উৎসাহের সহিত তত্রস্থ ভক্তগণ তাঁহার সাক্ষাতের লালসায় আসেন। তাঁহার পূর্ব্বের সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহারে ভক্তগণের মনকে অধিকতর আনন্দবন্যায় প্লাবিত করিতেছিল।

পরদিবসেই স্থানীয় ভক্তবৃন্দের উদ্যোগে এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহযোগীতায় গোলোকগঞ্জস্থ উচ্চ ইংরাজী স্কুল 'জগমোহন বিদ্যাপীঠ'-প্রাঙ্গনে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা-সভা ও বক্তৃতার আয়োজন হয়। এই উপলক্ষ্যে পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে মাইকযোগে প্রচার করায় সহস্র সহস্র আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা প্রভৃতি ভক্তগণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হন।

উক্ত সভায় মুখবন্ধন করিতে গিয়া স্থানীয় প্রাক্তন M.L.A. ও বর্ত্তমান আঞ্চলিক পঞ্চায়েত-সভাপতি শ্রীযুত ভুবনচন্দ্র প্রধানী, বি. এ, মহাশয় স্থানীয় জনগনের তরফ হইতে শ্রদ্ধানিবেদন করেন। অনন্তর সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ** 'সনাতন ধর্ম্ম' বলিলে আমরা কি বুজি এবং ইহার তাৎপর্য্য কি সেই সম্পর্কে ভাষণ দান করেন। বক্তৃতাকালে তত্ত্বানুসন্ধানের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অভিন্নতত্ত্ব শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব-এর নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করতঃ শ্রোতৃমণ্ডলীকে চমৎকৃত করেন। তাঁহার ভাবগম্ভীর তত্ত্বপূর্ণ প্রাঞ্জলভাষাসম্বলীত বক্তৃতা এমনই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, উপস্থিত সহস্র সহস্র জনতা নিস্তব্ধ হইয়া সেই অমৃতবাণীরূপ পীযূষধারা পানরত শিশুরন্যায় সজ্জনমণ্ডলী রসাস্বাদন করিতেছিলেন। উক্ত ধর্ম্মসভায় স্থানীয় M.L.A. শ্রীযুত কবিরচন্দ্র রায়, বি.এ; জগমোহন বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত জীবেশচন্দ্র প্রধানী ও উক্ত স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলী; B.T.C.-এর অধ্যক্ষ (Principal) শ্রীযুত গুরুনাথ শর্ম্মা, স্থানীয় বাংলা হাইস্কুলের শিক্ষকমণ্ডলী এবং অনেক বিশিষ্ট বিদ্বান ব্যক্তিগণ ও জৈনধর্ম্মাবলম্বী ব্যবসায়ী ও অন্যান্য ব্যবসায়ী সমাজের উপস্থিতিই এই সভাকে সাফল্যমণ্ডীত করিয়াছিল। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির এবম্প্রকার প্রচারকার্য্যে স্থানীয় জনসমাজ ভক্তিধর্ম্মে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন।

পরদিবস শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ-প্রাঙ্গনে শ্রীরামলীলা ছায়াচিত্রযোগে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ন্যাসী মহারাজ প্রদর্শন করান। অনন্তর হিন্দী-ভাষী অনেক ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির আগমনে ও তাঁহাদের অনুরোধে শ্রীপাদ মুরলীমোহন ব্রহ্মচারীজী হিন্দীভাষামাধ্যমে শ্রীরামচন্দ্র তত্ত্ব ও তাঁহার রসতত্ত্ব সম্পর্কে নিগূঢ়রহস্য উদ্ঘাটন করায় ভক্তসমাজ ভক্তিধর্ম্মে আপ্লুত হন।

এই প্রকার বিপুল শ্রীহরিকথা প্রচার হওয়ায় মটরঝারবাসীর অনুকম্পায় শ্রীযুত যোগেন্দ্র নাথ রায় ও শ্রীযুত গোপীপ্রিয় দাসাধিকারী (ওরফে শ্রীগণেশ চন্দ্র শীল) মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে পোষ্ট-অফিস-প্রাঙ্গনে এক মহতী ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। উক্ত সভায় সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ-রক্ষক প্রবীণ বক্তা শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারীজী ভাষণ দান করেন। পরিশেষে সভাপতির ভাষণে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীরাধাতত্ত্ব সম্পর্কে সুগভীরতত্ত্ব উদ্ঘাটন করেন। উক্ত তত্ত্ব আলোচনাকালে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে প্রকাশ করেন যে, "পঞ্চরস-তত্ত্ববিচারে শ্রীমতী রাধারাণীর সেবা ব্যতীত শ্রেষ্ঠ রস আস্বাদন করা দুরহ। শ্রীকৃষ্ণ-রসের রসিক যাঁরা তাঁহারা শ্রীরাধা-তত্ত্ব অবগত হওয়া কর্ত্তব্য ও শ্রীরাধারাণীর আনুগত্য অবশ্যই তাঁহাকে করিতে হইবে। তাহা না হইলে মাধুর্য্যরসের পুর্ণ-আস্বাদন অসম্ভব।" উক্ত যুক্তি স্থাপন করিতে গিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব বহুশাস্ত্রের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতঃ শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে শ্রীমতী রাধারাণীর সেবাও বিশেষ প্রয়োজন তাহার রহস্য ব্যাখ্যা করেন। সভা সমাপ্তান্তে শ্রীযুত গোপীপ্রিয় দাসাধিকারী মহাশয়ের বিশেষ প্রার্থনায় সেই দিন তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করেন।

২২শে জুন, সিন্দুরাই নিবাসী পরম ভক্তিমান্ শ্রীযুত অনন্তমোহন রায়, (শিক্ষক) মহাশয়ের একান্ত অনুরোধে তাঁহার বাসভবনে উপস্থিত হন। ঐ দিন বৈকালে তথায় এক ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। এই ধর্ম্মসভার বিষয়বস্তু ছিল 'ব্রাহ্মণ কে'? শ্রীল সভাপতি মহারাজ ব্রাহ্মণ কে এই তথ্য আবিষ্কার প্রসঙ্গে তিনি শূদ্রের অবস্থা বর্ণন করেন; যথা,—

"ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥" (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ ভগদ্ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ কখনও শূদ্র বলিয়া কথিত নহেন, তাঁহাদিগকে 'ভাগবত' বলিয়া কীর্ত্তন করা হয়। জনার্দ্দনের প্রতি ভক্তি না থাকিলে যে-কোন জাতিই হউক না কেন, তাহারা 'শূদ্র' বলিয়াই গণনীয়। আরও অত্রিসংহিতা হইতে উল্লেখ করেন যে,—"ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ। তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥"

অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ব্যক্তি বেদ বা ভগবত্তত্ত্ব-বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিয়া কেবলমাত্র যজ্ঞোপবীতের বলে অতিশয় গর্ব্ব প্রকাশ করে, সেই পাপে সেই নামধারী ব্রাহ্মণ 'পশু' বলিয়া খ্যাত হয়।

পুনঃ তিনি বিষ্ণুযামল হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করতঃ উল্লেখ করেন,—

"অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা ॥"

অর্থাৎ কলিতে (বিবাদ-তর্কে) শৌক্রব্রাহ্মণগণের শুদ্ধতা নাই, তাঁহারা শূদ্রসদৃশ মাত্র। তাঁহাদের বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানমার্গে নির্ম্মলতা নাই। পাঞ্চরাত্রিক-বিধানেই তাঁহাদের শুদ্ধি।

পরিশেষে 'ব্রাহ্মণ কে'? এই সম্পর্কে বলিতে গিয়া তিনি শাস্ত্র হইতে উল্লেখপূর্ব্বক জানান যে,—

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠাদ্ভবেদ্বিপ্র ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ ॥

অর্থাৎ জন্মের দ্বারা শূদ্র, সংস্কারের দ্বারা দ্বিজ, বেদপাঠে বিপ্র এবং ব্রহ্মজ্ঞানী হইলে ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হন। এবম্প্রকারে বহু শাস্ত্র হইতে বিভিন্ন তত্ত্ব উদ্ঘাটন করতঃ ধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্যগুলি জনসমাজে ব্যক্ত করেন।

পর দিবস গোয়ালপাড়া জেলার সদর ধুবড়ী সহরের ডি, কে, রোডস্থ শ্রীমতী মায়াদাসী দেবীর বাসভবনে শুভবিজয় করেন। উক্ত দিন তথায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠমুখে মানব জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন। সেই স্থান হইতে জোড়াইসহরে উপস্থিত হন। শ্রীযুত মদনমোহন সাহা মহাশয়ের বাড়ীতে বিশেষ আপ্যায়নের সহিত ২৪শে জুলাই তথায় অবস্থান করেন। তৎপর দিবস স্থানীয় জোড়াই হাই স্কুলে এক ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়।

উক্তস্থানে সাধনারহস্য জীবনে গার্হস্থ্যের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের উপাখ্যান উদ্ধৃত করতঃ "যে ভজে সেই বড় অভক্তহীন ছাড়" কথার স্বার্থকতা রয়েছে তাহার যথাযথ ব্যাখ্যা করেন।

অনন্তর ২৬শে জুলাই সদলে বাসুগাওঁস্থ শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। ২৭শে জুলাই উক্ত মঠে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীপ্রহ্লাদ-চরিত্র প্রদর্শন করা হয়। উক্ত দিন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ন্যাসী মহারাজ বক্তৃতা করেন। তথা হইতে ২৮শে জুলাই ধনতলা-মাজিতগাওঁ-বাজিতপাড়-কস্তুরীবাই গার্লস্ হাইস্কুল-প্রাঙ্গনে এক ধর্ম্মসভার আয়োজন হওয়ায় তথায় শুভবিজয় করেন। উক্ত দিন স্থানীয় বিশিষ্ট সজ্জনমণ্ডলী ও শিক্ষকমণ্ডলী উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই দিনের বিষয়বস্তু ছিল ধর্ম্মীয় জীবনের প্রয়োজনীয়তা। শ্রীল সভাপতি মহারাজ আধুনিক যুগেও এবং রাজনীতি জগতেও ধর্ম্মের প্রয়োজন রয়েছে তাহার যথাযথ যুক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি আরও জানান যে, রাজনীতি ধর্ম্মনীতিকে বাদ দিয়া সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে না। কারণ নৈতিক চরিত্র গঠন না হইলে আদর্শ সমাজ কখনই

রূপায়ীত হইতে পারে না। যে-সময় রাজা বা রাজ্যের কর্ণধারগণ ধর্ম্মকে ভিত্তি রেখে রাজনীতি পরিচালনা করিতে গিয়াছেন তাঁহারাই সমাজকে সুষ্ঠ এবং সবল পরিবেশ দান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহা প্রাচীন গ্রন্থ বা ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারি—বিশেষতঃ ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে ধর্ম্মীয় প্রভাব বিশেষ প্রয়োজন।

২৯শে জুন সিদলী-চিরাং-আঞ্চলিক পঞ্চায়েৎ-সভাপতি শ্রীযুত বাণেশ্বর বর্ম্মণ মহাশয়ের উদ্যোগে উক্ত পঞ্চায়েৎকেন্দ্র-প্রাঙ্গনে এক বিরাট ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। এই সভার বিষয়বস্তু ছিল 'সনাতন ধর্ম্ম'। আসামস্থ জনগণের সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে জানিবার প্র র আগ্রহ দেখা যায়। ধর্ম্মের ভিত্তি কি ? এবং ইহার অস্তিত্বকাল সম্বন্ধে বহু লোকের বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল শ্রীল আচার্য্যদেবকে।

উক্ত দিন সভারকার্য্য সমাপ্তান্তে উক্ত স্থানেই ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন করা হয়। আসামদেশীয় গৃহস্থভক্ত শ্রীযুত রমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ মহাশয় অসমীয়াভাষায় ছায়াচিত্রে শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গে বক্তৃতা দান করেন।

এইভাবে ব্যাপক প্রচারকার্য্য চলিতে থাকা অবস্থায় সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার বার্ষিক মহোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত করিবার প্রয়াসে মঠ-সেবকগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের আগমন প্রতিক্ষায় করিতেছিলেন। তাই তাঁহাকে শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হওয়ায় তাঁহার প্রচারপর্ব্ব ক্ষান্ত রাখিতে হয়।

৩০শে জুন হইতে ৩রা জুলাই পর্য্যন্ত বাসুগাঁও সহরে শ্রীগণেশচন্দ্র ময়েরা, শ্রীমতী ভারতী বরুয়ানী ও শ্রীলালমোহন সাহা প্রভৃতির গৃহে পাঠ-বক্তৃতা মাধ্যমে শ্রীগৌরবাণী প্রচার হয়। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি দাতা স্বর্গত পার্ব্বতীচরণ রায় মহাশয়ের দীর্ঘ দিনের অভিলষিত ইচ্ছা পুরণের জন্য তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মীণী শ্রীমতী প্রতিভা রায়-এর বিশেষ সেবাপ্রচেষ্টায় তত্রস্থ শ্রীমঠের শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলিতেছে। স্থানীয় ভক্তবৃন্দের একান্ত প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব ২রা জুলাই শ্রীমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন।

এইভাবে প্রচারকার্য্য সমাপ্তান্তে শ্রীল আচার্য্যদেব স্বদলসহ ৪ঠা জুলাই শ্রীধাম নবদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করতঃ ৫ই জুলাই শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন।

—বিশেষ সংবাদদাতা

শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও সমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব যথারীতি উদ্‌যাপিত হয়। এই উৎসব উক্ত মঠের বার্ষিক মহোৎসবরূপে জড়িত, তাই পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ধারা অক্ষুন্ন রাখিয়া পারমার্থিক জগতের পথোন্মেচকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার অতীব প্রয়োজনীয়তা এই উৎসবে সমিতির সেবকবৃন্দ জনগণকে জ্ঞাত করান যে, শ্রীকৃষ্ণ-সেবাবিহীন মানব-জীবন নিরর্থক। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদস্পর্শে এই পিছলদা ভূমি এককালে নামসুধারসে প্রমত্ত হইয়াছিল, সেই অতীতের স্মৃতি বিজরিত এই পুণ্যস্থানে মিলনতীর্থ করতঃ নামসুধারূপ আনন্দবন্যার সৃষ্টি করেন শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণ। তাই প্রতি বৎসর স্নানযাত্রার আগমনে আনন্দকোলাহলে মুখরিত হয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ এই পিছলদা ভূমি।

বিগত ২৯ ত্রিবিক্রম, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ৩১শে মে, শনিবার দিন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে উৎসবের ২।১ দিন পূর্ব্ব হইতে পার্শ্ববর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী অঞ্চলসমূহ হইতে ভক্তগণ শ্রীমঠে সমবেত হন। উৎসব-দিবসে প্রাতঃকাল হইতেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিহিত শ্রীহরিকথা ও কীর্ত্তন, পঠন এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন হইতে থাকে। অপর দিকে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলরামাভিন্ন শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ প্রভুর ভোগরন্ধন-কার্য্য চলিতে থাকে। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকান্তে সমাগত অগণিত জনগনকে বিবিধ ব্যঞ্জনসম্বলিত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই উৎসব-সাফল্যে শ্রীপাদ রমানাথদাস ব্রজবাসী প্রভুর সেবাচেষ্টা সর্ব্বোপরি উল্লেখযোগ্য। —**নিজস্ব সংবাদ**

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে

পূর্ব্ব বৎসরেরন্যায় এবারও শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে (সমিতির কেন্দ্রীয় মঠ) শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১৫ই বামন, ৩০শে আষাঢ়, নবদ্বীপ সহরের ফাঁসিতলা ঘাটস্থিত শ্রীযুত গোপীনাথ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে গুণ্ডিচা মন্দির-মার্জ্জনাদি কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। তথায় প্রপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে গুণ্ডিচা-মার্জ্জনের তাৎপর্য্য সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বিশদভাবে বর্ণন করেন। তাঁহার সুমধুর কণ্ঠধ্বনি ও বাগ্মিতায় শ্রোতৃবর্গ বিমুগ্ধ হইয়াছিল। পরন্তু গভীর ভাবব্যঞ্জক ব্যাখ্যা সকলেরই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল।

পরদিন প্রাতঃ আট ঘটিকায় বিচিত্রবর্ণে সুশোভিত রথে নবসাজে বিভূষিত হইয়া শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমদেব গুণ্ডিচা ভবনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যাত্রাকালে "দারুব্রহ্ম পুরুষোত্তম জয় ঘনশ্যাম" ধ্বনি নবদ্বীপের আকাশ-বাতাস মুখরিত ও প্রদীপ্ত করিয়া তুলিল। সহস্র সহস্র নরনারীর আনন্দকোলাহলে সুপ্তা নগরীর প্রাণে যেন সাড়া জাগাইয়া দিল। উল্লসিতা নারীবৃন্দের হুলুধ্বনিতে চতুর্দ্দিক ভূকম্পের ন্যায় প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। এইরূপে রথখানি উল্লাস-স্রোতের মধ্য দিয়া ধীরগমনে চলিতে চলিতে অবশেষে গুণ্ডিচা ভবনে (মাসীবাড়ী) উপস্থিত হইলেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ** শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসবের ইতিবৃত্ত ও তাহার তাৎপর্য্য প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোমুগ্ধ করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ন্যাসী মহারাজ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বিভিন্ন দিবসে শ্রীমন্মাপ্রভুর অবদান সম্বন্ধে দার্শনিক তথ্যপূর্ণ মনোজ্ঞ ভাষায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

ইতোমধ্যে ২০ বামন, ৪ শ্রাবণ রবিবার **হেরাপঞ্চমী** দিবসে শ্রীলক্ষ্মীদেবীরগণ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে সুন্দরাচল হইতে নীলাচলে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বৃথা দ্বন্দ্ব-কলহ করিয়াও সফলকাম হন নাই। অতঃপর ২৪ বামন, ৮ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে ত্রিদণ্ডিপাদগণ, ব্রহ্মচারিবৃন্দ ও অসংখ্য সমভিব্যবহারে ও নৃত্যগীত-বাদ্যসহকারে আনন্দমগ্ন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পথিমধ্যে ভক্তজনগণ শ্রীবিগ্রহকে নানা ফলমূল অর্পণ করেন।

গুণ্ডিচা ভবনে প্রত্যহ সকালে এবং অপরাহ্ণে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি পাঠ কীর্ত্তন হইত। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডি মহারাজ প্রত্যহ সন্ধ্যায় পাঠের মাধ্যমে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের উৎকলে আবির্ভাবের কারণ এবং তন্মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তথ্য বিবৃত করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে ভক্তিভাব জাগাইয়াছিলেন। তিনি বিভিন্ন দিবসে বিভিন্ন বিষয়ে, যথা—শ্রীগৌর-লীলা, শ্রীকৃষ্ণ-লীলা ও শ্রীপ্রহ্লাদ-চরিত্র ছায়াচিত্রযোগে ভগবৎকথা কীর্ত্তন করেন ও লীলা-রহস্য বুঝাইয়া দেন।

২৫ বামন, ৯ শ্রাবণ শুক্রবার অগণিত নরনারী শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অধরামৃত মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া ধন্যাতিধন্য হইয়াছিলেন। স্থানীয় বহু উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণ উৎসবে ও ধর্ম্মসভায় যোগদান করিয়া আত্মকল্যাণ লাভ করিয়াছেন।

—নিজস্ব সংবাদ

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !!

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে

উত্তর-ভারত তথা পশ্চিম-ভারতের

তীর্থ দর্শন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,
চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)
৩১শে আষাঢ়, ১৩৭৬

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি এই বৎসরও উর্জ্জব্রতকালে **শ্রীব্রজমণ্ডল** পরিক্রমা এবং দ্বারকা, হরিদ্বার প্রভৃতি পশ্চিম ও উত্তর ভারতের তীর্থ দর্শনের আয়োজন করিয়াছেন। তজ্জন্য আগামী ৬ই কার্ত্তিক ১৩৭৬, ইং ২৩।১০।৬৯, বৃহস্পতিবার হাওড়া ষ্টেশনের ৮ নং প্লাট্‌ফর্ম্ম হইতে বেলা ৯ টায় (স্লিপিং) রিজার্ভ গাড়ীতে যাত্রা করিবেন। আমরা সকল ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিকেই নিম্নলিখিত নিয়মাবলী-অনুযায়ী ইহাতে যোগদান করিতে অনুরোধ করি, ইতি। নিবেদক—

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

নিয়মাবলী ঃ—

১। উর্জ্জব্রত, পরিক্রমা ও তীর্থাদি-দর্শনে ন্যূনাধিক ৪০ **দিন সময়** লাগিবে।

২। প্রত্যেক যাত্রীকে **দুইবেলা প্রসাদ** ও হাওড়া হইতে যাতায়াত **ট্রেণভাড়া**, কুলিভাড়া ও দূরস্থ স্থানের বাসভাড়ার জন্য ৪৫৫·০০ **টাকা** ভিক্ষা-স্বরূপ দিতে হইবে।

৩। যাত্রিগণ সংক্ষেপে **শীতোপযোগী** বিছানা, জামা, চাদর সঙ্গে আনিবেন। ১টী থালা, ১টি ঘটী ও ১টি বাটী ও লাগেজ লইবেন। ।০ সেরের অধিক না হয়।

৪। যাত্রিগণকে ৫ই আশ্বিন, ইং ২২।৯।৬৯ তারিখের মধ্যে দেয় ভিক্ষার টাকার মধ্যে ২০০·০০ দুই শত টাকা পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নিকট **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ**, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, জেঃ নদীয়া (পঃ বঙ্গ) ঠিকানায় জমা দিতে হইবে।

৫। অগ্রিম ২০০·০০ শত টাকা দেওয়া বাদে বাকী টাকা ৬ই কার্ত্তিক, ২৩শে অক্টোবর, বৃহস্পতিবার **যাত্রা-দিবসে** অথবা তৎপূর্ব্বে সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে।

দর্শনীয় স্থানসমূহ :—

মথুরাস্থ আদিকেশব, গোবর্দ্ধন, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, বর্ষাণা, নন্দগ্রাম, **বৃন্দাবন**, গোকুল-মহাবন, **করৌলীস্থ** শ্রীমদনমোহন, **জয়পুরস্থ** শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ, গলতারগাদী, **আজমীরস্থ** পুষ্কর, সাবিত্রী প্রভৃতি দর্শনান্তে মাড়োয়ার হইয়া **নাথদ্বার**, পোরবন্দর, **সুদামাপুরী**, মূলদ্বারকা, **গোমতি-দ্বারকা**, বেট-দ্বারকা, গোপীতলাও প্রভৃতি স্থানাদি দর্শনান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করত আজমীর হইয়া **দিল্লী** প্রত্যাবর্ত্তন করা হইবে। যাত্রিগণ তথা হইতে হস্তিনাপুর, **কুরুক্ষেত্র** হইয়া **হরিদ্বার**, হৃষীকেশ, লছমনঝোলা দর্শন করিবেন। পরে **নৈমিষারণ্য**, **অযোধ্যা**, এলাহাবাদ, **প্রয়াগ**, ত্রিবেণী দর্শনান্তে **বারাণসী** যাত্রা করা হইবে। অতঃপর পরিক্রমা-সঙ্ঘ **গয়া** দর্শন করিয়া হাওড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। *

---

* **বিশেষ দ্রষ্টব্য** ঃ—দৈবানুরোধে যাত্রার দিন ও দর্শনীয় তীর্থস্থানাদির তালিকা পরিবর্ত্তন যোগ্য। যে-কোন দৈব-দুর্ব্বিপাকের জন্য সমিতি বা কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী নহেন।

SHRI GOUDIYA-PATRIKA PRESS, NABADWIP.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

২১শ-বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৭৬ | ৭ম-সংখ্যা



শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও শ্রীপত্রিকার
প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি মহারাজ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ
কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২১শ-বর্ষ | অনিরুদ্ধ, ২১ হৃষীকেশ, ৪৮৩ গৌরাব্দ | ৭ম-সংখ্যা
বুধবার, ৩১ ভাদ্র, ১৩৭৬; ইং ১৭।৯।১৯৬৯

সানুবাদং

শ্রীল-রূপ-গোস্বামি-কৃতং
উৎকলিকাবল্লরী

অলিদ্যুতিভিরাহৃতৈর্মিহিরনন্দিনীনির্ঝরাৎ
পুরঃ পুরটঝর্ঝরীপরিভৃতৈঃ পয়োভির্ময়া।
নিজপ্রণয়িভির্জনৈঃ সহ বিধাস্যতে বাং কদা
বিলাসশয়নস্থয়োরিহ পদাম্বুজক্ষালনম্॥৪৯॥

হে নিকুঞ্জরাজ! শ্রীকৃষ্ণ! হে নিকুঞ্জপট্টমহিষি! শ্রীরাধিকে! বিলাস-শয্যাস্থ তোমাদের পদপ্রক্ষালন ও মুখ প্রক্ষালনের নিমিত্ত সখীগণে পরি-বেষ্টিত হইয়া ভ্রমর মালারন্যায় কৃষ্ণবর্ণ কালিন্দীনদীর জল কনকভৃঙ্গারে পূর্ণ করিয়া আমি কবে তোমাদের নিকট আনয়ন করিব? ॥৪৯॥

লীলাতল্পে কলিতবপুষোর্ব্যাবহাসীমনপ্লাং
স্মিত্বা স্মিত্বা জয়কলনয়া কুর্ব্বতোঃ কৌতুকায়।
মধ্যেকুঞ্জং কিমিহ যুবয়োঃ কল্পয়িষ্যাম্যধীশৌ
সন্ধ্যারম্ভে লঘু লঘু পদাম্ভোজসম্বাহনানি ॥৫০॥

হে নাথ! শ্রীকৃষ্ণ! হে মদীশ্বরি! শ্রীরাধিকে! সন্ধ্যার সময়ে নিকুঞ্জ মধ্যে বিলাসশয্যায় আরোহণ করিয়া তোমাদের দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইলে পরস্পর জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া হাস্য পরিহাস কৌতুক করিবে, আমি ঐ সময়ে তোমাদের মৃদু মৃদু পাদ সম্বাহন করিব, এমন দিন কি আমার হইবে? ৫০॥

প্রমদমদনযুদ্ধারম্ভসম্ভাবুকাভ্যাং
প্রমুদিতহৃদয়াভ্যাং হন্ত বৃন্দাবনেশৌ।
কিমহমিহ যুবাভ্যাং পানলীলোন্মুখাভ্যাং
চষকমুপহরিষ্যে সাধু মাধ্বীকপূর্ণম্ ॥৫১॥

হে বৃন্দাবনেশ্বর! হে বৃন্দাবনেশ্বরি! এই নিকুঞ্জবন মধ্যে তোমরা স্মর-বিলাস পটু ও পরস্পর হৃষ্টচিত্ত হইয়া মধুপানের নিমিত্ত অভিলাষী হইলে ঐ সময়ে মধুপূর্ণ পান পাত্র তোমাদের নিকট উপহার দিয়া আমি কবে কৃতার্থ হইব? ॥ ৫১ ॥

কদাহং সেবিষ্যে ব্রততিচমরীচামরমরু-
দ্বিনোদেন ক্রীড়াকুসুমশয়নে ন্যস্তবপুষৌ।
দরোন্মীলন্নেত্রৌ শ্রমজলকণক্লিন্নদলকৌ
ব্রুবানাবন্যোন্যং ব্রজনবযুবানাবিহ যুবাম্ ॥৫২॥

হে ব্রজনবযুবরাজ! শ্রীকৃষ্ণ! হে ব্রজনবযুবতীশ্রেষ্ঠে! শ্রীরাধিকে! বিলাস কুসুমশয্যায় শয়ান হইয়া তোমাদের নয়নযুগল ঈষৎ উন্মীলিত ও ঘর্ম্মজল কণায় অলকাবলী আর্দ্র হইবে এবং পরস্পর পরস্পরের শ্রান্তিসূচক আলাপে প্রবৃত্ত হইবে, ঐ সময়ে লতা মঞ্জরীরূপ চামরদ্বারা ধীরে ধীরে কবে তোমাদিগকে বীজন করিব ॥৫২॥

চ্যুতশিখরশিখণ্ডাং কিঞ্চিদুৎস্রংসমানাং
বিলুঠদমলপুষ্পশ্রেণিমুন্মুচ্যচূড়াম্।
দনুজদমন দেব্যাঃ শিক্ষয়া তে কদাহং
কমলকলিতকোটিং কল্পয়িষ্যামি বেণীম্ ॥৫৩॥

হে দনুজদমন! শ্রীকৃষ্ণ! শ্রীরাধিকার উপদেশে তোমার চূড়াবন্ধন আলুলায়িত করিয়া তাহা হইতে ময়ূরপুচ্ছ ও কুসুমসকল অপসারিত করিয়া চূড়ার পরিবর্ত্তে অগ্রভাগে কমল কুসুম শোভিত বেণীবন্ধন কবে আমি প্রস্তুত করিয়া দিব ॥৫৩॥

কমলমুখি বিলসৈরংসয়োঃ স্রংসিতানাং
তুলিতশিখিকলাপং কুন্তলানাং কলাপম্।
তব কবরতয়াবির্ভাব্য মোদাৎ কদাহং
বিকচবিচকিলানাং মালয়ালঙ্করিষ্যে ॥৫৪॥

হে কমলমুখি! শ্রীরাধিকে স্মরবিলাসে শিখিকলাপ তুল্য তদীয় কেশ-কলাপ আলুলায়িত হইয়া স্কন্ধাবলম্বী হইলে পুনর্ব্বার কবরীবন্ধন করিয়া ঐ কবরী বিকসিতমল্লিকামালায় কবে আমি সুশোভিত করিব ॥৫৪॥

মিথঃ স্পর্দ্ধাবদ্ধে বলবতি বলতক্ষ্যকলহে
ব্রজেশ ত্বাং জিত্বা ব্রজযুবতিধম্মিল্লমণিনা।
দৃগন্তেন ক্ষিপ্তা পণমিহ কুরঙ্গং তব কদা
গ্রহীষ্যামো বদ্ধা কলয়তি বয়ং ত্বৎপ্রিয়গণে ॥৫৫॥

হে ব্রজযুবরাজ! তোমাদের পরস্পরের কুরঙ্গ পণ রাখিয়া দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইলে ঐ ক্রীড়ায় ব্রজরমণীর শিরোমণি শ্রীরাধিকা তোমাকে পরাভব করিয়া (শ্রীকৃষ্ণের কুরঙ্গ লইয়া আইস এই অভিপ্রায়ে) ইঙ্গিত করিলে আমরা তদীয় প্রিয়সখা মধুমঙ্গলাদির সমক্ষ হইতে কুরঙ্গ বাঁধিয়া লইয়া কবে মদীশ্বরী শ্রীরাধিকার নিকট উপস্থিত করিব ॥৫৫॥

কিং ভবিষ্যতি শুভঃ স বাসরো
যত্র দেবি নয়নাঞ্চলেন মাম্।
গর্ব্বিতং বিহসিতং নিযোক্ষ্যসে
দ্যূতসংসদি বিজিত্য মাধবম্ ॥৫৬॥

হে দেবী! শ্রীরাধিকে! আমার কি সেই শুভদিন হইবে, যে দিন তুমি দ্যূতক্রীড়ায় শ্রীকৃষ্ণকে পরাজয় করিয়া দ্যূতক্রীড়ানভিজ্ঞ মাত্র ভুজবল গর্ব্বিত ইত্যাদি পরিহাস বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে অপ্রস্তুত করিবার নিমিত্ত আমাকে ইঙ্গিত করিবা, আমি তোমার তাদৃশ আজ্ঞাপালন করিয়া তোমার সন্তোষ বিধান করিব ॥৫৬॥

কিং জনস্য ভবিতাহস্য তদ্দিনং
যত্র নাথ মুহুরেনমাদৃতঃ।
ত্বং ব্রজেশ্বরবয়স্যনন্দিনী-
মানভঙ্গবিধিমর্থয়িষ্যসে ॥৫৭॥

হে নাথ! হে শ্রীকৃষ্ণ! আমার কি সেই দিন হইবে? যে দিন নিজ সখী বলিয়া সমাদরপূর্ব্বক বৃষভানুনন্দিনীর মানভঙ্গ করিতে আমাকে আদেশ করিবে? ॥৫৭॥

ত্বদাদেশং সারীকথিতমহমাকর্ণ্যমুদিতো
বসামি ত্বৎ কুণ্ডোপরি সখি বিলম্বস্তব কথম্।
ইতীদং শ্রীদামস্বসরি মম সন্দেশকুসুমং
হরেতি ত্বং দামোদর জনমমুং নোৎস্যসি কদা ॥৫৮॥

হে দামোদর! সারিকা কথিত ত্বদীয় আদেশ শ্রবণ করিয়া আমি হৃষ্ট চিত্তে শ্যামকুণ্ডের তীরে উপবেশন করিব, ঐ সময়ে শ্রীরাধিকার আগমনে বিলম্ব দেখিয়া তুমি আমাকে দূতী করিয়া কবে শ্রীরাধার নিকট প্রেরণ করিবা অর্থাৎ সখি! তোমার আগমনে এত বিলম্ব হইতেছে কেন? ইত্যাদি তদীয় বাক্যে কুসুম লইয়া শ্রীরাধিকার নিকট কবে উপস্থিত হইব? ॥৫৮॥

শঠোহয়ং নাবেক্ষ্যঃ পুনরিহ ময়া মানধনয়া
বিশন্তং স্ত্রীবেশং সুবলসুহৃদং বারয় গিরা।
ইদন্তে সাকূতং বচনমবধার্য্যোচ্ছলিতধী-
শ্ছলাটোপৈর্গোপপ্রবরমবরোৎস্যামি কিমহম্ ॥৫৯॥

হে শ্রীরাধিকে! তুমি মানিনী হইবে (সেই ধূর্ত্ততম শ্রীকৃষ্ণের মুখ আর আমি দেখিব না, সুবলপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া আমার কুঞ্জে আসিতেছে অতএব উহাকে বারণ কর) ইত্যাদি ত্বদীয় অভিপ্রেত বাক্য নিশ্চয় করিয়া ইঙ্গিতজ্ঞা আমি সেই গোপরাজ শ্রীকৃষ্ণকে কঠোর বাক্যদ্বারা কবে বারণ করিব, অর্থাৎ তুমি শ্রীরাধার কুঞ্জে আসিও না এ স্থানে আসিলে তোমার ভাল হইবে না, ইত্যাদি রূঢ় বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে কবে নিষেধ করিব? ॥৫৯॥

অঘহর বলীবর্দ্দঃ প্রেয়ান্নবস্তব যো ব্রজে
বৃষভবপুষা দৈত্যোনাসৌ বলাদভিযুজ্যতে।
ইতি কিল মৃষা গীর্ভিশ্চন্দ্রাবলীনিলয়স্থিতং
বনভুবি কদা নেষ্যামি ত্বাং মুকুন্দ মদীশ্বরীম্ ॥৬০॥

হে অঘহর! হে মুকুন্দ! শ্রীবৃন্দাবনে বৃষভাকার কোন দৈত্য আসিয়া তোমার প্রিয়তম সেই নবীন বৃষটীর উপর বড়ই উৎপাৎ করিতেছে, অতএব তুমি শীঘ্র আগমন করিয়া উহা নিবারণ কর। এই প্রকার মিথ্যাবাক্যদ্বারা চন্দ্রাবলীর নিকুঞ্জ হইতে আনয়ন করিয়া মদীশ্বরী শ্রীরাধিকার নিকট কবে তোমাকে উপনীত করিব? ৬০॥

নিগিরতি জগদুচ্চৈঃ সূচিভেদ্যে তমিস্রে
ভ্রমররুচি-নিচোলেনাঙ্গমাবৃত্য দীপ্তম্।
পরিহৃতমণিকাঞ্চীনূপুরায়াঃ কদাহং
তব নবমভিসারং কারয়িষ্যামি দেবি ॥৬১॥

হে দেবি! শ্রীরাধিকে! অতি নিবিড় অন্ধকারে জগৎ আচ্ছন্ন হইলে তোমার মণিময় কাঞ্চী নূপুরাদিমুখর অলঙ্কার অপসারিত করিয়া ভ্রমর-কান্তির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ বসনে তোমার অঙ্গ আবরণ করিয়া আমি তোমাকে কবে নবাভিসার করাইব? ৬১॥

আস্যে দেব্যাঃ কথমপি মুদা ন্যস্তমাস্যাত্ত্বয়েশ
ক্ষিপ্তং পর্ণে প্রণয়জনিতাদ্দেবি বাম্যাত্ত্বয়াগ্রে।
আকূতজ্ঞস্তদতিনিভৃতং চর্ব্বিতং খর্ব্বিতাঙ্গ-
স্তাম্বুলীয়ং রসয়তি জনঃ ফুল্লরোমা কদায়ং ॥৬২॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার চর্ব্বিত তাম্বূল নিজমুখ হইতে শ্রীরাধিকার মুখে অর্পণ করিবা, হে দেবি! শ্রীরাধিকে! তুমি প্রণয়কোপ বশতঃ (তোমার উচ্ছিষ্ট খাইব না বলিয়া উহা পত্রমধ্যে নিক্ষেপ করিবা, ঐ সময়ে তোমার অভিপ্রায় বুঝিয়া কুঞ্চিত কলেবরে তোমাদের উভয়ের প্রসাদী সেই চর্ব্বিত তাম্বূল ভক্ষণ করিয়া কবে আমি রোমাঞ্চিত কলেবর হইব? ৬২॥

পরস্পরমশ্যতোঃ প্রণয়মানিনোর্বাং কদা
ধৃতোৎকলিকয়োরপি স্বমভিরক্ষতো বাগ্রহং।
দ্বয়োঃ স্মিতমুদঞ্চয়ে হৃদসি কিং মুকুন্দামুনা-
গদৃস্তনটনেন মামুপরমেত্যলীকোক্তিভিঃ ॥৬৩॥

হে নাথ! শ্রীকৃষ্ণ! হে মদীশ্বরি! শ্রীরাধিকে! তোমরা পরস্পর অকারণ মান করিয়া পরস্পর দর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইলেও নিজ নিজ গৌরব রক্ষা হেতু বিশেষ আগ্রহ না থাকায় পরস্পর দেখা দেখি হইতেছে না, ঐ সময়ে (শ্রীকৃষ্ণ! বারম্বার আমার প্রতি কটাক্ষ করিতেছ কেন? ক্ষান্ত হও শ্রীরাধিকা তোমার কথায় কর্ণপাত করিবেন না ইত্যাদি) অমৃত বাক্যদ্বারা তোমাদিগকে আমি কবে হাস্য যুক্ত করিব? ॥৬৩॥

কদাপ্যবসরঃ স মে কিমু ভবিষ্যতি স্বমিনৌ
জনোঽয়মনুরাগতঃ পৃথুনি যত্র কুঞ্জোদরে।
ত্বয়া সহ তবালিকে বিবিধবর্ণগন্ধদ্রবৈ-
শ্চিরং বিরচিয়িষ্যতি প্রকটপত্রবল্লীশ্রিয়ং ॥৬৪॥

হে নাথ! শ্রীকৃষ্ণ! হে মদীশ্বরি! শ্রীরাধিকে! আমার কি সেই শুভ-ক্ষণ হইবে? যে ক্ষণে নিকুঞ্জমধ্যে নানাবর্ণ গন্ধদ্রব্য দ্বারা তোমাদের ললাট-দেশে পত্রাবলী রচনা করিয়া পরম শোভা সম্পাদন করিব? ॥৬৪॥

ইদং সেবাভাগ্যং ভবতি সুলভং যেন যুবয়ো-
শ্ছটাপ্যস্য প্রেম্নঃ স্ফুরতি নহি সুপ্তাবপি মম।
পদার্থেঽস্মিন্ যুষ্মৎব্রজমনুনিবাসেন জনিত-
স্তথাপ্যাশাবন্ধঃ পরিবৃঢ়বরো মাং দ্রঢ়য়তি ॥৬৫॥

হে নাথ শ্রীকৃষ্ণ! হে মদীশ্বরি শ্রীরাধিকে! তোমাদের এই সেবাভাগ্য যাহাদ্বারা লাভ হয়, তাদৃশ প্রেমসম্পত্তি আমার হৃদয়ে নাই, বলিব কি উহা আমি কখনও স্বপ্নেও দেখি নাই, তথাপি তোমাদের নিত্যলীলা স্থান এই শ্রীবৃন্দাবনে বাসহেতু বলবতী আশা আমাকে নিরুৎসাহ করিতে সক্ষম হইতেছে না ॥৬৫॥

প্রপদ্য ভবদীয়তাং কলিতনির্ম্মলপ্রেমভি-
র্মহদ্ভিরপি কাম্যতে কিমপি যত্র তার্ণং জন্তুঃ।
কৃতাত্র কুজনৈরপি ব্রজবনে স্থিতির্মে যয়া
কৃপাং কৃপণগামিনীং সদসি নৌমি তামেব বাং ॥৬৬॥

হে নাথ শ্রীকৃষ্ণ! হে মদীশ্বরি শ্রীরাধিকে! তোমাদের দাস্যভাব প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রেমিক উদ্ধব প্রভৃতি মহাত্মাগণ যে স্থানে তৃণ গুল্মাদি জন্ম লইতে বাসনা করেন, সেই শ্রীবৃন্দাবনে আমি নিকৃষ্টজন্মা হইলেও যাহার প্রভাবে অবস্থিতি করিতেছি, তোমাদের সেই দীনগামিনী কৃপাকে আমি প্রণাম করি ॥৬৬॥

মাধব্যা মধুরাঙ্গকাননপদপ্রাপ্তাধিরাজ্যশ্রিয়া
বৃন্দারণ্যবিকাসিসৌরভততে তাপিঞ্ছকল্পদ্রুমঃ।
নোত্তাপং জগদেব যস্য ভজতে কীর্ত্তিচ্ছটাচ্ছায়য়া
চিত্রা তস্য তবাঙ্ঘ্রি সন্নিধিজুষাং কিম্বা ফলাপ্তির্নৃণাং ॥৬৭॥

হে তমালবৃক্ষ! তুমি বৃন্দাবনের কল্পদ্রুম, এই কানন রাজ্যের রাজলক্ষ্মী মাধবী তোমার আপাদ শিখর বেষ্টন করায় তোমার অঙ্গপ্রতঙ্গ অতি মনোহর হইয়াছে এবং তোমাদের সৌরভে শ্রীবৃন্দাবনের চতুর্দ্দিক্ সঞ্চারিত হইতেছে, তোমার কীর্ত্তিরূপ ছায়া আশ্রয় করিলে জগতে ব্যক্তিমাত্রেরই আর কোন সন্তাপ থাকে না, অতএব তোমার পাদমূল আশ্রয় করিলে জীবের কি ফল-লাভ হয়, তাহা বলিতে পারি না। (এই শ্লোকে অপ্রস্তুত প্রশংসা নামক অলঙ্কার সন্নিবেশিত হইয়াছে) ॥৬৭॥

ত্বল্লীলামধুকুল্যয়োল্লসিতয়া কৃষ্ণাম্বুদস্যামৃতৈঃ
শ্রীবৃন্দাবনকল্পবল্লিপরিতঃ সৌরভ্যবিস্ফারয়া।
মাধুর্য্যেণ সমস্তমেব পৃথুনা ব্রহ্মাণ্ডমাপ্যায়িতং
নাশ্চর্য্যং ভুবি লব্ধপাদরজসাং পর্ব্বোন্নতির্ব্বীরুধাং ॥৬৮॥

হে বৃন্দাবনকল্পবল্লি! কৃষ্ণমেঘের অমৃত বর্ষণে পরিবর্দ্ধিত ও অতি সুগন্ধি ত্বদীয় লীলারূপ মধুকুল্যার (ক্ষুদ্র কৃত্রিম নদীর নাম কুল্যা, মধুময়ী কৃত্রিম নদীর নাম মধুকুল্যা) অতিশয় মাধুর্য্যে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্তই আপ্যায়িত হইয়াছে, সে স্থলে তোমার পাদরেণুসেবি লতাগণের যে বিশেষ উন্নতি হইবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় কি? ॥৬৮॥

পশুপালবরেণ্যনন্দনৌ, বরমেতং মুহুরর্থয়ে যুবাং
ভবতু প্রণয়ো ভবে ভবে ভবতোরেব পদাম্বুজেষু মে ॥৬৯॥

হে ব্রজরাজনন্দন! হে বৃষভানুনন্দিনি! আমি তোমাদের নিকট পুনঃ পুনঃ এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে, তোমাদের পাদপদ্মযুগলে জন্ম জন্ম যেন আমার প্রীতি থাকে ॥৬৯॥

উদ্গীর্ণাভূদুৎকলিকাবল্লরিরগ্রে
বৃন্দাটব্যাং নিত্যবিলাসব্রতয়োর্বাং
বাঙ্মাত্রেণ ব্যাহরতোপ্যুল্লসমেতা
মাকর্ণ্যেশৌ কামিতসিদ্ধিং কুরুতং মে ॥৭০॥

হে নাথ শ্রীকৃষ্ণ! হে মদীশ্বরি শ্রীরাধিকে! এই শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য বিলাসপরায়ণ তোমাদের অগ্রে এই উৎকলিকাবল্লরী অর্থাৎ উৎকণ্ঠরূপা লতা জন্মিয়াছে তোমাদের নিকট কেবল বাক্যদ্বারা ইহা কীর্ত্তন করিতেছি, অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহা শ্রবণান্তে আমার প্রার্থনা সিদ্ধি করুন ॥ ৭০ ॥

চন্দ্রাশ্বভুবনে শাকে পৌষে গোকুলবাসিনা।
ইয়মুৎকলিকাপূর্ব্বা বল্লরী নির্ম্মিতা ময়া ॥৭১॥

॥*॥ ইত্যুৎকলিকাবল্লরী সমাপ্তা ॥*॥

১৪৭১ একসপ্ততাধিক চতুর্দ্দশ শত শকাব্দে পৌষ মাসে শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থিতি করিয়া আমি এই উৎকলিকাবল্লরী রচনা করিলাম ॥ ৭১ ॥

॥ * ॥ ইতি উৎকলিকাবল্লরী সমাপ্তা ॥ * ॥

কর্ম্মজ্ঞানাদির পরস্পর পার্থক্য

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৯

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ৭ই বৈশাখ তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। শ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় আমরা ভাল আছি। তবে প্রাক্তন কর্ম্মফলের অনুরূপ হরিসেবায় নানারূপ বাধা আসিয়া উপস্থিত হইতেছে।

অপরাধ ত্যাগ করিয়া হরিনাম-গ্রহণের ইচ্ছা করিলে সকল সময় হরিনাম করিতে করিতে অপরাধ যাইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুকে সকল শক্তি অর্পণ করিয়াছেন, সেই শ্রীরূপপ্রভু ও শ্রীরূপানুগ প্রভুগণের চরণে মহাপ্রভুর সঞ্চারিত কৃপাশক্তি অন্তরের সহিত ভিক্ষা করিবেন। বিশেষতঃ শ্রীহরিনাম-প্রভুর নিকট তাঁহার সেবার জন্য হৃদয়ের সহিত যোগ্যতার প্রার্থনা করিবেন। নাম-প্রভু নামী-প্রভু হইয়া আপনার হৃদয়ে বিরাজ করিবেন।

'কৃষ্ণ' ব্যতীত অন্য বস্তুপ্রাপ্তির আশাকে 'অন্যাভিলাষ' বলে। কৃষ্ণেতর বাসনাবিশিষ্ট জীবগণই অন্যাভিলাষী। সৎকর্ম্মপরায়ণ—কর্ম্মী, নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানপরায়ণ—ঈশ্বরাভিন্নজ্ঞানী। কর্ম্মী ও জ্ঞানীর সহিত অন্যাভিলাষীর ভেদ

এই যে, অন্যাভিলাষী কুকর্ম্মরত। জ্ঞানী হইতে অন্যাভিলাষীর পার্থক্য এই যে, অন্যাভিলাষী—কুজ্ঞানরত অর্থাৎ ভেদজ্ঞানযুক্ত। কৃষ্ণসেবা-বুদ্ধিতে নিজ ভোগাসক্তিরহিত হইয়া বিষয় স্বীকারপূর্ব্বক অপ্রাকৃত-ভাবে কৃষ্ণের সেবন করিলে যুক্তবৈরাগ্য হয়। শাস্ত্র, শ্রীমূর্ত্তি, নামভজন ও বৈষ্ণবকে প্রাপঞ্চিক জ্ঞান করিলে তুচ্ছ বৈরাগ্য হয়, তাহা ভক্তের ত্যাজ্য। যুক্ত বৈরাগ্যই ভগবদ্ভক্তগণ স্বীকার করিবেন। "ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কুল।" মহাপ্রভুর এই আজ্ঞা ভাল করিয়া বুঝিতে প্রয়াস করিবেন। ইতি—

নিত্যাশীর্ব্বাদক—

অকিঞ্চন—**শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী**

প্রশ্নোত্তর

(নামাপরাধ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২১শ-বর্ষ, ষষ্ঠ-সংখ্যা, ২১৪ পৃষ্ঠার পর)

১৩। নামে 'অর্থবাদ' অপরাধটি কিরূপ ?

"যাহারা নাম-মাহাত্ম্য-বাচক-শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ-সমূহে অর্থবাদ আছে —এই কথা বলে, তাহারা অক্ষয় নরকে পতিত।"　　—জৈঃ ধঃ ২৫শ অঃ

১৪। নামে অর্থবাদ-কল্পন কাহাকে বলে ?

"অর্থবাদ এই যে, শাস্ত্র নাম-সম্বন্ধে যে মাহাত্ম্য বলিয়াছেন, তাহা প্রকৃত নয়, কেবল নামে মতি প্রদান করিবার জন্য এরূপ ফল শ্রুতি লিখিয়াছেন। এই নামাপরাধে সেই সকল লোকের নামে রুচি হয় না। তোমরা শাস্ত্রোক্ত বাক্যে বিশ্বাসপূর্ব্বক হরিনাম গ্রহণ করিবে; যাঁহারা অর্থবাদ করেন, তাঁহাদিগের সঙ্গ করিবে না; এমন কি, হঠাৎ তাঁহাদিগকে দেখিলে বস্ত্রের সহিত স্নান করিবে, এইরূপ শিক্ষা শ্রীগৌরাঙ্গ দিয়াছেন।"

—জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

১৫। হরিনামকে কল্পিত মনে করিলে কি হয় ?

"ভগবানের নাম-সকলকে কল্পিত মনে করিলে নামাপরাধ হয়। মায়াবাদিগণ এবং কর্ম্মজড়-সকল মনে করেন যে, পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম নির্ব্বিকার ও নাম-রূপ-শূন্য। তাঁহার রামকৃষ্ণাদি নাম কার্য্যসিদ্ধির জন্য ঋষিগণ কল্পনা করিয়াছেন—যাঁহাদের এরূপ সিদ্ধান্ত, তাঁহারা নামাপরাধী।"

—জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

১৬। নামবলে পাপবুদ্ধি-নামাপরাধের স্বরূপ কি ?

"যাহাদের নামবলে পাপাচরণে প্রবৃত্তি হয়, তাহারা নামাপরাধী। নামের ভরসায় যে সকল পাপ করা যায়, তাহা যম-নিয়ম দ্বারা শুদ্ধ হয় না; কেন না, তাহা নামাপরাধের মধ্যে গণিত হওয়ায় নামাপরাধ-ক্ষয়ের যে পদ্ধতি আছে, তাহাতেই তাহাদের ক্ষয় হয়।" —জৈঃ ধঃ ২৫শ অঃ

১৭। হরিনামে ও পাপে কাটাকাটির চেষ্টাকে কি বলে ?

" 'হরিনামও করি পাপও করি, জমা খরচ হইয়া অবশেষে কিছুই পাপ থাকিবে না'—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া যিনি নামাশ্রয়ের পর ইচ্ছাপূর্ব্বক নূতন পাপ করেন, তাঁহাকে কপটী ও নামাপরাধী বলা যায়।"

—নামবলে পাপপ্রবৃত্তি একটি নামাপরাধ', সঃ তোঃ ৮।৯

১৮। কিরূপ আচরণ-ফলে নামবলে পাপ-বুদ্ধির উদয় হয় ?

"কিছু কিছু অপরাধ থাকায় উচ্চারিত নাম কেবল 'নামাভাস' হয়, (শুদ্ধ) নাম হয় না। নামাভাসেও পূর্ব্বে পাপের ক্ষয় এবং নূতন পাপে রুচি জন্মে না, কিন্তু পূর্ব্ব-অভ্যাস-ক্রমে কিছু কিছু পাপাবশেষ থাকে, তাহা নামাভাসে ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতে থাকে: কদাচিৎ কোন পাপ হঠাৎ হইয়া পড়ে, তাহাও নামাভাসে দূর হয়; কিন্তু যদি সেই নামাশ্রয়ী ব্যক্তি এরূপ মনে করেন যে, নামের দ্বারা যখন সকল পাপ ক্ষয় হয়, আমি যদি কোন পাপ করি, তাহাও অবশ্য ক্ষয় পাইবে—এই ভরসায় তিনি যে পাপচরণ করেন, সেই পাপ অপরাধ হইয়া পরে।" —জৈঃ ধঃ ২৪ অঃ

১৯। অন্য শুভক্রিয়াসাম্য অপরাধটি কিরূপ ?

"হরিনাম সাধনকালে উপায় হইলেও ফলকালে স্বয়ং উপেয়; অতএব হরিনামের সহিত অন্য কোন সৎকর্ম্মের তুলনা নাই। যাঁহাদের মনে অন্য সৎকর্ম্মের সহিত হরিনামের অনন্যবুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়, তাঁহারা নামাপরাধী।" —জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

২০। নামে রতি না হইবার প্রধান প্রতিবন্ধন কি ?

"অন্য সমস্ত নামাপরাধ পরিত্যাগ করিলেও, অনবধান থাকিতে কখনই নামে রতি হয় না। —'উৎসাহ', সঃ তোঃ ১১।১

২১। প্রমাদ বা অনবধান কয় প্রকার ?

"প্রমাদ অনবধান—এই মূল অর্থ।
ইহা হৈতে ঘটে প্রভু সকল অনর্থ।

ঔদাসীন্য, জাড্য আর বিক্ষেপ—এ তিন।
প্রকার অনবধান বুঝিবে প্রবীণ॥" —'হঃ চিঃ, ১২শ পঃ

২২। বিক্ষেপ-প্রমাদাসক্তগণের চেষ্টা কিরূপ ?

যাঁহারা বিক্ষেপরূপ প্রমাদাসক্ত, তাঁহারা নিরূপিত নামসংখ্যা যত শীঘ্র শেষ করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করেন। নাম-সাধনে যাহাতে সেরূপ অযত্ন না হয়—ইহা বার বার সতর্কতার সহিত দেখা আবশ্যক।"

—'প্রমাদ', হঃ চিঃ

২৩। অনবধান-অপরাধ দোষের আকর কিরূপ ?

"চিত্ত একদিকে, আর অন্যদিকে নাম।
তাহার মঙ্গল কিসে হয় গুণধাম॥
লক্ষনাম হৈল পূর্ণ সংখ্যামালা গণি'।
হৃদয়ে নহিল রসবিন্দু গুণমণি॥
এই ত' অনবধান-দোষের প্রকার।
বিষয়ি-হৃদয়ে প্রভু বড় দুর্নিবার॥" —হঃ চিঃ, ১২শ পঃ

২৪। কি উপায়ে জাড্য দূর হয় ?

অব্যর্থকালত্ব-ধর্ম্ম সাধুর চরিত।
দেখিলে তাহাতে রুচি হইবে নিশ্চিত॥
মনে হ'বে আহা কবে ইঁহার সমান।
স্মরিব, গাইব নাম হয়ে' ভাগ্যবান্॥
সেই ত' উৎসাহ আসি' অলসের মনে।
জাড্য দূর করে কৃষ্ণনামের স্মরণে॥" —'প্রমাদ', হঃ চিঃ

২৫। হরিনামে ঔদাসীন্য আসে কেন ?

"কনক, কামিনী আর জয়-পরাজয়।
প্রতিষ্ঠাশা, শাঠ্যবৃত্তি তাহার নিলয়॥
এসব আকৃষ্টি হৃদে হইলে উদয়।
নামেতে অনবধান স্বভাবতঃ হয়॥" —'প্রমাদ', হঃ চিঃ

২৬। অশ্রদ্দধানে নামোপদেশ কিরূপ ?

"যাহাদের শ্রদ্ধা হয় নাই, অপ্রাকৃত-সেবায় বিমুখ এবং হরিনাম শ্রবণে রুচিহীন, তাহাদিগকে হরিনাম উপদেশ করিলে নামাপরাধ হয়।"

—জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

২৭। 'অহং মম' ভাবাপরাধ কিরূপ ?

"যিনি এই জড়ীয় সংসারে 'আমি একজন এবং এই সমস্ত সম্পত্তি ও জনগণ আমার'—এরূপ বুদ্ধিতে মত্ত হইয়া থাকে, কদাচিৎ কোন ক্ষণিক বিরাগ বা জ্ঞানের উদয় হইলে পণ্ডিতদিগের নিকট নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, অথচ সেই নামে যে প্রীতি করা উচিত, তাহা করেন না, তিনিও নামাপরাধী।" —জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

২৮। দীক্ষিত-ব্যক্তির ভক্তি-পথ হইতে চ্যুতির কারণ কি ?

"দীক্ষিত হইয়াও অধিকাংশ বিষয়ী লোক এই জড়দেহে অহংতা ও মমতাবুদ্ধি করিয়া ভক্তিপথ হইতে ভ্রষ্ট হন।"

—'অহংমম ভাবাপরাধ', হঃ চিঃ

২৯। 'অহংতা-মমতা' দূর করিবার উপায় কি ?

"নিষ্কিঞ্চনভাবে ভজে শ্রীকৃষ্ণচরণ।
বিষয় ছাড়িয়া করে নামসংকীর্ত্তন॥
সেই সাধুজনে অন্বেষিয়া তাঁ'র সঙ্গ।
করিবে, সেবিবে ছাড়ি' বিষয়-তরঙ্গ॥
ক্রমে ক্রমে নামে মতি হইবে সঞ্চার।
অহংতা-মমতা যা'বে, মায়া হ'বে পার॥

—'অহংমম-ভাব', হঃ চিঃ

৩০। নামাপরাধীর লক্ষ্য কি ?

"নামাপরাধী যে ফল বাঞ্ছা করিয়া নাম উচ্চারণ করেন, নাম সেই-সকল ফল তাহাকে দিয়া থাকেন ; কিন্তু কখনই তাঁহাকে প্রেমফল দেন না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নামাপরাধের ফলভোগ হয়। —জৈঃ ধঃ ২৫শ অঃ

২১। কিরূপে নামাপরাধ ক্ষয় হয় ?

"কৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি-প্রতি অপরাধ করি'।
নামাশ্রয়ে সেই অপরাধে যায় তরি'॥
নাম-অপরাধ যত নামে হয় ক্ষয়।
অবিশ্রান্ত নাম লৈলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।"

—ভঃ রঃ ২য় যামসাধন

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

গুরু ছাড়া কিছু ভেবো না

গুরু ছাড়া কিছু ভেবো না রে মন, গুরু ছাড়া কিছু ভেবো না।
গুরুদেব তব আরাধ্য নিধি,··· ··· গুরুই যে ধ্যান-ধারণা ॥
বুঝি গুরুদেব শ্রীহরি-স্বরূপ,
সর্ব্বদেবময় ভক্তিরসরূপ ;
তাঁর কৃপা হ'লে পাবি রে শান্তি, পূরিবে সকল কামনা।
গুরু ছাড়া কিছু ভেবো না রে মন, গুরু ছাড়া কিছু ভেবো না ॥

গুরু ছাড়া কিছু ভেবো না রে মন, গুরু ছাড়া কিছু ভেবো না।
ভবের সম্পদ শ্রীগুরুর পদ দিবানিশি কর ভজনা ॥
গুরু ছাড়া তোর কে আছে আপন,
কে দিবে রে তোরে প্রেম ভক্তি ধন,
কার কৃপা-বলে যাবি মায়া পারে, টুটিবে রে মায়া-যাতনা।
গুরু ছাড়া কিছু ভেবো না রে মন, গুরু ছাড়া কিছু ভেবো না ॥

গুরু ছাড়া কিছু ভেবো না রে মন, গুরু ছাড়া কিছু ভেবো না।
সকল বিপদ তরিবি রে যদি গুরুনাম ছাড়া জপনা ॥
সর্ব্বজ্ঞ গুরুজী জানে সত্যপথ,
তাঁর মুখ-বাণী চির শাশ্বত ;
···শোন্ রে সে' বাণী, মেনে চল্ তাঁয়,···ভুলে যা'রে ভোগ-বাসনা।
গুরু ছাড়া কিছু ভেবো না রে মন, গুরু ছাড়া কিছু ভেবো না ॥

গুরু ছাড়া কিছু ভেবো না রে মন, গুরু ছাড়া কিছু ভেবো না ॥
গুরু-কৃপা যদি পেতে চাহ সদা কর গুরু-পদ ভাবনা ॥
নাম-দীক্ষা লয়ে গুরুজীর পাশে,
জপহ শ্রীনাম তাঁহার নিদেশে ;
নাম নিতে নিতে দেখিবি নামীরে, সিদ্ধ হ'বে রে সাধনা।
গুরু ছাড়া কিছু ভেবো না রে মন, গুরু ছাড়া কিছু ভেবে না ॥

গুরু ছাড়া কিছু ভোবো না রে মন, গুরু ছাড় কিছু ভেবো না।
গুরু বিনা কেবা শুদ্ধজ্ঞান দিয়া করিবে রে তোরে করুণা ॥
গুরু-সেবা বিনা কিছু নাহি ভবে,
গুরু-কৃপা হ'লে শ্রীহরি মিলিবে ;
গুরু-সেবা লাগি' সদা হও ব্রতী, গুরুনাম নিতে ভুলো না।
গুরু ছাড়া কিছু ভেবো না রে মন, গুরু ছাড়া কিছু ভেবো না ॥

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—৪৩)

নির্গুণ ভক্তি বহুপ্রকার—

ভক্তিযোগো বহুবিধো মার্গৈর্ভাবিনি ভাব্যতে।
স্বভাবগুণমার্গেণ পুংসাং ভাবো বিভিদ্যতে ॥ (ভাঃ ৩।২৯।৭)

হে কল্যাণি! মার্গসকলের দ্বারা বহুবিধ ভক্তিযোগ উৎপাদিত হইয়া থাকে। স্বভাব গুণমার্গহেতু জীবগণের ভাব বিভিন্ন হয়। মার্গসকল দ্বারা অর্থাৎ প্রকার বিশেষ দ্বারা স্বভাবগুণ মার্গ হেতু—স্বমার্গহেতু অর্থাৎ ভক্তি-যোগের বৃত্তিভেদস্বরূপ শ্রবণাদি হেতু, ভাবমার্গ হেতু অর্থাৎ অভিমানের বৃত্তিভেদস্বরূপ দাস্যাদি হেতু এবং গুণমার্গ হেতু অর্থাৎ তমঃ প্রভৃতি গুণ-সকলের হিংসাদি বৃত্তিভেদ হেতু জীবগণের ভাব—অভিপ্রায় বিভিন্ন হইয়া থাকে। এই শ্লোকের মুক্তাফল টীকায় এরূপ উক্ত হইয়াছে—

ইহা আত্যন্তিক, যেহেতু ইহার পর এতদাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্য কোন প্রকার নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। অন্যান্য সর্ব্বত্রফলেই অনুরাগ দৃষ্ট হয়, কিন্তু বিষ্ণু বিষয়ে অনুরাগ দৃষ্ট হয় না। যেহেতু তত্তৎস্থলে ফলের লাভ না হইলে ভক্তির ত্যাগই হইয়া থাকে।

শ্রীগোপালতাপনীতে উক্ত হইয়াছে—ভক্তিরস্য ভজনম্। তদিহামুত্রোপাধি নৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃকল্পনমেবদেব নৈষ্কর্ম্ম্যমিতি।

এই ভজনই ভগবানে ভক্তিশব্দবাচ্য। ঐহিক ও পারত্রিক উপাধি সকলের নিরাস সহকারে ভগবানের মনঃকল্পনই ভজন এবং ইহাই নৈষ্কর্ম্ম্য নামে অভিহিত।

শতপথ শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—"স হোবাব যাজ্ঞবল্ক্যস্তৎপূমানাত্ম-হিতায় প্রেম্না হরিং ভজেৎ" ইতি। যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ বলিয়াছিলেন,—অতএব জীব প্রেম হেতু আত্মহিতার্থ শ্রীহরির ভজন করিবেন। প্রেমহেতু অর্থাৎ প্রীতিকামনায় যে আত্মহিত, সেই আত্মহিতের জন্য।

উক্তক্রমে বহুপ্রকারে সাধিতা অকিঞ্চনা, আত্যন্তিকী ইত্যাদি সংজ্ঞা বিশিষ্টা এই ভক্তি বৈধী ও রাগানুগাভেদে দুইপ্রকার। তন্মধ্যে শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে প্রবর্ত্তিতা ভক্তিকে বৈধী বলা হয়। তাহাও দ্বিবিধ—প্রবৃত্তি হেতু এবং তদীয় অনুক্রম কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের জ্ঞানহেতু।

তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা ॥ (ভাঃ ১।২।১৪)

প্রথম উদাহরণ—অতএব সর্ব্বদা একাগ্রচিত্তে ভগবান্ শ্রীহরির শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান ও পূজা করিবে। দ্বিতীয় উদাহরণ—অর্চ্চন ব্রতাদিগত, যথা—

মামেবনৈরপেক্ষ্যেণ ভক্তিযোগেন বিন্দতি।
ভক্তিযোগং স লভতে এবং যঃ পূজয়েতমাম্ ॥
(ভাঃ ১১।২৭।৫৩)

জীব নিরপেক্ষ ভক্তিযোগ দ্বারাই আমাকে লাভ করিয়া থাকে। যিনি এইরূপে আমার পূজা করেন, তিনিই ভক্তিযোগ লাভ করিতে পারেন। নৈরপেক্ষ্য অহৈতুক। তাহা কিরূপে লব্ধ হয় তাহার উত্তর—যিনি এইরূপে আমার পূজা করেন।

যদা স্বনিগমেনোক্তং দ্বিজত্বং প্রাপ্য পুরুষঃ।
যথা যজেত মাং ভক্ত্যা শ্রদ্ধয় তন্নিবোধ মে ॥
(ভাঃ ১১।২৭।৮)

যে কালে পুরুষ স্বাধিকার প্রবৃত্ত বেদশাস্ত্রোক্ত উপনয়ন প্রাপ্ত হইয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত যেরূপ বিধানানুসারে আমার পূজা করিবেন, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। ইত্যাদি বাক্যে তাহা উক্ত হইয়াছে।

এইরূপ একাদশী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি বিধিও জানিতে হইবে। অনন্তর বৈধীভেদ—শরণাপত্তি, গুরু সজ্জন আদির সেবা এবং শ্রবণ কীর্ত্তনাদি। ইহাদেরও এক, দুই বা তিন অথবা ততোধিক কারণ শ্রুত হয়। তন্মধ্যে প্রথমতঃ শরণাগতি। কামক্রোধাদি রিপুদ্বারা আক্রান্ত সংসারভয়ে ভীত মানব অনন্যগতি হইয়া শরণাগত হয়। আশ্রয়ান্তরের অভাব এবং অনতি-প্রজ্ঞাপূর্ব্বক অপর আশ্রিতের পরিত্যাজন—এই দুইপ্রকারে অনন্যগতিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথমদৃষ্টান্ত—

মর্ত্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্
লোকান্ সর্ব্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ।
ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য
স্বস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি ॥ (ভাঃ ১০।৩।২৭)

হে ভগবান্, মর্ত্ত্যজীব মৃত্যুরূপ কালসর্প হইতে ভীত হইয়া নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে পলায়ন করিয়াও নির্ভয় প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু যদৃচ্ছাক্রমে আপনার

পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইয়া স্বচ্ছ চিত্তে শয়ন করিতে সমর্থ হয় এবং মৃত্যু তাহার নিকট হইতে পলায়ন করে।

২য় দৃষ্টান্ত—

তস্মাৎত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্।
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ ॥
মামেকমেব শরণমাত্মনং সর্ব্বদেহিনাম্।
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়াস্যাহ্হ্যকুতোভয়ঃ ॥
(ভাঃ ১১।১২।১৪-১৫)

হে উদ্ধব! তুমি চোদনা (শ্রুতি), প্রতিচোদনা (স্মৃতি), প্রবৃত্ত, নিবৃত্ত, শ্রোতব্য এবং শ্রুত—সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে নিখিল জীবের অন্তর্য্যামী আমাকেই একমাত্র আশ্রয় কর। তাহা হইলে আমার দ্বারাই প্রকুতোভয় হইবে।

গীতাতেও উক্ত হইয়াছে—'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' হে অর্জ্জুন! সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমার শরণাগত হও।

বৈষ্ণবতন্ত্রে এই শরণাপত্তির লক্ষণ এইরূপ—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্য বিবর্জ্জনম,
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপ কার্পণ্যে ষড়বিধ শরণাগতিঃ ॥

আনুকূল্য বিষয়ক সঙ্কল্প, প্রাতিকূল্য পরিত্যাগ, তিনি রক্ষা করিবেন, এইরূপ বিশ্বাস, রক্ষকরূপে তাঁহাকে বরণ, আত্মনিক্ষেপ ও কার্পণ্য—এই ছয় প্রকার। ইহা অঙ্গাঙ্গিভেদে ষড়্‌বিধ—তন্মধ্যে শরণাগতি—এই শব্দের সহিত সমানার্থ বিশিষ্টত্ব নিবন্ধন রক্ষকরূপে তাঁহারই চরণ অঙ্গিস্বরূপ এবং অন্য পাঁচটী তাহার সহকারিস্বরূপ বলিয়া অঙ্গরূপে জ্ঞাতব্য। আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্য শব্দের অর্থ তদীয় ভক্তাদির অথবা শরণাগত পুরুষের অথবা ভাবের আনুকূল্য ও প্রতিকূল্য। ত্রিলোকাধীশ্বর ভগবান আমাদিগকে রক্ষা করিবেন ইত্যাদি বাক্যোক্ত ক্রমে বিশ্বাস।

আত্মনিক্ষেপ পদের অর্থ—হৃদয়স্থিত সেই অজ্ঞাত কোন দেবতাকর্ত্তৃক আমি যেরূপ নিযুক্ত হইতেছি, সেইরূপই করিতেছি এই গৌতমীয় তন্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে জ্ঞাতব্য। এই বাক্যটীকে কেহ কেহ দুর্য্যোধনের বাক্য বলিয়া ভুল করেন, কিন্তু ঐকান্তিক ভক্ত ব্যতীত ইহা বলিলে কপটতা হয় মাত্র।

জীব সর্ব্বতোভাবে ভগবানের অধীন এবং তদধীন জীবনবিশিষ্ট বলিয়া নিঃশেষ স্বকীয় সামর্থ্য পরিত্যাগ করিবে। ঈশ্বরের কৃপায় তাহার কোন বস্তুই অলভ্য হয় না। যে জীব তাঁহার প্রতি সর্ব্বভাব অর্পণ করিয়া দেন, তিনি স্বচ্ছভাবে শয়ন করিতে পারেন। অতএব তদীয় কৃত্যবিশিষ্ট হইয়াই যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে উক্ত হইয়াছে,—

অহঙ্কার নিবৃত্তানাং কেশবোনহি দূরগঃ।
অহঙ্কার যুতকাং হি মধ্যে পর্ব্বতরাশয়ঃ॥

কেশব, অহঙ্কার-নিবৃত্তি ব্যক্তিগণের দূরবর্ত্তী নহেন, কিন্তু অহঙ্কারযুক্ত ব্যক্তিগণের ও কেশবের মধ্যে পর্ব্বতরাশির ব্যবধান আছে। অতএব ব্রহ্মার স্তবে উক্ত হইয়াছে—

যাবৎ পৃথক্ত্বমিদমাত্মন ইন্দ্রিয়ার্থ-
মায়াবলং ভগবতো জন ঈশ পশ্যেৎ।
তাবন্ন সংসৃতিরসৌ প্রতিসংক্রমেত
ব্যর্থাপি দুঃখনিবহং বহতী ক্রিয়ার্থা॥ (ভাঃ ৩।৯।৯)

হে ঈশ! জীব যে-কাল পর্য্যন্ত আপনার কল্পিত বিষয়মায়া বলযুত এই আত্মার দেহাদিভাব দর্শন করে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মফলবিশিষ্ট এবং বিবিধ দুঃখপ্রাপক এই সংসার বস্তুতঃ ব্যর্থ হইলেও ঐ ব্যক্তির এই সংসার নিবৃত্ত হয় না।

কার্পণ্য-অর্থে,—হে ভগবান্! আপনার অপেক্ষা অধিক কারুণিক আর কেহ নাই এবং আমাপেক্ষা অধিক শোচনীয় কেহ নাই—ইত্যাদি গত বাক্য দৈন্যপ্রকাশ।

রক্ষকরূপে বরণবিষয়ে নৃসিংহপুরাণে উক্তি,—

ত্বাং প্রপন্নোহস্মি শরণং দেবদেবং জনার্দ্দনম্।
ইতি যঃ শরণং প্রাপ্তস্তং ক্লেশাদুদ্ধরাম্যহম্॥

হে ভগবান্! আমি দেবদব জনার্দ্দন আপনার শরণাগত হইতেছি—এইরূপে যে আমার শরণাগত হয় আমি তাহাকে ক্লেশ হইতে উদ্ধার করি।

এই রক্ষকরূপে বরণ কায়িক, বাচনিক ও মানসিক ভেদে ত্রিবিধ।

যথা—কর্ম্মণা মনসা বাচা যেঽচ্যুতং শরণং গতাঃ।
ন সমর্থো যমস্তেষাং তে মুক্তিফলভাগিনঃ॥ (ব্রহ্মপুরাণ)

যাহারা কর্ম্ম, মন বাক্যদ্বারা শ্রীঅচ্যুতের শরণাগত হইয়াছে। যম তাহাদের উপর শাসনদণ্ড বিস্তার করিতে পারেন না এবং তাহারা মুক্তিফলভাগী।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উক্ত হইয়াছে,—

তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা স্মরণ।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তস্থা মোদতে শরণাগতঃ॥

শরণাগত জীব বাক্য দ্বারা—হে ভগবন্! আমি আপনারই আশ্রিত। এইরূপ উচ্চারণ মনদ্বারা তাদৃশ চিন্তা এবং শরীর দ্বারা তদীয় ক্ষেত্র আশ্রয়-পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে অবস্থান করে। অতএব যাহার সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না শরণাগতি হয়, তাহার সত্বরই উহা সম্পূর্ণ ফলপ্রদা হইয়া থাকে।

এই শরণাপত্তির প্রশংসা—

তাপত্রয়েণাভিহতস্য ঘোরে সন্তপ্যমানস্য ভবাধ্বনীশ।
পশ্যামি নান্যচ্ছরণং তবাঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বাতপত্রাদমৃতাভিবর্ষাৎ॥
(ভাঃ ১৬।১৯।৯)

হে ভগবান্! এই ঘোর সংসারমার্গে ত্রিতাপ দ্বারা আক্রান্ত সন্তপ্তচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে অমৃতরাশি-বর্ষণশীল আপনার পাদপদ্মযুগলরূপ ছত্র ব্যতীত অন্য আশ্রয় দেখি না। এস্থলে শরণাগতের সর্ব্বদুঃখ দূরীকরণ ও সর্ব্বত্র নিজ মাধুরী বর্ষণ বর্ণিত হইয়াছে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

প্রেমের ঠাকুর গোরা

"বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং তং করুণার্ণবম্।
কলাবপ্যতিগূঢ়েয়ং ভক্তির্যেন প্রকাশিতা॥

কলি তর্কাশ্রিত বিবাদময় যুগ। এই যুগে যিনি অতি গূঢ়, অনর্পিতচর ও অতি দুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্তির কথা—জীবের স্বরূপের কথা, আত্মার কথা, স্বদেশের কথা, চেতনের কথা আমাদের নিকট অহৈতুক-কৃপাপরবশ হইয়া নিজে স্বয়ং এই মরজগতে আগমনপূর্ব্বক আমাদের ন্যায় বিষয়ী অভক্তের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, তিনিই দয়ার সাগর, প্রেমদাতা, কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু। শ্রীমন্মহাপ্রভু সমস্ত প্রভুগণের প্রভু, ইঁনি ঈশ্বরগণের

ঈশ্বর ও সকল গুরুর গুরু। তিনি প্রেমের ঠাকুর। প্রেমিকগণের নিত্য উপাস্য ঠাকুর তিনি। প্রয়োজনাধিদেব শ্রীকৃষ্ণই ভক্তভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক আমাদের ন্যায় দুর্দ্দৈবগ্রস্ত জীবের ভাগ্যাকাশে প্রেমের ঠাকুর গোরারূপে উদিত। এই গোরা সকলের হৃদয়ের দেবতা এবং সকলের প্রাণের ঠাকুর। ইঁহার শ্রীচরণাশ্রয়, শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ আব্রহ্মস্তম্ব সকলেরই একমাত্র কৃত্য। কৃষ্ণই সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয় এবং কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন—এই অমূল্য শিক্ষা দিয়াছেন আমাদের প্রেমের ঠাকুর গোরাচাঁদ। তিনি প্রেমের ঠাকুর বলিয়া কেবল শুদ্ধ প্রেমের কথাই বলিয়াছেন এবং জগজ্জীবকে প্রেমিক করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও কত না কত ভাবে যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত। প্রেমদানের ক্ষমতা একমাত্র প্রেমের ঠাকুর এবং তাঁহার নিজজনগণেরই আছে। তাই তিনি স্বগণসহ প্রেম দিবার জন্য—নিজের সেবা নিজে শিক্ষা দিবার জন্য—কৃষ্ণের জীবগণকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়া কৃষ্ণলোকে ফিরাইয়া লইবার জন্যই জগতে আসিয়াছিলেন। কৃষ্ণপ্রেমের কথা এজগৎ জানিত না, যদি আমাদের প্রেমের ঠাকুরটী এজগতে না আসিতেন। সেইজন্যই বলিতেছি, আমাদের প্রেমের ঠাকুর, প্রাণের ঠাকুর—মায়াপুরচন্দ্র শচী-নন্দন শ্রীগৌরহরি।

কলিতে গৌর উপাস্য। শুধু কলিতেই বা বলি কেন, সর্ব্বকালে, সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বদেশে শ্রীগৌরাঙ্গদেবই জীবমাত্রের--পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্য, দেবতা সকলেরই একমাত্র আরাধনার বস্তু। গৌরের কৃপা ব্যতীত আমাদের মঙ্গললাভের অন্য কোন উপায় নাই। কপাল ভাল হইলে অর্থাৎ শ্রীগুরু-গৌরকৃপায় মুক্ত হইতে পারিলে গৌরই ভাবানুসারে জীবের নিকট নিজ শ্রীরাধাগোবিন্দ-রূপ প্রকট করেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জৈবধর্ম্মে লিখিয়াছেন,—"সাধনকালে যাঁহারা কেবল গৌরোপাসক, সিদ্ধকালে তাঁহারা কেবল গৌরপীঠে বাস করেন? সাধনকালে যাঁহারা কেবল কৃষ্ণোপাসক, সিদ্ধকালে তাঁহারা কৃষ্ণপীঠ অবলম্বন করেন। সাধনকালে যাঁহারা কৃষ্ণ ও গৌর উভয়ের উপাসক, সিদ্ধকালে তাঁহারা কায়দ্বয় অবলম্বনপূর্ব্বক উভয়পীঠ যুগপৎ বর্ত্তমান—ইহাই গৌরকৃষ্ণের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ পরম রহস্য।"

আমাদের দুর্দ্দৈব বলিয়া এই প্রেমের ঠাকুরের সেবা করিবার মতি হইতেছে না, তাঁহার অমূল্য উপদেশ ও সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা-গ্রহণের পিপাসা আমাদের জাগিতেছে না। বিষয়ীর কাছে থেকে থেকে আমরা বিষয়ীর

ন্যায় হইয়া পড়িয়াছি এবং জড়ে মত্ত হইয়া গোরার কৃষ্ণশিক্ষা ধরিতে বা বুঝিতে পারিতেছি না। আমি কে? কেনই বা এখানে আসিয়াছি, এসকল কথা আমার একদিনও ত' ভাবিবার প্রয়াস হইতেছে না? হরিবিমুখের যত লক্ষণ বা দোষ আমাতে থাকিয়া আমাকে প্রেমের ঠাকুরের কৃপা হইতে বঞ্চিত করিতেছে। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় আমার এই স্বপ্ন বা অজ্ঞানতা অল্পবিস্তর ভাঙ্গিয়াছে বটে, কিন্তু গোরাই আমার পরমাত্মীয় ও আপন জন একথা শুনিয়াও অযোগ্যতাবশতঃ বেশ দৃঢ়ভাবে ধরিতে পারিতেছি না। এই অসুবিধার কথা চিন্তা করতঃ তদীয় অনুরাগী জন গাহিয়াছেন,—

"কি গতি হইবে কখনও ভাবি না
হরিভকতের কাছেও যাই না।
তোমার দাসের কত দিন বল
তোমা ছেড়ে প্রাণ বাঁচে॥"

আমি অপরাধী; আমার ভক্তি নাই। আমার অবস্থা এইরূপ শোচনীয় হইলেও আমার ন্যায় পতিতের একমাত্র অবলম্বন—প্রেমের ঠাকুর গোরা। 'আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥'—ইহাই একমাত্র আশা। এতদ্ব্যতীত আর কেহ নাই। তাই আমরা আজ প্রাণের ঠাকুরটীর কৃপা প্রার্থনা করিতেছি।

"মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে, কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম॥
ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্।
ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো॥"

এই প্রেমের ঠাকুর ব্যতীত আমাদের আর কেহ নাই বলিয়া আমি আমার বন্ধুবর্গকে শ্রীচৈতন্যচরণে আশ্রয়গ্রহণ করিবার জন্য মহাজনের ভাষায় অনুরোধ ও প্রার্থনা জানাইতেছি।

"হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ।
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্।"

—শ্রীবৃষভানুদাস ব্রহ্মচারী

দৃঢ়তা ভগবদ্ভজনের মূল

হরিভজনে শৈথিল্য ও দৃঢ়তা—দুইটী বিপরীত বৃত্তি। বহু সাধনের ও মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ গুরুবৈষ্ণবের সঙ্গের অভিনয় করিয়াও হরিভজনে অগ্রসর বা গুরুবৈষ্ণবে প্রীতি না হইবার কারণ সমূহের অন্যতম—শৈথিল্য বা দৃঢ়তার অভাব। হরিভজন-বিষয়ে শিথিলতা থাকিলে কোনদিনই আদর ও নিষ্ঠার সহিত সাধন সম্পাদিত হইতে পারে না। আদরের সহিত যে অনুশীলন, তাহাই ভজনে উৎসাহ। জন্ম-জন্মান্তরের দুরন্ত অপরাধ থাকিলে মহাভাগবতশ্রেষ্ঠগণের সঙ্গ, উপদেশ ও শত শত সাধনের অভিনয়দ্বারাও শৈথিল্যরূপ অনর্থ বিদূরিত হয় না, হরিভজনে দৃঢ়তা আসে না, আদরের সহিত শ্রীনামপ্রভুর অনুশীলন বা তাহাতে উৎসাহের উদয় হয় না। কখন কখন প্রতিষ্ঠাদি আশার বশবর্ত্তী হইয়া যে উৎসাহ প্রদর্শিত হয়, তাহাতে অন্তরের শিথিলতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত থাকে।

শৈথিল্য হৃদয়দৌর্ব্বল্যেরই আর একটী আকৃতি-বিশেষ। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"আজকার মত এই প্রতিকূল বিষয়টী স্বীকার করি, কল্য হইতে বিশেষ সাবধান হইব,—এইরূপ হৃদয়দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিলে কখনই মঙ্গল হয় না। যে বিষটী ভজনবাধক বোধ হইবে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা অবলম্বন করিয়া তখনই তাহা পরিত্যাগ করিবে। দৃঢ়তাই সাধনের মূল। দৃঢ়তার অভাব হইলে সাধন-কার্য্যে একপদও অগ্রসর হওয়া যাইবে না।"

শৈথিল্য শুভকার্য্যে অর্থাৎ হরিভজনের অনুকূল কার্য্যে কালহরণ করিতে চায়, আর দৃঢ়তা অশুভকার্য্যে অর্থাৎ হরিভজনের প্রতিকূল-কার্য্যে কালবিলম্ব করিয়া হরিভজনের অনুকূলকার্য্যকে তৎক্ষণাৎ বরণ করে। দৃঢ়তা না থাকিলে কোনদিন সাধনে অগ্রসর হওয়া যায় না।

অন্যাভিলাষীর হৃদয়ে দৃঢ়তা উপস্থিত হয় না। কোনপ্রকার অন্যাভিলাষ থাকিলে হৃদয়দৌর্ব্বল্য ও শৈথিল্যের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হয়। যাহারা গৃহমেধযজ্ঞের যাজ্ঞিক অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্রাদির প্রীতির জন্য কোন না কোন প্রকার অপেক্ষাযুক্ত, তাহাদের হৃদয়ে দৃঢ়তা আসে না। তাহারা কোন প্রকার সামান্য জাগতিক অভাব-অসুবিধা বা দৈহিক সৌখ্যের অভাবে পতিত হইলে দৃঢ়তার সুখ স্বপ্ন হইতে ভ্রষ্ট হয়। তখনই দৃঢ়তার স্বপ্ন তাহাদের নিকট অলীকচিন্তাস্রোতে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় সাধক সামান্য একটু দৃঢ়তা রক্ষা করিতে পারিলে শ্রীকৃষ্ণ সেই সাধককে কোটীগুণ সাহায্য করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অচলা নিষ্ঠা প্রদান করেন। দৃঢ়তা রক্ষা করিতে পারিলে সমস্ত অনর্থ ও বিঘ্ন জয় করা যায়। হৃদয়দৌর্ব্বল্যের নিকট আত্মসমর্পণ না করিয়া শ্রীবলদেবের কৃপাপ্রার্থনা করিতে করিতে নিরন্তর শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে হৃদয়ে দৃঢ়তা ও শ্রীকৃষ্ণে স্বাভাবিকী প্রীতির আবির্ভাব হয়।

প্রীতির অভাব হইতেই দৃঢ়তার অভাব উপস্থিত হয়। যাহার যে বিষয়ে প্রীতি আছে, সেই বিষয়ে তাহার দৃঢ়তাও আছে। ঘোর বিষয়ী ব্যক্তিকে শত শত বিবেক-বৈরাগ্যোপদেশদানসত্ত্বেও এবং শত শত আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ত্রিতাপের প্রত্যক্ষ-দৃষ্টান্ত দেখাইয়াও কিছুতেই তাহার বিষয়ের প্রতি দৃঢ়তা হইতে এক-চুলও অপসারিত করা যায় না। কারণ, বিষয়ে তাঁহার প্রগাঢ় প্রীতি রহিয়াছে। সেই প্রীতি হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হইলে তাহার জীবন থাকে না। এজন্য বলা হইয়াছে,—প্রীতিতত্ত্বের জীবনই নৈষ্ঠীকতা।

নামাচার্য্য শ্রীশ্রীল হরিদাস ঠাকুর বিধর্ম্মিগণের দ্বারা কতভাবে নির্য্যাতিত, কারারুদ্ধ, লাঞ্ছিত, উপদ্রুত ও বাইশ বাজারে প্রহৃত হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়াও শ্রীনাম-প্রভুর শ্রীচরণে দৃঢ়তা হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—

খণ্ড খণ্ড হই' দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ হিরণ্যকশিপুর দ্বারা শত শত ভাবে উপদ্রুত ও নির্য্যাতিত হইয়াও শুদ্ধা ভক্তির প্রতি দৃঢ়তাকে পরিত্যাগ করেন নাই; কেননা, বিষয়ীর বিষয়ে যেরূপ প্রীতি, তদপেক্ষা কোটীগুণ প্রীতি তাঁহার শ্রীবিষ্ণুতে বিরাজিত আছে।

কেবল অন্ধ-অনুকরণ দ্বারা দৃঢ়তা লাভ করা যায় না। যাহার হৃদয়ে প্রীতির আভাসও উদিত হয় নাই, সেই ব্যক্তির হৃদয়ে কখনও দৃঢ়তা স্বাভাবিক ও স্থায়ী হয় না। দৃঢ়তার অবৈধ অনুকরণকারিগণ অনেক সময় গোঁড়ামিকেই 'দৃঢ়তা' বলিয়া ভুল করে। বস্তুতঃ দৃঢ়তার জননী—কৃষ্ণপ্রীতি। অপ্রাকৃত-তত্ত্বে প্রীতিহীন দৃঢ়তা আসুরিক বৃত্তিবিশেষ। হিরণ্যকশিপু ও রাবণ প্রভৃতি বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষীতেও সেইরূপ দৃঢ়তা দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ

তাহা কৃষ্ণ-প্রীতিমূলা দৃঢ়তা নহে। অবৈধ-ধর্ম্মোন্মত্ত ব্যক্তিগণ অনেক সময় দৃঢ়তার নামে অসৎ গোঁড়ামি করিয়া থাকে। ঐরূপ তথাকথিত দৃঢ়তার মধ্যে অপ্রাকৃততত্ত্বে প্রীতি নাই। দৃঢ়তা ও সরলতা যুগপৎ বর্ত্তমান থাকিবে। যে দৃঢ়তায় সরলতার অভাব, তাহা অভক্তি; আর যে সরলতায় হরি-প্রীতির অভাব, তাহাও হৃদয়দৌর্ব্বল্যরূপ অনর্থ বা মোহ-বিশেষ।

দৃঢ়তা ও দীনতা দুইটী পৃথক্ নহে। যাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়তা বিরাজিত, তাঁহার হৃদয় কঠিন শুষ্ক নহে; কারণ, তাহাতে প্রচুর হরিপ্রীতিরস বিদ্যমান। প্রেমিকের হৃদয় কখনও কঠিন হইতে পারে না—তাহা দৈন্যে বিভূষিত। অতএব যাঁহার বাস্তব-সত্যে দৃঢ়তা আছে, তাঁহাতে প্রচুর পরিমাণে দীনতাও আছে।

শ্রীকৃষ্ণভজনের অনুকূল গ্রহণ ও প্রতিকূল বর্জ্জনের জন্য যে দৃঢ়তা, তাহাই মাৎসর্য্যহীন দৃঢ়তা। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

"ভজনের যাহা,　　প্রতিকূল তাহা,
দৃঢ়ভাবে তেয়াগিব।"

প্রতিকূলবিষয়ত্যাগে শৈথিল্য বা কালবিলম্ব করিবার প্রবৃত্তি থাকিলে তাহা কোনদিন পরিত্যাগ করা যায় না। **একঘণ্টা পরে হরি-ভজন করিব, এখন কিছু মায়ার ভজন করি,—এরূপ বিচার হৃদয়ে থাকিলে কখনও হরিভজন করা যায় না।** এই মুহূর্ত্তেই শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপালাভ করিব, এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিব না—এরূপ দৃঢ়তা থাকিলে হরিভজন হয়।

যে ব্যক্তির দৃঢ়তা নাই, তিনি অপরকে যে-সকল উপদেশ প্রদান করেন, তাহা ধার করা প্রাণহীন কথার ন্যায়। নিজের ও পরের কাহারও কার্য্যকরী হয় না। সরাগ বক্তৃগণের দৃঢ়তা নাই। যাঁহার দৃঢ়তা আছে, তাঁহার আচরণও আছে। যে ব্যক্তির দৃঢ়তা নাই, সে ব্যক্তি কখনও আচার করিয়া প্রচার করিতে পারে না।

আলস্য ও ইতর বিষয়ের বশীভূততা, শোকাদিদ্বারা চিত্ত-বিভ্রম, কুতর্কের দ্বারা শুদ্ধভক্তি হইতে চালিত হওয়া, সমস্ত জীবনী-শক্তি কৃষ্ণানুশীলনে অর্পণ করিতে কার্পণ্য, জাতি, ধন, বিদ্যা, জন, রূপ ও বর্ণের অভিমানে দৈন্য-স্বভাব অস্বীকার, অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি বা উপদেশের দ্বারা প্রচালিত হওয়া,

কুসংস্কার-শোধনে অযত্ন, ক্রোধ মোহ-মাৎসর্য্য-সহিষ্ণুতাজনিত দয়া-পরিত্যাগ, প্রতিষ্ঠা ও শাঠ্যের দ্বারা বৃথা বৈষ্ণবাভিমান, কনক, কামিনী ও ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষে অন্য জীবের প্রতি অত্যাচার—এই প্রকার কার্য্যসকলই হৃদয়-দৌর্ব্বল্য হইতে উদিত হয়। এই সকল হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিহার করিতে হইলে দৃঢ়তার একান্ত আবশ্যক। যে ব্যক্তি কেবল মুখে কৃপাপ্রার্থনা করে, অথচ দৃঢ়তার সহিত শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপা বরণ করে না, সেই ব্যক্তি কখনও হৃদয়দৌর্ব্বল্যের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায় না। অনেক সময় সাধনে দৃঢ়তার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য আমরা মৌখিক কৃপাপ্রার্থী হই। অন্যাভিলাষী ব্যক্তি দৃঢ়তাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভয় করে। কারণ, হৃদয়ে দৃঢ়তার আভাসমাত্র আসিলে অন্যাভিলাষসমূহ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

শ্রীহরিভজনে দৃঢ়তা অপস্বার্থময়ী দৃঢ়তার ন্যায় মনের ধর্ম্মবিশেষ নহে। হরিভজনে দৃঢ়তা স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ। একমাত্র শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় অপরাধশূন্য নির্ম্মৎসর চিত্তে সেই বৃত্তি প্রকাশিত হয়। নিরপরাধে সাধুসঙ্গাশ্রয়ে তাঁহার আদর্শ দর্শন ও অনুসরণ করিতে করিতে হৃদয়ে অপ্রাকৃত দৃঢ়তার আসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কুবিষয়ে দৃঢ়তার গ্রন্থিগুলি শিথিল ও ছিন্ন হইয়া পড়ে। গৃহমেধী ও অন্যাভিলাষী দুর্ব্বল জীবের সঙ্গে থাকিলে অপ্রাকৃত-বিষয়ে দৃঢ়তা কিছুতেই উপস্থিত হয় না, বরং উহা আরও শিথিল হইয়া যায়। সুদৃঢ় শ্রদ্ধাবান্ উত্তমাধিকারী মহাভাগবতের সঙ্গ কিছুকাল করিলেই আমাদের অজ্ঞাতসারে চিত্তে যে দৃঢ়তা উপস্থিত হয়, তাহা অনেক সময় আমরা অনুভব করিতে পারি। কিন্তু সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে অবস্থান না করায় সেই দৃঢ়তা সাময়িক হইয়া পড়ে। সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে না থাকিলে কিছুতেই দুঃসঙ্গবর্জ্জন ও ভক্তি-প্রতিকূল-বিষয় ত্যাগে দৃঢ়তা লাভ হয় না। অতএব অপ্রাকৃত দৃঢ়তা লাভ করিতে হইলে সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে থাকিয়া সাধুর বর্ত্মানুবর্ত্তন করা একান্ত কর্ত্তব্য। মহাজনগণ বলিয়াছেন,—

অণিমাদি অতি-দুর্ল্লভ সিদ্ধিসকলও যদি স্বয়ং আসিয়া হস্তামলক হয়, যদি সমস্ত দেবতাগণ দাসত্ব করিবার জন্য স্বয়ংও আসিয়া উপস্থিত হন; অধিক কি, যদি বা আমার এই দেহই চতুর্ভুজ হয়, তথাপি আমার চিত্ত শ্রীগৌরচন্দ্র হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইবে না।

আমি অন্য বাক্য বলিব না, অন্য কথা শ্রবণ করিব না, অন্য বিষয় চিন্তা করিব না, অন্য কোথায়ও গমন করিব না, অন্য দেবতার ভজনা করিব না;

বা আর অন্য কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিব না। জাগ্রদবস্থায় এমন কি, স্বপ্নে আমি শ্রীরাধাকান্ত-বিনোদ-কানন ব্যতীত অন্য কিছু অবলোকন করিব না।

ধ্যান-ধারণাদি অষ্টাঙ্গযোগ, শ্রুতিঅনুশীলন, নির্জ্জনবনে ধ্যান তীর্থপর্য্যটন প্রভৃতি দ্বারা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যগণ শাস্ত্র-শ্রবণাদিদ্বারা বিশ্বাসিত নির্ভয়রূপ স্বরূপানুভূতি অর্থাৎ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার করিয়া যদি সংসার হইতে মুক্ত হন হউন, কিন্তু আমরা কদম্ব-কুঞ্জের সমীপে উদয়শীল ইন্দীবরশ্রেণীতুল্য শ্যামল-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীনামের সেবক; অতএব আমাদের লক্ষাবধি জন্ম হইলেও কোন ক্ষতি নাই।

বেদপরায়ণ মানবগণ, শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আমাকে মূঢ় বলেন বলুন, আমাকে পুনঃ পুনঃ ভ্রান্ত বলেন বলুন, বান্ধবগণ আমাকে মন্দ বলেন বলুন, সহোদর ভ্রাতৃগণ আমার প্রতি স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া জড়বুদ্ধি বলে বলুন, ধনিগণ আমাকে উন্মত্ত বলেন বলুন, বস্তুর স্বরূপনিশ্চয়ে কুশলী ব্যক্তিগণ আমাকে যথেচ্ছাভাবে মহাদাম্ভিক বলেন বলুন, তথাপি আমার মন অল্প-কালও শ্রীগোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মস্পৃহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে না।

হে বাসুদেব, তুমি আমাকে পৃথিবীর আধিপত্যই প্রদান কর, অথবা দারিদ্র্যই প্রদান কর; নিত্য আমাকে বহু আদরই কর অথবা অনাদরই কর; আমাকে বৈকুণ্ঠেই বাসস্থান দাও অথবা নরকেই স্থান দাও, তুমি ব্যতীত আমার অন্য কোন গতি নাই।

শ্রীহরির শ্রীচরণকমল ব্যতীত ইহসংসারে অন্য কোন সারবস্তু নাই, এইরূপ অকুণ্ঠিত-যুক্তিযুক্ত হইয়া যিনি ত্রৈলোক্যরাজ্যলাভের সম্ভাবনা থাকিলেও ভগদ্গতচিত্ত দেবগণের একমাত্র আরাধ্য তদীয়চরণ-কমল হইতে ক্ষণার্দ্ধকালও বিচলিত হন না, তিনি উত্তম ভাগবত বলিয়া গণ্য হন।

আমার অনুচিত নিষিদ্ধ কর্ম্মই হউক, অথবা উচিত অর্থাৎ নিত্যনৈমিত্তিকাদি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মই হউক, তাহার বিহিতকরণে বা নিষিদ্ধকরণে কোনও হানি হয় নাই; কেবল শ্রীভগবানে আমার দৃঢ়তার ভক্তিযোগ হউক, যেহেতু সর্পরাজ বিষ উদ্গিরণ করিয়া থাকেন এবং চন্দ্র অমৃত বর্ষণ করেন, তথাপি বৈষ্ণবরাজ শম্ভু নির্ব্বিশেষরূপে ঐ উভয়কেই ধারণ করিতেছেন।

—শ্রীবিশ্বরূপ দাস ব্রহ্মচারী, বি. এ.

শ্রীমুকুন্দ দত্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২১শ-বর্ষ, ৬ষ্ঠ-সংখ্যা, ২২৪ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীমুকুন্দের সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট নানাপ্রকার সুপারিশ করিলেও নিরপেক্ষলীলাভিনয়কারী শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতে প্রকৃত সত্যের মর্য্যাদা-স্থাপনার্থ শ্রীবাসকে বলিলেন, মুকুন্দের প্রতি প্রসন্ন হইবার জন্য শ্রীবাস যেন আর মহাপ্রভুকে অনুরোধ না করেন, করিলে শ্রীবাসের অনুরোধ ব্যর্থ হইবে; কারণ, মুকুন্দ কোন সময় দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া স্বীয় দৈন্য প্রকাশ করেন, আবার কোন সময় জাঠি মারে। উহা এক হাত পায় ও আর এক হাত গলায় দিবার আদর্শের ন্যায়। ইহা সুবিধাবাদী বা সমন্বয়বাদীর আদর্শ। সুবিধাবাদী যখন যাহাতে সুবিধা পায়, তখন সেই পথকেই অবলম্বন করে। যখন সুবিধা পায়, তখন মহাপ্রভুর আনুগত্য করে, আবার অন্য সময় মহাপ্রভুর শিক্ষার বিরুদ্ধ মায়াবাদাদির আশ্রয় দিয়া মহাপ্রভুর বক্ষে শেল বিদ্ধ করে। এইরূপ ভক্তি বিরোধী কপটীর ভগবদ্দর্শনে অধিকার নাই, ইহা জানাইবার জন্যই লোকশিক্ষাকল্পে লোকশিক্ষক ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের নিজ ভক্তের দ্বারা এই শিক্ষা প্রচার। মহাপ্রভু সরল, চোর, দস্যুকে উদ্ধার করেন, জগাই-মাধাইয়ের মঙ্গল করেন, দারী সন্ন্যাসীকে কৃপা করিবার জন্য তাহার গৃহে গমন পর্য্যন্ত করেন, কিন্তু কপটী মায়াবাদিগণ সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইলেও তাঁহারা মহাপ্রভুর কৃপা বা দর্শন পান না। মহাপ্রভুর নিকট বা ভক্তিরাজ্যে কপটীর স্থান নাই; সেই কপটী অপরাধিগণ ভক্তি-রাজ্যের বাহিরেই বিচরণ করে।

মুকুন্দ বাহিরে থাকিয়া মহাপ্রভুর সকল কথাই শুনিতে পাইলেন। মহাপ্রভু মুকুন্দকে দর্শন প্রদান করিলেন না শুনিয়া মুকুন্দ যারপরনাই দুঃখিত হইলেন। শ্রীমুকুন্দ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি আমার পূর্ব্ব-গুরুর শিক্ষা ও সঙ্গফলে এইরূপ সমন্বয়বাদ স্বীকার করিয়া আত্মধর্ম্ম ভক্তির মহত্ত্ব বুঝিতে পারি নাই। ভক্তিধর্ম্ম—আত্মধর্ম্ম। তাহার সমান বা তাহা হইতে উর্দ্ধ আর কোন ধর্ম্ম নাই। যেমন ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব অসমোর্দ্ধ, তেমনি তাঁহার শক্তিস্বরূপিণী ভক্তিও অসমোর্দ্ধা। শুদ্ধ-জীবের নিত্যবৃত্তিই ভক্তি। আমি সেই ভক্তির মাহাত্ম্য স্বীকার করি নাই, সুতরাং আমি মহাপাপী। আমি যখন মহাপ্রভুর দর্শন পাইব না, তখন এই শরীরও রাখিব না। অপরাধী শরীর আমি আজই পরিত্যাগ করিব—এইরূপ চিন্তা করিয়া

শ্রীমুকুন্দ শ্রীবাসকে বলিলেন,—শ্রীবাস, তুমি মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা কর, আমি কি কোনদিনই দর্শন পাইব না?—এই কথা বলিতে বলিতে তিনি অঝোরনয়নে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণও মুকুন্দের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মুকুন্দের কোনও কালে মহাপ্রভুর দর্শন হইবে কি না, এ কথা প্রভুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু বলিলেন,—কোটী জন্ম পরে মুকুন্দের নিশ্চয়ই দর্শন-সৌভাগ্য লাভ হইবে। মহাপ্রভুর মুখে কোটী জন্ম পরে প্রভুর দর্শন লাভ হইবে শুনিয়া মুকুন্দের অত্যন্ত আনন্দ হইল। যেহেতু ভগবদ্ভক্তগণের বিচারে মায়াবাদিগণের নিত্য বিনাশ সংঘটিত হয় বলিয়া কোনদিনই তাহারা ভক্তির অধিকারী হইবে না—এই ব্যবস্থার অধীন হইতে হইল না জানিয়াই মুকুন্দের পরম সুখ হইল। তিনি শ্রীচৈতন্য-দেবের অপার করুণা স্মরণ করিয়া প্রেমবিহ্বলচিত্তে উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। দর্শনপ্রাপ্তি নিশ্চয়ই ঘটিবে—এই কথা স্মরণ করিয়া মুকুন্দের আনন্দ আর ধরে না।

ভগবান্ প্রেমবাধ্য। ভক্ত প্রেমের দ্বারা ভগবান্‌কে এরূপ বাধ্য করিতে সমর্থ হন যে, তিনি ভগবানের অভিপ্রায় পরিবর্ত্তন করিতেও সর্ব্বদাই যোগ্য। মহাপ্রভু বলিলেন,—"মুকুন্দ, আমার অসামান্য শক্তিও তোমার প্রীতিসেবায় পরাজয় লাভ করিল। তুমি ভগবানের নিত্য-সেবায় নিযুক্ত হইয়াছ। তাৎকালিক দুঃসঙ্গবশে তোমার নিত্যা বৃত্তি ভুলিয়া গিয়াছিলে, সেইজন্যই তোমার সঙ্গদোষ ঘটিয়াছিল। সমন্বয়বাদ ভগবৎসেবা-স্মৃতির পরমশত্রু। সমন্বয়বাদী গুরুদ্রুবের সঙ্গের ন্যায় দুঃসঙ্গ আর কিছুই নাই। ভগবানের ঐকান্তিক সঙ্গপ্রভাবে তোমার ভক্তিপথে অনিত্য রুচি পরিবর্ত্তিত হইয়া ভক্তিপথে নিত্যা রুচি উদিত হইয়াছে, সুতরাং তোমার আর ভগবৎবিমুখতা থাকিতে পারে না। 'তুমি ভগবদ্ভক্তি লাভ করিবে'—এই বর আমি তোমাকে দিলেও তোমার অপরাধানুসারে ভক্তির পুনঃ প্রাপ্তির কাল কোটীজন্ম অবধারিত হইয়াছিল, কিন্তু তোমার তীব্র সেবাপ্রবৃত্তি আমার নির্দ্দিষ্ট কাল নিমেষমাত্রে অতিক্রম করিবার শক্তি লাভ করিল—তোমার শক্তির দ্বারা আমার শক্তি বিজিত হইল। মুকুন্দ, তুমি সর্ব্বদা ভগবৎ-কীর্ত্তন করিয়া থাক, সেইজন্য তোমার সহিত আমার নিত্যবসতি। তবে যে তোমাকে কোটীজন্ম পরে দর্শন দিব বলিয়াছিলাম, তাহা রহস্য-মাত্র। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, সেইজন্য তোমার সহিত পরিহাস করা আমার স্বভাব।"

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য অব্যর্থ—এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকায় শ্রীমুকুন্দ ভগবানের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপাপূর্ব্বক দর্শন প্রদান করিলে শ্রীমুকুন্দ বলিলেন,—"আমি সেবারহিত ও মন্দভাগ্য, এইজন্য কায়মনোবাক্যে ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করি নাই। ভক্তি সুখময় বস্তু। ভক্তিহীন আমি তোমাকে দেখিলেই কি সুখ পাইব? দুর্য্যোধন বিশ্বরূপ-দর্শন, নরেন্দ্রগণ বিদর্ভ-নগরে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন, হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু শ্রীবরাহদেব ও শ্রীনৃসিংহদেবকে দর্শন করিয়াও ভক্তিহীনতাবশতঃ ভগবদ্দর্শন পায় নাই। কিন্তু কুব্জা, যজ্ঞনারী, পুরনারী এবং মালাকার—ইঁহারা সকলেই ভক্তিযোগে ভগবানের দর্শন পাইয়াছিলেন। **ভক্তি বিনা কেহই ভগবদ্-দর্শনের ফললাভ করিতে পারে না। ভগবদ্-দর্শন অল্পভাগ্যফলে ঘটে না।** রজকের কোটী কোটী জন্ম গিয়াছিল। বহু জন্মের পর ভগবদ্দর্শন পাইয়াও সেবোন্মুখ না হওয়ায় ভগবদনুগ্রহ লাভ করিতে পারে নাই। অভক্তগণ ভগবানের দর্শন লাভ করিলেও তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারে না, তজ্জন্য দর্শন লাভ করিলেও দর্শনসুখ তাহাদের ভাগ্যে ঘটে না। যে সেবা-প্রবৃত্তিবঞ্চিত, তাহার ভগবদ্দর্শন বৃথা হয়। সেবোন্মুখ ব্যক্তি ব্যতীত অপরের ভগবদ্দর্শনে ভক্তিসুখোদয়ের সম্ভাবনা হয় না। তাহারা ভগবানে প্রীতি না করায় সেবাবুদ্ধির অভাবে দর্শনপ্রাপ্তির বাস্তবফল নিত্যসুখ লাভ করিতে অসমর্থ হয়। জীব নিজ অহঙ্কার-বুদ্ধির দ্বারা ভগবৎসেবায় প্রবৃত্ত হইতে পারে না। ভগবানের অনুকম্পাই জীবের সেবোন্মুখতার একমাত্র কারণ, শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

রজকে দেখিল—মাগিল তা'র ঠাঞি।
তথাপি বঞ্চিত হৈলা যা'তে প্রেম নাঞি॥
আমা দেখিবারে সেই কত তপ কৈল।
কত কোটি দেহ সেই রজক ছাড়িল॥
পাইলেক মহাভাগ্যে মোর দরশন।
না পাইল সুখ, ভক্তিশূন্যের কারণ॥
ভক্তিশূন্য জনে মুঞি না করি প্রসাদ।
মোর দরশন-সুখ তা'র হয় বাধ॥
ভক্তিস্থানে অপরাধ কৈলে ঘুচে ভক্তি।
ভক্তির অভাবে ঘুচে দরশন-শক্তি॥

মুঞি সত্য করিয়াছোঁ আপনার মুহে।
মোর ভক্তি বিনা কোন কর্ম্মে কিছু নহে॥
ভক্তি না মানিলে হয় মোর মর্ম্ম-দুঃখ।
মোর দুঃখ ঘুচে তা'র দরশনসুখ।
ধনে, কুলে, পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই॥
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১০ম)

শ্রীমুকুন্দ দত্ত ঠাকুর ভগবৎপার্ষদ। তাঁহার কোন অপরাধ বা ভক্তির অভাব থাকিতে পারে না। তাঁহার কৃপা ও সঙ্গফলে লোকের ভক্তি হয়। লোক-শিক্ষা-কল্পেই মহাপ্রভু তদীয় ভক্তের সহিত এই লীলা। আমরা যেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই লীলা মহতী শিক্ষাটী লাভ করিয়া ভগবান্ ও ভক্তের শ্রীচরণে সতত প্রণত থাকিতে পারি, ইহাই প্রার্থনা।

—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক

শ্রী শ্রীএকাদশী-মাহাত্ম্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২১শ-বর্ষ, ৬ষ্ঠ-সংখ্যা. ২৭ পৃষ্ঠার পর)

কমলা একাদশী

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে ভগবন্! ভগবান্ বিষ্ণুর ব্রতের মধ্যে এমন কোন্ ব্রত শ্রেষ্ঠ বলিয়া খ্যাত তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন, যাহা ব্রতীদের সর্ব্বপাপনাশক এবং অশেষফলদায়ক। হে জনার্দ্দন! পুরুষোত্তমমাসের (মলমাসের) মহিমা, কি বিধানানুসারে কোন্ দেবতার বা পূজা বিধেয়, তাহার ফল বা কিরূপ, ইহা বিশেষভাবে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। হে মধুসূদন! সম্প্রতি পুরুষোত্তমমাসে কাহার ব্রত, স্নান ও পূজাবিধি সম্বন্ধে দয়াপূর্ব্বক বলিতে অনুরোধ করি।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে রাজেন্দ্র! তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ অশেষাঘনাশক শ্রীপুরুষোত্তমমাসের মাহাত্ম্য বলিতেছি। **পুরুষোত্তমমাসে যে একাদশী তাহা কমলা নামে খ্যাতা।** ইহা সমস্ত তিথির মধ্যে শ্রেষ্ঠা। এই কমলা একাদশী-ব্রতপ্রভাবে লক্ষ্মী লাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগপূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া স্নানান্তে যথাযথ নিয়মানতি-

ক্রম্য ভাবে এই একাদশীর ব্রতানুষ্ঠান করিবে। গৃহে শ্রীহরিগুণগান যে পরিমাণে জপ করিবে নদীতে তাহার দ্বিগুণ, গোষ্ঠে সহস্রবার, তীর্থে শতবার, তুলসীর সান্নিধ্যে লক্ষবার এবং বিষ্ণুর সম্মুখে অসংখ্যবার জপ করিবে।

অবন্তী নগরে শিবশর্ম্মা নামে একজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পঞ্চাশৎ সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তান দোষবশতঃ পিতা এবং স্বজনবান্ধবের দ্বারা ত্যক্ত হইয়া দূরদেশে এক বনে থাকিতেন। তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে একদিন কাশীতে উপস্থিত হইয়া যমুনাতে স্নানাদিকার্য্য সমাপনান্তে ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া দীনবদনে মুনিদের আশ্রম অন্বেষণ করিতে করিতে হরিমিত্র নামে কোন এক উত্তম মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং সেই আশ্রমে পুরুষোত্তমমাসে পাপনাশিনী কমলা একাদশীর মাহাত্ম্য শ্রবণেচ্ছু সমাগত শ্রদ্ধালু সজ্জনগণের সহিত মুনিমুখপদ্মবিগলিত কমলা একাদশীর মহিমা শ্রবণ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত ব্রতপালন করিলেন। তাঁহার ব্রতে সন্তুষ্ট হইয়া রাত্রে শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবী উপনিত হইয়া বলিলেন, হে দ্বিজবর! ভক্তির সহিত কমলা একাদশীব্রতোৎযাপনে তুষ্ট হইয়া তোমাকে বরপ্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছি। জয়শর্ম্মা বলিলেন, আপনি কে? কোথা হইতে আসিয়াছেন? কেনই বা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন? আপনি কি দেবেন্দ্রের পত্নী শচীদেবী অথবা শঙ্করের প্রিয়তমা পার্ব্বতী? এইরূপ ভবদীয় শুভমুখমণ্ডল কোন দিন দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। লক্ষ্মী বলিলেন, আমি তোমার ব্রতে তুষ্ট হইয়া পরম কারুণিক শ্রীনারায়ণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বৈকুণ্ঠ হইতে উপস্থিত হইয়াছি। হে দ্বিজ! ব্রতানুষ্ঠানে তোমার অধীনা হইয়াছি অতএব তোমার বংশে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ জাত হইবে, ইহা আমি সত্যই বলিতেছি। ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে দেবি! সত্যই যদি প্রসন্ন হইয়া আমাকে বর দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণন করুন। কমলা বলিলেন, ইহা শ্রবণে পরম মঙ্গল হইয়া থাকে, সুতরাং এই একাদশী মহিমাসূচক কথা সযত্নে সকল মানবের শ্রবণ করা উচিত। পরমভক্তিভাবে ইহার মহিমা পাঠ করিলে সদ্য কোটি কোটি মহাপাপ হইতেও নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। মাসের মধ্যে যেমন কার্ত্তিকমাস, পক্ষিগণের মধ্যে যেমন গরুড়, নদীর মধ্যে যেমন গঙ্গা, তিথির মধ্যে দ্বাদশী এবং সমস্ত জন্ম লাভ হইতে যেমন দেবযোনি পরম শ্রেষ্ঠ বলিয়া খ্যাত, সেইরূপ সমস্ত ব্রতের মধ্যে কমলা একাদশীতে শ্রীহরির অর্চ্চন শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিও। যাঁহাকে হরিকীর্ত্তনপরা

ব্রহ্মাদি শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ নিরন্তর কীর্ত্তনমুখে পূজা করিয়া থাকেন, ইহাই কলিযুগে একমাত্র মুক্তির পরমোপায় বলিয়া শাস্ত্রে ঋষিগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

একাদশীতে নিরাহার থাকিয়া পরের দিনে শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষের স্মরণপূর্ব্বক মহাপ্রসাদের দ্বারা পারণ করিবে। একাদশীতে ভগবানের সম্মুখে কীর্ত্তন ও শাস্ত্রাদি পাঠের দ্বারা রাত্রি জাগরণপূর্ব্বক দ্বাদশীতে প্রাতঃস্নানাদি সমাপনান্তে ভগবান্ শ্রীগদাধরের অর্চ্চনাদি শেষকরিয়া—"হে কেশব! এই মূঢ়ের ক্ষুদ্র ব্রতানুষ্ঠানে তুষ্ট হইয়া জ্ঞান দৃষ্টিপ্রদ হও।" এইরূপে ভগবানের নিকট দৈন্যভাব নিবেদন করতঃ ভক্তদের ভোজন করাইয়া ভগবানের চরণামৃত গ্রহণপূর্ব্বক স্বজনগণের সহিত পারণ করিবে। এইরূপে নিষ্ঠাভাবে একাদশীব্রত পালন করিলে দুর্লভ বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, লক্ষ্মীদেবী এইরূপ বরপ্রদান করনান্তর অন্তর্ধান হইলেন। অনন্তর সেই বিপ্র ধনশালী হইয়া পুনরায় পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

॥ ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে পুরুষোত্তমমাসস্য শুক্লা একাদশী-
মাহাত্ম্যে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

—পণ্ডিত শ্রীযুত হরিহর ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণতীর্থ

পঞ্চসংস্কার

আমরা শাস্ত্রে তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ—এই পঞ্চসংস্কার দ্বারা ঐকান্তিকী ভক্ত্যুদয়ের কথা শুনিতে পাই। সংসারে বিরক্ত হইয়া পরমেশ্বরে অনুরক্ত হওয়ার নামই তাপ ও পুণ্ড্র। ঊর্দ্ধগতিই ঊর্দ্ধপুণ্ড্র। হরিমন্দির অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ বা হরিপাদপদ্ম আশ্রয় করার নামই ঊর্দ্ধগতি। তাহা আত্মার মনে ও দেহে প্রকাশিত হইয়া ঊর্দ্ধপুণ্ড্র হয়। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের নামান্তর হরি-মন্দির। বৈষ্ণমাত্রেরই ইহা ধারণ করা উচিত।

লব্ধতাপ জীব শ্রীগুরুদেবের পরীক্ষা-সময়ে অধিকতর তাপ প্রাপ্ত হয়। তাপ পূর্ণ হইলে শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে বিষ্ণু চক্রাদির দ্বারা অঙ্কিত করেন। এবং শরীর থাকা কাল পর্য্যন্ত সেই তাপ ধারণ করিবার বিধান করেন। তাপ সম্বন্ধে স্মৃতিতে কথিত আছে, "যিনি চন্দনাদি দ্বারা হরিনামাঙ্কিত করেন, তিনি লোকপাবন হইয়া ভগবল্লোকপ্রাপ্ত হন।" 'শ্রী' প্রভৃতি

সম্প্রদায়ে তপ্তচক্রাদি ধারণের ব্যবস্থা দেখা যায়। কিন্তু স্বয়ং-ভগবান্ অবতারী শ্রীচৈতন্যদেব চন্দনাঙ্কদ্বারা হরিনাম অঙ্কনের আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

হরিদাসত্ব-বোধক নাম গ্রহণকেই নাম বলা হয়। হরিপূজাই যাগ। শ্রীবিগ্রহপূজা-পদ্ধতিই বৈষ্ণব-যাগ। এই যাগবিধি উপদেশ করিয়া করুণাময় শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করেন। স্মৃতিতে পঞ্চ-সংস্কারের ব্যবস্থা দেখা যায়। যথা—

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী হি পঞ্চসংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥

তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ—এই পাচটীকে পঞ্চসংস্কার বলে। এই পঞ্চসংস্কার অর্চ্চমার্গীয় পাঞ্চরাত্রি বিশ্বাসে মহাভাগবতত্বের হেতু। গুরুবর্গের উপদেশ পাই—দীক্ষিত ব্যক্তির দ্বাদশাঙ্গে গোপীচন্দনের শীতল তাপ বা রামানুজীয়গণের বিচারমতে উষ্ণতাপ, দ্বাদশাঙ্গে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ, ভগবানের দাস্যসূচক নাম, মন্ত্র এবং যাগ অর্থাৎ শালগ্রামপূজায় অধিকার—এই পাঁচটী অনুষ্ঠান পরিহার্য্য। শাস্ত্র ও পূর্ব্বাচার্য্যগণ সকলেই এই সকলবিধি সম্যগ্-রূপে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিপাদগণও ইহা স্বয়ং আচরণ করিয়া জগতে প্রচার করিয়াছেন। পারমার্থিক নাম ও সংজ্ঞাসকল ভগবৎপ্রসাদ ও আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ।

'তাপঃ পুণ্ড্রং' শ্লোকের সংক্ষেপ তাৎপর্য্য এই যে, শিষ্যের যখন কিয়ৎ পরিমাণে শ্রদ্ধার উদয় হয়, তখন তিনি সদ্গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করেন? শিষ্য শ্রীগুরুর চরণে আসিবার পূর্ব্বেই কিয়ৎ পরিমাণে তাপ অর্থাৎ অনুতাপ ভোগ করিয়া থাকেন। "ভীষণ সংসার-সমুদ্রে পতিত হইয়া আমি বড়ই ক্লেশ পাইতেছি হে দীনতারণ! তুমি আমাকে কৃপা করিয়া তোমার পাদপদ্মের ধূলিসদৃশ করিয়া গ্রহণ কর, আমার আর কেহ নাই"—এইরূপ অনুতাপ করিতে করিতে শিষ্য শ্রীগুরু-চরণে পতিত হন। এইরূপ অনুতপ্ত হওয়া ব্যতীত আর কেহ দীক্ষালাভের অধিকারী নহেন, ইহা স্থির রাখিবার জন্য শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে তপ্তচক্রাদি দ্বারা পরীক্ষা করেন। পরমকারুণিক কলিযুগ-পাবনাবতারী আচার্য্য-লীলাভিনয়কারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব চন্দনাদি দ্বারা শিষ্যের দেহ অঙ্কিত করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। অনুতপ্ত অধিকারী জীবকে প্রথমেই পরিষ্কৃত করিয়া হরিমন্দিরাদি তিলক প্রদান করিবেন।

অনুতাপকালেই দশমূল জ্ঞান দ্বারা অনুতাপকে স্থায়ী করা আবশ্যক। স্থায়ী অনুতাপ দেখিলে দ্বাদশ তিলক দান করা উচিত। এই সময়ে শিষ্যের দ্বিতীয় জন্ম হয়, তাহাকে একটি ভক্তিসূচক নাম দেওয়া উচিত। তৎসঙ্গে কৃষ্ণের সম্বন্ধবাচক মন্ত্রও দিতে হইবে। মন্ত্রের সারাংশ ভগবন্নাম দিয়া শিষ্যকে সম্বন্ধ-সিদ্ধ করিবেন। সংসার-সম্বন্ধগ্রস্ত জীবকে কৃষ্ণ-সম্বন্ধে পরিপক্ক করিবার জন্য শালগ্রাম-শ্রীমূর্ত্ত্যাদি-সেবারূপ যাগই পঞ্চসংস্কার। পঞ্চসংস্কার দ্বিবিধ —প্রাথমিক ও চরম। প্রেমপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে মানসসেবাই পরিচর্য্যা। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুকে শ্রীমন্মহাপ্রভু চরম উপদেশ দিয়াছেন,—

গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পড়িবে॥
অমানি-মানদ, কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে॥

ভাবপ্রাপ্ত ভক্তের সম্বন্ধে প্রথম দুই পংক্তিতে শারীর ব্যবহারের উপদেশ। শেষ দুই পংক্তিতে ভজনের ও পরিচর্য্যার উপদেশ। অমানি-মানদভাবে কৃষ্ণনামগ্রহণই ভজনের বাহ্যপ্রকাশ। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-মানসসেবাই পরমগুহ্য। এই সেবা অষ্টকালীন।

বৈষ্ণব ত্রিবিধ—কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম। কনিষ্ঠত্ব, মধ্যমত্ব ও উত্তমত্ব—ভাগবত ও পঞ্চরাত্র উভয়মতে বিচারিত হইয়াছে। পাঞ্চরাত্রিকগণ—অর্চ্চন-মার্গে রুচিবিশিষ্ট আর ভাগবতগণ—কীর্ত্তনপর। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—'ততঃ প্রেমতারতম্যেন ভক্তমহত্ত্ব-তারতম্যং মুখ্যম্। যৈর্লিঙ্গৈঃ স ভাগবতঃ প্রিয় উত্তম-মধ্যমত্বাদি-বিবিক্তো ভবতি তানি লিঙ্গানি। তত্রৈব অর্চ্চনমার্গে ত্রিবিধত্বং লভ্যতে। পাদ্মোত্তরখণ্ডোক্তং মহত্ত্বন্তু অর্চ্চনমার্গপরাণাং মধ্য এব জ্ঞেয়ম্। তত্র মহত্ত্বং—

তাপাদিপঞ্চসংস্কারী নবেজ্যাকর্ম্মকারকঃ।
অর্থপঞ্চকবিদ্ বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ॥ (পাদ্মোত্তরখণ্ড)

মধ্যমত্বং— তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী হি পঞ্চসংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥ (ঐ)

কনিষ্ঠত্বং—শঙ্খচক্রাদ্যূর্দ্ধপুণ্ড্রধারণাদ্যাত্মলক্ষণম্।
তন্নমস্করণঞ্চৈব বৈষ্ণবত্বমিহোচ্যতে॥ (ঐ)

ভাগবতমতে মানসলিঙ্গেন মহাভাগবতং লক্ষয়তি—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভাগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ (ভাঃ ১১।২।৪৫)

অথ মানসলিঙ্গবিশেষেণ মধ্যমভাগবতং লক্ষয়তি--

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥ (ভাঃ ১১।২।৪৬)

অথ ভগবদ্ধর্ম্মাচারণরূপেণ কায়িকেন কিঞ্চিন্মানসেন চ লিঙ্গেন কনিষ্ঠং লক্ষয়তি—

অর্চ্চায়াং এব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥
প্রভাতে চার্দ্ধরাত্রে চ মধ্যাহ্নে দিবসক্ষয়ে।
কীর্ত্তয়ন্তি হরিং যে বৈ ন তেষামন্যসাধনম্॥
যেন জন্মশয়তৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখ হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥ (ভাঃ ১১।২।৪৭)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ

পুণ্যক-ব্রত

জগদ্‌গুরু শ্রীনারদ বীণাযন্ত্রে ভগবানের নাম-গুণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে একদিন শ্রীদ্বারকাধামে শ্রীসত্যভামা দেবীর শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হন। শ্রীনারদকে প্রাপ্ত হইয়া সত্যভামাদেবী সানন্দে আসন প্রদান করতঃ আতিথ্য বিধানে তাঁহাকে পূজা করিলেন। শ্রীনারদ নামাচার্য্য, জগতে নামের মহিমা খ্যাপন করাই তাঁহার কার্য্য। তাই লীলাকৌতুকরঙ্গী নারদ উপবেশন করিয়া কহিলেন,—দেবি! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সকল পত্নীগণের মধ্যে আপনিই পরম সৌভাগ্যবতী এবং স্বামীর প্রিয়তমা। তাই ভগবান্ স্বর্গ হইতে পারিজাত বৃক্ষ আনয়ন করিয়া আপনার গৃহোদ্যানেই রোপণ করিয়াছেন। আপনাকে একটী ব্রতের কথা বলিতেছি, সেই ব্রতের নাম 'পুণ্যক-ব্রত'। এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে স্বামীর অত্যন্ত সোহাগিনী হওয়া যায়, এই ব্রতের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডদানের ফল হয় এবং ত্রিভুবনে অতুলকীর্ত্তি লাভ হইয়া থাকে। ইহা শুনিয়া সত্যভামা সেই ব্রত পালন করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া ব্রতের বিধি জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন নারদ বলিলেন, দেবি! এই ব্রত বড়ই কঠিন। কেন না এই ব্রতে স্বামীকে বৃক্ষে বন্ধন করিয়া দান করিতে হয়। স্বামী আর আপনার একার নহেন। সুতরাং কি করিয়া করিবেন? যদি একান্তই করিতে বাসনা করেন তাহা হইলে কৃষ্ণের অনুমতি গ্রহণ করুন। দেবী কহিলেন, আমি অবশ্যই এই ব্রতের

অনুষ্ঠান করিব। আমার কার্য্যে সপত্নীগণ কেহই কিছুই বলিতে পারিবে না। কৃষ্ণের অনুমতির জন্যও আপনার কোন চিন্তা নাই। আপনি ব্রতের বিধি ও ব্রতে কি কি দ্রব্য প্রয়োজন তাহা বলুন। এই কথা শুনিয়া তখন নারদ ব্রতের বিধি কহিলেন এবং হস্তি, অশ্ব, বসন, ভূষণ প্রভৃতি একটি ব্রতের বিরাট দ্রব্যের ফর্দ্দ করিয়া দিলেন।

সত্যভামা দেবী যথা সময় কৃষ্ণকে ইহা জ্ঞাপন করিলে সর্ব্বজ্ঞ লীলাময় শ্রীভগবান্ মৃদুমন্দ হাস্যসহকারে অনুমতি প্রদান করিলেন। তখন সত্যভামা দেবীর উৎসাহে সকল দ্রব্য একত্র সংগ্রহ হইলে এবং মুনি-ঋষিগণ নিমন্ত্রিত হইয়া সকলে উপস্থিত হইলেন। দেবী যথা বিধানে ব্রত সাঙ্গ করিয়া কৃষ্ণকে দান করিতে বসিলেন।

পুষ্পদামাবসজ্যাথ কণ্ঠে কৃষ্ণস্য ভাবিনী।
ববন্ধ কৃষ্ণং সুভগা পারিজাতে বনস্পতৌ॥
অদ্ভির্দদৌ নারদায় ততোঽনুজ্ঞাপ্য কেশবম্॥

(হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব্ব ৭৬ অধ্যায়)

অর্থাৎ অতঃপর কৃষ্ণকামিনী দেবী সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠদেশে পুষ্পমালা সংলগ্ন করিয়া তাঁহাকে পারিজাত বৃক্ষে বন্ধন করতঃ তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া জলসহযোগে নারদকে প্রদান করিলেন।

অহো ভক্তির কি অত্যাশ্চর্য্য মহিমা! ভক্তির দ্বারা ভগবান্ কিরূপ বশীভূত তাহাই এখানে লক্ষ্যের বিষয়। তাই ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণেরে বেচিতে পারে ভক্ত ভক্তিরসে।
তার সাক্ষী সত্যভামা—দ্বারকানিবাসে॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২।৫২)

'ভক্তিযোগে কৃষ্ণের বেচিল সত্যভামা।' (ঐ মধ্য ৯।২২৩)

নারদ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে দানরূপে পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তিনি বসন-ভূষণাদি প্রাপ্ত দ্রব্যগুলি ব্রহ্মণগণকে প্রদান করতঃ কৃষ্ণকে লইয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। লীলাময় ভগবানও নারদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া রুক্মিণী দেবী প্রভৃতি মহিষীগণ নির্ব্বাক হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের কাহারও মুখে কোন কথাই বাহির হইল না। তাঁহারা দুঃখে শোকে অভিমানে ব্যাকুল হইয়া কৃষ্ণের পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন। নারদ কৃষ্ণকে লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া সত্যভামা দেবীর জ্ঞান হইল, নারদের চাতুরী বুঝিতে পারিলেন, কৃষ্ণৈক-জীবন শ্রীসত্যভামাদেবীও শোকাকুল চিত্তে কৃষ্ণকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া নারদের সম্মুখে পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। নারদ মহিষীগণকে আগমন করিতে দেখিয়া কহিলেন, আপনারা আসিতেছেন কেন? রুক্মিণী শোকাকুলচিত্তে অভিমানভরে কহিলেন, কৃষ্ণকে দানরূপে পাইয়াছেন আমা-

দিগকে দক্ষিণারূপে গ্রহণ করুন, কৃষ্ণগতপ্রাণা আমরা কৃষ্ণকে ছাড়িব না। নারদ কহিলেন, 'দানের সময় আপনারা কেহ কিছু বলেন নাই। এখন কান্দিয়া লাভ কি? যাঁহাকে পাইবার জন্য আমার জন্ম-জন্মান্তরের লালসা, সেই ভুবনমোহন সুন্দর আনন্দঘন বিগ্রহ ভগবানকে পাইয়াছি, আমি কাহাকেও দিবনা।' অশ্রুজলে সিক্তা সত্যভামা কহিলেন, দেবর্ষি! আপনি চাতুরী করিয়া আমার প্রাণনাথকে কাড়িয়া লইতে যাইতেছেন। আমার ব্রত বা ব্রতের ফলের প্রয়োজন নাই। আপনি আমাদের জীবননাথকে প্রত্যর্পণ করুন। আমরা কিছুতেই কৃষ্ণকে ছাড়িয়া যাইব না। ইহা শুনিয়া নারদ ক্রোধের অভিনয় করিয়া কৃষ্ণকে প্রত্যর্পণ করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না এবং কৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া চলিতে লাগিলেন। তখন সত্যভামা দেবী অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ইহা দেখিয়া ভগবান্ ও নারদের হৃদয় বিগলিত হইল। সখীগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া দেবীকে চেতন করাইবার জন্য শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ইহার অধিক আর কৌতুক করা চলিবে না, কৃষ্ণের এইরূপ ইঙ্গিত পাইয়া তখন নারদ শ্রীসত্যভামাদেবীকে কহিলেন, দেবি! যাহা হইবার হইয়াছে আপনারা যে এইরূপ করিবেন তাহা আমি জানিতাম না। যাহা হউক যাহাতে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন, অথচ ব্রতের ফল নষ্ট না হয় তাহার উপায় বলিতেছি শ্রবণ করুন.—তৌলদণ্ডে কৃষ্ণকে বসাইয়া সেই পরিমাণ সুবর্ণ আমাকে দান করুন। তাহা হইলে সব ঠিক থাকিবে। নারদের কথা শ্রবণ করিয়া সত্যভামা ও রুক্মিণী প্রভৃতি সকল মহিষীই আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহাদের দেহে যেন প্রাণ আসিল। তখন তাঁহারা বিরাট একটী তৌলদণ্ড আনাইয়া কৃষ্ণকে এক দিকে বসাইলেন এবং অন্য দিকে প্রচুর পরিমাণে সুবর্ণ স্থাপন করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাহা কৃষ্ণের সমান হইল না। সকল মহিষীগণের ভাণ্ডার হইতে আরও প্রচুর পরিমাণে সুবর্ণ সংগৃহীত হইয়া তৌলদণ্ডে স্থাপন করা হইল। কিন্তু তথাপিও তাহা দ্বারা কৃষ্ণের পাল্লা যৎকিঞ্চিতও ভূমি হইতে উঠিল না। তখন শ্রীরুক্মিণী দেবী ও শ্রীসত্যভামী দেবী প্রভৃতি সকলেই অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণের প্রিয় পার্ষদ উদ্ধব তথায় উপস্থিত থাকিয়া এই সকল লীলা দর্শন করিতেছিলেন। তাঁহাদিগকে চিন্তিত দেখিয়া শ্রীউদ্ধব কহিলেন,—তৌলদণ্ডের পাল্লা হইতে সকল সুবর্ণ বাহির করিয়া দেওয়া হউক। উদ্ধবের নির্দ্দেশ মত সকল সুবর্ণ অপসারিত করা হইলে উদ্ধব একটী তুলসীপত্রে 'কৃষ্ণ'—এই নামটী লিখিয়া তৌলদণ্ডে স্থাপন করিলেন। অহো নামের কি মহত্ত্ব! তখনই পাল্লাটী উর্দ্ধে উঠিল, আর তাঁহার নামের পাল্লাটি ভারী হেতু নিম্নে ঠেকিল। তখন নামাচার্য্য শ্রীনারদ কৃষ্ণনামযুক্ত সেই তুলসী পত্রটী গ্রহণ করিয়া সানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। **(ক্রমশঃ)**

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ পুরী মহারাজ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে
শ্রীরথযাত্রা-মহোৎসব

বিগত বর্ষগুলির স্মৃতিকে বহন করিয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব বিপুলভাবে উদ্‌যাপন করা সত্ত্বেও উক্ত সমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে স্থানীয় ভক্তবৃন্দের বিশেষ অনুরোধে সমিতির ঐতিহ্যপূর্ণ তথাকার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার বাৎসরীক উৎসবের আয়োজন করেন।

শ্রীশ্রীরথযাত্রার পূর্ব্বদিন অর্থাৎ ৩০শে আষাঢ়, ১৫ই জুলাই, মঙ্গলবার দিন শ্রীগুণ্ডিচা-মার্জ্জন-কার্য্য শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে সুসম্পন্ন হয় এবং তৎপর দিবস সকাল ১০টায় নানাবর্ণে রঞ্জিত বিবিধ পতাকা, পুষ্প, মালা, চন্দন প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে রথযোগে ভক্তগণ শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দির বা গুণ্ডিচাবাড়ী লইয়া যান। পথিমধ্যে অগণিত জনতার আনন্দ-কোলাহল দিগন্তকে মুখরিত করিয়াছিল। উক্ত গুণ্ডিচা-মন্দিরে অষ্টম দিন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব অবস্থান করতঃ নবম দিনে অর্থাৎ ৮ই শ্রাবণ, ২৪শে জুলাই বৃহস্পতিবার বিধিবদ্ধকাল পর্য্যন্ত গুণ্ডিচাবাসের পর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব শ্রীমঠে পুনর্যাত্রা করেন।

ইতোমধ্যে ৪ঠা শ্রাবণ, ২০শে জুলাই, হেরাপঞ্চমীর পূর্ব্বদিবসে সমিতির সম্পাদক প্রপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ উক্ত মঠে উপস্থিত হন। পরদিবস তাঁহারই আনুগত্যে কিছু সংখ্যক মঠবাসী সেবক ও আগত অনেক ভক্তবৃন্দ সুন্দরাচল বা গুণ্ডিচাবাড়ী হইতে নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রথামতে আগমন করেন এবং গুণ্ডিচাবাড়ীতে কীর্ত্তন-সহযোগে পৌঁছিয়া দ্বন্দ্ব-কলহের ভান করেন। ঐ দিন তথায় হেরা-পঞ্চমী-তত্ত্ব সম্পর্কে শ্রীমৎ সম্পাদক মহারাজ গভীর তথ্যপূর্ণ ভাষণ দান করতঃ ভক্তবৃন্দকে বহুল আনন্দ দান করেন।

২৪শে বামন, ৮ই শ্রাবণ, ২৪শে জুলাই দিবস শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা উপলক্ষ্যে ভক্তগণের উদ্যোগে কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার আয়োজন হয় এবং বিবিধ কীর্ত্তনোল্লাসের মাধ্যমে রথোপরি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। উক্ত দিবসে সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবে নিবেদিত বিবিধ মহাপ্রসাদ ভক্তগণকে ও আগত ব্যক্তিমাত্রকেই বিতরণ করা হয়। এই মহোৎসবে শ্রীমৎ গোবিন্দদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীপাদ হরিসাধন ব্রহ্মচারী ও শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীর সেবানৈপুণ্য বিশেষ আদর্শ স্থানীয়।

—নিজস্ব সংবাদ

"রথযাত্রায় শ্রীধাম পুরীদর্শন"

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ মঠ হইতে দুই মূর্ত্তি কিছু সংখ্যক যাত্রী লইয়া গত ইং ৯।৭।৬৯ বুধবার রাত্র ১০·৫৫ মিঃ হাওড়া হইতে পুরী প্যাসেঞ্জার-যোগে 'শ্রীজন্নাথদেবের নবকলের' দর্শন মানসে রওনা হন।

পথিমধ্যে পরদিবস (১০।৭।৬৯) বৃহস্পতিবার একাদশী ব্রতোপবাস-তিথিতে বালেশ্বরে নামিয়া বহু আকাঙ্খিত রেমুনাতে ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শন করিলেন। প্রথম দর্শনে তীর্থ যাত্রীগণ বহু আনন্দ লাভ করেন; "ভক্ত লাগি ক্ষীর কৈলা চুরি" ঠাকুরের ক্ষীর-প্রসাদ পাইয়া ভক্তগণ অতীব প্রীতি লাভ করতঃ পথিমধ্যে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-হাট ও শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ দর্শনান্তে ষ্টেশনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। উক্ত দিবসে ট্রেণযোগে রাত্র ৭-৩০মি. যাজপুর রোড ষ্টেশনে পৌঁছিয়া তথায় রাত্রি যাপন করেন।

পরদিবস শুক্রবার ১১।৭।৬৯ তাং ষ্টেশন হইতে ২০ মাইল দূরে বিরজা-দেবীর মন্দির, নাভিগয়া দর্শন করতঃ বৈতরণী নদী পার হইয়া শ্বেতবরাহ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ দর্শন শেষে বৈতরণীতে স্নান করিয়া পুনরায় ষ্টেশনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ভুবনেশ্বর ষ্টেশনে শুক্রবার দিন রাত্র ২টায় পৌঁছান হয়, শনিবার দিন ভুবনেশ্বরের বিন্দুসরোবরে স্নান, শ্রীঅনন্তবাসুদেবের শ্রীবিগ্রহ, গৌরীকুণ্ড, শ্রীত্রিদণ্ডী গৌড়ীয় মঠ এবং ভুবনেশ্বর মন্দির দর্শন করিয়া উক্ত দিবসেই বাস-যোগে পুরীধামে রাত্র ৯টায় পৌঁছিলাম।

পুরীমন্দিরের পশ্চিমদ্বারে পাণ্ডা শ্রীগোপীনাথ খুঁটিয়ার বাড়ীতে উঠিয়া তথায় রাত্রিযাপন করিলাম।

ইং ১৩।৭।৬৯ তাং রবিবার বৈকালবেলা যমেশ্বর শিব, পার্ব্বতী, টোঁটা-গোপীনাথ-মন্দিরের মধ্যপ্রকোষ্ঠে টোঁটা-গোপীনাথ, রাধারাণী, ললিতা, বাম-প্রকোষ্ঠে শ্রীবলদেব, রেবতী বারুণী এবং দক্ষিণ-প্রকোষ্ঠে গৌরগদাধর শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া চটকপর্ব্বতে শ্রীপুরুষোত্তর মঠে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ভজন কুটীর, স্বর্গদ্বারে সারস্বত গৌড়ীয় আসন, গোবর্দ্ধন মঠ, হরিদাস ঠাকুরের সমাধি মন্দির দর্শন করিয়া বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

সোমবার সকালে বাসযোগে সাক্ষীগোপালে গিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিলাম। ভগবান্ ভক্তের জন্য সাক্ষী দিতে আসিয়া জগতে ঐরূপ অলৌকিক লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। বৈকালবেলা শ্রীজগন্নাথদেবের সুউচ্চ মন্দিরের কারুকার্য্য,

মন্দিরাভ্যন্তরে সর্ব্বত্র শ্রীভগবানের পবিত্রলীলা, মন্দিরের প্রাচীরের ভিতর বিমলাদেবীর মন্দির, সিদ্ধবট, নীলমাধব, নৃসিংহদেব ও লক্ষ্মী-মন্দির এবং অন্যান্য দর্শনীয় মন্দির ও বিগ্রহ দর্শন করিলাম। তবে জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা দর্শন হয় নাই। কারণ জগন্নাথদেবের নবকলেবর হেতু রথের পূর্ব্বে অদর্শন।

ইং ১৫।৭।৬৯ মঙ্গলবার দিবস সিদ্ধবকুল, গম্ভীরা, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাটে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ষড়ভুজ মূর্ত্তি ও অন্যান্য বিগ্রহ দর্শন করিয়া শ্বেতগঙ্গা স্পর্শনান্তে গুণ্ডিচামার্জ্জন-লীলাতে যাত্রিগণ যোগদান করেন। ভক্তগণ শ্রদ্ধাচিত্তে ও আনন্দভরে গুণ্ডিচাবাড়ী অর্থাৎ মাসীবাড়ী ঝাড়ুদ্বারা মর্জ্জান করতঃ জলদ্বারা ধৌত করেন এবং তত্রস্থ রন্ধনশালা দর্শন করিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরেস্নান সমাপনান্তে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার মন্দির, নৃসিংহদেবের মন্দির, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশ্রামস্থলী প্রভৃতি দর্শন করিয়া বাসাতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

উক্ত দিবসে বৈকালবেলা শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের কূপ, লোকনাথ শিব দর্শন করা হয়।

বুধবার রথযাত্রার দিন সমুদ্রে ও মার্কেণ্ডয় সরোবরে স্নান সমাপন করিয়া যাত্রিগণ রথের রজ্জু আকর্ষণ কতিতে থাকেন। তবে উক্তদিবসে রথযাত্রা সম্পূর্ণ হয় নাই।

পরদিবস ১৭।৭।৬৯ বৃহস্পতিবার পুনরায় রথযাত্রা আরম্ভ হওয়ায় যাত্রিগণ সেই সুযোগের সদব্যবহার করিয়া বাসাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শুক্রবার দিন আলালনাথে বিষ্ণুমূর্ত্তি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর দণ্ডবতের সর্ব্বাঙ্গ চিহ্ন এবং আলালনাথ গৌড়ীয় মঠ দর্শন করিয়া নরেন্দ্রসরোবরে স্নান সমাপনান্তে হয় বাসাতে পুনরাগমন করা হয়। ইং ১৯।৭।৬৯ শনিবার চক্রতীর্থ দর্শন এবং তথায় লক্ষ্মীনারায়ণ, অনন্তনারায়ণ, মহাবীর মন্দির এবং গৌরগোপাল মন্দির দর্শন করিলেন। হেরাপঞ্চমী দিবসে গুণ্ডিচাবাড়ী গিয়া শ্রীজগন্নাথ-বলদেব ও সুভদ্রাদেবীকে রত্নবেদীতে যাত্রিগণ দর্শন করিয়া অতীব আনন্দ-লাভ করিলেন। তথায় শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ সেবান্তে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে আঠারনালা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ দর্শন করিলেন। পরদিবস সোমবার স্বেচ্ছামত শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির দর্শন ও পরিক্রমা করিয়া মনের আনন্দে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং আর কয়েকজন শ্রীপুরীধামে অবস্থান করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা ও শ্রীমন্দিরে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রসাদ সেবান্তে বুধবার দিন শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে ঝুলনযাত্রা ও বার্ষিক মহামহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আসাম প্রদেশস্থ অন্যতম প্রচার কেন্দ্র শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে প্রতি বৎসরেই শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা-তিথি উপলক্ষ্যে ষষ্ঠ দিবসব্যাপী শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারীজীউর ঝুলনযাত্রা-মহামহোৎসব সাড়ম্বরের সহিত প্রতিপালন করা হয়। সেই স্মৃতিকে বহন করতঃ উক্ত মঠের সেবকবৃন্দের একান্ত প্রচেষ্টায় এই বৎসরও উহা বিশেষভাবে উদ্‌যাপিত হয়। এই উৎসবে শ্রীমঠে প্রত্যহই দুইবেলা শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, ইষ্টগোষ্ঠী ও ধর্ম্মসভার মাধ্যমে শ্রীগৌরবাণী বিপুলভাবে প্রচার হয় এবং শ্রী একাদশী-তিথি হইতে শ্রীবলদেব-পূর্ণিমা পর্য্যন্ত সুশোভিত হিন্দোল-দোলায় শ্রীমতী রাধারাণীসহ শ্রীবিনোদবিহারীজীউ দোলন-নিরত থাকিয়া ভক্ত ও দর্শকবৃন্দের নয়ন-মন মুগ্ধ করিয়াছেন। এই উৎসবে মহাসমারোহের কথা চতুর্দ্দিকে প্রচার হওয়ায় বহু দূর প্রান্ত হইতেও বহু ভক্তবৃন্দ ও বিপুল জনগণের সমাবেশ হইয়াছিল।

উক্ত মহোৎসবে বিভিন্ন দিবসে যথাক্রমে শ্রীযুত রমাপতি দাসাধিকারী ভক্ত-সুহৃদ, শ্রীপাদ বিশ্বরূপদাস ব্রহ্মচারী (শ্রীবিশ্বনাথ চৌধুরী, হেড্‌মাষ্টার ধিঙ্গাপুর হাইস্কুল), শ্রীপাদ গজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সুযোগ্য বক্তাগণ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। এতৎব্যতীত স্থানীয় আঞ্চলিক-পঞ্চায়েত-সভাপতি শ্রীযুত ভুবনচন্দ্র প্রধানী, B.A. (Ex-M.L.A.), কোচবিহার নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুত গৌরপদ গোস্বামী, স্থানীয় M.L.A. শ্রীযুত কবিরচন্দ্র রায়, B.A., এবং B.T. Centre-এর অধ্যক্ষ (Principal) শ্রীযুত গুণনাথ শর্ম্মা প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রধান অতিথিরূপে আহূত হইয়াছিলেন। সভায় "বর্ত্তমান যুগ ও ভক্তিধর্ম্ম, সনাতন ধর্ম্ম, শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্ব ও তাঁহার অবদান, ধর্ম্মীয় জীবনের প্রয়োজনীয়তা, শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতার শিক্ষা-রহস্য, শ্রীকৃষ্ণই পরম ঈশ্বর—তাঁহারই একমাত্র মুক্তি দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে" প্রভৃতি বিষয়ে তত্ত্বপূর্ণ ও শাস্ত্র যুক্তিসম্বলিত প্রমাণ আলোচিত হইয়াছিল।

এইভাবে পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতা প্রভৃতির উপরিও প্রতিদিন নিমন্ত্রিত ও অনেক আগত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। তদুপরি ২৯শে শ্রীধর, ১০ই ভাদ্র, ২৭শে আগষ্ট বুধবার দিন শ্রীশ্রীবলদেব-পূর্ণিমার পারণ ও উৎসব-সমাপ্তি উপলক্ষ্যে আগত ব্যক্তি মাত্রকেই সকাল ৮টা হইতে প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

এই উৎসব সম্পাদনায় শ্রীপাদ গজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারীজীর সেবানৈপুণ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীপাদ নৃপঞ্চস্থ ব্রহ্মচারী ও শ্রীশিবদাস ব্রহ্মচারীদ্বয়ও দর্শকের স্মৃতিপথে স্মরণীয় থাকিবেন। —বিশেষ সংবাদদাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

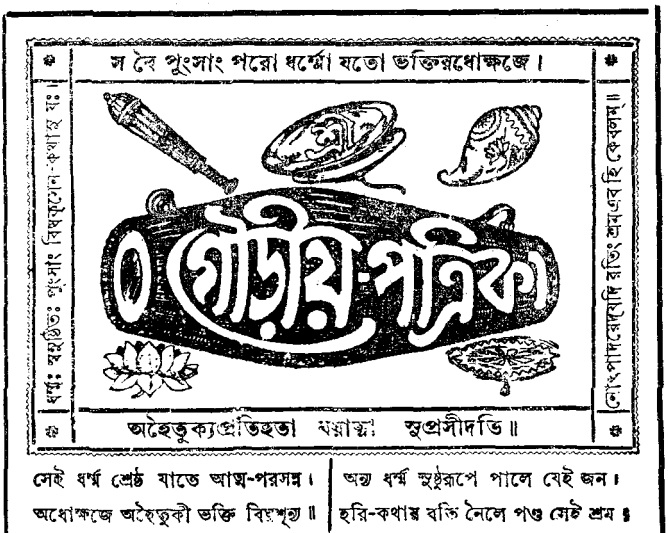
২১শ-বর্ষ } আশ্বিন, ১৩৭৬ { ৮ম-সংখ্যা



শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও শ্রীপত্রিকার
প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি মহারাজ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ
কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিমুখ্য॥	হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২১শ-বর্ষ | গর্ভোদশায়ী, ২২ পদ্মনাভ, ৪৮৩ গৌরাব্দ | ৮ম-সংখ্যা
শুক্রবার, ৩০ আশ্বিন, ১৩৭৬; ইং ১৭।১০।১৯৬৯

সানুবাদং

শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-কৃতং

অভীষ্টপ্রার্থনাষ্টকম্

কদা গোষ্ঠে গোষ্ঠক্ষিতিপ গৃহদেব্যা কিল তয়া
সবাষ্পং কুর্ব্বত্যা বিলসতি সুতে লালনবিধিং।
মুহুর্দৃষ্টাং রোহীণ্যপিহিতনিবেশামবনতাং
নিষেবে তাম্বূলৈ রহমপি বিশাখা প্রিসখীম্॥ ১॥

ব্রজরাজ পত্নী শ্রীযশোদা দেবী বাষ্পাকুল লোচনে খেলারত শ্রীকৃষ্ণের লালন কার্য্য করিতে করিতেই যাঁহাকে বারম্বর অবলোকন করিয়াছেন এবং রোহিণীদেবী অতিশয় দর্শনোৎকণ্ঠায় নিকটে থাকিয়া যাঁহার প্রবেশ আবরণ করিয়াছেন, সুতরাং যিনি নতমুখী হইয়াছেন, সেই বিশাখার প্রিয়সখী শ্রীরাধাকে আমিও বৃন্দাবনে কবে তাম্বূল দ্বারা সেবা করিব?॥ ১॥

কদা গান্ধর্ব্বায়াং শুচিবিরচয়ন্ত্যাং হরিকৃতে
মুদা হারান্ বৃন্দৈঃ সহ সবয়সামাত্মসদনে।
বিচিত্য শ্রীহস্তে মণিমিহ মুহুঃ সম্পুটচয়া-
দহো বিন্যস্যন্তী সফলয়তি সেয়ং ভুজলতাম্ ॥ ২ ॥

[অনন্তর শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী আপনার সিদ্ধাবস্থাতেও পূর্ব্বকৃত সেই সেবা সুখ প্রাপ্ত না হইয়া অতি দৈন্য সহকারে সেই অবস্থায় সেবা বিশেষ আকাঙ্ক্ষা করিয়া কহিতেছেন।]

কি আশ্চর্য্য! শ্রীরাধা নিজ গৃহে নিজ বয়স্যাগণের সহিত আনন্দ সহকারে শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত নির্ম্মল হার রচনা করিতে আরম্ভ করিলে পর সেই এই মাদৃশদাসী রসমঞ্জরী সম্পুট (কৌটা) হইতে মণি অন্বেষণ করিয়া বারম্বার তদীয় হস্তে সমর্পণ করতঃ এই বৃন্দাবনে কবে ভুজলতাকে সার্থক করিব? ॥২॥

কদা লীলারাজ্যে ব্রজবিপিনরূপে বিজয়িনী।
নিজং ভাগ্যং সাক্ষাদিহ বিদধতী বল্লভতয়া।
সমন্তাৎ ক্রীড়ন্তী পিক মধুপ মুখ্যাভি রভিতঃ
প্রজাভিঃ সংযুষ্টা প্রমদয়তি সা মাং মদধিপা ॥ ৩ ॥

যিনি ব্রজবিপিনরূপ লীলারাজ্যে বিজয়িনী এবং যিনি প্রিয়তাবশতঃ নিজ ভাগ্যকে প্রাণ অপেক্ষাও প্রীতিভাজনরূপে সাক্ষাৎ বিধান করিতেছেন তথা যিনি সমস্ত কোকিল ও ভ্রমর সমূহরূপ প্রজাবর্গের সহিত সম্যক্ সম্মীলিতা হইয়া ক্রীড়া করিতেছেন, সেই মদীশ্বরী শ্রীরাধা কবে আমাকে হর্ষিত করিবেন ॥ ৩ ॥

কদা কৃষ্ণাতীরে ত্রিচতুর সখীভিঃ সমমহো
প্রসূনং গুম্ফন্তীং রবিসখসুতা মানততয়া।
সমেত্য প্রচ্ছন্নং সপদি পরিরিপ্সো র্বকরিপো-
র্নিষেধে ভ্রূভঙ্গাং ভৃশ মনুভজেঽহং ব্যজনিনী ॥ ৪ ॥

আহা! যমুনা তীরে তিন চারিটী সখীর সহিত নম্র বদনে পুষ্প গ্রন্থন করিতেছেন, এমন সময় প্রচ্ছন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিয়া সহসাই আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করায় যিনি ভ্রূভঙ্গী দ্বারা নিষেধ করিতেছেন, সেই বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীরাধাকে আমি চামর গ্রহণ করিয়া কবে অতিশয় সেবা করি? ॥ ৪ ॥

কদা শুভ্রে তস্মিন্ পুলিনবলয়ে রাসমহসা
সুবর্ণাঙ্গী সঙ্ঘেষ্বহমহমিকা মত্ত মতিষু।
হরৌ যাতে নীলোপলনিকষতাং জিত্বরগুণা-
দ্গুণা দস্মান্ দিব্যদ্রবিণমিব রাধা মদয়তি ॥ ৫ ॥

নির্ম্মল পুলিনমণ্ডলে রাসসৌন্দর্য্য হেতুক সমস্ত সুবর্ণাঙ্গী গোপীগণ "আমিই সুন্দরী, আর কেহই নহে" এইরূপে উন্মত্তচিত্ত হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ নীলোৎপল রূপনিকষ পাষাণ হইলেন অর্থাৎ স্বর্ণপরীক্ষকের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ আলিঙ্গন দ্বারা গোপীগণকে পরীক্ষা করিলে পর, তাঁহার নিকট যে স্বর্ণাঙ্গী শ্রীরাধা সকল হইতে উৎকৃষ্ট স্বর্ণের ন্যায় সর্ব্বোত্তমা হইয়াছেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বোত্তম জ্ঞানে যাঁহাতে আসক্ত হইয়াছেন, সেই স্বর্ণতুল্য শ্রীরাধা বিজয়শীলা প্রভাবেও সৌন্দর্য্যাদিবশতঃ কবে আমাকে আনন্দিত করিবেন? ॥ ৫ ॥

কদা ভাণ্ডীরস্য প্রথিতরুচিরোৎসঙ্গনিলয়ে
বরা মধ্যাসীনাং কুসুমময়তূলী মতুলিতাম্।
প্রিয়ে চিত্রং পত্রং লিখতি নিহিতস্বাঙ্গ লতিকাং
বিশাখাপ্রাণালীং ভজতি দিশতী বর্ণকমসৌ ॥ ৬ ॥

ভাণ্ডীর বটের বিখ্যাত মনোজ্ঞ গৃহমধ্যে নিরুপম পুষ্পময় তুলিকায় যিনি উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন এবং প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ চিত্র পত্র লিখিতে থাকিলে যিনি তদীয় অঙ্গে অঙ্গলতিকা ন্যস্ত করিয়াছেন, সেই বিশাখার প্রাণসখী শ্রীরাধাকে এই মদ্বিধ জন শ্রীকৃষ্ণ হস্তে বর্ণক অর্থাৎ চিত্র সাধন দ্রব বিশেষ (আর্দ্র রং) সমর্পণপূর্ব্বক কবে সেবা করিবে? ॥ ৬ ॥

কদা তুঙ্গে তুঙ্গে রহসি গিরিশৃঙ্গে ব্রততিজান্
প্রিয়ে পূর্ব্বা লীলা নিগময়তি সংস্তাব্য নিলয়ান্।
মদেনাবিস্পষ্টাং শকলিতপদাং ব্রীড়িততয়া-
দ্রুতা মৌৎক্যেনৈষা বিরচয়তি পৃচ্ছাং মম পুরঃ ॥ ৭ ॥

গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের অত্যুচ্চ প্রদেশে নির্জ্জন স্থানে লতারচিত গৃহ সকলকে প্রশংসা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বলীলা সকল জ্ঞাপন করাইলে এই শ্রীরাধা ঔৎসুক্য বশতঃ নিজে অনভিজ্ঞতারূপ জ্ঞানাবরোধক অহঙ্কারে অবিস্পষ্ট অতএব খণ্ডিতপদ এবং লজ্জা হেতু শীঘ্র উচ্চরিত প্রশ্ন কবে আমার অগ্রে রচনা করিবেন অর্থাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন ॥ ৭ ॥

গতি র্যন্মে নিত্যা যদখিলমপি স্বং সবয়সাং
মদীশ্বর্য্যাঃ প্রেষ্ঠ প্রণয়কৃত সৌভাগ্য বরিমা।
হরে র্যৎ প্রেম শ্রী র্নিবসতি রমুষ্যা স্তুলনয়া
সদা তস্মিন্ কুণ্ডে লসতু ললিতালী মম দৃশি ॥ ৮ ॥

॥ * ইত্যভীষ্টপ্রার্থনাষ্টকম্ ॥ * ॥

যিনি আমার নিত্য গতি, যিনি সখীদিগের নিখিলধন, যিনি মদীশ্বরী শ্রীরাধার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় সম্পাদিত সৌভাগ্যের মাহাত্ম্যস্বরূপ, এবং শ্রীরাধার ন্যায় যাঁহাতে শ্রীকৃষ্ণের সমধিক প্রেম নিয়ত বাস করিতেছে, সেই ললিতা সখী শ্রীরাধাকুণ্ডের সমীপ প্রদেশে আমার নেত্রগোচর হউন ॥ ৮ ॥

॥ * ॥ ইতি অভীষ্টপ্রার্থনাষ্টক সমাপ্ত ॥ * ॥

পার্থিব নীতি ও হরিসেবা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ
৬ই মাঘ, ১৩৩৭
২০শে জানুয়ারী, ১৯৩১
১৬ মাধব, ৪৪৪ গৌঃ

স্নেহাস্পদেষু—

* * * আমরা প্রপঞ্চে অবস্থানকালে আপাতত সুখের মায়া-মরীচিকায় ধাবিত হই, তজ্জন্য আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন,—যাহাতে তদ্রূপ উদ্দাম-প্রবৃত্তি-চালিত হইয়া কষ্টের মধ্যে না পড়ি। জন্মে-জন্মে আমরা হরিবৈমুখ্য লাভ করিয়া অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপস্যাদি যথাযথ আচরণ-পূর্ব্বক নিজ-মঙ্গল সাধন করিতে পারি নাই। ইহজন্মে ভগবদ্ভক্তগণের অলৌকিক সঙ্গলাভ করিবার সুযোগ পাইয়াও উদ্দাম-ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্যে ব্যস্ত হইলাম! সুতরাং আমাদের ন্যায় হতভাগ্য আর কে আছে! প্রপঞ্চে ত্রিতাপ-তপ্ত জীবসমূহের উচ্ছৃঙ্খলতাকে বহুমানন করিয়া ধনপরিত্যাগকারী নির্ব্বোধ আমি কতই না প্রতিষ্ঠাশা-পরায়ণ হইলাম! সুতরাং আপনাদের কৃপালাভের আশায় ধাবিত হইয়াও আপনাদের সেবা করিতে সমর্থ হইলাম না! পুরীষের কীট হইতে লঘিষ্ঠ, জগাই-মাধাই হইতেও গুরুতর পাপিষ্ঠ আমার দুর্গতি দেখিয়া আমার নিত্য-

বান্ধবগণ কতই না যত্ন করিয়াছেন; কিন্তু আমি প্রবল-চাঞ্চল্য-স্রোতে ভাসিয়া গিয়া তাঁহাদের বাক্যে কর্ণপাত করি নাই।

আপনি সুখশান্তি লাভের জন্য যে পিতৃমাতৃভক্তি প্রদর্শন করিতেছেন ও করিবেন স্থির করিয়াছেন, তাহাতে আমার অনুমোদনের যোগ্যতা নাই। যেহেতু আমাদের চিত্ত আপনাদের ন্যায় সুনীতি-পরায়ণ নহে। **যখন আমরা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিতে পারিতে পারিলাম না, তখন আর তদ্ব্যতীত অন্যের পরামর্শ গ্রহণ করিবার আমাদের সময় নাই।** তজ্জন্য জাগতিক শুভাশুধ্যায়িগণের চরণে দূর হইতে দণ্ডবৎ।

আর একটি বিষয়ে আপনার সহিত আমার মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। আপনি * * * কতিপয় ব্যক্তির প্রাকৃত-দোষ ও প্রাকৃত-দুর্ব্বলতা দেখিয়া গড্ডলিকা-প্রবাহ-ন্যায়াবলম্বনে ভাসিয়া যাইতে চাহেন; আমি কিন্তু সেই প্রতিকূলবিষয়গুলিকে বহুমানন করিতে প্রস্তুত নহি। আমি শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ২৩শ অধ্যায়ের ভিক্ষুনীতি পাঠকালে আশ্বস্ত হইয়াছি যে, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতাগুণসম্পন্ন হইয়া সকল ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিব, তাহাতে চঞ্চল আপনি বলেন,—যাঁহাদিগকে আপনি আদর্শ জানিয়াছেন, তাঁহাদের ছিদ্র ও দোষ আপনাকে বিপথগামী করিয়াছে। আমি বলি,—আমাদের মনোনিগ্রহ করিলেই সকল প্রতিকূল বিষয়ের তীব্র বেগ আমরা সহ্য করিতে পারিব; **সকলই আমারই মনের দোষ, জগতে কেহই আমার অমঙ্গল করিতে পারে না।** শ্রীল বংশীদাস বাবাজী নিজেকে গৌর-নিত্যানন্দের ভৃত্য জানিয়া সকলই তাঁহার উপাস্যের দাসেরই দোষ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমার সে-দিন কবে হইবে—যে-দিন আমি এই কথা বুঝিতে পারিব; আপনার আশীর্ব্বাদে আমি যেন বুঝিতে পারি—আমি প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ দিলাম। এই বিচার যেন উত্তরোত্তর প্রবল থাকে।

আমি আপনার কোন সেবাই করিতে পারি নাই। তজ্জন্য আপনি আপনার প্রিয়জনের পরামর্শে তাঁহাদের সেবা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। আমি অলস, মন্দবুদ্ধি; সুতরাং আপনার ন্যায় কৃতিপুরুষের যথোপযুক্ত সেবা করিতে না পারিয়া দুঃখিত ও অনুতপ্ত আছি। দয়া রাখিবেন, তাহা হইলেই আমার মঙ্গল হইবে। ইতি—

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(জীবে দয়া)

১। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরোপকার কি ?

"সর্ব্বভূতে দয়া তিন প্রকার। জীবের স্থূল দেহ-সম্বন্ধে যে দয়া, তাহা সৎকর্ম্ম মধ্যে গণিত। ক্ষুধিত জীবকে ভোজন-দান, পীড়িত জীবকে ঔষধ-দান, তৃষিত জীবকে জল-দান, শীত-পীড়িত জীবকে আচ্ছাদন-দান—এই সকলই দেহ-সম্বন্ধিনী দয়া হইতে নিঃসৃত। বিদ্যা-দানই জীবের মনঃসম্বন্ধিনী দয়া হইতে নিঃসৃত। কিন্তু জীবের আত্মা-সম্বন্ধিনী দয়া-সর্ব্বোপরি। সেই-দয়া-প্রবৃত্তি হইতেই জীবগণকে কৃষ্ণভক্তি দিয়া সংসার-ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিবার যত্ন হয়।"

—'পরহিংসা ও দয়া', সঃ তোঃ ৯।৯

১। 'জীবে দয়া' এই কথাটী কেবল বদ্ধজীব-সম্বন্ধে—ইহা বুঝিতে হইবে। আবার বদ্ধ জীবের মধ্যে যাঁহারা কৃষ্ণ-সাম্মুখ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি দয়া নয়, মৈত্রী ব্যবহার করার উপদেশ আছে। অতএব বদ্ধজীবগণের মধ্যে যাঁহারা বালিশ অর্থাৎ মূঢ়, তাঁহাদের প্রতিই দয়া করিতে হয়।"

—'জীবে দয়া', সঃ তোঃ ৪।৮

৩। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও শুদ্ধভক্তগণের পরোপকার-বৃত্তির মধ্যে তারতম্য কি ?

"কর্ম্মকাণ্ডী ব্যক্তিগণ জীবের নিত্যমঙ্গল ততদূর অন্বেষণ করেন না, কেবল দেহ-সম্বন্ধিনী ও মনঃসম্বন্ধিনী দয়াকেই অতিশয় শুভ বলিয়া মনে করেন। জ্ঞানকাণ্ডী ব্যক্তিগণ মনঃসম্বন্ধিনী দয়াকেই অধিক আদর করেন। কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ ভক্তিপ্রচার দ্বারা জীবের নিত্য-মঙ্গল সাধনের যত্ন করেন।"

—'পরহিংসা ও দয়া', সঃ তোঃ ৯।৯

৪। বৈষ্ণবের পক্ষে জীবে দয়ার একমাত্র পরিচয় কি ?

"জীবের ভাগ্যোদয় না হইলে কৃষ্ণোন্মুখী প্রবৃত্তির উদয় হয় না। তৎকার্য্যে জীবকে সাহায্য করাই বৈষ্ণবের হৃদয়গত জীবে দয়ার একমাত্র পরিচয়।"

—'জীবে দয়া', সঃ তোঃ ৪।৮

৫। বৈষ্ণব জীবের প্রতি কিরূপ দয়া করেন ?

"জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করাই বৈষ্ণবের প্রধান কার্য্য। **যে-স্থলে স্থূল শরীরের রোগ-নিবৃত্তি বা ক্ষুন্নিবৃত্তি করাই প্রধান উদ্দেশ্য হয়, সে স্থলে বৈষ্ণবতা নাই**; যেহেতু তদ্দ্বারা কেবল ক্ষণিক উপকার হয়; কিন্তু **নিত্য উপকার হয় না**; তবে যেখানে ঐ সকল কার্য্যের দ্বারা কৃষ্ণোন্মুখী প্রবৃত্তির সহায়তা করা যাইতে পারে, সেখানে তত্তৎকার্য্যেও বৈষ্ণবের স্বতঃ প্রবৃত্তি হয়।"

—'জীবে দয়া', সঃ তোঃ ৪।৮

৬। আদর্শ আচার ও প্রচার কিরূপ হওয়া উচিত ?

"তোমাদের সাধু-চরিত্র অপরকে শিক্ষা দেও। তুমি ভাল কার্য্য করিতেছ, উত্তম। কিন্তু জগজ্জীব তোমার ভ্রাতৃগণ, তাহারা অসৎ কার্য্যের দ্বারা পতিত হইতেছে; তোমার কর্ত্তব্য এই যে, **তোমার সাধু-চরিত্র দেখাইয়া** তাহাদিগকে তোমার চরিত্র অনুকরণ করাও।"

—'সাধুশিক্ষা', সঃ তোঃ ৫।১০

৭। কিরূপ বিষয়িগণ বৈষ্ণব-কৃপা-পাত্র ?

"নিষ্কপট বিষয়ি-জনের প্রতি কৃপা করা উচিত।"

—'ভক্ত্যানুকূল্যবিচার', ভাঃ মঃ ১৫।১২৬

৮। বৈষ্ণব কিরূপ প্রচার-ফলে সুখী হন ?

"দ্বারে দ্বারে এইরূপ শিক্ষা দিতে দিতে যদি একটি জীবও একবৎরে উদ্ধার পাইয়া কৃষ্ণভজন করে, তবে বৈষ্ণব নিজ-কার্য্যে বিশেষ সুখ লাভ করেন।"

—'জীবে দয়া', সঃ তোঃ ৪।৮

৯। জীব-দয়া ও কৃষ্ণভক্তির সত্তার কোন ভেদ আছে কি ?

"দয়া কখনই রাগ হইতে ভিন্ন-বৃত্তি হইতে পারে না,—জীব দয়া ও কৃষ্ণভক্তির সত্তার ভিন্নতা নাই।"

—কৃঃ সং ৮।১৮

১০। বৈষ্ণবের দয়া কিরূপ ? উহা সর্ব্বোত্তম কেন ?

"বৈকুণ্ঠাবস্থায় কেবল মৈত্রী এবং বদ্ধাবস্থায় পাত্র-বিশেষে মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষারূপ ভাবসকল নিত্যধর্ম্মগত দয়ার ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় মাত্র। সাংসারিক জীব-সম্বন্ধ দয়াই অত্যন্ত কুণ্ঠিত অবস্থায় জীবের স্বদেহনিষ্ঠ, একটু

প্রস্ফুটিত হইলে স্বগৃহবাসি-জীবনিষ্ঠ ; আরও প্রস্ফুটিত হইলে স্ববর্ণনিষ্ঠ প্রস্ফুটিত হইলে স্বদেশবাসি স্বজাতিনিষ্ঠ ; আরও প্রস্ফুটিত হইলে স্বদেশবাসী সর্ব্বজননিষ্ঠ ; আরও প্রস্ফুটিত হইলে সর্ব্বমানবনিষ্ঠ এবং সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইলে সর্ব্বজীবনিষ্ঠ আর্দ্রভাব বিশেষরূপে পরিচিত। ইংরাজী ভাষায় যাহাকে পেট্রিয়টিজম্ (patriotism) বলে, তাহা স্বদেশবাসী স্বজাতিনিষ্ঠ-ভাব-বিশেষ। যাহাকে ফিলন্থ্রপি (philanthropy) বলে, তাহা সর্ব্ব-মানবনিষ্ঠ-ভাববিশেষ। বৈষ্ণবগণ ঐ সমস্ত ভাবনিচয়ে আবদ্ধ থাকিতে পারিবেন না। তাঁহাদের পক্ষে সমস্ত ভূতোদ্বেগরাহিত্যরূপা সর্ব্বজীবের প্রতি পরম আর্দ্রতা-স্বরূপা দয়াই একমাত্র বরণীয় ভাব।"

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

গোপী-প্রেম

অতি অদভূত গোপী প্রেমের মহিমা।
ভব-বিরিঞ্চি-শ্রী যাঁর দিতে নারে সীমা॥
অন্ধতম কামগন্ধ নাহি গোপীকার।
উজ্জ্বল ভাস্বর প্রেম চির অবিকার॥
আত্মসুখ বাসনাদি নাহি গোপী-চিতে।
কৃষ্ণ লাগি মুহূর্ত্তেই প্রাণ পারে দিতে॥
মিলনে বিরহজ্বালা বিচ্ছেদে পুলক।
হেন প্রেম হেরি মুগ্ধ দ্যুলোক-ভূলোক॥
বেদ বিধি শুভাশুভ নাহিক বিচার।
সব ত্যজি বংশীরবে করে অভিসার॥
তমালে জলদে হেরি কৃষ্ণভ্রম হয়।
ঘর কন্না বেশভূষা সব কৃষ্ণময়॥
জগতের নাথ তাই দিলা দাস খৎ।
হেন প্রেম কোথা আছে গোপী প্রেমবৎ॥

কৃষ্ণে বশীকরণ বিদ্যা জানে গোপীগণ।
গোপীর চরণাশ্রয়ে মিলে কৃষ্ণধন॥
বহুধর্ম্মে ভক্তসংজ্ঞা লভে বহুজন।
সকাম ভক্তের অধীন কৃষ্ণ কভু নন॥
প্রেমাধীন, ভক্তাধীন শুধু গোপীপ্রেমে।
সসীম ভূমির সীমায় ভূমা এল নেমে॥
আত্মসত্ত্বা চিদানন্দ চাই মোরা সবে।
স্রষ্টা ভুলি সৃষ্টিনিয়ে ছুটাছুটি ভবে॥
অনন্ত প্রাপ্তিতে জীব নহে পরিতোষা।
পুনঃ পুনঃ গর্ভবাসে নাহি আপশোষ॥
সচ্চিদানন্দ লাগি পথের অন্তনাই।
প্রেমের তোরণ বিনে কারো গতি নাই॥
গোপীকার অধিকারে আছে সে-তোরণ।
তারি ভাবাশ্রয়ে মিলে কৃষ্ণ প্রেমধন॥
মুক্তি মোদের চাহিদা নয় প্রেম প্রয়োজন।
শ্রীকৃষ্ণ লভিতে শ্রেষ্ঠ গোপীর ভজন॥
অনর্পিতোজ্জ্বল প্রেম আনিলা গৌরহরি।
গোপীপ্রেম ভেবে হৃদে বল হরি হরি॥

—**শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র রায়**, বিদ্যানিধি-কবিভূষণ
ধর্ম্মনগর (ত্রিপুরা)।

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—৪৪)

শ্রীগরুড় পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

শরণং তং প্রপন্না যে ধ্যানযোগবিবর্জিতাঃ।
তে বৈ মৃত্যুমতিক্রম্য যান্তি তদ্ বৈষ্ণবং পদম্॥

যাঁহারা ধ্যানযোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীহরির শরণাগত হইয়াছেন, তাঁহারা মৃত্যুকে অতিক্রমপূর্ব্বক বৈষ্ণবপদ লাভ করেন। অতএব শরণাগতি দ্বারাই সমস্ত সিদ্ধ হয়। তথাপি বৈশিষ্ট্য লাভেচ্ছু জীব সর্ব্বদাই ভগবতত্ত্বোপদেষ্টা শ্রীগুরুর সেবা করিবেন। যেহেতু তাঁহার অনুগ্রহই জীবের বিবিধ প্রতিকাররূপ দুষ্পরিহার্য্য অনর্থের নিবৃত্তি এবং ভগবানের পরম অনুগ্রহ বিষয়ের মূলস্বরূপ।

শ্রীগুরুকৃপাদ্বারা অনর্থনিবৃত্তি বিষয়ে শ্রীনারদবাক্য,—

অসঙ্কল্পাজ্জয়েৎ কামং ক্রোধং কামবিবর্জ্জনাৎ।
অর্থানর্থেক্ষয়া লোভং ভয়ং তত্ত্বাবমর্শণাৎ ॥
আন্বীক্ষিক্যা শোকমোহৌ দম্ভং মহদুপাসয়া।
যোগান্তরায়ান্ মৌনেন হিংসাং কামাদ্যনীহয়া ॥
কৃপয়া ভূতজং দুঃখং দৈবং জহ্যাৎ সমাধিনা।
আত্মজং যোগবীর্য্যেণ নিদ্রাং সত্ত্বনিষেবয়া ॥
রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ।
এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ ॥
(ভাঃ ৭।১৫।২২-২৫)

অসঙ্কল্প দ্বারা কামের জয় করিবে। কামপরিত্যাগ দ্বারা ক্রোধ, অর্থানর্থ-বিচার দ্বারা লোভ, তত্ত্ববিচার দ্বারা ভয়, আত্মানাত্মা বিবেক জ্ঞান দ্বারা শোক-মোহ, মহাপুরুষসেবা দ্বারা দম্ভ, মৌনের দ্বারা যোগের অন্তরায় সকল, কামাদিচেষ্টারাহিত্য দ্বারা হিংসা, কৃপাদ্বারা ভূতজন্য দুঃখ, সমাধি দ্বারা দৈবদুঃখ, যোগবল দ্বারা আধ্যাত্মিক দুঃখ, সত্ত্বগুণের সেবা দ্বারা নিদ্রা, সত্ত্বগুণ দ্বারা রজোগুণ ও তমোগুণ এবং উপশম দ্বারা সত্ত্বগুণকে জয় করিবে। কিন্তু একমাত্র গুরুভক্তি দ্বারাই ঐ সমস্তকে সত্বর জয় করা যায়।

শ্রীগুরুর অনুগ্রহেই ভগবানের পরমানুগ্রহসিদ্ধি। তদ্‌বিষয়ে বামনকল্পে ব্রহ্মবাক্য,—

যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ম্।
গুরুর্যস্য ভবেত্তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্ ॥

যাহা মন্ত্র, তাহাই সাক্ষাৎ গুরুস্বরূপ এবং যিনি গুরু, তিনিই সাক্ষাৎ হরিস্বরূপ। সুতরাং গুরু যাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন, স্বয়ং হরি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

অন্যত্রএইরূপ উক্তি,—

হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ ॥

শ্রীহরি রুষ্ট হইলে গুরুদেব রক্ষক হইয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীগুরু রুষ্ট হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারেন না, অতএব সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুকে প্রসন্ন করিবে।

শ্রীভগবদ্বাক্যও এইরূপ,—

প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥

প্রথমে গুরুপূজা করিয়া আমার পূজা করিলেই সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়, অন্যথা অর্থাৎ এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিলে পূজা নিষ্ফল হয়।

এবিষয়ে নারদপঞ্চরাত্র বাক্য,—

বৈষ্ণবং জ্ঞানবক্তারং যো বিদ্যাদ্ বিষ্ণুবদ্ গুরুম্।
পূজয়েদ্ বাঙ্মনং কায়ৈং স শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈষ্ণবঃ ॥
শ্লোকপাদস্য বক্তাপি যঃ পূজ্য স সদৈবহি।
কিং পুনর্ভগবদ্‌বিজ্ঞোঃ স্বরূপং বিতনোতি যঃ ॥

যিনি জ্ঞানোপদেশক বৈষ্ণব গুরুকে বিষ্ণুতুল্য জ্ঞান এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহার পূজা করেন, তিনিই বস্তুতঃ বৈষ্ণবপদবাচ্য হন। যিনি এক শ্লোকের চতুর্থাংশও উপদেশ করেন, তিনিও সর্ব্বদা পূজনীয় হইয়া থাকেন। সুতরাং যিনি সাক্ষাৎ বিষ্ণুর স্বরূপ প্রদান করেন, তাঁহার সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? পদ্মপুরাণে দেবহূতির স্তুতিতে উক্ত হইয়াছে,—

ভক্তির্যথা হরৌ মেহস্তি তদ্বরিষ্ঠা গুরৌ যদি।
মমাস্তি তেন সত্যেন সন্দর্শয়তু মে হরিঃ ॥

শ্রীহরির প্রতি আমার যেরূপ ভক্তি বর্ত্তমান, শ্রীগুরুর প্রতিও যদি সেরূপ উত্তম ভক্তি বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত সত্যানুসারে শ্রীহরি আমাকে স্বরূপ প্রদর্শন করুন।

অতএব গুরু-সেবা ব্যতীত অন্য ভগবদ্ভজনেরও অপেক্ষা থাকে না। আগমে পুরশ্চরণ কথা বর্ণন-প্রসঙ্গে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

যথা সিদ্ধরসস্পর্শাৎ তাম্রং ভবতি কাঞ্চনম্।
সন্নিধানাদ্‌গুরোরেবং শিষ্যো বিষ্ণুময়োভবেৎ ॥

সিদ্ধরস সংস্পর্শে তাম্র যেরূপ সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শ্রীগুরুর সান্নিধ্যে শিষ্য বিষ্ণুময় হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৮০।৩৪ শ্লোকে শ্রীভগবদ্‌বাক্যে,—

নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা।
তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা ॥

সর্ব্বভূতাত্মা আমি গুরুশুশ্রূষা দ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হই, ইজ্যা, প্রজাতি, তপঃ বা উপশম দ্বারা সেরূপ সন্তুষ্ট হইনা। ইজ্যা—গৃহস্থধর্ম্ম, প্রজাতি—

প্রকৃষ্ট জন্ম অর্থাৎ উপনয়ন (ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম), তপঃ—বানপ্রস্থের ধর্ম্ম, উপশম—যতির ধর্ম্ম।

শ্রীগুরুর আজ্ঞায় তাঁহার সেবার অবিরোধে অন্য বৈষ্ণবের পূজা শ্রেয়ঃ। অন্যথা দোষ হয়। "গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্যমগ্রতঃ। স দুর্গতি-মবাপ্নোতি পূজনং তস্য নিষ্ফলম্॥"—শ্রীনারদবাক্য

যিনি প্রথমে শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই অর্থাৎ উক্তলক্ষণ রহিত গুরুর আশ্রয় স্বীকার করিয়াছেন এবং মাৎসর্য্যাদি-বশতঃ তাদৃশ গুরুর নিকট হইতে মহাভাগবতগণের সৎকারাদি বিষয়ে অনুমতি লাভ করেন নাই, তিনি প্রথমত শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া এস্থলে তাঁহার বিষয় বিচারিত হইতেছে না। যেহেতু তাহার সম্বন্ধে উভয় সঙ্কটপাতই হইয়া থাকে। এ জন্যই নারদ পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে,—

যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজত কালমক্ষয়ম্॥

যিনি ন্যায়রহিত উপদেশ প্রদান করেন এবং যিনি অন্যায়ভাবে শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই চিরকালের জন্য ঘোর নরকে গমন করেন। অতএব তাদৃশ গুরুকে দূর হইতে আরাধনা করিবে। আর যদি তিনি বৈষ্ণববিদ্বেষী হন, তাহা হইলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যানভিজ্ঞ, উন্মার্গগামী এবং গর্ব্বিত গুরুরও পরিত্যাগ বিহিত হইয়াছে এবং তাঁহার বৈষ্ণব ভাবরাহিত্যবশতঃ "অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ"—অবৈষ্ণব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট মন্ত্র গ্রহণ করিলে নরকে গমন করিতে হয়—এই বচনানুসারে তাদৃশ গুরুকে পরিত্যাগ করাই বিধেয়।

মহাভাগবতের নিত্য সেবা দ্বারা পরম মঙ্গল লাভ হয়। তিনিও শ্রীগুরুর ন্যায় সমবাসনাবিশিষ্ট এবং নিজের প্রতি কৃপালুচিত্ত হইলেই তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়। যেহেতু হরিভক্তিসুধোদয়ে উক্ত হইয়াছে,—

যস্য যৎ সঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদগুণৈঃ।
স্বকুলৈর্দ্ধৈ ততো ধীমান্ স্বযূথ্যান্যেব সংশ্রয়েৎ॥

যে ব্যক্তির যেরূপ গুণবিশিষ্ট ব্যক্তির সংসর্গ হয়, তাহার স্পর্শমণির সংস্পর্শে কাচের ন্যায় তাদৃশগুণ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অতএব নিজ সম্প্রদায়স্থ উত্তম পুরুষের সঙ্গ করাই কর্ত্তব্য।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীশ্রীএকাদশী-মাহাত্ম্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২১শ-বর্ষ, ৭ম-সংখ্যা, ২৭১ পৃষ্ঠার পর)

কামদা একাদশী

যুধিষ্ঠির বলিলেন, জনার্দ্দন! হে প্রভো! আমি বহু ধর্ম্ম ও ব্রতের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু একাদশীর সমান অন্য কোন ব্রত আছে বলিয়া জানা নাই। পুনরায় **পুরুষোত্তম মাসের সর্ব্বপাপনাশিনী ও পুণ্যদায়িনী শুক্লপক্ষীয় কামদা একাদশীর কথা আমার নিকট বর্ণন করুন।** যাহা শ্রবণ করিলে পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে জগতীপাল! এই মোক্ষসৌখ্য বিবর্দ্ধিনী ও সর্ব্ব-পাপহারিণী এই কামদা একাদশীর মহিমা শ্রবণ কর।

এই একাদশী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয়তমা, তাই ইহা পরিত্যাগ না করিয়া বহুতর যত্নের সহিত এই একাদশীব্রত অনুষ্ঠান করিবে, কারণ ইহা কীর্ত্তি, সন্তানদের নিরোগ এবং বিত্ত প্রদান করিয়া থাকেন। হে রাজন্! যাঁহারা পরম শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যথার্থ নিয়ম অনতিক্রম করিয়া এই কামদা একাদশী ব্রতানুষ্ঠান করিবেন, তাঁহারা নিঃসংশয়ে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন—হে কৃষ্ণ! কাহারা জীবন্মুক্ত ও বিষ্ণুর স্বরূপ লাভ করিয়া থাকেন, তাহা আমাকে বলুন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যাঁহারা যথাযথ নিয়ম পালনপূর্ব্বক ভক্তিভাবে এই একাদশীব্রত পালন করিবেন, তাঁহারাই জীবন্মুক্ত এবং শ্রীবিষ্ণুর ন্যায় চারিভুজ লাভ করিয়া থাকেন। শ্রদ্ধাবান হইয়া কামদা একাদশীব্রত নিষ্ঠার সহিত পালন করিলে ঐহিক জগতের ও পারত্রিক জগতের বাঞ্ছিত ফল লাভ হইয়া থাকে। হে নৃপ-সত্তম! এই পবিত্রা একাদশী মানুষের মহাপাতকনাশিনী এবং ভুক্তিমুক্তি ফলপ্রদায়িনী। এই কামদা একাদশীতে সৌরভযুক্ত কুসুম, ধূপ এবং বিবিধ উত্তম নৈবেদ্যাদি দ্বারা ভগবান্ শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমের অর্চ্চন করিবে। দশমীতে যোষিৎ সঙ্গম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমিষ ভোজন হইতে নিবৃত্ত থাকিবে। একাদশীতে উক্তনিয়মাদি পালনপূর্ব্বক নিরাহারে থাকিয়া হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি পরিত্যাগান্তে শ্রীগোবিন্দের পূজা করিবে। হে রাজন! যাঁহারা এই সমস্ত শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে কামদা একাদশীব্রত অনুষ্ঠান করিবেন তাঁহারা সর্ব্ব-পাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ গমন করিয়া থাকেন।

॥ ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে পুরুষোত্তমমাসস্য শুক্লপক্ষীয়া
কামৈকাদশীমাহাত্ম্যে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

—পণ্ডিত শ্রীযুত হরিহর ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণতীর্থ

মাটি খাইতে জ্ঞানযোগ কে শিখা'ল তোরে ?

শচীমাতা গৃহকর্ম্মে অন্যত্র নিযুক্তা। এদিকে নিমাই শিশু চুপি চুপি লুকাইয়া মাটি খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। শচীদেবী আসিয়া দেখেন—সর্ব্বনাশ, শিশু মাটি খাইতেছে! শচীদেবী তৎক্ষণাৎ শিশুর মুখ হইতে মাটি কাড়িয়া ফেলিলেন এবং মাটি মুখে দেওয়ার জন্য নিমাইকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। নিমাই উত্তরে বলিল,—"মা তুমিইত মাটি খাইতে দিলে, আমার দোষ কি? মাটি খাইতে দিয়া এখন আবার ক্রোধ প্রকাশ করিতেছ কেন? খই, সন্দেশ, অন্ন প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যগুলিও কি মাটির বিকার নহে? প্রাণিবৃন্দের শরীরও কি মাটি হইতেই জাত নহে? ভক্ষ্যদ্রব্যাদিও মাটি, আর আমি যাহা খাইয়াছি তাহাও মাটি, এই দুই প্রকার মাটির মধ্যে প্রভেদ কি? এই সকল বিচার না করিয়া তুমি অবিচারে আমার প্রতি দোষারোপ কর, তাহা হইলে আর আমি কি করিব? আমি নিরুপায়।" শিশুর বাক্য শুনিয়া শচীদেবী বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। হইবারই কথা। এইপ্রকার শিশুর মুখে ঐপ্রকার উক্তি কি প্রকারে সম্ভব? বিস্ময়াবিষ্ট শচীমাতা নিমাইএর প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন,—

"মাটি খাইতে জ্ঞানযোগ কে শিখা'ল তোরে ॥
মাটির বিকার অন্ন খাইলে দেহ-পুষ্টি হয়।
মাটি খাইলে রোগ হয়, দেহ যায় ক্ষয় ॥
মাটির বিকার ঘটে পানি ভরি' আনি।
মাটি-পিণ্ডে ধরি যবে, শোষি যায় পানি ॥"

মাতার কথা শ্রবণ করিয়া শিশু নিমাই আর তর্ক না করিয়া বলিলে,—"এই কথা তুমি আমাকে পূর্ব্বে বল নাই কেন? যাহা হউক, এখন যখন জানিলাম মাটি খাওয়া উচিত নহে, তখন আর উহা খাইব না। যখন ক্ষুধা হয় তখন তোমার স্তন্য পান করিব।"

নিমাই সামান্য শিশু নহেন। আর তিনি যে-সকল উক্তি করিয়া থাকেন, তাহা উদ্দেশ্যবিহীন নহে। কোনও শিশুর মুখে ঐপ্রকার দার্শনিক উক্তি শুনা যায় না। সুতরাং ইহা হইতেই নিমাইএর অলৌকিকত্ব বুঝা যায়। যে শিশু বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে না করিতেই যাবতীয় বিদ্যাসম্বন্ধে সকল পড়ুয়াকে প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করিতেন, যে শিশু যুক্তির দ্বারা 'হয়'কে 'নয়'

ও 'নয়'কে হয়' প্রতিপন্ন করিয়া মেধাবী ছাত্র এবং শিক্ষকগণেরও বিস্ময় উৎপাদন করিতেন, সেই শিশুর উক্তি শচীমাতা খণ্ডন করিলেন, তখন কি তিনি নিজমত সমর্থন করিতে পারিতেন না? কিন্তু সেদিকে বিন্দুমাত্রও চেষ্টা প্রদর্শন করেন নাই। ইহার কারণ কি? কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, —নিতান্ত শিশু, তাই প্রতিবাদ করিবার মত বুদ্ধি হয় নাই। কিন্তু যে শিশুর মুখ হইতে ঐসকল দার্শনিক উক্তি বাহির হইতে পারে, তাহার প্রতিবাদ করিবার বুদ্ধি হয় নাই, একথা বলা চলে না। বস্তুতঃপক্ষে মাতার উক্তির প্রতিবাদ হয় না। শিশু নিমাই এর ঐসকল কথা প্রয়োগের গূঢ় রহস্য রহিয়াছে। তিনি কি উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহার ইঙ্গিতও আমরা শচীমাতার কথার প্রতিবাদ না করিবার মধ্যেই পাই। **জ্ঞানযোগের বিচার যে নিতান্ত শিশুসুলভ ও সারহীন তাহা আমরা এই দৃষ্টান্তে দেখিতে পাই।** আর সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়কারী ব্যক্তিগণের চেষ্টাও যে শিশুসুলভ চাপল্য ব্যতীত আর কিছুই নহে, তাহাও শিশু নিমাই কৌশলে জানাইলেন। এইসকল উক্তি খণ্ডন করিয়া সৎসিদ্ধান্ত প্রচার করিবার জন্যই যে মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা শচীদেবীর উক্তির দ্বারা প্রদর্শন করিলেন। 'ক্ষতিগ্রস্ত' ভাব প্রকাশের জন্যই 'মাটি খাওয়া' উক্তিটী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মায়াবাদিগণের জ্ঞানযোগ গ্রহণ যে 'মাটি খাওয়া' ব্যতীত আর কিছুই নহে, তাহার স্পষ্ট নিদর্শন আমরা শচীমাতার উক্তিতে লক্ষ্য করিতে পারি।

কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ পঞ্চোপাসনা প্রথায় বিষ্ণিতর দেববৃন্দকে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুর সহিত সমান জ্ঞান করিয়া যে মূঢ়তা প্রদর্শন করেন, তাহাও বস্তুতঃপক্ষে 'মাটি খাওয়া' কার্য্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। কেবলাদ্বৈতবাদিগণের সেব্য-সেবকের বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করিয়া উভয়কে একাকার করিবার যে চেষ্টা তাহাও 'মাটি খাওয়া' কার্য্যই। বিষ্ণু হইতে সকল জীব জাত বলিয়া সকল জীবই বিষ্ণু, এই যুক্তি নিতান্ত শিশুসুলভ। মানুষ মরণশীল প্রাণী; সেই-জন্য মরণশীল প্রাণী-মাত্রকেই যদি মানুষ জ্ঞান করা হয়, তাহা হইলে যে-প্রকার মূঢ়তা প্রকাশিত হয়, পূর্ব্বোক্ত উক্তিতেও তাহাই প্রদর্শিত হয় মাত্র।

মায়াবদ্ধ জীবগণের দেহ পাঞ্চভৌতিক বলিয়া জীবোদ্ধারকল্পে অবতীর্ণ শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দবিগ্রহও মায়িক হইবে, এইপ্রকার উক্তি-প্রদর্শনও বস্তুতঃপক্ষে 'মাটি খাওয়া' ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীমদ্ বাদিরাজ

তীর্থস্বামী 'যুক্তিমল্লিকার' গুণসৌরভে নির্গুণবাদীকে বলিয়াছেন,—"বিম্ব-সম্বন্ধে স্বাভাবিক গুণের নিয়ম হেতু তোমার ও আমার পক্ষে সগুণ-ব্রহ্মই গতি। তুমিও নির্গুণ-ব্রহ্মের আশা পরিত্যাগ করিয়া সগুণেরই আশ্রয় কর। স্বাভাবিক গুণ-বিশিষ্ট বিম্বভূত সগুণব্রহ্ম এবং ঔপাধিক-গুণবিশিষ্ট প্রতি-বিম্বভূত সগুণব্রহ্ম—এইরূপ ব্রহ্মদ্বয় কল্পনা করিলে গৌরব-দোষ ঘটে। একটিমাত্র গুণব্রহ্মের স্বীকারেই আবশ্যক সিদ্ধি হয় বলিয়া তাদৃশ স্বীকার করিলে তুমি লোকের গৌরবভাজন হইতে পার। মায়াবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তি কর্ত্তৃক মায়াবলে প্রদর্শিত বস্তুসকল মায়িক হইলেও তৎকর্ত্তৃক যেমন তদীয় ইন্দ্রিয় এবং ইচ্ছা ও প্রযত্নাদি গুণসকল মায়িক বলিয়া বিবেচিত হয় না, সেইপ্রকার বিষ্ণুকর্ত্তৃক প্রদর্শিত প্রপঞ্চ মায়িক হইলেও তদীয় দেহ, ইন্দ্রিয় শক্তি, সৌন্দর্য্য, ধৈর্য্য, ভার্য্যা ও ধাম প্রভৃতি বস্তুসকল অমায়িকই হইয়া থাকে। 'স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ'—এই শ্রুতিবাক্যে যে ব্রহ্মের স্বাভাবিক গুণত্ব বলিয়া থাকেন, তিনি তোমার মায়া-উপাধিযুক্ত ব্রহ্মের বিম্বস্বরূপ, তিনিই আমার প্রভু। একটু চিন্তা করিয়া দেখ, তিনি তোমারও প্রভু। সুতরাং তাঁহার নিত্য সেবালাভের জন্যই যত্ন কর।"

মহাপ্রভু ভঙ্গীক্রমে শচীমাতার শ্রীমুখ হইতে যে বাণী বাহির করিয়া সকলকে জানাইয়াছেন, তাহা হইতে আমরা আরও একটী শিক্ষা পাই। তাহা ফল্গুবৈরাগ্যের নিরাস ও যুক্তবৈরাগ্যের গ্রহণসম্বন্ধে। বস্তুতঃপক্ষে বহির্ম্মুখ জনগণের ভোগ্যবিষয়গ্রহণই অচিজ্জাতীয়া চেষ্টা। তাহাতে বিন্দুমাত্রও হরিসেবা নাই। নির্ব্বিশেষবাদিগণ ফল্গুবৈরাগ্য অবলম্বনে ভ্রমক্রমে কৃষ্ণসেবার অনুকূল বিষয়সমূহও প্রতিকূল বিষয়ের সহিত সমজাতীয় বলিয়া মনে করেন। ঐপ্রকার ধারণা যে, প্রাকৃত সিদ্ধান্তের নিতান্ত ভ্রমযুক্ত অস্ফুট বিকাশ তাহা অর্থাৎ তাদৃশ মূঢ় নির্ব্বিশেষ চিন্তার অকর্ম্মণ্যতা মহাপ্রভু মাতার মুখে মৃৎ ও ঘটের স্বাভাবিক উদাহরণ দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন।

চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, অর্হৎ, মীমাংসক, নৈয়ায়িক, বৈশেষিক-বাদ তথা মায়াবাদ এবং সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় প্রভৃতি অদৈব মতবাদসমূহ পরিত্যাগ করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্ব্বক বেদমাতার—"শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে, শবলাচ্ছ্যামংপ্রপদ্যে" উপদেশস্তন্য পান করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

পুণ্যক-ব্রত

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২১শ-বর্ষ, ৭ম-সংখ্যা, ২৭৬ পৃষ্ঠার পর)

এতৎপ্রসঙ্গে মহাভারতের বঙ্গানুবাদক শ্রীকাশীরাম দাস বলিয়াছেন,—

আপন শ্রীমুখে কহিয়াছেন বারবার।
আমা হৈতে নাম বিনা বড় নাহি আর ॥
কৃষ্ণনাম-গুণের নাহিক বেদে সীমা।
বৈষ্ণব সে জানে কৃষ্ণনামের মহিমা ॥
শ্রীকৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণ-নাম ধন বড়।
জপহ কৃষ্ণের নাম চিত্তে করি দঢ় ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া পাইবে কৃষ্ণধাম।
কৃষ্ণের মুখের বাক্য নাহি হয় আন ॥

(মহাভারত আদি পর্ব্ব)

এই উপাখ্যানটী 'হরিবংশ' গ্রন্থের বিষ্ণুপর্ব্বের ৭৬ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। শ্রীকাশীরাম দাস স্বকৃত অনুবাদ মহাভারতের আদি পর্ব্বে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীহরিনাম অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ বস্তু। শ্রীনাম এ জগতের কোন কিছু নহেন. তিনি সৃষ্ট বস্তু নহেন। শ্রীনাম শব্দব্রহ্ম সাক্ষাৎ ভগবান্। শ্রীনাম ভগবানের বর্ণরূপী অবতার। জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু বিভিন্ন শাস্ত্রপ্রমাণ উল্লেখপূর্ব্বক বলিয়াছেন,—

'নাম ভগবৎস্বরূপমেব। অবতরাস্তুস্বৎ পরমেশ্বস্যৈব বর্ণরূপেণাবতারোঽয়ম্।' (ভগবৎসন্দর্ভ)

অর্থাৎ ভগবানের নাম সাক্ষাৎ ভগবানই। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ রাম নৃসিংহাদিরূপে অবতীর্ণ হন, কৃষ্ণনামও তদ্রূপ কৃষ্ণের বর্ণরূপী অবতার।

তাই জগদ্‌গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

নামাশ্রয়ণমপি ভগবদাশ্রয়ণমেব।' (শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১১।৩৯৯ টীকা)

অর্থাৎ নামের আশ্রয়ও ভগবদাশ্রয়ই।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু আরও বলিয়াছেন,—

'নামান্যনন্তানি লৌকিক বৎপ্রতীয়মানান্যপি সচ্চিদানন্দত্বেনালৌকিকানি তদুপাসক-হৃদয়ৈকবেদ্যতত্বানি।' (ভাঃ ১০।৮।১১ টীকা)

অর্থাৎ ভগবন্নামসমূহ বহির্ম্মুখ লোকের নিকট লৌকিকবৎ প্রতীয়মান হইলেও তাহা সচ্চিদানন্দ বলিয়া অলৌকিক বস্তু—ভগবদ্‌বস্তু। ইহা নামোপাসকগণই শুদ্ধ হৃদয়ে অনুভব করেন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগত-নিস্তার॥ (চৈঃ চঃ আদি ১৭।২২)

ভগবান্ ও ভগবদবতার নাম উভয়ই অভিন্ন বা একই বস্তু হইলেও করুণার আধিক্য হেতু কৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণনামের মহত্ত্ব বেশী। ভগবান্ নিজ বিগ্রহের অপেক্ষাও তাঁহার নামকে অধিক ভালবাসেন। জগদ্‌গুরু শ্রীল রূপ গোস্বামীপ্রভু বলিয়াছেন,—

বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নামস্বরূপদ্বয়ং
পূর্ব্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে।
যস্তস্মিন্ বিহিতাপরাধনিবহঃ প্রাণী সমস্তাস্তবে-
দাস্যেনেদমুপাস্য সোঽপি হি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি॥
(নামাষ্টক—৬)

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উক্ত শ্লোকের অর্থে গাহিয়াছেন,—

বাচ্য, বাচক, এই দুই স্বরূপ তোমার।
বাচ্য—তব শ্রীবিগ্রহ চিদানন্দাকার॥
বাচক স্বরূপ তব শ্রীকৃষ্ণাদি নাম।
বর্ণরূপী সর্ব্বজীব আনন্দ বিশ্রাম॥
এই দুই স্বরূপে তব অনন্ত প্রকাশ।
দয়া করি দেয় জীবে তোমার বিলাস॥
কিন্তু জানিয়াছি নাথ বাচক স্বরূপ।
বাচ্যাপেক্ষা দয়াময় এই অপরূপ॥
নাম নামী ভেদ নাই বেদের বচন।
তবু নাম নামী হতে অধিক করুণ॥
কৃষ্ণ-অপরাধে যদি নামে শ্রদ্ধা করি।
প্রাণ ভরি ডাকে নাম 'রাম, কৃষ্ণ, হরি'।
অপরাধ দূরে যায় আনন্দ-সাগরে।
ভাসে সেই অনায়াসে রসের পাথারে॥
বিগ্রহস্বরূপ বাচ্যে অপরাধ করি।
শুদ্ধনামাশ্রয়ে সেই অপরাধ তরি॥
ভকতিবিনোদ মাগে শ্রীরূপ চরণে।
বাচক স্বরূপে নামে রতি অনুক্ষণে॥ (গীতাবলী)

জয় নামধেয় মুনিবৃন্দগেয় জনরঞ্জনায় পরমক্ষরাকৃতে।
ত্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং নিখিলোগ্রতাপপটলীং বিলুম্পসি॥
(নামাষ্টক—২)

জয় জয় হরিনাম, চিদানন্দমৃতধাম, পরতত্ত্ব অক্ষর-আকার।
নিজ-জনে কৃপা করি, নামরূপে অবতরি, জীবে দয়া করিলে অপার॥

জয় হরি কৃষ্ণনাম, জগজন-সুবিশ্রাম, সর্ব্বজন-মানস-রঞ্জন।
মুনিবৃন্দ নিরন্তর, যে নামের সমাদর, করি গায় ভরিয়া বদন॥

ওহে কৃষ্ণনামাক্ষর, তুমি সর্ব্বশক্তিধর, জীবের কল্যাণ-বিতরণে।
তোমা বিনা ভবসিন্ধু, উদ্ধারিতে নাহি বন্ধু, আসিয়াছ জীব উদ্ধারণে॥

আছে তাপ জীবে যত, তুমি সব কর হত, হেলায় তোমারে একবার।
ডাকে যদি কোন জন, হ'য়ে দীন অকিঞ্চন, নাহি দেখি অন্য প্রতিকার॥

তব স্বল্পস্ফূর্ত্তি পায়, উগ্রতাপ দূরে যায়, লিঙ্গ-ভঙ্গ হয় অনায়াসে॥
ভকতিবিনোদ কয়, জয় হরিনাম জয়, পড়ে থাকি তুয়া পদ-আশে॥
(গীতাবলী)

নামী ভগবান্ হইতে নামের করুণাধিক্যের কথা জগদ্‌গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন,—

শ্রীমন্নাম প্রভোস্তস্য শ্রীমূর্ত্তেরপ্যতিপ্রিয়ম্।
জগদ্ধিতং সুখোপাস্যং সরসং তৎসমং নহি॥

(শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ২।৩।১৮৪)

শ্রীমন্নাম প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি হইতেও প্রভুর অতিশয় প্রিয়, যেহেতু সেই নাম কোন অধিকারীর অপেক্ষা না করিয়া জগতের সকলেরই হিতকারী, সুখ্যোপাস্য এবং সরস; অতএব নাম তুল্য অন্য কিছু নাই।

তৎকৃতে টীকা—

অতঃ শ্রীভগবন্নামসংকীর্ত্তনসেবায়ামভির্নিতরাং প্রশম্যতে ইত্যাহুঃ—শ্রীমদিতি সর্ব্বশোভাসম্পত্ত্যতিশয় যুক্তং সদা সর্ব্বত্র সর্ব্বেষ্বেব নিজমহিমভরেণ প্রকাশমানত্বাৎ; অতঃ শ্রীমূর্ত্তে নিজবিগ্রহাদপি সপ্রাশাস্তস্য প্রভোঃ শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরস্য ভগবতোঽত্যন্তপ্রিয়ম্ 'ন তথা মে প্রিয়তমঃ' (ভাঃ ১১।১৪।১৫) ইত্যাদৌ নিজ শ্রীমূর্ত্তিসকাশাদপ্যনেষাং শ্রেষ্ঠতাপ্রতিদনাৎ, ন তু কুত্রাপি নায়ুঃ সকাশাৎ। শ্রীমত্বমেব বিবৃণ্বন্তোঽতিপ্রিয়ত্বে হেতুমাহুঃ—জগতো হিতমধিকার্য্য-নপেক্ষয়া কথঞ্চিৎ কেনাপীন্দ্রিয়েণ সেবনত এব সর্ব্বলোকোপকারিত্বাৎ; যতঃ মুখেনোপাস্যং সেব্যং, জিহ্বাগ্রমাত্রেনৈব সেবনাৎ। যতঃ যতঃ সরসং কোমলমধুরাক্ষরময়ত্বাৎ সচ্চিদানন্দ রসময়ত্বাদ্বা। যদ্বা রসো রাগস্তৎসহিতম্ অব্যাভচারিত্বেন অবশ্যমেব আশু শ্রীভগবৎ প্রেমসম্পাদনাৎ। নাম্ন এব সমং তত্তুল্যং অন্যাৎ কিঞ্চিনাস্তীতি নিরুপমম্।

শ্রীভগবন্নাম সংকীর্ত্তনকে আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধ্য ও সাধন বলিয়া প্রশংসা করি। নাম শ্রীমৎ অর্থাৎ সর্ব্বশোভাসম্পত্ত্যতিশয়যুক্ত। কারণ নাম সর্ব্বকালে, সর্ব্বস্থানে এবং সর্ব্বজনবিষয়ে নিজ মহিমারাশি প্রকটনপূর্ব্বক প্রকাশমান। অতএব শ্রীমূর্ত্তি (নিজ বিগ্রহাদি) হইলেও বৈকুণ্ঠেশ্বর শ্রীহরির নাম তাঁহার অতিশয় প্রিয়। শ্রীমদ্ভাগবতে পাই, শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—"ব্রহ্মা আমার তেমন প্রিয় নয়, শঙ্কর তেমন প্রিয় নয়, সঙ্কর্ষণ তেমন প্রিয় নয়, লক্ষ্মী আমার তেমন প্রিয় নয় এবং স্বয়ং আমিও আমার তেমন প্রিয় নই, হে উদ্ধব! ভক্ত তুমি আমার যেমন প্রিয়।" শ্রীভগবানের এই বাক্য হইতে জানা যাইতেছে যে, ভগবানের নিজ স্বরূপ হইতেও ভক্ত প্রিয়। 'কিন্তু নাম হইতে ভক্ত প্রিয়'—এইরূপ কোন স্থানে বলেন নাই। অতএব নামী শ্রীভগবান্ হইতেও তাঁহার নাম তাঁহার অতিশয় প্রিয়। এইরূপে নামের শ্রীমত্ত্বের অর্থ প্রকাশ করিয়া এখন নামের অতিপ্রিয়ত্বের কারণ বলিতেছেন,—নাম জগতের সকলেরই হিতকারী। কারণ অধিকারীর অপেক্ষা না করিয়া যে কোন ইন্দ্রিয়ে কথঞ্চিৎ সেবা করিলেও নাম নিখিল জীবের উপকার সাধন করিয়া থাকেন। অপি চ শ্রীনাম সুখোপাস্ত অর্থাৎ মুখে অনায়াসে তাঁহার সেবা হইয়া থাকে। কেননা জিহ্বাগ্রে উচ্চারিত হইলেই ইহার উপাসনা সাধিত হয়। অপি চ নাম সরস, যেহেতু নাম কোমল-মধুর অক্ষরময়। অথবা নাম সচ্চিদানন্দরসস্বরূপ বলিয়া সরস। অথবা রস অর্থে রাগ বা প্রেমকে বুঝায় তাহার সহিত নিত্য বর্ত্তমান বলিয়া নাম সরস। কারণ নামসেবার দ্বারা অব্যভিচারীরূপে অবশ্যই শীঘ্র ভগবৎ-প্রেম লাভ হইয়া থাকে। অতএব নামের তুল্য অন্য কোন কিছুই নাই।

শাস্ত্র আরও বলেন,—

হরিনাম হরিস্তত্র হরিনামাতিরিচ্যতে।
নামাবিমুশ্চ ফলদং বিমুশ্চ ফলদো হরিঃ॥ (লঘুভাগবত)

শ্রীহরি ও তাঁহার নাম অভিন্ন হইলেও শ্রীহরি অপেক্ষা তাঁহার নামের করুণা অধিক। কারণ ভগবান্ বিচার করিয়া ফল প্রদান করেন। কিন্তু তাঁহার নাম নির্ব্বিচারে সকলকেই ফল প্রদান করেন। এইজন্যই মহাজন বলিয়াছেন,—

'জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম।' (শ্রীভগবন্নাম কৌমুদী)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ পুরী মহারাজ

বেদে কি ঈশ্বর ভজনের কথা নাই?

আর্য্য ভারতবাসিগণ সকলেই বেদ স্বীকার করেন; যাঁহারা বেদ স্বীকার করেন না, সাত্বত-শাস্ত্রের বিচারে তাঁহারা আর্য্য ভারত-বাসিগণের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন না। বেদ মুখ্যভাবে ভগবদ্ভজনের কথাই বলিয়াছেন। অক্ষজজ্ঞানে যাঁহারা পিয়াজের খোসা ছারাইতে আরম্ভ করেন, তাঁহারা পরিণামে কিছুই না পাইয়া হতাশ ও ভগবানের অস্তিত্বে সন্দিহান হন এবং ম্লেচ্ছ ভাবাপন্ন হইয়া বেদকে অস্বীকার করেন। বস্তুতঃপক্ষে যাঁহারা নাস্তিক—ভগবানের বিভিন্ন প্রকাশ দেখিয়াও যাঁহারা ভগবান্‌কে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত, মাপারাণীর সেই কুণ্ঠাধর্ম্মাশ্রিত সেবকমাত্রই 'ম্লেচ্ছ'-শব্দবাচ্য। কুণ্ঠাধর্ম্মের কবল হইতে মুক্ত হইয়া যাঁহারা বেদ-রহস্য অবগত হইবার সৌভাগ্য পান, তাঁহারা রাধারাণীর দাস্যে নিরন্তর অনুকূল-কৃষ্ণের অনুশীলনকেই জীবনের ধ্রুবতারা করিয়া থাকেন। বেদে বিভিন্ন অধিকারীর জন্য কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের কথা আছে বটে, কিন্তু মুখ্যভাবে ভগবৎসেবার কথাই বেদ প্রকাশ করিতেছেন। বেদান্তের আলোকে বেদরহস্য প্রকাশ করিয়াছেন শ্রীমদ্ভাগবত।

সংসারের জীব আমরা লাভ ও লোকসানের হিসাব না করিয়া কিছুতেই হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছুক নহি। যে বাণিজ্যে অবলম্বনের জন্য হস্ত প্রসারণ করি, আর যাহাতে লাভের সম্ভাবনা অল্প, তাহার জন্য আমাদের তত রুচি নাই। যদি আমরা প্রকৃতিস্থ হইয়া এই লাভ লোকসানের হিসাব করি, তাহা হইলেও ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত অপর কিছুই অবলম্বনীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক বিষয় যাহা, তাহা অনেক সময় জনসাধারণের বুদ্ধির অগম্যও হইতে পারে; কিন্তু যদি কেহ আপনাদিগকে হাতে ধরিয়া সেই সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক বিষয়টি শিক্ষা দিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে সেই শিক্ষা গ্রহণের প্রতি ঔদাসিন্য প্রকাশ করা যে কর্ত্তব্য নহে, একথা বোধ হয় সকলেই সহজেই বুঝিতে পারেন। একটা চিন্তার বিষয় এই হইতে পারে যে, সেই শিক্ষা-গ্রহণে সমর্থ হইব কি না? যদি কেহ সমর্থ প্রদানেরও ভরসা দেন, তাহা হইলে আর নিরাশ হইবার কোনও কারণ থাকে না।

কোন কোন ব্যবসায় আছে, যাহা আপাত দৃষ্টিতে খুবই লাভজনক বলিয়া মনে হয়; কিন্তু পরিণামে হয় ত' এমন লোকসান উপস্থিত হয়,

যাহার পূরণ (make up) আর হয় না। মনে করুন, মালদহে ফজলী আম টাকায় ১০টা বিক্রয় হইতেছে। বোম্বাইতে হয় ত' সেই আম টাকায় দুইটা। পাঁচগুণ লাভের অঙ্ক দেখিয়া আমি কয়েক কোটী আম চালান দিলাম। পথিমধ্যে সবই পচিয়া গেল। যে টাকা দিয়া ক্রয় করিয়াছিলাম, তাহা ত' নষ্ট হইলই, অধিকন্তু রেলওয়ে মাশুলের জন্যও প্রভূত ক্ষতি হইল, আর নিজের শক্তি যে কত নষ্ট হইয়াছে, তাহার ত' ইয়ত্তাই নাই। চিন্তায় চিন্তায় অস্থিচর্ম্মসার হইয়া পড়িলাম। এখন আমরা কর্ম্মকাণ্ডের ব্যবসায়ের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করি, স্বর্গসুখলাভের জন্য কত চেষ্টা করিলাম, কত প্রাণীর প্রাণ নষ্ট করিলাম, প্রভূত লাভের আশায় আহ্লাদে আটখানা হইলাম কিন্তু যেই স্বর্গপথের দিকে অগ্রসর হইতেছি, অমনই সুরথরাজার ন্যায় আমার অবস্থা হইল। যত প্রাণী আমার কবলে প্রাণ হারাইয়াছে, তাহারা সকলেই আমার স্বর্গে যাইবার পথে দাঁড়াইয়া আমার প্রাণ-গ্রহণের প্রতীক্ষা করিতেছে। লাভের স্বপ্নের পরিণাম দেখিয়া চক্ষু স্থির হইল। কিন্তু তাই বলিয়া কি ঐসকল প্রাণী আমাকে ক্ষমা করিবে বা নিষ্কৃতি দিবে? তাহারা প্রত্যেকেই প্রতিহিংসা বোল আনায় গ্রহণ না করিয়া কিছুতেই ছাড়িবে না। আবার অসংখ্য জন্মে প্রতিহিংসা পরিশোধের পর যখন স্বর্গে উপস্থিত হইলাম, তখনও দেখিতে পাইলাম, কর্ম্মের ভোগ শেষ হইতে না হইতেই পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমনপূর্ব্বক ত্রিতাপ যন্ত্রণায় পতিত হইয়া আমি 'পুনর্মূষিকো ভব' দশা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা দেখিয়াও যদি চৈতন্য হয় যে, কর্ম্মকাণ্ডের পচা আমের ব্যবসা আর করিব না, তাহা হইলেও স্বস্তি লাভের সম্ভাবনা আছে।

কর্ম্মের নাগরদোলা সহজে ছাড়িবার পাত্র নহে। তাহার কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য জ্ঞানীর ত্যাগপর উপদেশকে লাভজনক বলিয়া মনে হইল। তথায় ছুটিয়া যাইয়া দেখিলাম, সেইখানে মুক্তি বলিয়া যে ধনের সন্ধান রহিয়াছে, তাহা আত্মালয় বা আত্মহত্যায় পর্য্যবসিত। যাহাতে অস্তিত্বই লোপ পায় এই প্রকার ব্যবসায় করিয়া লাভ কি?

ভক্তিযোগাবলম্বনে অব্যবসায়ী লোকের অস্থির চিত্ত স্থিরতা লাভ করে এবং তাঁহারা পুষ্পিত বাক্যের বহুমানন না করিয়া নিত্যা। বৃত্তির সন্ধানপূর্ব্বক তাহাতে নিত্যস্থিতির জন্যই যত্ন করিয়া থাকেন। ভক্ত বৈকুণ্ঠ-জগতের অধিবাসী হইয়া যে নিত্যা সেবাবৃত্তি লাভ করেন, তাহার তুলনা কোথাও

হয় না। এইজন্যই বেদে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়, শ্রীমদ্ভাগবতে এবং যাবতীয় সাত্বত-শাস্ত্রেই ভক্তিযোগ আশ্রয়ের জন্যই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

প্রাণিমাত্রই আনন্দের প্রার্থী। ভক্ত অধোক্ষজ-তত্ত্বের সেবায় যে আনন্দ লাভ করেন, কর্ম্মযোগের প্রাপ্যত' দূরে থাকুক, জ্ঞানযোগের প্রাপ্য ব্রহ্মানন্দও তাহার নিকট খাতোদক বলিয়া বিবেচিত হয়। লোকে নিকৃষ্ট জিনিষসহ অবস্থান করেন ততদিন, যতদিন না উৎকৃষ্ট জিনিষ প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মীর লোভনীয় জ্ঞানমার্গ; কারণ, জ্ঞানমার্গ কর্ম্মমার্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আবার জ্ঞানমার্গ অপেক্ষা ভক্তিমার্গ আরও শ্রেষ্ঠ। বহু কর্ম্মীর জ্ঞানমার্গ অবলম্বনের কথা শুনা যায়। আবার শুকদেব, বিল্বমঙ্গলপ্রমুখ ঋষিগণ প্রথমতঃ জ্ঞানমার্গ অবলম্বনে ব্রহ্মানন্দের অধিকারী হইয়াও ভক্তিপ্রভার নিকট জ্ঞানকে ক্ষীণপ্রভ দেখিয়া ভক্তিরই আশ্রয় করিয়াছেন। শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে বলিয়াছেন,—

"অদ্বৈতবীথী পথিকৈরুপাস্যাঃ স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।
হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥"

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাপ্রভুর কৃপায় দিগ্বিজয়ীর দম্ভ-পরিত্যাগপূর্ব্বক তৃণ হইতে সুনীচ হইয়া ভক্তির আশ্রয়ে মহাপ্রভুর নিকট শরণাগতির কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"তাবৎ রাজ্যাদি-পদ সুখ করি' মানে।
ভক্তিসুখমহিমা যাবৎ নাহি জানে ॥
রাজ্যাদি সুখের কথা সে থাকুক দূরে।
মোক্ষ-সুখও অল্প মানে কৃষ্ণ-অনুচরে ॥
ঈশ্বরের শুভদৃষ্টি বিনা কিছু নহে।
অতএব ঈশ্বরভজন বেদে কহে ॥"

উপরে যাহা আলোচিত হইল, তাহাতে সহজেই অনুমেয় যে ভগবৎ-সেবোন্মুখতারূপ আত্ম-বৃত্তির উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত বদ্ধজীবগণের হৃদয়ে প্রপঞ্চের লোভনীয় বস্তুসমূহের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয় বটে, কিন্তু নিজ স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হইলে উক্ত পুরুষগণ ইন্দ্রিয়-সুখদ জড়বস্তুসমূহকে অকিঞ্চিৎকর জানিয়া জগতের অভ্যুদয় প্রভৃতিতে উদাসীন হন। দেহ ও মন ভগবদ্-বৈমুখ্যকেই একান্ত উপাদেয় জ্ঞানে ভোগের অন্বেষণ করে। স্বরূপ বিস্মৃতির ফলে ভগবৎ-সেবনরূপ নিত্যধর্ম্ম আচ্ছাদিত হইলে জড়ভোগই বদ্ধজীবের

একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় হইয়া পড়ে। কিন্তু জীবের নিত্যধর্ম্ম ভগবৎসেবা উন্মেষিত হইলে ভোগের ব্যাপারগুলিকে নশ্বর ও অনুপাদেয় বলিয়া বোধ হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মাস্তবে দেখিতে পাইতেছি,—

তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥ (ভাঃ ৩।৯।৬)

কর্ম্মিগণের বিচরণ-ভূমিকা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ: আর জ্ঞানিগণের প্রাপ্য মোক্ষ। এই চতুর্ব্বর্গ সর্ব্বদাই ভক্তের নিকট মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করে। ঠাকুর বিল্বমঙ্গল এতদ্বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে বলিতেছেন,—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥

কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণের প্রাপ্য চতুর্ব্বর্গ অপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে আমরা নিম্নে আরও কয়েকটি শাস্ত্রবাণী উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটি-ব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু॥
পঞ্চমপুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে একবিন্দু॥
কৃষ্ণনামে যে আনন্দ-সিন্ধু-আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তা'র আগে খাতোদক-সম॥ (চৈঃ চঃ)

"ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো।" (হঃ ভঃ সুঃ)

"মনাগেব প্ররূঢ়ায়াং হৃদয়ে ভগবদ্রতৌ।
পুরুষার্থাস্তু চত্বারস্তৃণায়ন্তে সমন্ততঃ॥
ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ।
নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি॥ (ভঃ রঃ সিঃ)

ত্বৎকথামৃত-পাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ।
কুর্ব্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্ব্বর্গং তৃণোপমম্॥

তত্রাপি চ বিশেষেণ গতিমত্বীমনিচ্ছতঃ।
ভক্তিহৃতমনঃপ্রাণান্ প্রেম্ণা তান্ কুরুতে জনান্॥
শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজ-সেবা-নির্বৃতচেতসাম্।
এবং মোক্ষায় ভক্তানাং ন কদাচিৎ স্পৃহা ভবেৎ॥"
(শ্রীধরকৃত ভাবার্থদীপিকা)

ভক্তিরেবৈনং নয়তি। ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি। ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি"। (ব্রহ্মসূত্রের ৩।৩।৫৩ সূত্রের শ্রীমধ্বভাষ্যধৃত মাঠর-শ্রুতি-বচন।)

যস্ত দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ। (শ্বেতাশ্বঃ ৬।২৩)

অতএব দেখা যাইতেছে বেদ জীবের প্রতি করুণাপরবশ হইয়াই ভগবদ্ভজনের উপদেশ দিয়াছেন। ভক্তগণ আত্মসুখের জন্য কোনও কিছুর প্রার্থী না হইয়াও যখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকেন এবং ভক্তি-যোগের আচার্য্যদেব যখন সংসারের কোটীকণ্টকরুদ্ধ মার্গের মধ্যেও নিরাপদে লইয়া যাইয়া সেবককে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনে ধনী করিতে প্রতিশ্রুত, তখন লাভার্থীর ভক্তিপথ ও ভক্তিযোগের আচার্য্যবরের পাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতীত আর কি কার্য্য থাকিতে পারে?

—শ্রীবিশ্বরূপদাস ব্রহ্মচারী, বি.এ

শ্রীগুরুপদাশ্রয়ের তাৎপর্য্য

পার্থিব উন্নতিকামী গৃহাসক্ত কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ মানবগণ নিসর্গজ স্বভাব বশতঃ সর্ব্বদাই স্বরূপতত্ত্বালোচনায় উদাসীন থাকে। তাহারা বাহ্যজগতের নানাবিধ প্রলোভনীয় বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া বিষয়ভোগাভিজ্ঞ জননায়ক বা কর্ম্মীগুরুর পদাশ্রয় করতঃ তাহারই নিকট ভুক্তিপিশাচীর বীজমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া থাকে। আবার কেহ কেহ খট্টা-ভঙ্গে ভূমিশয্যায় প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতঃ মুক্তিপিশাচীর বরপুত্র-স্বরূপ গুরুব্রুব জ্ঞানীর মন্দোদয় কৃপালাভপূর্ব্বক আত্মবিনাশমন্ত্রের বহুমানন করিতে বাধ্য হয়। ফলতঃ যে কাল পর্য্যন্ত অবিদ্যাগ্রস্ত জীব দেহধর্ম্মে ও মনোধর্ম্মে আসক্তিবিশিষ্ট থাকে, তাৎকালিক তাহার আত্মমঙ্গললাভের সূচনা সুদূরপরাহত। তবে যাঁহারা নিষ্কপটভাবে নিত্যা আত্মবৃত্তি দ্বারা বাহ্যজগতের ইন্দ্রিয়পরবশতা অতিক্রম করিয়া সর্ব্বাত্মা

দ্বারা সদ্‌গুরুর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রিত হন, তাঁহাদিগকেই ভগবান্ অনন্তদেব কুণ্ঠাধর্ম্ম হইতে উদ্ধার করিয়া স্বীয় অনুকম্পা বিতরণ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক ভক্তজীবন লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চতুঃষষ্টি সাধনভক্ত্যঙ্গের পরম মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় একান্ত কর্ত্তব্য। যাহারা সদ্‌গুরুর শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয়ে বিরত, তাহাদের ভগবদ্ভক্তিতে কোনকালে অধিকার লভ্য হয় না। **আশ্রয়গ্রহণ ব্যতীত তপস্যা, দান, যোগ, সদাচার ও প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অনুষ্ঠানসমূহ এবং শ্রবণ, কীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গগুলিও সুফল প্রসব করিতে পারে না।** আশ্রিত বা শরণাগত না হইয়া শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিলে সুকৃতি সঞ্চিত হয় মাত্র। প্রকৃত মঙ্গললাভ অর্থাৎ কৃষ্ণে মতি হওয়া সদ্‌গুরু-পদাশ্রয়ের অপেক্ষা করে। তজ্জন্য ছান্দোগ্যোপনিষদ্ বলেন যে, "আচার্য্যবান্ পুরুষ বেদ" অর্থাৎ আচার্য্য হইতে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তি সেই পরব্রহ্ম জানিতে পারেন। কিন্তু যে-কাল পর্য্যন্ত দীক্ষাদাতা শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে বেদসমীপে উপনীত করিবার অযোগ্য জ্ঞান করেন, তৎকালাবধি তিনি শিষ্যের যোগ্যতা পরিদর্শন করিয়া থাকেন। শিষ্যও সর্ব্বকাল ভগবৎ-প্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম দর্শনের প্রারম্ভিক যোগ্যতা লাভ করতঃ ক্রমশঃ গুণবান্ হইয়া থাকেন। অবৈষ্ণব গুরুব্রুবের নিকট যে দীক্ষানুষ্ঠানরূপ ছলনা বা অভিনয় দেখা যায় তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে শিষ্যের আশ্রয় গ্রহণ এবং গুরুদেবের দীক্ষাপ্রদান ব্যাপার নহে। যেখানে দীক্ষানুষ্ঠানের পরও শিষ্যকে পাপিষ্ঠ রাখিবার আয়োজন, যেখানে দীক্ষা-বিধি দ্বারা শোধনকার্য্যের অভাব জানিতে হইবে। বিষ্ণুযামল বলেন,—

অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা॥

[কলিতে অর্থাৎ বিবাদ-তর্কে শৌক্রব্রাহ্মণের শুদ্ধতা নাই, তাঁহারা শূদ্রসদৃশ মাত্র। তাঁহাদের বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানমার্গে নির্ম্মলতা নাই—পাঞ্চরাত্রিক-বিধানেই তাঁহাদের শুদ্ধি।]

কলিকালে কেহই আপনাকে কিরাতাদি পাপ-যোনি-সম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব অনুভব করেন না। পরন্তু তাঁহাদের ব্রাহ্মণাদি পরিচয়ও কলিকালে শুদ্ধভাবাপন্ন নহে। অতএব বর্ত্তমান যুগে অন্ত্যজ ও শূদ্রসাম্য দ্বিজাতিগণ আশ্রয়গ্রহণফলে শ্রীগুরুকৃপালব্ধ বিদ্যজ্ঞান লাভ করিয়া ইহজন্মেই সবন-যজ্ঞাধিকার লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু জ্ঞানী ও যোগিগণের

দীক্ষানুকরণকে দীক্ষা বা দীব্যজ্ঞান বলা যাইতে পারে না। কারণ তাহাদের মতানুসারেই গুরু ও শিষ্যসম্বন্ধ ব্যবহারিক এবং অনিত্য অর্থাৎ তাহাদের মতে তাহাদের প্রাপ্য জ্ঞানলাভের পর গুরুশিষ্যরূপ ভেদজ্ঞান বা ভ্রমের অবকাশ নাই এবং তাঁহারা বলেন যে, আচার্য্য ও আচার্য্যের উপদিষ্ট জ্ঞান শিষ্যোপদেশের নিমিত্ত কল্পিত হইয়াছে। জ্ঞানিগণের এইরূপ বালযুক্তি-প্রসূত হাস্যাস্পদ সিদ্ধান্তসমূহ সুধীসমাজের সমালোচনীয় ব্যাপার না হইলেও কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের হিতসাধনোদ্দেশে বলা যাইতে পারে যে, এইরূপ কল্পিত আচার্য্যের উপদিষ্ট কল্পিত জ্ঞান দ্বারা কল্পিত শিষ্যের কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে? যদি রজতরূপে প্রতীয়মান শুক্তি দেখিয়া রজতার্থী কোন ব্যক্তি রজত আহরণের নিমিত্ত তাহাতে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে তাঁহার সেই প্রযত্ন যেরূপ বিফল হয় অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে রজত লাভ হয় না, তদ্রূপ নির্ভেদজ্ঞানানুসন্ধিৎসুগণের মতে নির্ব্বিশেষজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা বিবেচিত হওয়ায় মোক্ষলাভের জন্য গুরুপদাশ্রয়ের অভিনয় এবং তাহা হইতে শ্রবণ প্রভৃতি বিষয়ের প্রযত্নও অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া নিষ্ফল হইয়া পড়ে। কোন কারাগারে আবদ্ধ পুরুষকে স্বপ্নে যদি কোন পুরুষ উপদেশ করে যে, "তুমি কারাগার হইতে মুক্ত হইয়াছ" এবং সেই বাক্য হইতে স্বপ্নাক্রান্ত পুরুষের যদি এইরূপ জ্ঞান হয় যে আমি বন্ধন মুক্ত, তাহা হইলে যেমন সেই কার্য্যকরী হয় না; বস্তুত জাগ্রত হইয়া সে নিজেকে বন্ধনগ্রস্ত দেখিতে পায়, তদ্রূপ "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বেদবাক্যের অর্থবাদ হইতে উৎপন্ন জ্ঞান ও অবিদ্যাকল্পিত বাক্যজাত বলিয়া অবিদ্যাত্মক হেতু উক্ত জ্ঞানের দ্বারা জীবের অবিদ্যা-নাশ ও দিব্যজ্ঞানোদয় হইতে পারে না। অতএব প্রমাণিত হইল যে, অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞাননিষ্ঠগণের গুরু-পদাশ্রয়ের অনুকরণ-চেষ্টা তত্ত্বকোবিদগণের প্রতিপাদ্য বিষয় নহে। অপ্রাকৃত নিত্য সত্য শ্রীগুরুদেব দিব্যজ্ঞান-প্রভাবে বদ্ধজীবকে মুক্ত ভূমিকায় আকর্ষণ করিয়া যে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, তাহাই দীক্ষা নামে চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং তাহাই প্রকৃতপক্ষে জীবের শ্রীগুরুপদাশ্রয় বলিয়া মুহুর্মুহু বেদশাস্ত্রসমূহ তারস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ

মহারাজ প্রতাপরুদ্রের ইতিবৃত্ত

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট-সময়ে গঙ্গাবংশীয় রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্র উড়িষ্যা দেশ শাসন করিতেন। ইনি শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের আদি প্রতিষ্ঠাতা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের বংশধর বলিয়া বিখ্যাত।

ভগবদ্ভক্তির বাধক জন্মৈশ্বর্য্যাদির অধিকারী হইয়াও ইনি মহাপ্রভুর নিষ্কিঞ্চন ভক্ত হইয়াছিলেন। ভক্তিতে তাঁহার ঐকান্তিক দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি কৃপা করিয়াছিলেন।

"হরির্দীনোদ্ধারী গজপতিকৃপোৎসেক-তরলঃ"।

স্তবমালা (শ্রীরূপ)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপালাভের জন্য আগ্রহ

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসগ্রহণের পর শ্রীশচীদেবী এবং শ্রীঅদ্বৈতাদি শুদ্ধ ভক্তগণের নির্দ্দেশক্রমে নীলাচলে অবস্থান করিবার পর দাক্ষিণাত্য উদ্ধার-কল্পে দক্ষিণপ্রদেশে-ভ্রমণে বহির্গত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর যাত্রার পর মহারাজ প্রতাপরুদ্র একদিন মহাপ্রভুর ভক্ত সার্ব্বভৌমের সহিত সাক্ষাৎ করেন। যথোচিত বৈষ্ণবসম্মানান্তর তিনি প্রভুর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। রাজা বলিলেন, "গৌর হইতে আগত একজন মহাপুরুষ আপনার গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন এবং লোকমুখে ইহাও অবগত আছি যে, তিনি আপনাকে প্রচুর কৃপা করিয়াছেন। এখন আপনি যদি আমার প্রতি কৃপা করেন, তাহা হইলেই আমি তাঁহার দর্শন পাই।"

ভাগবতের কৃপায়ই ভগবদ্দর্শন সম্ভব

ভগবদ্দর্শনের যে একমাত্র উপায় বৈষ্ণব-কৃপাশ্রয়, প্রতাপরুদ্র তাহাই করিলেন। তাঁহার ধন এবং জনবলের প্রাচুর্য্য যথেষ্টই ছিল, কিন্তু তিনি সে-সকলের উপর নির্ভর না করিয়া এমন একজনের নিকট আপনার আবেদন জানাইলেন যাঁহাকে তিনি মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপাপাত্র বলিয়া জানিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর ভক্তের আশ্রয়ে মহাপ্রভুকে দর্শন করাই তাঁহার নিকট শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। ভগবৎসাক্ষাৎলাভের ইহাই একমাত্র পন্থা—

"অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং জগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥"

(ভাঃ ১০।১৪।২৯)

ভগবৎ-কৃপাব্যতীত পাণ্ডিত্যাদি কোন কিছুর দ্বারাই ভগবান্‌কে জ্ঞাত হওয়া যায় না ; একমাত্র বৈষ্ণবের কৃপাই জীবকে ভগবৎ-কৃপা দান করেন।

"বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
এহেন পামর প্রতি হবেন সদয়॥" (মহাজনপদাবলী)

আচর্য্য ধর্ম্মং পরিচর্য্য বিষ্ণুং বিচর্য্য তীর্থান্ বিচার্য্য বেদান্॥
বিনা ন গৌরপ্রিয়পাদসেবাং বেদাদিদুষ্প্রাপ্যপদং বিদন্তি॥
(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ২২ শ্লোক)

[বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মের আচরণ, বিষ্ণুর অর্চ্চামূর্ত্তির পূজা, তীর্থপর্য্যটন এবং বেদার্থবিচারে সুনিপুণ হইয়াও শ্রীগৌরভক্তদিগের চরণসেবা-ব্যতিরেকে বেদাদিদ্বারা দুষ্প্রাপ্য বৃন্দাবনাদি স্থান কেহই লাভ করিতে পারে না।]

সার্ব্বভৌমের নিকট মহাপ্রভুর তত্ত্ব-অবগতি

রাজার বৈষ্ণবে অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও সার্ব্বভৌম তখন তাঁহাকে আশ্বাস দিতে পারিলেন না। রাজাকে জানাইলেন যে, মহাপ্রভু বিরক্ত সন্ন্যাসী ; তিনি রাজ-দর্শন করিবেন না। ইহা ব্যতীত যদিও বা অসম্ভবকে সম্ভব করান যাইত, কিন্তু এখন কোন উপায় নাই—কারণ তিনি তীর্থপর্য্যটনে গমন করিয়াছেন। রাজা তাহাতে সরলান্তঃকরণে প্রশ্ন করিলেন যে, শ্রীজগন্নাথ-ক্ষেত্র ছাড়িয়া তিনি কেন তীর্থপর্য্যটনে গেলেন? ছল তর্ক উঠাইবার নিমিত্ত রাজা প্রশ্ন করেন নাই ; কারণ তাহা হইলে এককথাতেই সার্ব্বভৌমের মীমাংসা মানিয়া লইতে পারিতেন না। সিদ্ধান্ত বুঝিবার উদ্দেশ্যে এবং আপন মীমাংসার 'দর্চে'র নিমিত্ত সাধুগণ মহান্তদিগের নিকট প্রশ্ন করিয়া থাকেন. সার্ব্বভৌম বলিলেন ;—**"তীর্থ পবিত্র করিতে এবং সেই সঙ্গে গৃহমেধিগণকে গৃহকূপ হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত ভগবদ্ভক্তগণ তীর্থে বিচরণ করিয়া থাকেন ; বৈষ্ণবের ইহা একটী নিশ্চল স্বভাব।** শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু বস্তুতঃ যদিও জীব নহেন, স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তাঁহার ক্রিয়া-কলাপের কারণনির্ণয় জীবের কা কথা, ব্রহ্মাদিরও সাধ্য নাই, তবুও তিনি ভক্তরূপ গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই জন্যই ভক্তের লীলা-লক্ষণ দ্বারা তাঁহার লীলা নিরূপণ করা যাইতে পারে"। রাজা অনুযোগ জানাইলেন, "আপনি কেন তাঁহাকে পায়ে ধরিয়া অনুনয় করিয়া রাখিলেন না ?" উত্তরে সার্ব্বভৌম বলিলেন, "তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ। ভগবদ্বস্তু কাহারও অনুরোধ উপরোধাদির বশ নহেন।" রাজা তখন

সার্ব্বভৌমের বাক্যে গভীর বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক কহিলেন, "আপনার বাক্যানুসারেই আমি মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া জানিলাম।"

বৈষ্ণবশ্রদ্ধার ফল

বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাদ্বারা ভক্তি লাভ হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার 'শ্রদ্ধা অর্থে সুদৃঢ় বিশ্বাস' নির্ণয় করিয়াছেন। সুকৃতি প্রতাপরুদ্রের মহাজন-বাক্যে এই বিশ্বাসেই ভক্তির উদয় এবং নিত্যমঙ্গল লাভ হইয়াছিল।

প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌমকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াও ক্ষুব্ধ হন নাই। সেদিনব প্রসঙ্গের উপসংহারে— মহাপ্রভু পত্যাবর্ত্তন করিলে দর্শন করাইবার জন্য সার্ব্বভৌমকে পুনরায় অনুরোধ করিলেন। পরে সার্ব্বভৌমের অনুরোধ-ক্রমে কাশীমিশ্রের ভবন প্রভুর বাসস্থানরূপে নির্দ্দেশ করিয়া সার্ব্বভৌমকে বিদায় দেন।

রাজার মহাপ্রভু দর্শনাভিলাষ সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম ও মহাপ্রভু

ইহার অনতিকালপরেই মহাপ্রভু পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এবং কাশীমিশ্রের ভবনে অবস্থান করিলেন। এই সময়ে সার্ব্বভৌম একদিন মহাপ্রভুর নিকট প্রতাপরুদ্রের বিষয় উত্থাপন করিতেই মহাপ্রভু প্রবল আপত্তি জানাইলেন।

"বিরক্ত সন্ন্যাসী আমার রাজ-দরশন।
স্ত্রী-দরশন-সম বিষের ভক্ষণ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ১১।৭)

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥
(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় ৮।২৪)

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"আপনার বচন সত্য কিন্তু রাজা শ্রীজগন্নাথের সেবক এবং ভক্তোত্তম রাজা হইলেও তিনি বিষয়ী নহেন"। মহাপ্রভু তথাপি বলিলেন,—"সহস্র গুণ থাকা সত্ত্বেও সে রাজা এবং সেইজন্যই সন্ন্যাসীর নিকট কালসর্পাকার"।

আকারাদি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।'
যথাহের্মন সঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকৃতেরপি॥"
(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় ৮।২৫)

"সর্পের আকৃতির ন্যায় বিষয়ী এবং স্ত্রীলোকের আকৃতি চিত্তে ভীতি এবং ক্ষোভের সঞ্চার করে।" এই কথার সহিত তিনি আরও জানাইলেন

যে, যদি এই বিষয় লইয়া তাঁহাকে অধিক পীড়াপীড়ি করা হয়, তাহা হইলে তিনি তাঁহাদের সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক আলালনাথে গমন করিবেন। সার্ব্বভৌম ভয় পাইয়া আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না, কিন্তু রাজার জন্য চিন্তিত হইয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মহাপ্রভু দর্শনার্থ রাজার ব্যগ্রতা

রাজা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর প্রত্যাবর্ত্তন-বার্ত্তা শুনিবামাত্রই পত্রীযোগে সার্ব্বভৌমের নিকট দর্শন-প্রার্থনা জানাইয়া পুরী যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। প্রত্যুত্তরে সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর আপত্তির কথা জানাইলেন। রাজা তখন দ্বিতীয় পত্রীযোগে জানাইলেন যে, রাজা বলিয়াই যখন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাহাকে দর্শন দিতে বিরত হইতেছেন, তখন তাহার রাজ্যপদের আর কোন প্রয়োজন নাই; তিনি বরঞ্চ যোগিবেশ ধারণ করিয়া ভিখারী হইবেন। তিনি আরও জানাইয়াছিলেন যে, প্রভুর নিকট যে-সকল ভক্ত আছেন সকলেই যেন তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করেন।

দর্শনদানে মহাপ্রভু অস্বীকৃত

বৈষ্ণববৃন্দ রাজার ভক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সকলে মিলিয়া যুক্তি করিলেন যে, মহাপ্রভুকে দর্শন দিবার নিমিত্ত অনুরোধ করা সঙ্গত হইবে না, কারণ তিনি ইহাতে কিছুতেই সম্মত হইবেন না, উপরন্তু অনুরোধ করিলে দুঃখ বোধ করিবেন। অতএব সে-সব বিষয় কিছু না বলিয়া রাজার আচরণ প্রভুকে জ্ঞাত করান হউক। যুক্তিক্রমে নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর নিকট প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া রাজার আচরণ এবং সংকল্প জানাইলেন। মহাপ্রভু পূর্ব্ববৎ তাঁহাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। মহাপ্রভুর হৃদয় রাজার আচরণ শ্রবণে দ্রবীভূত হইয়াছিল, তথাপি লোক-শিক্ষার নিমিত্ত আপত্তি জানাইলেন এবং দামোদর পণ্ডিতের উপর কটাক্ষ করিয়া কহিলেন,—

"পরমার্থ থাকুক লোকে করিবে নিন্দন।
লোকে রহু, দামোদর করিবে ভর্ৎসন॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১২।২৪)

তখন অপার করুণাময় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন, "তোমাকে রাজদর্শন করিতে আমি বলিতেছি না।"

"কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয়।
ইষ্ট না পাইলে নিজ-প্রাণ সে ছাড়য়॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১২।৩১)

তৎপর উদাহরণ-স্বরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের যাজ্ঞিকবিপ্রপত্নিগণের আখ্যান উল্লেখ করিলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যুক্তি দিলেন যে, মহাপ্রভুর একখানি বহির্ব্বাস রাজাকে পাঠান হউক, তাহা হইলে রাজার প্রতি প্রচুর কৃপা আছে ইহা সে উপলব্ধি করিতে পারিবে এবং ভবিষ্যতে কখনও দর্শন পাইতে পারে অন্ততঃ এই আশায়ও জীবনধারণ করিতে পারিবে। এ প্রস্তাব মহাপ্রভু সমর্থন করিলেন। তখন গোবিন্দের নিকট হইতে একখানি বহির্ব্বাস লইয়া নিত্যানন্দ প্রভু সার্ব্বভৌমকে দিলেন এবং সার্ব্বভৌম উহা রাজাকে পাঠাইলেন। রাজাও সেই বহির্ব্বাস অত্যন্ত আনন্দিতচিত্তে গ্রহণ করিলেন এবং মহাপ্রভুর বিগ্রহ-স্বরূপ-জ্ঞানে পূজা করিতে লাগিলেন।

মহাপ্রভু দর্শনদানে অস্বীকৃত কেন ?

মহাপ্রভু অত্যন্ত করুণহৃদয় এবং সর্ব্বান্তর্য্যামী। রাজার অন্তঃকরণ তাঁহার অবিদিত ছিল না। তথাপি লোক-শিক্ষা-কল্পে এবং গজপতিরও দর্শনোৎকণ্ঠা বর্দ্ধন ও তাঁহার সেবাবৃত্তি-প্রকাশ-মানসেই দর্শন-দানে বিরত ছিলেন; নিজের সন্ন্যাসধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত ঐরূপ করেন নাই। তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তাঁহার প্রতি কোন বিধিনিষেধ থাকিতে পারে না; তবে বদ্ধজীব-কুলের ভিতর যাঁহারা ভবসাগর পার হইবার নিমিত্ত সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্তই বার বার সন্ন্যাস-ধর্ম্মের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই সঙ্গে সেবোন্মুখ ভক্তগণকেও ইষ্টদেব অদর্শনে ভক্তের উৎকণ্ঠা কিরূপ হয়, তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। ভগদ্বিরহে ভক্তজীবন ভারস্বরূপ বোধ করেন এবং মৃত্যুই তাঁহার নিকট শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু সেবাচেষ্টা-স্তব্ধ হয় না বরং অধিকতর উৎসাহের সহিত তাঁহার বিপ্রলম্ভময়ী সেবা-বৃত্তি বর্দ্ধিতা হয়। ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া তাঁহার অনুযোগ আসে না পরন্তু হৃদয়ে দৈন্যের উদ্রেক হয়। প্রতাপরুদ্রের আচরণে ইহাই দৃষ্ট হয়। মহাপ্রভুর অদর্শনে যতই দিন যাইতেছে ততই তাঁহার উৎকণ্ঠা বাড়িতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণববৃন্দের এবং মহাপ্রভুর সেবা করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইতেছেন। মহাপ্রভু এই অহৈতুকী সেবা জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত কৃপা-প্রকাশে বিলম্ব করেন। (ক্রমশঃ)

—প্রকাশকের সংগৃহীত

পূজা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২১শ-বর্ষ, ৪র্থ-সংখ্যা, ১৫১ পৃষ্ঠার পর)

জাগতিক ইতিহাসে আমরা এমন নৃশংস-চরিত্রের উদাহরণও পাই যে, অত্যন্ত রাজ্যলোলুপ হ'য়ে পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসন পা'বে জেনেও সেপর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্‌তে সে রাজী হয় না। পিতাকে নিজ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অভিপ্রায়ে একটু অতিরিক্ত ভক্তিপূজার অভিনয় দ্বারা আকৃষ্ট ক'রে অবশেষে তা'র প্রাণবধ ক'রে নিজে সিংহাসনে আরোহন করে। নির্ব্বিশেষবাদী পূজকদের ভক্তিপূজাও ঐপ্রকারের—ভগবান্‌কে বিনাশ ক'রে তাঁ'র আসনে বসবার দুর্ব্বুদ্ধি।

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥" (গীতা ৭।৩)

[অসংখ্য জীবগণের মধ্যে কখন কেহ কেহ মনুষ্য হয়, সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কেহ কেহ স্ব-পরাত্ম অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরাত্মার দর্শন নিমিত্ত যত্ন করেন; তাদৃশ যত্নশীল স্ব-পরাত্মদর্শী সহস্র সহস্র ব্যক্তির মধ্যেও কেহ কেহ মাত্র (শ্যামসুন্দরাকার) আমাকে সাক্ষাৎ অনুভব করেন।]

সুতরাং তাঁ'দের পূজার ছলনাকে প্রকৃত পূজার সঙ্গে এক আসনে বসান যেতেই পারে না। পঞ্চোপাসনা ও 'যত মত তত পথ' মতবাদ এই সমস্ত দুর্ব্বুদ্ধির কারখানায় তৈয়ারী। যে-কোন নূতন ভুঁইফোড় মতবাদ হউক না কেন, সবই এই কৈতবপূর্ণ পূজার পতাকাতলে আশ্রয় নিয়ে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা কর্‌তে পারেন, কোন অসুবিধা নেই। চরমে যখন মতের কোনই আবশ্যক হবে না, নির্ব্বিশেষ-সাগরে সব বিসর্জ্জন দিয়ে ব্রহ্মে বিলীন হ'য়ে যেতে হ'বে, তখন আর চিন্তা কি? এঁরা বলেন যতক্ষণ নিম্নস্তরে থাকা যায় ততক্ষণ সঙ্কীর্ণতা মতবাদ নিয়ে বৃথা তর্ক, বস্তুতঃ সবই এক। একটু উপরে উঠ্‌লে সব এক ভূমিকায় উপস্থিত হয়। তখন নিম্নের ঐ বহুত্ব ঊর্দ্ধের একত্বে বিলীন হ'য়ে যা'বে, সুতরাং যে যা কর্‌ছে, সবই ভাল কর্‌ছে। উপরে উঠ্‌লে সবই যখন সমান ভ'য়ে যাবে, তখন কাহাকেও কিছু বল্‌বার আবশ্যকতা নাই, 'তুম্‌ভি চুপ্‌ হাম্‌ চুপভি'। এঁদের ধারণায় সতী-অসতী, চোর-সাধু, বিষ্ঠা-চন্দন, শাস্ত্র ও মনের খেয়াল, ভগবান্‌ ও জীব, দরিদ্র ও নারায়ণ, পূজা ও অবজ্ঞা সব একাকার। আজ যে বহুত্ব, দুদিন ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা

কর্‌লেই সকলেরই একত্ব। ইহারই অপর নাম মায়াবাদ। এরাও ভগবানের পূজা-আরতি করে। এদের সম্বন্ধে বৈষ্ণব মহাজন বলিয়াছেন,—

"ধিক্ তার কৃষ্ণসেবা শ্রবণ কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন॥"

এই পূজায় পূজ্যের কোনও ইন্দ্রিয়-তর্পণ নাই—আছে পূজ্যকে দিয়ে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়ে নেবার দুর্ব্বুদ্ধি। এই প্রকারের পূজা করার চেয়ে পূজা মোটেই না করা অনেক ভাল। দূর থেকে যত্নে বাদাম ভেঙ্গে এনে শালগ্রামকে নিবেদন কর্‌তে হয়। কিন্তু নিজের রসনার-তৃপ্তির জন্য ঠাকুর ঘরে গিয়ে শালগ্রাম দিয়ে বাদাম ভেঙ্গে ভোজন করবার অভিপ্রায়ে যদি শালগ্রামের শ্রীঅঙ্গকেই স্পর্শ করে এবং অপর একজন একান্ত ভক্ত যদি শালগ্রামকে যত্নে চন্দন-চর্চ্চিত কর্ব্বার অভিপ্রায়ে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করেন তা'হ'লে কি দু'জনের গতি এক হ'বে? দু'জনার কার্য্যের এক ফল হ'বে? মায়াবাদীরা বলেন,—তাই হবে। কিন্তু সুধীসমাজ একটু স্থির হ'য়ে এ'বিষয়ে চিন্তা ক'রে দেখ্‌বেন। যুক্তি কিম্বা শাস্ত্র কোন কিছু দ্বারাই এই পূজা (?) বহুমানিত হ'তে পারে না। বস্তুতঃ এই প্রকার পূজা পূজাই নয়—ভোগ, আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ; এগুলিও কিন্তু বাজারে পূজা ব'লেই চল্‌ছে।

একান্ত সেবকের পূজা ও মায়াবাদীর অপরাধময়ী পূজা দেখ্‌তে ঠিক একই প্রকার। দেখ্‌তে জগতে অনেক কিছুই একই প্রকার থাকে। কেউ বা বারঙ্গনার পদতলে উপহার দিবার জন্য ফুল কিন্‌তে যাচ্ছে, কেউ বা ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত কর্ব্বার জন্য ফুল ক্রয় কর্‌তে যাচ্ছে। দু'জনার ফুলের দোকানে গমন ও ফুলক্রয়-কার্য্য দেখ্‌তে একই প্রকারের, কিন্তু উদ্দেশ্যের ব্যবধান আকাশ পাতাল। তাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে, নিজেই যদি মনে মনে স্থির ক'রে ফেলি যে, দু'জনেই যখন ফুল কিন্‌ছে তখন দু'জনে একই শ্রেণীর লোক; তা'হলে আমার মূর্খতার জন্য দায়ী কে হ'বে? বুদ্ধিমান্ লোক কিন্তু সরলভাবে সমস্ত সমস্যার সমাধান ক'রে নেবার অভিপ্রায়ে তা'কে ফুল ক্রয়ের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা কর্‌বেন। কেহবা কেবল তা'দের মুখের কথায় সন্তুষ্ট না হ'য়ে তা'দের আচরণটীও কথার সঙ্গে মিলিয়ে নেন। অনেকে আবার নিজেকে সাধু ও উদার ব'লে বাজারে জাহির কর্‌বার জন্য ব'লে থাকেন—"জিজ্ঞাসা করা, প্রশ্ন করা, ওসব তর্কবিতর্ক, ওতে মনের ভাবনষ্ট হ'য়ে যায়, নানা সন্দেহ এসে পড়ে—কেউ ভাল কেউ নন্দ এই সব

বিচার এসে পড়ে ; সুতরাং মনে করে নিতে হ'বে—দু'জনেই এক শ্রেণীর লোক—এক কার্য্য দু'জনেই ক'চ্ছে। সমদর্শনই সাধুতা। যা'রা বিষম দর্শন কর্‌তে ধাবিত হয়, তা'রা সাম্প্রদায়িক।"

এই সব উদার ভাবুকদের কবলে পড়্‌লে আমরা বিচারের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন একেবারেই ভুলে যাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেছেন,—

সিদ্ধান্ত করিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণ লাগে সুদৃঢ় মানস ॥

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, শ্রেয়ঃ-নির্ণয়-বিষয়ে আমাদের সতর্ক হ'তে হ'বে। সমস্ত পূজা দেখ্‌তে একপ্রকার হ'লেও বস্তুতঃ একাকার নয়। মুড়ি-মিশ্রির একদর কর্‌লে চল্‌বে কেন? পূজা অন্তরের জিনিষ। অন্তরের ভাব শ্রীভগবান্ বুঝ্‌তে পারেন। তাঁ'র অগোচর কিছুই নাই। তিনি ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন। তিনি বলেন—'ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি।' ভক্তি অর্থে ভগবানের ইন্দ্রিয়তোষণ, প্রতিদানে কিছুই না চাওয়া—অন্যথায় শত কাম। স্বসুখ-বাঞ্ছা পূজা নয়।

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥"
".....কাম প্রেম বহুত অন্তর।
কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্ম্মলভাস্কর ॥"

প্রেমিক ভক্তগণের পদধূলিতে মাথার মুকুট তৈরী কর্ত্তে পার্‌লে—নিরন্তর তাঁ'দের সেবা কর্‌তে পার্‌লে, তবেই আমাদের পূজায় অধিকার হ'বে; নতুবা নয়।

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
দুর্গমপথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥" (কঠোপনিষদ্)

[ক্ষুরের ধারের ন্যায় সংসৃতি (সংসার) অতীব তীক্ষ্ণ অর্থাৎ বহু দুঃখ-কারিণী, দুরত্যয়া অর্থাৎ ভগবজ্‌জ্ঞান ব্যতীত সংসার উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব।]

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

— —

যদু-অবধূত-সংলাপ

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ-স্কন্ধ, ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, একদা যযাতি-নন্দন ধর্ম্মবিদ্ যদু কোন এক তরুণ সুপণ্ডিত অবধূত-ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে ব্রহ্মন্ আপনি এই সর্ব্বলোকবিচক্ষণা বুদ্ধি কোথায় পাইলেন? আপনি কাঁহাকে আশ্রয় করিয়া অকুতোভয়ে বালকের ন্যায় বিচরণ করিতেছেন এবং আপনার মনে এত আনন্দেরই বা কারণ কি?" সেই মহাভাগ ব্রাহ্মণ তদুত্তরে কহিলেন,—"হে রাজন্, আমার বহু গুরু আছেন—যাঁহাদের নিকট হইতে আমি সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়া অকুতভয়ে পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছি; আপনি তাঁহাদিগের পরিচয় শ্রবণ করুন,—(১) পৃথিবী, (২) বায়ু, (৩) জল, (৪) অগ্নি, (৫) চন্দ্র, (৬) সূর্য্য, (৭) আকাশ, ৮) সমুদ্র, (৯) কপোত, (১০) অজগর, (১১) পতঙ্গ, (১২) মধুকর, (১৩) হস্তী, (১৪) মধুহরণকারী, (১৫) হরিণ, (১৬) মৎস্য, (১৭) পিঙ্গলানাম্নী বেশ্যা, (১৮) কুরর-পক্ষী, (১৯) বালক, (২০) কুমারী, (২১) বাণনির্ম্মাণকারী কোন এক লৌহকার, (২২) সর্প, (২৩) ঊর্ণনাভ, (২৪) পেশস্কারী (ভ্রমর বিশেষ)। —ইঁহাদের প্রত্যেককে আমি নিজহৃদয়ে গুরুরূপে স্বীকার করিয়া ইঁহাদের আচরণ-দর্শনে স্বয়ং শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ গ্রহণ করিয়াছি।

(১) পৃথিবীর নিকট শিক্ষা—দুঃখ সহিষ্ণু পুরুষ দৈবাধীন প্রাণিগণ-কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়াও 'ইহা দৈবকার্য্য' জানিয়া ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হইবেন না—আমি প্রাণিপদাহতা, নিশ্চলা পৃথিবীর নিকট হইতে এই ক্ষমা-ব্রত শিক্ষা লাভ করিয়াছি। আর পৃথিবীতে জাত বৃক্ষের নিকট হইতে পর-উপদ্রব-সহিষ্ণুতা শিক্ষা করিয়াছি। বৃক্ষ যেমন স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হইলেও রোপণকারীকে ফুলফলাদি প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হয় না, তদ্রূপ গুরুদাস গুরুকৃষ্ণের আনুগত্যে সর্ব্বত্র নামপ্রেম-প্রচারপূর্ব্বক তাহাতেই আনন্দিত থাকিবেন। তরুর ন্যায় সহ্যগুণসম্পন্ন ও পর্ব্বতের ন্যায় অচল-অটল হইলে হরিভজন সম্ভব হইবে। সহিষ্ণুঃঞ্চল ব্যক্তি কখনও ভগবানের সেবা করিতে পারে না।

(২) বায়ুর নিকট শিক্ষা—বায়ু দুইকার—(ক)—প্রাণ বায়ু, (খ) বাহ্যবায়ু। (ক) প্রাণবায়ুর নিকট শিক্ষা—প্রাণবায়ু যে-প্রকার রূপরসাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়কে অপেক্ষা না করিয়াই বর্ত্তমান থাকে, গুরুদাসও তদ্রূপ

ইন্দ্রিয়প্রিয় বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাণবৃত্তিতে সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং যাহাতে জ্ঞাননাশ ও চিত্ত-বিক্ষেপ না হয়, এরূপ নির্গুণ বস্তু বা ভগবদুচ্ছিষ্ট আহার করিবেন। অতিরুক্ষ বা অনিবেদিত বস্তু আহার যেরূপ চিত্তবিক্ষেপের কারণ, আলস্য ও শুক্রাদিবর্দ্ধক দ্রব্যও তদ্রূপ চিত্তচাঞ্চল্যের হেতু; সুতরাং গুরুসেবক উভয় প্রকার আহারই সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বপ্রযত্নে বর্জ্জন করিবেন। (খ) বাহ্য বায়ুর নিকট শিক্ষা—বিষয়ের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও গুরুদাস তাহাতে আসক্ত হইবেন না। বায়ু যেরূপ গন্ধের সহিত যুক্ত হইয়াও তাহাতে লিপ্ত হয় না, গুরুদাসও তদ্রূপ মায়িকদেহে অবস্থিত হইলেও সর্ব্বদা আত্মস্থ থাকিয়া মায়িকগুণে লিপ্ত হইবেন না। "এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ। ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥" (ভাঃ ১।১১।৩৮)

(৩) জলের নিকট শিক্ষা—জল যে প্রকার স্বচ্ছ, স্বভাবতঃ স্নিগ্ধ মধুর, পবিত্র, গুরুদাসও তদ্রূপ নির্ম্মল-চরিত্র, সর্ব্বভূতে দয়ালু, মধুর-আলাপী হইবেন এবং ভগবন্নামগুণকীর্ত্তনের উপদেশ-দ্বারা সর্ব্বলোক পবিত্র করিবেন।

(৪) অগ্নির নিকট শিক্ষা—(ক) গুরুদাস অগ্নির ন্যায় তেজস্বী তপোদীপ্ত গুণ-দ্বারা অক্ষোভ্য ও অপরিগ্রহ হইয়া পাপ বা পুণ্যমলে লিপ্ত হইবেন না। তিনি অগ্নির ন্যায় কখনও গুপ্ত, কখনও ব্যক্তরূপে ভূতভবিষ্যৎ পাপ-পুণ্য দগ্ধ করিয়া দাতৃগণের প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করিবেন। (খ) অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠাদিতে অন্তপ্রবিষ্ট থাকিলেও মন্থন প্রভাবেই প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ ভগবান্‌ও স্বশক্তিপ্রভাবে গুণময় ও চেতনময় জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট থাকিলেও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধন-ভক্ত্যঙ্গ যাজনের দ্বারা গুরুদাসের শুদ্ধচিত্তে উদিত হন।

(৫) চন্দ্রের নিকট শিক্ষা—চন্দ্রের পঞ্চদশকলা যেরূপ কালক্রমে হ্রাসবৃদ্ধি হয়, বস্তুতঃ চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না; তদ্রূপ জন্মমরণাদিরূপ ষড়্‌-বিকার সকলই দেহের জানিবে,—আত্মার নহে।

(৬) সূর্য্যের নিকট শিক্ষা—সূর্য্য যেমন স্বীয় রশ্মিদ্বারা সমুদ্রের জল বাষ্পরূপে আকর্ষণ করিয়া মেঘে পরিণত করে, পুনর্ব্বার যথাকালে মেঘ-বারিসিঞ্চনে পৃথিবীর তৃপ্তি বিধান করে গুরুদাসও তদ্রূপ বিষয়ীর পাপ-পুণ্যলব্ধ অর্থ সেবোন্মুখ বৃত্তি দ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক গুরুকৃষ্ণে সমর্পণ করেন, পুনরায় যথাকালে ভগবৎপ্রসাদরূপে বিতরণ করিয়া সকল আত্মার তৃপ্তিবিধান করেন, স্বয়ং তাহার লাভালাভে আসক্ত হন না। (২) সূর্য্য যেরূপ স্বমণ্ডল, স্বরশ্মি ও প্রতিচ্ছবি সমন্বিত, পরতত্ত্বও তদ্রূপ স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়া-শক্তি-সমন্বিত, ইহা গুরুদেবতাত্মা সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত ব্যক্তিই দর্শন করেন; কিন্তু স্থূলবুদ্ধি কর্ম্মজড় ব্যক্তির জলের কম্পনাদিদ্বারা খণ্ডিত সূর্য্য প্রতিবিম্বে প্রকৃত সূর্য্যজ্ঞানের ন্যায় জন্মাদি ষড়্‌বিকার দোষযুক্ত দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি করিয়া থাকে; সে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপের অনুভূতি লাভ করিতে পারে না। **(ক্রমশঃ)**

—শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

সমিতির উৎসব-সমীক্ষা

শ্রীবলদেবাবির্ভাব-তিথি

শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারীজীউর ঝুলনযাত্রা-সমাপ্তি দিবস—শ্রীবলদেব-পূর্ণিমা-তিথি। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির ভক্তবৃন্দ প্রতিবৎসরই এই তিথিতে সমগ্র দিবস উপবাসী থাকিয়া সন্ধ্যার পর অর্থাৎ শ্রীবলদেবের আবির্ভাব-মুহূর্ত্ত গত হইলে অনুকল্প গ্রহণ করেন। ইহা বিগত ২৯ শ্রীধর, ১০ ভাদ্র, ২৭ আগষ্ট বুধবার দিন সমিতির মূল মঠ ও অন্যান্য মঠ সমূহে শ্রীবলদেব-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রতোৎসব

এই বৎসর শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-তিথি ৮ হৃষীকেশ, ১৮ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার দিন উদ্‌যাপীত হইয়াছে। সমিতির সমস্ত মঠে এই তিথি পালিত হইলেও সমিতির আকর মঠ শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ ও মথুরাস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে একটু বিশেষত্ব ও বিপুল উদ্দীপনা এবং শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন-কোলাহলের মধ্য দিয়া উক্ত ব্রত প্রতিপালিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের ধর্ম্মক্ষেত্রে পরব্রহ্ম সনাতন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব-তিথি এক বিশেষ তাৎপর্য্যের সূচনা করিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণদেব সমগ্র অন্তর্ম্মুখী জীবকে বৈকুণ্ঠে আকর্ষণ করায় বৈকুণ্ঠ-বিরোধী স্বার্থান্ধ কলহপ্রিয় জনগণকে ধ্বংস করতঃ ভক্তের মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন। এই শিক্ষা জগতে প্রচার করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি নিরন্তর সারস্বতবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন।

প্রাতঃকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী পারায়ণ আরম্ভ হইয়া রাত্র ১২ টায় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা-মুহূর্ত্তে সমাপ্ত হয়। তদন্তর শ্রীহরি-কীর্ত্তন-সহযোগে আরাত্রিকান্তে শাস্ত্রনিয়মানুসারে অনুকল্প গ্রহণ করা হয়। অন্যত্র এই মুহূর্ত্ত অতিক্রান্ত হইলে বিবিধ শস্যাদি-প্রস্তুত অন্ন-প্রসাদাদি গ্রহণ করিতে দেখা যায়। কিন্তু তাহা কখনই শুদ্ধ বিচার সম্বলিত নহে পরন্তু আচার্য্য-ভাস্কর জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের বিশুদ্ধধারার বিকৃতরূপ মাত্র। শ্রীল ঠাকুরের আচরিত ও প্রচারিত নির্ভিক পথপ্রদর্শক ও তদীয় প্রিয় পার্ষদ-প্রবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব-গোস্বামী মহারাজের আনুগত্য স্মরণ করতঃ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণ আচার্য্য-প্রদর্শিত বিচার সুষ্ঠুরূপে পালন করিতেছেন।

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-ব্রত

বিগত ২৪ হৃষীকেশ, ৩ আশ্বিন, শুক্রবার বৃষভানুনন্দিনী মাধব-দয়িতা শ্রীমতী রাধিকার শুভাবির্ভাব ব্রতোৎসব শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সমস্ত মঠেই যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিশেষতঃ সমিতির মূল মঠ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শাস্ত্রালোচনা-নামসঙ্কীর্ত্তনাদির মধ্যে বিপুলভাবে উদ্‌যাপীত হয়।

পূর্ণশক্তিমত্তত্ত্ব অজ ভগবান্ জন্মরহিত হইয়াও লীলা আস্বাদন মানসে চিচ্ছক্তিকে আশ্রয় করতঃ জীবের প্রতি কৃপাপূর্ব্বক মর্ত্ত্যধামে তাঁহার প্রকট-লীলা আবিষ্কার করেন। পূর্ণশক্তি শ্রীরাধারাণীও সর্ব্বশক্তিমানের লীলার সহায়কারিণীরূপে ভগবানের অনুগমন করিয়া থাকেন। তাঁহার এই লীলানুগমন খুবই স্বাভাবিক, কারণ পরিপূর্ণকাম স্বয়ংরূপ ভগবানের তিনি স্বরূপ-শক্তি বা হ্লাদিনী-শক্তি। ভগবানের সর্ব্বতোভাবে আরাধনা ও তাঁহাকে আনন্দ প্রদান করেন বলিয়া তিনি 'রাধা' নামে অভিহিতা। রাধিকা ব্যতীত কৃষ্ণের পরিচয় নাই, আবার কৃষ্ণ ব্যতীত রাধার অস্তিত্বও অসম্ভব —তাই রাধাকৃষ্ণ অঙ্গাঙ্গী।

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-মহোৎসব

গত ২৮ হৃষীকেশ, ৭ আশ্বিন, বুধবার—ঈশশক্তি-গদাধরাভিন্নতনু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শুভ-প্রকটোৎসব শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বিশেষভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ঐ দিন উষাঃকাল হইতে গুর্ব্বষ্টক, গুরু-পরম্পরা ও বৈষ্ণব-মহিমাসূচক পদাবলীসমূহ ও তাঁহার রচিত আরও অনেক কীর্ত্তন করা হয়। এতদুপলক্ষ্যে এই দিবস সন্ধ্যায় আয়োজিত এক মহতী সভায় সমিতির বিভিন্ন সেবকগণ শ্রীশ্রীল ঠাকুরের বিবিধ দিক্ পর্য্যালোচনা করেন। সকল গুণের এক অপূর্ব্ব সমাবেশ ও অলৌকিক দিব্য জীবনী ও মানব-সমাজে তাঁহার অমূল্য অবদান সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগৎ তাঁহার নিকট সর্ব্বতোভাবে ঋণী—প্রসঙ্গক্রমে ইহাও সকলকে অবহিত করা হয়।

আজকাল সারস্বত-ধারা-বিচ্ছিন্ন কতকগুলি ভাক্ত সারস ভক্তিবিনোদ-ধারা হইতে সারস্বত-ধারার চ্যুতি হইয়াছে বলিয়া দুর্দ্দৈববশতঃ মূঢ়তা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই প্রকার ভাক্ত সম্প্রদায়কে সারস-ধর্ম্ম হইতে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি নিয়ত প্রচেষ্টা চালাইয়া আসিতেছেন। জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বতঃস্ফূর্ত্তবাণী,—"ভক্তিবিনোদ-ধারা কখনই রুদ্ধ হইবার নহে। অচিরেই পঞ্চাশৎ সহস্র সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি আগমন করিতেছেন।" প্রভৃতি বাণীকে স্মরণ করতঃ সেই ভক্ত্যমৃত-মন্দাকিনী-ধারার আস্বাদক হইতে প্রয়াসী হইয়া মানব সমক্ষে বারংবার তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে সমিতি নিয়োজিত রহিয়াছেন। তাই এই তিথিবরা আদরণীয়া ও আদর্শস্থানীয়া।

—নিজস্ব সংবাদ

বিরহ-তিথিপূজায় আমন্ত্রণ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ**

পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

৭ই আশ্বিন, ১৩৭৬ ; ইং ২৪।৯।৬৯।

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বিকেয়ম্—

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

অস্মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** নিত্যলীলায় প্রবেশ দেখিতে দেখিতে একবৎসর অতীত হইল। আগামী ৩০ পদ্মনাভ, ৮ কার্ত্তিক, ২৫ অক্টোবর শনিবার দিবসে শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ও সমিতির অন্যান্য শাখামঠ-সমূহে তদীয় প্রথম-বার্ষিক বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে। অতএব আপনি সবান্ধব উক্ত অনুষ্ঠানে কৃপাপূর্ব্বক যোগদান করতঃ অস্মত্তুল্য অযোগ্য সেবকগণকে বৈষ্ণবসেবায় অধিকার দানে চিরকৃতার্থ করিবেন —ইহাই একমাত্র প্রার্থনা। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটী মার্জ্জনীয়। ইতি—

শুদ্ধভক্তকৃপালেশ-প্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—: অনুষ্ঠান সূচী :—

৮ই কার্ত্তিক, ইং ২৫।১০।৬৯ শনিবার—

মধ্যাহ্নে—বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

অপরাহ্ণ ৪-৩০ ঘটিকায় বিরহ-সভার অধিবেশন।

সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

২১শ-বর্ষ } কার্ত্তিক, ১৩৭৬ { ৯ম-সংখ্যা



শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও শ্রীপত্রিকার
প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি মহারাজ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ
কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



২১শ-বর্ষ | বাসুদেব, ২২ দামোদর, ৪৮৩ গৌরাব্দ
রবিবার, ৩০ কার্ত্তিক, ১৩৭৬; ইং ১৬।১১।১৯৬৯ | ৯ম-সংখ্যা

সানুবাদং
শ্রীরূপচিন্তামণিঃ
[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিম্]

চন্দ্রার্দ্ধং কলসং ত্রিকোণধনুষী খং গোষ্পদং প্রোষ্ঠিকাং
শঙ্খং সব্যপদেঽথ দক্ষিণপদে কোণাষ্টকং স্বস্তিকম্।
চক্রং ছত্রযবাঙ্কুশং ধ্বজপবী জম্বূর্দ্ধরেখাম্বুজং
বিভ্রাণং হরিমূনবিংশতিমহালক্ষ্ম্যার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিং ভজে॥ ১॥

যিনি বামচরণে অর্দ্ধচন্দ্র, কুম্ভ, ত্রিকোণচিহ্ন, ধনু, আকাশ, গোষ্পদ, মৎস্য ও শঙ্খ এবং দক্ষিণপদে অষ্টকোণ, স্বস্তিক, চক্র, ছত্র, যব, অঙ্কুশ, ধ্বজা, বজ্র, জম্বুফলসমাকার চিহ্ন, ঊর্দ্ধরেখা ও পদ্ম এই সকল চিহ্ন ধারণ করেন এবং এই ঊনবিংশতি মহালক্ষ্মী কর্ত্তৃক যাঁহার চরণদ্বয় অর্চ্চিত হইতেছেন সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি ভজনা করি॥ ১॥

ছত্রারিধ্বজবল্লিপুষ্পবলয়ান্ পদ্মোর্দ্ধরেখাঙ্কুশা-
নর্দ্ধেন্দুঞ্চ যবঞ্চ বামমনু যা শক্তিং পদাং স্যন্দনম্।
বেদীকুণ্ডলমৎস্যপর্ব্বতদরং ধত্তেঽন্বসব্যং পদং
তাং রাধাং চিরমূনবিংশতিমহালক্ষ্ম্যার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিং ভজে ॥ ২ ॥

যে শ্রীরাধার বামচরণে ছত্র, চক্র, ধ্বজা, লতা, পুষ্প, বলয়, পদ্ম, ঊর্দ্ধরেখা অঙ্কুশ, অর্দ্ধচন্দ্র ও যব এবং দক্ষিণপদে শক্তি, গদা, রথ, বেদী, কুণ্ডল, মৎস্য, পর্ব্বত ও শঙ্খচিহ্ন ধারণ করিতেছেন এবং চিরকাল সমভাবে ঊনবিংশতি মহালক্ষ্মী কর্ত্তৃক যাঁহার চরণতল অর্চ্চিত হইতেছেন সেই শ্রীরাধাকে আমি ভজনা করি ॥ ২ ॥

কলিন্দাত্মজাবেষ্টিতে মঞ্জুবৃন্দাবনে কুঞ্জপুঞ্জাবৃতস্বর্ণভূমৌ।
মণীকুট্টিমান্তর্মহাযোগপীঠে স্ফুরত্তুঙ্গকল্পদ্রুমূলে সুগন্ধৌ ॥ ৩ ॥

অতিভ্রাজিরত্নারবিন্দচ্ছদালীস্থিতালীশ্রিতৌ
যৌ কিশোরৌ বিভাতঃ।
তয়োরাদিমস্যাম্বুদাভস্য নিত্যং
স্মর ত্বং মনো! মঞ্জুলং মন্দহাস্যম্ ॥ ৪ ॥

অনুপম গন্ধবিশিষ্ট কিশোর ও কিশোরী, যমুনা বেষ্টিত মনোহর বৃন্দাবনে কুঞ্জ পুঞ্জাবৃত স্বর্ণ ভূমিতে শোভমান ও অত্যুচ্চ কল্পবৃক্ষের অধোদেশে মণিময় কুটিরান্তর্গত মহাযোগ পীঠে, শোভিত রত্নপদ্মের পত্রাবলীস্থ সখীগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন। হে মনঃ! তুমি সেই উভয়ের মধ্যে প্রথমোল্লিখিত নিরদবরণ শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর মৃদুমন্দহাস্য নিরন্তর স্মরণ কর ॥ ৩-৪ ॥

লসদ্বর্হগুঞ্জাঞ্চিতাং চারুচূড়াং সুবলক্রালকাং চিত্রকার্চ্চির্ললাটম্।
ভ্রুবৌ লোচনে নাসিকাং স্বচ্ছগণ্ডৌ শ্রুতিদ্বন্দ্বমুত্তনমনীকুণ্ডলাঢ্যম্ ॥ ৫ ॥
সুশোণাধরৌ বংশিকামাস্যবৃত্তং ত্রিরেখাঞ্চিকণ্ঠং মৃদুস্কন্ধযুগ্মম্।
ভুজাবায়তৌ সাঙ্গদৌ ভূষণাঢ্যৌ করাবঙ্গুলীঃ সোর্ম্মিকালক্ষ্মরেখাঃ ॥৬॥
উরঃকৌস্তুভবন্যমুক্তাদিমালাঃ শ্রিয়ং ধর্ম্মরেখাং স্তনোর্দ্ধে প্রদীপ্তাম্।
লসত্তুন্দরোমাবলীর্নাভিপদ্মং কৃশং মধ্যমং কিঙ্কিণীং পীতবাসঃ ॥ ৭ ॥
সুপীনোরুরুগ্ জানুজঙ্ঘান্তগুল্ফদ্বয়াধোরণন্নূপুরৌ পাদপদ্মম্।
মনোজ্ঞাঙ্গুলীঃ শ্বেতশোণান্নখাংস্তত্তলারুণ্যমাপাঙ্ক্তিবিভ্রাজমাণম্ ॥ ৮ ॥

আর মস্তকোপরি শিখিপুচ্ছ ও গুঞ্জাযুক্ত মনোজ্ঞচূড়া এবং কুটিলকুন্তল, তিলকে শোভিত ললাট, ভ্রূযুগ, নেত্রদ্বয়, নাসিকা, মসৃণ কপোলদ্বয়, উজ্জ্বল মণিময় কুণ্ডলান্বিত কর্ণযুগল, সুশোভন রক্তবর্ণ অধরদ্বয়, বংশী বদনভঙ্গিমা, রেখাত্রয়ান্বিতকণ্ঠ, মৃদু স্কন্ধদ্বয়, কেয়ূরাখ্য ভূষণান্বিত আয়ত বাহুদ্বয়, বলয়াদি বিবিধ ভূষণযুক্ত করযুগল, স্বীয়নামে অঙ্কিত অঙ্গুরীয় সমন্বিত অঙ্গুলিনিচয়, বক্ষে কৌস্তুভমণি, বনমালা, মুক্তামালা, স্তনোপরিভাগে শ্রী ধর্ম্মরেখা, উদরস্থ শোভমান রোমাবলীশ্রেণী, নাভিপদ্ম, ক্ষীণকটি, কটিতে কিঙ্কিণী, পরিধানে পীত বসন, সুন্দর অথচ স্থূল উরুদ্বয়, মনোহর জানুযুগল, জঙ্ঘাদ্বয় গুল্‌ফদ্বয়, তন্নিম্নে শব্দায়মান নূপুরযুগল পাদদ্বয়, মনোজ্ঞ অঙ্গুলীনিচয়, শ্বেত ও রক্তবর্ণ অর্থাৎ ঈষৎ শ্বেত ও কিয়দংশ রক্তবর্ণ নখর সকল, পাষ্ণি পর্য্যন্ত শোভিত চরণতলগত রক্তিমা স্মরণ কর ॥ ৫-৮ ॥

অথাঙ্গুষ্ঠমূলে যবার্য্যাতপত্রং তনুং তর্জ্জনীসন্ধিভাগার্দ্ধরেখাম্ !
পদার্দ্ধাবধিং কুঞ্চিতাং মধ্যমাধোঽম্বুজং তত্তলস্থং ধ্বজং সৎপতাকম্ ॥
কনিষ্ঠাতলে ত্বঙ্কুশং বজ্রমেষাং তলে স্বস্তিকানাং চতুষ্কং চতুর্ভিঃ।
যুতং জম্বুভির্মধ্যভাতাষ্টকোণং মনো ! রে স্মর শ্রীহরের্দক্ষিণাঙ্ঘ্রেঃ ॥১০॥

রে মন ! অনন্তর শ্রীহরির দক্ষিণ চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মূলে যব, চক্র ও ছত্র অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যভাগ হইতে চরণার্দ্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও কুঞ্চিত ঊর্দ্ধরেখা মধ্যমাঙ্গুলী নিম্নদেশে পদ্ম এবং পদ্মের অধোভাগে শোভন পতাকাযুক্ত ধ্বজ, কনিষ্ঠাতলে অঙ্কুশ, তত্তলে বজ্র যবাদি চিহ্নচয়ের নিম্নে স্বস্তিক চতুষ্টয় এবং স্বস্তিক সকলের সন্ধিস্থানে জম্বুফল চতুষ্টয় এবং স্বস্তিক মধ্যে অষ্টকোণ চিহ্ন স্মরণ কর ॥ ৯-১০ ॥

বিয়ন্মধ্যমাধঃ স্মরাঙ্গুষ্ঠমূলে দরং তদ্দ্বয়াধো ধনুর্জ্যাবিহীনম্।
ততো গোষ্পদং তত্তলে তু ত্রিকোণং চতুঃকুম্ভমর্দ্ধেন্দুমীনৌ চ বামে ॥

রে মনঃ ! এইরূপে, বামপদের মধ্যমার নিম্নে আকাশ, অঙ্গুষ্ঠমূলে শঙ্খ এবং তদুভয়ের অধোদেশে জ্যাবিহীন ধনুঃ, তত্তলে গোষ্পদ, তত্তলে ত্রিকোণ, তত্তলে কুম্ভচতুষ্টয়, তন্নিম্নে অর্দ্ধচন্দ্র ও মৎস্য চিহ্ন স্মরণ কর ॥ ১১ ॥

তলং শোণিমাক্তং নখান্ শ্বেতরক্তান্ মৃদু শোণপার্ষ্ণী পদে নূপুরাঢ্যৌ।
লসদ্‌গুল্‌ফজঙ্ঘোরুপর্ব্বোরুযুগ্মং তড়িৎপীতবাসো মণীকিঙ্কিণীযুক্ ॥

কৃশং মধ্যমং নাভিপদ্মং গভীরং তনুং রোমরাজীং দলাভোদরস্থাম্।
উরো বিস্তৃতং কৌস্তুভং লম্বিহারান্ স্রজং শ্রীতুলস্যাস্তানোর্দ্ধে তু বামে॥
শ্রিয়ং দক্ষিণে ব্রহ্মলক্ষ্ম ত্রিরেখং স্বরাণাং জনুঃসদ্মকণ্ঠং সুবৃত্তম্।
মৃদূত্তুঙ্গমংশদ্বয়ং স্থূলফুল্লৌ ভুজৌ সাঙ্গদৌ কান্তিপূর্ণৌ কফোণী॥১৪॥

আর রক্তিমাক্ত চরণতল, কিয়দংশ শুভ্র ও কিয়দংশ রক্তবর্ণে শোভিত নখরচয়, মৃদু ও লোহিত বর্ণ পাঞ্চিদ্বয়, নূপুরযুক্ত চরণযুগল, শোভমান গুল্‌ফদ্বয়, জানুদ্বয়, উরুযুগল, বিদ্যুৎসন্নিভ পীতবসন, মণি ও কিঙ্কিণীযুক্ত ক্ষীণকটি, গভীর নাভি, উদরোপরিস্থ বিস্তৃত রোমাবলী, বিশাল বক্ষঃ, বক্ষে কৌস্তুভমণি ও লম্বমান মুক্তা প্রভৃতির হার, শ্রীতুলসীর মালা, বামস্তনোর্দ্ধে শ্রীরেখা, দক্ষিণস্তনোর্দ্ধেরেখাত্রয় স্বরূপ ব্রহ্মচিহ্ন, উদাত্তাদি স্বরসকলের উৎপত্তি স্থান সুবর্ত্তুল কণ্ঠদেশ, মৃদু ও উচ্চস্কন্ধদ্বয়, স্থূলোৎফুল্ল ও অঙ্গসমন্বিত বাহু-যুগল, কান্তিপূর্ণ কফোণি (কনুই) মণিবন্ধের (কব্জার) বলয়াদিভূষায় শোভিত হস্তযুগল, অত্যন্ত রক্তিমাক্ত ঊর্দ্ধরেখাযুক্ত পাণিদ্বয়, সুবর্ণাঙ্গুলীয়কে শোভিত অঙ্গুলীনিচয়, নবচন্দ্র উজ্জ্বল দন্ত, অধর, নয়ন, গণ্ড বিশিষ্ট বদন, সুন্দর নাসিকা, ভ্রূযুগল, গোরচনা তিলকে শোভিত ললাট, কুঞ্চিত কেশ-কপাল শিখিপুচ্ছ গুঞ্জা কুসুমান্বিত মনোহর চূড়া ও স্ফূর্ত্তিশীল মৃদুমধুর হাস্য স্মরণ কর॥ ১২-১৪॥

মণীবন্ধভূষাঞ্চিতং হস্তযুগ্মং মহালক্ষ্মরেখাতিরক্তৌ তু পাণী।
সুবর্ণোর্ম্মিকা অঙ্গুলীস্তন্নখেন্দূন্ মুখং দীপ্তদন্তাধরৌষ্ঠাক্ষিগণ্ডম্॥১৫॥
সুনাসাভ্রুগোরোচনাচিত্রকার্চ্চির্ললাটং শ্রুতী সঞ্চলৎকুণ্ডলাঢ্যে।
কচান্ কুঞ্চিতান্ পিঞ্ছগুঞ্জপ্রসূনৈঃ শ্রিতাং চারুচূড়াং স্ফুরন্মন্দহাস্যম্॥

মণীবন্ধের (কব্জার) বিবিধভূষায় অন্বিত হস্তযুগ্ম, অত্যন্ত রক্তিরাক্ত ঊর্দ্ধ-রেখাযুক্ত পাণিযুগল, সুবর্ণ অঙ্গুরীয়ক শোভিত অঙ্গুলীনিচয়, নখচন্দ্র, সমুজ্জলদন্ত, বিম্বসদৃশ ওষ্ঠ, কমলবিনিন্দিত নয়ন, মসৃণ কপোল বিশিষ্ট বদন, মনোজ্ঞ নাসিকা, ভ্রূযুগল, গোরচনাতিলকে শোভিত ললাট, কুণ্ডলদোলিত কর্ণদ্বয়, কুঞ্চিত কেশ নিচয়, শিখিপুচ্ছ, গুঞ্জা ও কুসুমান্বিত মনোহরচূড়া এবং স্ফূর্ত্তিশীল মৃদু মধুরহাস্য স্মরণ কর॥ ১৫-১৬॥

বৃন্দাবনে যৌ রসিকৌ বিভাতঃ পরস্পরপ্রেমসুধারসাদ্রৌ।
তয়োস্তড়িন্নিন্দিরুচঃ কিশোর্য্যা নীলাংসুকান্তঃ স্মর মন্দহাস্যম্॥ ১৭॥

বেণীকৃতান্ কুঞ্চিতসূক্ষ্মকেশান্ চূড়ামণীমুজ্জ্বলপাত্রপার্শ্যাম্ ।
বক্রালকান্ সত্তিলকং ললাটং ভ্রুবৌ দৃশাবঞ্জনরঞ্জিতাভে ॥ ১৮ ॥
শ্রুতিদ্বয়ং কুণ্ডলমঞ্জু চক্রীশলাকিকে গণ্ডতলে মকর্য্যৌ ।
নাসাং সমুক্তামরুণাধরোষ্ঠৌ দন্তার্চ্চিষঃ সচ্চিবুকং সবিন্দুম্ ॥ ১৯ ॥
কণ্ঠং ত্রিরেখং ক্রমলম্বমানান্ হারান্ নতাংসৌ ভুজসাঙ্গদত্বম্ ।
কফোণিকে কঙ্কণচূড়িকাঢ্যে সুলক্ষ্মরেখারুণপাণিপদ্মে ॥ ২০ ॥
রত্নোর্ম্মিকা অঙ্গুলিকা নখশ্রী-শ্রিতাঃ কুচৌ কঞ্চুলিকারুণাভৌ ।
নিষ্কং দলাভোদরবোমপঙ্‌ক্তীর্নাভিং কৃশং মধ্যমুতং ত্রিবল্যা ॥ ২১ ॥
চিত্রান্তরীয়োপরিনীলশাটীমুরুদ্বয়ং জানুযুগঞ্চ জঙ্ঘে ।
গুল্‌ফদ্বয়ং হংসকনূপুরশ্রী-ভূতোস্মিকা অঙ্গুলিকা নখাংশ্চ ॥ ২২ ॥

রে মনঃ! বৃন্দাবনে পরস্পর প্রেমামৃত রসসাগরস্বরূপ যে রসজ্ঞ রাধাকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন, তদুভয়ের মধ্যে তড়িৎবিনিন্দিত কান্তিশালিনী কিশোরী শ্রীরাধারাণীর নীলবসান্তর্গত মৃদুহাস্য আর বেণীকৃত আকুঞ্চিত ও সুচিক্কণ কেশ-পাশ, শিরোভূষণ, স্বর্ণাদিনির্ম্মিত ললাটভূষণ, কুটিল অলকাবলী, তিলকান্বিত ললাট, ভ্রূযুগল, অঞ্জন রঞ্জিত আভাশালী নেত্রদ্বয়, কুণ্ডলদ্বারা মনোহর শ্রুতি-যুগল, চক্রীশলাকা, গণ্ডতলে মকরদ্বয়, মুক্তাযুক্তা নাসা, রক্তবর্ণ অধর ও ওষ্ঠ দন্তকান্তি, সবিন্দু শোভমান চিবুক রেখাত্রয়ান্বিত কণ্ঠদেশ, ক্রমশঃ লম্বমান মুক্তাদির হার, বিনত স্কন্ধদ্বয়, বাহুবলয় কঙ্কণ ও চূড়াযুক্ত কফোণি (কনুই), সৌভাগ্য-রেখাবিশিষ্ট অরুণবর্ণ করকমল, রত্ননির্ম্মিত অঙ্গুরীয়ক, নখশোভান্বিত অঙ্গুলীসকল, পদক, পত্রাকৃতি উদরস্থ রোমাবলী, নাভি, ত্রিবলিদ্বারা শোভিত ও কৃশ মধ্য দেশ, ত্রি অধোবসনের উপরিস্থিত নীলাম্বর, উরুদ্বয়, জানুযুগল, জঙ্ঘাযুগল, গুল্‌ফদ্বয়, চরণে হংসক (পাঁইজোর বা মল) নূপুর, অঙ্গুলীয়ক, অঙ্গুলীসকল ও নখসকল স্মরণ কর ॥ ১৭-২২ ॥

অরে মনশ্চিন্তয় রাধিকায়া বামে পদেঽঙ্গুষ্ঠতলে যবারী ।
প্রদেশিনীসন্ধিভাগার্দ্ধরেখামাকুঞ্চিতামাচরণার্দ্ধমেব ॥ ২৩ ॥
মধ্যাতলেঽজধ্বজপুষ্পবল্লীঃ কনিষ্ঠিকাধোঽঙ্কুশমেকমেব ।
চক্রস্য মূলে বলয়াতপত্রে পার্ষ্ণৌ তু চন্দ্রার্দ্ধমথান্যপাদে ॥ ২৪ ॥
পার্ষ্ণৌ ঝষং স্যন্দনশৈলমূর্দ্ধ্নি তৎপার্শ্বয়োঃ শক্তিপদে চ শঙ্খম্ ।
অঙ্গুষ্ঠমূলেঽথ কনিষ্ঠিকাধো বেদীমধঃ কুণ্ডলমেব তস্যাঃ ॥ ২৫ ॥

রে মনঃ! শ্রীরাধার বামচরণের অঙ্গুষ্ঠমূলে যব ও তত্তলে চক্র এবং অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর সন্ধিস্থল আরম্ভ করিয়া অর্দ্ধচরণ পর্য্যন্ত আকুঞ্চিত ঊর্দ্ধরেখা মধ্যমা-অঙ্গুলির নিম্নে, পদ্ম, তত্তলে ধ্বজা, লতা, পুষ্প, কনিষ্ঠার অধোভাগে একমাত্র অঙ্কুশ, চক্রের তলে বলয় ও ছত্র এবং গুল্‌ফের অধোদেশে অর্দ্ধচন্দ্র। অনন্তর দক্ষিণপদের পার্ষ্ণিতে মৎস্য, ঊর্দ্ধে অর্থাৎ তর্জ্জনী প্রভৃতি অঙ্গুলীর তলে পর্ব্বত, তত্তলে রথ, তৎপার্শ্বে শক্তি ও গদা, অঙ্গুষ্ঠমূলে শঙ্খ, কনিষ্ঠার নিম্নে বেদী এবং তাহার নীচে কুণ্ডল ॥ ২৩-২৫ ॥

পদোস্তলে পার্ষ্ণি যুগ্মঞ্চ শোণং রত্নোর্ম্মিকা রক্তনখাঙ্গুলীশ্চ।
মঞ্জীরযুগ্মং তনুগুল্‌ফজঙ্ঘাজানূরুশোভা জঘনং নিতম্বম্ ॥ ২৬ ॥
বাসঃ সসূত্রং মণিমেখলাঞ্চ নাভিং দলাভোদররোমবল্ল্যৌ।
পীনৌ কুচৌ কঞ্চুলিকাঞ্চিতৌ চ কণ্ঠং ত্রিরেখং মণিহেমহারান্ ॥ ২৭ ॥
স্কন্ধৌ নতাবঙ্গদিনৌ ভুজৌ শ্রী-ভবৌ কফোণী মণিবন্ধযুগ্মম্।
বিচিত্রচূড়ামণিকঙ্কণাঢ্যং শোণে করাব্জে মৃদুলাঙ্গুলীশ্চ ॥ ২৫ ॥
রত্নোর্ম্মিকাস্তাঃ সুনখেন্দুখণ্ডান্ সশ্যামবিন্দুং চিবুকং মুখাব্জম্।
ওষ্ঠাধরৌ গণ্ডযুগ সচিত্রং কর্ণৌ লসৎকুণ্ডলচক্রিকাঢ্যৌ ॥ ২৯ ॥
নাসাং মণিমৌক্তিকভূষিতাং দৃগ্‌দ্বয়ং লসৎকজ্জলমুচ্ছলন্তৌ।
ভ্রুবৌ ললাটং তিলকঞ্চ পত্রপাশ্যাং সুবক্রালকলোলিমানম্ ॥ ৩০ ॥
সামন্তরেখাং স্মর চিত্রচূড়ামণিং প্রসূনাবলিগুম্ফচিত্রাম্।
বেণীং ত্রিবেণীমিব বালপাশ্যাং বিরাজদগ্রামথ মন্দহাস্যম্ ॥ ৩১ ॥

চরণতলে রক্তিম পার্ষ্ণিদ্বয়, রত্ননির্ম্মিত অঙ্গুরীয়ক, রক্তবর্ণ নখ ও অঙ্গুলীনিচয়, নূপুরযুগল, সুকোমল গুল্‌ফা, জঙ্ঘা, জানু ও উরুর শোভা, জঘন, নিতম্ব, সূত্রবদ্ধবসন, মণিময় মেখলা (গোট্) নাভি, দলনিভ, উদর ও তত্রস্থ রোমাবলী কঞ্চুলিযুক্ত ও স্থূল স্তনযুগল, রেখাত্রয়বিশিষ্ট কণ্ঠ, মণিময় ও স্বর্ণময় হারসকল, নতস্কন্ধ, বলয়ন্বিত বাহুযুগল, শোভাভর কফোণী (কনুই) বিচিত্র কঙ্কনযুক্ত মণিবন্ধ (কব্জা) যুগল, রক্তিম করপদ্ম, কোমল অঙ্গুলিসমূহ, রত্ননির্ম্মিত অঙ্গুরীয়ক, শোভন নখচন্দ্র, কৃষ্ণবর্ণ বিন্দুযুক্তচিবুক, মুখপদ্ম, ওষ্ঠ, অধর, চিত্রিত কপোলদ্বয়, শোভমানকুণ্ডল ও চক্রিকাযুক্ত কর্ণযুগল, মণি ও মৌক্তিকশোভিত নাসিকা, শোভমান কজ্জলযুক্ত নয়নযুগল,

বিস্তীর্ণ ভ্রূদ্বয়, ললাট, তিলক, পত্রপাশ্যা (ললাট-ভূষণবিশেষ) দোলায়মান বক্র অলকাবলি, সীমন্তরেখা, বিচিত্র চূড়ামণি (শিরোভূষণ) ত্রিবেণীর ন্যায় শোভমান পুষ্পসমূহে গ্রথিত আশ্চর্য্য বেণী, সীমন্তরেখাস্থ সুবর্ণাদি রচিত পট্টিকা ও মৃদুমধুর হাস্য স্মরণ কর ॥ ২৬-৩১ ॥

শ্রীরাধিকামাধবরূপচিন্তামণৌ মনো দ্বিত্রিরথো চতুর্বা।
অবর্ত্তয়েদ্‌যো ধৃতিমান্ পঠন্ স প্রাপ্নোতি তদ্দর্শনমাশু সাক্ষাৎ ॥৩২॥

॥ ইতি শ্রীরূপচিন্তামণিঃ সমাপ্তঃ ॥

যে ধীর ব্যক্তি এই শ্রীরাধাগোবিন্দের রূপচিন্তামণি, দুই তিন বা চারিবার পাঠ করিয়া তাহাতে নমঃ নিয়োজিত করেন তিনি অবিলম্বে শ্রীরাধা-গোবিন্দের সাক্ষাৎ দর্শন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥

॥ ইতি শ্রীরূপচিন্তামণির অনুবাদ সমাপ্ত ॥

সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত নামকীর্ত্তন

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২ ;
ইং ১৬ই মে, ১৯১৫

শুভাশীশাং রাশয়ঃ সন্তু—

* * আপনার ২৮শে বৈশাখ তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। শ্রীমান্ * * * র জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে আমার বড়ই চিন্তা হইয়াছিল। তাহার সংবাদ না পাইলেও আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, তাহার শ্রীহরিনামে আগ্রহ ও সেবা-প্রবৃত্তির অভাব হইয়াছে। এ সকলই আমার দুর্ভাগ্য। * * র ন্যায় মহদন্তঃকরণবিশিষ্ট লোকের কোথায় দিন দিন নাম-ভজনের আদর্শ চরিত্র দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইব এবং আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিব, দুঃখের বিষয়, তাহা না হইয়া শ্রীমান্ আজ চিত্তপীড়ায় কাতর, নাম-ভজনে উদাসীন! শ্রীমান্‌কে * * * * সঙ্গে লইয়া যদি এ সময় শ্রীমায়াপুরে আসেন, তাহা হইলে * * র চিত্তবিকার উপশম হইবে বলিয়া মনে করি। শ্রীমান্ * *র মাতার শ্রী * * কে এতদ্দেশে পাঠাইবার নিতান্ত আপত্তি হইলে * *র সহিত * * ফিরিয়া যাইতেও পারেন, অথবা আরও

কতিপয় দিবস এখানে বাস করিয়া চিত্তরোগের উপশম হইলে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন। আপনি শ্রীমান্ * * ও শ্রীমান্ * * কে এবং শ্রীমান্ * * র মাতাকে এ বিষয় বুঝাইয়া বলিতে পারেন।

আপনি "প্রার্থনা", "শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা", "শ্রীউপদেশামৃত" এবং "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত" বিশেষ যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বদা পাঠ করিবেন। অন্য বিষয়ী বা অন্য সাধু লোকের সহিত হরিকথা আলোচনা করিবেন না। সকল সঙ্গ রহিত হইয়া সর্ব্বদা নিরপরাধে সংখ্যাপূর্ব্বক শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিবেন। **সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত হরিনাম গ্রহণ** করিলে কোন বিষয়ীই আপনার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। ভগবানের নাম ভজন না করিলে জীবের অন্য কোন প্রকারে মঙ্গল হয় না। **শ্রীনামই সাক্ষাৎ ভগবান্; কেবল সাংসারিক চক্ষে ভগবানের নাম ও ভগবান্ পৃথক্ পৃথক্ বোধ হয়। মুক্ত পুরুষগণ শ্রীনামকেই ভগবান্ জানেন।** আমরা মহাপ্রভুর কৃপায় ভাল আছি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(নামে রুচি)

১। ভক্তি-সুকৃতি অভাবে নামে রুচি হয় কি?

"যে ব্যক্তির ভক্তি-সুকৃতি না থাকে, তাহার কখনই ভক্তি-তত্ত্বে শ্রদ্ধা হয় না। নামই ভক্তি-প্রকারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অতএব সুকৃতির অভাবে নামে রুচি জন্মে না।"

—'নামে অর্থবাদ', হঃ চিঃ

২। হরিনামে রুচি হইলে নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের কোন আবশ্যকতা থাকে কি?

"যখন সাধুসঙ্গ-সংস্কারদ্বারা চিদানুশীলনরূপ হরিনামে রুচি হয়, তখন কর্ম্মাকারে আর সন্ধ্যা-বন্দনাদি থাকে না। **হরিনাম সম্পূর্ণ চিদানুশীলন। সন্ধ্যা-বন্দনাদি কেবল উক্ত প্রধান কার্য্যের উপায় মাত্র—ইহা** কখনও সম্পূর্ণ-তত্ত্ব হয় না।

—জৈঃ ধঃ, ৩য় অঃ

৩। কিরূপে ও কখন নামে রুচির উদয় হয় ?

"প্রতিদিন যদি, **আদর করিয়া,**
সে নাম কীর্ত্তন করি।
সিতপল যেন, নাশি' রোগ-মূল,
ক্রমে স্বাদু হয় হরি॥
দুর্দ্দৈব আমার, সে নামে আদর,
না হইল দয়াময়।
দশ অপরাধ, আমার দুর্দ্দৈব,
কেমনে হইবে ক্ষয়॥
অনুদিন যেন, তব নাম গাই,
ক্রমেতে কৃপায় তব।
অপরাধ যাবে নামে রুচি হ'বে,
আস্বাদিব নামাসব।" —শঃ

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীএকাদশী-মাহাত্ম্য

পূজ্যা তিথিবরা—একাদশীর মহিমা।
পুরাণাদি বিভিন্ন শাস্ত্রে আছে বর্ণনা॥
দুগ্ধপোষ্য শিশু রক্ষণার্থ মাতৃগণ।
আর রোগীর ত্রাণ হেতু ঔষধ সেবন॥
তদ্রূপ ভবরোগ করিতে নিবারণ।
শ্রীহরি, একাদশী করিয়াছে সৃজন॥
অশেষ দুঃখ-সঙ্কুল সংসার-মাঝারে।
একান্তভাবে শুদ্ধৈকাদশী যেবা করে॥
প্রপঞ্চ তেয়াগী সেই বুদ্ধিমান জন।
চিন্ময় পরব্যোম ধামে করে গমন॥
একাদশী ত্যজি যেবা অন্য ব্রত ধরে।
করগত মণি ত্যজি লোষ্ট্র আশা করে॥

একাদশী তিথিতে করিয়া উপবাস।
'হরি' অন্বুন্বিতার্চ্চনে (হয়) ভববন্ধ নাশ॥
সংসারসর্পে যে পাপীরে করে দংশন।
একাদশী উপবাসে হয় সে-রক্ষণ॥
শত শত জন্মোত্থ পাতকরূপ কাষ্ঠ।
একাদশী-বহ্নিতে সকলি দগ্ধীভূত॥
যাবৎ হরিবাসরে না করে উপবাস।
তাবৎ শরীরে হয় পাপের নিবাস॥
সহস্র অশ্বমেধ শতেক রাজপেয়।
একাদশীর এক সহস্রাংশ না হয়॥
স্বর্গ-মোক্ষ-রাজ্য-সুপুত্র-সুন্দরী জায়া।
সব লভ্য হয় হরিবাসর করিয়া॥
গয়া বারাণসী পুষ্কর যমুনা গঙ্গা।
শ্রীকুরুক্ষেত্র রেবা বেদিকা চন্দ্রভাগা॥
আর যত আছে তীর্থ জগৎ প্রখ্যাত।
একাদশীর সম কেহ নহে বিখ্যাত॥
ছলে বা অজ্ঞাতে কেহ করে যদি ব্রত।
সর্ব্ব পাতক ক্ষয়ান্তে যম হয় ভীত॥
সর্ব্বেন্দ্রীয় জয়ী যেবা করে উপবাস।
কায়-মনে পূজে সেই জগত-নিবাস॥
পূর্ব্বকৃত সর্ব্বপাপ হয় প্রক্ষালন।
তপস্যা যজ্ঞ সাধনে কিবা প্রয়োজন॥
যে জন একাদশীর লইবে শরণ।
চতুর্ভুজে গরুড়োপরি করি আরোহণ॥
পীত-বাস মাল্য বিভুষিত নানারত্নে।
অনায়াসে যায় শ্রীহরির নিকেতনে॥
অন্নাভাবে আর রাজগৃহে কারাবাস।
সে' দিন যদি (হয়) একাদশীর উপবাস॥

একাদশীর সম্যক্ উপবাস ফল।
নষ্ট না হয় তাহার থাকে চিরকাল॥
সর্ব্ব প্রায়চিত্তরূপ একাদশী-তিথি।
সংসার ত্রাণকারক সেই মুক্তি-দাত্রী॥
চতুর্দ্দশ দিবসে যে পাপের সঞ্চয়।
পঞ্চদশ দিবসের (তাহা) উপবাসে ক্ষয়॥
কলিযুগে উচ্ছৃঙ্খল নিষ্ঠুর পাপাত্মা।
উদ্ধারিতে পথ নাই একাদশী বিনা॥
স্নেহ-ভক্তি-প্রসঙ্গতঃ আর শক্রবশে।
যেরূপে হৌক একাদশীর উপবাসে॥
গোবিন্দ স্মৃতি আর একাদশ্যুপবাস।
প্রায়শ্চিত্তরূপ করে ভব-ব্যাধি নাশ॥
জনার্দ্দন শ্রীহরির করে স্তব-স্তুতি।
সর্ব্ব পাপক্ষয় তা'র হয় ঊর্দ্ধগতি॥
একাদশী-ব্রত কথা করিলে শ্রবণ।
তদ্‌ব্রতানুষ্ঠান হ'লে অনুমোদন॥
জগৎপতি-প্রীতিকর 'একাদশী'-ব্রত।
শ্রদ্ধান্বিতে অনুষ্ঠাতা শীঘ্রে হয় মুক্ত॥
(যদি) কা'র প্রতি ব্রত লাগি করে শ্রদ্ধা দান।
সেই ভাগ্যবান্ করে বৈকুণ্ঠে প্রয়াণ॥
সংখ্যাতীত একাদশী-তিথির মহিমা।
বর্ণিবার শক্তি নাই দিতে নারি সীমা॥
সর্ব্ব সুখ ধর্ম্ম আর গুণের আশ্রয়।
নিখিল শাস্ত্রেতে তাহা কীর্ত্তিত আছয়॥

—শ্রীরমাপতি ভক্তসুহৃদ
গোয়ালপাড়া (আসাম)

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—৪৫)

প্রসঙ্গরূপা ও পরিচর্য্যারূপা ভেদে মহাভাগবতসেবা দুইপ্রকার। প্রসঙ্গ-রূপা সেবা সম্বন্ধে উক্তি,—

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্। (ভাঃ ১১।১২।১-২)

হে উদ্ধব, ! সর্ব্বসঙ্গাপহারী সৎসঙ্গ আমাকে যেরূপ রুদ্ধ করে, যোগ, সাংখ্য, ধর্ম্ম, স্বাধ্যায়, তপস্যা, ত্যাগ, ইষ্টপূর্ত্ত, দক্ষিণা ব্রতাদি, যজ্ঞ-সকল, ছন্দসকল, তীর্থসকল, নিয়ম ও যমসকল সেরূপ রুদ্ধ করিতে পারে না। ইষ্ট শব্দে অগ্নিহোত্র দর্শ পৌর্ণমাস চাতুর্ম্মাষ্যাদি, পূর্ত্তশব্দে দেবালয়। যিনি এইরূপ পূর্ব্বোক্তরূপ ইষ্টপূর্ত্তাদি দ্বারা আমার পূজা করেন, মদীয় স্মৃতি-যুক্ত ব্যক্তি সেই পূজায় সাধুসেবা অর্থাৎ সজ্জনগণের প্রসঙ্গদ্বারা সদ্ভক্তি অর্থাৎ অন্তরঙ্গভক্তি ও নিষ্ঠা লাভ করেন। অন্তর্য্যামিস্বরূপ ভগবানের অধিষ্ঠানরূপে অস্মাদির সন্তর্পণ করা হয় বলিয়া উক্তস্থলে অগ্নিহোত্রাদিকে ভক্তির অন্তর্গত করা হইয়াছে। এইরূপে কূপ, উদ্যান প্রভৃতিও তাঁহার পরিচর্য্যার জন্য ক্রিয়মান হওয়ায় তাহাও ভক্তির অন্তর্গত। পুনরায় উক্তস্থলে সৎসঙ্গের স্বতন্ত্ররূপে যথেষ্ট ফলদান কর্ত্তৃত্ব এবং সর্ব্বাপেক্ষা পরম সামর্থ্য বলিবার জন্য পরম গুহ্যত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে; যথা,—

অথৈতৎ পরমং গুহ্যং শৃণ্বতো যদুনন্দন।
সগোপ্যমপি বক্ষ্যামি ত্বং মে ভৃত্যঃ সুহৃৎ সখা॥ (ভাঃ ১১।১১।৪৯)

হে যদুনন্দন উদ্ধব! অনন্তর পরমগুহ্যবিষয় শ্রবণ কর। যেহেতু তুমি আমার ভক্ত, সুহৃৎ ও সখা। অতএব ইহা পরম গোপনীয় হইলেও তোমার নিকট বর্ণন করিব। এই সাধুসঙ্গের ন্যায় অপর কোন অনুষ্ঠানেরই ঈদৃশ মাহাত্ম্য উক্ত না হওয়ায় ইহাকেই পরম গুহ্য বলিয়াছেন। উক্তবাক্যে ত্যাগ-শব্দে সন্ন্যাস, দক্ষিণা-শব্দে দান মাত্র, যজ্ঞ-শব্দে দেবপূজা, ছন্দ-শব্দে রহস্য মাত্র। সৎসঙ্গ আমাকে যেরূপ রুদ্ধ করে যোগ সেইরূপ বশীভূত করে না, সাংখ্য সেইরূপ করে না ইত্যাদিরূপ অন্বয় করিতে হইবে। "সেইরূপ

বশীভূত করে না" উক্তি দ্বারা তাহারা কিঞ্চিৎ বশীভূত করে—এইরূপ অর্থ লব্ধ হইতেছে বলিয়া তাহাদিগকেও ভগবৎপররূপে জানিতে হইবে। অর্থাৎ ঐ ক্রিয়াসকল যদি ভগবৎরূপে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলেই তাহারা কিঞ্চিদ্রূপে বশীকরণে সমর্থ হয়। কিন্তু সাধরণরূপে অনুষ্ঠিত হইলে নহে। অতএব টীকাকারগণ ব্রতসমূহ অর্থে "একাদশ্যাদি" অর্থ করিয়াছেন। এই শ্লোকে সৎসঙ্গের তাদৃশ মাহাত্ম্য উক্ত হওয়ায় একাদশ্যাদি নিত্য-বৈষ্ণবব্রত-সকলের অকর্ত্তব্যতা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। যেহেতু কোন এক অনুষ্ঠানের ফলাতিশয় প্রদান সামর্থ্য বিষয়ক প্রশংসা দ্বারা ইতর অনুষ্ঠানের নিত্যত্ব নিরাকরণ হইতে পারে না। কর্ম্মাধিকারিগণ যেরূপ—"ন হ্যগ্নিমুখতোঽয়ং বৈ ভগবান্ সর্ব্বযজ্ঞভুক্। ইজ্যেত হবিষা রাজন্ যথা বিপ্রমুখে হুতৈঃ"॥ অর্থাৎ হে রাজন্! বিপ্রমুখে হব্য দ্বারা প্রদত্ত অন্নাদি দ্বারা সর্ব্বযজ্ঞভুক ভগবান্ যেরূপ পূজিত হন, অগ্নিমুখে প্রদত্ত ঘৃতাদি দ্বারা সেরূপ পূজিত হন না—এই বাক্য শ্রবণ করিয়াও অগ্নিহোত্রাদি-যাগ করিতে সমর্থ হয় না এবং ভক্তি-অধিকারিগণও "আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিত্য কর্ত্তব্যরূপ ভগবদর্চ্চন ত্যাগ করিতে সমর্থ হন না। সেইরূপ এস্থলেও সাধুসেবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে শ্রুত হইলেও অন্যান্য নিত্যব্রত-সকল অকারণ হইতে পারে না। অতএব,—

ষড়্ভির্মাসোপবাসৈস্তু যৎ ফলং পরিকীর্ত্তিতম্। বিষ্ণোর্নৈবেদ্যসিক্থেন তৎ ফলং ভুঞ্জতে কলৌ॥ ছয় মাস উপবাস হেতু যে ফল কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীহরির নৈবেদ্য একগ্রাস মাত্র ভোজনেও কলিযুগে তাদৃশ ফল লাভ হইয়া থাকে—এই বাক্যেও তাদৃশ উপবাসের বাধক হয় না। একাদশ্যাদি-ব্রত নিত্য হইলেও তত্তৎস্থলে আনুষঙ্গিকরূপে তাহাদের মহাফল প্রদত্ত সম্মত হইয়াছে।

সুতরাং নিত্যত্ববিষয়ার্থও তাদৃশ বৈষ্ণবব্রত অবশ্য কর্ত্তব্য—ইহা সিদ্ধান্তিত হইল; অতএব,—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেত স তু সত্তমঃ॥ (ভাঃ ১১।১১।৩২)

গুণ দোষ জানিয়াও যিনি আমাকর্ত্তৃক আদিষ্ট স্বীয় সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার ভজন করেন, তিনিও সত্তমরূপে গণ্য হন—এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় টীকাকারগণ কর্ত্তৃক "ধর্ম্মত্যাগ" পদের অর্থ—বিদ্ধা একাদশীতে

উপবাস। কৃষ্ণা একাদশীতে অনুপবাস এবং নিবেদনের অযোগ্য বস্তুতে শ্রদ্ধা প্রভৃতি ভক্তিবিরুদ্ধ ধর্ম্মসকলের পরিত্যাগ উক্ত হইয়াছে।

ভীষ্ম-যুধিষ্ঠির-সংবাদে শ্রীমদ্ভাগবতের ১।৯।১৭ শ্লোকে "ভগবদ্ধর্ম্মান্" এই পদের ব্যাখ্যায় "হরিতোষণ দ্বাদশ্যাদিনিয়মরূপ ভগবদ্ধর্ম্মসকল" উক্ত হইয়াছে।

"ব্রতানি চেরে হরিতোষণানি" ভাঃ ৩।১।১৯ অর্থাৎ তিনি হরিতোষণব্রত সকলের আচরণ করিয়াছেন। এই বচনের টীকায়েও ব্রতশব্দে একদশ্যাদিব্রত উক্ত হইয়াছে। অতএব ভগবন্মহাপ্রসাদৈকব্রত সজ্জন শিরোমণি শ্রীমদ্-অম্বরীষের আচার দর্শন হইতে তাহাই নিশ্চিত হইতেছে। অনন্তর প্রস্তাবিত বিষয়ে অনুসরণ করা হইতেছে—এস্থলে সৎসঙ্গ দ্বারা ভগবানের যে বশীকরণ উক্ত হইয়াছে, ঐ বশীকরণ মুখ্য ও গৌণভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে—"মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্" ভগবান্ মুকুন্দ ভজনশীল ব্যক্তিগণকে মুক্তিই দান করেন, কিন্তু ভক্তিযোগ কাহাকেও দান করেন না—এই ন্যায়ানুসারে মুখ্য বশীকরণ দ্বারা প্রেম লব্ধ হইয়াছে। অতএব গৌণবশীকরণ দ্বারা অন্য ফল লাভ হয়। শ্রীগোপী প্রভৃতিতে মুখ্য বশীকরণ এবং বাণ প্রভৃতিতে গৌণবশীকরণ দৃষ্ট হইয়াছে। বাণাদির সম্বন্ধে বশীকরণত্ব শব্দের অর্থ ফলদান বিষয়ে উন্মুখীকরণরূপে উপচারিত হইয়া থাকে।

এই বশীকরণ বিষয়ে দৃষ্টান্ত—(ভাঃ ১১।১২।৩-৬)

সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানা খগা মৃগাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ॥
বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োঽন্ত্যজাঃ।
রজস্তমঃপ্রকৃতয়স্তস্মিংস্তস্মিন্ যুগে যুগে॥
বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ।
বৃষপর্ব্বা বলির্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ॥
সুগ্রীবো হনুমান্ঋক্ষো গজো গৃধ্রো বণিক্ পথঃ।
ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথাপরে॥

সৎসঙ্গ প্রভাবে দৈত্য, রাক্ষস, মৃগ, পক্ষী, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক, বিদ্যাধর, মনুষ্য মধ্যে বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী এবং অন্ত্যজগণ—এইরূপ রজস্তমস্বভাব, ত্বষ্ট্র, প্রহ্লাদাদি, বৃষপর্ব্বা, বলি, বাণ, ময়, বিভীষণ, হনুমান, জাম্ববান, গজ, গৃধ্র (জটায়ু), তুলাধার বণিক; ব্যাধ, কুব্জা, ব্রজে গোপীগণ এবং যজ্ঞপত্নীগণ অনেকেই তত্তদযুগে আমার পদবী প্রাপ্ত হইয়াছে।

তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসীতে-মহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসঃ মৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ॥ (ভাঃ ১১।১২।৭)

তাহাদের সৎসঙ্গ ব্যতীত অন্য সাধনের অভাব ছিল—হে উদ্ধব! তাহারা অধ্যয়ন করে নাই এবং মহত্তমগণের উপাসনাও করে নাই, কিম্বা ব্রত বা তপস্যাদিও করে নাই; কেবলমাত্র সৎসঙ্গ প্রভাবেই আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। সৎসঙ্গ অজ্ঞান সহকারে কৃত হইলেও অর্থদ অর্থাৎ অভীষ্টফলপ্রদ হইয়া থাকে তাহাই বলিতেছেন,—

সঙ্গো যঃ সংস্তেহেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে॥ (ভাঃ ৩।২৩।৫৫)

অজ্ঞান সহকারে যে বিষয় সঙ্গ সংসার দুঃখজনক হয়। ঐ সঙ্গই সাধুগণের বিহিত হইলে নিঃসঙ্গজনক হইয়া থাকে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

যদু-অবধূত-সংলাপ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২১শ-বর্ষ, ৮ম-সংখ্যা, ৩১৭ পৃষ্ঠার পর)

(৭) **আকাশের নিকট শিক্ষা**—(ক) আকাশ যেরূপ সর্ব্বগত হইয়াও ঘট-পটাদি-দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা লিপ্ত হয় না, গুরুদাসও তদ্রূপ দেহস্থিত হইলেও দীক্ষা-প্রভাবে অসৎসঙ্গে লিপ্ত না হইয়া পরমেশ্বরের সহিত অন্তরে বাহিরে সেব্য-সেবকভাবে অবস্থান করিবেন। (খ) আকাশ যেরূপ বায়ুর দ্বারা বিচলিত বা মেঘাদির সহিত স্পৃষ্ট হয় না, গুরুদাসও তদ্রূপ কালক্ষোভ্য স্থূললিঙ্গদেহে আসক্ত হইবেন না।

(৮) **কপোতের নিকট শিক্ষা**—গুরুদাস কখনও কাহার সহিত কোন স্থানে অতিশয় প্রীতি লালন-পালনাদি-নিবন্ধন আসক্তি করিবেন না; যদি করেন, তবে তিনি গৃহমেধী কপোতের ন্যায় সন্তাপ ভোগ করিবেন। পরমার্থ-সাধনের একমাত্র উদ্‌ঘাটিত দ্বারস্বরূপ দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া যে কপোত-কপোতীর ন্যায় গৃহমেধী হইয়া আসক্তিবশতঃ কুটুম্ব পোষণ করে, শাস্ত্রে তাহাকে আরূঢ়চ্যুত বলিয়াছেন।

(৯) **অজগরের নিকট শিক্ষা**—প্রারব্ধ ভোগ অবশ্যই হইবে, তজ্জন্য বৃথা উদ্যমে আয়ুক্ষয় না করিয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকৃপা-লাভের প্রতীক্ষায় থাকিবে।

প্রাণিগণের পক্ষে স্বর্গসুখ ও নরকাদি-ক্লেশ—উভয়ই সমান অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী। গুরুদাস সেইরূপ সুখ-দুখের প্রত্যাশা করিবেন না, যথালব্ধ দ্রব্যের দ্বারা শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। খাদ্যদ্রব্য সরস বা নিরস, অধিক বা অল্প—যাহাই হউক না কেন, অনায়াসলব্ধ দ্রব্য গুরুকৃষ্ণে নিবেদন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। আর যদি আহার্য্যদ্রব্য অনায়াস লব্ধ না হয়, কিংবা লব্ধ হইয়াও বিনষ্ট হইয়া যায়, তবে তাহা দৈবগতি অর্থাৎ কৃষ্ণেচ্ছা বলিয়া স্থির করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিবেন।

(১০) **সমুদ্রের নিকট শিক্ষা**—গুরুদাস সমুদ্রের ন্যায় বাহিরে প্রসন্ন ভাব ও অন্তরে গম্ভীর ভাব ধারণ করিবেন। সমুদ্র যেমন বর্ষাকালে নদীসমূহের সংযোগে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত বা গ্রীষ্মকালে তদ্ভাবে শুষ্ক হয় না, তদ্রূপ গুরুদাসও লাভালাভে সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন না।

(১১) **পতঙ্গের নিকট শিক্ষা**—বাহ্যরূপ বিষয়ে আসক্তিই জীবের সর্ব্বনাশের হেতু। "দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ং দেবমায়াং তদ্ভ বৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ। প্রলোভিতঃ পতত্যন্ধে তমস্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ॥" (ভাঃ ১১।৮।৭) অর্থাৎ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দেবমায়ারূপিণী স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া এবং তাহার হাবভাবে মুগ্ধ হইয়া অগ্নিতে পতন্মুখ ন্যায় ঘোরতর নরকে পতিত হয়। যদিও কনক-কামিনীর মধ্যে কনককেই উক্ত পঞ্চবিষয় সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান, তথাপি কনক অপেক্ষা কামিনীর প্রথম সন্দর্শনেই (ভোগবুদ্ধিতে দর্শনেই) জীবের পতন অবশ্যম্ভাবী। অতএব রূপাসক্তিই সর্ব্বনাশের প্রধান হেতু জানিয়া গুরুসেবক সর্ব্বদা উহাতে সতর্ক থাকিবেন।

(১২) **মধুকরের নিকট শিক্ষা**—মধুকর দুই প্রকার, যথা—(ক) ভ্রমর, (খ) মধুমক্ষিকা। (ক) ভ্রমর যেমন নানা পুষ্প হইতে মধু আহরণ করে, তদ্রূপ গুরুসেবক অল্প বা বৃহৎ—সকল শাস্ত্র হইতে সার সংগ্রহ করিবেন এবং কোন গৃহস্থকে হিংসা না করিয়া মাধুকরী-বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক গুরুকৃষ্ণের সেবা করিবেন। (খ) গুরুদাস ভিক্ষালব্ধ অন্নাদি পরদিবসের নিমিত্ত সঞ্চয় করিবেন না; এরূপ করিলে মক্ষিকার ন্যায় সঞ্চিত আহার্য দ্রব্যের সহিত বিনষ্ট হইবেন। কোন কোন মক্ষিকা আহারমাত্র করে, সংগ্রহ করে না; তদ্রূপ গুরুদাস ও গৃহে গৃহে মাধুকরী ভিক্ষা দ্বারা গুরুসেবা ও জীবনধারণ করিবেন, উদরমাত্র-গ্রাহী হইয়া মক্ষিকার ন্যায় সঞ্চয়ী হইবেন না।

(১৩) **হস্তীর নিকট শিক্ষা**—স্পর্শাশক্তি জীবের সর্ব্বনাশের হেতু, এই বিষয় হস্তীর নিকট শিক্ষা করিবে। গুরুদাস আপনার মৃত্যুরূপ কখনও

কোন স্ত্রীতে আসক্ত হইবেন না বা পদদ্বারাও কোন স্ত্রীকে স্পর্শও করিবেন না; যদি করেন, তবে হস্তিনীর অঙ্গস্পর্শ নিমিত্ত হস্তীর গর্ত্তে পরিবার ন্যায় ক্লিষ্ট হইবেন, কিংবা অন্য বলবান্ গজহত গজের ন্যায় অন্য বলবান্ পুরুষ-কর্ত্তৃক নিহত হইবেন।

(১৪) মধুহরণকারীর নিকট শিক্ষা—যে ধনসঞ্চয়ে দান বা ভোগ নাই, তাহা পরহস্তগত হইবে, এ-বিষয় আমি মধুচক্র হইতে মধুহরণকারীর মধুমক্ষিকাকে গুরু করিয়াছি। মধুহা যেরূপ মক্ষিকার অনুগমনে তরু-কোটরাদি-মধ্যে মধু আছে, জানিয়া সেই মধু হরণ করে, তদ্রূপ গুরুদাস মধুহার ন্যায় লুব্ধ ব্যক্তির সঞ্চিত ধন ছলে-বলে, কলে-কৌশলে সংগ্রহ করিয়া তাহা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় লাগাইবেন—গৃহমেধী গৃহীদিগের ক্লেশোপার্জ্জিত বিত্ত মধুহার ন্যায় সর্ব্বাগ্রে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবায় নিযুক্ত করিবেন।"

(১৫) হরিণের নিকট শিক্ষা—প্রাকৃত শব্দমাধুর্য্যে আসক্তি সর্ব্ব-নাশের হেতু,—ইহা হরিণের নিকট শিক্ষা করিবে। গুরুসেবক সাধুমুখ-বিগলিত ভগবন্নামগুণাদি কীর্ত্তন ব্যতীত কখনও কোন গ্রাম্য কথা বা গ্রাম্য গীতি শ্রবণ করিবেন না। এরূপ কৃষ্ণেতর কথা শ্রবণ করিলে ব্যাধের বংশীস্বরেমুগ্ধ হরিণের ন্যায় বিনষ্ট হইবেন। মৃগীসুত ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিও বারাঙ্গনা-গণের গীতশ্রবণে মোহিত হইয়া তাহাদের ক্রীড়ামৃগ হইয়াছিলেন।

(১৬) মৎস্যের নিকট শিক্ষা—প্রাকৃত রস-বিষয়ে আসক্তিও সর্ব্বনাশের হেতু; এ বিষয়ে মৎস্যের নিকট শিক্ষা করিবে। অসদ্বুদ্ধি ব্যক্তি অতিশয় ক্ষোভকারী দুর্জ্জয় জিহ্বাবেগের বশবর্ত্তী হইয়া বড়শীবিদ্ধ মৎস্যের ন্যায় মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হয়। তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্। ন জয়েদ্রসনং যাবজ্জিতং সর্ব্বং জিতে রসে॥ (ভাঃ ১১।৮।২০)—অর্থাৎ পুরুষ অন্য সকল ইন্দ্রিয়কে জয় করিয়াও যে-কাল পর্য্যন্ত রসনা জয় না করেন, সেকাল পর্য্যন্ত তিনি জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন না। যিনি রসনাকে জয় করিয়াছেন, তিনিই সকল ইন্দ্রিয়বিজয়ী গোস্বামীপদবাচ্য। কেন না, আহার পরিত্যাগ করিলে অন্য ইন্দ্রিয় নির্জ্জিত হয় বটে, কিন্তু রসনেন্দ্রিয়-লালসা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, আবার যদি আহার করা যায়, তবে রসাসক্তি-বশতঃ সর্ব্বেন্দ্রিয় ক্ষুব্ধ হয়। সুতরাং রসনাকে জয় করিলেই সকল ইন্দ্রিয়কে জয় করা যায়। এই রসনা জয়ের একমাত্র অব্যর্থ উপায়—রসনাদ্বারা রসের সহিত ভগন্নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন এবং ভগবৎপ্রসাদ সেব্যবুদ্ধিতে আস্বাদন।

অতএব গুরুদাস শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে সর্ব্বক্ষণ ভবরোগের এই অপ্রাকৃত ঔষধ ও পথ্য সেবন করিবেন। গীতায়ও শ্রীভগবান্ এই কথা বলিয়াছেন,—"রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে। (গীঃ ২।৫৯)

(১৭) **পিঙ্গলার নিকট শিক্ষা**—পিঙ্গলা-বেশ্যার নিকট হইতে ভোগ-ত্যাগ-রহিত যুক্ত বৈরাগ্য শিক্ষা করিয়াছি। পূর্ব্বকালে বিদেহ-নগরে পিঙ্গলা-নাম্নী এক বেশ্যা বাস করিত। হে রাজন্, আমি তাঁহার নিকট যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন। সেই স্বৈরিণী পথিকগণকে স্বীয় রতিগৃহে লইয়া যাইবার জন্য উত্তম বেশভূষা ধারণ করিয়া সায়ংকালে বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিত। সেই অর্থলুব্ধা কামুকী পথিমধ্যে পুরুষদিগকে গমন করিতে দেখিয়া এক-এক করিয়া সকলের প্রতিই "ইনি ধনবান্, ইনি আমাকে ধন দিবেন" প্রতিক্ষণে এইরূপ চিন্তা করিত। কোন একদিন সেই বেশ্যা এইরূপ সকলকে গমনাগমন করিতে ও স্বীয়গৃহে না আসিতে দেখিয়া মনে করিল,—"অদ্য কোন ধনবান্ ব্যক্তি আসিয়া নিশ্চয়ই আমাকে বহুধন দানপূর্ব্বক ভজনা করিবেন।" এরূপ দুরাশাবশতঃ নিদ্রাশূন্যা হইয়া ঘরে প্রবেশ ও নির্গমন করিতে করিতে পিঙ্গলার অর্দ্ধরাত্র অতিবাহিত হইল। তখন ধনের আশায় শুষ্কবদনা ও দীনচিত্তা সেই পিঙ্গলার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক অনুরাগজনিত আনন্দহেতু হৃদয়ে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল।

তৎকালে সেই নির্ব্বেদচিত্তা পিঙ্গলা মনে মনে চিন্তা করিল,—হায়! আমি কিরূপ বিবেকশূন্য, আমি মোহবশতঃ মূর্খের ন্যায় অতিতুচ্ছ ও অসৎকান্ত পুরুষদিগের নিকট হইতে ভোগ্যবিষয় কামনা করিতেছি। হায়! আমি অন্তরে রতিপ্রদ ও বিত্তপ্রদ এই নিত্য সৎপদার্থের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞের ন্যায় অকামদ এবং দুঃখ-ভয় ও পীড়াপ্রদ অতিতুচ্ছ পুরুষগণকে ভজনা করিতেছিলাম। হায়! এতকাল আমি অতি কদর্য্য-বৃত্তিদ্বারা আত্মাকে বৃথা পরিতাপিত করিয়াছি, আমি ক্রীতের ন্যায় লম্পট অর্থলুব্ধ ও অশুশোচ্য পুরুষগণের নিকট হইতে রতি ও বিত্তপ্রাপ্তির আশা পোষণ করিতেছিলাম। হায়! হায়! বংশঝাড়-সদৃশ আস্থানন্বিত ত্বক্, রোম, নখাদির দ্বারা আবৃত এবং নিরন্তর ক্লেদ-ক্ষরিত, বিষ্ঠামূত্রপূরিত নবদ্বারসংযুক্ত অতি ঘৃণিত এই শরীরকে আমা ব্যতীত আর কে আদর করিয়া থাকে? (ভাঃ ১।৬০।৪৯) হায়! হায়! আমি পরমপুরুষ নিত্যপতি শ্রীঅচ্যুত ভিন্ন অপর স্ত্রৈণ পুরুষের নিকটে কামভোগ ইচ্ছা করিয়াছি! অহো! ধিক্ আমাকে! এই বিদেহ-নগরে কেবল একা আমিই মূঢ়া ও অসতী।

এখন হইতে আমি শরীরীদিগের আত্মস্বরূপ ও প্রিয়তম সুহৃৎ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে এই দেহ-গেহ নিবেদনপূর্ব্বক লক্ষ্মীর ন্যায় তাঁহার সহিত বিহার করিব। কাম্য-বিষয়সকল, কামদাতা নরসকল ও কালাধীন দেবতা-বৃন্দ—সকলই অনিত্য। ইহার কামিনীদিগের কোন প্রিয় সাধন করিতে সমর্থ নহে, কেবল একমাত্র বিষ্ণুই ইহলোকে ও পরলোকে সকল সুখ বিধান করিতে পারেন। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমার কোন সুকৃতিফলে ভগবান্ বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। কারণ এক্ষণে আমার এই সুখাবহ বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে।"

প্রদোষে স্বীয় অঙ্গনে শ্রীদত্তাত্রেয় মুনিকে যদৃচ্ছাক্রমে আগমন করিতে দেখিয়া পিঙ্গলা বলিয়াছিল,—"হে বিরক্তাগ্রগণ্য প্রভো! কৃপাপূর্ব্বক অদ্য আমার অঙ্গন পবিত্র করুন, এখানেই অবস্থানপূর্ব্বক কিছু ভোজন করিয়া বিশ্রাম করুন। এই বলিয়া পিঙ্গলা সেই স্থান মার্জ্জন-লেপনাদি-দ্বারা সংস্কার করিয়া তাঁহার যথাযোগ্য সম্মান করিয়াছিল এবং তাঁহার কৃপাবলেই এতাদৃশী নির্ব্বেদ ও ভগবদ্রতি লাভ করিয়াছিল। পিঙ্গলা বলিল,—"যদি আমি মন্দভাগ্যই হইতাম, তাহা হইলে যে বৈরাগ্যবশতঃ পুরুষসকল পুত্র-কলত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া পরম শান্তি আশ্রয় করে, সেই সুখপ্রদ বৈরাগ্য কখনই আমার হৃদয়ে উপস্থিত হইত না। শ্রীগুরুদেব-প্রদত্ত এই নির্ব্বেদ আমি মস্তকে গ্রহণ করিয়া গ্রাম্যক্রিয়া অর্থাৎ বিষয়সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলাম; আমি যথালাভে জীবিকা নির্ব্বাহপূর্ব্বক পরম শ্রদ্ধাসহকারে প্রসন্নমনে সেই আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরের সহিত বিহার করিব। আমি ব্রহ্মাদি দেবতাগণকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়াছি, ইহার কারণ, সংসারকূপে পতিত, বিষয়মোহে অন্ধ এবং কালসর্পকর্ত্তৃক আক্রান্ত এই আত্মাকে উদ্ধার করিতে তিনি ভিন্ন আর কে সমর্থ? জীব যখন এজগৎকে কালসর্পগ্রস্ত-রূপে দর্শন করেন, তখনই অপ্রমত্ত হইয়া নিখিল বিষয়-ভোগ হইতে বিরক্ত হয় এবং গুরু-কৃষ্ণের আনুগত্যে ভজনপ্রভাবে আত্মার উদ্ধার সাধন করিতে সমর্থ হয়।"

পিঙ্গলা এইরূপ বৈরাগ্য আশ্রয়পূর্ব্বক কান্ততৃষ্ণাজনিত দুরাশা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণৈককান্তনিষ্ঠারূপ পরমশান্তি লাভ করিয়াছিল। "আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্। যথা সংছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষাপ পিঙ্গলা॥" (ভাঃ ১১।৮।৪৪) অতএব একমাত্র শ্রীভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতীত অন্য কোথাও পরা শান্তি বা নির্ম্মলানন্দ নাই, ইহা নিশ্চয়পূর্ব্বক গুরুদাস যুক্তবৈরাগ্য সহকারে ভগবদ্ভজন করিবেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

চাতুর্ম্মাস্যব্রত-মাহাত্ম্য

শ্রীনারদ বলিলেন,—হে মহেশ্বর! ভুবনবিশ্রুত চাতুর্ম্মাস্যব্রতের নিয়মাবলী আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; কৃপাপূর্ব্বক ইহা বলুন। চাতুর্ম্মাস্যকাল পর্য্যন্ত জনার্দ্দন হরি নিদ্রাগত হইলে আমাদের কর্ত্তব্য কি এবং সেই ব্রত পালন করিলেই বা কি ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা বর্ণন করুন। নারদের ঈদৃশ বাক্যশ্রবণে ঈষদ্ধাস্যসহকারে উৎফুল্ললোচনে মহাদেব বলিলেন,—হে দেবর্ষে! আমি ব্রতমাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে কীর্ত্তন করিতেছি, মনোযোগের সহিত উহা শ্রবণ কর। **আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বাদশী হইতে কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বাদশী পর্য্যন্ত চারিমাসাবধিকালে শ্রীহরি যোগনিদ্রাগত হয়েন।** গরুড়ধ্বজ অচ্যুত শ্রীজগন্নাথ প্রসুপ্ত হইলে যিনি ভক্তিপূর্ব্বক ব্রতক্রিয়া আচরণ করেন, তাঁহার ব্রতপালনের ফল শ্রবণ কর।

সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পাদন করিলে যে ফল লাভ হয়, একবারমাত্র চাতুর্ম্মাস্যব্রতপালনে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সূর্য্য যখন মিথুন রাশিগত হন, তখন শ্রীমধুসূদন শয়ন করেন এবং তুলারাশিগত সূর্য্যে তিনি পুনরুত্থান করেন। নিয়মপূর্ব্বক যিনি এই চাতুর্ম্মাস্যব্রত চারিবৎসর পর্য্যন্ত পালন করেন, তাঁহার ব্রতোদ্যাপনের ফল পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে বিবৃত করিতেছি। উপবাসকালে গুড় বর্জ্জন করিলে বাক্যে মধুরত্ব লাভ হয়। তৈল পরিত্যাগে বংশ দীর্ঘ হয়। বিশেষতঃ কটুতৈল পরিত্যাগ করিলে শত্রুনাশ হয় এবং সুগন্ধ তৈলবর্জ্জনে অতুল সৌভাগ্যলাভ হয়। ঘৃতত্যাগে স্নিগ্ধতনু ও সুন্দরাঙ্গ লব্ধ হয়। পুষ্পভোগরহিত হইলে স্বর্গে বিদ্যাধররূপে জন্ম হয়। যোগভ্যাসী নর ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। কটু-লবণ-মধুর-ক্ষার-তিক্ত-কষায়-রসবর্জ্জনকারী দৌর্গন্ধ্য ও বিরূপতা কখনও লাভ করেন না। তাম্বূল ত্যাগে রক্তকণ্ঠ হয়। ফলত্যাগী বহুপুত্রবান হয়। পলাশপত্রে ভোজন করিলে রূপবান্ ও ভোগী হয়। দধি-দুগ্ধপরিত্যাগীর গোলোকবাস হয়। মৌনব্রতীর আজ্ঞা কখনও স্খলিত হয় না। যে নর মাসচতুষ্টয়ে সন্ধ্যামৌনী থাকেন, তিনি চারি মন্বন্তরাবধি বৈকুণ্ঠে পূজিত হন। যিনি এই ব্রতকালে স্বয়ং পাক করিয়া আহার করেন, তিনি দশসহস্র বৎসর ইন্দ্রলোকে বাস করেন। পরন্তু যিনি ভোজনকালে প্রজল্প করেন, তাঁহার অন্ন গো-মাংসসম অশুচি হয়, এরূপ খাদ্য রাক্ষসের প্রিয় হয় এবং তিনি পাপ ভোজন করেন।

যে মানব ব্রতপালন কালে একহারী হন, যে পরিমাণ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সূর্য্য আকাশে উদিত থাকেন, সেই পরিমাণ বৎসরব্যাপিয়া তিনি বিষ্ণুলোকে পূজিত হন। যিনি ব্রীহি, যব-গোধূম পরিত্যাগ করেন, তিনি অশ্বমেধাদি যজ্ঞের ফল ও ধনধান্য সমাযুক্ত বহু পুত্র লাভ করেন। তুলসী-তিল ও দর্ভ দ্বারা তর্পণে সেই ফল কোটিগুণিত হয়। মৈথুনবর্জ্জনকারী এক মন্বন্তরকাল পর্য্যন্ত বিষ্ণুলোকে বাস করেন। দধি, দুগ্ধ, তক্র, গুড় ও শাক পরিত্যাগ করিলে মুক্তিভাগী হওয়া যায়। দাড়িম, মাতুলিঙ্গ ও নারিকেল বর্জ্জন করিলে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়।

স্থালীপাক ত্যাগে ইন্দ্রাসনলাভের যোগ্যপাত্র বলিয়া গণ্য হয় কাংস্যপাত্র সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। তাম্রপাত্রে ভোজন করিলে নৈমিষক্ষেত্রের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সমস্ত পাত্রের অলাভে মৃন্ময় পাত্র সর্ব্বোত্তম। পলাশপত্রে ভোজন করিলে রূপবান্ ও ভোগবান্ হয়। ব্রহ্মপাত্রে আহার চান্দ্রায়ণ-ব্রতের ফলসম বিবেচিত হয়। পদ্মপত্রে ভক্ষণকারী কখনও নরক দর্শন করে না। ভূমিশায়ী মানব দশসহস্র বৎসর কোন রোগক্রান্ত হয় না।

শ্রীহরির শয়নকালে হরিনাম জপ ও কীর্ত্তন করিলে সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হয় এবং বিষ্ণুলোকে পরমাগতি লাভ হয়।

শ্রীনারদ বলিলেন,—হে বিভো! চাতুর্ম্মাস্যব্রতের উদ্‌যাপন সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ কীর্ত্তন করুন।

শ্রীদেবাদিদেব মহাদেব প্রত্যুত্তর দিলেন,—হে মহাভাগ, ব্রত আরম্ভ করিয়া যিনি উদ্‌যাপন না করেন, তিনি সম্যক্ ফলভোগ হন না। অধিকন্তু ব্রত-বৈকল্যহেতু কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ও অন্ধতা প্রাপ্ত হয়। অতএব যথাবিধি নিয়মপালনপূর্ব্বক শ্রীহরির উত্থানাবধি চাতুর্ম্মাস্যব্রত উদ্‌যাপন করা একান্ত বিধেয়।

॥ শ্রীপদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে চাতুর্ম্মাস্যব্রত-মাহাত্ম্য সমাপ্ত ॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী মহারাজ

মহারাজ প্রতাপরুদ্রের ইতিবৃত্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২১শ-বর্ষ, ৮ম-সংখ্যা, ৩১২ পৃষ্ঠার পর)

রায়ের প্রতি প্রতাপরুদ্র

এই সময়ে শ্রীরায় রামানন্দ গোদাবরী হইতে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইবার জন্য আসিলেন। তিনি প্রতাপরুদ্রের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। কর্ম্মত্যাগ-মানসে পুরী যাইবার পূর্ব্বেই রাজার সহিত দেখা করিলেন এবং স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। রামানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের সেবা করিবেন শুনিয়া রাজাও অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং কর্ম্মত্যাগ ত' মঞ্জুর করিলেনই উপরন্তু বলিলেন,—তুমি আমার নিকট হইতে যে বেতন লইতে, কর্ম্মত্যাগ করিয়াও সেই বেতন পাইবে এবং অতীব দীনতার সহিত তিনি বলিলেন,—

"আমি—ছার যোগ্য নহি তাঁর দরশনে।
তাঁরে যেই ভজে, তাঁর সফল জীবনে॥"
পরম কৃপালু তেঁহ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কোন-জন্মে মোরে অবশ্য দিবেন দরশন॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১১।২৩।২৪)

রাজা উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি বৈষ্ণব উৎকণ্ঠার সহিত আশাবন্ধও সুদৃঢ় পোষণ করেন। দীনতা এবং এই আশাবন্ধ উত্তম ভক্তের লক্ষণ।

"সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি' মানে।
কৃষ্ণ কৃপা করিবেন—দৃঢ় করি' জানে।" (চৈঃ চঃ)

রাজা পরে বলিলেন, "তুমি তাঁহার বিশেষ কৃপার পাত্র। তোমায় তিনি নিজে আহ্বান করিয়া তাঁহার সঙ্গী করিতেছেন, তুমি আমার জন্য তাঁহার নিকট কৃপা ভিক্ষা করিও।"

মহাপ্রভুর সমীপে রায় রামানন্দ

রায় রামানন্দ অচিরে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। রাজাও রামানন্দের সহিত শ্রীক্ষেত্রে আসিলেন। রামানন্দ এতদিন রাজমন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন, কাজেই বুদ্ধিতে বৃহস্পতিসম। তিনি মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রথমেই রাজার আচরণ ব্যাখ্যান করিয়া গুণ-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুও প্রতাপরুদ্রের রামানন্দ-সেবার কথা শুনিয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলেন।

ভক্তপূজাদ্বারা ভগবানের পূজা হইয়া থাকে—ইহাই শাস্ত্রবাণী।

"ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহহম্॥"

শ্রীভগবান্ নিজ মুখে বলিয়াছেন,—চতুর্ব্বেদাধ্যায়ী অভক্ত অপেক্ষা চণ্ডালকুলোদ্ভূত ভক্ত আমার প্রিয় এবং আমার ন্যায় পূজ্য।

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবী! তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥" (পদ্মপুরাণ)

পরম বৈষ্ণব শিব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন, শ্রীহরির আরাধনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবসেবা। সুতরাং বৈষ্ণব-সেবাদ্বারা মহাপ্রভুকে সুখী করিতে পারিলেন।

মহাপ্রভুর মন বুঝিয়া রামানন্দ রাজাকে দর্শন দান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মহাপ্রভু সম্মত হইলেন না।

"শুক্ল বস্ত্রে মসীবিন্দু যৈছে না লুকায়।
সন্ন্যাসীর অল্পছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ১২।৫)

রাজপুত্রের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা

রায় বলিলেন,—"পাপীর উদ্ধার নিমিত্ত তোমার অবতার গ্রহণ, অতএব রাজাও তোমাকে দর্শন করিয়া উদ্ধার হইবার অধিকার আছে।" মহাপ্রভু স্বীকার করিলেন না। অবশেষে রায়ের আগ্রহে রাজপুত্রের সহিত মিলিত হইবার আশ্বাস দিলেন। রাজাকে এ সংবাদ দেওয়া হইল। রায়ের সহিত রাজপুত্র আসিলেন। তাহার শ্যাম গাত্রবর্ণ, পীত পরিধেয় বস্ত্র এবং অঙ্গ সৌষ্ঠবাদিতে মহাপ্রভুর হৃদয়ে কৃষ্ণ-স্মৃতির 'উদ্দীপন' হইল। মহাপ্রভু তাহাকে প্রত্যহ দর্শন দিতে অঙ্গীকার করিলেন। রায় রাজপুত্র লইয়া রাজার নিকট গেলে তিনি অত্যন্ত আনন্দভরে পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর স্পর্শ অনুভব করিয়া রাজা প্রেমাবিষ্ট হইলেন। রাজপুত্রও তদবধি মহাপ্রভুর গণে গণিত হইলেন।

মহাপ্রভুর দর্শন না হইলে রাজা জীবন বিসর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা

রাজা রামানন্দের সহিত শ্রীপুরীধামে আসিয়াই সার্ব্বভৌমের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সার্ব্বভৌম বলিলেন, "আমি বহু চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু মহাপ্রভু কিছুতেই স্বীকার করিলেন না।" রাজা গভীর খেদ সহকারে

বলিতে লাগিলেন,—তাহা হইলে তিনি আমাকে বাদ দিয়া জগৎ উদ্ধার করিবেন স্থির করিয়াছেন। সে যাহাই হউক,—

তাঁর প্রতিজ্ঞা মোরে না করিবে দরশন।
মোর প্রতিজ্ঞা তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১১।৪৮)

ভট্টাচার্য্য তখন তাঁহাকে সান্ত্বনা ও আশ্বাস দান করিলেন। তিনি রাজাকে এক যুক্তি দিলেন,—"মহাপ্রভু রথযাত্রার দিনে রথাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিলে রাজবেশ ত্যাগপূর্ব্বক একাকী যাইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিবেন এবং রাসপঞ্চাধ্যায়ের শ্লোক পাঠ করিবেন, তাহা হইলে মহাপ্রভু বাহ্যজ্ঞান-বিস্মৃত হইয়া আপনাকে আলিঙ্গন দান করিবেন।" এখানে আপাতদৃষ্টিতে সার্ব্বভৌমকে মহাপ্রভুর অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে আচরণ করিতে দেখা যাইতেছে; বস্তুতঃ তিনি মহাপ্রভুর ইচ্ছার বিরুদ্ধ কাজ করেন নাই। কারণ মহাপ্রভু অন্তরে যে রাজার প্রতি সদয় এবং দর্শনদানে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন; তাহা অনুধাবন করতঃ ভগবানের শ্রীমুখের আজ্ঞা না পাইয়াও ভক্ত ও ভগবানের আনন্দবৃদ্ধির নিমিত্তই ঐরূপ যুক্তি দিয়াছিলেন।

ছাদ হইতে রাজার গৌড়ীয়গণকে দর্শন

অনবসরকাল আলালনাথে যাপন করিয়া মহাপ্রভু প্রত্যাগমন করিলে সার্ব্বভৌম রাজাকে সংবাদ দিতে গেলেন। এমন সময় গোপীনাথাচার্য্যও সেখানে উপস্থিত হইলেন। সার্ব্বভৌমকে গৌড়দেশ হইতে ভক্তগণের আগমন-বার্ত্তা জানাইয়া বাসস্থানাদির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ভট্টাচার্য্য উত্তর দিবার পূর্ব্বেই রাজা সমস্ত নির্ব্বাহ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং সেই সঙ্গে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণকে দেখাইবার নিমিত্তও অনুরোধ করিলেন। তিনজনে রাজপ্রাসাদের ছাদে উঠিলেন। সার্ব্বভৌমের নির্দ্দেশক্রমে গোপীনাথ বৈষ্ণবগণের পরিচয় দিতে লাগিলেন। এইরূপ দর্শনকালে ভক্তগণের নিমিত্ত প্রসাদ যাইতেছে দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তীর্থে আসিয়া মস্তকমুণ্ডন, উপবাসাদির যে-সকল বিধি আছে তাহা না করিয়াই কেন ইঁহারা প্রসাদ পাইবেন?" সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"ওগুলি বিধিমার্গীয় শাস্ত্রানুশাসন কিন্তু রাগমার্গীয় ধর্ম্মে অনেক সূক্ষ্মতর তত্ত্ব আছে, যদ্দ্বারা জাগতিক বিধিসকল উল্লঙ্ঘিত হইয়া থাকে। বিধিমার্গীয় ঐসকল অনুষ্ঠান

ঋষিগণের দ্বারা ঈশ্বরের পরোক্ষ আদেশ; কিন্তু প্রসাদ-সেবা ঈশ্বরের শ্রীমুখোক্ত প্রত্যক্ষ আদেশ। ঈশ্বরের প্রতি প্রবল অনুরাগবশতঃ ইঁহারা তাঁহার প্রত্যক্ষ আদেশ পালন দ্বারা ঈশ্বরের সুখ বিধান করিয়া থাকেন। যেস্থলে মহাপ্রসাদ নাই সেই স্থলেই উপবাস-বিধি। তদুপরি মহাপ্রভু স্বহস্তে বিতরণ করিবেন, ইহাতে স্বয়ং ভগবান্ এবং তদ্ভক্তগণ সকলেই অপার আনন্দ লাভ করিবেন। অতএব এত লাভ ছাড়িয়া তাঁহারা কেন উপবাস করিতে যাইবেন?" রাজা তখন অবতরণ করিয়া পড়িছা-পাত্র ও কাশী-মিশ্রকে ডাকাইয়া নিয়া এসে ভক্তগণকে আহার, বাসস্থান এবং স্বচ্ছন্দ দর্শনাদির সুবিধা করিয়া দিতে আদেশ দিলেন। (ক্রমশঃ)

—প্রকাশকের সংগৃহীত

শ্রদ্ধা ও সংশয়ের তাৎপর্য্য

'শ্রদ্ধা' শব্দে আমরা কোনও বস্তু-বিষয়ে সুদৃঢ়-বিশ্বাস ও 'সংশয়' শব্দে সন্দেহ বুঝিয়া থাকি। এই জগতে প্রত্যক্ষবাদী আমরা যে বস্তু প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই তাহারই সত্ত্বা-বিষয়ে সুদৃঢ়-বিশ্বাসী হই, আর যাহা জড় চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাই না, তাহাতেই আমাদের যত প্রকার সংশয়, সন্দেহ বা তর্ক-বিতর্ক আসিয়া উপস্থিত হয়। আমরা কেবল দৃষ্ট বস্তুরই সত্ত্বা স্বীকার করিব, অদৃষ্ট বস্তুর সত্ত্বা মানিব না, এইরূপ বলিলেও শ্রীশ্রীহরিগুরুবর্গের প্রকটকালীন তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও তাঁহাদের সত্ত্বায় বিশ্বাসী হইতে পারি না কেন? শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সত্ত্বা-বিষয়ে শ্রুতিশাস্ত্র ও মহাজনগণ যাহা বলিয়াছেন ও বলিতেছেন, তাহা শত-সহস্রবার শুনিয়াও তাহাতে কিছুতেই শ্রদ্ধাযুক্ত হইতে পারি না, কিন্তু জড়জগতের কোন বস্তু অভিজ্ঞান, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস চক্ষুদ্বারা দেখিতে না পাইলেও অপরের কথা শুনিবামাত্র সেই বস্তুর সত্ত্বা বিষয়ে নিঃসন্দেহ অর্থাৎ সুদৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত হইয়া থাকি। ব্যবহারিক জগতে আমরা যে বস্তুগুলির উপরে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহাতে নির্ভর করিয়া আছি, সেই বস্তুগুলির প্রকৃত সত্তা নাই। অথচ যে বস্তুর সত্ত্বার যথার্থ-বিষয়ে বেদ, পুরাণ এবং প্রত্যক্ষভাবেও ভক্ত ও ভগবানের অলৌকিক কার্য্যসমূহই প্রমাণরূপে রহিয়াছে, তাহাতে সংশয় বা সন্দেহ আসিয়া আমাদিগকে বাস্তব-বস্তুর সংস্পর্শ হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত করিতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব ভগবানের অলৌকিক কার্য্যসমূহ, যাহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, সেই কার্য্যগুলিই তাঁহাদের স্বরূপের মুখ্য পরিচয় নয়। তাঁহাদের প্রকৃত স্বরূপ চিৎ-প্রত্যক্ষেরই গোচরীভূত বস্তু। চিৎপ্রত্যক্ষে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের যে স্বরূপ-দর্শন, তাহাতে গুরুবৈষ্ণবের এইটী ভাল, আর এইটী মন্দ কিম্বা পূর্ব্বে ভাল, পরে মন্দ—এই সব বিচার স্থান পাইতে পারে না। কারণ তথায় আংশিক দর্শন, জড়দর্শন বা কুদর্শন নিরস্ত হইয়া যায়। জড়-প্রত্যক্ষে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অলৌকিক কার্য্যসমূহ দেখিয়া আমরা তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া গুরুবৈষ্ণবসেবার যে প্রচেষ্টা করিয়া থাকি, তাহা সাধনক্রিয়া হইয়া থাকে, পরন্তু তাহা আত্মার উপর কোন কার্য্য করে না। বস্তুতঃ সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত যে সাধনভক্তি, তাহা হইতেই জীবের উন্নত সোপানে অধিকার লাভ হয়। নতুবা প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা যত বড়ই হউক, সেই পিচ্ছিলতার পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে।

গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্ ও ভগবৎসম্বন্ধী বস্তু মাত্রেই প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানেরও অতীত অধোক্ষজ বস্তু। সুতরাং সেই বস্তুকে জানিতে হইলে আমরা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা উহা জানিতে পারিব না এবং তাহাতে সংশয় বা সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? অচিদ্-বস্তুই জড়চক্ষু ও ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের আসামী হয়, চিদ্বস্তু চিৎপ্রত্যক্ষে সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে প্রকাশিত হন।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে আমরা যে সংশয় বা সন্দেহ করিয়া থাকি, তাহা যদি অজ্ঞানতাবশতঃ হয়, তাহা হইলে গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় তাঁহাদের সংশয়ছেত্তা বাণীর দ্বারা সেই সংশয় বা সন্দেহ অচিরেই অপসারিত হয়। যেরূপ শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু, শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভু, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু প্রভৃতির বাহ্য দুরাচার দর্শনে যাঁহারা তাঁহাদের বাস্তব সত্ত্বায় সন্দিহান হইবার লীলাভিনয় করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেবল সংশয়যুক্ত হইয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু সংশয় বা সন্দেহের বিষয়টীতে তাঁহারা সুদৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত ছিলেন না, তাই তাঁহাদের সংশয় বা সন্দেহ শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের বাণী দ্বারা অতি শীঘ্রই অপসারিত হইয়াছিল। কিন্তু আমরা যে বিষয়টী অবলম্বনে সন্দিগ্ধ হই, সেই বিষয়টীতে সুদৃঢ়-বিশ্বাসযুক্ত হই, তাই শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বাণী তথা হইতে প্রত্যাখ্যাত হয়। শ্রুতিশাস্ত্র ও মহাজনবাণীকে আমি শত-সহস্রবার প্রত্যাখ্যান করিতে পারি, কিন্তু সংশয়ের অবান্তর বিষয়টীকে আমি কখনই

প্রত্যাখ্যান করিতে পারি না। তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই যে, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে, তাঁহাদের বাণীতে বা তাঁহাদের বাস্তব-সত্তায় আমি শ্রদ্ধালু বা সুদৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত হইতে পারি নাই, কিন্তু অন্য বস্তুতে সুদৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত আছি। 'শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে, সুদৃঢ় নিশ্চয়'। সুদৃঢ় অর্থে অতি অচল, অটল, আর নিশ্চয় শব্দে স্থিরসিদ্ধান্ত, যাহার কখনও ব্যতিক্রম ঘটে না। আমরা বর্ত্তমানে যে ভূমিকায় অবস্থিত আছি, সেই ভূমিকায় অবস্থিত আছি, সেই ভূমিকায় আরূঢ় থাকাকালে চিদ্বস্তুর সত্তা বিষয়ে শ্রবণ করিয়া তাহাতে মাত্র যে টুকু শ্রদ্ধাভাস উদয় হয়, তাহা প্রকৃত শ্রদ্ধা বা সুদৃঢ় বিশ্বাস নয় তাই কোন একটু কারণ ঘটিলেই আমাদের সেই শ্রদ্ধাটুকু কর্পূরের ন্যায় উড়িয়া যায়। বাস্তব শ্রদ্ধার স্বরূপই এই যে—তাহা সুদৃঢ় তাহাকে অন্য কোন বস্তু নড়াইতে বা টলাইতে পারে না। তবে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস সদ্বস্তুতে হইলে তাহার সার্থকতা হয়, আর অসদ্বস্তুতে হইলে তাহা নিরর্থক হইয়া থাকে—ইহাই পার্থক্য।

জীব শুদ্ধ আত্মবস্তু, স্থূল-সূক্ষ্ম দেহ-মন ধারণ করিয়া জড়জগতে অনাত্ম-প্রতীতির আবর্ত্তে পড়িয়া সদ্বস্তু গ্রহণ করিবার যোগ্যতা শিথিল হইয়াছে, আর অসদ্বস্তু গ্রহণ করিবার যোগ্যতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাই আমরা অধনে যতন করত ধন পরিত্যাগ করিয়া থাকি। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব নিত্যবস্তু জীবও নিত্যবস্তু। জীবের দেহ অনিত্য, পরিণামশীল ও বিকারযোগ্য, কিন্তু শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবানের দেহ ও দেহী একই বস্তু। তাহা পরিণামশীল বা বিকারযোগ্য নহে। তবে যে আমরা আমাদের ন্যায় তাঁহাদের দেহ-ত্যাগাদি ধর্ম্ম দেখিতে পাই, তাহা নটের অভিনয়ের ন্যায়। তাহাতে বাস্তবতা নাই; আমাদের প্রশ্ন হয় যে, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের দেহত্যাগাদি প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ তাহাতে বাস্তবতা নাই বলিয়া আমরা স্বীকার করিব কেন? তদুত্তর এই যে, আমরা যে বস্তু প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে পাই না, তাহার বাস্তবতা শব্দের দ্বারা উপলব্ধি করি। যেরূপ ভিয়েৎনামে যুদ্ধ হইতেছে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি না; কিন্তু বার্ত্তা দ্বারা তাহা আমরা জানিতে পারিতেছি এবং তাহার 'সত্তা' বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। তদ্রূপ শ্রুতি-শাস্ত্র ও মহাজনগণ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন অর্থাৎ শব্দদ্বারে তাঁহাদের রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যাদি বিষয়ে আমরা অভিজ্ঞান

লাভ করিতে পারি। এই শ্রুতি শাস্ত্র বা মহাজনবাক্যে আমাদের শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস নাই, তাই আমরা বৈকুণ্ঠ বস্তুর বাস্তবতার অভিজ্ঞান হইতে বঞ্চিত হই। বস্তুর প্রকৃত সত্ত্বা বিষয়ে প্রত্যক্ষজ্ঞানের দ্বারা আমরা প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রতারিত হইতে পারি, কিন্তু শ্রুতির অনুগত হইলে বস্তুর সত্ত্বা বিষয়ে কোন সংশয় বা সন্দেহ আমাদের হৃদ্দেশ অধিকার করিতে পারে না। মূলকথা অনুগত বা শরণাগত হওয়া। শ্রদ্ধা না হইলে কখনও শরণাগতি হয় না। তাই মহাজন বলিয়াছেন,—

সকল ছাড়িয়া ভাই, শ্রদ্ধাদেবীর গুণ গাই,
যা'র কৃপা ভক্তি দিতে পারে।'

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজও শ্রীনৃসিংহদেবের স্তব করিয়া বলিয়াছেন,—

মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃশ্রুতৌজ-
স্তেজঃপ্রভাববলপৌরুষবুদ্ধিযোগাঃ।
নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো
ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায় ॥ (ভাঃ ৭।৯।৯)

অর্থাৎ আমার মনে হয়, ধন, সৎকুলে জন্ম, দেহের সৌন্দর্য্য, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়নৈপুণ্য, তেজ (কান্তি), প্রতাপ, শারীরিকবল, পৌরুষ (উদ্যম), প্রজ্ঞা এবং অষ্টাঙ্গযোগ এই দ্বাদশ গুণও পরমপুরুষের আরাধনার যোগ্য হয় না, যেহেতু গজযূথপতির ভক্তিতেই ভগবান্ তুষ্ট হইয়াছিলেন। (অর্থাৎ দীন ব্যক্তির শ্রদ্ধাই তদারাধনার যোগ্য)।

শ্রদ্ধা ও সংশয় দুইটী বিপরীত বৃত্তি। একের অধিষ্ঠানে অন্যের আধিপত্য থাকিতে পারে না। শ্রদ্ধা ভক্তিপথের আলোক-বর্ত্তিকা, আর সংশয় আত্মার বিনাশকারী। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মে প্রকৃত শ্রদ্ধা না হওয়া পর্য্যন্তই আমাদের সংশয় ও সন্দেহের কবলে পতিত হইবার যোগ্যতা থাকে। তাই শ্রীশ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণব-চরণে আমাদের একান্ত প্রার্থনা—আমাদের অন্তরে বাস্তব শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত হউক।

—শ্রীকৃষ্ণস্বামীদাস ব্রহ্মচারী

ভক্তির প্রতিবন্ধক

প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়। সুতরাং মানবের বা বদ্ধজীবের সম্বল যাহা কিছু, তাহা সকলই প্রকৃতি হইতে সঞ্জাত বা প্রকৃতির বিকৃতি। তাই মানবের চিন্তা, মানবের বুদ্ধি-অহঙ্কার প্রকৃতি ব্যতীত অন্য কিছু ভাবিতে পারে না। মানব প্রকৃতিকেই শ্রেষ্ঠা বা পূজ্যা জ্ঞানে তাহার আরাধনায় নিযুক্ত হইয়া থাকে। কখনও প্রকৃতিকে 'ঈশ্বরী' মনে করিয়া ভুক্তি-কামী হয়, প্রকৃতির নিকট ধন, জন, যশঃ কামনা করিয়া থাকে। কখনও বা প্রকৃতিকে জগৎকর্ত্রীরূপে কল্পনা করিয়া চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বের সংখ্যা করিয়া থাকে, কখনও বা প্রকৃতির বৈচিত্র্যে অতৃপ্ত হইয়া প্রকৃতি-লয়কেই বহুমানন করে। আবার প্রকৃতিজাত জ্ঞানে বিতাড়িত হইয়া প্রাকৃত-অনুমান-প্রমাণ বলে অপ্রাকৃত বস্তুতে সন্দেহ করে এবং তৎফলে অপ্রাকৃত-ধারণায় অসমর্থতা-নিবন্ধন অপ্রাকৃত বস্তুকেও প্রকৃতির অন্তর্গত মনে করিয়া জগন্মিথ্যা, অপ্রাকৃত-নামরূপ—অসত্য বা অচিরস্থায়ী, পরা প্রকৃতি অর্থাৎ শুদ্ধজীব-স্বরূপের নিত্য সত্তার নিত্য অধিষ্ঠান নাই, এইরূপ ভ্রান্ত কল্পনা করিয়া প্রচ্ছন্ন-প্রকৃতি-লয়বাদ বা নির্ব্বিশেষচিন্মাত্র-বাদের আবাহন করিয়া থাকে।

পূর্ব্বমীমাংসা এই অসীম শক্তিশালিনী প্রকৃতির মোহে অবস্থিত হইয়াই প্রাকৃত কর্ম্মজড়বাদরূপ শৃঙ্খলে প্রাকৃত মানবকে আবদ্ধ করিতেছে, বৈশেষিকের অণু-পরমাণু-বিচার বা গৌতমের ষোড়শপদার্থের আলোচনা, সাঙ্খ্যের চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব এবং তাঁহারই ঘনিষ্ঠ মিত্র পাতঞ্জল এই প্রকৃতিসুন্দরীর রূপমোহ দর্শনেই ব্যস্ত।

আবার প্রাকৃত-সহজিয়াকুল "অপ্রাকৃত" কথাটি মুখে বলিয়াও প্রকৃতির প্রভাব হইতে রক্ষা পাইতে পারে নাই। কারণ, তাহারা প্রকৃতিজাত মনকে সম্বল করিয়াই অপ্রাকৃত কথা বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে।

শুদ্ধ অপ্রাকৃত নবীনমদনের তোষণ ব্যতীত জগতে যাহা কিছু 'নানা মত নানা পথ', তাহা সমস্তই প্রকৃতিজাত ধারণা বা মনোধর্ম্মের বৈচিত্র্য। অপ্রাকৃত রাজ্যে যে-প্রকার অপ্রাকৃত বস্তুর রস-চমৎকারিতা বিস্তারের জন্য অপ্রাকৃত বৈচিত্র্য বর্ত্তমান, তদ্রূপ অপ্রাকৃতরাজ্যের হেয় ও বিকৃত প্রতিফলন-স্বরূপ প্রাকৃত রাজ্যেও এই সকল প্রাকৃত বৈচিত্র্য বিরাজিত রহিয়াছে। প্রকৃতির অন্তর্গত একাদশেন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিচালিত ও লব্ধজ্ঞান জীব এই সকল প্রকৃতি-

বৈচিত্র্যকে 'প্রাকৃত' বলিয়া ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া উহাদিগের প্রাকৃত সামঞ্জস্য বা সমন্বয় বিধানের জন্য চিজ্জড়-সমন্বয়বাদরূপ একটি মতবাদ আশ্রয়-পূর্ব্বক 'প্রকৃতিলয়' প্রাপ্ত হইবার আশা পোষণ করে।

প্রকৃতি জীবের ইন্দ্রিয়ের উপর এতদূর প্রভাব বিস্তারিণী শক্তি বিশিষ্টা যে, সে অপ্রাকৃত বস্তুকেও 'প্রাকৃত' করিয়া দেখিতে চায়। প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়-গ্রামে অপ্রাকৃত বস্তুর ধারণা যোগ্যতা নাই, এ কথা প্রাকৃত জীব বুঝিয়াও বুঝে না।

শ্রীভগবানের অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ নিত্য শ্রীবিগ্রহ হইতে প্রাকৃত লোকের নিকট ভগবানের নিকট ও ভূমারূপ অধিক আদরের। শ্রীগীতার একাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া যে বিরাট্ রূপ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা 'প্রাকৃত'; কিন্তু জগতের প্রাকৃত লোকের ধারণায় তাহাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিজ্ঞাত। ইংরাজ স্বভাবকবি ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থ প্রকৃতিতে সমাধিস্থ হইবার কথা তাঁহার প্রাকৃত কবিতার মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আধুনিক প্রকৃতি-বাদিগণ উক্ত কবিবরকে একজন বড় আস্তিক ও ঈশ্বরপরায়ণ বলিতে ব্যস্ত হইয়াছেন।

পাশ্চাত্যদেশের বহু কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিকগণের উপর এরূপ প্রকৃতির আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়। ফ্রান্স দেশের কম্‌টির মতে মানব পরোপকারপর হইয়া নিঃস্বার্থ-ধর্ম্ম যাজন করিবে। মানবের অন্তঃকরণের বৃত্তির আলোচনা-ক্রমে ঐ বৃত্তির পরিপুষ্টিসাধন করাই 'ধর্ম্ম'। তাহার পুষ্টি সাধন করিতে হইলে একটী মনঃকল্পিতঃ (প্রাকৃত) বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক একটি শ্রীমূর্ত্তি পূজা করা কর্ত্তব্য। বিষয়টি মিথ্যা হইলেও তাহা দ্বারা প্রবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ হয়। পৃথিবীই তাহার মহত্তত্ত্ব, দেশই তাঁহার কার্য্যাধার, মানব প্রকৃতিই তাঁহার প্রধান সত্ত্বা, হস্তে একটী শিশু লইয়া একটী স্ত্রীমূর্ত্তি যেন সুপ্রসন্ন দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া আছেন, এইরূপ ভাবে প্রাতে, মধ্যাহ্নে এবং সায়ংকালে তাঁহার পূজা বিধান করিবে। এইরূপ চিন্তাস্রোত যে ঐ Comte তে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে; কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্য রহিত হইয়া জননী-জন্মভূমি পূজা, স্বদেশহিতৈষিতা প্রভৃতি যাহা কিছু, সমস্তই প্রকৃতি-পূজা-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে—যদি তাহাতে ভগবৎ চিন্তা বিমুখ্যতা থাকে।

প্রকৃতিজাত দেহ ও মনের দ্বারা পরিচালিত মানবমাত্রেই এইরূপ চিন্তা-প্রণালীকে নানাভাবে প্রকাশিত করিয়া তাহাকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া কল্পনা ও

প্রচার করে। বেদান্তে প্রকৃতিবাদীকে "স্মার্ত্ত" বলা হইয়াছে। কর্ম্মজড় স্মার্ত্তবাদ ও প্রকৃতিবাদ কোনও ভেদ নাই।

এই প্রাকৃত চিন্তাস্রোত বা প্রকৃতিজাত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মর্ত্ত্য জ্ঞানই আমাদের ভজনের মূল শত্রু। এই প্রাকৃত জ্ঞানই ভিন্ন ভিন্ন বৈচিত্র্যে প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে আত্মধর্ম্ম—চিৎপ্রকৃতির স্বভাবজ ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিয়া থাকে। তাই অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম বা শুদ্ধা ভক্তির গ্রাহক কোটীর মধ্যেও একটী পাওয়া দুর্ল্লভ, আর প্রাকৃত সহজধর্ম্মের গ্রাহক আব্রহ্মস্তম্ব সকলেই।

এই প্রকৃতি যখন আমাদিগের দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্ত উপদেশ করিয়া আমাদিগকে 'পুরুষ' বা 'স্ত্রী' বলিয়া ধারণা করায়, তখন আমরা পরা প্রকৃতি অর্থাৎ গীতোক্ত শুদ্ধ-সনাতন-জীবস্বরূপের নিত্যস্বভাব বা শ্রীল সনাতন প্রভুর শিক্ষোদ্দিষ্ট সনাতন ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইয়া পড়ি। প্রকৃতিই আমাদিগকে আমাদের বিরূপাবস্থা হইতে স্বরূপাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইতে বাধা প্রদান করে।

প্রকৃতির প্রভাবে পরাভূত হইয়া কখনও আমরা পরাপ্রকৃতি শুদ্ধ জীব-স্বরূপের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিতে ধাবিত হই এবং অপ্রাকৃত-প্রকৃতির বৈচিত্র্যকে প্রপঞ্চের অন্যতম বলিয়া কল্পনা করি। তখন আমরা অপরাধময় নির্ব্বিশেষ কেবলাদ্বৈতবাদী হইয়া শুদ্ধাদ্বৈতবাদীর তদীয়-সর্ব্বস্ব অদ্বয়জ্ঞান, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর শক্তি-সিদ্ধান্ত, শুদ্ধাদ্বৈতবাদীর অপ্রাকৃত বিচার হইতে দূরে সড়িয়া পড়ি। সুতরাং অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সত্যের অচিন্ত্যত্ব অর্থাৎ অপ্রাকৃতত্ব বা অধোক্ষজত্ব আমাদের উপলব্ধির বিষয় না হওয়ায় আমরা বৈদান্তিক প্রতি-পাদ্য সত্যকেও বহু মতবাদের অন্যতম 'বাদ' বলিয়া নিরস্ত হই।

অপরা প্রকৃতিই পরাপ্রকৃতি বা জীবের উপর আবরণাত্মিকা ও বিক্ষে-পাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় আনয়ন করিয়া জীবের অপ্রাকৃত জ্ঞানোদয়ের শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং জীবের জড়োন্মুখী রতি উৎপাদন করিয়া জড়ীয় বিভাব-অনুভাব-সাত্ত্বিক-ব্যভিচার-সামগ্রী চতুষ্টয়ের মিলনে ঐ রতিকে জড়ীয় রসতার অবস্থায় আনয়ন করিয়াছে। আমরা জগৎকে ভগবৎসেবোপকরণ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কখনও ফলভোগ কামনা করিয়া অন্যাভিলাষী ও কর্ম্মী হইয়া পড়িতেছি, কখনও বা ফলত্যাগ কামনা করিয়া জগন্মিথ্যাত্ব প্রচারপূর্ব্বক নির্ভেদজ্ঞানী প্রভৃতি হইতেছি। সুতরাং প্রকৃতিই আমাদের ভজনের মূল প্রতিবন্ধক। অপ্রাকৃত বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য গাহিয়াছেন,—

সংসারে আসিয়া, প্রকৃতি ভজিয়া,
পুরুষাভিমানে মরি'।
কৃষ্ণ দয়া করি, নিজে অবতরি,
বংশীরবে নিল হরি॥
এমন রতনে, বিশেষ যতনে
ভজ ভজ অবিরত।
বিনোদ এখনে, শ্রীকৃষ্ণ-চরণে,
গুণে বাঁধা সদা নত॥

প্রকৃতিতে অভিনিবিষ্ট হওয়াতেই আমাদের স্বরূপ-বিস্মৃতি ঘটিয়াছে। পরা প্রকৃতিপতি শ্রীগৌরসুন্দর জগজ্জীবকে স্বরূপ-বিভ্রান্তি হইতে উদ্ধারার্থ নিজেকে অদ্বিতীয়া প্রকৃতির কিঙ্করী জানাইয়া অদ্বিতীয় পুরুষোত্তম শ্রীব্রজরাজ-কুমারের সেবা শিক্ষা দিয়াছেন। ছোট হরিদাসকে লক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবকে জানাইয়াছেন,—

বৈরাগী হঞা করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারো আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥ (চৈঃ চঃ)

শ্রীল সনাতন প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবকে বৈষ্ণবের অপ্রাকৃতত্ব শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন,—

অপ্রাকৃত দেহ তোমার প্রাকৃত কভু নয়।

* * *

ভদ্রাভদ্র জ্ঞান নাহি অপ্রাকৃতে॥
"বৈষ্ণবের দেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তাঁরে করে আত্মসম।
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥"

—শ্রীরসিকরঞ্জন ব্রহ্মচারী, বি. এ.

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসকুলচূড়ামণি অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের ১ম বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

ভক্তজন হৃদয়ে বিরহসেবা উদ্দীপ্ত করতঃ শারদীয় রাস-পূর্ণিমা তিথি বিগত ৮ই কার্ত্তিক, ২৫শে অক্টোবর শনিবার সমাগত হইলেন। এই তিথিতে গত বৎসর পরমারাধ্যতম জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি ১০৮শ্রী



শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ আমাদিগকে বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া অপ্রকট-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধীনস্থ মঠসমূহে তাঁহার ১ম বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছেন। ঐদিন প্রাতঃকাল হইতেই

সমিতির প্রধান কেন্দ্র শ্রীনবদ্বীপ ধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ বিরহবেদনাতুর হৃদয়ে নানাবর্ণের বিবিধ পত্র, পুষ্প ও বস্ত্রসম্ভারে শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের নবনির্ম্মীয়মান শ্রীসমাধিমন্দিরকে সুসজ্জিত করিতে থাকেন। কেহ বা শ্রীসমাধিমন্দিরের চূড়াসকল বিচিত্র রং-এর পতাকা দ্বারা সুশোভিত করিতে ব্যস্ত হন। কেহ বা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর শ্রীমন্দির ও নাট্যমন্দির প্রভৃতি কদলীবৃক্ষ, পত্র, পুষ্প ও বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি ভক্তজনচিত্তহারী এক মনোরম দৃশ্যের অবতারণা করিতে থাকেন।

ঐদিন মঙ্গল আরাত্রিকান্তে উষঃকীর্ত্তনারম্ভে সর্ব্বাগ্রে শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী প্রভু 'শ্রীগুর্ব্বষ্টক', 'গুরুদেব কৃপাবিন্দু দিয়া' প্রভৃতি শ্রীগুরু-মহিমা-সূচক কীর্ত্তনসমূহ কীর্ত্তন করেন। পরে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-বেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ 'যে আনিল প্রেমধন' কীর্ত্তনটি গান করেন। আরও কয়েকটি কীর্ত্তনের পর তিনি দেড়ঘণ্টাব্যাপী শ্রীগুরু-পাদপদ্মের মহিমা পাঠমুখে কীর্ত্তন করেন। মধ্যাহ্নে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুমহারাজের বহু সতীর্থগণ কৃপাপূর্ব্বক শ্রীমঠে শুভাগমন করতঃ শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের ঐকান্তিক গুরুনিষ্ঠা এবং শ্রীল সরস্বতীধারায় প্রচারে তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য তথা পাষণ্ডদলনে অতুলনীয় সিংহবিক্রমের কথা শতমুখে কীর্ত্তন করেন।

সভান্তে সমাগত বৈষ্ণবদিগকে বহুবিধ বিচিত্র মহাপ্রসাদ পরিবেশন করা হয় এবং সমাগত সর্ব্বসাধারণকেও এতদুপলক্ষ্যে আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ সেবা করান হইয়াছে। তৎপরে আহূত, অনাহূত ও ববাহূত প্রায় সহস্রাধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

সন্ধ্যায় মঠস্থ শ্রীহরিকীর্ত্তন-নাট্যমন্দিরে এক মহতী বিরহসভার আয়োজন করা হয়। পরমার্চ্চনীয় পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধরদেব গোস্বামী মহারাজ** এই সভায় সভাপতির আসন কৃপাপূর্ব্বক অলঙ্কৃত করেন এবং স্থানীয় সরকারী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মান্যবর পণ্ডিত **শ্রীযুত আশুতোষ সিদ্ধান্ত স্মৃতিতীর্থ** মহোদয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। প্রপূজ্যচরণ শ্রীশ্রীল সভাপতি মহারাজ ও মাননীয় প্রধান অতিথি মহোদয় তাঁহাদের বিস্তৃত বক্তৃতায় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুমহারাজের অলৌকিক গুণমহিমা ও অতিমর্ত্ত্য

চরিত্রের কথা প্রচুর পরিমাণে কীর্ত্তন করেন। সভার উপসংহারে সমিতির সম্পাদক পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ সমাগত সকলকে যথাযোগ্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর শ্রীমহামন্ত্র কীর্ত্তন করতঃ সভার কার্য্য শেষ হয়।

[দ্রঃ—প্রপূজ্যচরণ শ্রীল সভাপতি মহারাজ ও সমিতির বর্ত্তমান আচার্য্য-সভাপতি মহারাজ এবং মান্যবর প্রধান অতিথি মহোদয়ের বক্তৃতা সময়ান্তরে প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।]

—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস আচার্য্যভাস্কর ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
১ম বার্ষিক বিরহ-তিথিতে
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

[১]

হে গুরো!

এনেছিলে সাথে ক'রে কি এক দিব্য জনম।
সঙ্গোপিলা স্বীয় কায়া—গণি প্রহেলিকাসম॥

ধর্ম্মনভো হ'তে এক দীপ্ত নক্ষত্র খসিল।
বিনা মেঘে বজ্রসম হৃদে সহসা পশিল॥

সিংহশিশুরূপে লোকালয়ে হৈলে বহির্গত।
ছাগসম অন্যজনে হেলে কৈলে পদাহত॥

তব আবির্ভাবে বিশ্ব-বৈষ্ণবসমাজচয়।
চৌদিকে প্রতীত হৈল থরহরি কম্পময়॥

তীব্র তিরোধানে ত্বরা স্তিমিত স্তব্ধ জগৎ।
সবে অনুমিল তুমি ছিলে কত না মহৎ॥

তাই অহর্নিশি মনে বাণী জাগে বাররার।
"নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার"॥
দীন জীবোদ্ধার হেতু তব এই অবতার।
অলৌকিক কর্ম্মকুলে ব্যপ্ত ধরণীমাঝার॥
পরিত্যজি' দ্বন্দ্ব-কোলাহলময় ধরাতল।
কৈলে এবে গোকুলাখ্য মহদ্ধাম সমুজ্জ্বল॥
হে অর্ভকবৎসল! তব স্নিগ্ধ শিষ্যদলে।
নিরবধি ভাসিতেছে ঘোর বিরহ-সলিলে॥
কাঁদিতেছে অবিরাম নিজ অনুগত জনে।
তৃপ্ত কর বিদগ্ধ জীবে আশিস্-বরষণে॥
গুরুভক্তি-পরাকাষ্ঠার জ্বলন্ত নিদর্শন।
অপূর্ব্ব বিস্ময়ে মগ্ন সবে করি দরশন॥
শ্রীল প্রভুপাদদত্ত 'কৃতিরত্ন' নাম তব।
ধন্য হ'ল স্থাপি' হেথা 'বেদান্ত সমিতি' নব॥
সুরবৃন্দ-প্রতিনন্দ্য যেই চরণযুগল।
নমি আমি নতশিরে সেই শ্রীপাদকমল॥
তদ পাদপদ্মে কৃতাঞ্জলিপুটে এ মিনতি।
জন্মে জন্মে দিও দাসে অহৈতুকী শুদ্ধভক্তি॥
ভকতি-কুসুমে গাঁথা এই স্তুতি-নতি-হার।
সাদরে গ্রহণ কর ক্ষুদ্র অর্ঘ্য-সম্ভার॥

সজ্জনকিঙ্করাভাস—
(ত্রিদণ্ডিভিক্ষু)
শ্রীভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধ মন্থী (মহারাজ)

[২]

ওঁ অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥
নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব ইতি নামিনে॥

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম আজ আমাদের মধ্যে থাকিয়াও নাই, এই বিরহবার্ত্তা দিকে দিকে ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রূপানুগ গুরুবর্গ ও তাঁহার অনুগত ভক্তবৃন্দ বিরহে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। আচার্য্য-সিংহের অদর্শনে বিরহব্যথা চাঁপা ক্রন্দনের সুর ধারণ করিল।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস আচার্য্যবর্য্য ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** নিত্য-লীলায় প্রবেশ জাগতিক দৃষ্টিতে সংবৎসর পূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার বিরহ-মহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য দেশ-দেশান্তর হইতে ভক্তবৃন্দ সমাগত হইলেন।

আজ এই উৎসবদিনে শোক ও বিরহকে যেন আমরা এক পর্য্যায়ে ফেলিয়া বিচার না করি। জাগতিক দৃষ্টিতে দু'টিতে দেখিতে এক প্রকার হইলেও উহাতে পার্থক্য প্রচুর। একটির দ্বারা ভববন্ধন দৃঢ়তর হয় এবং অপরটির দ্বারা ভক্ত ও ভগবানের স্মৃতি-স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়; একটি দ্বারা শূদ্রত্ব-ভাবকে বৃদ্ধি করে এবং অপরটি ত্রিগুণের অতীত অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের দিকে ধাবিত করিয়া কৃষ্ণসান্নিধ্যে পৌঁছাইয়া দিবার প্রেরণা যোগায়। শোক—স্বজনগণের বিয়োগে ক্রন্দনরোল তুলিয়া আকাশ-বাতাস মুখরিত করে এবং আর্থিক ও সামাজিক উপকার হইতে বঞ্চিত বশতঃ শোকাকুল হইয়া ভবিষ্যতের জন্য চিন্তান্বিত করিয়া তোলে। আর বিরহ—শোকের বিপরীত-ধর্ম্মবশতঃ ভক্তগণকে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অদর্শনজনিত বেদনা দান করে; শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখনিঃসৃতবাণী শ্রবণের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করে এবং শ্রীভগবানের বহু নিগূঢ়তত্ত্ব কথা যাহা কখনও প্রকাশিত হয় নাই, সেই সকল তত্ত্ব কথা হইতে বঞ্চিত করে তাহাই ব্যথা, তাহাই দুঃখ এবং তাহাই বিরহ। অর্থাৎ হায়! হায়! এ জীবনে বুঝি আমি আর শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সান্নিধ্যে আসিয়া শ্রীহরিকথা শ্রবণমুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া পুনরায়

বিষয়-সাগরে নিমজ্জিত হইলাম, ইত্যাদি ক্ষেদোক্তি। অর্থাৎ একটি বন্ধনের কারণ হয় এবং অন্যটি মুক্তির পথ পরিষ্কার করে।

এক বৎসর পরে আজ এই বিরহ উৎসবে মিলিত হইয়া অবহেলিত বঞ্চিতজনের যে ব্যথা তাহাই ভাবিতেছি। মদীয় নিজাভীষ্টদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃতবাণী শুনিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হওয়ায় বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া সংসার মাঝে হাবুডুবু খাইতেছি। কে আমাকে উদ্ধার করিয়া গোলোকের দ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের বার্ত্তা শুনাইবে? "স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি"—কে এই মর্ম্মবাণী ভেদ করাইয়া জীবের স্বরূপজ্ঞান দান করিবে? কে **শ্রীল প্রভুপাদের** মনোভীষ্টপূরক কথা কীর্ত্তন করিয়া শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির কথায় জগদ্বাসীগণকে উদ্বুদ্ধ করিবে? নানা ছলধর্ম্ম উন্মিলিত করিয়া শ্রীমদ্ভাগতের "নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি" বাণীর গূঢ় কথা প্রকাশ করতঃ বাস্তব সত্য বস্তুর স্বীয় প্রতীতির পার্থক্য বা বৈষম্য উৎপাদন না করিয়া ভক্তগণকে ভগবৎ সান্নিধ্যে কে পৌঁছাইয়া দিবেন?

আজ এই উৎসব-দিনে অনন্ত প্রশ্ন হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া মনকে বিহ্বল করিয়া দিতেছে। যাঁহার সান্নিধ্যে আসিলে সকল সংশয়, সকল অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া অপার আনন্দ মাঝে ভক্তগণ কৃষ্ণকথালাপনে দিন অতিবাহিত করিয়া মনের আনন্দে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন; আজ তাঁদের কি অবস্থা সেই ভাবনা—সেই চিন্তাই মনকে ব্যথিত করিয়া দিতেছে।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম শুদ্ধ নামে রুচি উৎপাদন করিবার জন্য যে-সকল উপদেশ দিতেন, আজ তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া নামভজনে অপরাধের পরিধি বাড়াইয়া নিজসুখে মজিয়া সংসারসাগরে ভাসিতেছি। এই ব্যথাই এ অধম দাসের হৃদয়ে উৎকণ্ঠভাবে প্রকাশ পাইতেছে। তাহার জন্যই এই বিরহ, তাই বিরহ-উৎসবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রার্থনা জানাই,—

"আর কবে শ্রীগুরুদেবের করুণা হবে।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥"

শ্রীগুরুদাসানুদাস—
শ্রীজিতকৃষ্ণ (দাসাধিকারী, ভক্তিভূ
পুলিশ-আরক্ষা-প্রধানবেতার কেন
কলিকাতা—৪০

[৩]

হে প্রভো!

আশা জাগে হৃদয় মাঝে
　　পূজিব চরণ তোমার।
তাই আজ তব বিরহ-তিথিতে
　　প্রণতি করি বারবার ॥

দয়াময় তুমি পতিতপাবন
　　আমি হই ভকতিশূন্যা।
কেমনে পূজিয়া চরণ তোমার
　　হবে মোর জীবন ধন্যা ॥

তব শ্রীচরণ পূজিতে বাসনা—
　　কিন্তু ফুলের সাজি রিক্ত।
নয়নের জলে করিব তোমার
　　অভয় চরণ সিক্ত ॥

করুণা করগো এই পতিতারে
　　তোমার চরণ বন্দে।
গাহিব তোমার করুণার গাঁথা
　　অমিয় ললিত ছন্দে ॥

দীপ্ত করহে হৃদয়ের আঁধার
　　ঘুচাইয়া মোহের ভ্রান্তি।
কৃষ্ণ নাম-সুধা বরষি আমায়—
　　ব্যথিত হৃদয়ে দিও শান্তি ॥

অলীক মোহের বন্ধনে আমার
　　হইয়াছে জ্ঞান লুপ্ত—
তুমি কৃপা করি জাগাও আমায়
　　আমি সতত মোহে সুপ্ত ॥

করুণা-সলিলে ধুইয়া আমার
মলিন হৃদয়ের চিত্ত।
পূজা অধিকার দানিয়া আমারে
পদ সেবিতে দিও নিত্য ॥
মম কলুষভরা হৃদয় মাঝে
বর্ষ করুণামৃত-বিন্দু।
পূজিব তোমার চরণ-কমল
ওহে দীনজনার বন্ধু ॥
দৈন্য, সহিষ্ণুতা দানিয়া আমারে
দর্প-নীচতা করিয়া চুর।
শোধহে আমারে করুণা করিয়া
জাড্য পিপাসা কর দূর।
মায়ার বন্ধন বাসনানিচয়
সকলি করহ তুচ্ছ।
পূজিব চরণ ভকতি-কুসুমে
চির দরপণ স্বচ্ছ ॥
সারমেয় হ'তে অধিক অধমা
জানিয়া করিও তিতিক্ষা।
তব নিজজন দ্বারা অভাগীরে—
দিও গো নাম-মন্ত্র শিক্ষা ॥
অনর্থের কারণ নাশিবারে দিও
নামে বিশ্বাস প্রীতি-ভক্তি।
আদেশ পালিতে দিও হে প্রভু
আমার পরাণে শক্তি ॥

শ্রীবৈষ্ণব-সেবাভিলাষিণী—
(শ্রীমতী) "ফুলুরাণী" (ভৌমিক)
নবদ্বীপ (পঃ বঙ্গ)
গ্রাহক নং ৪৯৩৪

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

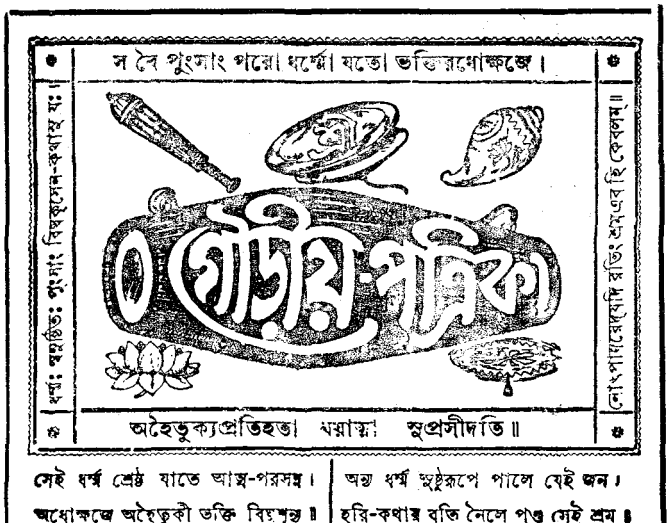
২১শ-বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬ { ১০ম-সংখ্যা



শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও শ্রীপত্রিকার
প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি মহারাজ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ
কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৯-বর্ষ } প্রদ্যুম্ন, ২৩ কেশব, ৪৮৩ গৌরাব্দ
মঙ্গলবার, ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬; ইং ১৬।১২।১৯৬৯ } ১০ম-সংখ্যা

সানুবাদং

প্রেমপুরাভিধস্তোত্রম্

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

মধু মধুর নিশায়াং জ্যোতিরুদ্ভাসিতায়াং
সিত-কুসুম-সুবাসাঃ কর্পূর-কর্পূর-ভূষা।
সুবল-সখমুপেতা দূতিকা-ন্যস্ত-হস্তা
ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বং॥ ১॥

হে রাধিকে! যাহা চন্দ্রকান্তিতে প্রকাশমানা হইয়াছে সেই বসন্তকালীন সুমধুর রজনীতে শুভ্র কুসুম তুল্য বস্ত্র এবং কর্পূরবৎ ধবল ভূষণসকল পরিধানপূর্ব্বক সুবলসখার অনুগামিনী অথচ দূতিকা বৃন্দার স্কন্ধে হস্তক্ষেপণ করিয়া অভিসার কালে স্বীয় দর্শন দান দ্বারা ক্ষণকালও আমার নেত্রের আনন্দ বিধান কর॥ ১॥

স্মর-গৃহমবিশন্তী বাম্যতো ধাম-গন্তুং
সরণিমনুসরন্তী তেন সংরুদ্ধ্য তূর্ণং।
বল সবলিত কাক্বা লম্ভিতান্তঃস্মিতাক্ষী
ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বং ॥ ২ ॥

হে রাধে! তুমি বাম্যবশতঃ মদনবিলাসকুঞ্জে প্রবেশ না করিয়া নিজ-গৃহ গমনের পথে যাইতে লাগিলে শ্রীকৃষ্ণ বলপ্রকাশপূর্ব্বক অবরোধ করিয়া বিবিধ কাকুবাক্যে যখন তোমাকে পুনরায় বিলাসকুঞ্জে প্রত্যানয়ন করিবেন তখন তোমার ঈষৎ হাস্য উদ্গত হইতে থাকিবে; হে সুন্দরি! তুমি ঐ অবস্থায় ক্ষণকাল আমার নেত্রকে আনন্দিত কর ॥ ২ ॥

মুদিয় রুচির বক্ষস্যুন্নতে মাধবস্য
স্থির চর বর বিদ্যুদ্বল্লিবন্মল্লি তল্পে।
ললিত কনকযূথীমালিকাবচ্চ ভান্তী
ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বং ॥ ৩ ॥

হে রাধে! নবজলধর সদৃশ মনোজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলরূপ মল্লিকাপুষ্প নির্ম্মিত শয্যায় তুমি স্থির বিদ্যুল্লতা ও মনোহর সুবর্ণ মালিকার ন্যায় সুশোভিতা হইয়া ক্ষণকালও আমার নেত্রদ্বয়কে আনন্দিত কর ॥ ৩ ॥

স্মরবিলসিত তল্পে জল্পলীলামনল্পাং
ক্রমকৃতি পরিহীনাং বিভ্রতী তেন সার্দ্ধং।
মিথ ইব পরিরম্ভা রম্ভবৃত্তৈকবর্ম্মা
ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বং ॥ ৪ ॥

হে রাধিকে! কন্দর্পবিলাস শয্যায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত অধিকতর ক্রম শূন্য হাস্য পরিহাস লীলা অনুভব করিয়া যেন পরস্পরের শরীর আলিঙ্গনারম্ভে উদ্যুক্ত করিয়া অর্থাৎ আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছুক হইয়া ক্ষণকালও আমার নেত্রদ্বয়কে আনন্দিত কর ॥ ৪ ॥

প্রমদ মদনযুদ্ধ শ্রান্তিতঃ কান্ত কৃষ্ণ
প্রচুর সুখদ বক্ষঃ স্ফার তল্পে স্বপন্তী।
রসমুদিত বিশাখা জীবিতাদ্ধা সমৃদ্ধা
ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বং ॥ ৫ ॥

হে রাধিকে! প্রকৃষ্ট মদবিশিষ্ট মদনযুদ্ধে পরিশ্রম বশতঃ কান্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রচুর সুখপ্রদ বিশাল বক্ষঃস্থলরূপ বিস্তৃত শয্যায় শয়ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজের রসালাপে অত্যন্ত হৃষ্ট বিশাখা সখীর জীবনকেই সাক্ষাৎ সম্পত্তি বিবেচনা করিয়া ক্ষণকাল আমার নেত্রদ্বয়কে আনন্দিত কর ॥ ৫ ॥

অপি বত সুরতান্তে প্রৌঢ়ি সৌভাগ্য দৃপ্যৎ
প্রণয়ধৃত সুখখ্যোন্মাদ মত্তোরুগর্ব্বৈঃ।
দর গদিত মুকুন্দাকল্পিতাকল্পতল্পা
ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বং ॥ ৬ ॥

হে রাধে! সুরতাবসানে উৎকৃষ্ট সৌভাগ্য প্রদীপ্ত প্রণয়কারিণী ললিতা-দেবীর দ্বারা মহৎ গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া এবং অল্পমাত্র অনুমতিতেই শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা স্বীয় বেশ ও শয্যা বিরচিত করিয়া ক্ষণকালও আমার নেত্রদ্বয়কে আনন্দিত কর ॥ ৬ ॥

স্মরদয়িত নিকুঞ্জপ্রাঙ্গণে ব্যাবহাস্যাং
ব্রজনবযুবরাজং বক্রিমাড়ম্বরেণ।
সদসি পরিভবন্তী সংস্তুতালীকুলেন
ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বং ॥ ৭ ॥

হে রাধে! কন্দর্পের প্রিয়তম নিকুঞ্জ কাননের অঙ্গনে বিশিষ্ট পরিহাস-যুক্ত সভামধ্যে ব্রজনবযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণকে বক্রোক্তি দ্বারা পরাজয়পূর্ব্বক সখী-সমূহ কর্ত্তৃক সম্যক্ স্তুতা হইয়া ক্ষণকালও আমার নেত্রদ্বয়কে আনন্দিত কর ॥ ৭ ॥

ক্বচন চ দর দোষাদ্দৈবতঃ কৃষ্ণজাতাৎ
সপদি বিহিতমানা মৌনিনী তত্র তেন।
প্রকটিত পাটু চাটু প্রার্থ্যমানপ্রসাদা
ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বং ॥ ৮ ॥

হে রাধে! কোন সময়ে দৈববশতঃ শ্রীকৃষ্ণের অত্যল্প অপরাধ দেখিয়া তুমি মান ধারণপূর্ব্বক মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ চাটুবাক্য দ্বারা তোমার প্রসন্নতা নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে থাকিবেন, তুমি এতাদৃশ অবস্থাপন্না হইয়া ক্ষণকালও আমার নেত্রদ্বয়কে আনন্দিত কর ॥ ৮ ॥

পিতুরিহ বৃষভানোর্ভাগ্যভঙ্গী বকারেঃ
প্রণয়বিপিনভৃঙ্গী সঙ্গিনী তস্য দেবি।
নিজগণ কুমুদালেঃ কৌমুদী হা কৃপাব্ধে
ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বং ॥ ৯ ॥

হে কৃপাসাগরে! হে দেবি! তুমি এই ব্রজপুর মধ্যে নিজ পিতা বৃষভানু রাজার চমৎকার সাধনস্বরূপ ভাগ্যের আকৃতি বিশেষ এবং বকাসুর হন্তা শ্রীকৃষ্ণের বিপিনে ভৃঙ্গী তুল্য হইয়া তদীয় সঙ্গাভিলাষিণী এবং নিজ সখীগণরূপ কুমুদ পুষ্পের কৌমুদী স্বরূপ অতএব হে রাধে! ক্ষণ কালও আমার নেত্রদ্বয়কে আনন্দিত কর ॥ ৯ ॥

নিরবধি গুণসিন্ধো ভদ্রসেনাদিবন্ধো
নিরুপম গুণবৃন্দপ্রেয়সীবৃন্দ মৌলে।
অতি কদন সমুদ্রে মজ্জতো হা কৃপাদ্রে
ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বং ॥ ১০ ॥

হে অসীম গুণসিন্ধো! রাধিকে! তুমি শ্রীকৃষ্ণের আদি বন্ধু এবং যাঁহাদিগের গুণরাশি নিরুপম সেই সখীবৃন্দের মুকুটমণিস্বরূপ, অতএব হে দয়াশালিনি! আমি অত্যন্ত দুঃখরূপ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, ক্ষণকালও আমার নেত্রদ্বয়কে আনন্দিত কর ॥ ১০ ॥

নটয়তি রুচিনান্দীমুন্নয়ন্ সূত্রধার
প্রবর ইব রসজ্ঞা নর্ত্তকীং রঙ্গরূপে।
রসবতি দশকে হস্মিন্ প্রেমপূরাভিধে যঃ
স সপদি লভতে তৎ দ্বন্দ্বরত্নপ্রসাদং ॥ ১১ ॥
॥ * ॥ ইতি শ্রীপ্রেমপূরাভিধস্তোত্রং ॥ * ॥

রঙ্গালয়স্বরূপ এই রসপূর্ণ "প্রেমপুর" নামক এই দশক যে-ব্যক্তি রুচীরূপ নান্দী অর্থাৎ নাটকের মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক, প্রকৃষ্ট সূত্রধারের ন্যায় জিহ্বারূপ নটিনীকে নৃত্য করান, অর্থাৎ যিনি প্রীতিপূর্ব্বক এই দশক পাঠ করেন তিনি শীঘ্রই যুগলরত্নস্বরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রসাদভাজন হয়েন ॥ ১১ ॥

॥ * ॥ ইতি প্রেমপূরাখ্যস্তোত্র সমাপ্ত ॥ * ॥

গৌর ও গদাধর-তত্ত্ব, বিবিধ ঐতিহ্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ
২রা শ্রাবণ, ১৩৪১
১৮ই জুলাই, ১৯৩৪
২১ বামন, ৪৪৮ গৌঃ

স্নেহবিগ্রহেষু—

শ্রীযুক্ত * * আমার নিকট জানিতে চাহিয়াছেন,—তোমার 'মহাপ্রভু ও গদাধর' প্রশ্নের সম্বন্ধে তিনি কিরূপ উত্তর দিবেন; তাহা আমি লিখিতেছি,—

বিষ্ণুতত্ত্বকে জড়জগতের প্রদীপালোকের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। যেরূপ এক আলোক হইতে অপর আলোক উদ্ভূত হইলেও সেই মূল আলোকের কোন ক্ষতি হয় না, তদ্রূপ অপ্রাকৃত জগতের কথায় পরিচ্ছেদ ও সীমাদির জাগতিক হেয়তা স্পর্শ করিতে পারে না। এখানে অভাব-রাজ্যে সসীম ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে যে অনুপাদেয়তা সৃষ্টি করে, উহা Anthropomorphise করিয়া অপ্রাকৃত-রাজ্যে লইয়া যাওয়া উচিত নহে। Semitieদের মধ্যে Personality of God Head এর ধারণায় যে poverty লক্ষিত হয়, তাহা শ্রীবিগ্রহের বাস্তব-সত্তায় আরোপিত হওয়া উচিত নহে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু পূর্ণতম বস্তু। সেই পূর্ণতম বস্তুর কায়ব্যূহরূপে ছয় প্রকার সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ-প্রকাশ, শ্রীঅদ্বৈত-অবতার, শ্রীগদাধর প্রেমিক অন্তরঙ্গ শক্তি, শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্ত এবং সেবক-শিষ্য-বিশেষের শ্রীগুরুদেব—ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—বিষয়-বিগ্রহ (Subject), আর বাকী পাঁচপ্রকার তত্ত্ব বিষয়-বিগ্রহের referenceএ আশ্রয়-জাতীয় ভাবযুক্ত। আশ্রয়-সমূহ বিষয়বিগ্রহের সহিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধযুক্ত। সুতরাং শ্রীরাধা-গোবিন্দমিলিত-তনু ঔদার্য্য-বিগ্রহ ব্রজেন্দ্র-নন্দনই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। শ্রীগদাধর তাঁহারই আশ্রয়জাতীয় শক্তি। যে-কালে আমরা শ্রীগৌরসুন্দরকে Predominating Half বলিয়া তাহার Transcendental Entity আলোচনা করি, সেই কালে তাঁহার শক্তি গদাধরকে Predominated

Transcendental Entityরূপে ঔদার্য্য-প্রকোষ্ঠে লক্ষ্য করি। আবার শ্রীগদাধর-প্রমুখ শক্তিতত্ত্বের কায়ব্যূহ—বক্রেশ্বর পণ্ডিত, জগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীদামোর-স্বরূপ, শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীবাসুদেব ঘোষ ও শ্রীনরহরি সরকার প্রভৃতি। ইঁহারা সকলেই শক্তিতত্ত্ব ও কায়ব্যূহ। কায়ব্যূহতত্ত্ব 'প্রকাশ'-তত্ত্বের definitionএর referenceএ অন্তর্গত। Decorations বা অঙ্গভেদ বিলাসের বিচার। Connotationএর referenceএ যে-সকল কথা বলা যায়, সেগুলিকে Denotation বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি-থাকা-কালে উহাদের সামঞ্জস্যবোধ হইবে।

স্থূলবস্তু যেরূপ অংশাংশি-বিচারে হানি-বৃদ্ধির যোগ্য, আলোক-প্রতীতিগত গুণ তজ্জাতীয় নহে। এক দীপ হইতে অপর দীপ স্বতঃ প্রজ্বলিত হইলে মূলদীপের হানি-বৃদ্ধি হয় না, অথচ উভয়ের সমধর্ম্ম রক্ষিত থাকে। প্রাকৃত জগতে বীজ ও বৃক্ষের ধারা যেরূপ অন্যোন্যাশ্রিত, তত্ত্ববিচারে শক্তি শক্তিমত্তত্ত্বও তদ্রূপ অন্যোন্যাশ্রিত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু হওয়ায় শ্রীরাধিকাকে একটি প্রাকৃত জগতের বস্তু, শ্রীকৃষ্ণকে একটি প্রাকৃত জগতের বস্তু এবং তদ্ব্যতীত অসংখ্য নায়ক-নায়িকাকে তাঁহাদের হইতে পৃথক্ বা সমধর্ম্মী বলিলে গুণজাত জগৎকেই অপ্রাকৃত বলিয়া ভ্রান্তি বা বিবর্ত্ত ঘটিবে।

উৎকল-কবি গোবিন্দ দাসের পুস্তকখানি আমি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তাৎকালিক উড়িষ্যার নয়াগড়ের Agent রায়সাহেব শ্রীযুত গৌরশ্যাম মহান্তি বি-এ মহাশয়ের নিকট পাই এবং আন্দাজ ১৩২০ সালে উহা কালীঘাট সানগর-লেনস্থিত শ্রীভাগবতপ্রেসে মুদ্রাঙ্কিত করি। আমার যতদূর মনে হয়, গোবিন্দদাস শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত-শাখার জনৈক শিষ্য এবং বর্ত্তমানকাল হইতে প্রায় দেড়শত বৎসরের পূর্ব্বের লোক। "গৌরকৃষ্ণোদয়ে"র শেষভাগে "উপদেশামৃতে"র কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে এবং শ্রীমহাপ্রভুর নির্য্যাণ বল্লভের নির্য্যাণ-বর্ণনের অনুরূপভাবে লিখিত আছে।

মহাপ্রভুর লীলার ও উপদেশের approximate date এখনও প্রস্তুত হয় নাই। ১৫০৫-১৫০৬ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রভুর সাতপ্রহরিয়া ভাব স্থিরীকৃত হইলে নারায়ণীর বয়স ১৫০২-১৫০৩ খৃষ্টাব্দে স্থিরীকৃত হয়।

* *অম্বিকা ব্রহ্মচারীর শ্রীচৈতন্যভাগবতের পরিশিষ্ট (?) তৃতীয় অধ্যায়ে কি কথা আছে, তাহা না পড়িলে বলিতে পারি না। বহু বৎসর পূর্ব্বে উহা দেখিয়াছিলাম, এখন মনে নাই। শ্রীবৃন্দাবন দাসের "ভক্তিচিন্তামণি" শ্রীবিষ্ণুপুরী-কৃত "ভক্তিরত্নাবলী"র অনুবাদ,—না পৃথক্ গ্রন্থ? তুমি লিখিয়াছ—উহাতে নবধা ভক্তির বিষয় আছে। উহা যদি ভক্তি-রত্নাবলীর অনুবাদ-মাত্র হয়, তাহা হইলে উহা ভাগবতের পদ্যসমূহেরই অনুবাদ। তবে অনুবাদে তত্ত্ববিরোধ আছে কি না, তাহা দেখিয়াই গ্রন্থকার শুদ্ধভক্ত বা বিদ্ধভক্ত, বুঝিতে পারিব। শ্রীযুক্ত * মহারাজের "My first year in England" দেখিলাম। ইতি—

নিত্যাশীর্ব্বাদক—
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(বৈষ্ণবসেবা)

১। কৃপাপ্রার্থী কি বৈষ্ণবের তারতম্য-বিচার করিবেন না?

"যে যেন বৈষ্ণব,　　চিনিয়া লইয়া,
আদর করিব যবে।
বৈষ্ণবের কৃপা,　　যাহে সর্ব্ব-সিদ্ধি,
অবশ্য পাইব তবে।

—প্রার্থনা (লালসাময়ী)—৭, কঃ কঃ

২। অসাধুকে সাধুভ্রমে সেবা করিলে কি সাধুসেবা-ফল লভ্য হয়?

"এমত মনে করিবেন না—'আমরা সাধু বলিয়া অসাধুকে সেবা করিলেও সাধুসেবা ফল পাইব'।"

বৈষ্ণবনিন্দা', সঃ তোঃ ৫।৫

৩। জীব-সেবা ও বৈষ্ণব-সেবা কি এক?

"জীবমাত্রকে যদি বৈষ্ণব বলা যায়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সেবা করিলে 'জীবসেবা' হইতে পারে। উহাকে মহাপ্রভুর নির্দ্দিষ্ট 'নামপরায়ণ-বৈষ্ণবসেবা' বলা যায় না।"

—'বৈষ্ণবসেবা', সঃ তোঃ ৬।১

৪। উদরপরায়ণ ও ধন-শিষ্যাদি-লোভী বৈষ্ণব-চিহ্নধারিগণকে ভোজন করাইলে কি বৈষ্ণব-সেবা হয় ?

"তীর্থস্থানে বর্ত্তমান প্রথা নিতান্ত অনিষ্টকর। তথায় একজন ছড়িদার গিয়া একশত বৈষ্ণব (?) নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। নিমন্ত্রণ পাইয়া বৈষ্ণবগুলি (?) অপরাপর কার্য্য রহিত করিয়া তিলকাদি-দ্বারা সজ্জীভূত হইলেন। 'অদ্য ভরপেট লুচি-মালপোয়া পাইব এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু দক্ষিণাও মিলিবে'—এই ধনাশায় ভক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে—"ধনশিষ্যাদিভর্ত্তারৈর্যা ভক্তিরুপদ্যতে" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা এই সকল কার্য্যকে ভক্তি বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এই সকল কার্য্য যদি ভক্তি না হইল, তবে অনুষ্ঠাতাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করা যাইবে না।"

—'বৈষ্ণবসেবা' সঃ তোঃ ৬।১

৫। বহির্ম্মুখ,প্রভু-সন্তানকে ভোজন করাইলে কি বৈষ্ণব-সেবা হয় ? বৈষ্ণব সেবায় আশ্রম-সম্মানের প্রয়োজনীয়তা আছে কি ?

"তীর্থস্থানে আজকাল প্রথা এই যে, যখন যাঁহার বৈষ্ণবসেবা করিতে ইচ্ছা হয়, তিনি কোন একটি প্রভু-সন্তানকে আনাইয়া তাঁহার পূজারী টহলিয়া-দ্বারা অন্ন-ব্যঞ্জন-পীঠাপানা প্রস্তুত করাইয়া 'বৈষ্ণব' বলিয়া কতকগুলি লোককে আমন্ত্রণ করত ভোজন করাইয়া থাকেন। এরূপ কার্য্যকে আমরা বৈষ্ণবসেবা বলিতে পারি না। * * * **বৈষ্ণবসেবায় আশ্রম-সম্মানের প্রয়োজন নাই। ভক্তির তারতম্যই বৈষ্ণবের তারতম্য।**"

—'বৈষ্ণবসেবা', সঃ তোঃ ৬।১

৬। কিরূপ বিচার ও সতর্কতার সহিত বৈষ্ণব-সেবা করা কর্ত্তব্য ?

"বৈষ্ণবসেবাকে নিত্যধর্ম্ম-মধ্যে গণ্য করিবেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠার আশায় নিমন্ত্রিত বৈষ্ণবকে সেবা করিয়া দক্ষিণাদি প্রদান করত ভক্তি-বিরুদ্ধ কার্য্য করিবেন না। —'বৈষ্ণবসেবা,' সঃ তোঃ ৬।১

৭। বৈষ্ণব (?) ভোজনে দক্ষিণা-প্রদান-কার্য্যটি কি কর্ম্মকাণ্ড নয় ?

"বৈষ্ণবকে ভোজন করাইয়া তাঁহার দক্ষিণা দেওয়া নিতান্ত কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে পরিগণিত। বৈষ্ণবের দক্ষিণা নাই। বৈষ্ণবের দক্ষিণা-প্রথাটি ব্রাহ্মণ-ভোজনের দক্ষিণা-প্রথা পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক।"

—'বৈষ্ণবসেবা', সঃ তোঃ ৬।১

৮। কিরূপ বৈষ্ণবকে তৃপ্ত করা কর্ত্তব্য ?

"হে ভক্তবৃন্দ! শুদ্ধ-নাম-পরায়ণ বৈষ্ণবকে সর্ব্বপ্রকারে তর্পণ করুন কিন্তু বৈষ্ণবের ভোজন-দক্ষিণা দিয়া বৈষ্ণবসেবাকে কর্ম্মকাণ্ডের অধম করিবেন না। নিমন্ত্রণ করিয়া অনেকগুলি বৈরাগী বৈষ্ণবকে (?) ভোজন করান প্রভুর মত নহে।"

—'বৈষ্ণবসেবা', সঃ তোঃ ৬।১

৯। শুদ্ধ বৈষ্ণব ও সাধারণ অতিথিকে কিরূপভাবে ভোজন করান উচিত ?

"ক্ষুদিত আতুর বিত্তাব্যবসায়ীদিগকে আবশ্যক ভোজন করাইতে হইলে, অথিতি-ব্যবহারে তাহা সম্পন্ন করিবে, প্রীতিবিশেষ করিবার প্রয়োজন নাই; যত্ন কর, কিন্তু প্রীতি করিও না। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণকে প্রীতিসহকারে ভোজন করাইবে এবং আবশ্যক হইলে প্রীতিসহকারে তাঁহাদের প্রদত্ত প্রসাদ-ভোজন গ্রহণ করিবে।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

১০। সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দেওয়া ও অভ্যাগত-বৈষ্ণবসেবা কি এক ?

"অনিমন্ত্রিত বৈরাগী-বৈষ্ণবের নাম—'অভ্যাগত'। ঘটনাক্রমে সেরূপ বৈষ্ণব দুই একটী গৃহে আসিলে, তাঁহাদের সেবা করা উচিত; ইহাতেই গৃহস্থের বৈষ্ণবসেবা হয়। অধিক বৈরাগীকে একত্র করিলে তাঁহাদের উপযুক্ত সম্মান হয় না; তাহাতে অপরাধ হয়। নিমন্ত্রণ করিবা-মাত্রই নিমন্ত্রিত বৈষ্ণবের অভ্যাগতত্ব ধর্ম্ম থাকে না; তাহাতে সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দেওয়া হয় বটে, বৈষ্ণবসেবা হয় না।

—'বৈষ্ণবসেবা', সঃ তোঃ ৬।১

১১। অতিথিসেবা ও বৈষ্ণবসেবায় পার্থক্য কি ? বৈষ্ণব-গৃহস্থের কোন্‌টি করা কর্ত্তব্য ?

"অতিথিসেবায় ও বৈষ্ণব-সেবায় এই ভেদ যে, **অতিথিসেবাটি—গৃহস্থধর্ম্ম** এবং **বৈষ্ণবসেবাটি-বৈষ্ণবধর্ম্ম**। যিনি বৈষ্ণব হইয়াও গৃহস্থ, তিনি অবশ্যই অতিথি-সেবা করিবেন; কেন না, **তিনি গৃহস্থ বলিয়া অতিথিসেবা করিবেন** এবং 'বৈষ্ণব' বলিয়া বৈষ্ণবসেবা করিবেন।"

—'বৈষ্ণব-গৃহস্থের আতিথ্য', সঃ তোঃ ৮।২

১২। যথার্থ বৈষ্ণব-সেবা কিরূপ হয় ?

"আজকাল 'মহোৎসব' বলিয়া একটি প্রথা চলিতেছে ; তাহাকেই অনেকে বৈষ্ণবসেবা বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ **শুদ্ধ বৈষ্ণবসেবা ব্যতীত বৈষ্ণবসেবা হয় না**। শুদ্ধ বৈষ্ণব যদি অল্প সংখ্যকও হন, তথাপি তাঁহাদের সেবাতেই বৈষ্ণব-সেবা হইতে পারে।"

—'বৈষ্ণবসেবা ও প্রচলিত মহোৎসব-প্রথা', সঃ তোঃ ৪।৫

১৩। বৈষ্ণবের আগমনে ও গমনে কিরূপ ভক্ত্যঙ্গ পালনীয় ?

"বৈষ্ণব আসিতেছেন, শুনিলে কিছু দূর গিয়া অভ্যর্থনা করিবে ; আর বৈষ্ণব যখন চলিয়া যান, তাঁহার সহিত কিছু দূর পর্য্যন্ত অনুগমন করিবে।

—'শ্রীরামানুজ-স্বামীর উপদেশ'—১৯, সঃ তোঃ ৭।৩

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংস আচার্য্যভাস্কর ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের আরতি কীর্ত্তন

(জয়) জয় শ্রীগুরুদেবের আরতির রীতি।
গুপ্ত গোবর্দ্ধন কোলদ্বীপে অবস্থিতি॥
শ্রীগৌরগোবিন্দ-প্রেষ্ঠ পতিতপাবন।
তব আকর্ষণে সবে প্রেমে নিমগন॥
অপূর্ব্ব অঙ্গের কান্তি ভক্তির লাবণ্য।
কৃপা লভি তব ভক্ত শিষ্য সবে ধন্য॥
ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী বৈষ্ণবপ্রধান।
কেশব কেশব স্বয়ং শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান॥

নবধা ভক্তির জ্যোতিঃ শ্রীমন্দির-শোভা।
বিরাজিছে কোলদেব মুনিমনোলোভা॥

রাধিকারমণ রাধা-বিনোদবিহারী।
অপরূপরূপে গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী॥

বাহির প্রকোষ্ঠে চারি আচার্য্য প্রধান।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র ও সনকাদি বিদ্যমান॥

কীর্ত্তন-মন্দিরে নিত্য ভক্তির সাধন।
গুরুপদে লক্ষ্য রাখি' সেবে ভক্তগণ॥

ভক্তির সর্ব্বাঙ্গ মধ্যে কীর্ত্তন প্রধান।
কীর্ত্তনাঙ্গে সাধ্যবস্তু সাধে ভাগ্যবান্॥

সেবার মাধুর্য্যে মুগ্ধ জগজ্জনগণ।
নিত্যানন্দে করে গুরুগুণানুকীর্ত্তন॥

নিত্য নবনবায়মান নবদ্বীপে ভক্তি।
ভজে গৌরভক্তজন দিয়ে সর্ব্বশক্তি॥

সারস্বত-বাণীধারা ধরি' গৌড়জন॥
বিশুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম করে আস্বাদন॥

বেদান্ত দুন্দুভিনাদে জাগাও ভুবন।
নিত্যসত্যতত্ত্ব কর্ণে করাও শ্রবণ॥

অপসম্প্রদায়ভুক্ত মায়াবাদীজনে।
শোধহে সিদ্ধান্তবাক্যে সিংহের গর্জ্জনে॥

চিত্তশুদ্ধ যাঁর সত্য বাণীর কৃপায়।
নামরসসুধাপান করিতে সে পায়॥

নিত্য গুরু সেবারসে মগ্ন প্রাণ মন।
আরতি কীর্ত্তন করে দাস হরিজন॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—৪৬)

সাধুগণের পরিচর্য্যাফল বলিতেছেন—

যৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ।
রতিরাসো ভবেৎ তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দ্দনঃ॥

(ভাঃ ৩।৭।১৯)

মহাভাগবতের সঙ্গফল কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের পরিচর্য্যাফল বলিতেছেন—যাঁহাদের সেবাদ্বারা কূটস্থ অর্থাৎ নিত্যস্বরূপ বিশিষ্ট ভগবানের পদযুগলে তীব্র রতিরাস (প্রেমোৎসব) হইয়া থাকে। "তীব্র" এই বিশেষণপদটী প্রসঙ্গমাত্রেই ঐ পরিচর্য্যার বিশিষ্ট ফল প্রকাশ করিতেছে। 'ব্যসনার্দ্দন' পদে আনুষঙ্গিক ফল বলিতেছেন। ব্যসন শব্দের অর্থ সংসার, অতএব ব্যসনার্দ্দন-পদে সংসার বিসালরূপ অর্থ উক্ত হইয়াছে।

অতএব মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকাঃ অর্থাৎ আমার ভক্তের পূজা আমার পূজা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। পাদ্মোত্তরখণ্ডে দেবীর প্রতি শ্রীমহাদেবের বাক্য—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়নাং সমর্চ্চনম্॥

হে দেবি! সমস্ত আরাধনার মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ। তদপেক্ষা তাঁহার ভক্তগণের আরাধনা উৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।

ব্যতিরেকভাবে মহাভাগবতসেবার উল্লেখ করিতেছেন—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

যাহার বাতপিত্তকফদ্বারা দূষিত জড়ত্ব নিবন্ধন এই মৃততুল্য শরীরে আত্মবুদ্ধি। কলত্রাদিতে আত্মার বুদ্ধি, ভৌম (মৃন্ময় প্রমাদিতে) পূজ্য বুদ্ধি, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিগনের প্রতি তাদৃশ পূজ্য বা তীর্থ বুদ্ধি হয় না, ঐ ব্যক্তি গোখর অর্থাৎ গো-নিকৃষ্ট অথবা গরুর ঘাস বহনকারী গর্দ্দভ কিম্বা গো ও গর্দ্দভ উভয়ই। সিন্ধুসৌবীর দেশে প্রসিদ্ধ বন্য গর্দ্দভকে গোখর বলে। সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তি অভিজ্ঞ অভিমানী হইলেও অবিবেকী গো অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥ (ভাঃ ১১।২।৪৭)

যিনি কেবলমাত্র প্রতিমাতেই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীহরির পূজা করেন। কিন্তু তাঁহার ভক্ত বা অপরের মধ্যে তাঁহার পূজা করেন না। তিনি প্রাকৃত ভক্ত।

অনন্তর মহাভাগবতের সেবায় সিদ্ধ ব্যক্তির লক্ষণ বলিতেছেন—

তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্ত্যং যে চান্বদঃ সুতসুহৃদ্‌গৃহবিত্তদারাঃ।
যে ত্বজ্জনাভ ভবদীয়পদারবিন্দসৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ॥
(ভাঃ ৪।৯।১২)

হে পদ্মনাভ! যাঁহারা ভবদীয় পাদপদ্ম সৌরভে লুব্ধচিত্ত সাধুগণের সঙ্গ করিয়াছেন, তাঁহারা এই অতিপ্রিয় মর্ত্ত্যশরীর এবং ইহার অনুগত সুত, সুহৃৎ, চিত্ত এবং পত্নী প্রভৃতির স্মরণ করেন না। এই মর্ত্ত্যশরীর পরম প্রিয় হইলেও ইহাকেও স্মরণ করেন না, আর ইহার অনুগত স্ত্রী পুত্রাদির কথা ত দূরে থাকে।

বৈষ্ণবমাত্রেরই যথাযোগ্য আরাধনা কর্ত্তব্য তাহাই বলিতেছেন—

তস্মাদ্ বিষ্ণুপ্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েৎ।
প্রসাদসুমুখো বিষ্ণুস্তেনৈব স্যান্ন সংশয়ঃ॥

অতএব বিষ্ণুর প্রসন্নতালাভের জন্য বৈষ্ণবগণকে পরিতুষ্ট করিবে। তাহা দ্বারাই বিষ্ণু প্রসাদ সুমুখ অর্থাৎ অনুগ্রহ বিষয়ে সুমুখ হইয়া থাকে ইহাতে সন্দেহ নাই।

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥ (পদ্ম উত্তর)

যে ব্যক্তি শ্রীহরির অর্চ্চন করিয়া তদীয় ভক্তগনের অর্চ্চন করে না, তাদৃশ ব্যক্তি ভাগবতরূপে জ্ঞাতব্য নহেন কিন্তু কেবল দাম্ভিক বলিয়া স্মৃত হন।

সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্।
অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ॥ (ভাঃ ৪।২১।১২)

ব্রাহ্মণগণ এবং অচ্যুতগোত্র (বৈষ্ণবগণ) ব্যতীত সর্ব্বত্রই সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধারী পৃথু মহাজের আদেশ অস্খলিত ছিল। এই বাক্যে যে কোন জাতিতে উৎপন্ন বৈষ্ণবকে উত্তম পুরুষ বলা হইয়াছে।

পদ্মপুরাণে পাদ্মমাহাত্ম্যে বলা হইয়াছে—

শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥

চণ্ডালকে যেরূপ দেখিতে নাই, সেই প্রকার ব্রাহ্মণ অবৈষ্ণব হইলে তাহাকেও দর্শন করিতে নাই। পরন্তু বৈষ্ণব বর্ণবাহ্য হইলেও ত্রিভুবন পবিত্র করিয়া থাকেন। ইতিহাস সমুদায়ে উক্ত হইয়াছে—

স্মৃতঃ সম্ভাষিতো বাপি পূজিতো বা দ্বিজোত্তম।
পুনাতি ভগবদ্ভক্তশ্চণ্ডালোঽপি যদৃচ্ছয়া ॥

হে দ্বিজবর! চণ্ডাল কুলোৎপন্ন ভগবদ্ভক্তেরও স্মরণ বা পূজা করিলে তিনি যদৃচ্ছাক্রমে মানবগণকে পবিত্র করিয়া থাকেন। অন্যথা ভক্তদ্বেষের দোষও শ্রুত হইয়াছে—

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥

যে ব্যক্তি শূদ্রকুলজাত, নিষাদকুলজাত অথবা চণ্ডালকুলজাত ভগবদ্-ভক্তকে তত্তৎকুলোৎপন্ন ইতর ব্যক্তিগণের তুল্যরূপে দর্শন করে, সে নিশ্চয়ই নরকগামী হয়।

ভক্তিবৈশিষ্ট্যত্বে তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হইয়াছে—

মদ্ভক্তজনবাৎসল্যং পূজায়াঞ্চানুমোদনম্।
মৎকথাশ্রবণে প্রীতিঃ স্মরনেত্রাদিবিক্রিয়া ॥
বিষ্ণোশ্চ কারণং নৃত্যং তদর্থে দম্ভবর্জ্জনম্।
স্বয়ম্ত্যর্চ্চনং চৈব যো বিষ্ণুং নোপজীবতি ॥
ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ স জ্ঞানী স চ পণ্ডিতঃ ॥
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ ॥

মদীয় ভক্তজনের প্রতি বাৎসল্য, পূজাবিষয়ে অনুমোদন, মৎকথাশ্রবণে প্রীতি, স্মরণেত্রাদির বিকার, ভগবৎপ্রীতির জন্য নৃত্যাদি, তদর্থে দম্ভপরিত্যাগ স্বয়ং আমি এবং বিষ্ণুকে জীবিকা না করায় এই অষ্টবিধা ভক্তি যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিতে বর্ত্তমান সেই ব্যক্তি বিপ্রশ্রেষ্ঠ, মুনিশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী এবং পণ্ডিতরূপে গননীয় হন। তাঁহাকে দান করিবে তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিবে। তিনিও আমার ন্যায় পূজ্য।

অতএব জ্ঞানভক্তি মাহাত্ম্যশালী বিপ্র দুর্ব্বাসা শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের পাদ-গ্রহণ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন তাহা উক্ত মহারাজের অনভীষ্টরূপে তথায়ই প্রকাশিত হওয়ায় এবং শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধবাদি কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ মাত্রের বন্দন দৃষ্ট হওয়ায় নীচকুলোদ্ভূত বৈষ্ণবগণ কোনরূপে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিজপদ গ্রহণ অভিলাষ করিবেন না বিশেষতঃ তাদৃশ অভিলাষ করিলে—"বিপ্রং কৃতাগসম নৈব দ্রুহ্যত মামকাঃ। ঘ্নন্তং বহুশপন্তং বা নমস্কুরুত নিত্যশঃ॥" অর্থাৎ হে যাদবগণ! ব্রাহ্মণ অপরাধী হইলে তাহার প্রতি হিংসা করিবে না। তিনি হিংসা করিলে বা অভিশাপ প্রদান করিলেও সর্ব্বদা তাঁহাকে প্রণাম করিবে (ভাঃ ১০।৬৫।৪১) ইহা না করিলে ভগবদাদেশ ভঙ্গ হয়। অতএব 'শ্বপাকের ন্যায় তাহাকে দর্শন করিবে না" এই নিষ্ঠা বাক্যের অর্থ এই যে তাঁহার দর্শনে আসক্ত হইবে না। শ্রীযুধিষ্ঠির দৌপদী প্রভৃতি অশ্বত্থামার প্রতি তাদৃশ ব্যবহারই দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণব পূজকগণ বৈষ্ণবগণের আচার সম্বন্ধেও বিচার করিবেন না। যেহেতু গীতায় উক্ত হইয়াছে—সুদুরাচার ব্যক্তিও অনন্যচিত্তে আমার ভজন করিলে তিনি সাধু এবং সম্যগ্ ব্যবসায় যুক্তরূপেই জ্ঞাত হইয়া থাকেন। গরুড় পুরাণেও উক্ত হইয়াছে—বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো মিথ্যা-চারোঽপ্যনাশ্রমী। পুনাতি সকলান্ লোকান্ সহস্রাংশুরিবোদিতঃ॥ বিষ্ণুভক্তি-যুক্ত ব্যক্তি মিথ্যাচার এবং অন্যাশ্রমী হইলেও উদিত সূর্য্যের ন্যায় সমস্ত লোক পবিত্র করেন।

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।

হে ভগবন্! যাঁহার জিহ্বাগ্রে অপরাপর বর্ত্তমান তাদৃশ শ্বপচও গরিষ্ঠ হইয়া থাকেন। ইত্যাদি বাক্যে ইহাই উদাহৃত হইয়াছে।

অতএব ভগবদ্ভক্ত দুর্জ্জাতি বা দুরাচার হইলেও অবমানীয় নহেন, সুতরাং তিনি যদি নিজের অবমান করেন। তথাপি তাঁহাকে অবমাননা করিবে না। অতএব গরুড় পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

রুক্ষাক্ষরন্তু শৃণ্বন্ বৈ তথা ভাগবতেরিতম্।
প্রণামপূর্ব্বং তং ক্ষান্ত্যা যো বদেদ্ সঃ হি বৈষ্ণব॥

যিনি ভগবদ্ভক্ত কর্ত্তৃক উপরিত রুক্ষাবচ শুনিয়াও সহিষ্ণুতা সহকারে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার সম্ভাষণ করেন, তিনিই বৈষ্ণব।

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।

এই ঋগভদেবের বাক্যানুসারে মহৎসেবাই বিমুক্তির দ্বার এবং স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গই তমোদ্বার বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

তেষু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেষু মৎকথাঃ।
সম্ভবন্তি হি তা নৃণাং জুষতাং প্রপুনন্ত্যঘম্ ॥
তা যে শৃণ্বন্তি গায়ন্তি হ্যনুমোদন্তি বাদৃতাঃ।
মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভক্তিং বিন্দন্তি তে ময়ি ॥
ভক্তিং লব্ধবতঃ সাধোঃ কিমন্যদবশিষ্যতে।
ময্যনন্তগুণে ব্রহ্মণ্যানন্দানুভবাত্মনি ॥
যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা ॥

উক্ত মহাভাগ্যবানের মধ্যে সর্ব্বদা আমার গুণকথা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ সকল কথা সেবনকারী মানবগণের পাপরাশি দূর করে। যাঁহারা মদগতচিত্ত হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে তাহার শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং অনুমোদন করেন, তাঁহারা আমার ভক্তিলাভ করেন। জ্ঞানানন্দময় অনন্তগুণ-ব্রহ্মরূপী আমাতে ভক্তি লাভ করিলে তাদৃশ ব্যক্তির অন্য কোন বস্তুই প্রাপ্তব্যরূপে অবশিষ্ট থাকে না। ভগবান সূর্য্যের তপাশ্রয়কারীর যেরূপ শীত, ভয় ও তমোনাশ হয়, তদ্রূপ সাধুগণের সেবারত ব্যক্তিরও অজ্ঞানমূলক সংসার সংসার ভয় এবং কর্ম্মাদি জড়তা নাশ হইয়া থাকে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীরথ-যাত্রা প্রচলন কি শ্রীরূপানুগত্যের বিরুদ্ধ ?

"শ্রীগৌড়ীয়-দর্শন" ত্রয়োদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, ১ম সংখ্যায় 'ভক্তি-কোবিদ' মহোদয়ের লিখিত 'শ্রীরথ-যাত্রায় শ্রীরূপানুগানুচিন্তন' প্রবন্ধটি পাঠ করিলাম, তাহাতে মনে হইল অনভিজ্ঞ লেখক মহোদয় কোনরূপ অনুসন্ধানের ক্লেশস্বীকার না করিয়াই নিরাধার এবং সকপোল কল্পিত কতকগুলি বিচার লিখিয়াছেন।

তিনি বলিতে চাহিয়াছেন যে, অভিন্ন শ্রীব্রজমণ্ডল শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীরথ-যাত্রা লীলার প্রচলন শ্রীরূপানুগভজন পদ্ধতির বিরুদ্ধ ব্যাপার।

তাঁহার এই বক্তব্যের সমর্থনে তিনি কতকগুলি মনগড়া অসঙ্গত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার মুখ্য যুক্তিগুলি এই প্রকার :—

(১) শ্রীবৃন্দাবনে এই লীলার প্রচলন দেখা যায় না, অতএব তদভিন্ন শ্রীধাম নবদ্বীপেও শ্রীরথ-যাত্রালীলার প্রচলন অনুচিত।

(২) ব্রজগোপীগণের রথ-দর্শনে দারুন আশঙ্কা ও নিদারুণ ক্ষোভেই উৎপন্ন হয়, অতএব ব্রজগোপী ভাবানুভাবিত শ্রীনবদ্বীপ ধামস্থিত শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণবগণ তথায় কিরূপে এই লীলা দর্শন বা প্রচলন করিতে পারেন ?

(৩) অভিন্ন ব্রজমণ্ডল শ্রীনবদ্বীপ ধামের কোন ভজন প্রবীন মহাত্মা শ্রীনবদ্বীপ ধামে শ্রীরথ-যাত্রালীলার প্রচলন আজ পর্য্যন্ত করান নাই।

(৪) জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ধামে শ্রীরথ-যাত্রার প্রচলন করেন নাই।

(৫) শ্রীধাম নবদ্বীপে যেখানে সেখানে দ্বারকাদর্শন বা দর্শনপর প্রচেষ্টা কি সম্ভব ?

লেখকের উপরোক্ত যুক্তিসমূহের কিছু বিচার নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে—

(১) 'শ্রীবৃন্দাবনে এই লীলার প্রচলন দেখা যায় না,' লেখকের এই উক্তি সর্ব্বথৈব নিরাধার ও স্বকপোল কল্পিত। ইহাতে মনে হয় লেখক কোন দিন স্বয়ং শ্রীবৃন্দাবনে বা ব্রজমণ্ডলে আগমন করেন নাই অথবা কোন অভিজ্ঞ বৈষ্ণবের কাছে এবিষয়ে অনুসন্ধান করিবারও কোনরূপ ক্লেশ স্বীকার করেন নাই। তাঁহার জানা উচিত যে শ্রীবৃন্দাবনে গৌড়ীয়গণের প্রসিদ্ধ তিন ঠাকুর শ্রীমদনমোহনজী, শ্রীগোবিন্দজী ও শ্রীগোপীনাথজীর মন্দিরে আজ পর্য্যন্ত প্রতিবৎসর পুরীর শ্রীরথ-যাত্রার সময়েই মহা-সমারোহে রথ-যাত্রা লীলা সম্পন্ন হয়। তদাতিরিক্ত অন্যান্য গোস্বামিগণের প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধাদামোদর মন্দির, শ্রীরাধাশ্যামসুন্দর মন্দির, শ্রীরাধা-গোকুলানন্দ মন্দির এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধানাথজীর মন্দির আদিতেও এবং ব্রজবাসিগণের গৃহে এই শ্রীরথ-যাত্রার অনুষ্ঠান প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন মথুরায় ও ব্রজমণ্ডলের নন্দগ্রাম ও বর্ষাণা, গোবর্দ্ধন এমনকি ব্রজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠস্থান শ্রীরাধাকুণ্ডেও এই লীলার প্রচলন পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীজগন্নাথদেবের একটি প্রাচীন মন্দিরও পরিক্রমা-

মার্গের উপরেই দৃষ্ট হয়। অতএব শ্রীব্রজমণ্ডলে রথ-যাত্রা প্রচলন নাই ইহা সত্য নহে।

বিশ্বে যেখানে রূপানুগ বৈষ্ণবগণ আছেন সেখানেই তাঁহারা নিজের জন সমৃদ্ধির জন্য শ্রীরথ-যাত্রালীলা প্রকাশ করেন। শ্রীগৌর-লীলার পরিকর শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই—যিনি শ্রীকৃষ্ণলীলার দ্বাদশ গোপালের মধ্যে মহাবল সখা—তিনি মাহেশে শ্রীশ্রীজন্নাথদেবের সেবাপ্রকাশ ও শ্রীরথ-যাত্রা-লীলার প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা অদ্যাপিও প্রতিবৎসর প্রচুর সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। নিকটে শ্রীরামপুরের অন্তর্গত বল্লভপুরে ও চারোয় উভয় স্থানেই শ্রীজগন্নাথদেবের সেবা-পূজা ও শ্রীরথ-যাত্রালীলা দেখা যায়। ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামরাই গ্রামের রথযাত্রা প্রসিদ্ধ। শ্রীগৌর-লীলার ব্যাস শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের দ্বারা তদীয় শ্রীপাট মামগাছিতে (শ্রীনবদ্বীপের নয়টি দ্বীপের মধ্যে শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপের অন্তর্গত) প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব অদ্যাপিও সেবিত হইতেছেন। মেদিনীপুরের অন্তর্গত মহিষাদলের রথ প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমানে আমেরিকার সানফ্রানসিস্কো প্রভৃতি মহানগরীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পন্থারই শ্রীরথ-যাত্রা মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইতেছেন।

শ্রীরথ-যাত্রা শ্রীরূপানুগত্যের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধস্বরূপ। যেখানে শ্রীরথ-যাত্রালীলার অভাব সেখানে রূপানুগত্যের অল্প-বিস্তর অভাবই মনে করিতে হইবে। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সাধনসম্পন্ন রূপানুগ আচার্য্যগণ ভৌমজগতে এই লীলাকে প্রকাশ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর রথযাত্রায় প্রদর্শিত বিচার সপরিকর অর্থাৎ সুদীর্ঘ বিরহের পরে বিরহকাতর শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরহকাতরা শ্রীমতী রাধিকার বৃন্দাবনে মিলন নিজহৃদয়ে উদ্দীপন করাইয়া ভজন-সমৃদ্ধি করান এবং কতিপয় নিষ্কিঞ্চন রূপানুগ বৈষ্ণবগণ সাধন সুযোগের অভাবে ঐ লীলা মানস সেবাদ্বারা অথবা পুরী আদিতে শ্রীরথ-যাত্রা দর্শনে ঐ ভাবনাকে নিজের হৃদয়ে উদ্দীপিত করাইয়া নিজের ভজন সমৃদ্ধি করান। উভয়েই মূলতঃ একই তাৎপর্য্যপর।

(২) শ্রীরথদর্শনে গোপীগণের হৃদয়ে নিদারুণ ক্ষোভ ও অনিষ্টের আশঙ্কা হয় একথাও যথাযথ সত্য নহে। সাক্ষাৎ রাধাভাব ও কান্তি সুবলিত শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীগদাধর গোস্বামী (শ্রীমতী রাধিকা), শ্রীস্বরূপ-দামোদর (শ্রীললিতা), শ্রীরায়রামানন্দ (শ্রীবিশাখা), শ্রীরূপ গোস্বামী (শ্রীরূপমঞ্জরী), শ্রীসনাতন গোস্বামী (শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী), শ্রীদাস গোস্বামী

(শ্রীরতিমঞ্জরী) প্রভৃতি মহাপ্রভুর সকল পার্ষদগণই যাঁহারা ব্রজলীলার সখা ও সখী ছিলেন তাঁহারা রথযাত্রায় সম্মিলিত হইতেন। তাঁহারা সকলেই "কৃষ্ণে লঞা ব্রজে যাই" এই ভাবে বিভোর হইয়া রথাগ্রে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহাদের হৃদয়ে রথ দেখিয়া কোনরূপ ব্যাথা বা অনিষ্টের আশঙ্কা উদিত হইত কি? যদি তাহা না হইত তাহা হইলে তাঁহাদের অনুগত রূপানুগ বৈষ্ণবগণেরই বা কেন রথ দেখিয়া ক্ষোভ বা আশঙ্কা হইবে?

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রবর্ত্তিত রথ-যাত্রার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এই যে,—সুদীর্ঘ বিরহের পশ্চাতে সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের সহিত শ্রীমতী রাধিকাদি গোপীগণের মিলন হইয়াছিল, তথাপি কৃষ্ণের রাজবেশ এবং তাঁহার সঙ্গে হাতি ঘোড়া এবং দ্বারকার পার্ষদ আদি বিরাট ঐশ্বর্য্য বর্ত্তমান থাকায় শ্রীমতী রাধিকার সন্তোষ হয় নাই। তিনি কৃষ্ণকে গোপবেশে মাধুর্য্য লীলাস্থলী ব্রজে পাইতে চাহিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহাকে ব্রজে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। পদ্মপুরাণে কৃষ্ণের রথযোগে বৃন্দাবন গমনের উল্লেখ আছে। কৃষ্ণের এই ব্রজগমনের লীলাই পুরী বা অন্যান্যস্থানে শ্রীজগন্নাথ-দেবের রথযাত্রা দ্বারা গুণ্ডিচা মন্দিরে গমন লীলার পরিস্ফুট রহিয়াছে। অতএব ব্রজে বা শ্রীধাম নবদ্বীপে এই লীলা প্রকাশে কি বাধা হইতে পারে? শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই নিগূঢ় ভাবনার উদ্দীপনের জন্যই তাঁহার অনুগত জনগণ সর্ব্বত্রই রথযাত্রা প্রচলন করিয়াছেন ও করিতে পারেন। শ্রীমন্মহা-প্রভুর ঐ ভাবই—"কৃষ্ণে লঞা ব্রজে যাই এ-ভাব অন্তর" এবং 'যঃ কৌমারহরঃ' কাব্যে পরিস্ফুট আছে। অতএব গোপীগণের বা গোপীভাবাশ্রিত বৈষ্ণবগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাগমনের রথখানি দর্শন করিয়া উল্লাসই হয়, ক্ষোভ হয় না। যে রথ কৃষ্ণকে ব্রজ হইতে দূরে লইয়া যায় সেই রথকে দর্শন করিয়া তাঁহাদের ক্ষোভ উপস্থিত হয়।

উদ্ধব যখন গোপ-গোপীগণের আজ্ঞা লইয়া কৃষ্ণের নিকট মথুরা যাত্রার জন্য রথে আরোহন করিলেন তখন গোপ-গোপীগণ প্রেমে অভিভূত হইয়া কৃষ্ণের জন্য রথে নানাপ্রকার উপহার রাখিয়া উদ্ধবকে অতিশয় সম্মানপূর্ব্বক বিদায় করিয়াছিলেন—

অথ গোপীরনুজ্ঞাপ্য যশোদাং নন্দমেব চ।
গোপানামন্ত্র্য দাশার্হো যাস্যন্নারুরুহে রথম্॥

তং নির্গতং সমাসাদ্য নানোপায়নপাণয়ঃ।
নন্দাদয়োঽনুরাগেণ প্রবোচন্নশ্রুলোচনাঃ॥
এবং সভাজিতো গোপৈঃ কৃষ্ণভক্ত্যা নরাধিপ।
উদ্ধবঃ পুনরাগচ্ছন্মথুরাং কৃষ্ণপালিতাম্॥
(ভাঃ ১০।৪৭ ৬৪, ৬৫, ৬৮)

আবার কিছু সময়ের পশ্চাৎ শ্রীবলদেব রথারূঢ় হইয়া ব্রজে—নন্দগোকুলে উপস্থিত হইলে গোপ-গোপীগণ সকলেই প্রীতিপূর্ব্বক তার অভিনন্দন করিয়াছিলেন—

বলভদ্রঃ কুরুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ **রথমাস্থিতঃ**।
সুহৃদ্দিদৃক্ষুরুৎকণ্ঠঃ প্রযযৌ নন্দগোকুলম্॥
পরিষ্বক্তশ্চিরোৎকণ্ঠৈর্গোপৈর্গোপীভিরেব চ।
রামোঽভিবাদ্য পিতরাবাশীর্ভিরভিনন্দিতঃ॥
(ভাঃ ১০।৬৫।১-২)

পুনঃ শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী 'পদ্মপুরাণে'র শ্লোকের আধারে দন্তবক্রকে বধ করিবার পরে স্বয়ং কৃষ্ণ রথারূঢ় হইয়া ব্রজে উপস্থিতির বর্ণন করিয়াছেন। কৃষ্ণের শঙ্খধ্বনি এবং রথের ঘর-ঘর শব্দ শ্রবণ করিয়া গোপ-গোপীগণ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই কৃষ্ণের আগমনের অনুমান করিয়া তাঁহার দর্শন লালসায় উৎকণ্ঠিত হইয়া যে যেখানে ছিলেন সেখান হইতেই রথের দিকে দৌড়াইতে লাগিলেন। কিছু নিকটে উপস্থিত হইলে রথের ধ্বজার উপরে গরুড়কে দেখিয়া তাঁহাদের এত আনন্দ হইল যে তাঁহারা জড়প্রায় হইয়া কৃষ্ণের দিকে অগ্রসর হইতেও অসমর্থ হইয়া কেবল সেইদিকে তাকাইয়া রহিলেন, যথা—

স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধ-বনিতা ব্রজবাসিনস্তে
কৃষ্ণাগতিং যদুপুরাদনুমায় শঙ্খাৎ।
এবং দ্রবন্তি চপলংস্ম যথা বিদূর্ন
স্বাত্মানমপ্যহহ! কিং পুনরগ্রপশ্চাৎ॥

"অথ পুনঃ পর্য্যগিঞ্ছচ্ছঙ্খ-ধ্বনিনিরর্গল-**রথঘর্ঘরস্বনস্বর্গজনকৃতসর্গ**-জয়কারবর্গমং শৃণ্বন্তঃ সর্ব্ব এবাত্মানং প্রমদেনাবৃণ্বন্তঃ স্তম্ভরম্ভমলম্ভন্ত।

তথাপি চলন্ত এব যদা গদাধররথধ্বজারূঢ়গরুড়মদ্রাক্ষুস্তদা তু পদমপি পদং দাতুমসম্পদ্যমানাঃ সন্ত এব স্থগিতগতয়স্তরব ইবাবতস্থিরে।"

—শ্রীগোপালচম্পূ উঃ ত্রিঃ পূঃ ৩৪-৩৫

অতএব ব্রজগোপীগণের রথ দর্শনে সবক্ষেত্রেই ক্ষোভ বা দুঃখ হয় তাহা নহে, উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে সর্ব্বত্র, গোপীগণের রথদর্শনে আনন্দই হইয়াছে।

রথ-যাত্রা বা লীলায় বা রূপানুগ ভজনমার্গে ভাবনাই প্রধান, স্থূল দৃষ্ট বস্তু সমূহের বা স্থানের প্রধানতা নাই। রথ-যাত্রা-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে যাইতেছেন —এই ভাবটিই উদ্দীপিত হয়। রথ-যাত্রায় দ্বারকা আদি ধামের স্ফূর্ত্তি হয় না। স্ফূর্ত্তি হয় কৃষ্ণ ব্রজে ফিরিতেছেন। পুরীর শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির হইতে শ্রীজগন্নাথদেব গুণ্ডিচা মন্দিরে গমন করেন অর্থাৎ দ্বারকা হইতে বৃন্দাবনে গমন করেন। তাহাতে রাধাভাব বিভাবিত শ্রীগৌরচন্দ্র এবং গোপী-ভাব বিভাবিত শ্রীস্বরূপ-দামোদরাদি শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গজনের উল্লাস হয়। এমন কি উল্টারথ যাত্রায়ও শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার অন্তরঙ্গজনসহ একে ভাবেই জগন্নাথদেবের রথাগ্রে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহাতে অর্থাৎ গুণ্ডিচা মন্দির হইতে পুরীর মূল মন্দিরে জগন্নাথদেবের রথে আরোহন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় তাহারা কৃষ্ণকে কি বৃন্দাবন হইতে মথুরায় লইয়া যান? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্টারথে স্বপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর যোগ-দানের কথার উল্লেখ আছে—

আরদিনে জগন্নাথের ভিতর-বিজয়।
রথে চড়ি' জগন্নাথ চলে নিজালয়॥
পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ।
পরম আনন্দে করেন নর্ত্তন-কীর্ত্তন॥

—শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ১৪।২৪৪, ২৪৫

ব্রজ গোপীগণ এবং শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণদর্শনের জন্য বৃন্দাবনকে ছাড়িয়া যখন অল্পদূরে অবস্থিত মথুরাগমন করেন নাই তখন পুরীর মন্দিরে বা গম্ভীরায় যাহা দ্বারকাস্বরূপ সেখানে রাধাভাব সুবলিত স্বপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর কিভাবে উপস্থিত থাকিতেন? অথবা যখন শ্রীগৌরসুন্দর পুরীর উপবনকে বৃন্দাবন, সমুদ্রকে যমুনা এবং চটক পর্ব্বতকে শ্রীগোবর্দ্ধন দর্শন করেন তখন ব্রজে সেরূপ রথ যাত্রার লীলা 'ভক্তিকোবিদ' মহোদয়ের দৃষ্টিতে রাগানুগা বা রূপানুগত্যের বিরুদ্ধ ব্যাপার হইবে কি?

বৃন্দাবনবাসী গোস্বামিগণ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল প্রভুপাদ ও প্রপূজ্যচরণ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ প্রমুখ শ্রীরূপানুগাচার্য্যগণ পুরীতে শ্রীরথ যাত্রা দর্শনে কেন গিয়াছিলেন? যদি রথ-যাত্রা দর্শনে এই আচার্য্যবর্গের হৃদয়ে নিদারুন ব্যথা ও অনিষ্ট আশঙ্কারই উদ্দীপনা হইত? ইহাতে ইহাই প্রতীত হয়, যে-রথ-যাত্রা দর্শনে ব্রজগোপী-প্রেমরই উদ্দীপনা হয় তাহাই শ্রীরূপানুগ ভক্তগণের অভীষ্ট বস্তু।

(৩) অভিন্ন ব্রজমণ্ডল শ্রীনবদ্বীপধামে কোন ভজন প্রবীন মহাত্মা শ্রীরথ-যাত্রা-লীলা প্রকাশ করেন নাই, এই জন্য সেখানে রথ-যাত্রা প্রচলন উচিৎ নয়—লেখকের এই উক্তি নিরর্থক। কেন না শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত নবদ্বীপের প্রায় সকল বৈষ্ণবগণ রথ-যাত্রার সময় পুরীতে উপস্থিত হইয়া সেখানে রথ-যাত্রা দর্শন করিয়া শ্রীমন্মাপ্রভুর প্রদর্শিত ভাবের আস্বাদন করিয়া থাকেন। তাহাদের হৃদয়ে নবদ্বীপ ধামে রথ-যাত্রা-লীলা প্রকাশ করিবার কোন প্রেরণা হয় নাই। যখন যখন তাঁহাদের হৃদয়ে প্রেরণা হইয়াছে তখন তাঁহারা শ্রীগৌড়মণ্ডলের মাহেশ আদি বিভিন্ন স্থানে এই লীলা প্রচলন করিয়াছেন এবং প্রেরণা হইলে নবদ্বীপ ধামেও এই লীলা প্রকাশিত হইলেও তাহা শ্রীরূপানুগ বিরুদ্ধ ব্যাপার হইবে না। উদাহরণস্বরূপ শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় হইতেই শ্রীমদ্ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া স্বীকার করা হয়; পরন্তু আবশ্যক ক্ষেত্র উপস্থিত হইলে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত আচার্য্য ভাষ্কর শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু পৃথকরূপে 'শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য' প্রকট করিলেন। তাঁহার এই কার্য্য 'ভক্তি-কোবিদ' মহাশয়ের দৃষ্টিতে সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ হইবে, না সিদ্ধান্ত সম্মত শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের গৌরবস্বরূপ হইবে?

(৪) জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীধাম মায়াপুরে ব্রজ-পত্তনে শ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন; দৈব বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গৈরিকবসন ও ত্রিদণ্ড-বেশ প্রচলন করিয়াছেন, দেশে-বিদেশে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিজয়-পতাক উত্তোলন করিয়াছেন। ঐ আচার্য্যকুল-চূড়ামণির পূর্ব্বে তত্তৎ কার্য্যসমূহ কোন আচার্য্য প্রচলন করেন নাই বলিয়াই শ্রীল সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের এই সকল ভক্তির অনুকূল ব্যবস্থাগুলিকে কি শ্রীরূপানুগ বিরুদ্ধ বলা হইবে? —কখনও না। পরন্তু যাঁহারা বলিবেন তাঁহারা নিজেই ভক্তি-সিদ্ধান্ত-তত্ত্বানভিজ্ঞতার পরিচয় দিবেন।

(৫) আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি রথ-যাত্রায় "কৃষ্ণ লঞা ব্রজে যাই" এই ভাব প্রবল থাকে, তাহাতে দ্বারকা দর্শনের গন্ধ থাকে না। অতএব শ্রীরথ-যাত্রা লীলা প্রচলনে শ্রীধাম নবদ্বীপে যেখানে সেখানে দ্বারকা দর্শনের প্রশ্ন অযৌক্তিক। অন্যদিকে অভিন্ন বৃন্দাবন—শ্রীনবদ্বীপ যাবতীয় ধামের অংশী-স্বরূপ ইহাতে মথুরা, দ্বারকা, অযোধ্যা ও পরব্যোম সমস্ত ধামই বিদ্যমান,—যেরূপ অংশী কৃষ্ণে নারায়ণ ও বিষ্ণু আদি সকল অংশতত্ত্ব বিদ্যমান থাকেন।

শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে (ব্রজ-পত্তনে) স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু রুক্মিণী ভাবে নৃত্য করিয়াছিলেন, শ্রীরুক্মিণী দেবীর ধাম দ্বারকা ইহা সর্ব্ববিদিত। অতএব যদি ব্রজপত্তনে এই লীলা সম্ভব হয় তাহলে শ্রীধাম নবদ্বীপে যদি কখন দ্বারকা দর্শন হয় তাহাই বা অসম্ভব অথবা দোষণীয় কি প্রকারে বলা যাইবে ? এবং তথায় রথ-যাত্রা লীলা কেন সম্ভবপর হইবে না ?

অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত যে শ্রীরথ-যাত্রা এবং শ্রীরূপানুগত্যের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। শ্রীরূপানুগ-বৈষ্ণবগণ শ্রীধাম নবদ্বীপে সর্ব্বত্রই এই লীলা প্রকাশ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পন্থায় শ্রীল রূপগোস্বামীপাদের—"প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ····· কালিন্দীপুলিন বিপিনায় স্পৃহয়তি"—শ্লোকের অন্তর্নিহিত ভাবের উদ্দীপনা করাইয়া থাকেন এবং ইহাই শ্রীরূপানুগগণের ভজন সমৃদ্ধির দিগ্‌দর্শন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

প্রকৃত বন্ধু কে ?

এ জগতে আমাদের নিজের বলিতে একমাত্র গুরুবৈষ্ণব-ভগবান্। এতদ্ব্যতীত আর কাহারও সহিত আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ নাই। ইঁহারা ব্যতীত অন্যান্য সকলের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহা নিত্য সম্বন্ধ নহে। একমাত্র বন্ধু শ্রীগুরুবৈষ্ণব সহিত যাহার কোন সম্বন্ধ হইল না—নিজ নিত্য প্রভুকে যে প্রভু বলিয়া জানিল না, চিনিল না বা প্রভুত্ব বরণ করিল না, তাহার বিপদ পদে পদে। অরক্ষিতের পদে পদেই পতনের সম্ভাবনা। বন্ধুহীন জীবন মৃত্যুতুল্য। একাকী থাকিলেই মায়ার চরের কবলে কবলিত হইয়া নানা প্রকারে লাঞ্ছিত হইতে হইবে। তাই সাধুশাস্ত্র প্রকৃত—প্রীতির পাত্রে প্রীতি করিতে—একমাত্র পরমবান্ধবগণের সহিতই বন্ধুত্ব করিতে বলেন। "তব নিজজন পরমবান্ধব সাংসার কারাগারে।" ভগবন্নিজজন শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণই আমাদের একমাত্র বন্ধু। তাঁহাদের সহিত আপনজ্ঞানে, বান্ধবজ্ঞানে, প্রভুজ্ঞানে ঐকান্তিক প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হওয়াই তাঁহাদিগকে বন্ধুত্বে বা প্রভুত্বে বরণ। শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণই একমাত্র প্রীতির পাত্র। তাঁহারা ব্যতীত প্রীতির পাত্র এ জগতে আর কেহ নাই।

যাঁহারা নিজে হরিভজন করেন এবং আব্রহ্মস্তম্ব সকলের হরিভজন ছাড়া অন্য কোন কৃত্য নাই একথা সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে জীববান্ধব। যাঁহারা নিত্য কৃষ্ণকথা লইয়া দিন কাটান, যাঁহারা প্রজল্প করেন না, যাঁহাদের নিকট গেলে পাপ-প্রবৃত্তি থাকে না—প্রজল্প করার পিপাসা চলিয়া যায়, যাঁহাদের সঙ্গ ক্ষণিকের জন্য হইলেও হরিভজনের প্রবল

পিপাসা জাগে, তাঁহারাই বৈষ্ণব, তাঁহারাই একমাত্র বান্ধব। শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ ব্যতীত বন্ধু-অভিমানী এ জগতের অন্যান্য ব্যক্তিগণের নিকট ইন্দ্রিয়-তর্পণের —ভোগের কথাই শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ অনিত্য জগদ্-ভোগের কথা লইয়া দিন কাটান। কিন্তু শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের সম্বল একমাত্র কৃষ্ণ। তাঁহারা শব্দাশ্রিত। শব্দই তাঁহাদের সম্বল। তাঁহারা শব্দরূপী কৃষ্ণের সহিত বিলাসে প্রমত্ত থাকেন। তাঁহাদের সংস্পর্শে গেলে আমাদের কৃষ্ণ-কথা-শ্রবণের সুযোগ হয়—শব্দের আকর্ষণে পড়িবার সৌভাগ্য হয়।

কেবলমাত্র নিজের চেষ্টা দ্বারা গুরুবৈষ্ণবের সঙ্গ বা সেবা লাভ হয় না, তাঁহাদের কৃপাই প্রয়োজন। সেবাপ্রার্থীর দিক্ হইতে কেবল আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা দরকার। ইহা যদি তিন প্রকারে অর্থাৎ কায়, মন ও বাক্যদ্বারা যুগপৎ সাধিত হয়, তাহা হইলে সেখানে আশা, আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টার সাফল্য অনিবার্য্য। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণই আমাদের প্রতি উন্মুখ আছেন, আমরা বিমুখ বলিয়াই তাঁহাদের উন্মুখত্ব উপলব্ধি হয় না। তাঁহারা আমাদিগকে লইবার জন্যই এজগতে আগমন করিয়াছেন। সর্ব্বজীব-বান্ধব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

তোমারে লইতে আমি হৈনু অবতার।
আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার॥
এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি'।
হরিনাম-মহামন্ত্র লও তুমি মাগি॥

গুরুবর্গের অযাচিত কৃপা আমাদের প্রতি সর্ব্বক্ষণই আছে। অনর্থযুক্ত বলিয়া যে তাঁহাদের কৃপা পাইব না, এরূপ হইতে পারে না। দুর্ভাগ্যফলে অনর্থগ্রস্ত হইয়াছি, কিন্তু তাঁহাদের কৃপাতেই ত' অনর্থমুক্ত হওয়া যায়। অনর্থযুক্তের প্রতি যদি তাঁহাদের কৃপা না হয়, তাহা হইলে কোনও কালে কোনও যুগে তাহার উদ্ধারে উপায় নাই। তবে কি বদ্ধ জীব কৃষ্ণসেবা করিতে পারিবে না? সাধুশাস্ত্র বলেন, কৃষ্ণের জীব কৃষ্ণসেবা করিবেই। আবরণ উন্মোচন হইলেই তাহার কৃষ্ণসেবাময় স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। ইহা গুরুবৈষ্ণবের কৃপা ও নিজের সাধনচেষ্টার দ্বারা সাধিত হয়।

পতিত জীবের বন্ধু কে, তাহা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

সেই সে পরম বন্ধু, সেই পিতা-মাতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তি দাতা॥

যিনি কৃষ্ণ দিতে পারেন—কৃষ্ণ যাঁহার প্রেমবশীভূত, তিনিই জীবের একমাত্র বন্ধু।

—শ্রীবিমলচন্দ্র পোদ্দার

যদু-অবধূত-সংলাপ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২১শ-বর্ষ, ৯ম-সংখ্যা, ৩৩৯ পৃষ্ঠার পর)

(১৮) **কুরর পক্ষীর নিকট শিক্ষা**—অলব্ধমাংস বলবান্ কুরর-পক্ষী যখন মাংসগ্রাহী অপর দুর্ব্বল কুরর-পক্ষীকে বধ করিয়া তাহার সেই মাংস গ্রহণ করিতে উদ্যত হয়, তখন ঐ দুর্ব্বল পক্ষী গৃহীত মাংস পরিত্যাগপূর্ব্বক যেরূপ শান্তিলাভ করে, তদ্রূপ মনুষ্যদিগের যে-যে বস্তু অতিশয় প্রিয় সেই সেই বস্তুর প্রতি আসক্তিই দুঃখের কারণ জানিয়া গুরুদাস সেইরূপ অনিত্যবস্তুর প্রতি আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিত্যবস্তু ভগবৎ প্রেমানন্দলাভে উৎসুক হইবেন, তাহা হইলে আর কেহই শত্রু থাকিবে না।

(১৯) **বালকের নিকট শিক্ষা**—বালকের যেরূপ মান-অপমান বোধ নাই, অথবা গৃহস্বামী ও পুত্রবান্ ব্যক্তিদিগের ন্যায় কোন চিন্তা নাই, গুরুদাসও তদ্রূপ আত্মক্রীড় ও আত্মরতি হইয়া ইহলোকে বালকের ন্যায় বিচরণ করিবেন। সাংসারিক নিন্দা বা প্রশংসা সমভাবে গ্রহণ করিবার বিচারে আত্মাই একমাত্র লক্ষ্যবস্তু হয়।

(২০) **কুমারীর নিকট শিক্ষা**—একের অধিক ব্যক্তি বিভিন্ন উদ্দেশ্যবিশিষ্ট হইয়া একত্র থাকিলে পরস্পরের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়। কুমারীর হস্তস্থিত কঙ্কণসমূহ পরিত্যক্ত হইয়া এক একটিমাত্র কঙ্কণ উভয়-হস্তে থাকিলে উহাদের মধ্যে বিবাদজনিত ধ্বনি শুনা যায় না। দুর্জ্জন-সঙ্গত্যাগ সর্ব্বতোভাবে বিহিত। বৈষ্ণবের চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র। যেখানে অবৈষ্ণব-সঙ্গ, সেখানে বৈষ্ণববিদ্বেষরূপ প্রতিকূল বিচারের ধ্বনি হয়। তজ্জন্য একাগ্র হইয়া সকলে ভগবানের উপাসনা করাই বিহিত। বহু ব্যক্তি একত্র হইয়া সমতানে কীর্ত্তন করিলে সমতানের ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু যে-স্থলে অব্যবসায়ী ব্যক্তির বহু উদ্দেশ্য, সেখানে সঙ্গের সাফল্য নাই। উদ্যোগের বিরোধী ব্যক্তিগণের সমাবেশেই ভজনের ব্যাঘাত ঘটে। তজ্জন্য সজাতীয়াশয় লইয়া ভজনই একায়ন-পদ্ধতি নির্জ্জনতার লক্ষণ, নতুবা পরস্পরের মধ্যে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী।

বাণ নির্ম্মানকারীর নিকট শিক্ষা—এককালে কোন এক বাণ-নির্ম্মাণকারী পুরুষ বাণ নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তদ্বিষয়ে অত্যন্ত মনঃসংযোগহেতু সমীপস্থ পথে গমনশীল রাজার বিষয়ে জানিতে পারে নাই। তদ্রূপ গুরুদাসও বহিঃপ্রজ্ঞাশূন্য হইয়া অনন্যচিত্তে অন্তরে-বাহিরে

ভগবদুপাসনা করিবেন। যেকাল পর্য্যন্ত বদ্ধজীব ভোগবাসনাচালিত হইয়া কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভোগাকাঙ্ক্ষার দ্বারা ভ্রাম্যমান হয়, তৎকালাবধি তাহার ইতর বস্তুতে দ্বিতীয়াভিনিবেশ থাকে।

(২২) **সর্পের নিকট শিক্ষা**—সর্প নিজের অনুষ্ঠানের দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করে না বলিয়া পরগৃহে বাস করায় গৃহ নির্ম্মাণের ক্লেশসমূহ তাহাকে ভোগ করিতে হয় না। জাগতিক ভারবাহিগণ অশেষ ক্লেশ স্বীকারপূর্ব্বক বৈদ্যুতিক আলোক, দ্রুতগামী যান, বিজনযন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন ও করিবেন। বৈষ্ণবগণ পরমার্থপথের পথিক হওয়ায় আপনাদিগকে ভারবাহী না করিয়া সার গ্রহণে সর্ব্বদা উন্মুখ। তাঁহারা প্রাচীনকালের অসুবিধাকে পারমার্থিক জীবনের অনুকূল মনে করেন না। পরন্তু পরকৃত অট্টালিকায় বাস করিয়া তাহাতে আসক্ত হন না। জীর্ণোদ্ধার সাধন ও পূর্ব্বস্মৃতির উদ্রেক করিয়া ভোগময় জগতের ক্রিয়ায় পারদর্শিলাভ পারমার্থিকের চেষ্টার বিষয় নহে।

(২৩) **ঊর্ণনাভের নিকট শিক্ষা**—ঊর্ণনাভ যেরূপ হৃদয় হইতে মুখ দ্বারা সূত্র প্রসারণপূর্ব্বক উক্ত সূত্রদ্বারা বিহার করিয়া পুনঃ স্বয়ংই উহা গ্রাস করে, পরমেশ্বরও সেইরূপ নিজ হইতে এই বিশ্বের নির্ম্মাণপূর্ব্বক নিজেই নিজের মধ্যে তাহার সংহার করিয়া থাকে। তিনি প্রকৃতি ও জীবের নিয়ন্তা, স্বাংশ অবতারগণ ও বিভিন্নাংশ জীবগণের একমাত্র আশ্রয়। পরমেশ্বর চিদাচিৎ প্রাকট্যের ভূমিদ্বয়ের অন্যতম অন্য ভূমিকা অর্থাৎ তিনি এই জড়জগৎ সৃষ্টি করিয়া পুনরায় তাহা সঙ্কোচ করিয়া লন। এই অচিদ্ভূমিকায় কালক্ষোভ্য পরিচ্ছিন্ন ও দুঃখদধর্ম্ম অবস্থিত।

(২৪) **পেশস্কারী অর্থাৎ কুমারীকা কীটের নিকট শিক্ষা**—কোন কোন কীট যেরূপ পেশস্কৃত (অন্য বলবান কীট) কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া ভয়ে তাহার রূপ ধ্যান করিতে করিতে পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই তাহার স্বরূপতা লাভ করে অথবা যেরূপ তৈলপায়ী কীট কাঁচপোকাকে দেখিয়া তাহার ভয়ে ভীত হইয়া তাহার ধ্যানে মগ্ন হয়, অথচ তৈলপায়ী নিজদেহ পরিত্যাগ না করিয়াই কাঁচপোকার ভাবে বিভাবিত হয়, তদ্রূপ দেহী ব্যক্তি স্নেহদ্বারাই হউক, দ্বেষবশতঃই হউক বা ভয়নিমিত্তই হউক একান্তমনে সর্ব্বতোভাবে ভগবৎপাদপদ্ম চিন্তায় চিত্ত নিবিষ্ট রাখিলে তৎসারূপ্য বা তদাত্মভূততা লাভ করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

(২৫) **শরীরের নিকট শিক্ষা**—ব্রাহ্মণ কহিলেন, "হে রাজন্! বিরক্তি ও বিবেকের হেতু এই মনুষ্য শরীরও আমার গুরু। বিরক্তির হেতু—এই শরীর উৎপত্তি ও বিনাশশীল এবং নিরন্তর উত্তরোত্তর দুঃখবিশিষ্ট বলিয়া বিবেকের হেতু। যদিও এই দেহস্থিত চক্ষু-কর্ণ-রসনাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীভগবৎপ্রাপক শ্রবণকীর্ত্তনাদিময় ভক্তিযোগ-তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হই, তথাপি ইহাকে শৃগাল-কুকুরাদির ভক্ষ্য বলিয়া নিশ্চয়পূর্ব্বক অনাসক্ত ভাবে পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছি।

পুরুষ কষ্টসহকারে ধন উপার্জ্জন করিয়া যে দেহের ভোগ-সম্পাদনের জন্য উক্ত ধনদ্বারা স্ত্রী, পুত্র, সম্পত্তি, পশু, ভৃত্য, গৃহ ও আত্মীয়বর্গের পালন করিয়া থাকে, আয়ুষ্কাল শেষ হইলে, ঐ দেহই বৃক্ষের ন্যায় পুরুষের ভাবিদেহ সৃষ্টির বীজস্বরূপ কর্ম্মসকল উৎপাদন করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কোনও গৃহস্থের অনেক স্ত্রী থাকিলে তাহারা প্রত্যেকেই যেরূপ স্বামীকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করে, সেইরূপ জিহ্বা এই শরীরকে রসের প্রতি আকর্ষণ করিতেছে, অন্যদিকে তৃষ্ণা ইহাকে জলের প্রতি টানিতেছে, কোনও দিকে শিশ্ন, কোনও দিকে ত্বক্, কোনও দিকে উদর, কোনও দিকে কর্ণ, কোনও দিকে ঘ্রাণ, কোনও দিকে চপল চক্ষু এবং কোনও দিকে কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল একই ব্যক্তিকে আকর্ষণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিতেছে। অতএব গুরুদাসের কুণপাত্মবাদী হওয়া অর্থাৎ স্বীয় দেহে 'আমি আমার'-বুদ্ধি করা উচিৎ নহে।

ধীর ব্যক্তি বহু জন্মের পর অনিত্য অথচ পরমার্থপ্রদ এই দুর্ল্লভ মনুষ্য-দেহ লাভ করিয়া যাহাতে পুনর্ব্বার পশুযোনিতে পতিত হইতে না হয়, তজ্জন্য যে-পর্য্যন্ত মৃত্যু উপস্থিত না হয়, সে পর্য্যন্ত ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া চরম কল্যাণ লাভের জন্য প্রযত্ন করিবেন। কেননা পশ্বাদি যোনিতেও বিষয়-ভোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু ভগবদ্ভজন করা সুদূপররাহত।

যযাতিনন্দন ধর্ম্মবিদ্ যদুর নিকট সেই অবধূত ব্রাহ্মণ এই সমস্ত কথা বলিয়া তিনি সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

—শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস আচার্য্যভাস্কর ১০৮-শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
১ম বার্ষিক বিরহ-তিথিতে
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২১শ-বর্ষ, ৯ম-সংখ্যা, ৩৬০ পৃষ্ঠার পর)

[৪]

"দিবালোকে সেই সন্তপ্তের দিন
আজি পুনঃ এসে হৈল আগুয়ান।
বিরহ-ব্যথায় ব্যাথিত সকল
শতধা বিদীর্ণ ভক্তগণ-প্রাণ॥"

হে প্রভো!

কাঁদিছে অবনী বিহনে তোমার।
নয়নে সবার অশ্রুর পাথার॥
ভক্তগণ কাঁদে, কোথা এবে যাই!
তোমার দুর্ল্লভ সঙ্গ কোথা (গেলে) পাই??

গৌর-সঙ্কীর্ত্তনে নবদ্বীপমণ্ডলে—
ভক্তসনে কৃষ্ণনাম-কোলাহলে।
গেলা নিত্যধামে 'রাধাকৃষ্ণ' স্মরি
নিত্যশুদ্ধাভক্তি বিলাসের দেশে॥

গৌরপ্রেষ্ঠজন পাদপদ্মস্মরি—
গৌরবাণী সদা হৃদি মাঝে ধরি!
গৌরপ্রিয় নিত্য দিব্যধাম মাঝ'
গৌরলীলাধামে প্রবেশিলে তুমি॥

বিরূপেরে দিলে শ্রীরূপ-চরণ,
তব কৃপায় লভিলে ভক্তিধন।
কুরূপে শিখালে স্বরূপ-লক্ষণ
কামী জনে দিলে প্রেমের সন্ধান॥

বিষয়ীর দ্বারে কামের সেবায়,
যবে জন্ম মোর বিফলেতে যায়,
তথা সেবা-শিক্ষা দিলে অমায়ায়।
অহৈতুকী কৃপা করিয়া আমায়॥

ভোগাবাসে বসি ধর্ম্মধ্বজিগণ,
ভোগের তাণ্ডবে মত্ত অনুক্ষণ।
কামেরে নাচায় প্রেমের মতন,
কামসেবা নাহি জানে অজ্ঞজন॥

সে-কুসঙ্গ মাঝে তব শ্রীচরণ।
এ' দীনেরে করি কৃপা বিতরণ॥
মহাপাপ হ'তে আকর্ষীয়া মোরে।
গৌরবাণী-পদে অর্পিলে আমায়॥

বান্ধববিহীন প্রদেশে যখন,
দস্যু-তস্করের সহি উৎপীড়ন।
নিরাশ্রয়ে কাঁদি হয়ে ক্ষুণ্ণ মন,
সেকালে আশ্রয় তব শ্রীচরণ॥

শ্রীগৌরমণ্ডলে নবদ্বীপ মাঝে,
কত কৃপা-শিক্ষা দিয়েছ যতনে।
গৌরপ্রেষ্ঠপদে আত্মনিবেদনে,
লভেছি শাশ্বত-শান্তি নিকেতনে॥

শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত দেশে দেশে,
ভ্রমিছ কত সরস্বতী-নিদেশে;
নিতাই বিমুখেরে করি কৃপাদান,
শুনালে তাঁদের নিতাইর গান॥

ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর বেশে দ্বারে দ্বারে
হৃদয় চৈতন্য বিলাতে সবারে।

জীবগণে ক'হি ধরি' দন্তে তৃণ,
সহি কত ক্লেশ শত, অপমান ॥

তৃণপেক্ষা নীচ, হয়ে নিজে দীন।
তরুসম ধৈর্য্য ধরি' নিশিদিন ॥
সবে দিয়ে মান, হয়ে মান হীন।
সদা প্রচার করিতে গৌরনাম ॥

রাধাকৃষ্ণপদ-ভজনে প্রবীণ,
শ্রীগুরু-সেবায় উৎসাহ নবীন।
আদর্শ ভকত অভিমান হীন,
ভক্তি ও বৈরাগ্যে তুমি যে প্রবীণ ॥

বৈরাগ্য তোমার পাষাণের রেখা,
মহিমা তোমার নাহি যায় লেখা।
যেঁ পেয়েছে তব সৌম্যমূর্ত্তি দেখা,
সেই জন জানে তব গুণ-কথা ॥

তুমি সরস্বতীর চির অনুগত,
ভক্তি নিষ্ঠা সর্ব্বপ্রিয় সেবারত ॥
অসৎসঙ্গ-ত্যাগে সদা দৃঢ়ব্রত,
সর্ব্বগুণ তোমা করেছে ভূষীত ॥

তুমি কোন্ জন কোথা তবাগার :
প্রভু! বুঝি নাই আমি দুরাচার।
প্রাণের দেবতা তুমি যে আমার।
নিরত দোষী এ' দাস তোমার ॥

অহৈতুকী কৃপা করি বিতরণ।
মম দোষ ক্ষম, ওগো মহাজন ॥
দাও পদরেণু এই দীনজনে।
দাসাধমে চাহ করুণ নয়নে ॥

অনন্ত দুষ্কর্ম্মে রত আমি যে দুর্জ্জন।
করমের কশাঘাতে সদা পিষ্ট মন॥
দুরন্ত বাসনা মোরে শৃঙ্খলে বাধিয়া।
জ্বলন্ত বাড়ব-কুণ্ডে দিতেছে ফেলিয়া॥
নির্ব্বান্ধব ভব-বনে বিপত্তি অপার।
নাহিক স্বজন কেহ শুধু হাহাকার॥
দুর্দ্দিনে আশ্রয় দাতা শ্রীগুরু আমার।
নিত্যদাস করি রাখ চরণে তোমার॥

নিত্যসেবাধিকারাভিলাষী—
দাসাধম
"নবযোগেন্দ্র"

---

[৫]

জগজনে আজি তোমার বিরহে
হা-হুতাশ করি' কাঁদে গো।
প্রাণের প্রাণেরে ত্যজিয়া কি কেহ
বাঁচিয়া থাকিতে পারে গো!
মহাবলী কলি চালায় দাপট,
কলি-ভয়ে ভীত সজ্জন সব।
ঘোর সঙ্কটে এমরজগতে আর কেবা ত্রাতা আছে গো!

নাস্তিকতায় কলুষিত দেশ,
হিংসানলে জাতি দহে যে,
বেদ-ভাগবত-পুরাণাদি কথা
আর কেহ নাহি মানে যে।
দুর্ব্বল জীবেরে প্রদানিতে বল,
তব কৃপা-কণা শুধু সম্বল;
এবে কলির প্রাবল্যে জনগন ধর্ম্মচিন্তা বর্জ্জে।

এস গো গুরুজী ! মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ,
এস হে গৌর-শক্তি ।
এস,—এস আজ, হে ভক্তরাজ !
এস কীর্ত্তনাখ্যভক্তি !
তব সেবা লাগি' পূজি ওচরণে,
দেখা দিয়া পুনঃ তারহ দুর্জ্জনে ;
এস করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু, এস হে সিদ্ধান্ত-স্ফূর্ত্তি !

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

---

[৬]

শ্রীগুরুদেব ! তব বিরহে তবানুগণ ।
কাঁদিছে আকুল হৃদয়ে বিসাদিত মন ॥
হে দেব ! তোমার বিহনে যেদিকে নিরখি ।
অদর্শনে পুড়ে মন, সব শূন্যময় দেখি ॥
গোলোক হ'তে ধরায় হইয়াছিলে উদয় ।
শ্রীরাধামাধবের তুমি প্রিয় অতিশয় ॥
দেখেছি তোমার অপূর্ব্ব আচার-প্রচার ।
প্রকাশিলে এ ভবে শ্রীরূপ-শিক্ষাসার ॥
মনোধর্ম্মিদল সব পড়ি মায়াজালে ।
নানা দুষ্টমতবাদ প্রচারে কলিকালে ॥
দলিয়া তাদের, গাঁথিলে শ্রীনামহার ।
তোমার গুণের তুলনা কি দিব আর ॥
শ্রীগৌর-প্রেমবাণী প্রচারিলা বিশ্বব্যাপী ।
করুণায় উদ্ধারিলে যত পাপী-তাপী ॥
মানবের দুঃখে তোমার কেন্দেছিল হিয়া ।
কত যত্ন করিলে তাদের উদ্ধার লাগিয়া ॥

জানাঙ্গে কলিকালে, শ্রীহরিনাম সার।
শ্রীনাম বিনা এ ভবে গতি নাহি আর॥

ভোগ মত্ত জীব, গিয়াছিল স্বরূপ ভুলে।
কৃষ্ণদাস বলি নরক হতে নিলে তুলে॥

শিখাইলে অহর্নিশি 'সেবা'ই কৃত্য ধন।
সেবাহীন জীবনে নাহি বিশ্বে প্রয়োজন॥

দুর্গম সংসার হোতে কত জনে ফিরাইলে।
এ দুর্দ্দিনে কেশেধরি সৎপথে পরামর্শ দিলে॥

গোলোকের ভাবে বিভাবিত ছিলে সর্ব্বক্ষণ।
কৃষ্ণনাম অমূল্যধন করেছ বিতরণ॥

সর্ব্ব মহাগুণে গুণী, তুমি মহাজন।
তোমার প্রভাবে জীব হইবে সুজন॥

যাঁহারা সুকৃতিবান তোমারে সে ভজে।
তা'সবারে রক্ষা কর শ্রীচরণ সরোজে॥

হে দেব! আসিবে কি তুমি ফিরে আর বার?
অধম পতিত, জনের করিতে—উদ্ধার??

মন-প্রাণ কাঁদে সদা ছলছল করে আখি।
যখন যাহা মনে হয় তাহাই সব লিখি॥

দয়াল ঠাকুর তব কৃপার নাহি শেষ।
মো সম অপরাধীর নাহি গুণ লেশ॥

ভাগ্যহীনা—
(শ্রীমতী) গিরিবালা (দেবী)
নবদ্বীপ (নদীয়া)।

মথুরাস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে
জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
১ম বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের পরম প্রেষ্ঠজন শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি এবং ভারতব্যাপী তদধীনস্থ বিভিন্ন গৌড়ীয় মঠের সংস্থাপক, শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** প্রথম বার্ষিক বিরহতিথি-পূজা মহোৎসব বিগত ৮ই কার্ত্তিক, ২৫শে অক্টোবর শনিবার শ্রীকৃষ্ণের শারদীয়া রাসপূর্ণিমা-বাসরে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীবিরহ-তিথির দিনে ব্রহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-রাধাবিনোদবিহারী জীউর মঙ্গলারত্রিকের পশ্চাতে প্রাতঃকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের অধ্যক্ষতায় শ্রীগুরু-বন্দনা, গুরু-পরম্পরা, গুর্ব্বষ্টক, শ্রীপ্রভুপাদ দশকম্, শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব এবং শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণবমহাজনগণের দ্বারা রচিত 'গুরুদেব কৃপাবিন্দু দিয়া,' 'শ্রীগুরুচরণপদ্ম কেবল ভকতি সদ্ম', 'যে আনিল প্রেমধন করুণাপ্রচুর, 'গোরাপহু না ভজিয়া মৈনু,' 'শ্রীরূপমঞ্জরীপদ সেই মোর সম্পদ,' এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঞি,' প্রভৃতি পদাবলী এবং শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র কীর্ত্তন করা হয়।

তদনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত জীবন-চরিত, তাঁহার বৈশিষ্ট্য এবং তাঁহার অপ্রাকৃত শিক্ষাসমূহ অতিহৃদয়স্পর্শী ভাষণদ্বারা তাঁর শ্রীচরণকমলে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। পরে বিরহ-সূচক মহাজন পদাবলী এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন।

প্রায় ১০-৩০ মিঃ পূর্ব্বাহ্নে মথুরা এবং শ্রীব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন স্থান হইতে পূজনীয় বৈষ্ণবগণ এবং ব্রজবাসীগণ উপস্থিত হইলে নাট্যমন্দিরে প্রপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের সভাপতিত্বে বিরহসভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। ইহাতে মঙ্গলাচরণ, শ্রীগুরু-বন্দনা এবং বিরহসূচক বৈষ্ণবপদাবলী কীর্ত্তনের পর প্রপূজ্যচরণ

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, প্রপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, প্রপূজ্যচরণ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, প্রপূজ্যচরণ শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ, প্রপূজ্যচরণ শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষিকেশ মহারাজ, প্রপূজ্যচরণ শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ প্রভৃতি ত্রিদণ্ডিপাদগণ নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল আচার্য্যকেশরীর অপাকৃত জীবন-চরিত্রের বিবিধ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অতিহৃদয়স্পর্শী ও ওজস্বিনী বিচার প্রকট করতঃ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। প্রপূজ্যচরণ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীল গুরুদেবের গুরু-নিষ্ঠা, শ্রদ্ধাভক্তির নির্ভিক প্রচারক, স্পষ্টবাদীতা, ভক্তিবিরুদ্ধ-মতবাদসমূহ বিশেষতঃ মায়াবাদের প্রবল খণ্ডন-কারিতা আদি ধৈর্য্য-স্থৈর্য্যসমূহের অশ্রুপূর্ণ নেত্রে এবং গদ্গদ বাণীতে বলিতে বলিতে সকল শ্রোতাগণকে বিরহসাগরে নিমজ্জিত করাইয়াছিলেন। প্রপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ ও প্রপূজপাদ শ্রীমদ্ হৃষীকেশ মহারাজ বজ্রগম্ভীরস্বরে তদীয় গুরুনিষ্ঠা, বিপুল পাণ্ডিত্য এবং বিশেষভাবে পাষণ্ড-দলনাদি বৈশিষ্ট্যের কথা ব্যক্ত করেন। প্রপূজ্যপাদ শ্রীল সার মহারাজ কুলিয়া নবদ্বীপ শহরে শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি তত্রস্থ পাষণ্ডীগণের অত্যা-চারের ঘটনা উল্লেখ করিয়া তাহাতে আচার্য্যভাস্কর শ্রীল গুরুমহারাজ তাঁহার নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও অতি নির্ভিক ভাবে শ্রীল প্রভুপাদের যেরূপ সেবা করিয়াছিলেন তাহা তিনি তদীয় অতুলনীয় গুরুনিষ্ঠা এবং নির্ভিকতার সম্বন্ধে পরিচয় প্রদান করতঃ প্রাঞ্জলভাষায় ভাষণ দান করেন। প্রপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ আশ্রম মহারাজ তাঁহার অদ্ভুৎ সংগঠনশক্তি, বাগ্মীতা যুক্তি-সঙ্গত স্পষ্টবাদীতা, বিপত্তিতে ধৈর্য্য, অনুগত জনের অতুলনীয় পালক ও তাহাদের প্রতি স্নেহশীলতা, শ্রদ্ধালুজনকে অক্লান্তভাবে হরিকথা কীর্ত্তনে তাহাদিগকে পরমার্থ পথে অগ্রসর করা প্রভৃতি বিবিধ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করিয়া অতিশয় গম্ভীর ও ওজস্বীপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণের অন্তে তিনি বলিলেন, এই মহাপুরুষের অসীম কৃপার জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরঋণী।

সকলের শেষে সমিতির সহসভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ সংক্ষেপে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের মহিমা বর্ণন করিয়া উপস্থিত ত্রিদণ্ডি-পাদগণকে এবং উপস্থিত সকল বৈষ্ণব ও ব্রজবাসীগণের প্রতি এই বিরহ উৎসবে যোগদান করার জন্য হার্দ্দিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বিরহ-সভার

পরে উপস্থিত ত্রিদণ্ডিপাদগণ, বৈষ্ণবগণ ও সকল গুরুসেবকগণ নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীল আচার্য্যকেশরীর প্রকট সময়ের দ্বিতল বাসভবনে (শয়নকক্ষে) বিচিত্র প্রকারের সুগন্ধি পুষ্পমালাসমূহ এবং বহুমূল্য বস্ত্রদ্বারা সুসজ্জিত তাঁহার আলেখ্য-অর্চ্চামূর্ত্তির শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিপাদগণকেও সচন্দন পুষ্পমালা প্রদান করা হয়। শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীমদ্ গুরুদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীমদ্ গোবিন্দদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীপাদ নারায়ণ দাসাধিকারী, শ্রীভক্তিসুধাকর প্রভু (মুখার্জ্জী মহাশয়), শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ পুরী মহারাজের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতিত মথুরা, বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন ও গোকুলাদি স্থানের বহু বৈষ্ণব ও ব্রজবাসীগণ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীশ্রীবিগ্রহগণের এবং গুরুপাদপদ্মের আরতি হইলে বৈষ্ণব ও ব্রজবাসীগণকে বিবিধ প্রকারে চর্ব্ব, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় প্রভৃতি বিবিধ মহাপ্রসাদ সেবন করান হয়। তদন্তর অনাহূত, রবাহূত ও আগত প্রত্যেককেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সন্ধ্যারতি এবং কীর্ত্তনের পশ্চাৎ রাত্রিকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের সভাপতিত্বে পুনঃ বিরহ-সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত রাদ্ধান্তী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরমাদ্বৈতী মহারাজ, শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ও আরও কয়েক বক্তাগণ শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের সম্বন্ধে নিজের নিজের স্মৃতিসমূহ বর্ণন-মুখে তাঁর গুণ-মহিমা বর্ণন করেন। সভাশেষে সভাপতি মহোদয় তাঁর ভাষণে বলেন যে, বৈষ্ণবগণের বিরহ-মিলন দুটী একই তাৎপর্য্যপর। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহ-তিথি অনুগ্রহপূর্ব্বক ভৌমজগতে বৎসরে একবার উপস্থিত হইয়া গুরুসেবক-গণকে নিজের সেবার পুনরাবলোকন করাইবার সুযোগ প্রদান করেন এবং শ্রীল গুরুপাদপদ্মের প্রদর্শিত ও আচরিত শুদ্ধাভক্তিমার্গে অগ্রসর হওয়া প্রেরণা প্রদান করেন। এই বিরহ-মহোৎসব আমাদের জীবনে প্রকাশ হউক—যাহাতে ঘোর অন্ধকার ও বিপত্তির মধ্যেও আমাদের মার্গ দর্শন করাইয়া পথভ্রষ্ট হইতে দেয় না। 'শেষে শ্রীরূপমঞ্জরীপদ সেই মোর সম্পদ' ও 'শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র' কীর্ত্তনের পর সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

—শ্রীকৃষ্ণস্বামীদাস ব্রহ্মচারী

তীর্থ-পরিক্রমা-সমীক্ষা

"গৌর আমার যে-সব স্থান করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে॥"

দীর্ঘ দিন হইতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি প্রায় প্রতিবৎসরে ভারতের বিভিন্ন তীর্থ এবং শ্রীধাম-পরিক্রমার সুযোগ ও উদ্দীপনা যোগাইয়া ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণকে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। এই বৎসরও সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য মহারাজ শ্রীরূপানুগ ভক্তিধারা বহন করতঃ উত্তর ভারত তথা পশ্চিম ভারতস্থ তীর্থসমূহ পরিক্রমার আয়োজন করেন। উক্ত পরিক্রমায় সমিতির সহঃ সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ** প্রধান পরিচালকরূপে নিয়োজিত ছিলেন। স্থান অভাবে এখানে সংক্ষেপে তীর্থ-পরিক্রমা-পঞ্জী ব্যক্ত করা হইতেছে।

এই পরিক্রমা উপলক্ষ্যে গত ৪ঠা দামোদর, ১২ই কার্ত্তিক, ২৯শে আক্টোবর, বুধবার দিন হাওড়া ষ্টেশন হইতে রাত্রি ৯-৫০ মিনিটে ৩ আপ বম্বেমেল ট্রেণ-এর রিজার্ভ বগিতে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** অধ্যক্ষতায় আমাদের শুভ-যাত্রা আরম্ভ হয়। আমরা মঠস্থ আরও ছয়মূর্ত্তি ছিলাম। আরও আনন্দের বিষয় এই যে, শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের পরিক্রমা পার্টিও উক্ত ট্রেণেই ছিলেন। ট্রেণখানি ছাড়িবার পূর্ব্বে প্রত্যেক যাত্রী এবং আমাদের বসিবার ও শয়ন-স্থানের যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়। ট্রেণখানি যখন গন্তব্যস্থান অভিমুখে তীব্রগতিতে অগ্রসর হইতে থাকে তখন শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনে বগিটি মুখরিত হয়। মনে হয় ট্রেণের শব্দও কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাল মিলাইয়া ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যায়। কীর্ত্তনের ভাবে বিভোর অনেক তীর্থ যাত্রিগণকে নিদ্রাদেবী আকর্ষণে ব্যর্থ হইয়াছিলেন। ভোরের সময় গয়ায় পৌঁছিলে আমাদের বগিটি ছেড়ে ট্রেণখানি চলিয়া যায়। আমরা প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন ও পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার মানসে গয়া ষ্টেশন হইতে পুনঃ কীর্ত্তনসহযোগে যাত্রা করি। ফল্গুধারা শিরে ধারণ করতঃ শ্রীবিষ্ণুপদচিহ্ন দর্শনান্তে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। অনেক যাত্রিগণের পিতৃশ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি শেষ করা হইলে অক্ষয়-বট দর্শনান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবন করি।

বৈকালে আমাদের রিজার্ভ বগিটির প্রতিক্ষা-প্লাট্‌ফর্ম্মে পাঠ-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হয়। শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের সেবকবৃন্দ এবং আমাদের কয়েকজন সমেত কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। কীর্ত্তনান্তে সকল সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণের একান্ত ইচ্ছায় প্রপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ পাঠ-মুখে শ্রীগয়াক্ষেত্র-মাহাত্ম্য এবং সাধুসঙ্গে তীর্থদর্শনের ফল খুবগভীর তত্ত্বপূর্ণ ও প্রাঞ্জলভাষায় ব্যক্ত করেন। তাঁহার ভাব-ভাষা অতীব ভাবগ্রাহী ও হৃদয়স্পর্শী হওয়ায় সাধুসঙ্গে কীর্ত্তনমুখে তীর্থ-দর্শন বা পরিক্রমার মর্ম্ম উপলব্ধি করতঃ যাত্রিগণ ভক্তিধর্ম্মে আপ্লুত হন।

তৎপর দিবস যাত্রিগণের ইচ্ছানুক্রমে (উহা ছাপান পরিক্রমা-পঞ্জীতে সংযোজিত ছিল না) বুদ্ধগয়া দর্শনের জন্য ট্যাঙ্গাযোগে যাত্রা করা হয়। বুদ্ধগয়া প্রসঙ্গে পাঠকবর্গের অবগতির জন্য স্থানাভাবে এস্থলে সংক্ষেপে কিছু বর্ণন করা হইতেছে। এইস্থানে যে-বুদ্ধদেব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া শূন্যবাদ বা মায়াবাদ প্রচার করিয়াছেন তিনি ইতিহাস প্রসিদ্ধ গৌতম-বুদ্ধ বা শাক্যসিংহ-বুদ্ধ। **কিন্তু ইঁনি অবতার-বুদ্ধ বা ভগবান্-বুদ্ধ নহেন।** অনেকেই শাক্যসিংহ-বুদ্ধকে ভগবান্-বুদ্ধ মনে করিয়া ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। কিন্তু যদি মায়াবাদী-বুদ্ধ ও অবতার-বুদ্ধের জন্মকাল, পিতামাতা ও জন্মস্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তবে ইহা স্পষ্টই দুই জন যে পৃথক্ ইহাতে সন্দেহের কিছু থাকে না। অবতার-বুদ্ধ বা ভগবান্-বুদ্ধের আবির্ভাব সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে,—

* * * *

বুদ্ধো নাম্নাঞ্জনাসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি। (ভাঃ ১।৩।২৪)

উক্ত শ্লোকে দেখা যায় শ্রীবিষ্ণুর নবম অবতার-বুদ্ধ অঞ্জনাসুতরূপে কীকটদেশে অর্থাৎ গয়া প্রদেশে আবির্ভাবের ভবিষ্যৎ-বাণী করিয়াছেন। কিন্তু ইতিহাস প্রসিদ্ধ বুদ্ধ বা বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারক বুদ্ধের পিতার নাম শুদ্ধোধন ও মাতার নাম মায়াদেবী এবং জন্মস্থান কপিলাবস্তুর লুম্বিনীবনে, উহা নেপালের নিকটবর্ত্তীস্থানে অবস্থিত। এখন আবির্ভাবের সময় সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও দেখা যায় বিখ্যাত ঐতিহাসিক ম্যাক্সমূলার (Maxmuller)-এর মতে শাক্যসিংহ-বুদ্ধ খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৪৭ (?) [বুদ্ধাব্দ মতে ৫৪৪ খৃঃ পূঃ] অব্দে লুম্বিনীবনে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু নৃসিংহ-পুরাণ-এর ৩৬ অধ্যায়ে, ২৯ শ্লোকে উল্লেখ আছে, "কলৌ প্রাপ্তে যথা বুদ্ধো ভবেন্নারায়ণ-

প্রভুঃ"। ইহাতে ভগবান্ বুদ্ধের আবির্ভাব ন্যূনকল্পে ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্ব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। শ্রীবিষ্ণুর নবম অবতার-বুদ্ধ আবির্ভাবের তিথি-মাস সম্বন্ধে 'নির্ণয়-সিন্ধু'র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে, "জ্যৈষ্ঠ শুক্ল দ্বিতীয়ায়াং বুদ্ধ জন্ম ভবিষ্যতি"। কিন্তু শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবের আবির্ভাব বা নির্ব্বাণ এমন কি কোন কিছুরই উপলক্ষ্যে ঐ দিন বা তিথি উদ্যাপন করেন না। অথচ বৈশাখীর পূর্ণিমা তিথিকে বুদ্ধ-পূর্ণিমারূপে পালন করিয়া থাকেন এবং ঐ দিন হইতে বুদ্ধাব্দ আরম্ভ হয়। এতদ্ব্যতীত আমরা বৌদ্ধদিগের রচিত 'ললিত-বিস্তার' নামক গ্রন্থের ২১শ অধ্যায়ে দেখিতে পাই,—

এষ ধরণীমুণ্ডে পূর্ব্ববুদ্ধাসনস্থঃ
সমর্থ ধনুর্গৃহীত্বা শূন্য-নৈরাত্মবাণৈঃ।
ক্লেশরিপুং নিহত্বা দৃষ্টিজালঞ্চভিত্ত্বা-
শিব বিরজমশোকাং প্রাপ্স্যতে বোধিমগ্র্যাং ॥

উক্ত শ্লোকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় গৌতম-বুদ্ধ পূর্ব্ব-বুদ্ধের আবির্ভাব স্থানকে সিদ্ধির অনুকূল মনে করিয়া অশ্বত্থ-বৃক্ষের নিম্নে তপস্যা করেন। ইহা ছাড়াও বৌদ্ধগণের 'লঙ্কাবতারসূত্র' নামক একখানি প্রামাণিক গ্রন্থে যে বুদ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাই তাহাতে শাক্যসিংহ-বুদ্ধের কথা নাই। উক্ত গ্রন্থে লঙ্কাধিপতি রাবণ জিনপুত্র ভগবান্ পূর্ব্ব-বুদ্ধকে এবং ভবিষ্যতে যে যে বুদ্ধ আবির্ভূত হইবেন তাঁহাদিগকে স্তব করিয়াছেন। সে-সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে, যথা—

*　　*　　*

লঙ্কাবতারসূত্রং বৈ পূর্ব্ববুদ্ধানুবর্ণিতং।
স্মরামি পূর্ব্বকৈঃ বুদ্ধৈর্জিনপুত্রপুরস্কৃতৈঃ ॥
সূত্রমেতন্নিগদ্যন্তে ভগবানপি ভাষতাং।
ভবিষ্যন্ত্যনাগতে কালে বুদ্ধা বুদ্ধসুতাশ্চ যে ॥

শ্রীবিষ্ণুর নবম অবতার বুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করিলে দেখা যায় লিঙ্গ-পুরাণ, ভবিষ্য-পুরাণ, বরাহ-পুরাণ প্রভৃতিতে যে বুদ্ধের কথা রয়েছে, তিনি শুদ্ধোধনের পুত্র বা শূন্যবাদী বুদ্ধ নহেন। বৈষ্ণবগণ শূন্যবাদীর উপাসক নহেন, তাঁহারা "নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় দৈত্য-দানব-মোহিনে" (ভাঃ ১০।৪০।২২) বলিয়া শ্রীবুদ্ধদেবকে অর্থাৎ বিষ্ণুর নবম-অবতার বুদ্ধকে নমস্কার করিয় থাকেন। (ক্রমশঃ)

—প্রকাশক

শ্রীশ্রীব্যাসপূজায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)
২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬ ; ইং ১৫.১২.৬৯

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং **সরস্বতীং ব্যাসং** ততো জয়মুদীরয়েৎ।"

ব্যাসকুল-শ্রবণসজ্যারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীনবদ্বীপ-ধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ ৪৮৩ গৌরাব্দ, ১২ই ফাল্গুন ১৩৭৬ সাল, ইং ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ মঙ্গলবার শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদপ্রবর **নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-** (মাঘী কৃষ্ণা-তৃতীয়া) **তিথি হইতে ৫ই গোবিন্দ, ১৪ই ফাল্গুন, ইং ২৬শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি-বার ব্যাসাভিন্ন জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসর** (মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী) **পর্য্যন্ত দিবসত্রয় শ্রীশ্রীব্যাসপূজা** ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চক, ব্যাস-পঞ্চক, মধ্বাদি আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা-হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ হরিকীর্ত্তন, ভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি-প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে আমরা পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইব। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি ও অঞ্জলি প্রদান, অপরাহ্নে প্রবন্ধ-পাঠ ও বক্তৃতা। **বুধবার** পূর্ব্বাহ্নে **শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান**, অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং পরে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেব সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

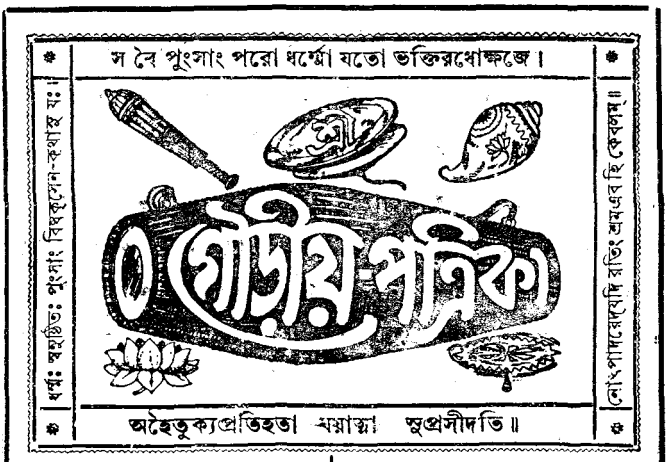
গৌড়ীয়-পত্রিকা

২১শ-বর্ষ } পৌষ, ১৩৭৬ { ১১শ-সংখ্যা



শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও শ্রীপত্রিকার
প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি মহারাজ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ
কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।



২১শ-বর্ষ | অনিরুদ্ধ, ২২ নারায়ণ, ৪৮৩ গৌরাব্দ
বুধবার, ২৯ পৌষ, ১৩৭৬; ইং ১৪।১।১৯৭০ | ১১শ-সংখ্যা

সানুবাদং

স্বসঙ্কল্প প্রকাশ স্তোত্রম্

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

অনারাধ্য রাধাপদাম্ভোজরেণু
মনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎপদাঙ্কাং।
অসম্ভাষ্য তদ্ভাব গম্ভীরচিত্তান্
কুতঃ শ্যামসিন্ধোরসস্যাবগাহঃ॥ ১॥

যে ব্যক্তি শ্রীরাধার পাদপদ্মের রেণুকে আরাধনা করে নাই এবং শ্রীরাধার পদাঙ্কিত বৃন্দাবনও আশ্রয় করে নাই তথা শ্রীরাধাভাবে গম্ভীর-চিত্ত জনগণের সহিতও সম্ভাষণ করে নাই, সে ব্যক্তি শ্যামসিন্ধুর (কৃষ্ণরূপ সমুদ্রের) রহস্যাবগাহনে অর্থাৎ নিগূঢ় রসাস্বাদে কেন সমর্থ হইবে? ১॥

নবং দিব্যং কাব্যং স্বকৃতমতুলং নাটককুলং
প্রহেলী গূঢ়ার্থাঃ সখি রুচির বীণাধ্বনিগতীঃ।
কদা স্নেহোল্লাসৈ র্ললিত ললিতা প্রেরণবলাৎ
সলজ্জং গান্ধর্ব্বা সরস মসকৃচ্ছিক্ষয়তি মাং ॥ ২ ॥

হে সখি রূপমঞ্জরি! গান্ধর্ব্বা শ্রীরাধিকা মনোজ্ঞ রূপা ললিতদেবী-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ঈষল্লজ্জানুভব করত স্নেহোল্লাসে অভিনব মনোহর কাব্য, স্বকৃত নিরূপম বিবিধ নাটক, গূঢ়ার্থ প্রহেলী অর্থাৎ হেঁয়ালী এবং মনোহর বীণা ধ্বনির গমন ক্রম, এই সমস্ত অনুরাগের সহিত নিরন্তর কবে আমাকে শিক্ষা দান করিবেন? ॥ ২ ॥

অলংমানগ্রন্থে র্নিভৃত চটু মোক্ষায় নিভৃতং
মুকুন্দে হাহেতি প্রথয়তি নিতান্তং ময়ি জনে।
তদর্থং গান্ধর্ব্বাচরণ পতিতং প্রেক্ষ্য কুটিলং
কদা প্রেমক্রৌর্য্যাৎ প্রখর ললিতা ভৎ র্সয়তি মাং ॥৩॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার নিকারণ মান গ্রন্থিকে শিথিল করিবার নিমিত্ত বিনীতভাবে দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক আমার প্রতি সেই মান বৃত্তান্ত বিস্তার করায় আমি মানভঙ্গের জন্য গান্ধর্ব্বার চরণে পতিত হইলে প্রখরা ললিতা কুটিল দৃষ্টিতে প্রেমকুটিলতা বশতঃ কবে আমাকে ভৎর্সনা করিবেন? ॥ ৩ ॥

মুদা বৈদগ্ধ্যান্তল র্ললিত নবকর্পূ র মিলন-
স্ফুরন্নানা নর্ম্মোৎকর মধুর মাধ্বীকরচনে।
সগর্ব্বং গান্ধর্ব্বা গিরিধরকৃতে প্রেমবিবশা
বিশাখা মে শিক্ষাং বিতরতু গুরুস্তদয্ গসখী ॥ ৪ ॥

অপর, শ্রীরাধাগোবিন্দ যুগলরূপের সখী প্রেমবিবশা বিশাখা, গুরু অর্থাৎ শিক্ষয়িত্রী হইয়া অতি গর্ব্বে আমাকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের আনন্দ সম্পাদনার্থ হর্ষের সহিত স্ব স্ব যোগ্য মধুর রসের কার্য্যসমূহ রূপমধু রচনা বিষয়ে শিক্ষা দান করুন, যেহেতু উক্ত কার্য্যে চাতুর্য্যে থাকা প্রযুক্ত বিবিধ পরিহাস বাক্যরূপ মধু যেন, মনোরম অথচ অভিনব কর্পূর মিশ্রিত হইয়াই শোভা পাইতেছে ॥ ৪ ॥

কুহূকণ্ঠীকণ্ঠাদপি কমনকণ্ঠি ময়ি পুন-
র্বিশাখা গানস্যাপিচ রুচির শিক্ষাং প্রণয়তু।
যথাহং তেনৈতদ্যুবযুগলমুল্লাস্য সগণা-
ল্লভে রাসে তস্মান্মণিপদক হারানিহ মুহুঃ ॥ ৫ ॥

কুহূকণ্ঠীকণ্ঠ অর্থাৎ কোকিলার কণ্ঠ হইতেও যাঁহার কণ্ঠ অতি কমনীয়া সেই বিশাখা সখী পুনর্ব্বার আমাকে গানবিষয়ে মনোহর শিক্ষা প্রদান করুন, যাহাতে আমি সেই অভ্যস্ত গান দ্বারাই এই যুব যুগল শ্রীরাধা-কৃষ্ণকে উল্লাসিত করিয়া স্বজনসহিত উক্ত রাধাগোবিন্দের নিকট হইতে এই রাসস্থল বৃন্দাবনে মণিযুক্ত পদক ও হার পারিতোষিক বারম্বার লাভ করিতে সমর্থ হইব ॥ ৫ ॥

ক্বচিৎ কুঞ্জে কুঞ্জে চ্ছলমিলিত গোপালমনু তাং
মদীশাং মধ্যাহ্নে প্রিয়তর সখীবৃন্দবলিতাং।
সুধাজৈত্রৈ রত্নৈঃ পচনরসবিচ্চম্পকলতা
কৃত্যোদ্যচ্ছিক্ষোহয়ং জন ইহ কদা ভোজয়তি ভোঃ ॥৬॥

হে রূপমঞ্জরি! পাকরসে অতি শিক্ষিতা চম্পকলতা কর্ত্তৃক আমার পাকশিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে সুতরাং আমি, গোচরণোপলক্ষ্যে সমাগত শ্রীকৃষ্ণকে এবং তৎপশ্চাৎ, প্রিয়তর সখীবৃন্দ পরিবৃত মদীশ্বরী শ্রীরাধিকাকে প্রতিকুঞ্জে মধ্যাহ্নকালে, অমৃত জয়িঅন্ন দ্বারা কবে ভোজন করাইব ॥ ৬ ॥

ক্বচিৎ কুঞ্জক্ষেত্রে স্মর বিষমসংগ্রাম গরিম-
ক্ষরচ্চিত্রশ্রেণীং ব্রজযুবযুগস্যোৎকটমদৈঃ।
বিধত্তে সোল্লাসং পুনরলময়ং পর্ণকচয়ৈ-
র্বিচিত্রং চিত্রাতঃ সখি কলিতশিক্ষোঽপ্যনুজনঃ ॥ ৭ ॥

হে সখি! এই অনুগত জন চিত্রা সখীর নিকট বিচিত্র রূপে শিক্ষিত হইলেও কোন কুঞ্জগৃহে ব্রজযুব যুগলের মধুপানাদি নিবন্ধন উৎকট মত্ততা হেতুক কন্দর্প বিষয়ক সংগ্রাম বশতঃ যে অহঙ্কার তদ্দারা গলিত চিত্রশ্রেণী পত্রসমূহে গ্রহণ করিয়া উল্লাসের সহিত সমাধিক রূপে পুনর্ব্বার কি বিধান করিবে? ॥ ৭ ॥

পরং তুঙ্গস্থা যৌবতসদসি বিদ্যাদ্ভুত গুণৈঃ
স্ফুটং জিত্বা পদ্মাপ্রভৃতি নবনারী ভ্রমতি যা।
জনোয়হং সম্পাদ্যঃ সখি বিবিধ বিদ্যাস্পদতয়া
তয়া কিং শ্রীনাথাচ্ছলনিহিত নেত্রেঙ্গিত লবৈঃ॥ ৮॥

হে সখি! যে তুঙ্গাস্থা বিদ্যা অর্থাৎ তুঙ্গবিদ্যা নাম্নী সখী কেবল অদ্ভুতগুণ দ্বারা পদ্মাপ্রভৃতি নবীন নারীগণকেও পরাজিত করিয়া যুবতিবর্গের সভায় স্পষ্টরূপে ভ্রমণ করিতেছেন, সেই তুঙ্গবিদ্যা সখী, শ্রীনাথ অর্থাৎ শ্রীরাধিকা-কর্ত্তৃক কপট নিক্ষিপ্ত ঈঙ্গিতলেশ দ্বারা আমাকে কি বিবিধ বিদ্যার আস্পদরূপে বিহিত করিবেন? ॥ ৮॥

স্ফুরন্মুক্তা গুঞ্জামণি সুমনসাং হাররচনে
মুদেন্দোর্লেখা মে রচয়তু তথা শিক্ষণবিধিং।
যথা তৈঃ সংকল্পৈর্দয়িতসরসীমধ্যসদনে
স্ফুটং রাধাকৃষ্ণাবয়মপি জনো ভূষয়তি তৌ॥ ৯॥

চন্দ্রলেখার ন্যায় পরমাসুন্দরী ইন্দুলেখা সখী আমাকে শোভমান মুক্তা গুঞ্জা, মণি এবং কুসুমের হার নির্ম্মাণ বিষয় সহর্ষে সেইরূপ শিক্ষাদান করুন, যাহাতে আমি রাধাকুণ্ডের গৃহমধ্যে সেই শ্রীরাধাগোবিন্দকে স্বরচিত সেই হার দ্বারা ব্যক্ত রূপে ভূষিত করিতে পারি॥ ৯॥

অয়ে পূর্ব্বং রঙ্গেত্যমৃতমর বর্ণদ্বয় রস-
স্ফুরদ্দেবী প্রার্থ্যং নটন পটলং শিক্ষয়তি চেৎ।
তদা রাসে দৃশ্যং রসবলিতলাস্যং বিদধতো
স্তয়ো র্বক্ত্রে যুঞ্জে নটনপটুবীটিং সখি মুহুঃ॥ ১০॥

অয়ে সখি! "রঙ্গ" এই ময় অক্ষরদ্বয় দ্বারাই যাহার স্বার্থ-প্রকাশরূপ বীর্য্য শোভা পায় অর্থাৎ স্বীয় নামের আদ্য "রঙ্গ" এই বর্ণ দুইটি দ্বারা যাঁহার রঙ্গ প্রকাশ হইতেছে এবং যিনি দেবী অর্থাৎ দ্যোতমানা হইয়াছেন সেই রঙ্গদেবী নাম্নী সখী যদি রাসনৃত্যের প্রথমেই আমাকে প্রার্থনীয় নৃত্যক্রমগুলি শিখাইয়াদেন তাহা হইলে রাসকালে সুদৃশ্য এবং সুরস মিশ্রিত নৃত্য করিলেপর শ্রীরাধাকৃষ্ণের বদনকমলে নৃত্য পটুতা বর্দ্ধনকারিণী তাম্বুল বীটিকা পুনঃ পুনঃ সংযোজিত করিব॥১০॥

সদক্ষক্রীড়ানাং বিধিমিহ তথা শিক্ষয়তু সা
সুদেবী মে দিব্যং সদসি সুদৃশাং গোকুলভুবাং।
তয়োর্দ্বন্দে খেলামথ বিদধতোঃ স্ফূর্জ্জতি যথা
করোমি শ্রীনাথাং সখি বিজয়িনীং নেত্রকথনৈঃ ॥১১॥

হে সখি! সেই সুদেবী যদি এই ব্রজ মধ্যে সুলোচনা গোকুলসুন্দরীদিগের সভাতে আমাকে উৎকৃষ্ট পাশাখেলার নিয়ম শিক্ষা দেন, তাহা হইলে, উক্ত খেলা করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দ উভয়েই পরস্পর জয়েচ্ছু হইলে আমি নেত্রভঙ্গি দ্বারা শ্রীরাধিকাকেই বিজয়িনী করিতে পারি ॥১১॥

রহঃ কীরদ্বারাপ্যতিবিষমগূঢ়ার্থরচনং
দলে পাদ্মে পদ্যং প্রহিত মুদয়চ্চাটু হরিণা।
সমগ্রং বিজ্ঞায়াচলপতি বলৎকন্দরপদে
তদভ্যর্ণে নেষ্যে দ্রুতমতি মদীশাং নিশি কদা ॥১২॥

যাহার রচনা অতীব গোপনীয় এবং দুর্ব্বোধ্য এতাদৃশ একটি পদ্য চাটুকারী শ্রীকৃষ্ণ পদ্মদলে লিখিয়া নির্জ্জনে শুকপক্ষি দ্বারা প্রেরণ করিলে পর আমি তৎ সমগ্র বিশেষরূপে অবগত হইয়া অচলরাজ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের দেদীপ্যমান গুহা মধ্যে রাত্রিকালে সেই সুরসিক পুরুষ শ্রীকৃষ্ণর নিকট মদীশ্বরী শ্রীরাধিকাকে কবে লইয়া যাইব? ॥১২॥

প্রাকৃতনীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮/৪৩, মল রোড্
কাণপুর
ইং ১।১২।২৭

স্নেহবিগ্রহেষু—

অনেক দিন আপনার কোন সংবাদ পাই নাই। আশা করি, ভগবৎকৃপায় আপনার সকল কুশল।

* * * *

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভীষ্টপূরণ এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে শ্রীমদ্ভাগবতোদ্দিষ্ট কীর্ত্তনকার্য্যেই যেন চিরদিন ব্রতী থাকি, এরূপ আশীর্ব্বাদ করিবেন। কুরুক্ষেত্রে—বিপ্রলম্ভরসাধিষ্ঠান ক্ষেত্রে শ্রীগৌরসুন্দর বসিয়াছেন,

নৈমিষারণ্যে—ভাগবত-ব্যাখ্যান-ক্ষেত্রেও শ্রীগৌরহরির সেবা আরম্ভ হইল। বারাণসী শিবক্ষেত্রেও শ্রীগৌরহরির সেবাধিষ্ঠান স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগৌরসুন্দর আগামী বৎসর বসিতে পারেন। পুষ্কর, দ্বারকা, গোপী-সরোবর, প্রভাস, সুদামাপুরী ও অবন্তীপুরী দর্শন করায় সপ্তমোক্ষ-দায়িকা পুরীই দর্শন হইল মনে করিয়াও আপনাদের সেবা না করায় আমার মুক্তি হইতেছে না। মুক্ত হইয়া কৃষ্ণসেবা করিবার ইচ্ছা যে আদৌ নাই, তাহা নহে।

গীতার "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে" শ্লোক, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোক, "যৎ করোষি যদশ্নাসি শ্লোক, "যা প্রীতির্বিবেকীনাং" শ্লোক ও আপনার কথা আজ আমার মনে পড়িতেছে বলিয়া আপনাকে বিরক্ত করিবার উদ্দেশ্যে এই পত্রটী লিখিলাম। Ethical Principles or moral rules (জাগতিক নীতিসমূহ) জড়বিচারে প্রপঞ্চে সর্ব্বোত্তম এ বিষয়ে আমার মতান্তর নাই। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেম সর্ব্বাপেক্ষা বড় উপাদেয় বলিয়া তাহার তুলনায় moral rules (নৈতিক নিয়মসমূহ) কৃষ্ণ অপেক্ষা বড় উপাদেয় নহে। মথুরায় কৃষ্ণ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক বস্ত্রধৌতকারীর বধানন্তর মাল্য-বসনাদি গ্রহণ অনেকে ভাল বলেন না। তাঁহারা অপ্রাকৃত পারকীয় বিচারাশ্রিত নিষ্কপট প্রেমিক ভক্তগণকে less ethical (কম নৈতিক) মনে করিতে পারেন, কিন্তু হরিপ্রীতির এমন একটী অত্যাশ্চর্য্য শক্তি আছে যে, তাহার নিকট পরমোপাদেয় moral standard (নৈতিক আদর্শ বা পরিমাণ) পর্য্যন্ত ক্ষীণপ্রভ হইয়া যায়। "কর্ত্তব্যবুদ্ধি" কৃষ্ণসেবার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইলে তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সেবাকার্য্যে উন্মত্ত হইয়া পড়িলে যে সুদুরাচার লক্ষিত হয়, তাহাও সমাদরে বরণীয়। আপনি এই বিষয়টী স্বয়ং আলোচনা করিয়া একটী প্রবন্ধ রচনা করিলে আমি সুখী হই। যেহেতু কীর্ত্তনকারীও বিচারপর না হইলে ভক্তি লভ্যা হয় না এবং ভক্তি না হইলে প্রাপঞ্চিক কর্ত্তব্যবুদ্ধি বা disbeliveing temper (অবিশ্বাস-প্রবণতা) অপসারিত হয় না। শীঘ্রই কলিকাতায় ফিরিবার ইচ্ছা।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(ইষ্টগোষ্ঠী)

১। ইষ্টগোষ্ঠি-সভা কাহাকে বলে ?

"শুদ্ধভক্তসঙ্গ ব্যতীত ইষ্টগোষ্ঠী হয় না। ইষ্ট-শব্দে—অভিলষিত বিষয় এবং 'গোষ্ঠী' শব্দে—সভা। এই দুই শব্দ মিলিত হইয়া শুদ্ধভক্তি-পরায়ণ সাধুদিগের সভাকে ইষ্টগোষ্ঠী বলিয়া নামকরণ করা হয়।

—'শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-সমাজ', সঃ তোঃ ১০।১২

২। ভাগবতগণের ইষ্টগোষ্ঠী কয় প্রকার ?

"ইষ্টগোষ্ঠী দুইপ্রকার—আচার ও প্রচার। আচার-পালনে তাঁহারা (ভজনপরায়ণ বৈষ্ণবগণ) শ্রীভাগবতাদির পাঠ ও শ্রবণ এবং হরিনাম-কীর্ত্তনে রত। প্রচার সময়ে ভাগবতত্ত্ব, জীব, রসতত্ত্ব ও নাম-মহিমা অধিকারি-ভেদে প্রদান করেন।" —'শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-সমাজ', সঃ তোঃ ১০।১২

৩। কৃষ্ণকথা-গোষ্ঠী কাহাকে বলে ?

"দুইজনে মিলিত হইয়া যে গোষ্ঠী হয়, তাহাকে কৃষ্ণকথা-গোষ্ঠী বলে।"

—'শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-সমাজ', সঃ তোঃ ১০।১১

৪। সাধারণের সহিত আলাপ ও ইষ্টগোষ্ঠীতে পার্থক্য কি ?

"সাধারণের সঙ্গে রসালাপে সুখ হওয়া দূরে থাকুক, অত্যন্ত রসভঙ্গ হয়; ইষ্টগোষ্ঠীতে সেরূপ রসভঙ্গ হয় না।"

—শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-সমাজ', সঃ তোঃ ১০।১১

৫। শুদ্ধভক্ত-সম্মেলন অতি দুর্লভ কেন ?

"শুদ্ধভক্ত জগতে বিরল। অতএব তাঁহাদের মিলনরূপ ইষ্টগোষ্ঠীতে দুই চারিজন ব্যতীত একস্থানে অধিক পাওয়া যায় না।"

শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-সমাজ', সঃ তোঃ ১০।১১

৬। শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-সমাজের বিভিন্ন স্তর কি কি ?

"যে-স্থলে সর্ব্বপ্রকার লোকের সমাগম, সে-স্থলে গৌরাঙ্গের সামাজিক সভা হয়। যে-স্থলে কেবল ভক্তগণের সমাগম, সে-স্থলে বৈষ্ণব-সমাজ বা বৈষ্ণবদিগের ইষ্টগোষ্ঠী। যে-স্থলে দুই শুদ্ধভক্তের মিলন, সে-স্থলে কৃষ্ণকথা-গোষ্ঠী। যে-স্থলে এক শুদ্ধভক্তের অবস্থান, সে-স্থলে কেবল নামাদির নির্জ্জন-ভজন।" —'শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-সমাজ', সঃ তোঃ ১০।১১

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

পরমহংস আচার্য্যভাস্কর ১০৮

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

আরতি কীর্ত্তন

(জয় জয়) শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব শ্রীগুরু-আরতি।
ভক্তবৃন্দ প্রেমানন্দে করে স্তুতি-নতি॥

বেদান্ত দর্শন ভক্তি-প্রজ্ঞানে উজ্জল।
অপূর্ব্ব প্রভায় দীপ্ত শ্রীগৌড়মণ্ডল॥

কাঁসর ঘণ্টা করতাল দামামা মৃদঙ্গ।
শঙ্খ শিঙ্গা বাজে শুনি' পুলকিত অঙ্গ॥

শান্ত, দাস্য, সখ্য আর বাৎসল্য, মধুর।
পঞ্চরসে পঞ্চদীপ শোভা ভরপুর॥

পঞ্চপ্রাণ ধূপগন্ধ আকাশে বাতাসে।
বিশুদ্ধ আনন্দদানে নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে॥

নববিধা ভক্তিরূপা পুষ্পাদি চামর।
নানারঙ্গে ভঙ্গে দোলে অতি মনোহর॥

ষড়ঙ্গ শরণাগতি নৃত্যে গানে স্ফুরে।
আরতি হেরিলে পাপতাপ যায় দূরে॥

শ্রীবরাহদেব হন অপরাধ-হারী।
করুণা করেন রাধা-বিনোদবিহারী॥

প্রভুপাদ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী।
সম্পন্ন করান শুদ্ধ ভক্তির আরতি॥

সকল বিগ্রহ পদে অসংখ্য প্রণাম।
ভকতি প্রদানি কর পূর্ণ মনস্কাম॥

—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী, এম-এ, বি-টি

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—৪৭)

এক্ষণে শ্রবণাখ্য ভক্তঙ্গের কথা বর্ণিত হইতেছে—

তচ্চ নামরূপগুণলীলাময়শব্দানাং শ্রোত্রস্পর্শঃ।

অর্থাৎ নামরূপগুণলীলাময় শব্দসকলের কর্ণেন্দ্রিয়-স্পর্শকেই শ্রবণ কহে। তন্মধ্যে নামশ্রবণের কথা—

ন হি ভগবন্নঘটিতমিদং
ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলপাপক্ষয়ঃ।
যন্নামসকৃচ্ছ্রবণাৎ
পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ॥ (ভাঃ ৬।১৬।৪৪)

শ্রীসঙ্কর্ষণের প্রতি চিত্রকেতুর উক্তি—

হে ভগবান্, যাঁহার নাম একবার শ্রবণ করিলে চণ্ডালও সংসার হইতে মুক্ত হয়। তাদৃশ আপনার দর্শন হেতু মানবগণের অখিল পাপক্ষয় অসম্ভব নহে। তাদৃশ ব্যক্তিরও একবার শ্রবণেই মুক্তিফলপ্রাপ্তি হেতু উত্তমপুরুষের তাহা শ্রবণে পরম ভক্তিই ফলরূপে অভিপ্রেত হইয়াছে।

অথ রূপশ্রবণম্—

যে তু ত্বদীয়চরণাম্বুজকোষগন্ধং
জিঘ্রন্তি কর্ণবিবরৈঃ শ্রুতিবাতনীতম্।
ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ পরয়া চ তেষাং
নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎ স্বপুংসাম্॥ (ভাঃ ৩।৯।৫)

এক্ষণে রূপশ্রবণের কথা বলা হইতেছে—

হে নাথ! যাঁহারা শ্রুতিবাতনীত আপনার রণপদ্মকোষগন্ধ কর্ণবিবর দ্বারা আঘ্রাণ করেন—গন্ধ অর্থাৎ বর্ণাকৃতি প্রভৃতির মাধুর্য্য কর্ণবিবর দ্বারা আঘ্রাণ করেন অর্থাৎ নাসিকা দ্বারা সৌরভাস্বাদনের ন্যায় কর্ণবিবর দ্বারা তাদৃশ মাধুর্য্য আস্বাদন করেন। 'শ্রুতবাতনীত' এই পদে শ্রুতি অর্থে বেদ ও তদনুগামী অন্য শাস্ত্র। তাহাই বাত অর্থাৎ বায়ুস্বরূপ, তদ্দ্বারা নীত অর্থাৎ প্রাপিত, অতএব পরমা ভক্তি (প্রেমভক্তি) দ্বারা গৃহীত চরণ অর্থাৎ চরণে ধৃত হইয়া আপনি তাঁহাদের হৃদয়পদ্ম হইতে অপগত হইতে সমর্থ হন না।

অসৎসঙ্গী নরকগামী ব্যক্তিগণ তাদৃশ আপনার অনাদর করিয়া থাকে। অতএব যাহারা ইহার বিরোধী হয়, তাহারা অসৎসঙ্গী।

অথ গুণশ্রবণম্—

কথা ইমাস্তে কথিতা মহাত্মনাং
বিতায় লোকেষু যশঃ পরেয়ুষাম্।
বিজ্ঞানবৈরাগ্যবিবক্ষয়া বিভো
বচো বিভূতীর্ন তু পারমার্থ্যম্॥
যস্ত্বুত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ
সংগীয়তেঽভীক্ষ্ণমমঙ্গলঘ্নঃ।
তমেব নিত্যং শৃণুয়াদভীক্ষ্ণং
কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ॥ (ভাঃ ১২।৩।১৪-১৫)

অতঃপর গুণশ্রবণ উক্ত হইতেছে—

হে রাজন্, যাঁহারা লোকমধ্যে যশোবিস্তারপূর্ব্বক মৃত হইয়াছেন, তাদৃশ মহাত্মাগণের এই বাক্যবিভূতিস্বরূপ কথাসকল বিষয় সমূহের অসারতাজ্ঞান ও তাহাতে তাহাদের তজ্জনিত বৈরাগ্য হেতু বাগবিলাসমাত্র রূপে বর্ণন করা হইয়াছে কিন্তু পরমার্থযুক্ত কথন নহে। তাহা হইলে জীবের উপাদেয় পরমার্থ কি? তদুত্তর—উত্তমশ্লোক শ্রীহরির গুণানুবাদ নিরন্তর অমঙ্গল বিনাশক রূপে কীর্ত্তিত হয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণে নিরন্তর নির্ম্মল ভক্তিকামী ব্যক্তি তাহাই নিত্য শ্রবণ করিবেন।

যদি উক্ত বৃত্তান্ত কৃষ্ণকথাশ্রিত অথবা তদীয় পাদপদ্ম মকরন্দাস্বাদনরত সজ্জনগণের কথাশ্রিত হয় তাহা হইলে তাহাও শ্রবণ করা কর্ত্তব্য—তৎ সম্বন্ধে শ্রীশুক-বাক্য—

তৎ কথ্যতাং মহাভাগ যদি বিষ্ণুকথাশ্রয়ং।
অথবাস্য পদাম্ভোজকমরন্দলিহাং সতাম্॥ (ভাঃ ১।১৬।৬)

যত্রোত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ
প্রস্তূয়তে গ্রাম্যকথাবিঘাতঃ।
নিষেব্যমাণোঽনুদিনং মুমুক্ষো-
র্মতিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে॥ (ভাঃ ৫।১২।১৬)

গুণশ্রবণ বিষয়ে অপর দৃষ্টান্ত—

যে-সকল মহাভাগবতগণের সভায় বিষয়বার্ত্তাপ্রসঙ্গ-বিনাশন ভগবদ্-গুণানুবাদ প্রকৃষ্টরূপে কীর্ত্তিত হয়, সেই সকল কথা সর্ব্বদা আদরপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে করিতে মুক্তিকামী ব্যক্তিগণেরও মোক্ষ বাসনা দূরীভূত হইয়া

ভগবান্ বাসুদেবে শ্রদ্ধরতির উদয় হয়। মুক্তিমাত্রকামী ব্যক্তির সম্মতি প্রদান করে অতএব ভক্তিমাত্রকামী ব্যক্তির সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? সম্মতি অর্থে মুমুক্ষাদিবাসনারহিত মতি।

ব্যতিরেক ভাবেও বলা হইতেছে—

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্
ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥ (ভাঃ ১০।১।৪)

শ্রীকৃষ্ণগুণানুবাদ নিবৃত্ততৃষ্ণ ব্যক্তিগণ কর্তৃক উপগীয়মান হইয়া থাকে, ইহা ভবৌষধ এবং শ্রোত্রমনোঽভিরামস্বরূপ। অতএব পশুঘ্ন ব্যতীত অন্য কোন্ ব্যক্তি তাহা হইতে বিরত হইতে পারে? নিবৃত্ততৃষ্ণ অর্থাৎ বিষয়-পিপাসারহিত মুক্তব্যক্তিগণ কর্তৃকই যথেষ্টরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ইহা মুক্তিকামী ব্যক্তিরও সেবনীয় এবং বিষয়সুখাভিলাষীরও কামনীয়।

পশুঘ্ন অর্থাৎ ব্যাধ।

রাজপুত্র চিঞ্জীব মা জীব মুনিপুত্রক।
জীব বা মর বা সাধো ব্যাধ মা জীব মা মর॥

হে রাজপুত্র! তুমি চিরকাল জীবিত থাক, যেহেতু তুমি সর্ব্বদা ভোগেই আসক্ত হইয়া কোন পুণ্যানুষ্ঠান কর নাই অতএব তোমার পরলোক সুখপ্রদ নহে। হে মুনিপুত্র! তুমি ইহলোকে জীবিত থাকিও না; যেহেতু তোমার তপস্যাজনিত কষ্টই বর্ত্তমান। কিন্তু তজ্জনিত পুণ্যহেতু তোমার পরলোক সুখজনক অতএব তাহা প্রাপ্তিই সঙ্গত। হে সাধো! তোমার জীবন-মরণ উভয়ই সমান। চিত্ত শান্তি নিবন্ধন উভয় লোকই সুখপ্রদ। হে ব্যাধ, তুমি জীবিত থাকিও না, কিম্বা মৃত্যুকূপে পতিত হইও না, যেহেতু তুমি জীবিতকালে নিরন্তর হিংসারত, অতএব ইহলোকে তোমার বিষয়সুখের অবসর নাই সুতরাং বাঁচিয়া কোন ফল নাই। পক্ষান্তরে হিংসার পরিণামস্বরূপ পরলোকও ভীষণ দুঃখপ্রদ বলিয়া মরণেরও আবশ্যক নাই। এই ন্যায়ানুসারে পশুঘ্ন অর্থাৎ ব্যাধের বিষয়সুখেও তাৎপর্য্য বা তদ্‌বিষয়ক অভিজ্ঞতা নাই। অতএব পরমগূঢ়ত্ব নিবন্ধন ভগবৎ কল্পরস আস্বাদনেও অসমর্থ।

পশুঘ্ন শব্দের উভয়বিধ ব্যাখ্যা পক্ষেই ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের নিন্দাই তাৎপর্য্য। অথবা দৈত্যস্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তির শ্রীহরি গুণবিষয়ে নিন্দামাত্রেই তাৎপর্য্য, তাদৃশ ব্যক্তিই পশুঘ্ন বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

অতঃপর লীলাশ্রবণ—

জ্ঞানং যদাপ্রতিনিবৃত্তগুণোর্ম্মিচক্র-
মাত্মপ্রসাদ উত যত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ।
কৈবল্যসম্মতপথস্থথ ভক্তিযোগঃ
কো নির্বৃতো হরিকথাসু রতিং ন কুর্য্যাৎ॥
(ভাঃ ২।৩।১২)

যাহাতে সর্ব্বতোভাবে রাগাদিগুণের সর্ব্বতোভাবে প্রতি-নিবৃত্তি হয়, তাদৃশ জ্ঞানহেতু বিষয়ে অনাসক্তি জন্মে এইরূপে কথাতে উক্ত জ্ঞানহেতু আত্মপ্রসাদ জন্মে। জ্ঞানের ফল যে কৈবল্য তাহা দ্বারাও ব্রহ্মভূত প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তিগণের প্রেমভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব কোন্ ব্যক্তি তদ্‌বিষয়ে অনুরাগী না হইবে?

অধিক কি বলিব, এই লীলা শ্রবণের জন্যই এই মহাপুরাণের আবির্ভাব হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে দেবর্ষির উক্তি (ভাঃ ১।৫।৮)—"ভবতানুদিত প্রায়ং যশো ভগবতোঽমলং"—আপনি শ্রীভগবানের নির্ম্মল যশঃকথা প্রায়শঃ কীর্ত্তন করেন নাই, এজন্যই আপনার চিত্তপ্রসন্ন নহে। অতএব "সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্" (ভাঃ ১।৫।১৩)।

অতএব আপনি নিখিল লোকের বন্ধন বিমোচনার্থ একাগ্রচিত্তে ভগবান্ শ্রীহরির লীলাসমূহ স্মরণপূর্ব্বক বর্ণন করুন। উক্ত লীলা সৃষ্টি প্রভৃতি রূপা ও লীলাবতার বিনোদরূপা। তন্মধ্যে পরবর্ত্তী লীলাই প্রশস্ততরা এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—

প্রাধান্যতো যানৃষ আমনন্তি
লীলাবতারান্ পুরুষস্য ভূম্নঃ।
আপীয়তাং কর্ণকষায়শোষান্
অনুক্রমিষ্যে ত ইমান্ সুপেশান্॥ (ভাঃ ২।৬।৪৬)

বিরাট্ পুরুষের যে লীলাসকল প্রাধান্যতঃ বর্ণিত হইয়া থাকে, সেই কর্ণকষায়শেষেসুপেশ লীলাবতার সকলের অনুক্রম করিতেছি তাহা আপান করুন। কর্ণকষায় শেষে অর্থাৎ বিষয়ান্তর শ্রবণাকাঙ্ক্ষানাশক। সুপেশ = সুমনোহর, অনুক্রম = বর্ণন, আপান = সম্যক্ পান করুন।

এই প্রকারে লীলাশ্রবণাদির মর্ত্ত্যশরীরেও মৃত্যুজয় ও পার্ষদত্ব উক্ত হইয়াছে—

সাধু বীর ত্বয়া দৃষ্টমবতারকথাং হরেঃ।
যং ত্বং পৃচ্ছসি মর্ত্ত্যানাং মৃত্যুপাশবিশাতনীম্॥
যয়োত্তানপদঃ পুত্রো মুনিনা গীতয়ার্ভকঃ।
মৃত্যোঃ কৃত্বৈব মূর্দ্ধ্যাঙ্ঘ্রিমারুরোহ হরেঃ পদম্॥
(ভাঃ ৩।১৪।৫-৬)

হে বীর! আপনি মর্ত্ত্যগণের মৃত্যুপাশচ্ছেদিনী শ্রীহরির অবতার কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনার এই প্রশ্ন উত্তম হইয়াছে। মুনি বর্ণিত এই অবতার কথা দ্বারা শিশু ধ্রুব মৃত্যুর মস্তকে পদবিন্যাস সহকারে শ্রীহরির পদে আরোপিত হইয়াছিলেন। মুনি=শ্রীনারদ। অতএব তিনি ধ্রুবকে অবতারকথাও শ্রবণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার সশরীরে মৃত্যুজয় ও পার্ষদত্ব উক্ত হইয়াছে।

যথা—

পরীত্যাভ্যর্চ্চ্য ধিষ্ণ্যাগ্র্যং কৃতস্বয়নো দ্বিজৈঃ।
ইয়েষ তদধিষ্ঠাতুং বিভ্রদ্রূপং হিরন্ময়ম্॥ (ভাঃ ৪।১৩।২৯)

তৎফলে ব্রাহ্মণগণ তাঁহার স্বস্ত্যয়ন সম্পাদন করিলে তিনি হিরন্ময়রূপ ধারণপূর্ব্বক উক্ত বিমান প্রবরের পরিক্রমা ও অর্চ্চন করিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন।

এইরূপে নামাদি শ্রবণ উক্ত হইল।

শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য
নন্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোঽর্থঃ।
তত্তদ্গুণানুশ্রবণং মুকুন্দ-
পাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাম্॥ (ভাঃ ৩।১৩।৪)

যাঁহাদের হৃদয়ক্ষেত্রে শ্রীহরিপাদপদ্ম বিরাজমান, তাঁহাদের গুণানুশ্রবণই পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক জীবের বহুপ্রয়াসলব্ধ শাস্ত্রজ্ঞানের মুখ্যার্থরূপে প্রশংসিত হইয়াছে—এই বাক্যানুসারে ভগবৎ পরিকরগণের গুণাদিশ্রবণও জানিতে হইবে। নামাদি শ্রবণ বিষয়ে যদিও একতরের দ্বারা কিম্বা ব্যতিক্রমানুষ্ঠান দ্বারাও অবশ্য সিদ্ধি লাভ হয় তথাপি অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য প্রথমতঃ নাম শ্রবণই অপেক্ষণীয় হয়। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে রূপশ্রবণ

দ্বারা হৃদয়ে রূপের উদয় হয়। তাদ্দ্বারা গুণসমূহের স্ফূর্ত্তি হয়। অনন্তর নাম, রূপ, গুণ এবং তদীয় পরিকরগণের সম্যকস্ফূর্ত্তি হইলেই সুষ্ঠুরূপে লীলা সকলের স্ফুরণ হইয়া থাকে, এই অভিপ্রায়েই সাধনক্রম লিখিত হইয়াছে। এইরূপ কীর্ত্তন ও স্মরণ বিষয়েও জ্ঞাতব্য।

এই শ্রবণ মহাজনমুখরিত হইলে মহামাহাত্ম্যযুক্ত ও জাতরুচি ব্যক্তিগণের পরম সুখপ্রদ হয়। মহাজন কর্ত্তৃক আবির্ভাবিত এবং মহাজন কর্ত্তৃক কীর্ত্ত্যমানরূপে ঐ শ্রবণ দ্বিবিধ। মহাজন কর্ত্তৃক আবির্ভাবিত বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতকেই লক্ষ্য করে।

স উত্তমঃশ্লোকমহন্মুখচ্যুতো
ভবৎপদাম্ভোজসুধাকণানিলঃ।
স্মৃতিং পুনর্বিস্মৃততত্ত্ববর্ত্মনাং
কুযোগিনাং নো বিতরত্যলং বরৈঃ॥ (ভাঃ ৪।২০।২৫)

মহাজন কর্ত্তৃক কীর্ত্ত্যমান বিষয়ে দৃষ্টান্ত মহাপুরুষগণের মুখচ্যুত ভবদীয় পাদপদ্ম সুধাকণা সম্বন্ধী বায়ু বিস্মৃত তত্ত্বমার্গ সদৃশ কুযোগিগণের পুনরায় স্মৃতি প্রদান করিয়া থাকে অতএব বরসমূহে কোন প্রয়োজন নাই। তাদৃশ শব্দশ্রবণই পরম সাধ্য সাধনস্বরূপ বলিয়া অন্য বরের আবশ্যক নাই।

শ্রীবিষ্ণুর প্রতি শ্রীপৃথু মহারাজের উক্তি—

তস্মিন্ মহন্মুখরিতা মধুভিশ্চরিত্র-
পীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি।
তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণে-
স্তান্ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড্ভয়শোকমোহাঃ॥

তাহাতে মহাজন মুখরিত মধুসূদন চরিত্ররূপ পীযূষ-শেষসরিৎ সকল প্রবাহিত হইয়া থাকে। যাঁহার অবিতৃষ্ণ হইয়া গাঢ় কর্ণ দ্বারা তাহা পান করেন তাঁহাদিগকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক বা মোহ স্পর্শ করিতে পারে না। তাহাতে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সাধুসঙ্গে মহজন কর্ত্তৃক মুখরিত অর্থাৎ কীর্ত্তিত। শেষ=সার। অবিতৃষ্ণ অর্থে পর্য্যাপ্তি বুদ্ধি শূন্য। গাঢ়কর্ণ—সাধন কর্ণ।

এই ক্ষুধাতৃষ্ণাদি যে-সকল স্বাভাবিক ধর্ম্ম দ্বারা উপদ্রুত হইয়া জীব শ্রীহরির কথামৃত নিধিবিষয়ে রতি করে না, মহাজন কীর্ত্ত্যমান ভগবদ্

যশঃসকল নিজমাহাত্ম্য বলে সেই সকল ধর্ম্মকে দূরীভূত করিয়া জীবসকলকে নিজসুখ অনুভব করাইয়া থাকে।

তথাহি শ্রবণ কার্য্যে শ্রীভাগবত শ্রবণই তাদৃশ প্রভাবময় শব্দাত্মক এবং পরম রসময় বলিয়া পরম শ্রেষ্ঠ।

শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ।
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥

(ভাঃ ১।১।২)

মহামুনিকৃত এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণেচ্ছু কৃতিগণ কর্ত্তৃক শ্রীহরি তৎক্ষণাৎ হৃদয়ে অবরুদ্ধ হইয়া যায় কিন্তু অপর শাস্ত্রসকল দ্বারা সদ্য তাহা হয় না।

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্‌রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্ রতিঃ ক্বচিৎ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ববেদান্ত শাস্ত্রের সারভূতরূপে সম্মত হইয়া থাকে। তদ্‌রসামৃত তৃপ্ত ব্যক্তির অন্য কোন বিষয়েই রতি উৎপন্ন হয় না। তদ্‌রস= শ্রীভাগবতরসস্বরূপ যে অমৃত তদ্দ্বারা তৃপ্ত ব্যক্তির অন্য রসস্পৃহা থাকে না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীগুরুদেব অপ্রাকৃত

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম ভুলিয়া যাওয়াই জীবের যত দুর্গতির কারণ। কৃষ্ণকে ভুলিয়া যাওয়ার ফলে তাহার কৃষ্ণেতর দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ হয়। কৃষ্ণস্মৃতি জীবের সকল মঙ্গলের একমাত্র কারণ, আর কৃষ্ণবিস্মৃতিই যত দুঃখ অশান্তি ও অনর্থরাজির উদ্ভব করায় তাই শাস্ত্র জগজ্জীবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিচারে জানাইয়াছেন—

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥"

সমস্ত বিধির মূলবিধি—শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-স্মরণ, আর সকল নিষেধের মূল-নিষেধ—শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম না ভুলা।

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম জাগতিক খণ্ড পরিণামশীল অনিত্য কোন বস্তুবিশেষ নহেন তিনি সচ্চিদানন্দময়বিগ্রহ। তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলা—সকলই অবিনাশী, পরম চেতন এবং পরিপূর্ণ আনন্দের মূল-প্রস্রবণ। তাই শ্রীকৃষ্ণ-

পাদপদ্মস্মরণ জাগতিক কোন গুণজাত বস্তুর মনন বা ধ্যানরূপ কোন অনিত্য কার্য্যানুষ্ঠানের ন্যায় নহে। **শ্রীকৃষ্ণ নাম স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণই**। শ্রীকৃষ্ণের রূপ তাঁহার অপ্রাকৃত গুণ ও লীলা হইতে অভিন্ন। প্রাকৃত বস্তুর নাম-রূপ-গুণাদিতে যেরূপ ভেদ আছে, অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণনামাদিতে ঐরূপ কোন ভেদের অবকাশ নাই। ভেদচিন্তা-প্রবল জগতে অপ্রাকৃত বস্তুর অভেদ-বিচার কল্পনামাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। পরিদৃশ্যমান জগৎ, যাবতীয় বস্তু এবং অনন্ত জীবনিচয় অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে অবস্থিত; কিন্তু বিমুখ জীব মায়ার বিক্রমে আক্রান্ত বলিয়া দৃশ্য জগতে কৃষ্ণের এই সম্বন্ধ দর্শন করিতে পরিতেছে না, তাই জগৎকে ভোগ্য বলিয়া বিচার করিতেছে।

বিষয়বিগ্রহ বা প্রাকৃত সম্ভোক্তার সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাববশতঃ নিজেকে সমস্ত বস্তুর প্রভু বা ভোক্তা বলিয়া অভিমান হইতেছে এবং তৎফলে সমস্ত বস্তুর প্রতি প্রভুত্ব-বিস্তারের দুর্দ্দমনীয় চেষ্টা চলিতেছে, এই প্রকার অসচ্চেষ্টার পরিণাম কি, তাহা বিচারের বিষয় হইতেছে না। প্রভুত্ব-বিস্তারের ফলেই জীবের চিত্ত কাম-ক্রোধাদি রিপুর বিক্রমে কলুষিত হইতেছে। শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অনুসরণে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়াছেন,—

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মৎসরতাসহ
জীবের জীবনপথে বসি'।
অসচ্চেষ্টা রজ্জুফাঁসে, পথিকের ধর্ম্মনাশে,
প্রাণলয়ে করে কষাকষি॥
বাটপাড় ছয়জন, অসচ্ছেষ্টা রজ্জুগণ
দিয়া গলে করিল বন্ধন।
প্রাণবায়ু গত প্রায় রূপ-রঘুনাথ হায়,
কর ভক্তিবিনোদে রক্ষণ॥

ভোগবাসনা বা প্রভুত্বকামনার ফলেই অসচ্চেষ্টারূপ ষড়্‌রিপুর প্রাবল্য এবং তাহাদের দাসত্বের জন্য যত্ন কৃষ্ণবিস্মৃত বদ্ধজীবের নিরন্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। এই প্রবল শত্রুর কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যত্ন হওয়া আবশ্যক। যাঁহারা বুদ্ধিমান্, তাঁহারা রিপুদাস্যে যত্ন প্রদর্শনের পরিবর্ত্তে প্রভুর দাস্যে বা গুরুদাস্য রিপুজয়ের জন্য যত্ন করিয়া থাকেন। রিপুর দাসত্ব বা প্রভুত্ব

আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয় নহে। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-স্মৃতি বা তাঁহাদের দাস্যই জীবের প্রয়োজনীয় বিষয়। তাহাতেই প্রত্যেকের নিত্যমঙ্গল নিহিত আছে। এই সদ্‌বিচারের অনুসরণ করা নিতান্ত প্রয়োজন।

বিবেকবান্ বা বুদ্ধিমান্ জীবই সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যে বিশ্বাসী হন। তাঁহারাই শাস্ত্র এবং সাধুর বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তন্নির্দ্দেশানুসারে চলিবার জন্য যত্ন করিয়া থাকেন। তাহাতে তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমেই শ্রীগুরু-চরণাশ্রয়ের কথা অবগত হন। **শ্রীগুরুপাদপদ্মই সংসারসমুদ্রে জীবের একমাত্র কর্ণধার, শ্রীগুরুদেবই পথভ্রান্ত বিশ্ব-পথিকের একমাত্র পথপ্রদর্শক।** তিনিই সর্ব্বজীবের একমাত্র ব্যথার ব্যথী, জীবন-মরণে একমাত্র মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। যে সৌভাগ্যবান্ জীব শ্রীগুরুদেবকে সেইরূপে বরণ করিতে পারেন, সর্ব্বস্ব তাঁহার শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়া তাঁহার হইয়া যাইতে পারেন, তিনি গুরুপাদপদ্মের কৃপালাভে কৃতকৃতার্থ হন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাই সকলের মূল—একমাত্র প্রয়োজীয়বস্তু।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরহরি কলি-জীবের কল্যাণবিধানের জন্য তাঁহার মহাবদান্য লীলাময় শ্রীমূর্ত্তি জগতে প্রকট করিয়াছিলেন। বদান্যাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায় জগজ্জীব অনর্পিতচর কৃষ্ণপ্রেমধনে ধনী হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রেমময়মূর্ত্তি শ্রীগৌরকে বিশ্বে কে জানাইলেন? কে তাঁহার অপ্রাকৃত সম্পদ্ দেবেন্দ্র-মুনীন্দ্রগুহ্য প্রেমধনের ভাণ্ডার জগতে উন্মুক্ত করিলেন? কে সেই প্রেমের পশরা মস্তকে লইয়া প্রতি জীবের রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া যাচিয়া যাচিয়া বিলাইয়াছেন? তিনিই স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু—শ্রীগৌরপ্রেমের একমাত্র ভাণ্ডারী শ্রীগুরুপাদপদ্ম। গৌরজন—শ্রীগৌর-কৃষ্ণজন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাতেই শ্রীগৌরকৃষ্ণকৃপা লাভ হয়। শ্রীগুরুনিত্যা-নন্দের কৃপার কাঙ্গাল হইতে হইবে। শ্রীগুরু-কৃপাতেই সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

মহারাজ প্রতাপরুদ্রের ইতিবৃত্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২১শ-বর্ষ, ৯ম-সংখ্যা, ৩৪৫ পৃষ্ঠার পর)

রাজার সম্মার্জ্জনীদ্বারা রথযাত্রায় সেবা

রথযাত্রার দিবস শ্রীজগন্নাথদেবের রথারোহণ-লীলা যাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তবৃন্দ স্বচ্ছন্দে এবং অক্লেশে দর্শন করিতে পারেন, রাজা তাহার ব্যবস্থা করিলেন। নিজে সুবর্ণ মার্জ্জনীদ্বারা জগন্নাথদেবের যাত্রাপথ মার্জ্জনা এবং চন্দন-মিশ্রিত জলদ্বারা সেচন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার এই দীন সেবার প্রবৃত্তি-দর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। রথ গুণ্ডিচা অভিমুখে গমনকালে মহাপ্রভু অদ্ভুত নৃত্য আরম্ভ করিলেন, সঙ্গে সাত সম্প্রদায় কীর্ত্তনীয়া,—

"রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি নীলাচলপতে-
রদভ্রপ্রেমোর্ম্মিস্ফুরিতনটনোল্লাসবিবশঃ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃততনুর্বৈষ্ণবজনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতিপদম্॥" (স্তবমালা)

রাজাপ্রতাপরুদ্রের বৈষ্ণবোচিত বিচার

শ্রীজগন্নাথদেব এই নৃত্য-গীতাদিদর্শনে নিজরথের গতি স্তব্ধ করিলেন। মহাপ্রভুও নৃত্যদ্বারা জগন্নাথের তুষ্টি বিধান করিলেন। একই বস্তু যুগপৎ দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপে লীলার বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতেছেন; মহাপ্রভুর কৃপায় রাজা ইহা বুঝিতে পারিলেন। সার্ব্বভৌমের সহিত নিঃশব্দে ইহার ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম রাজার প্রতি মহাপ্রভুর কৃপাদর্শনে বিস্মিত হইলেন। বাহিরে আচার্য্য-লীলাভিনয়কারী শ্রীচৈতন্যদেব রাজা বলিয়া গজপতির প্রতি বিতৃষ্ণার ভাব দেখাইতেছেন কিন্তু পরোক্ষভাবে তাঁহার প্রতি এত সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, বিধি-মাহেন্দ্রাদির অবোধ্য যে গূঢ় রহস্য তাহারও তাৎপর্য্যবোধে অধিকার দিয়াছেন। মহাপ্রভুর এইরূপ কৃপা ও বঞ্চনা-লীলা অর্থাৎ যুগপৎ ঈশ্বর ও জীববৎ লীলা তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্ত ছাড়া কাহারও বুঝিবার অধিকার নাই। রথ চলিতেছেন; স্বয়ং রাজা মহাপ্রভুর নিকট হইতে লোকের ভিড় অপসারিত করিতেছেন। এই সময় হরিচন্দন নামক এক রাজকর্ম্মচারীর উপর রাজা ভর দিয়া দাঁড়াইয়া মহাপ্রভুকে দর্শন করিতেছিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত সম্মুখে থাকায় রাজার

মহাপ্রভু-দর্শনে বিঘ্ন হইতেছে দেখিয়া হরিচন্দন শ্রীবাসকে অপসারিত করিবার নিমিত্ত কয়েকবার ধাক্কা দিলেন। তাহাতে শ্রীবাস পণ্ডিত তাহাকে এক চপেটাঘাত করিলেন। হরিচন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া কিছু বলিবার উদ্যোগ করিতেই রাজা তাহা নিবারণ করিলেন এবং বলিলেন যে, রাজার অপেক্ষা তাহার ভাগ্য উত্তম; কেননা সে ভক্তের স্পর্শ পাইয়াছে, যাহা তিনি বাঞ্ছা করিয়াও পান না। মহাপ্রভু নৃত্য করিতে করিতে একবার পতনোন্মুখ হইলে নিকটে ভক্তগণ কেহ না থাকায় রাজা তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। ইহাতে বাহ্য পাইয়া মহাপ্রভু রাজস্পর্শের নিমিত্ত ধিক্কার দিতে লাগিলেন। রাজার মনে তাহাতে বিন্দুমাত্রও ক্ষোভের সঞ্চার হইল না।

মহাপ্রভু সমীপে ছদ্মবেশে রাজা প্রতাপরুদ্র

কিয়ৎকাল পরে মহাপ্রভু ভক্তগণের পরিশ্রম জানিয়া শান্তির অভিনয় করিয়া পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিলেন। প্রতাপরুদ্র তখন সাধারণ বেশ পরিধান করিয়া তথায় মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করিলেন। মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট-চিত্তে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভূমিতে শয়ন করিয়া আছেন, রাজা তাহার পদ-সম্বাহন করিতে করিতে সার্ব্বভৌমের শিক্ষামত রাসপঞ্চাধ্যায়ের শ্লোক পাঠ করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন—

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥
(ভাঃ ১০।৩১।৯)

মহাপ্রভু অপার সন্তোষ লাভ করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিবার আদেশ দিতে লাগিলেন। প্রেমাবেশে অচৈতন্য হইয়া 'ভুরিদা' 'ভুরিদা', বলিয়া বারম্বার রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন।

"প্রভু বলে কে তুমি, করিলা মোর হিত।
আচম্বিতে আসি' পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৪।১৭)

প্রতাপরুদ্র বলিলেন,—"আমি আপনার দাসের দাস। ভক্তগণ সর্ব্বদা এই অভিমানই করেন। তাঁহারা ভগবানের দাস বলিয়া নিজকে মনে করেন না।

"মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে
মৎপ্রার্থনীয় মদনুগ্রহ এষ এব।

ত্বদ্‌ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্য-ভৃত্য-
ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ ॥
(কুলশেখরকৃত মুকুন্দমালাস্তোত্র)

মহাপ্রভু তখন কৃপাপূর্ব্বক আপন ঐশ্বর্য্য দর্শন করাইয়া প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন এবং নিজেও সর্ব্বান্তর্য্যামী প্রভু বহির্দ্দশায় ভাবাবেশে রাজদর্শন ঘটনার প্রকাশ হইতে দিলেন না। ভক্তগণ রাজার ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাজাও দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিলেন। তৎপরে রথ গুণ্ডিচা-বাড়ী গমন পর্য্যন্ত এবং তথা হইতে প্রত্যাগমনকালেও সর্ব্বদা রথসন্নিধানে থাকিয়া রাজা মহাপ্রভুর লীলা-সকল দর্শন করিলেন। তৎসঙ্গে পড়িছা-পাত্র দ্বারা সগণ মহাপ্রভুর যথাযোগ্য সেবা-বিধান করিতে লাগিলেন।

মহাপ্রভুর প্রতি রাজা প্রতাপরুদ্রের অনুরাগ

রথযাত্রার পর মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন যাইতে চাহিলেন। রাজার কর্ণে এই সংবাদ পৌঁছিতেই তিনি অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন। রায় রামানন্দ এবং সার্ব্বভৌমকে ডাকাইয়া আনিয়া বিনীত অনুরোধ জানাইলেন,—

নীলাদ্র ছাড়ি' প্রভুর মন অন্যত্র যাইতে।
তোমরা করহ যত্ন তাঁহারে রাখিতে ॥
তাঁহা বিনা এই রাজ্য মোর নাহি ভায়।
গোসাঁঞি রাখিতে করহ নানা উপায় ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১১।৫-৬)

মহাপ্রভুও ঐ দুইজনের নিকট বৃন্দাবন যাইবার যুক্তি চাহিলেন। তাঁহারা এক একটী ছল উঠাইয়া প্রভুর গমনে বিলম্ব ঘটাইতে লাগিলেন। প্রভুর সহিত ভক্তগণের এই হঠকারিতা—ভক্তগণের প্রগাঢ় অনুরাগের লক্ষণ হওয়ায় রাগমার্গীয় উচ্চাঙ্গের সেবা বলিয়া শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। ইহা তাঁহাদের অপরাধ নহে।

প্রতাপরুদ্রসংত্রাতা মহাপ্রভু

এইরূপে দুই বৎসর কাল তাঁহারা মহাপ্রভুকে যাইতে দিলেন না। তৃতীয় বৎসরে মহাপ্রভু স্থিরসঙ্কল্প হইলেন এবং ভক্তগণের নির্দ্দেশক্রমে বিজয়া-দশমী দিনে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র হইতে শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মহাপ্রভু কটকে আসিলে রামানন্দ রাজাকে সংবাদ দিলেন।

প্রতাপরুদ্র আম্রবৃক্ষতলে উপবিষ্ট মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহার ভক্তি দেখিয়া মহাপ্রভু সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। ভক্তের সহিত লুকোচুরি আর করিতে পারিলেন না। ভক্তেচ্ছাপরিপূরণার্থ নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন।

"ঐছে তাঁহারে কৃপা কৈল গৌররায়।
'প্রতাপরুদ্রসংত্রাতা' নাম হইল যায়॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৬।১০৮)

মহাপ্রভুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিয়া তাঁহার এলাকার ভিতর প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে নিজ কর্ম্মচারী পাঠাইয়া যাহাতে মহাপ্রভুর কোন প্রকার কষ্ট না হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। যতদিন মহাপ্রভু না ফিরিলেন ততদিন মৃতকল্প রাজা সমুৎকণ্ঠার সহিত অহর্নিশ গৌরপাদপদ্ম ধ্যান করিয়া বাহিরে রাজকর্ত্তব্য পালন করিতেন। মহাপ্রভু পুনরাগমনে তিনি মৃতদেহে প্রাণ পাইলেন।

কিছুদিন পরে রামানন্দের এক ভ্রাতা রাজকর্ম্মচারী গোপীনাথ পট্টনায়কের —রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া রাজকোষে জমা দিবার সময় কিছু ঘাট্‌তি পড়ে। নিজ সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ঋণ শোধ দিতে তিনি রাজসরকার হইতে আদিষ্ট হন। গোপীনাথ পট্টনায়ক এই সময় স্বীয় ঔদ্ধত্যের নিমিত্ত রাজ-পুত্রের নিকট বিশেষ প্রকার দণ্ডিত ও লাঞ্ছিত হন। মহাপ্রভুকে এই সংবাদ দিলে তিনি গোপীনাথের উপর অসন্তুষ্ট হন এবং এই সব রাজসিক ব্যাপার শুনিতে হইতেছে বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। দুঃখের সহিত তিনি আলালনাথ যাইয়া নির্জ্জন বাস করিবেন, এই মত প্রকাশ করেন।

গোপীনাথের প্রতি প্রতাপরুদ্রের করুণা

প্রতারুদ্র যখন পুরীধামে থাকিতেন তখন স্বীয় গুরু কাশীমিশ্রের ভবনে আসিয়া গুরুদেবের সম্বাহনাদি করিতেন। সাধারণ-চক্ষে এইগুলি অত্যন্ত হেয়কর্ম্ম, বিশেষতঃ একজন নরপতির পক্ষে। কিন্তু শাস্ত্রে বলেন যে, গুরুদেব—গুরু অর্থাৎ বৃহৎ এবং মহদ্ বস্তু—কোন প্রকার লঘুতা বা হেয়তা তাঁহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে না। তাঁহারা সর্ব্বদাই "বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা" করিবার নিমিত্ত উন্মুখ হন।

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" (শ্বেতাশ্ব ৬।২৩)

[গুরুদেবে ভগবানের ন্যায় ভক্তি থাকিলে শ্রুতিরহস্য বোধগম্য হয়।]

একদিন এইরূপ সেবাকালে কাশীমিশ্র চতুরতার সহিত মহাপ্রভুর আলালনাথ-গমনেচ্ছা এবং তৎসঙ্গে গোপীনাথের দণ্ড ও লাঞ্ছনার বৃত্তান্ত রাজাকে শুনাইলেন। রাজা শুনিয়া রাজপুত্রের ব্যবহারে অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং মহাপ্রভু যাহাতে ক্ষেত্রত্যাগ না করেন, তজ্জন্য গোপীনাথের ঋণদায় মুক্ত করিবেন জানাইলেন।

"এক্ষণে প্রভুর যদি পাইয়ে দরশন।
কোটীচিন্তামণি লাভ নহে তার সম॥
কোন্ ছার পদার্থ এই দুই লক্ষ কাহন?
প্রাণ-রাজ্য করোঁ প্রভুপদে নির্ম্মঞ্ছন॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৯।৯৫-৯৬)

মিশ্র বলিলেন যে, তোমার প্রাপ্য ভূমি ছাড়িয়া দিলে প্রভু সুখী হইবেন না। রাজা বলিলেন, আপনি ঋণমাপ করিবার কথা জানাইবেন না। কেবলমাত্র ভবানন্দ এবং তাঁহার পঞ্চপুত্র আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়—এই কথা জানাইবেন। রামানন্দ মহাপ্রভুর কত প্রিয় তাহা প্রতাপরুদ্র জানিতেন তাই ভয় হইল যদি মহাপ্রভু রায়ের গোষ্ঠীর উপর অত্যাচার শুনিয়া তাঁহার প্রতি বিমুখ হন। ইহা ব্যতীত রামানন্দের সম্পর্কিত বলিয়া রাজা উঁহাদিগকে স্নেহ করিতেন। গোপীনাথকে নিভৃতে ডাকিয়া তাঁহার ঋণদান হইতে অব্যাহতি দিলেন, উপরন্তু যে রাজ্যাংশ হইতে তিনি রাজস্ব অপহরণ করিয়াছিলেন; তাহা তাঁহাকে যৌতুক দিয়া দ্বিগুণ বেতন নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। কাশী মিশ্র এ সমস্ত সমাচার প্রভুর কর্ণগোচর করিলেন। মহাপ্রভু রাজার বিনিময়ের কথা শুনিয়া অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে রাজাকে কৃপা করিলেন।

উপসংহার

প্রতাপরুদ্র রাজা হইয়া দেশে হাহাকার তুলিয়া যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত হন নাই। এজন্য জড়বাদিগণ তাঁহাকে হীনবীর্য্য বলিয়া কটাক্ষ করেন। রাজা প্রজাগণের পালক এবং মঙ্গলবিধায়ক। যে রাজা কেবলমাত্র ঐহিক মঙ্গলবিধান করিয়া পালন করিতে চেষ্টা করেন তাহা অপেক্ষা যিনি নিত্যমঙ্গল সাধন করেন তিনি কর্ত্তব্যের হানি করিয়া থাকেন? এতাবৎকাল বহু নৃপতি বহু পালক-পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া রাজত্ব করিয়াছেন, কিন্তু জীবের—তাঁহাদের

প্রজাদের শান্তিবিধান করিতে পারিয়াছেন কি ? বর্ত্তমানেও আমরা দেখিতে পাইতেছি রাজনৈতিক নেতৃগণ নিত্যমঙ্গলের পথ না জানায় প্রজাদিগের শতপ্রকারে সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করিতে গিয়াও প্রকৃত সুখ দিতে পারিতেছেন না। কি শাসক, কি শাসিত সকলেই ত্রিতাপজ্বালায় জর্জ্জরিত। যিনি স্বীয় মঙ্গল লাভ করিয়াছেন, অপরের মঙ্গলবিধান করিতে তিনিই পারেন।

মানস-দেহ-গেহ যাঁহারা চৈতন্যপাদপদ্মে সমর্পণ করেন তাঁহাদের আর ঐগুলিতে ভোগবুদ্ধি থাকে না,—'আমার'-বুদ্ধি রহিত হইয়া 'আমার প্রভুর' এই বুদ্ধি হয়। তাই প্রতাপরুদ্র রাজা হইয়া সাধারণের চক্ষুতে যাহা হীন বলিয়া মনে হয় সেই সকল সেবাকার্য্যেও নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার ধন, জন, ক্ষমতা সমস্তই ভগবান্ এবং ভক্তের সেবায় নিয়োজিত হইয়াছে। 'জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুত-শ্রী' হরিভক্তির বাধক, কিন্তু সেবোন্মুখ জনের নিকট তাহা হরিসেবার উপকরণরূপে গৃহীত হয়। ধন দ্বারা অক্ষয়-সুখান্বেষণ করাই জড় বুদ্ধির পরিচায়ক। উহা জীবকে কেবলমাত্র দুঃখ দেয়। কিন্তু গুরুবৈষ্ণবের সেবায় নিয়োজিত হইলে তাহা ভক্তির উদ্রেক ও বিমল আনন্দ দান করে।

তোমার কনক　　ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব ॥"

—প্রকাশকের সংগৃহীত

—নিবেদন—

সহৃদয় গ্রাহকগণের নিকট সানুনয় নিবেদন,—যাঁহাদের দেয় আনুকূল্য এখনও প্রদত্ত হয় নাই তাঁহারা যেন অবিলম্বে উহা পাঠাইয়া আমাদিগকে সেবায় সহায়তা ও উৎসাহিত করেন।

বিনীত নিবেদক—
কার্য্যাধ্যক্ষ,
"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"

কর্ম্ম এবং ভক্তির তাৎপর্য্য

কর্ম্ম বলিতে যে-সকল কার্য্য লোকে ইহজন্মে বা পরজন্মে নিজ সুখ-ভোগের আশায় করে কিংবা এই দেহকে 'আমি'-বুদ্ধি করিয়া ইহার সম্পর্কে যে-সব ব্যক্তিকে আপন-জ্ঞান করে, তাহাদের সুখের জন্য করে, সেগুলিকে বুঝায়। আর ভগবানের সেবা উদ্দেশ্য করিয়া যাহা কিছু করা যায়, তাহা ভক্তি। **একই কার্য্য ক্ষেত্র-বিশেষে কর্ম্ম হইতে পারে, অন্য ক্ষেত্রে ভক্তি হইতে পারে; কর্ত্তার চিত্তবৃত্তি অনুসারে তাহার কর্ম্মত্ব বা ভক্ত্যঙ্গত্ব।** শাস্ত্রোক্ত-কর্ম্মসকল যখন পুণ্যলাভার্থ বা স্বর্গকামনার বশে কৃত হয়, তখন সেগুলি কর্ম্ম।

আমরা কর্ম্মফল ভোগ করিতে বাধ্য। কর্ম্ম আমাদের বন্ধন-যোগ্যতা বর্দ্ধন করিয়া আমাদিগকে সংসার ভোগ করায়। কর্ম্মে সুখের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখও অনুস্যূত আছে। **সংসারে এমন কোন সুখ নাই, যাহার পশ্চাতে দুঃখ লুক্কায়িত থাকে না।** সংসারে সুখভোগে শান্তি নাই, ভোগ করিতে করিতে কাম বর্দ্ধিত হয়। আর কামনার অতৃপ্তিতে দুঃখ আছেই। **নিরবচ্ছিন্ন সুখ সংসারে থাকিতেই পারে না।** স্বর্গ-সুখেও ত' কামনার শেষ নাই। ইন্দ্র-চন্দ্রকেও পাপকর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। আবার পুণ্য সমাপ্ত হইলে স্বর্গচ্যুত হইয়া অধঃপতিত হয়।

'ভক্তিই আমাদের নিত্যবৃত্তি। ভগবান্ নিত্য চিদ্ঘনবিগ্রহ; জীবের স্বরূপও চিৎ। এইস্থলে ভগবানে ও জীবে নিত্যত্ব অভেদ। এ জগতে জীব অচিৎ-সংস্পর্শে স্থাবর-জঙ্গমত্ব প্রাপ্ত হইয়া সংসার ভোগ করিতেছে। নির্ম্মল চিৎকণ জীব হরিসেবারত।' এই জ্ঞানের সন্ধান পাইয়া যখন জীব শ্রদ্ধাসহকারে নিষ্কিঞ্চন ভক্তের পদাশ্রয় করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গগুলি সাধন করিতে থাকে, তখন জীবের সংসার ক্ষয় হইয়া জড়-মুক্তিক্রমে অনর্থনিবৃত্তি ঘটে। তখন নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাবক্রমে জীব ভগবৎপ্রেমের অধিকারী হয়। এই প্রেমই জীবের পরমপ্রয়োজন, পরম-পুরুষার্থ। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গাত্মক কর্ম্ম এবং মোক্ষাভি-সন্ধানরূপ অপবর্গ; এই চারি পুরুষার্থকে নরকসদৃশ জ্ঞান করিয়া ভক্ত অহৈতুকী ভক্তির যাজন করেন।

অনেকের ধারণা, কর্ম্ম করিতে করিতে তাহারই ফলরূপে ভক্তি আসিবে, যেহেতু কর্ম্মীরাও হরিপূজাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু ভাগবত-সিদ্ধান্ত তাহা নহে। কর্ম্ম করিতে করিতে কেবল কামনাই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সুতরাং কর্ম্মের ফল কিরূপে ভক্তি হইতে পারে? তবে কর্ম্মে যে ভক্তির মত কিছু অনুষ্ঠান দেখা যায়, উহা কর্ম্মাঙ্গ—ভক্তি নহে। ভগবান্ আমাদের নিত্যসেব্য, সুতরাং আমাদের সকল ভোগবাঞ্ছা পরিহার করিয়া ভগবানেরই সেবা করা কর্ত্তব্য—এই বুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া কর্ম্মিগণ ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের চাই—নিজের ভোগ। সেই সাধনের জন্য আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ায় কিছু ভক্তির আভাস আছে। এই যে ভক্তি, ইহা ভক্তের অহৈতুকী নহে; ইহা কর্ম্মাঙ্গ। সুতরাং ইহা দ্বারা ভক্তিলাভ হইতে পারে না।

শ্রীধ্রুব মহারাজের কথা হইতে আমরা জানিতে পারি, যদিও তিনি রাজ্যলাভের জন্য ভগবানের আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহা হইলেও তিনি পদ্মপলাশলোচন অনাথনাথ ভগবান্ আছেন, এই বিশ্বাসে ভক্তির পথগ্রহণ করিয়াছিলেন, কর্ম্মাঙ্গের অন্যতম অনুষ্ঠানরূপে অনিত্য ভক্তির আবাহন করেন নাই। ভগবানের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল, তবে রাজ্যলাভরূপ দুর্ব্বাসনা তাঁহার চিত্তে ছিল। পরে ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহাকে দেবর্ষি নারদের সঙ্গ করাইয়া তাঁহার দুর্ব্বাসনা দূর করিয়া তাঁহাকে শুদ্ধভক্তি প্রদান করেন। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের ভক্তি আদৌ মিশ্রা ছিল না। গর্ভবাসকালেই তিনি দেবর্ষির সঙ্গ পাইয়াছিলেন। সুতরাং কোন কামনা তাঁহার চিত্তকে কলুষিত করিতে পারে নাই। সাধুসঙ্গের এমনই ফল! সাধুসঙ্গ ব্যতীত আমাদের শুদ্ধ ভক্তিলাভের আর অন্য উপায় নাই।

—শ্রীবিমলচন্দ্র পোদ্দার

পতিতপাবনী গঙ্গা

শ্রীগঙ্গা পতিতপাবনী, সর্ব্বপাপবিনাশিনী। গঙ্গার মাহাত্ম্য ভারতবর্ষে কাহারও অবিদিত নাই। কি শাক্ত, কি শৈব, কি সৌর, কি গাণপত্য, কি কর্ম্মী, কি জ্ঞানী, কি যোগী, কি পাপী, কি পুণ্যবান্—সকলেই সমস্বরে গঙ্গার মহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বেদ, পুরাণ, উপনিষৎ, ইতিহাস প্রভৃতি সকল প্রাচীন গ্রন্থেই 'গঙ্গা'-নামের উল্লেখ দেখা যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে গঙ্গাদেবীকে সৃষ্টির আদিতে গোলোকস্থ রাসমণ্ডলে গোপ-গোপীগণাকীর্ণ শুভ রাধামহোৎসবে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-অঙ্গদ্রবসম্ভূতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণে গঙ্গাদেবীকে গিরিরাজ হিমালয়ের মেনকা-নাম্নী পত্নীর গর্ভজাতা কন্যা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। দেবগণ দেবকার্য্য-সাধন করিবার জন্য হিমালয়ের নিকট হইতে গঙ্গাদেবীকে ভিক্ষা করিয়া লন; পরে কপিলের শাপে সগর-বংশ ধ্বংশ হইলে বিনতানন্দন সুপর্ণের উপদেশানুসারে গঙ্গাকে মর্ত্ত্যলোকে আনিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ঐ বংশে দিলীপ-পুত্র মহামতি ভগীরথ গোকর্ণে সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া গঙ্গাদেবীকে ভূতলে আনয়ন করেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও গঙ্গার উৎপত্তি-বিষয়ে লিখিত আছে, যথা—শ্রীবিষ্ণু বলিরাজের যজ্ঞে ত্রিবিক্রম-মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক দুইপদে ত্রিভুবন অধিকার করেন। তৎকালে তাঁহার বাম পদাঙ্গুষ্ঠের আঘাতে ব্রহ্মাণ্ড-কটাহের ঊর্দ্ধভাগ বিদীর্ণ হইয়া একটি ছিদ্র হয়; ঐ ছিদ্রপথে একটি জলধারা উদ্‌গত হইয়া বিষ্ণুর পাদপদ্ম বহিয়া সহস্রযুগ-পরিমিতকাল স্বর্গ-শিরোভাগে প্রবাহিতা ছিলেন। ঐ ধারা শ্রীভগবানের পাদপদ্ম হইতে উদ্ভূতা বলিয়া 'বিষ্ণুপদী'-নামে কীর্ত্তিতা হন। তৎকালে তাঁহার জাহ্নবী, ভাগীরথী প্রভৃতি সংজ্ঞা ছিল না। বিষ্ণুপদে অবস্থিতা গঙ্গাকে ধ্রুব এবং সপ্তর্ষি-প্রমুখভক্তগণ সর্ব্বদা মস্তকে ধারণ করেন।

দ্রষ্টার প্রতীতিভেদে একই বস্তু বিভিন্নরূপে প্রতীত হয়। দ্রষ্টৃভেদে প্রতীতিভেদ হয় বলিয়া কর্ম্মিগণের প্রতীতির সহিত জ্ঞানী বা যোগিগণের প্রতীতির, আস্তিকগণের প্রতীতির সহিত নাস্তিকগণের প্রতীতির ভেদ আছে; আবার অপ্রাকৃত জ্ঞানিভক্তের প্রতীতি এবং প্রাকৃত জ্ঞানীর বা কর্ম্মীর অথবা প্রাকৃত নির্ব্বিশেষবাদীর কিংবা আস্তিক-ধ্রুব ও নাস্তিকের ধারণা কখনই এক নহে।

কর্ম্মিগণ প্রাকৃত সলিলে তীর্থ তর্থাৎ পবিত্র-বুদ্ধিবিশিষ্ট। তাহাদের ধারণা,—প্রাকৃত দেশ-কাল-পাত্র-সংযোগে এই জড় শরীরটি অপবিত্র হয় এবং গঙ্গাজলে স্নান করিলেই সেই অপবিত্রতা দূরীভূত হয়। স্থূলদেহে আত্মবুদ্ধি হইতেই এইরূপ বিচার হয়। বস্তুতঃ সুরাকুম্ভ জলে ধৌত করিলে যেরূপ শুদ্ধ হয় না, অঙ্গার যেরূপ শত-সহস্রবার বিধৌত হইয়াও স্বীয় মলিনত্ব পরিত্যাগ করে না, মায়িক রজোনির্ম্মিত এই দেহটিও সেইরূপ শতসহস্রবার স্নানাদি-দ্বারা সলিলে ধৌত করিলেও কখনই পবিত্র হইতে পারে না। কর্ম্মিগণের ধারণার প্রতিকূলে শ্রীব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

ব্যাসাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে সুধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

যিনি বাত-পিত্ত-কফাত্মক শবতুল্য জড়-শরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী-পুত্র পরিবারাদিতে আমার বুদ্ধি, পার্থিব প্রতিমাদিতে পূজ্যবুদ্ধি এবং জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি করেন, কিন্তু তীর্থপাদ শ্রীভগবানে ও তদ্‌ভক্তে তীর্থ বুদ্ধি, পূজ্যবুদ্ধি বা আত্মবুদ্ধি করেন না, তিনি গবাদি পশুগণের মধ্যে গর্দ্দভতুল্য অর্থাৎ অত্যন্ত নির্ব্বোধ। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্ ও তৎসম্বন্ধী বস্তুসকলই চিন্ময় সুতরাং নিত্য ও পবিত্র। ভগবৎ-সম্বন্ধজ্ঞান বা চিন্ময়-বুদ্ধি-রহিত হইয়া প্রতিমাদিতে ঈশ্বরবুদ্ধি বা জলে তীর্থবুদ্ধি পৌত্তলিকতার অন্তর্গত; তাহাই মায়া।

শ্রীগঙ্গা বিষ্ণুপাদপদ্মোদ্ভূতা বলিয়াই তাঁহার মাহাত্ম্য শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সেই বিষ্ণু জড় বা জড়দেশ-কালান্তর্গত বস্তু নহেন। বিষ্ণুপূজক বৈষ্ণবগণও তাদৃশ। বৈষ্ণবের বিশুদ্ধ চিন্ময় হৃদয়ে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু অবস্থান। ভক্তের জিহ্বায় বিষ্ণু শব্দব্রহ্মরূপে নিরন্তর নৃত্য করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব-দর্শন বা বৈষ্ণবসেবাই বিষ্ণুদর্শন বা বিষ্ণুসেবা; অতএব বৈষ্ণবের মুখে হরিকথা-শ্রবণরূপ বৈষ্ণবসেবা অপেক্ষা অধিকতর শ্রেয়স্কর জীবের আর কি থাকিতে পারে? পৌত্তলিকগণ বৈষ্ণবের মুখে হরিকথা-শ্রবণ অপেক্ষা গঙ্গাস্নানাদিকে যে বহুমানন করেন, তাহা তাঁহাদের চিন্ময়-বুদ্ধির অভাব বা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় মাত্র। গঙ্গাদেবীও ভক্তের মজ্জন বাঞ্ছা করেন। দেবতাগণ ভক্তগণের অঙ্গ স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করেন। কারণ, ভক্তের

হৃদয়ে ভগবান্ নিত্য অবস্থান করেন। গঙ্গা স্পৃষ্ট হইলে পবিত্র করেন। কিন্তু ভক্তের দর্শনমাত্রেই জীবের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মপাশ ছিন্ন হইয়া যায় এবং জীবমাত্রই ভগবদ্ভজনের উপযোগী হয়; কেননা, ভক্তের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়াধিপতি ভগবান্—যাঁহার পাদপদ্ম হইতে গঙ্গার উৎপত্তি, তিনি নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ারূপে অনুক্ষণ বিরাজ করিয়া থাকেন। এইজন্য শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—

হরিদাস-স্পর্শ বাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন॥
স্পর্শের কি দায়, দেখিলেই হরিদাস।
ছিণ্ডে সর্ব্বজীবের অনাদি কর্ম্মপাশ।

(শ্রীচৈঃ ভাঃ—আদি, ১৬।২৪২-৪৩)

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, তবে কি ভক্তগণ গঙ্গাস্নানাদি করেন না? শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত শ্রীবাস-প্রমুখ ভক্তবৃন্দ সকলেই ত' গঙ্গাতীরে বাস, গঙ্গাস্নান প্রভৃতি কার্য্য করিয়াছেন; এমন কি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পিতা বাসুদেব-প্রতিম শ্রীজগন্নাথ মিশ্রও গঙ্গাবাসের উদ্দেশ্যে নিজ পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া নদীয়াতে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বাক্যের যথার্থ সিদ্ধান্ত কি? ইহার উত্তর এই যে, গঙ্গাতীরে বাস, গঙ্গাস্নান প্রভৃতি ব্যাপার নিন্দনীয় বা অকর্ত্তব্য—এরূপ নহে; তবে পৌত্তলিক বা প্রাকৃত-বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আনুগত্যে ঐসকল কার্য্য নিতান্ত হেয় বা তুচ্ছ।

শ্রীগঙ্গা বিষ্ণুবস্তু; তাঁহাতে প্রাকৃত-বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগ্যবুদ্ধি বা আমাদের ত্বগিন্দ্রিয়ের স্পৃশ্য সামান্য জলবুদ্ধি গঙ্গার চরণে অপরাধ-মাত্র। বিষ্ণু, বৈষ্ণব, গঙ্গা প্রভৃতি ভগবৎসম্বন্ধী চিন্ময় বস্তুর সম্বন্ধ-জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। সম্বন্ধ-জ্ঞানহীনের অচিদ্বস্তুর ন্যায় এইসবের সেবার দ্বারা কখনই নিত্য কল্যাণ লাভের সম্ভাবনা নাই; যদি তাহা হইত, তাহা হইলে গঙ্গার মৎস্যাদি জলজন্তুসমূহও মুক্ত হইয়া পরা গতি লাভ করিত।

প্রাকৃত-বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বলেন,—'জ্ঞানে হউক বা অজ্ঞানে হউক, অগ্নিতে হস্ত দিলে যেমন উহা দগ্ধ হইবেই হইবে, তদ্রূপ জ্ঞানে হউক বা অজ্ঞানে হউক, গঙ্গাস্নান করিলেই হইল, তাহাতে জীবের মুক্তিলাভের সম্বন্ধে কোনপ্রকার বিঘ্ন হইতে পারে না।' এইরূপ বিচার গঙ্গার প্রতি

প্রাকৃত জলবুদ্ধি হইতেই হইয়াছে ; কেন না, অগ্নি জড় বস্তু ; উহার ইচ্ছাশক্তি নাই, প্রকৃতির অধীন হইয়া পাত্রাপাত্র-নির্ব্বিশেষে দহন করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-নাম, শ্রীগঙ্গা—এসকল চেতনময়—অচেতন নহেন ; তাঁহাদের ইচ্ছা শক্তি আছে ; তাঁহারা পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া অনুগ্রহ করিতে পারেন। অতএব গঙ্গা-সম্বন্ধে ঐপ্রকার জড়ীয় উদাহরণ কার্য্যকরী নহে।

বৈধভক্তগণ গ্রহণকালে গঙ্গাস্নান করেন না অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া স্মার্ত্তের অনুগমনে তাঁহারা কোন কর্ম্ম করেন না। তবে যে ভক্তগণের গ্রহণাদি-সময়ে গঙ্গাস্নানের কথা শুনা যায়, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দর যতদিন ভক্তির কথা জগতে প্রচার করেন নাই, ততদিন ভক্তগণ গ্রহণের সময় গঙ্গাস্নানাদি করিয়াছিলেন ; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম-প্রচারের পর সকল সময়েই শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন বিহিত হইয়াছে।

গঙ্গার মহিমা হইতে শ্রীকৃষ্ণের তদভিন্ন শ্রীকৃষ্ণনামের মহিমা তথা নামোচ্চারণকারী ভক্তের মহিমা অনেক বেশী। শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটি বিচার করিলে উক্ত সিদ্ধান্ত-বিষয়ে আর কোনপ্রকার সন্দেহ থাকিবে না।

"যৎপাদসংশ্রয়াঃ সূত মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ।
সদ্যঃ পুনন্ত্যপস্পৃষ্টাঃ স্বর্দুন্যাপোঽনুসেবয়া॥"
(শ্রীভাঃ ১।১।১৫)

শ্রীকৃষ্ণের পদাশ্রিত কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ পরমশান্ত মুনিগণ দর্শনদান-দ্বারা সদ্য পবিত্র করেন, আর গঙ্গাজল বারংবার স্নানাদিদ্বারা সেবিত হইলে পবিত্র করেন। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু কৃষ্ণ-সন্দর্ভে বলিয়াছেন,—'সেই নিরঞ্জন চিৎস্বরূপ জনার্দ্দনই দ্রবরূপে গঙ্গাবারি—তাহাতে সন্দেহ নাই। এই হেতু তিনি স্বয়ং চিৎস্বরূপা। তিনি সাক্ষাৎ শ্রীবামনদেবের শ্রীচরণ হইতে নিঃসৃতা হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন। তথাপি সেই গঙ্গার অনুসেবা অর্থাৎ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে স্নান, পান, ভোজনাদিদ্বারা বারংবার সেবন করিলে তিনিও ভক্তগণের ন্যায় শোধন করেন, কিন্তু সান্নিধ্যমাত্রে শোধন করিতে পারেন না—সাক্ষাদ্ভাবে সেবিত হইলেও সদ্য শোধন করিতে পারেন না ; অতএব গঙ্গা হইতেও কৃষ্ণাশ্রিতগণের উৎকর্ষ লক্ষিত হইতেছে।' শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রার্থনার মধ্যে বলিয়াছেন,—

গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর—এই তোমার গুণ॥

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবতবিবৃতির (১।১।১৫) মধ্যে অল্পাক্ষরে এইরূপ বলিয়াছেন,—"ভগবানের নামোচ্চারণকারী ভক্ত গঙ্গাদির জল অপেক্ষা বদ্ধজীবের পক্ষে অধিক উপযোগী।"

এই বাক্যটীর তাৎপর্য্য এই,—গঙ্গা ও মহান্তবৈষ্ণব—উভয়েই অপ্রাকৃত ও অভিন্নতত্ত্ব হইলেও নামকীর্ত্তনকারী মহান্ত-বৈষ্ণব বদ্ধজীবের যোগ্যতার পক্ষে অধিক উপযোগী অর্থাৎ মহান্ত-বৈষ্ণব বীর্য্যবতী কীর্ত্তন-বাণীদ্বারা জীবের প্রাকৃতবুদ্ধি নিরাস করিয়া তাহার অপ্রাকৃত-বুদ্ধি উদয় করাইতে পারেন। অনর্থযুক্ত জীব যখন তাহার নিরুপাধিস্বার সহজধর্ম্ম নিবন্ধন বিষ্ণু, বৈষ্ণব, ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা প্রভৃতি প্রপঞ্চাবতীর্ণ বৈকুণ্ঠ-বস্তুতে প্রাকৃত-বুদ্ধি করিয়া থাকে, তখন শ্রীবৈষ্ণব ঐ প্রাকৃত-বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট বৈকুণ্ঠবস্তুর স্বরূপের কথা পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে অপ্রাকৃত-বুদ্ধির উদয় করান। অপ্রাকৃত-বুদ্ধি উদিত হইলে জীবের ভোগবুদ্ধি বিদূরিত হইয়া সমস্ত বস্তুতে বিষ্ণুসেবোপকরণ-বুদ্ধি হয়। কিন্তু শ্রীগঙ্গাদেবী অনর্থযুক্ত জীবের নিকট তাদৃশ লীলা অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে হরিকথা কীর্ত্তনদ্বারা জীবের হৃদয়-কল্মষ বিনাশ করিবার লীলা প্রদর্শন করেন না। যেমন প্রকটলীলান্তর্গত নিত্যধাম অপেক্ষা ভৌম নবদ্বীপ, বৃন্দাবন, জীবের বর্ত্তমান যোগ্যতার পক্ষে অধিক উপযোগী, তদ্রূপ চিদ্‌রস-রূপিণী শ্রীগঙ্গাদেবী অপেক্ষা মহান্ত-বৈষ্ণব অনর্থযুক্ত জীবের বর্ত্তমান যোগ্যতার পক্ষে অধিকতর উপযোগী। জীবের বর্ত্তমান যোগ্যতার অধিকতর উপযোগিতার দিক্ হইতে বিচার করিয়াই শাস্ত্র ও মহাজন-বাক্যে গঙ্গা হইতেও মহান্ত-বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য অধিক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

কর্ম্মিগণের ধারণা,—'গঙ্গা বিষ্ণুপাদপদ্মোদ্ভূতা; সুতরাং বিষ্ণুর স্নান আচমন, পানাদির জন্য গঙ্গোদকের ব্যবহার কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

'ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ—এই চারি সনে।'

(শ্রীচৈঃ ভাঃ—মধ্য, ২১।৮০)

লীলাপুরুষোত্তম স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার দ্বিতীয়দেহ বৈভব-প্রকাশ শ্রীবলদেব। তিনি বিষ্ণুতত্ত্বের মূল হইয়াও বৈষ্ণব-লীলা প্রকাশ-পূর্ব্বক ছত্র, পাদুকা, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন প্রভৃতি বিবিধ উপকরণরূপে বিস্তৃত হইয়া কৃষ্ণসেবা করেন। সন্ধিনীশক্তি-অধিষ্ঠিত বিগ্রহ শ্রীবলদেব হইতেই ত্রিপাদবিভূতি নিত্যকাল প্রকাশমান। বলদেবই কারণার্ণবশায়িরূপে একপাদবিভূতির কারণ। শ্রীবলদেবই যখন নিত্যকাল কৃষ্ণসেবোপকরণ ত্রিপাদবিভূতিরূপে বিস্তৃত, তখন ত্রিপাদবিভূতির অন্তর্গত গোলোক-বৈকুণ্ঠ নিত্য প্রবাহমানা গঙ্গা যে সেবাবিগ্রহ বলদেবেরই বিস্তৃতিরূপ নিত্য কৃষ্ণ-সেবোপকরণ, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? সেই নিত্য কৃষ্ণ-সেবোপকরণরূপ গঙ্গাই আবার বলদেবাভিন্ন-বিগ্রহ কারণার্ণবশায়ী স্বেদাঙ্গজল কারণ-সমুদ্রের বিন্দুরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ; সুতরাং উহা নিত্য কৃষ্ণ-সেবোপকরণ। ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত-পুরাণাদিতে যে গঙ্গা শ্রীরাধা-অঙ্গজা বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়াছেন, সেই সিদ্ধান্তের সহিতও উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তের কোন বিরোধ নাই। মর্য্যাদামার্গে শ্রীবলদেব এবং রাগমার্গে শ্রীবার্ষভানবীই আশ্রয়তত্ত্বের অবধি। অতএব শ্রীগঙ্গাকে শ্রীবলদেব-কারণার্ণবশায়ীর অঙ্গ-সম্ভূতা বলিয়াই সিদ্ধান্ত করা হউক কিংবা সর্ব্ব-অংশিনী শ্রীরাধার অঙ্গজাই বলা হউক—উভয় সিদ্ধান্তেই শ্রীগঙ্গা নিত্য কৃষ্ণসেবার উপকরণ। বিষ্ণুর প্রত্যেক অঙ্গই পূর্ণবিষ্ণু। বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ—সকলই যখন সত্ত্বতনু বিষ্ণু, তখন বিষ্ণু ব্যতীত অন্য অধিষ্ঠানের অভাবশতঃ 'গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা'র ন্যায় বিষ্ণুবস্তুর দ্বারাই বিষ্ণু-সেবা হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীনিকুঞ্জবিহারীদাস ব্রহ্মচারী

সংগ্রহ করুন। সংগ্রহ করুন॥
শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিত ধারায়
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত ৪৮৪ শ্রীগৌরাব্দের
বিশুদ্ধ সারস্বত
শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা
ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি যাবতীয় দিন 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস'-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণবমাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।
আনুকূল্য—১·৫০ পয়সা, ডাক-মাশুল স্বতন্ত্র।

তীর্থ-পরিক্রমা-সমীক্ষা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২১শ-বর্ষ, ১০ম-সংখ্যা, ৩৯৯ পৃষ্ঠার পর)

ইহা ছাড়াও বৌদ্ধধর্ম্মের বহু গ্রন্থ প্রণেতা বৌদ্ধ অমরসিংহের 'অমরকোষ' গ্রন্থ আলোচনা করিলে দেখা যায় তিনি আঠার জন বুদ্ধের বর্ণনা করিয়াছেন। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল, যথা—

সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্ম্মরাজস্তথাগতঃ।
সমন্তভদ্রো ভগবান্ মারজিল্লোকজিজ্জিনঃ॥

ষড়ভিজ্ঞো দশবলোঽদ্বয়বাদী বিনায়কঃ।
মুনীন্দ্রঃ শ্রীঘনঃ শাস্তা মুনিঃ (৬) শাক্যমুনিস্তু যঃ॥

স শাক্যসিংহঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধিঃ শৌদ্ধোদনিশ্চ সঃ।
গৌতমশ্চার্কবন্ধুশ্চ মায়াদেবীসুতশ্চ সঃ॥৭॥

উক্ত শ্লোকে 'সর্ব্বজ্ঞ' হইতে মুনিঃ পর্য্যন্ত ১৮টী নাম বুদ্ধ, অর্থাৎ (৬) আদি বুদ্ধকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। (৭) 'শাক্যমুনিস্তু' হইতে 'মায়াদেবী-সুতশ্চ সঃ' পর্য্যন্ত শাক্যসিংহ বুদ্ধকে বুঝাইতেছে। প্রথম অষ্টাদশ নামে পরিচিত বুদ্ধ ও পরের সপ্তনামে পরিচিত বুদ্ধ কখনও এক নহেন। এই সম্পর্কে শ্রীল রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকা আলোচ্য,—যথা 'মুনি পর্য্যন্তম্ অষ্টাদশ 'বুদ্ধে'। অর্থাৎ 'সর্ব্বজ্ঞ শব্দ হইতে 'মুনিঃ' পর্য্যন্ত বুদ্ধবাচক। সুতরাং সুগত-শব্দও বিষ্ণুবুদ্ধবাচক। অপরদিকে 'এতে সপ্ত শাক্যবংশাবতীর্ণে বুদ্ধমুনি বিশেষে" অর্থাৎ শাক্যসিংহ হইতে 'মায়াদেবী সুতশ্চ' পর্য্যন্ত শব্দে শাক্যবংশাবতীর্ণ শাক্যসিংহ মুনি বা বুদ্ধমুনিকে বুঝায়। সুতরাং উক্ত শ্লোক ও টীকা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় সুগত-বুদ্ধ ও শূন্যবাদী মুনিবুদ্ধ এক নহেন। গৌতম-বুদ্ধই বাহ্যত্ববাদ ও শূন্যবাদ স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু সুগত-বুদ্ধের ঐরূপ নাস্তিকতার প্রকাশ পাওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। শূন্যবাদী সিদ্ধার্থ কপিলবংশের গৌতম মুনির শিষ্য; তজ্জন্য তাঁহার অপর নাম গৌতম এবং গৌতমী বুদ্ধদেবকে শিশুকালে লালন-পালন করিয়াছেন, তজ্জন্যও তাঁহাকে গৌতম বলা হয় বলিয়া ঐতিহাসিকগণ মনে করেন।

* * * * *

বুদ্ধগয়া দর্শনান্তে পুনঃ ট্যাঙ্গাযোগে আমাদের আস্তানায় পৌঁছি। এই দিনও পাঠ-কীর্ত্তন ও পাঠমুখে বক্তৃতা হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় পাঠ-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা ছিল এবং তত্তৎস্থানের মাহাত্ম্য ও কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং যখন যাহা দর্শন হইয়াছে সেই সেই স্থানের ইতিবৃত্তও যাত্রিগণকে শ্রবণ করা হইয়াছিল।

১৫ই কার্ত্তিক, ১লা নভেম্বর সকালে গয়াষ্টেশনে প্রাতঃরাশ করা হয়। সকাল ৮টার সময় ট্রেণখানি এলাহাবাদ অভিমুখে রওনা হয়। আমরা মঠস্থ এবং অনেক গৃহস্থ ভক্তই ট্রেণে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতে থাকি। দুপুর ১২টা নাগাদ মোগলসরাই পৌঁছিলে ট্রেণখানি আমাদের বগি রেখে চলে যায়। আমরা মোগলসরাইতে রান্নাদি করে প্রসাদ পাই। বৈকাল ৫টা নাগাদ আমাদের বগিটি ট্রেণে সংযোজিত হওয়ায় আমরা এলাহাবাদের দিকে অগ্রসর হইতে থাকি। রাত্র ৯টায় এলাহাবাদে পৌঁছিয়া তথায় রান্নাদি করে প্রসাদ পাইয়া শয়ন করি। তৎপর দিবস ভোরেই ত্রিবেণী-স্নানের জন্য যাত্রা করতঃ ত্রিবেণী সঙ্গমে পৌঁছি। তথায় যাত্রিগণের শ্রাদ্ধ-তর্পণ শেষ হইলে নৌকাযোগে যমুনা অতিক্রম করিয়া শ্রীবেণী-মাধব প্রভৃতি দর্শন করতঃ আমাদের প্রতিক্ষালয় উপস্থিত হইয়া প্রসাদ পাই। বৈকালে সহর দর্শন করার জন্য যাত্রিগণ যাত্রা করতঃ বিভিন্ন স্থান দর্শন করেন।

১৭ কার্ত্তিক, ৩রা নভেম্বর সকালে প্রাতরাশ করতঃ আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকি। দুপুরে কাণপুরে পৌঁছিলে তথায় মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করতঃ রাত্রের জন্য প্রসাদাদি প্রস্তুত করতঃ সঙ্গে লইয়া ট্রেণে উঠি। ট্রেণে কীর্ত্তনানন্দের ধ্বনিতে অফুরন্ত আনন্দ উপস্থিত হইয়াছিল। রাত্রের খাবার ট্রেণেই করা হয়। ভোরের সময় ট্রেণখানি আগ্রা কেণ্টনমেণ্টে পৌঁছে। সকালে প্রাতকৃত শেষ করে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হয় ও পরে পাঠমুখে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'সনাতন-শিক্ষা' সম্বন্ধে বিবৃত করেন। দুপরে প্রসাদ পাইয়া কিছু বিলম্ব করতঃ আগ্রাসহর দর্শনের জন্য যাওয়া হয়। এই দিন সন্ধ্যায় কীর্ত্তন হইলেপর পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশেখর নিষ্কিঞ্চন মহারাজ পাঠমুখে শ্রীরায় রামানন্দ-সংবাদ পরিবেশন করেন।

তৎপর দিবস প্রাতে আগ্রাফোর্ড, তাজমহল প্রভৃতি দর্শনের জন্য যাত্রা করা হয়। উক্ত দিবস কোন সন্ন্যাসী বা মহারাজ কেহ যান নাই; যাত্রিগণ

এবং আমরা কয়েকজন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দর্শন করিয়া আসিলাম। ঐদিন বৈকালেও পাঠ-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। উক্ত দিন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে মহারাজ যদু-অবধূত-সংবাদ আলোচনা করিয়া প্রত্যেক স্থান হইতে সারবস্তু সংগ্রহ করতঃ ভজনরাজ্যে অগ্রসর হওয়াই মানব-জীবনের কর্ত্তব্য বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

রাত্রে প্রসাদ পাওয়ার পর উভয় পার্টি (শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘ) উভয়ের নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ করার সময় যেরূপ বিরহচ্ছটা প্রতীয়মান হইয়াছিল উহা ভাষায় ব্যক্ত করার মত নহে। এক সপ্তাহকাল আমাদের যৌথ পরিক্রমায় যেরূপ অনাবিল আনন্দের মধ্যে দিন অতিবাহিত করিতেছিলাম, আজ তাহাই সপ্তাপ্তির পথে হওয়ায় মন ভারাক্রান্ত হইতেছিল। আগত প্রভাতে আমরা উভয়ই বিভিন্ন দিকে অগ্রসর হইব স্মরণ হওয়ায় প্রত্যেকেই যেন মুহ্যমান হইয়া পরিলাম। কারণ উভয়ের পরিক্রমা-পঞ্জী পৃথক্ পৃথক্ ছিল। রাত্রের অন্ধকারে ট্রেণখানি যখন তীব্রগতিতে অগ্রসর হইতেছিল তখন কীর্ত্তনানন্দে আমরা বিভোর ছিলাম। ভোরের সময় মথুরা জংশনে পৌঁছিলাম। মথুরাস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠরক্ষক তথা সমিতির সহঃ সভাপতি পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ নিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী প্রভুদ্বয়কে বহু পুষ্পমাল্য দ্বারা পরিক্রমা পার্টিকে সম্বর্দ্ধনা জানাবার জন্য পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা উভয় পরিক্রমা সঙ্ঘের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদিগকে পুষ্পমাল্য দ্বারা সুসজ্জিত করিলে পর কীর্ত্তনের মধ্যে সেই বিদায়লগ্ন উপস্থিত হয়। রিজার্ভ বাস আসিলে আমরা তাহাদিগের নিকট বিদায় লইয়া বাসযোগে শ্রীকেশবজী মঠে উপস্থিত হই।

মঠে উপস্থিত হইয়া যমুনা স্নানের জন্য যাত্রা করা হয়। স্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ একাদশীর দিন অনুকল্প গ্রহণ করিয়া যাত্রিগণ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন। বৈকালে মথুরাস্থ ভূতেশ্বর-গোকর্ণেশ্বর-পিপলেশ্বর-রঙ্গেশ্বর-মহাদেব, আদিকেশব, বিশ্রামঘাট, দ্বারকেশ্বর প্রভৃতি দর্শনান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করা হয়। সন্ধ্যারতি সমাপ্ত হইলে কীর্ত্তনের পর শ্রীল আচার্য্য মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বৃকাসুরের উপাখ্যান পাঠ করিয়া সাধনার সার্থকতা কি সেই প্রসঙ্গ আলোচনা করেন।

২০শে কার্ত্তিক, ৬ই নভেম্বর সকালে একাদশীর পারণান্তে বাসযোগে গোবর্দ্ধন অভিমুখে যাত্রা করিয়া নন্দগ্রাম, বর্ষাণা দর্শনান্তে শ্রীগোবর্দ্ধনে পৌঁছি; ঐ দিনই গোবর্দ্ধনের কিছু দর্শন সমাপ্ত করা হয়। তৎপর দিবস শ্রীগোবর্দ্ধন পরিক্রমা শেষ করতঃ মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাইয়া বৈকালে শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিয়া শ্রীবৃন্দাবনস্থ মির্জ্জাপুর ধর্ম্মশালায় পৌঁছি।

২২শে কার্ত্তিক, কীর্ত্তনযোগে বৃন্দাবনসহরস্থ শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলাস্থলী ও গোস্বামিগণের সমাধি ও ভজনাস্থলী, নিকুঞ্জবন এবং সেবাকুঞ্জ বা রাসস্থলী দর্শন ও পরিক্রমান্তে ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ প্রসাদ পাই। বৈকালে বিভিন্ন মঠ-মন্দিরাদিও দর্শন করা হয়।

২৩শে কার্ত্তিক, কেশীতীর্থ বস্ত্রহরণ ঘাট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশ্রামস্থলী ইমলিতলা, শ্রীরাধামদনমোহনের নতুন ও পুরাতন মন্দিরাদি দর্শন ও পরিক্রমা করি। দুপরে প্রসাদ পাইয়া শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব উপলক্ষ্যে আমরা পার্টিসহ ঐ দিন বৈকালে বাসযোগে পুনঃ মথুরা অভিমুখে রওনা হই। পথিমধ্যে বৃন্দাবন-মথুরা রাস্তার পার্শস্থ বিরলা মন্দির দর্শন করিয়া মথুরা মঠে পৌঁছি। উক্ত দিন সন্ধ্যারতির পর পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণিত 'ভজন-রহস্য' গ্রন্থ পাঠমুখে ভজনের সুগভীরতম রহস্য উদ্ঘাটন করতঃ শোতৃমণ্ডলীকে ভজন পিপাসায় উদ্বুদ্ধ করেন।

২৪শে কার্ত্তিক, ১০ই নভেম্বর, সোমবার দিন নিত্য নিয়মানুসারে ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি সমাপ্তান্তে অন্নকূট-মহোৎসবের বিপুল আয়োজন আরম্ভ হয়। যথাবিহিত নিয়মানুসারে গিরীরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইতে থাকে। প্রাতঃ কীর্ত্তনের পর শ্রীল নারায়ণ মহারাজ পাঠমুখে 'শ্রীদামোদরাষ্টকম্'-এর শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করতঃ সুগভীর তত্ত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীধাম মথুরাস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে এই বৎসর অন্নকূট মহোৎসব অভিনব আকারে উদ্যাপীত হইয়াছিল। কারণ সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, সহঃ সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ ও পশ্চিমোত্তর ভারতস্থ তীর্থ-পরিক্রমা-সঙ্ঘ-এর ভক্তবৃন্দের উপস্থিতে সমিতির

সহঃ সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় এই মহোৎসব বিপুলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজান্তে অন্ন-ব্যঞ্জন, ফল-মূল, মিষ্টি-পরমান্ন প্রভৃতি দ্বিশতাধিক প্রকার ভোগের উপকরণ দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়-এর উপাস্য তত্ত্বকে কীর্ত্তন-মুখে নিবেদিত হয়। মধ্যাহ্ন-আরতি সমাপ্তান্তে আমন্ত্রিত শ্রীবৈষ্ণবগণ, সজ্জনগণ উপস্থিত তীর্থ-পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ এবং আগত প্রত্যেক আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রভৃতিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই মহোৎসব সম্পাদনায় শ্রীপাদ কৃষ্ণস্বামী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ হরিসাধন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ও শ্রীসুবলসখা ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সেবকবৃন্দের অক্লান্ত সেবা-চেষ্টাও বিশেষ প্রসংশনীয়।

উক্ত দিন বৈকাল ৪ ঘটিকায় এক ধর্ম্মসভার আয়োজন করা হয়। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের ইচ্ছানুক্রমে ও সকলের ঐকান্তিকতায় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভাপতি মহারাজের প্রস্তাবে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত রাদ্ধান্তী মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরমাদ্বৈতী মহারাজ এবং আরও কয়েকজন ব্রহ্মচারী-বৃন্দ অন্নকূট প্রচলন সম্পর্কে বিভিন্ন চিন্তাধারা, ইতিবৃত্ত প্রভৃতি ব্যক্ত করেন। পরিশেষে সভাপতির ভাষণে শ্রীল আচার্য্যদেব অন্নকূট মহোৎসবের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করতঃ সভার কার্য্য সমাপ্ত করেন। তদন্তর সন্ধ্যারতি আরম্ভ হয় ও পরে কীর্ত্তনান্তে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের উপাখ্যান পাঠমুখে আলোচনা করতঃ শ্রোতাবৃন্দকে ভক্তিধর্ম্মে আপ্লুত করান।

২৫শে কার্ত্তিক, ১১ই নভেম্বর মঙ্গলবার দিন সকালে মোটরযোগে গোকুলমহাবন পরিক্রমার জন্য যাত্রা করি। ব্রহ্মাণ্ডঘাটে যাত্রিগণের তর্পনাদি শেষ হইলে পর তথায় প্রাতরাশ করতঃ চৌরাশীখাম্বা বা শ্রীনন্দ মহারাজের ভবন, উদূখল-মন্দির, যশোদারাণীর সূতিকাগৃহ প্রভৃতি দর্শনান্তে শ্রীমতী রাধারাণীর জন্মস্থান রাভেল অভিমুখে যাত্রা করতঃ রাভেল দর্শনান্তে মথুরাস্থ শ্রীমঠে পৌঁছিয়া মধ্যাহ্ন-প্রসাদ গ্রহণ করি। ঐ দিন বৈকালে মথুরা সহরস্থ বিভিন্ন মন্দিরাদি দর্শন করতঃ সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতিতে যাত্রিগণ যোগদান

করেন। সন্ধ্যারতি সমাপ্ত হইলে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠমুখে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ যাত্রিগণকে জানান যে, "তীর্থ-পরিক্রমার উদ্দেশ্য যেন পুণ্য-সঞ্চয় বা পাপস্খালনের জন্য করা না হয়। কারণ পুণ্যকামী ব্যক্তিগণ ভগবৎ কৃপালাভ প্রয়াসী না হইয়া ভোগপর বাঞ্ছার জন্য কর্ম্মফলভোগী হওয়ায় সংসার-নাগর দোলায় ভ্রাম্যমান হইতে হয়। তীর্থ-পরিক্রমার উদ্দেশ্য ভগবানের লীলা-স্মরণ করা। আত্মশোধ-নার্থে সাধু-সঙ্গলাভ করতঃ ভগবৎকৃপা লাভেচ্ছাই তীর্থ-দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।" প্রভৃতি তত্ত্ব-সম্পর্কে ভাষণ দানান্তে গৌড়ীয়ের তিন ঠাকুরের মধ্যে শ্রীমদনমোহন দর্শনের জন্য আগামী কল্য করৌলী যাত্রা করা হইবে সেই সম্পর্কে যাত্রিগণকে জ্ঞাত করান ও কীর্ত্তনমুখে পাঠ সমাপ্ত করেন।

২৬শে কার্ত্তিক, ১২ই নভেম্বর বুধবার দিন শ্রীমদনমোহন দর্শন কামনায় প্রাতে বাসযোগে করৌলী অভিমুখে যাত্রা করি। এই দিন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজও পরিক্রমা-পার্টির সঙ্গে ছিলেন ও মথুরাস্থ শ্রীবেদান্ত সমিতির আরও কয়েকজন সেবক আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। দিবা ৯টা নাগাদ আমরা ভরতপুরে পৌঁছি ও তথায় প্রাতরাশ গ্রহণ করিলে পর পুনঃ যাত্রা আরম্ভ করা হয়। বেলা দ্বিপ্রহরে হিণ্ডন ছিটিতে পৌঁছিয়া আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত করি এবং বৈকাল ৪টার সময় করৌলীতে পৌঁছি। তথাকার ধর্ম্মশালায় আমাদের আস্তানা করা হয়। যাত্রিগণ শ্রীমদনমোহনকে স্নানান্তে দর্শন করিবেন এই আশা ব্যক্ত করায় অবগাহন স্নানের জন্য নিকটস্থ ভদ্রাবতী নদীতে স্নান সম্পন্ন করা হয়। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ গোধূলীলগ্নে কীর্ত্তন সহযোগে শ্রীশ্রীমদনমোহন মন্দিরে উপস্থিত হই। সহস্র সহস্র দর্শকবৃন্দ শ্রীমদনমোহনের শ্রীমন্দির কীর্ত্তনমুখে পরিক্রমা করিতেছেন দেখিয়া আনন্দের আর সীমা রহিল না। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, জাতি-বর্ণ, শ্রেণী বিভাগ ভুলিয়া প্রত্যেকেই তারস্বরে **"মদনমোহন জয়, মদনমোহন ; মদনমোহন জয়, মদনমোহন।"** কীর্ত্তনে মাতোয়ারা হইয়াছেন। প্রায় দর্শকবৃন্দই সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎদ্বারা পরিক্রমা করিতেছেন। মনে হয় ভক্তিদেবী স্বয়ংই তথায় উপস্থিত হইয়া দর্শনকামীগণের আভিজাত্য সুলভ মনোভাব ও যৌবন-উন্মাদনাগর্ব্বীর মন-প্রাণকেও হরণ করিয়া শ্রীশ্রীমদনমোহনের শ্রীপাদপদ্মে

নির্ম্মাল্যরূপে উৎসর্গ করিতেছেন। সে-দৃশ্য কত সুন্দর, কত মধুর মনে হইতেছিল তাহা প্রকাশ করার মত ভাষা আমার নাই। সন্ধ্যারতির পর শ্রীমন্দির বন্ধ হইলে তথাকার সেবক আমাদিগকে দূরদেশ হইতে আগত দেখিয়া প্রসাদ-নির্ম্মাল্য প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে উপহার দিলেন। তদনন্তর আমরা ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইয়া প্রসাদান্ন গ্রহণান্তে শয়নকক্ষে আশ্রয় লই।

তৎপর দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ করতঃ আমরা প্রত্যেকেই শ্রীশ্রীমদন মোহনজীউর মঙ্গলারতি দর্শনের জন্য শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইলাম। এই দিনও প্রায় সহস্রাধিক দর্শক দর্শন করিলাম। শ্রীশ্রীমদনমোহনের প্রতি ঐরূপ ঐকান্তিকতা দর্শনে অনেক স্থানেরই নাস্তিকতার কথা বার বার মনে পরিতে লাগিল। মনে হইল মানুষের এইরূপ আর্ত্তীর জন্যই সেই মরুপ্রান্ত স্থানেও শ্রীভগবান ভক্তের মনস্কামনা পুরণের নিমিত্ত শ্রীবিগ্রহবেশে সাক্ষাৎ অবস্থান করিতেছেন। ছোট্ট একটী নগর, তন্মধ্যে এইরূপ লোকের সমাবেশ হইতে পারে তাহা আমার ধারণাতীত ছিল। আরতি দর্শনান্তে ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলে পর অনেকেই অদ্যও ভদ্রাবতী নদীতে স্নানাদি করার জন্য গমন করেন। এই দিন সকাল সকাল রান্না করে প্রসাদ পাইয়াই শ্রীগৌড়ীয়ের আর দুই ঠাকুর শ্রীশ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ দর্শন মানসে বাসযোগে জয়পুর অভিমুখে রওনা হই। (ক্রমশঃ)

—প্রকাশক

সংগ্রহ করুন ! সংগ্রহ করুন !!

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ-কৃত

মায়াবাদের জীবনী

বা

বৈষ্ণব-বিজয়

প্রত্যেক ভক্তি-অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন।

ভিক্ষা—৩·০০ টাকা মাত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(পঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ
(নদীয়া) পঃ বঙ্গ।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ **শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির** নিখিল-ভুবন মঙ্গলময়ী **আবির্ভাব-তিথিপূজা** (ফাল্গুনী পূর্ণিমা) উপলক্ষ্যে **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত** সমিতির উদ্যোগে উপরি-উক্ত ঠিকানায় আগামী ৩রা চৈত্র ১৩৭৬, ইং ১৭ই মার্চ্চ ১৯৭০, মঙ্গলবার হইতে ৯ চৈত্র, ২৩শে মার্চ্চ, সোমবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী বিরাট্ **মহা-মহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, **মহাপ্রসাদ বিতরণাদি** বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষ্যে **শ্রীনবদ্বীপ-ধামের** অন্তর্গত নয়টি (৯টি) দ্বীপ দর্শন, তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও নগর-সংকীর্ত্তন-মুখে ষোল ক্রোশ **ধাম-পরিক্রমা করা হইবে। এই বৎসরও শ্রীনৃসিংহপল্লীতে মধ্যাহ্ন-ভোগরাগ ও মহাপ্রসাদ সেবা ও তদন্তে অপরাহ্ণে সহর নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।**

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং নবদ্বীপ-পরিক্রমা-পঞ্জী পর-পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—২৫শে পৌষ, ১৩৭৬, ইং ১০।১।৭০

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্যঃ—কোন বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নিকট উপরি-উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ৩রা চৈত্র, ১৭ই মার্চ্চ, মঙ্গলবার ; (১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য) —গঙ্গা-স্পর্শনান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, **নৃসিংহপল্লী (মধ্যাহ্নে প্রসাদ-সেবা)** ; (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ (স্মরণাখ্য)**—মাজিদা, হাটডাঙ্গা আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ্চ, বুধবার ; (৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য) —গদ্ধখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলের-দহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি এবং (৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য)—রাতুপুর।

৩। ৫ই চৈত্র, ১৯শে মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার ; (৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য) —জান্নগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিদ্যানগর (শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) এবং (৬) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (দাস্যাখ্য) – **মামগাছি** (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চ-পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ৬ই চৈত্র, ২০শে মার্চ্চ, শুক্রবার ; (৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য)— রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর ও গঞ্জের ডাঙ্গা এবং (৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—সিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর ; অতঃপর কোলদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি ও পোড়ামাতলা।

৫। ৭ই চৈত্র, ২১শে মার্চ্চ, শনিবার ; (৯) **অন্তর্দ্বীপ** (আত্মনিবেদনাখ্য) —শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্য মঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবন) জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন এবং শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট, চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৬। ৮ই চৈত্র, ২২শে মার্চ্চ, রবিবার—**শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব।**

৭। ৯ই চৈত্র, ২৩শে মার্চ্চ, সোমবার—**সাধারণ মহোৎসব (মহা-প্রসাদ বিতরণ)।**

SHRI GOUDIYA-PATRIKA PRESS, NABADWIP.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

২১শ-বর্ষ } মাঘ, ১৩৭৬ { ১২শ-সংখ্যা



শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও শ্রীপত্রিকার
প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি মহারাজ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ
কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

নিবেদন

"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা" এই সংখ্যায় ২১শ বর্ষ পূর্ণ হইল। সহৃদয় গ্রাহকগণের নিকট সানুনয় নিবেদন যাঁহাদের আনুকূল্য এখনও প্রদত্ত হয় নাই তাঁহারা যেন অবিলম্বে উহা পাঠাইয়া আমাদিগকে সেবায় সহায়তা ও উৎসাহিত করেন।

কাগজের দাম অস্বাভাবিকভাবে বর্দ্ধিত হওয়ায় আগামী ২২শ বর্ষ হইতে শ্রীপত্রিকার বার্ষিক ভিক্ষা ৫'০০ টাকার স্থলে ৬'০০ টাকা ও ষান্মাসিক ৩'০০ টাকার স্থলে ৩'২৫ পয়সা করা হইতেছে। ইহাতে গ্রাহকগণের সাদরে সহানুভূতি অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।

বিনীত নিবেদক—

কার্য্যাধ্যক্ষ,

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিরশ্ন॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২১শ-বর্ষ | কারণোদশায়ী, ২১ মাধব, ৪৮৩ গৌরাব্দ
শুক্রবার, ২৯ মাঘ, ১৩৭৬; ইং ১২।২।১৯৭০ | ১২শ-সংখ্যা

সানুবাদং

স্বসঙ্কল্প প্রকাশ স্তোত্রম্

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

অদভ্রং বিভ্রাণৌ স্মররণভরং কন্দরখলে
মিথো জেতুং বিদ্ধাবপি নিশিত নেত্রাঞ্চলশরৈঃ।
অপি ক্লিদ্যদ্গাত্রৌ নখদশন শস্ত্রৈরপি দরা-
ত্যজন্তৌ দ্রষ্টুং তৌ কিমু তমসি বৎস্যামি সময়ে ॥১৩॥

পরস্পর শানিত নেত্রে কটাক্ষ বাণে এবং নিজ নিজ নখ ও দন্তরাজীরূপ শস্ত্র দ্বারা পরস্পর বিদ্ধ হইয়াও যাঁহারা গিরিগহ্বরস্থ ভূভাগে পরস্পরকে জয় করিবার নিমিত্ত নিরন্তর সাতিশয় কামযুদ্ধ করিতেছেন এবং উভয়েই কেহ কাহাকে ত্যাগ করিতেছেন না, সুতরাং উভয়ের শরীর অত্যন্ত ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে, হে সখি! এই অবস্থায় আমি দর্শনেচ্ছু হইয়া তদন্তিকে বাস করিব?

সমানং নির্ব্বাহ্য স্মর সদসি সংগ্রামমতুলং
তদাজ্ঞাতঃ স্থিত্বা মিলিততনু নিদ্রাং গতবতোঃ।
তয়োর্যুগ্মং যুক্ত্যা ত্বরিতমভিসঙ্গম্য কুতুকাৎ
কদাহং সেবিষ্যে সখি কুসুমপুঞ্জব্যজনভাক্ ॥১৩॥

হে সখি! কামগোষ্ঠীতে কামপ্রেরিত হইয়া সমভাবে নিরুপম কাম সংগ্রাম নির্ব্বাহ করত নিষ্পন্দ শরীরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ নিদ্রিত হইলে পর সেই পুষ্প শয্যোপরি যুগল রূপের নিকট উপস্থিত হইয়া আমি অতিকৌতুকে কবে পুষ্পপুঞ্জ রচিত ব্যজন আন্দোলিত করিয়া সেবা করিব? ১৪॥

মুদা কুঞ্জে গুঞ্জদ্ভ্রমরনিকরে পুষ্পশয়নং
বিধায়ারান্মালা ঘুসৃণ মধুবীটিবিরচনং।
পুনঃ কর্ত্তুং তস্মিন্ স্মরবিলসিতান্যুৎকদমনসো-
স্তয়োস্তোষালং বিধুমুখি বিধাস্যামি কিমহং ॥১৫॥

হে বিধুমুখি! শ্রীরাধাগোবিন্দ কাম ক্রীড়া করিয়া পুনর্ব্বার তন্নিমিত্ত উৎসুক হইলে এই ভ্রমর গুঞ্জিত কুঞ্জ মধ্যে পুষ্পমালা, কুঙ্কুম, মধু ও তাম্বূল বীটিকা বিরচন করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণসমীপে কবে আমি সহর্ষ হইয়া নিরতিশয় সন্তোষ বিধান করিব? ॥১৫॥

জিতোন্মীলন্নীলোৎপলরুচিনি কাস্ত্যোরসি হরে-
নিকুঞ্জে নিদ্রাণাং দ্যুতিগমিত গাঙ্গেয়গুরুতাং।
কদা দৃষ্ট্বা রাধাং নভসি নবমেঘে স্থিরতয়া
পুলদ্বিদ্যুল্লক্ষ্যাং মুহুরিহ দধে থুৎকৃতিমহং ॥১৬॥

স্বীয় কান্তিদ্বারা উন্মীলিত নীলোৎপলের কান্তিকেও যে পরাজয় করিয়াছে এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর বক্ষঃস্থলে শ্রীরাধিকাকে কুঞ্জমধ্যে দর্শন করিয়া "ইনি স্বপ্রভা দ্বারা সুবর্ণের গৌরবকেও তিরস্কার করিয়াছেন" এই ভাবিয়া আকাশে অভিনব জলধর মধ্যে যদি সৌদামিনী স্থির ভাবে থাকে তথাপি তাহাতেও থুৎকার অর্থাৎ থু থু নিক্ষেপ করিব? ॥১৬॥

বিলাসে বিস্মৃত্য স্খলিতমুরুরঙ্গৈর্মণিসরং
দ্রুতং ভৃত্যাগত্য প্রিয়তম সখী সংসদি হ্রিয়া।
তমানেতুং স্মিত্বা তদবিদিতনেত্রান্ত নটনৈঃ
কদা শ্রীমন্নাথা স্বজনমচিরাৎ প্রেরয়তি মাং ॥১৭॥

মদীশ্বরী শ্রীরাধিকা বিলাস কালিন অত্যন্ত রঙ্গে স্খলিত মণিরস অর্থাৎ মণি নির্ম্মিত মালাকে বিস্মৃত হইয়া ভীতিপরবশে সমাগত হওয়ার পর পুনরায় আনিবার নিমিত্ত আমাকে স্বজনজ্ঞানে ঈষৎ হাস্য করিয়া লজ্জায় নেত্রভঙ্গি দ্বারা প্রিয়তমসখীদিগের সভায় কবে প্রেরণ করিবেন? ॥১৭॥

কচিৎ পদ্মা শৈব্যাদিক বলিত চন্দ্রাবলিমুরু-
প্রিয়ালাপোল্লাসৈরতুলমপি ধিন্বন্নঘহরঃ।
কদা বা মৎপ্রেক্ষালবকলিত বৈলক্ষ্যভরতঃ
ক্ব রাধেত্যাজল্পন্মলিনয়তি সর্ব্বাঃ পরমিমাঃ ॥১৮॥

অঘহন্তা শ্রীকৃষ্ণ কোন এক সময়ে পদ্মা ও শৈব্যাদিসখীগণ পরিবেষ্টিতা চন্দ্রাবলীকে প্রেমসূচক আলাপজনিত আনন্দাতিশয় দ্বারা সুখিত করিতেছেন, এমন সময় আমাকে কিঞ্চিন্মাত্র অবলোকন করিয়াই অমনি লজ্জিত হইয়া "আমার শ্রীরাধা কোথায়" এইরূপ বাক্য দ্বারা ঐ সমস্ত পদ্মা শৈব্যাদি-সখীদিগকে কবে মলিনচিত্ত করিবেন? ॥১৮॥

সগর্ব্বাঃ সংরুদ্ধ্যাপ্রখর ললিতাদ্যাঃ সহচরী-
স্ততো দানং দর্পাৎ সখি মৃগয়তা স্বং গিরিভৃতা।
বিশাখা মন্নাথানয়ননটনপ্রেরণবলা-
দ্বিধুত্যারান্নীতা রুষমিহ দধানা ক্ষিপতু নঃ ॥১৯॥

হে সখি! মদীশ্বরী শ্রীরাধিকার নেত্রভঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণ সগর্ব্বা এবং অতি প্রখরা ললিতাদি সখিগণকে অতি দর্পে অবরুদ্ধ করত অনন্তর বিশাখাকে বিদূরিত করিয়া শ্রীরাধার নিকট স্বীয় দান অর্থাৎ নিজের পাশাখেলার ক্রম অথবা কার্য্যোদ্ধারের পুরস্কার প্রার্থনা করিতেছেন এমন সময়ে বিশাখা রোষ পরবশ হইয়া বৃন্দাবনকুঞ্জ মধ্যে আমাদিগকে তিরস্কার করুন। অর্থাৎ হে সখি! তোমরা কপটিনী তোমাদের কর্ত্তৃক এই উদ্ধত কৃষ্ণ আমার এই প্রকার অবস্থা করিলেন, ভাল ভাল, এখন কি কাল গিয়াছে? পশ্চাৎ জানিব, দর্পের সহিত এই বাক্য বলুন ॥১৯॥

স্তনৌ শৈলপ্রায়াবপি তব নিতম্বো রথসমঃ
স্ফুটং জীর্ণা নৌর্ম্মে কলয় তটিনীং বাতবিষমাং॥
কথং পারং গচ্ছেরিহ নিবস রাত্রাবিতি হরে-
র্ব্বচঃ শ্রুত্বা রাধা কপট কুপিতা স্মেরয়তু মাং ॥২০॥

"হে রাধে! তোমার স্তনদ্বয় গিরিশিখরের ন্যায় উন্নত এবং নিতম্বও রথ তুল্য, আমার নৌকাও অতি জীর্ণা, অধিকন্তু যমুনাও বায়ুদ্বারা আন্দোলিত হইতেছে, এ সময়ে কিরূপে পারে গমন করিবে, এই রাত্রিকালে এই স্থানেই অবস্থান কর" শ্রীরাধা ধৃষ্টতম শ্রীকৃষ্ণের এরূপ বাক্য শ্রবণে মিথ্যা ক্রোধে ক্রুদ্ধা হইয়া আমাকে ঈষৎ হাস্য যুক্ত করুন ॥২০॥

ইদং স্বান্তে ভুঞ্জে কদলমপি যদ্রঙ্গণলতা-
ভিধৈক স্বর্বল্লীপবন লভনেনৈব ফলিতং।
তদভ্যাসে স্ফূর্জ্জন্মদনসুভগং তদ্যুবযুগং
ভজিষ্যে সোল্লাসং প্রিয়জনগণৈ রিথমিহ কিং ॥২১॥

॥*॥ ইতি স্বসঙ্কল্পপ্রকাশাখ্যং স্তোত্রং সম্পূর্ণং ॥*॥

আমি রঙ্গণলতা নামক মুখ্য কল্পলতার বায়ু লাভেই ফলিত অর্থাৎ রঙ্গণ নাম্নী প্রধানাসখীর কৃপাতেই প্রকাশিত এই যে কদলী মনে মনে খাইতেছি (মন কলা খাইতেছি) সেই অভ্যাসে কি শোভমান মদন সদৃশ সুন্দর সেই যুবযুগল শ্রীরাধাগোবিন্দকে প্রিয়জনগণের সহিত সহর্ষে ভজনা করিব ? ॥২১॥

॥ * ॥ ইতি স্বসঙ্কল্প প্রকাশ স্তোত্র সম্পূর্ণ ॥ * ॥

'কীর্ত্তন'-পত্র-প্রকাশে আচার্য্যের উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
শ্রীজন্মাষ্টমী, ৮ই ভাদ্র, ১৩৩৯
২৪শে আগষ্ট, ১৯৩২
৮ হৃষীকেশ, ৪৪৬ গৌঃ

স্নেহবিগ্রহেষু—

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে আসামপ্রদেশে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু উহার পরবর্ত্তী সময়ের মলিনতার চিত্র বর্ত্তমান কালেও দেখা যায়।

মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অনুকূল ইচ্ছাক্রমে আসামদেশে সেই শুদ্ধভক্তির চিন্ময়-ভাবের কথার তপনরশ্মি আপনার সাহায্যেই—আপনার উদ্‌যোগেই কিছুদিন হইতে বিকীর্ণ হইতেছে। আজ শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীতে সাময়িক পত্র "কীর্ত্তনে"র ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা লাভ করিয়া সেই কৃষ্ণকথার সুমধুর প্রতিধ্বনি আমার কর্ণ ও নয়ন পরিতৃপ্ত করিল। মহাবদান্য মহাপ্রভু সঙ্কীর্ণহৃদয় মানবকে যেরূপ উন্নত-হৃদয় করিবার সঙ্কল্প করিয়া দয়া করিয়াছিলেন, সেই জীবের দয়ার প্রবৃত্তি আপনাতে দেদীপ্যমতী হওয়ায় আজ কীর্ত্তনধ্বনি আসামদেশের প্রত্যেক নগরে, প্রত্যেক গ্রামে এবং তদ্দেশবাসিগণের নিষ্কপট পূতহৃদয়ে প্রেমের প্লাবন দেখাইল।

চারিশত বৎসরের পর এখন শ্রীচৈতন্যদেবের কথা—অবিমিশ্র হরি-কথা আসামদেশের ঘরে-ঘরে প্রচারিত হইবে জানিয়া হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতেছে। কীর্ত্তনধ্বনি সদ্যঃসদ্যই অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করাইবে। শ্রীগোপীজনবল্লভ গোপীদিগের ঋণে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার শ্রীগৌরলীলা-প্রকাশের পূর্ব্বপর্য্যন্ত জগৎকে অতি অল্পই স্বীয় লীলা-কথা জানিতে দিয়াছেন। কিন্তু করুণাবতারী শ্রীচৈতন্যদেব পরম দয়াপরবশ হইয়া শুদ্ধহরিকথার দুর্ভিক্ষে পীড়িত জগতে মহা-দানের পসরা উন্মুক্ত করিলেন। **শ্রীগৌরসুন্দরের নিজ-জনগণের আর অন্য কোন কৃত্য নাই,—কেবল মহাবদান্যের কৃষ্ণ-প্রেমপ্রদানের পসরা লইয়া দ্বারে-দ্বারে বিতরণ। তাহাই তাঁহাদের প্রেমময় জীবনের কৃষ্ণসেবা-জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়।** বহির্জ্জগতের দ্রব্যসমূহ যাহারা স্বীয় ভোগ্য-জ্ঞানে গ্রহণ করে, মলমূত্র-বিসর্জ্জনই তাহারা ফলস্বরূপে প্রাপ্ত হয়। তাহাদের বহির্ম্মুখ শরীর ধারণ-মাত্র হইয়া থাকে। তাহারা ভাগবত-পাঠ, কীর্ত্তন-ব্যবসায়, মন্ত্র-ব্যবসায় প্রভৃতিকে কখনও কখনও জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় করিয়া অপরাধী ও নরকপথের যাত্রী হয়। বঙ্গদেশের অনভিজ্ঞ পাঠকগণ গৌড়ীয়'কে সাময়িক পত্র মাত্র বিবেচনা করিয়া যেরূপ জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত করিয়াছেন, আসামের অধিবাসিগণ কেহই যেন তদ্রূপ অবিবেচনায় পতিত না হন।

গোলোকের চিন্ময় সন্দেশ বড়ই সুমধুর,—তিনি দেহ-মনের ভোগ্য বা আস্বাদ্য নহেন। তিনি—রস, তিনি—অখিল রসামৃতমূর্ত্তির রস; সুতরাং সেই রসের আস্বাদনে ইহজগতের ন্যায় বিসর্জ্জনীয় কোন বস্তু নাই। "কীর্ত্তন"-ভাণ্ডারের ধ্বনিতে যে নাম—যে চিন্ময় রূপ-যে চিন্ময় গুণ—যে চিন্ময় পরিকরবৈশিষ্ট্য—যে চিন্ময়ী লীলা বর্ত্তমান আছে, তাহা জড় বৈষ্ণবাভিমানী ব্যক্তিদিগের প্রাপ্য না হইলেও সৌভাগ্যবন্তদিগেরই আয়ত্ত। কীর্ত্তনরস জড় কর্ণের আস্বাদ্য নহেন—জড় জিহ্বায় আস্বাদ্য নহেন,—জড় মনের চিন্তনীয় বিষয় নহেন; পরন্তু চিৎকর্ণের—চিজ্জিহ্বার --চিন্মনের আস্বাদ্য। কীর্ত্তনরস-বর্ণনে আমাদের অভীষ্টদেব শ্রীরূপ-প্রভু ও তদনুগ-গণ শ্রীরূপেরই কীর্ত্তন-শ্রবণ-পূর্ব্বক এই অনুকীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকার ভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥

সুতরাং জড়ভোগী বৈষ্ণব-ক্রুবের কোন কথাই "কীর্ত্তনে" ধ্বনিত হইবে না.—ইহাই আশা করি।

ইতঃপূর্ব্বে শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের প্রসার-কল্পে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সাময়িক পত্রিকা 'শ্রীসজ্জনতোষণী' লোক-লোচনে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। জড়োপাসক-সম্প্রদায়ের নানাপ্রকার বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া তোষণী কএক বৎসর যাবৎ লোক-সমাজে আগমন করিতে না পারিলেও বর্ত্তমান ত্র্যধিক অর্দ্ধশতাব্দী পরে পুনরায় ইংরেজী ভাষায় সেই 'সজ্জন-তোষণী' প্রচারিত হইয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার ত্রিংশখণ্ড প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

দশ বৎসর পূর্ব্বে "গৌড়ীয়" নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রচারিত হইয়া গৌড়দেশের ভাষাভিজ্ঞ বহু মনীষীর নিকট শুদ্ধভক্তির কথাকে পরম আদরের বস্তু করিয়াছেন। সম্প্রতি তাহার একাদশ বর্ষ চলিতেছে।

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে ছয় বৎসর পূর্ণ হইল 'দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশ' প্রকাশিত হইয়া প্রত্যহই ভগবৎসেবা-বিমুখ মলিন-হৃদয় বঙ্গবাসিগণের নির্ম্মলতা এবং সেবোন্মুখ বঙ্গভাষাবিদ্‌গণের হৃদয়ে আনন্দোৎসব বিধান করিতেছেন। বর্ত্তমানে তাঁহার সপ্তম বর্ষ চলিতেছে।

বিগত বর্ষে শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়াধিবেশনক্ষেত্র নৈমিষারণ্য হইতে "ভাগবত" পত্র প্রকাশিত হইয়াছেন। প্রতি পক্ষেই ভাগবত হিন্দী-ভাষাভিজ্ঞগণের আনন্দ বিধান করিতেছেন।

উৎকলদেশেও "পরমার্থী" প্রতি পক্ষে ওড্র ভাষাভিজ্ঞ জনগণের হৃদয়ে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্টের সহায়তা করিতেছেন।

এক্ষণে অসমীয়া ভাষাভিজ্ঞ জনগণের শুদ্ধভক্তির কথা শুনিবার সুযোগ দিতে গিয়া আপনি "কীর্ত্তন" আরম্ভ করিয়াছেন। তাহাতে মাদৃশ নগণ্যের কথা ও চিত্র প্রদর্শন করিয়া দুই প্রকার ফল সাধন করিতেছেন। লজ্জাহীন আমি প্রতিষ্ঠাশাবশে আপনাদের নিকট সৌখ্য-সম্বর্দ্ধন লাভ করিয়া আত্মশ্লাঘান্বিত হইতেছি। কিন্তু যখন "কীর্ত্তনে" বিশুদ্ধ হরিকথা ধ্বনিত হইতেছে ও হইবে, মনে করিতেছি, তখন আমার প্রতিষ্ঠাশা সংগ্রহের ধৃষ্টতাকেও আর স্তব্ধ করিতে চাহি না।

'মোর নাম যেই লয়, তার পাপ হয়।
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্যক্ষয়।"

এই শিক্ষা-প্রণালী আমার পূর্ব্বগুরুবর্গের নিকট লাভ করিয়াছি। কিন্তু আপনারা কৃপা করুন—যাহাতে আমার মঙ্গল হয়। বিশেষতঃ আপনি দয়াময়,—অসমীয়া ভাষার পাঠকগণকে শুদ্ধহরিকথা শুনিবার মহাসুযোগ প্রদান করিয়া মহাবদান্যের প্রকৃত সেবকের মহিমা বিস্তার করিতেছেন। তাহাতে আমাদের আনন্দের সীমা নাই।

শ্রীরামানুজাচার্য্য একদিন শ্রীগোষ্ঠীপূর্ণের চরণে আপাত অপরাধের লীলা প্রদর্শন করিয়া জগতে প্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার বর্ত্তমান প্রচারে যদিও সেরূপ বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে, তথাপি আমরা সকলেই তরুর ন্যায় সহ্যগুণসম্পন্ন হইয়া সতত উহা স্বীকার করিব।

শ্রীহরিজনসেবক—
শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস

প্রশ্নোত্তর

(প্রচার)

১। আচারপ্রিয়, প্রচারপ্রিয় ও আচার-প্রচারপ্রিয় ভক্ত কাঁহারা ?

"বিবিক্তানন্দিগণ আচারপ্রিয় এবং গোষ্ঠ্যানন্দিগণ সর্ব্বদা প্রচারপ্রিয় ; তন্মধ্যে কেহ কেহ উভয়প্রিয়ভাবেই আনন্দ ভোগ করেন। ভগবৎ-স্মরণই প্রেমভক্তের আচার এবং ভগবন্নাম-কীর্ত্তনই প্রেমভক্তের প্রচার-কার্য্য।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৩

২। মহাপ্রভুর ধর্ম্ম কি প্রচার্য্য নহে ?

"মহাপ্রভু সকলকেই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার-ভার দিয়াছেন।"

—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

৩। প্রচারে কিরূপ নীতি অবলম্বনীয়া ?

"অপাত্রকে সুপাত্র করিয়া নাম-উপদেশ দিবে। যে-স্থলে উপেক্ষার প্রয়োজন, সে-স্থলে এমত বাক্য বলিবে না—যাহাতে প্রচার-কার্য্যের ব্যাঘাত হয়।"

—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

৪। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিপুলভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা-প্রচারের জন্য কি প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন ?

"নগরে-নগরে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষা প্রচার করুন্। * * আপানারা হস্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লইয়া দ্বারে-দ্বারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম ও শিক্ষা প্রচার করুন। মহাপ্রভু যেরূপ শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসকে আজ্ঞা-টহল প্রচার করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, আপনারাও সর্ব্বদেশে শ্রীগৌরাঙ্গের দাস হইয়া শ্রীআজ্ঞা-টহল-প্রচারে সৎপাত্রগণকে নিযুক্ত করুন। প্রচার-কার্য্য অসৎপাত্রের দ্বারা হয় না। আমাদের বিবেচনায়, আপনারা অবিলম্বে একটী বৈষ্ণব-চতুষ্পাঠী করুন। কতকগুলি নিঃস্বার্থ সচ্চরিত্র লোকদিগকে সেই চতুষ্পাঠীতে শিক্ষিত করিয়া নগরে-নগরে ও পল্লীতে পল্লীতে শ্রীআজ্ঞা-টহল প্রচারের ভার অর্পণ করুন।"

—'শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-সমাজ', সঃ তোঃ ১১।৩

৫। পূর্ব্বতন বৈষ্ণববর্গ ও গোস্বামিপাদগণ কিভাবে বৈষ্ণবধর্ম্ম সংরক্ষণ ও প্রচারণ করিয়াছিলেন ? বর্ত্তমান যুগেও কোন্ শক্তিতে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে ?

"পূর্ব্বতন বৈষ্ণব ও গোস্বামিপাদেরা কেহ কেহ ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশ, কেহ কেহ নানা পদ-পদাবলী, কেহ কেহ বা ধর্ম্মপ্রচার ও হরি-সংকীর্ত্তন এবং কেহ কেহ আপনাদের পবিত্র চরিত্র ও অনুপম বৈষ্ণবতা দ্বারা বিশুদ্ধ সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মালোকে জগৎ আলোকিত করিয়া রাখিতেন। কাল-প্রভাবে নানা উপধর্ম্ম-অন্ধকারে জগৎ আচ্ছন্ন হওয়ায় মহাপ্রভু আবার নিজ-শিক্ষা ও প্রেমবিস্তার এবং প্রকৃত বৈষ্ণব-আচার-ব্যবহার প্রচার করিবার কারণ অধুনা অনেকের মন-আকর্ষণ এবং কোন কোন ভক্ত-হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিতেছেন।"

—'বৈষ্ণবসভা তথা বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচার', সঃ তোঃ ১।২

৬। শ্রীচৈতন্যের বিশুদ্ধ-ধর্ম্ম-সংরক্ষণের জন্য কলঙ্কারোপকারীদিগের প্রতি কি কর্ত্তব্য ?

"শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট ও আচরিত পবিত্র ধর্ম্মপুষ্পে যে-সকল কীট প্রবেশ করিয়াছে, সেই সকল অনিষ্টকারী কীটদিগকে ঐ ধর্ম্মপুষ্প হইতে দূরীভূত করিবার জন্য যত্ন করাও আমাদের উদ্দেশ্য। ঐ সকল কীট ধর্ম্মপুষ্পের কেবল যে সৌগন্ধই হরণ করিতেছে, এমত নয়; উহারা উক্ত পুষ্পকে ক্রমশঃ কাটিয়া কাটিয়া নিঃশেষিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, প্রভু-নিত্যানন্দ এবং তৎপুত্র বীরচন্দ্র বৈষ্ণব সংসার পত্তন করিবার জন্য যে-সকল পবিত্র উপদেশ-বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, তাহা কোথাও বা ঊষর-ক্ষেত্রে পতিত হইয়া নিষ্ফল হইয়াছে, কোথাও বা অযথা ভূমিতে প্রোথিত হইয়া অযথা ভূতবৃক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।"

—'সজ্জনতোষণী পত্রিকার উদ্দেশ্য', সঃ তোঃ ২।৪

৭। বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের জন্য কি করা কর্ত্তব্য ?

"বৈষ্ণবধর্ম্মকে পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিতে হইলে সমস্ত দৌরাত্ম্য দূর করিবার চেষ্টা অবশ্যই করিতে হইবে।"

—'ভেকধারণ', সঃ তোঃ ২।৭

৮। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ দুষ্ট-মত নিরসনের জন্য কিরূপ সহিষ্ণু হইতে বলিয়াছেন ?

"যদি আপনার দেশে ঐ সকল দুষ্ট-মত থাকে, তাহা হইলে আপনি সেই সকল মতকে শোধন করিবার যত্ন করিবেন। ইহাতে ধূর্ত্ত ও বঞ্চক

লোকের সহিত যদি মনোবাদও হয়, তাহা হইলে তাহাও শ্রীমন্মহাপ্রভুর খাতিরে স্বীকার করিবেন।"

—'সহজিয়ামতের হেয়ত্ব', সঃ তোঃ ৪।৬

৯। শুদ্ধভক্তি প্রচারের সঙ্গে-সঙ্গে ভক্তিবিরোধিগণের চরিত্র বিশ্লেষণ আবশ্যক কি?

"ভক্তির নাম করিয়া অনেক স্থলে অবৈধ ও ভক্তিবিরোধী ক্রিয়া-সমূহ আচরিত হয়। সেই সকল বিষয় স্পষ্টরূপে না দেখাইয়া দিলে শুদ্ধভক্তির জয় লাভ হয় না।"

—'সজ্জনতোষণী পত্রিকার উদ্দেশ্য', সঃ তোঃ ২।৪

১০। পৃথিবীর সকল ভাষায় শ্রীচৈতন্যের লীলা লিখিত হওয়া প্রয়োজনীয় কেন?

"শ্রীচৈতন্য-লীলা সকল ভাষায় লিখিত হওয়া প্রয়োজনীয়। অতি-স্বল্পদিনের মধ্যেই মহাপ্রভু সর্ব্বদেশব্যাপী হইয়া একমাত্র উপাস্য-তত্ত্ব হইতেছেন।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ৪।৩

১১। শ্রীচৈতন্য-কথা বিস্তার ও তদীয় পদাঙ্কপূত তীর্থোদ্ধারের জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কিরূপ আর্ত্তি ছিল?

"শ্রীপ্রয়াগক্ষেত্রে দশাশ্বমেধ-ঘাটে (যেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেইখানে) ভক্তগণ একটি সেবা প্রকাশ করিবার যত্ন করিতেছেন; এই কার্য্যটি যদি হইতে পারে, তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ভালরূপ প্রচার করা হয়। আবার শুনিলাম যে, শ্রীগয়া-ক্ষেত্রে যে-স্থলে মহাপ্রভু শ্রীঈশ্বর পুরীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ফল্গুতীর্থের উপকণ্ঠে একটি সেবা প্রকাশ করিবার জন্য অত্রস্থ কোন প্রভু-সন্তান বিশেষ যত্ন করিতেছেন। * * এখন কাশীধামে চন্দ্রশেখর-ভবন (যেখানে মহাপ্রভু সনাতনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন) কোথায় আছে, তাহা স্থির করিয়া কোন মহাত্মা তথায় একটি সেবা প্রকাশ করিবার যত্ন করুন।"

—'নববর্ষে বিগত বর্ষের আলোচনা', সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ১।৮

১২। প্রচারকগণ কোন্ সূত্রে মহাপ্রভুর ধর্ম্ম প্রচার করিবেন?

"প্রেমসূত্রে মহাপ্রভুর প্রচারকগণ কার্য্য করিতেন; তাঁহারা কোন বেতন বা পুরস্কার আশা করেন নাই। বিশুদ্ধ-চরিত্র প্রচারক ব্যতীত বিশুদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার সম্ভব হয় না। এইজন্যই আজকাল অন্যান্য ধর্ম্মে বেতনগ্রাহী লোকেরা প্রচার করিতে থাকেন, অথচ তাহাতে যথেষ্ট ফল হয় না।"

—শ্রীচৈঃ শিঃ ১।২

১৩। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও পার্ষদবর্গ কে কিরূপভাবে সর্ব্বত্র হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন?

"কলিযুগপাবনাবতার অপার-কৃপা-পারাবার শ্রীমদ্‌গোদ্রুমচন্দ্র সন্ন্যাস করিয়া জগতে সর্ব্বত্র হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন। প্রভু স্বয়ং শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে বসিয়া উৎকলবাসী ও দাক্ষিণাত্যবাসীদিগকে পরমার্থ বিতরণ করেন। বঙ্গদেশে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীমদ্ অদ্বৈতপ্রভুকে শ্রীনাম ও ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশ করিবার অধিকার প্রদান করেন। পাশ্চাত্ত্য-ভূমিতে শুদ্ধভক্তি ও নাম-মহিমা প্রচার করিবার জন্য শ্রীমদ্ রূপসনাতনাদি গোস্বামি-বৃন্দকে প্রেরণ করেন। শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা লাভ করিয়া শ্রীধাম-বৃন্দাবনে অবস্থিত হইয়া শুদ্ধনাম, শুদ্ধভক্তি ও শ্রীনাম-মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন। সেই নামরসাচার্য্য গোস্বামীপ্রবর যে নাম-মহিমাষ্টক রচনা করেন, তাহা অদ্য আপনাদের নিকট আমি গান করিতেছি; কৃপা-পূর্ব্বক শ্রবণ করত শ্রীহরিনামের মহিমা অনুভব করুন।"

—'নাম-মহিমা', বৈঃ সিঃ মাঃ ৫ম গুটী

১৪। নামহট্টের পত্তনকারী কে এবং তাঁহার আজ্ঞা-টহলটি কি?

"নদীয়া-গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন।
পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ॥
শ্রদ্ধাবান্ জন হে!
প্রভুর কৃপায়, ভাই, মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা॥
অপরাধশূন্য হৈয়া লহ কৃষ্ণ-নাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ॥
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণ-নাম—সর্ব্বধর্ম্ম-সার॥

—'নাম-প্রচার' (আজ্ঞা-টহল), বৈঃ সিঃ মাঃ ৬ষ্ঠ গুটী

১৫। নামহট্টের মূল-মহাজন, কর্ম্মচারী ও টহলদার পদবীর কার্য্য কি কি? শুদ্ধ টহল কিরূপে হয়?

"শ্রীমহাপ্রভু কলি-জীবের প্রতি কৃপা করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে ঘরে ঘরে নাম প্রচার করিতে আজ্ঞা দেন; অতএব নিত্যানন্দ প্রভুই গোদ্রুমস্থ নামহট্টের মূল মহাজন। নামহট্টের সমস্ত কর্ম্মচারীই আজ্ঞা-টহলের অধিকারী হইলেও টহলদার পদাতিক-মহাশয়গণই এই কার্য্য বিশেষরূপে নিঃস্বার্থ-ভাবে করিয়া থাকেন। প্রভু নিত্যানন্দ ও পদাতিক হরিদাস ঠাকুর সর্ব্বাগ্রে নিজে-নিজে ঐ কার্য্য করিয়া উক্ত পদের মাহাত্ম্য দেখাইয়াছেন। পয়সা ও চাউল ইত্যাদির আশায় যে টহল দেওয়া যায়, তাহা শুদ্ধ আজ্ঞা-টহল নয়।

টহলদার মহাশয় করতাল বাজাইয়া বলিবেন—হে শ্রদ্ধাবান্ জন! আমি তোমার নিকট কোন পার্থিব বস্তু বা উপকার চাহি না। আমার এইমাত্র ভিক্ষা যে, তুমি প্রভুর আজ্ঞা পালন করত কৃষ্ণনাম কর, কৃষ্ণ ভজন কর ও কৃষ্ণ শিক্ষা কর। * * * হে শ্রদ্ধাবান্ জন! নামাভাস ত্যাগ-পূর্ব্বক শুদ্ধনাম গান করাই জীবের নিতান্ত শ্রেয়ঃ। কৃষ্ণনাম করিতে করিতে কৃষ্ণভজন কর। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্ম-নিবেদন-দ্বারা-অধিকার-ভেদে বিধিমার্গে বা রাগমার্গে ভজন কর। * * * হে শ্রদ্ধাবান্ জন! দশ অপরাধ-শূন্য হইয়া কৃষ্ণনাম কর। কৃষ্ণই জীবের মাতা, পিতা, সন্তান, দ্রবিণাদি ধন ও পতি বা প্রাণেশ্বর। জীব—চিৎকণ, কৃষ্ণ—চিৎসূর্য্য, জড়জগৎ—জীবের কারাগার। জড়াতীত-কৃষ্ণ-লীলাই আমাদের প্রাপ্য ধন। * * *

হে শ্রদ্ধাবান্ জীব! তুমি কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া মায়িক সংসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছ। এ অবস্থা তোমার যোগ্য নয়। * * * চৌর্য্য, মিথ্যা-ভাষণ, কাপট্য, বিরোধ, লাম্পট্য, জীব-হিংসা, কুটীনাটী প্রভৃতি নিজের ও সমাজের অহিতকর কার্য্য—সমস্তই অনাচার। সে-সমস্ত ছাড়িয়া সদুপায়ের দ্বারা কৃষ্ণের সংসার কর। সারকথা এই যে, সর্ব্বজীবে দয়া-পূর্ব্বক শুদ্ধ চরিত্রের সহিত তুমি কৃষ্ণনাম কর। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণরূপাদি তোমার সিদ্ধ-স্বরূপগত নয়নগোচর হইবেন। অল্পদিনের মধ্যেই তোমার চিৎস্বরূপ উদিত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম-সমুদ্রে তুমি ভাসিতে থাকিবে।"

—'নাম-প্রচার' (আজ্ঞা), বৈঃ সিঃ মাঃ, ৬ষ্ঠ গুটী

১৬। শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নামহট্ট প্রচারে কিরূপ উদ্যম ও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন?

"আমরা বিগত ২৮শে ফাল্গুন তারিখে উক্ত গ্রামে (আমলাযোড়ায়) উপস্থিত ছিলাম। পূর্ব্ব রাত্রে একাদশী জাগরণের পর প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় গ্রামস্থ ভক্তবৃন্দ মহাসমারোহের সহিত কীর্ত্তনে বাহির হইলেন। পরমপূজ্যপাদ সিদ্ধ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়কে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সকলে প্রপন্নাশ্রমে পৌঁছিলেন। তথায় কীর্ত্তন-সময়ে বাবাজী মহাশয়ের যে-সকল ভাব উদিত হইতে লাগিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। শত বর্ষের ঊর্দ্ধ বয়সেও যে প্রেমানন্দে সিংহের ন্যায় তাঁহার নৃত্যে এবং মধ্যে মধ্যে 'নিতাই কি নাম এনেছে রে। নাম এনেছে নামের হাটে শ্রদ্ধা মূল্যে নাম দিতেছে রে। দয়াল নিতাই আমার জগা'র মার খেয়ে প্রেম দেয় রে।' —ইত্যাদি ধূয়া অবলম্বন করিয়া তাঁহার অজস্র ক্রন্দন ও ভূমি-লুণ্ঠন-সময়ে তথায় একটি আশ্চর্য্য দৃশ্যের উদয় হইয়াছিল, তাহা অন্যত্র দেখা যায় না। বাবাজী মহায়য়ের ভাব দর্শন করিয়া এবং কীর্ত্তনানন্দে নিমগ্ন হইয়া সকলেই প্রায় অশ্রু-পুলকে পরিপূর্ণ ও ভাবে গদ্গদ হইয়া বহুক্ষণ নৃত্য করিয়াছিলেন। অনেক-ক্ষণ পরে কীর্ত্তন স্থগিত হইলে সংক্ষেপে নামহট্ট-বিষয়ক একটি বক্তৃতা হইল। বাবাজী মহাশয় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া প্রপন্নাশ্রমের কার্য্য সেই দিন হইতে আরম্ভ হইবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। বিপণিপতি মহাশয় বাবাজী মহাশয়ের অনুমত্যানুসারে তদ্দিবসেই প্রপন্নাশ্রম-প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সমাপ্ত করিলেন।

স্কুল, ডাক্তারখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার সময় সর্ব্বদেশে স্থানীয় প্রধান লোককে সভাপতি করা হয়। ভক্ত-সমাজে তৎকালে উপস্থিত পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়কে প্রপন্নাশ্রম-প্রতিষ্ঠার সভাপতির আসন দেওয়া হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বতোভাবে সুষ্ঠু। যে-যে গ্রামে প্রপন্নাশ্রম স্থাপিত হয়, তাহার প্রতিষ্ঠা এইরূপেই করা কর্ত্তব্য।"

—'আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-প্রতিষ্ঠা', সঃ তোঃ ৪।২

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

কামনা

হে প্রভো!

চাই বটে তোমা হতাশ পরাণে
আসিওনা তবু কাছে।
গেয়ে তব গুণ জপি তব নাম
ছুটিবে তোমার পাছে॥
মধুপের মত সরোজে বসিয়া
চাইনা হইতে চুপ।
কামনা আমার—সতত জাগে
মানসে হেরিতে রূপ॥
উঠিবে উথলি মরম-সিন্ধু
সজল হইবে আঁখি।
ধরিতে আশায় বাড়াইব পাণি
আকুল পরাণে ডাকি॥
চাইনা গো আমি পুরাতে কামনা
কামনা দুখের লোর।
তোমার কামনায় করিব পূর্ণ
রিক্ত জীবন মোর॥

—শ্রীব্রজেন্দ্র চন্দ্র রায়,
ধর্ম্মনগর (ত্রিপুরা)।
গ্রাহক নং ২১৫৯

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—৪৮)

শ্রীভগবন্নামশ্রবণ প্রথমতঃ পরম শ্রেয়ঃ স্বরূপ, তন্মধ্যে, মহাজনাবির্ভাবিত প্রবন্ধাদির শ্রবণ তদপেক্ষা অধিক। আবার মহাজনকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইলে ততোধিক এবং তদপেক্ষা শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ আরও অধিক ফলপ্রদ। উহা যদি মহাজনকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হয় তবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফল প্রদান করে। নামশ্রবণ বিষয়ে নিজ অভীষ্ট নামাদির শ্রবণ বারম্বার আবৃত্তি করিবে। তাহাও মহাজনমুখে আবৃত্তি হইলেই অধিক ফল প্রদান করে। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবৎস্বরূপ, অতএব শ্রীকৃষ্ণনামাদি শ্রবণ পরমভাগ্যহেতু লাভ হইয়া থাকে।

এইপ্রকার কীর্ত্তনাদি বিষয়েও জ্ঞাতব্য। তন্মধ্যে যাহা নিজকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইতেছে তাহা পূর্ব্বে শ্রীশুকাদি মহাজনকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত বস্তুরই অনুকীর্ত্তন এই ধারণায় কীর্ত্তন করা প্রয়োজন।

শ্রবণ ব্যতীত কীর্ত্তনাদি বিষয়ে জ্ঞান হয় না বলিয়া শ্রবণকে পূর্ব্বকর্ত্তব্য-রূপে জানান হইল। সাক্ষাৎ মহাজনকর্ত্তৃক কীর্ত্তন-শ্রবণের সৌভাগ্য না হইলে নিজেই স্বতন্ত্র কীর্ত্তন করিবে।

অতঃপর কীর্ত্তন সম্বন্ধে উক্তি—

সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ॥ (শ্রীভাঃ ৬।২।১০)

এই নামোচ্চারণই পাপীদিগের শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত, যাহা হইতে বিষ্ণুর তদ্‌বিষয়ে মতি হইয়া থাকে। অর্থাৎ নামোচ্চারণকারীর সম্বন্ধে মতি (এই ব্যক্তি আমার সর্ব্বতোভাবে রমণীয় এইরূপ মতি) হয়।

এই নাম ভগবৎস্বরূপ এবং স্বভাবতঃ তদ্‌বিষয়ে আবেশজনক বলিয়া তাহার আংশিক শ্রবণেও পরমভাগবতগণের প্রীতিকর হইয়া থাকে। পদ্ম-পুরাণ উত্তরখণ্ডে শ্রীমহাদেবের উক্তি—

রকারাদীনি নামানি শৃণ্বতো দেবি জায়তে।
প্রীতির্মে মনসো নিত্যং রামনামবিশঙ্কয়॥

হে দেবি! রকারাদি নামসকলের শ্রবণকালে রামনাম শঙ্কায় সর্ব্বদা আমার চিত্তে প্রীতির উদয় হয়। অতএব উক্ত নামের কেবল পাপক্ষয় অতি সাধারণ লক্ষণ মাত্র।

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ (শ্রীভাঃ ১১।২।৪০)

নামকীর্ত্তনের ফলস্বরূপে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—এইরূপ ব্রতবিশিষ্ট ব্যক্তি স্বপ্রিয় নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে জাতানুরাগ এবং দ্রুতচিত্ত হইয়া উচ্চহাস্য, রোদন, শব্দ, উন্মাদতুল্যগান এবং লোকবাহ্যরূপে নৃত্য করিয়া থাকেন। এইরূপ ব্রতবিশিষ্ট অর্থাৎ আচরণযুক্ত হইয়া স্বপ্রিয় অর্থাৎ অভীষ্টনামসকলের কীর্ত্তন দ্বারা জাতানুরাগ এবং তন্নিবন্ধন চিত্তের দ্রবত্বহেতু দ্রুতচিত্ত হইয়া তদুচিত ভাববৈচিত্র্যাদি সহকারে হাস্যাদি করিয়া থাকেন।

ভগবন্নামকৌমুদী ও সহস্রপ্রণামভাষ্যেও এইরূপ পুরাণান্তর বচন দৃষ্ট হয়—

নক্তং দিবা চ গতভীর্জিতনিদ্র একো
নির্ব্বিন্ন ঈক্ষিতপথো মিতভুক্ প্রশান্তঃ।
যদুচ্যতে ভগবতি স মনো ন সজ্জেৎ
নামানি তদ্রতিকরাণি পঠেদলজ্জঃ॥

যদি ভগবানে চিত্ত আসক্ত না হয় তবে নির্ভয়, জিতনিদ্র একাকী, নির্ব্বেদযুক্ত, মিতাহারী, যথার্থমার্গদর্শী প্রশান্ত এবং নির্লজ্জ হইয়া দিবারাত্র শ্রীহরিতে রতিবিষয়ক নামসকল কীর্ত্তন করিবে। নির্ভয়ত্বাদি গুণ কীর্ত্তনাঙ্গ-রূপে উক্ত হয় নাই, কিন্তু নাম বিষয়ে তৎপরতাসম্পাদকরূপেই বলা হইয়াছে।

বিষ্ণুধর্ম্মে এক ক্ষত্রবন্ধুর উপাখ্যানে তৎপ্রতি জনৈক ব্রাহ্মণের উক্তি,—

যদ্যেতদখিলং কর্ত্তুং ন শক্নোসি ব্রবীমি তে।
স্বল্পমন্যন্ময়োক্তং ভো করিষ্যতি ভবান্ যদি॥

যদি তুমি পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসকলের অনুষ্ঠানে অসমর্থ হও, অন্য একটি স্বল্প অনুষ্ঠান বলিতে পারি যদি তুমি সেই উপদেশ পালন কর।

ক্ষত্রবন্ধু বলিলেন—হে ব্রাহ্মণ, আমার চিত্ত চঞ্চল বলিয়া আপনার পূর্ব্বোপদিষ্ট সমস্ত অনুষ্ঠানই অসাধ্য। অতএব বাক্য ও শরীরের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য কোন অনুষ্ঠানের উপদেশ করুন যাহা আমার পক্ষে সাধ্য হয়। তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন,—

উত্তিষ্ঠতা প্রস্বপতা প্রস্থিতেন গমিষ্যতা।
গোবিন্দেতি সদা বাচ্যং ক্ষুৎতৃট্প্রস্খলিতাদিষু॥

তুমি উত্থান, নিদ্রা, প্রস্থান এবং ভাবিগমন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যে এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণা-প্রক্ষালনাদি যে কোন অবস্থায় সর্ব্বদা "গোবিন্দ" নাম উচ্চারণ করিবে।

ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈর্ব্রহ্মবাদিভিঃ
তথা বিশুধ্যত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ।
যথা হরের্নামপদৈরুদাহৃতৈ-
স্তদুত্তমঃশ্লোকগুণোপলম্ভকম্॥ (শ্রীভাঃ ৬।২।১১)

পাপী কর্ত্তৃক উচ্চারিত শ্রীহরিনাম দ্বারা যেরূপ বিশুদ্ধি হয়। শাস্ত্রকারগণের উপদিষ্ট ব্রতাদি প্রায়চিত্ত দ্বারা তদ্রূপ বিশুদ্ধি হয় না। উক্ত নামোচ্চারণ কেবল পাপ বিশুদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হন না। পরন্তু শ্রীহরির গুণ সকলের অনুভবজনক হইয়া থাকে।

অতএব রাজা পরীক্ষিতের শ্রেয়ের বাক্য জিজ্ঞাসার উত্তরে শুকদেব বলিতেছেন—

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
অধীতবান্ দ্বাপরাদৌ পিতুর্দ্বৈপায়নাদহম্॥
পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্।
তদহং তেঽভিধাস্যামি মহাপৌরুষিকোভবান্॥
যস্য শ্রদ্দধতামাশু স্যান্মুকুন্দে মতিঃ সতী॥ (ভাঃ ২।১।৮-১০)

হে রাজর্ষে! আমি দ্বাপর যুগের শেষভাগে পিতা ব্যাসদেবের নিকট হইতে ভাগবত নামক বেদতুল্য পুরাণ অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। আমি নির্গুণ ব্রহ্মবাদে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়াও শ্রীহরির লীলাতে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া যে উপাখ্যান অধ্যায়ন করিয়াছিলাম এবং যাহাতে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইলে জীবের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে সত্বর অব্যভিচারিণী মতির উদয় হয়। আপনার নিকট সেই ভাগবতোপাখ্যান বর্ণন করিব।

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥ (ভাঃ ২।১।১১)

শ্রীভাগবতের পরম মহিমা উক্তি করিয়া সকলের পক্ষে পরমসাধন ও পরমসাধ্যরূপে উপদেশ করিতেছেন—হে নৃপ, এই হরিনাম কীর্ত্তনই নির্ব্বিদ্যমান, ইচ্ছাশীল ও অভয়-বাঞ্ছাকারী যোগিগণের পরম শ্রেয় রূপে

কীর্ত্তিত হইয়াছে। সাধক বা সিদ্ধগণের ইহা অপেক্ষা অন্য অধিক শ্রেয়ঃ বলিয়া কিছুই নাই।

এই নামকীর্ত্তন উচ্চৈঃস্বরেই প্রশস্ত।

নামকীর্ত্তনবিষয়ে পদ্মপুরাণান্তর্গত দশবিধ অপরাধ ত্যাগ করিবে। কারণ মানবগণ সর্ব্বপ্রকার পাপ করিয়া শ্রীহরির আশ্রয়ে তাহা হইতে উদ্ধার পাইবে কিন্তু শ্রীহরির নাম সম্বন্ধে অপরাধ করিলে অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। একথা সনৎকুমার সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

সর্ব্বাপরাধকৃদপিচমুচ্যতে হরিসংশ্রয়াৎ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদপাংসনঃ॥
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ॥
নাম্নোঽপি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পততধঃ॥

নামাপরাধ দশপ্রকার—

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমুসহতে তদ্বিগর্হাম্।
শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি সকলং
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥
গুরোরবজ্ঞা শ্রুতি শাস্ত্রনিন্দনং
তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্।
নাম্নোবলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধি
ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ॥
ধর্ম্ম ব্রততত্যাগহুতাদি-সর্ব্ব-
শুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ।
অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি
যশ্চোপদেশঃ শিবনামপরাধঃ॥
শ্রুত্বাপি নামমাহাত্ম্যং যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ।
অহংমমাদিপরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ॥

সাধুগণের নিন্দা নাম সম্বন্ধে পরম অপরাধ বিস্তার করে। যেহেতু নাম যে-সাধুগণের নিকট হইতে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাহাদের নিন্দা তিনি কোনরূপেই সহ্য করেন না। যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবের গুণনামাদি বুদ্ধিদ্বারা ভিন্ন (বা অভিন্ন) দর্শন করে, সেও হরিনামবিষয়ে

অহিতকারী। গুরুর অবজ্ঞা, শ্রুতিশাস্ত্রের নিন্দা, হরিনামে অর্থবাদ, কল্পন। নামবলে পাপে মতি জন্মে, যমাদি দ্বারা তাহার শুদ্ধি হয় না। ধর্ম্ম, ব্রত, দান, যজ্ঞাদি শুভানুষ্ঠানের সহিত নামের সমতাজ্ঞান ও প্রমাদজনক, শ্রদ্ধাহীন ও শ্রবণেচ্ছাশূন্য ব্যক্তির প্রতি নামোপদেশও নামাপরাধস্বরূপ হয়। নাম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও যে নরাধম তাহাতে প্রীতিরহিত হইয়া অহঙ্কার মমতাযুক্ত হয় সেও নামবিষয়ে মহা অপরাধ।

স্কান্দে বৈষ্ণবনিন্দা সম্বন্ধে উক্তি—

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতে॥
হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্ নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পততানি ষট্॥

যে মূর্খগণ মহাত্মাবৈষ্ণবগণের নিন্দা করে, তাহারা পিতৃগণের সহিত মহারৌরব নরকে পতিত হয়। যে ব্যক্তি বৈষ্ণবকে আঘাত করে, নিন্দা করে, বিদ্বেষ করে, অভিনন্দন না করে, দর্শন করিয়া ক্রোধ প্রকাশ বা নিরানন্দ হয় তাহার এই ষড়্‌বিধ অপরাধ হেতু পতন হইয়া থাকে।

নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাৎ চ্যুতঃ॥

ততোঽপগমশ্চাসমর্থস্যৈব; সমর্থেন তু নিন্দকজিহ্বা ছেত্তব্যা; তত্রাপ্যসমর্থেন স্বপ্রাণপরিত্যাগোঽপি কর্ত্তব্যঃ; যথোক্তং দেব্যা।

কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াদ্ যদকল্প ঈশে
ধর্ম্মাবিতর্য্যশৃণিভির্নৃভিরস্যমানে।
জিহ্বাং প্রসহ্য রুষতীমসতাং প্রভুশ্চেৎ
ছিন্দাদসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্মঃ॥ (ভাঃ ৪।৪।১৭)

যে ব্যক্তি ভগবান অথবা তাঁহার ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করিয়া উক্ত স্থান হইতে প্রস্থান না করে সেও পুণ্যচ্যুত হইয়া অধঃপতিত হয়। অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে তৎস্থান হইতে প্রস্থান, সমর্থপক্ষে নিন্দাকারীর রসনাচ্ছেদন, তদুভয়ে অসমর্থ হইতে নিন্দাশ্রবণকারী নিজ প্রাণত্যাগ করিবেন; দেবী এই কথা ভাগবতে উক্তি করিয়াছেন স্বেচ্ছাচারী জনগণ ধর্ম্মরক্ষক স্বামীকে তিরস্কার করিলে যদি উক্ত তিরস্কারকারী লোকের বিনাশে বা প্রাণত্যাগে

সামর্থ্য না থাকে তবে উক্ত স্থান হইতে পলায়ন করাই বিধেয় আর সমর্থ হইলে কটুভাষী ব্যক্তির রসনা বলপূর্ব্বক ছেদন করিবে তাহাতে অসমর্থ হইলে নিজ প্রাণ ত্যাগ করিবে।

"শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবের গুণ-নামাদি ভিন্ন ইত্যাদি বাক্য সম্বন্ধে এইরূপ জ্ঞাতব্য—

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥ (গীঃ ১০।৪১)

হে অর্জ্জুন, জগতে বিভূতিশালী বা তেজস্বী যে সকল প্রাণী বিদ্যমান, তৎসমুদয় আমরাই তেজোসঞ্জাত বলিয়া জানিবে। মাধ্বভাষ্যে এইরূপ উক্তি আছে,—

রুদ্রং দ্রাবয়তে যস্মাদ্রুদ্রস্তস্মাজ্জনার্দ্দনঃ।
ঈশনাদেব চেশানো মহাদেবো মহত্ততঃ ॥
পিবন্তি যে নরা নাকং মুক্তাঃ সংসারসাগরাৎ।
তদাধারো যতো বিষ্ণুঃ পিনাকীতি ততঃ স্মৃতঃ ॥
শিবঃ সুখাত্মকত্বেন সর্ব্বসংরোধনাদ্ধরঃ।
কৃত্যাত্মকমিমং দেহং যতো বস্তে প্রবর্ত্তয়ন্ ॥
কৃত্তিবাসাস্ততো দেবো বিরিঞ্চিশ্চ বিরেচনাৎ।
বৃংহণাদ্ব্রহ্মনামাসৌ ঐশ্চর্য্যাদিন্দ্র উচ্যতে ॥
এবং নানাবিধৈঃ শব্দৈরেক এব ত্রিবিক্রমঃ।
বেদেষু চ পুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তমঃ ॥ (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে)
ন তু নারায়ণাদীনাং নাম্নান্যত্রসংশয়ঃ।
অন্য নাম্নাং গতিবিষ্ণুরেক এব প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ (বামনে)
ঋতে নারায়ণাদীনি নামানি পুরুষোত্তমঃ।
অন্যাদন্যত্র ভগবান্ রাজেবর্ত্তে স্বকং পুরম্ ॥ (স্কান্দে)
চতুর্ম্মুখঃ শতানন্দো ব্রহ্মণঃ পদ্মভূরিতি।
উগ্রো ভস্মধরো নগ্নঃ কপালীতি শিবস্য চ।
বিশেষনামানি দদৌ স্বকীয়ান্যপি কেশবঃ ॥ (ব্রাহ্মে)

দ্রাবিত করেন বলিয়া জনার্দ্দনের নাম রুদ্র, ঈশন হেতু ঈশান, মহত্ত্ব হেতু মহাদেব। সংসার সাগর বিমুক্ত যে সকল লোক বৈকুণ্ঠ ভোগ করেন,

তাঁহাদের আশ্রয়স্বরূপ বলিয়া তিনি পিনাকী। সুখাত্মকত্ব হেতু শিব, সর্ব্বসংহারেরহেতু হয়, কৃত্ত্যাত্মক (চর্ম্মাত্মক) এই দেহকে প্রবর্ত্তকরূপে আস্বাদন করায় কৃত্তিবাস বিরেচনহেতু বিরিঞ্চি। বৃংহণ (বর্দ্ধন) হেতু ব্রহ্ম এবং ঐশ্বর্য্যহেতু ইন্দ্র নামে খ্যাত। এইরূপে এক পুরুষোত্তমই বেদ ও শাস্ত্র সকলে নানাশব্দে কীর্ত্তিত হন।

নারায়ণ প্রভৃতিতে নামসমূহে অন্য কাহারও প্রতিপাদকরূপে সন্দেহ হইতে পারে না যেহেতু এক বিষ্ণুই অন্য সকলের গতি।

সম্রাট যেরূপ আশ্রিত সামন্তরাজগণকে নিজ রাজধানী না দিয়া অন্যত্র পৃথক স্থান প্রদান করেন, তদ্রূপ শ্রীহরি ও নারায়ণ প্রভৃতি নিজ নাম অন্য দেবতাকে না দিয়া অন্যান্য নাম প্রদান করিয়াছেন।

কেশব ব্রহ্মাকে চতুর্ম্মুখ শতানন্দ পদ্মভূ ইত্যাদি নাম এবং উগ্র, কাপালী, ভস্মধর, নগ্ন ইত্যাদি বিশেষ নাম প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত মূলশ্লোকে "শিবস্য শ্রীবিষ্ণোঃ" এই পদাদি পঞ্চম্যন্ত না হইয়া মুখ্যতরূপে অভিপ্রেত হইত, অর্থাৎ শিবের এবং বিষ্ণুর এই অর্থ হইত তবে শ্রীবিষ্ণুপদের পর সমুচ্চয়বোধকে একটী চ-কার অবশ্যই প্রদত্ত হইত। কিন্তু তাহা না হওয়ায় ঐপদটী পঞ্চম্যন্ত জানিয়া "শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবের গুণ-নামাদি" এই অভেদ অর্থই সঙ্গত। এস্থলে উভয়ের অভেদই তাৎপর্য্য নহে। শ্রীবিষ্ণোঃ শব্দে 'শ্রী'পদ বিষ্ণুরই প্রাধান্য বিবক্ষরে প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব শিব-নামাপরাধ বাক্যে শিবশব্দেও মুখ্যত্ব হেতু শ্রীবিষ্ণুই প্রতিপাদিত হইয়াছেন। সহস্র-নামাদিতেও স্থাণু, শিব প্রভৃতি শ্রীবিষ্ণুরই নাম।

শ্রুতিশাস্ত্র নিন্দা দত্তাত্রেয় ও ঋষভদেবের উপাসকগণ পাষণ্ডমার্গানুসারে বেদাদিশাস্ত্রে নিন্দা করে। হরিনামে অর্থবাদ—শাস্ত্রাদিতে হরিনামের যে-সকল অতুলনীয় মাহাত্ম্য দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল স্তুতি মাত্র।

কল্পন—গৌণীতুপ্রতিপাদনার্থ উপায়ন্তর চিন্তা।

নামাপরাধী ব্যক্তি নিরন্তর নামকীর্ত্তন করিবে, ঐ নামসমূহ তাহাকে অপরাধ হইতে মুক্ত করেন। এইরূপ উক্তি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

পতিতপাবনী গঙ্গা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২১শ-বর্ষ, ১১শ-সংখ্যা, ৪৩১ পৃষ্ঠার পর)

গঙ্গাকে বিষ্ণুবস্তু জানিয়া ভক্তগণ যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করেন, অন্য কেহই তাদৃশ সম্মান প্রদর্শন করিতে সমর্থন হন না। গঙ্গাকে বিষ্ণু হইতে অভিন্নবোধে ভক্তগণ সর্ব্বদা তাঁহাকে উত্তমাঙ্গে স্থান প্রদান করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভুই তাহার প্রমাণ। আবার বর্ত্তমান যুগে শ্রীগৌরলীলায় ভক্তগণের গঙ্গার প্রতি আচরণ বিশেষভাবে আলোচ্য।

ভক্তপ্রবর শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি পাদস্পর্শভয়ে গঙ্গাস্নান করিতেন না, এমন কি, লোকসকল গঙ্গায় প্রাকৃত-জলবুদ্ধি করিয়া কুল্লোল, দন্তধাবন, কেশসংস্কার করিত বলিয়া দিবাভাগে গঙ্গা-দর্শন করিতেন না। কর্ম্মিগণের একদিকে গঙ্গায় পূজ্যবুদ্ধি, অন্যদিকে সামান্য জলজ্ঞানে দন্তধাবনাদি অনাচার দেখিয়া ভক্তগণের হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখের উদয় হয়; কিন্তু মহাপ্রভুর অনুগত ভক্তগণ যে গঙ্গাস্নানাদি করিতেন, তাঁহাদের আচরণ ঐসকল কর্ম্মীর অপরাধ-পূর্ণ আচরণের সহিত কখনই এক নহে'—তাহা কখনও পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির দুঃখের কারণ হইতে পারে না। এস্থলে সংশয় হইতে পারে—'পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি জলব্রহ্ম-জ্ঞানে গঙ্গাস্নানাদি করিতেন না, আবার অন্যান্য ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে গাঙ্গাস্নান প্রভৃতি কার্য্যে রত থাকিতেন। ইহাদের আচরণ পরস্পর যেন বিরুদ্ধ। ইহার সমাধান কি? ইহার একমাত্র সমাধান এই যে, ভক্তগণের আচরণ প্রকৃত চক্ষে পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইলেও বস্তুতঃ বিরুদ্ধ নহে, একতাৎপর্য্যপর। ভক্তগণ বিভিন্নপ্রকার আচরণের দ্বারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যা-নিধির আচরণে গঙ্গা যে অপ্রাকৃত বিষ্ণু বস্তু, তাহাতে কর্ম্মিগণের ন্যায় প্রাকৃতবুদ্ধি অপরাধ—ইহাই জানা যায়; আবার অন্য দিকে ভক্তের আনুগত্যে চিন্ময়-বুদ্ধির সহিত স্নান-পানাদিদ্বারা গঙ্গাসেবাই কর্ত্তব্য এবং তাহাতেই বিষ্ণুর সন্তোষ হয়, ইহাই বুঝা যায়। অতএব উভয়েরই আচরণ একতাৎপর্য্যপর। গঙ্গাস্নানাদি যাবতীয় কার্য্য ভক্তের আনুগত্যেই করিতে হইবে, তাহা হইলেই সেই সকল কার্য্য ভগবানের সন্তোষ উৎপাদনে সমর্থ হইবে।

বিষ্ণুপাদ-জলে সামান্য জলবুদ্ধি নামে প্রাকৃত শব্দবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি বিষ্ণুর সহিত অন্য দেবদেবীর সাম্যবুদ্ধি অনন্ত নরকলাভের মূল কারণ।

অপ্রাকৃত সেবাপর ভক্ত ব্যতীত ভক্তধ্রুব বা অন্যান্য যাবতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণের মধ্যে ঐসকল দোষ পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান।

ভক্তগণ কিরূপে গঙ্গাকে দেখিয়া থাকেন, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ-লীলার শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে গঙ্গাস্নান ও স্তবমুখে আচরণপূর্ব্বক সর্ব্বজীবকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, যথা—

নিত্যানন্দ সঙ্গে করি' গঙ্গায় মজ্জন।
'গঙ্গা গঙ্গা' বলি' বহু করিল স্তবন॥
পূর্ণ করি' করিলেন গঙ্গাজল পান।
পুনঃ পুনঃ স্তুতি করি' করেন প্রণাম॥
প্রেমরস-স্বরূপ তোমার দিব্য জল।
শিব সে তোমার তত্ত্ব জানেন সকল॥
সকৃৎ তোমার নাম করিলে শ্রবণ।
তার বিষ্ণুভক্তি হয়, কি পুনঃ ভক্ষণ॥
তোমার প্রসাদে সে শ্রীকৃষ্ণ হেন নাম।
স্ফুরয়ে জীবের মুখে, ইথে নাহি আন॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ—অন্ত্য, ১।১১৩-১১৭)

গঙ্গোদক পান করিতে যে পরম মঙ্গল হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। একবার মাত্র 'গঙ্গা'--এই শব্দ শুনিলেই জীবের ভগৎসেবা-প্রবৃত্তির উদয় হয়। গঙ্গার কৃপায় জীবের শ্রীকৃষ্ণনাম স্ফূর্ত্তি পায়।

—শ্রীনিকুঞ্জবিহারীদাস ব্রহ্মচারী

মায়ার সংসার

আমরা এই জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সংসার বলিয়া একটী জিনিষ পাই। সুন্দর সাজানো সংসার এবং কত প্রকার বিচিত্রতা; আমার ভোগের জন্য কত কত সামগ্রীই না আমার জন্মের পূর্ব্ব হইতেই সৃষ্ট হইয়া আছে। এই সংসার-ভোগের মূলে অনাদিবহির্ম্মুখতা এবং তৎফলে মায়াদেবীর আধিপত্যে ত্রিতাপ-যন্ত্রণা ভোগ।

সংসার যে কৃষ্ণের এবং জগতের একমাত্র ভোক্তা যে কৃষ্ণ, তাহা ভুলিয়া গিয়া আমি ভোক্তা, আর জগৎ-সংসার আমার ভোগ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শ্রীভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন,—"অহং হি সর্ব্বজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।" আমি নিত্য কৃষ্ণদাস, তাহা বিস্মৃত হইয়া নিজেই প্রভু সাজিয়া বসিয়াছি। এই যে নিজেকে প্রভু সাজাইয়া জগতের সমস্ত বস্তু দ্বারা কৃষ্ণসেবা বাদ দিয়া নিজের সেবা করাইয়া লওয়ারূপ ভুল, এই ভুলের জন্য আমাদের অনাদিকাল কতপ্রকার দণ্ড পাইতে হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারদুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

এত প্রকার দণ্ড পাইয়াও আমরা ভুল সংশোধন করিবার জন্য যত্ন করি না। উষ্ট্রের কাঁটা ঘাস খাওয়ার ন্যায় কাঁটা খাইতে খাইতে মুখ কাটিয়া ক্ষতবিক্ষত হইতেছে তবুও তাহাই পুনঃ পুনঃ চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করিতেছি। আমাদের অবস্থাও ঠিক এইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অপরাধ করিলেই দণ্ড অবশ্যম্ভাবী। চুরি করিলেই জেলে যাইতে হইবে। জানিয়া শুনিয়াও পুনঃ পুনঃ জেল খাটিয়াও চোর চৌর্য্যকার্য্য হইতে বিরত হয় না। এ সংসারে আমরাও ঠিক ঐরূপ চৌর্য্য-কার্য্যেই রত। সমস্ত বস্তুর একমাত্র ভোক্তা ভগবান্, তাঁহার ভোগ্য দ্রব্য সকল তাঁহাকে বাদ দিয়া নিজে ভোগ করিতে গিয়া সংসাররূপ কারাগারে বন্দী হইতেছি।

আমরা কেহ হয় ত' নিজেই সেব্য সাজিয়া জগতের পদার্থগুলির দ্বারা নিজের সেবা করাইয়া লইতেছি, আবার কেহ হয় ত' প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে ভগবানের সেবা বাদ দিয়া দ্রব্যগুলিকে ত্যাগ করিয়া ফল্গু বৈরাগ্য অবলম্বন করিতেছি। তাই আমাদের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু উপদেশ দিয়াছেন—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণ-সম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

সংসার তো আমরা সকলেই করিতেছি। যে যত বেশী সংসারী, সে তত লোকের নিকট হইতে বাহাদুরী লইতেছে; কিন্তু সংসারে যে 'সং সাজাই সার' হইয়া যাইতেছে, তাহার দিকে আমাদের আদৌ খেয়াল নাই। কৃষ্ণের

সেবকসূত্রে যিনি সংসার করিবেন, তিনিই প্রকৃত সংসারী। তাঁহার সংসারই কৃষ্ণ-সংসার। তিনি নিত্যকাল সংসার করিবেন, তাঁহার সংসার দুই দিনের জন্য নয়। কারণ, ভগবান্ নিত্যবস্তু, তাঁহার সেবক নিত্য এবং সেবা নিত্যা।

এ সংসারে অধিকার কাহার? যেমন একটি বাড়ীতে প্রভু আছেন এবং ভৃত্য আছে। ভৃত্যটী বাড়ীর কর্ত্তার দাসত্ব যেদিন হইতে স্বীকার করিয়াছে, সেই দিন হইতে সে-বাড়ীতে তাহার অবাধ গতি। বাড়ীর প্রত্যেকটী জিনিষ সে অবাধে নাড়া চাড়া করিতে পারে এবং সেবকসূত্রে যথাসম্ভব ভোগ করিতে পারে। কিন্তু সেই একই বাড়ীতে অন্য কোনও একটী লোক, এমন কি সেই ভৃত্যটীর কোনও বন্ধু-বান্ধব হইলেও যদি সেই বাড়ীর তৃণ গাছায়েও হাত দেয় তবেই সে চোর বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। যে মুহূর্ত্তে আমরা ভগবানের দাসত্ব স্বীকার করিব, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই ভগবানের সংসারে সেবকসূত্রে অবাধ গতি হইবে এবং তখনই আমরা সংসাররূপ কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণের সংসারের 'সংসারী' হইয়া নিত্য আনন্দ লাভ করিব। তখন হইতে আর আমাদের কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে না। কারণ কর্ম্ম তখন নিজের জন্য না হইয়া হইবে প্রভুর জন্য। তাই ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

"তোমার সংসারে　　করিব সেবন
নহিব ফলের ভোগী।
তব সুখ যাহে　　করিব যতন
হ'য়ে পদে অনুরাগী॥"

কৃষ্ণের সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ, তাহা না জানার জন্য আমরা এইরূপ অবস্থায় পতিত। একমাত্র কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম ছাড়া আমাদের এ সম্বন্ধ-কেহই জানাইতে পারেন না। সেই সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা নিত্যানন্দভিন্ন শ্রীগুরু পাদপদ্মসেবা করিতে পারিলে গুরুকৃপাবলে কৃষ্ণসেবা স্ফূর্ত্তি হওয়ায় তখনই নিত্য-আনন্দ লাভ হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবা বাদ দিয়া কৃষ্ণসেবা হয় না বা হইবে না।

"তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ।"

—শ্রীগজেন্দ্রমোক্ষণ দাসাধিকারী
কল্যাণপুর (মেদিনীপুর)।

স্বরূপেতে শ্রীধাম দর্শন

জীবের দুইপ্রকার দর্শন। ভগবদ্-বহির্ম্মুখ জীব প্রপঞ্চে আগমন করিয়া রূপ-রসাদিকে নিজের ভোগ্য-সামগ্রী জ্ঞান করে। অদ্বয়জ্ঞান শ্রীভগবান্‌ই যে একমাত্র ভোক্তা, যাবতীয় বস্তু তাঁহার ভোগ্য, ইহা ভুলিয়া জীব দ্বিতীয়-বস্তু মায়াতে অভিনিবিষ্ট হয়। শ্রুতিকথিত "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" ভুলিয়া যাওয়ায় মায়াগ্রস্ত জীবের স্থাবর-জঙ্গমাদি প্রত্যেক বস্তুতে ইষ্ট-স্ফূর্ত্তি না হইয়া ভোগবুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন সেই জীব কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ, ঈশ ও ঈশিতব্য—উভয় বস্তুতেই ভোগ্যবুদ্ধির আরোপ করে। এইরূপ ভোগবৃত্তি লইয়া যে দর্শন, তাহারই নাম অক্ষজ বা ইন্দ্রিয়জ দর্শন। হরি-সেবাবিমুখ ইন্দ্রিয়মাত্রই ভোগপিপাসু; সুতরাং ঐসকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জীবের যতপ্রকার দর্শন, তাহা হরিবিমুখ বা মায়িক দর্শন ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। যে কর্ম্ম ভগবৎসেবাপর নহে, যে জ্ঞান ভগবানের নিত্য ভক্ত্যুদ্দেশক নহে, যে যোগ ভগবানের নিত্যসুখ-তাৎপর্য্যবিশিষ্ট নহে, তাহা ভগবৎ-সেবাবিমুখতা বলিয়া অক্ষয় জ্ঞানদ্বারা ভগবানের মাধুর্য্য বা ভগবচ্ছক্তির নিত্যত্ব উপলব্ধি হইতে পারে না।

শ্রীভগবানের পরস্পর বিরোধী গুণ—যথা মূর্ত্তত্ব ও বিভুত্ব, সর্ব্বারাধ্যত্ব ও গোপ্যত্ব, সর্ব্বজ্ঞতা ও নরভাব প্রভৃতি অসংখ্য বিরোধীগুণ যুগপৎ অতি সুন্দরভাবে অবস্থান করিয়া সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবানে পারিপাট্য বৃদ্ধি করিতে পারে। অক্ষজ দৃষ্টি তাহা ধারণা করিতে না পারিয়া ঐসকলকে মায়িক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হয়। এই অক্ষজ দৃষ্টি-দ্বারা ভগবানের তদ্রূপবৈভব শ্রীধাম দর্শন হয় না। ঐরূপ দৃষ্টিতে কাঠ-পাথর, গাছ, মাটি, স্ত্রীলোক, পুরুষ, মানুষ, গরু প্রভৃতির দর্শন হইয়া থাকে। কিন্তু জীবের যখন নিষ্কিঞ্চন সেবাধিষ্ঠিত সাধুগণের কৃপায় দ্বিতীয়াভিনিবেশ দূর হইয়া সেবাবৃত্তি ফুটিয়া উঠে, তখন জীব সেবোন্মুখ নেত্রে শ্রীধামের অপ্রাকৃততত্ত্ব ও চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন। তখন সেবোন্মুখ-নেত্রে জীব এইরূপ দর্শন করেন—

"সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল—ব্রজলোকধাম।
শ্রীগোলোক, শ্বেতদ্বীপ, বৃন্দাবন-নাম॥

সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু, কৃষ্ণতনুসমা।
উপর্য্যধো ব্যাপি' আছে নাহিক সীমা॥

ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তাঁ'র কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তাঁ'র নাহি দুই কায়॥

চিন্তামণি-ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তাঁরে প্রপঞ্চের সম॥
প্রেমনেত্রে দেখে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ।
গোপ-গোপী সঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ- আদি, ৫।১৭-২১)

"চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-লতাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"
(ব্রহ্মসংহিতা ৫।২৫)

সেবোন্মুখ জীব তখন আরও উপলব্ধি করেন যে,—"একমেব পরমং তত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপ-বৈভব-জীব-প্রধানরূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে সূর্য্যান্তরমণ্ডলস্থিত-তেজ ইব মণ্ডলস্তদ্বহির্গততদ্রশ্মিস্তৎপ্রতিচ্ছবিরূপেণ।" (শ্রীজীব গোস্বামীপাদ-কৃত ভগবৎসন্দর্ভে)

পরম তত্ত্ব এক। তিনি স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন। সেই শক্তি ক্রমে সর্ব্বদাই তিনি স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব প্রধানরূপে চতুর্দ্দা অবস্থান করেন। সূর্য্যমণ্ডলস্থ তেজোমণ্ডল, তাহার বাহিরে অবস্থিত সূর্য্যরশ্মি ও তাঁহার প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ দূরগত প্রতিফলন এই অবস্থার কথঞ্চিৎ উদাহরণস্থল। সচ্চিদানন্দমাত্র নাম ও বিগ্রহই তাঁহার স্বরূপ, চিন্ময় ধাম, সঙ্গী ও সমস্ত ব্যবহার্য্য উপকরণই স্বরূপ-বৈভব।

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি শ্রীভগবানের স্বাভাবিকী পরা শক্তি স্বীকার করিয়া বলেন,—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে। ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে॥
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে। স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ॥

অপ্রাকৃত-তনু শ্রীভগবানের একটি অবিচিন্ত্য পরা শক্তি আছে। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী শক্তি জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া ভেদে বিবিধা। এই তিন শক্তির প্রভাবে চিজ্জগৎ, জৈবজগৎ ও জড়জগৎ প্রকটিত হইয়াছে। আবার প্রত্যেক প্রভাবে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীরূপা ত্রিবিধা বৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। চিচ্ছক্তিতে যে সন্ধিনী-বৃত্তি, তাহার কার্য্যরূপে চিদ্ধাম চিদবয়ব, চিদুপকরণ ও সর্ব্বপ্রকার তদ্রূপবৈভব শ্রীভগবানের অচিন্ত্য শক্তিবলে নিত্যধামে বিরাজিত থাকিয়া যুগপৎ প্রপঞ্চে উদিত হইয়া সেবোন্মুখ ভক্তগণের প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনের নিকট প্রকাশিত হইয়া থাকেন; সুতরাং একমাত্র সেবোন্মুখ হরিজনই শ্রীধাম দর্শন করিতে পারেন। অপরে

ঐসকল হরিজনের আনুগত্য স্বীকার করিয়া যোগ্যতা লাভ করিলে শ্রীধামকৃপায় শ্রীধাম-দর্শন-সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইতে পারেন।

অপ্রাকৃত বা চিন্ময়-বস্তু শ্রীধামের চিন্ময়ত্ব জীব কোন্ সময় দর্শন করিবার সৌভাগ্য পান, তদ্বিষয়ে ভক্তকুলচূড়ামণি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তদীয় 'শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গে' এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

"যোগ্যতা লভিয়া সব জীবেন্দ্রিয়গণ।
চিন্ময় বিশেষ সুখ করে আস্বাদন॥
অযোগ্য ইন্দ্রিয় তাহা আস্বাদিতে নারে।
ক্ষুদ্র, জড় বলি' তা'রে নিন্দে বারে বারে॥
কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্ত-কৃপা যোগ্যতা-কারণ।
জীবে দয়া সাধুসঙ্গে লভে ভক্তজন॥
জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগে সেই যোগ্যতা না হয়।
শ্রদ্ধাবলে সাধুসঙ্গে করে জড় জয়॥
জড় কাল জীবেন্দ্রিয়ে ছাড়ে যেইক্ষণ।
জীব-চক্ষু করে ধাম-শোভা দরশন॥
মায়াজালাবৃত চক্ষু দেখে ক্ষুদ্রাগার।
জড়ময় ভূমি, জল, দ্রব্য যত আর॥
মায়া কৃপা করি' জাল উঠায় যখন।
আঁখি দেখে সুবিশাল চিন্ময় ভবন॥"

নিষ্কিঞ্চন শ্রীহরিজনের—শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের আনুগত্যেই শ্রীধাম-শোভা দর্শন ও শ্রীধামে বাস সম্ভব হয়। নিষ্কিঞ্চন হরিজনের আনুগত্য ব্যতীত শ্রীধাম-দর্শনের বা শ্রীধাম-বাসের প্রয়াস মক্ষিকার কাচপাত্রাভ্যন্তরস্থিত মধুভাণ্ড হইতে মধুগ্রহণের চেষ্টার ন্যায়, অথবা বিশ্বশ্রবা-তনয়ের সীতা-হরণের-চেষ্টার ন্যায় বৃথা প্রয়াস। ধাম ঐসকল জড়লোকগণের নিকট তাঁহার স্বরূপ আচ্ছাদন করিয়া রাখেন।

অতএব হে সুধী সজ্জনসকল! যদি আপনারা সত্য-সত্যই নিত্যমঙ্গল চান, শ্রীধাম-কৃপা, শ্রীনাম-কৃপা ও শ্রীনামীর কৃপা লাভ করিয়া মনুষ্যজীবনের প্রকৃত সার্থকতা লাভ করিতে চান, তবে সর্ব্বক্ষণ নিষ্কিঞ্চন সাধুগণের সঙ্গে থাকিয়া শ্রীনাম, শ্রীধাম ও শ্রীনামীর কামপরিপূরণ-সেবায় আত্ম-নিয়োগ করুন।

—শ্রীকৃষ্ণস্বামীদাস ব্রহ্মচারী

তীর্থ-পরিক্রমা-সমীক্ষা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২১শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩৮ পৃষ্ঠার পর)

আমাদের মোটরখানি সন্ধ্যায় জয়পুরে পৌঁছিলে তথাকার আমাদের একজন সতীর্থ আমাদিগকে আগরওয়ালা নামক এক সুন্দর ধর্ম্মশালায় রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করিয়া দেন।

তৎপর দিবস প্রাতে আমরা গলতাগাদী যাত্রা করি। সেই পাহারের নিঝুম-শান্ত দৃশ্যাবলী যাত্রিগণকে আনন্দ দান করিয়াছিল। হেটে হেটে যখন আমরা পাহার অতিক্রম করতঃ পাহারের একশিখর হইতে অপর শিখরের দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম তখন অসংখ্য বানরগুলিকে যাত্রিগণ ছোলা, বাদম, বেগুন প্রভৃতি ফলাদি বিতরণ করতঃ আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন। সেই পাহারমধ্যে কদম্বকুণ্ড, গালব-ঋষিকুণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন কুণ্ডে যাত্রিগণের স্নান তর্পনাদি সমাপ্ত হইলে পর আমরা শ্রীনৃত্যগোপালজী মন্দিরে উপনিত হই। তথায় উপস্থিত হইলে মন্দির-প্রাঙ্গনে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ প্রমুখ বৈষ্ণবগণ তত্তৎ বিভিন্নস্থানগুলির মাহাত্ম্য বর্ণন করেন। পরিশেষে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ** শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরতত্ত্ব সম্পর্কে বলিতে গিয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য-ভাস্কর শ্রীশ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুবর-এর বিজয়-বৈজয়ন্তী ক্ষেত্র এই গলতাগাদী পাহারের এক ঘটনা উল্লেখ করেন। গলতা পাহাড়েই শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভু রামানন্দী, শাঙ্কর, শৈব, প্রভৃতি বহু ধর্ম্মযাজী পণ্ডিতগণের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথই যে সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা শাস্ত্র যুক্তির দ্বারা স্থাপন করেন। স্থানাভাবে এখানে তাহা যথাযথ বর্ণনা করা সম্ভব হইল না। পাঠকবর্গের কিঞ্চিৎ অবগতির জন্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর অলৌকিক শক্তির পরিচয় সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা করা হইতেছে, যথা—

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শনান্তে শ্রীবৃন্দাবনে পৌঁছিয়া যখন শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন সেই সময়ে জয়পুরে শ্রীগোবিন্দজী ও শ্রীনারায়ণের পূজা লইয়া এক গোলমাল উপস্থিত হয়। শ্রী-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ শ্রীগোবিন্দ পূজার অগ্রেই শ্রীনারায়ণ পূজার প্রথা চালাইবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সদাচারী রাজা তাহাতে সম্মত না হইয়া এই সম্পর্কে যথাযথ যুক্তি-বিচার প্রদর্শন হওয়া প্রয়োজন মনে করতঃ

শ্রীগোবিন্দজীর মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নিকট লোক পাঠাইলেন—যাহাতে সম্মুখ আলোচনা সভায় তিনি উপস্থিত হন। শ্রীঠাকুর মহাশয় অত্যন্ত বৃদ্ধাবস্থায় জয়পুর যাইতে অশক্ত হওয়ায় কিশোর শ্রীবলদেবকে পাঠাইলেন।

দীন-বেশে কিশোর শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভু বিচার-সভায় উপস্থিত হওয়ায় রাজা প্রথমে নিরাশ হইয়াছিলেন। যাহা হউক শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি কোন্ সম্প্রদায়-এর অনুগামী এবং কোন্ ভাষ্য লইয়া বিচার করিবেন জানিতে চাহিলে তিনি ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ও মধ্বভাষ্য লইয়া আলোচনা করিবেন জানাইলেন। তখন তাঁহারা বলিলেন "মধ্বের ভাষ্যে কেবল কৃষ্ণই প্রতিষ্ঠিত, শ্রীরাধার প্রতিষ্ঠা নাই। শ্রীগোবিন্দজী কি শ্রীরাধাকে ছাড়িয়া পূজা লইবেন? দ্বিতীয়তঃ শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে বেদান্তের কোন ভাষ্য নাই! এমত অবস্থায় তাঁহারা সম্প্রদায়-ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করাও বিচার সাপেক্ষ।" শ্রীল বলদেব দেখিলেন যে, শ্রীমধ্বভাষ্যের দ্বারা চলিবে না। তাই তিনি কয়েক দিবসের অবসর লইয়া শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দিরে বসিয়া গোবিন্দজীর আজ্ঞাক্রমে সূত্রভাষ্য, গীতাভাষ্য, সহস্র-নামভাষ্য ও উপনিষদ্ ভাষ্য লিখিয়া ফেলিলেন, পরে সভায় বিচার করিয়া শ্রী-সম্প্রদায়দিগকে নিরস্তপূর্ব্বক শ্রীরাধা-গোবিন্দজীর সেবা বজায় রাখিলেন। সেই বিদ্বৎসভা হইতে বলদেবকে "বিদ্যাভূষণ" উপাধিতে ভূষিত করেন।

গলতাগাদীস্থ শ্রীনৃত্যগোপালজী মন্দির-প্রাঙ্গণের প্রবেশদ্বার সম্মুখ মন্দির-অভ্যন্তরে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ এবং প্রবেশদ্বারের বামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও দক্ষিণে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সীতাদেবী সেবিত হইতেছিলেন। এই তিনের তত্ত্বগত যদিও কোন প্রভেদ নাই কিন্তু রসগত উৎকর্ষতা সম্পর্কে যুক্তি-বিচার আলোচিত হওয়ায় শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভু বলিয়াছিলেন, যদি শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব হন তবে রাধারাণীসহ তিনি প্রবেশ দ্বারের সম্মুখস্থ শ্রীমন্দিরে উপনিত হইবেন এবং শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ ত্যক্তস্থানে গমন করিবেন। তৎপর দিবস প্রাতেঃ দেখা গেল সত্যি সত্যিই সেবিত বিগ্রহগণস্থান পরিপর্ত্তন করতঃ বিরাজমান হইয়াছেন। এবম্প্রকারে শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভু অলৌকিক শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান করতঃ বিশ্ববাসীর সকাশে সম্প্রদায়ের মর্য্যাদা উজ্জলতর করিয়াছেন।

যাহাহউক এইস্থান দর্শনান্তে জয়পুর সহরস্থ শ্রীগোবিন্দজী মন্দির ও শ্রীরাধাদামোদর মন্দির দর্শনান্তে মধ্যাহ্নে আমাদের আবাসস্থলে পৌঁছিয়া প্রসাদ পাই।

বৈকালে শ্রীগোপীনাথ মন্দির দর্শন করিয়া পুনঃ শ্রীগোবিন্দজী মন্দির দর্শন করতঃ প্রত্যাবর্ত্তন করি। অনেক যাত্রী সহরস্থ বিভিন্ন দর্শনীয়গুলিও দর্শন করেন।

২৯শে কার্ত্তিক, ১৫ই নভেম্বর শুক্রবার দিন প্রাতে শ্রীল বামন মহারাজ ও শ্রীল নারায়ণ মহারাজের নিকট বিদায় লইয়া বাসযোগে **পুষ্করতীর্থ** অভিমুখে রওয়া হই। পথিমধ্যে আজমীরে পৌঁছিয়া জলযোগ করতঃ মধ্যাহ্নে পুষ্করে পৌঁছিয়া ধর্ম্মশালায় আমাদের আস্তানা করি এবং শ্রীপুষ্করে স্নানান্তে প্রসাদ গ্রহণ করি। বৈকালে পুষ্কর পরিক্রমা করতঃ রঙ্গনাথ মন্দির, দ্বারকাধীশ মন্দির, বরাহ মন্দির রমা-বৈকুণ্ঠনাথ মন্দির, প্রজাপতি ব্রহ্মার মন্দির প্রভৃতি অনেক মন্দির দর্শনান্তে গোঘাটে সন্ধ্যারতি দর্শনান্তে আমাদের আবাসস্থলে পৌঁছি। এই দিন সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ এই স্থানের অশেষ মহিমা-কীর্ত্তন করেন।

তৎপর দিবস সকালে পদব্রজে সাবিত্রীর দর্শনকামনায় **সাবিত্রী** পাহাড়ে আরোহণ করতঃ সাবিত্রী দর্শন করি। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ যাত্রীগণ পুষ্করে শ্রাদ্ধ তর্পনাদি সমাপন করেন।

১লা অগ্রহায়ণ, ১৭ই নভেম্বর, সোমবার দিন প্রাতেই বাসযোগে রওনা হইয়া মধ্যাহ্নে বিজয়নগর হইয়া **নাথদ্বারে** পৌঁছিয়াই শ্রীনাথজী দর্শন করি। দুপুরে প্রসাদ পাইয়া কিছুসময় বিশ্রাম করতঃ সন্ধ্যার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে সন্ধ্যারতি দর্শন মানসে শ্রীনাথজী মন্দিরে উপনীত হইয়া দর্শনান্তে আমাদের প্রতিক্ষালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ প্রসাদ পাইয়া শ্রীধাম দ্বারকা দর্শনের অপেক্ষা করিতে থাকি।

তৎপরদিবস ভোড়ে বাসযোগে রওনা হইয়া ফাল্না ষ্টেশনে মধ্যাহ্নে পৌঁছিয়া প্রসাদান্ন পাই। বৈকালে ট্রেণযোগে **পোরবন্দন** অভিমুখে রওনা হই। এই দিন রাত্রে খাবার কার্য্য ট্রেণেই করা হয়। শেষরাত্রে মেহশানা জংশনে পৌঁছি। প্রাতকৃত এখানে সেরে সুরেন্দ্রনগর পৌঁছিয়া জলযোগ করি এবং ১১॥ টা নাগাদ রাজকোটে পৌঁছিয়া মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাই। এইস্থান হইতে রাত্রের ট্রেনে পোরবন্দর অভিমুখে রওনা হই।

ভোরের সময় পোরবন্দরে পৌঁছিয়া ষ্টেশন ধর্ম্মশালায় উঠি। এই দিন তথায় শ্রীসুদামাবিপ্রের পুরী দর্শন, যোগেশ্বর মহাদেবের মন্দির দর্শনান্তে গান্ধীজীর জন্মস্থান দর্শন করিয়া পরিশেষে সাগর দর্শন ও স্নান করে ধর্ম্মশালায় উপনিত হই। মধ্যাহ্নে একাদশীর অনুকল্প করতঃ পূর্ব্বাহ্নে বাসযোগে মূলদ্বারকা রওনা হই। মূলদ্বারকায় সন্ধ্যায় পৌঁছিয়া অন্নের ব্যবস্থা করা হয়।

৫ই অগ্রহায়ণ, ২১শে নভেম্বর, শুক্রবার দিন সকালে **মূলদ্বারকা** দর্শনান্তে প্রসাদ পাইয়া বাসযোগে **গোমতীদ্বারকা** অভিমুখে রওনা হই। গোধূলীলগ্নে গোমতী দ্বারকায় পৌঁছি ও ধর্ম্মশালায় আমাদের জিনিষপত্র রেখে গোমতী স্পর্শনান্তে শ্রীমন্দিরে আরতি দর্শন করি। আরতি দর্শনান্তে বিভিন্ন মন্দিরাদি দর্শন করতঃ সাগর সৈকতে পৌঁছিয়া শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে সমুদ্রের তরঙ্গমালা অবলোকন করায় অতীত দ্বারকার গৌরবময় ইতিহাস বারে বারে মনে পড়িতে লাগিল। তদন্তর আমরা বিশ্রামাবাসে পৌঁছি। রাত্রে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ দ্বারকা-লীলা ও তৎ-মাহাত্ম্য সম্পর্কে গভীর তত্ত্ব উদ্ঘাটন করতঃ যাত্রিগণকে ভক্তিধর্ম্মে আপ্লুত করান। অতঃপর রাত্রে প্রসাদ পাইয়া শয়ন করি।

তৎপর দিবস ব্রহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি দর্শন করতঃ আমরা সকলেই গোমতীস্নান সমাপন করি। তদন্তর ধর্ম্মশালায় পৌঁছিয়া শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করা হয় এবং পরে প্রাতরাশ করতঃ সহর দর্শনের জন্য অনেকেই গমন করেন। ঐদিন অপরাহ্নে বাসযোগে **বেটদ্বারকা** অভিমুখে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যায় ওখা ষ্টেশনে পৌঁছিয়া এক ধর্ম্মশালায় রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করি।

৬ই অগ্রহায়ণ, শনিবার দিন প্রাতঃকালে লঞ্চযোগে **বেটদ্বারকায়** পৌঁছিয়া তত্তৎদর্শনীয় স্থানগুলি দর্শন করি। তৎপরে তথায় মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য রান্না করতঃ দুপুরে প্রসাদ পাই। ঐ দিনই বৈকালে বেটদ্বারকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ ওখায় পূর্ব্বের ধর্ম্মশালায় পৌঁছিয়া রাত্রিযাপন করি।

৭ই অগ্রহায়ণ, রবিবার দিন সকাল রান্না করতঃ ট্রেণযোগে দিল্লী অভিমুখে রওনা হইয়া সন্ধ্যায় রাজকোটে পৌঁছি। তথায় রাত্রে রান্না করতঃ প্রসাদ পাইয়া রাত্রের ট্রেণে যাত্রা করিয়া পরদিন ভোরের সময় মেহশানায় পৌঁছি। মেহশানায় রান্নাদি করতঃ প্রসাদ পাইয়া রাত্রের

জন্য প্রসাদান্ন ও লুচি প্রস্তুত করিয়া ট্রেণযোগে দিল্লী অভিমুখে রওনা হই। বাকী দিন ও সম্পূর্ণ রাত্রি ট্রেণেই অতিবাহিত হয়। ট্রেণখানি চলন্ত অবস্থায়েও কীর্ত্তন ও মাঝে মাঝে হরিকথা আলোচনা হইতেছিল।

৯ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার দিন ভোরের সময় দিল্লী ষ্টেশনে পৌঁছিয়া আমাদের আবাসস্থল ঠিক করি। তথায় রান্নার ব্যবস্থা করতঃ রিজার্ভ-বাসযোগে **দিল্লী মহানগরীর** দর্শনীয় স্থানগুলি দর্শন করিতে যাই। দুপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ প্রসাদ পাইয়া পুনঃ দর্শনের জন্য উক্ত বাসে গমন করি। রাত্রে আবাসস্থলে পৌঁছিয়া রাত্রে প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করি।

১০ই অগ্রহায়ণ, সকালে প্রাতরাশ সমাপন করতঃ ট্রেণযোগে **কুরুক্ষেত্র** রওনা হই। পূর্ব্বাহ্নে কুরুক্ষেত্রে পৌঁছিয়া ধর্ম্মশালায় উপনিত হই। তথায় দুপুরে প্রসাদ পাইয়া একটু বিশ্রাম করা হয় এবং বৈকালে ট্যাঙ্গাযোগে সূর্য্যকুণ্ড, ধ্রুব-মন্দির, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, পঞ্চপাণ্ডব মন্দির, ভদ্রকালী, শ্রীব্যাস গৌড়ীয় মঠ, গীতাভবন, বিরলামন্দির, কুন্তিঘাট, সর্ব্বেশ্বর মহাদেব, বাণগঙ্গা, জ্যোতিশ্বর প্রভৃতি দর্শনান্তে রাত্রে আমাদের আস্তানায় প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ প্রসাদ পাইয়া শয়ন করি।

১১ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার প্রাতঃরাশ সমাপন করতঃ বাসযোগে **হৃষীকেশ** যাত্রা করি। হরিদ্বারে দুপুরে পৌঁছে রান্নাদি করতঃ প্রসাদ পাইয়া ঋষিকেশ যাত্রা করতঃ সন্ধ্যায় তথায় পৌঁছি। সন্ধ্যায় গঙ্গা স্পর্শনান্তে রামসীতা মন্দির, ভরত মন্দির, ঋষিকুণ্ড প্রভৃতি দর্শনান্তে আমাদের আবাস-স্থলে পৌঁছি ও রাত্রে প্রসাদ পাইয়া শয়ন করা হয়।

তৎপরদিবস প্রাতেঃ ট্যাঙ্গাযোগে **লক্ষ্মণঝোলা** দর্শন কামনায় যাত্রা করি। লক্ষ্মণঝোলা দর্শন করিয়া গীতাভবনে উপনিত হই এবং তথায় জলযোগ করা হয় ও তত্তৎদর্শনীয়সমূহ দর্শনান্তে গঙ্গা অতিক্রম করতঃ পুনঃ ট্যাঙ্গাযোগে ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রসাদ পাই। ঐ দিন বৈকালে বাসযোগে **হরিদ্বারে** পৌঁছিয়া ধর্ম্মশালায় উঠি ও সন্ধ্যায় হর্‌কিপইঁরীতে উপনীত হইয়া সন্ধ্যারতি দর্শন করি ও পরে বিভিন্ন মন্দিরাদি দর্শনান্তে আমাদের আস্তানায় প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ যথারীতি প্রসাদ পাই।

১৩ই অগ্রহায়ণ, শনিবার দিন প্রাতে কঙ্খল দর্শন কামনায় ট্যাঙ্গাযোগে দক্ষরাজ বাড়ী, অবধূত মণ্ডল, ভীমগড়া, সপ্তঋষি আশ্রম, শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়

মঠ দর্শনান্তে মধ্যাহ্নে গঙ্গায় স্নানান্তে ধর্ম্মশালায় পৌঁছিয়া প্রসাদ পাই। ঐ দিন বৈকালে সহরে বিভিন্ন জিনিষপত্র ক্রয় করার জন্য যাত্রীগণ গমন করেন এবং পরে সন্ধ্যারতি দর্শনান্তে ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ প্রসাদ পাইয়া রাত্রির ট্রেনে নৈমিষারণ্য অভিমুখে রওনা হই এবং সম্পূর্ণ রাত্রি ট্রেনেই অতিবাহিত হয়।

১৪ই অগ্রহায়ণ, সকালবেলা বালামো জংশন হইয়া পূর্ব্বাহ্নেই **নৈমিষারণ্যে** পৌঁছি। তথায় পৌঁছিয়াই ধর্ম্মশালায় আমাদের আস্তানা ঠিক করি এবং চক্রতীর্থে স্নানের জন্য যাত্রা করি। যাত্রীগণের স্নানাদি সমাপ্ত হইলে ধর্ম্মশালায় পৌঁছিয়া প্রসাদ পাই। ঐ দিন বৈকালে দর্শনীয় স্থানগুলি দর্শন ও পরিক্রমা করি। পাঠকবর্গের কিছু অবগতির জন্য যৎকিঞ্চিৎ নৈমিষারণ্যের বর্ণনা করিলাম, যথা—

শ্রীনৈমিষারণ্য গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত। এই নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সহস্রবর্ষব্যাপী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইঁহার অপর নাম অনিমিষ-ক্ষেত্র। 'অনিমিষ'-শব্দে বিষ্ণু। শ্রীবিষ্ণুর ঈক্ষণ প্রাকৃত চক্ষুর ন্যায় নিমেষ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় না। নিগমকল্পতরু গলিত-ফল শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তনপীঠ এই শ্রীনৈমিষারণ্য। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় অধিবেশন এই স্থানেই হইয়াছিল। শ্রীসূতগোস্বামী প্রভু শৌনকাদি ষষ্টিসহস্র ব্রাহ্মণ-ঋষিগণের নিকটে ব্যাসাসনে উপবিষ্ট হইয়া গুরুগোস্বামীরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রৌতসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই স্থানে পরমহংসী সংহিতা কীর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া এই স্থানের নাম পরমহংস বা বৈষ্ণবক্ষেত্র।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ তথা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও অন্যান্য গুরুবর্গেরও পদাঙ্কপূত এই স্থান। ইহা অপ্রাকৃত বিষ্ণুক্ষেত্র ও এইস্থানে বহু তীর্থ বিরাজিত। শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীপরমহংস মঠ, শ্রীব্যাসগাদী, শ্রীসূতগাদী, শ্রীচক্রতীর্থ, শ্রীললিতাদেবীর মন্দির, শ্রীললিতাকুণ্ড, শ্রীগোমতী, শ্রীনৃসিংহদেব ও শ্রীপঞ্চপাণ্ডবের স্থানও আছে।

বায়ুপুরাণ বলেন,— "ব্রহ্মার সৃষ্ট মনোময় চক্রের নেমি অর্থাৎ চক্রপরিধি যে দেশে কুণ্ঠীত হয়, সেই মুনিপূজিত পবিত্র তপোময় বন-ভূমিই— নৈমিষ।" অক্ষজজ্ঞান যতই মহামনীষার ইন্দ্রজালময় অলাত-

চক্ররূপে লোকের বিস্ময়োৎপাদনপূর্ব্বক জগতে ঘূর্ণয়মান হইতে থাকুক না কেন সেই অক্ষজজ্ঞানগরিমার চক্রসীমা যে স্থানে গমন করিয়া 'ইতি' লাভ করে, তৎসন্নিহিত অধোক্ষজের সেবাভূমিই — নৈমিষ। এখানে মনশ্চক্র মনোধর্ম্মের বৃত্ত, পরিধি অর্থাৎ প্রাকৃতজ্ঞান স্তব্ধ হইয়াছে। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার সৃষ্ট মনোময় চক্রের পরিধি যে-স্থানে স্তব্ধ হয়, সেই স্থানেই অধোক্ষজ ভগবৎসেবার প্রপক্ক ফল নিগমকল্পতরুর গলিতফল শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তনের পীঠ প্রকাশিত হইয়া থাকে,— তাহাই নৈমিষক্ষেত্র।

দ্বাপরযুগে শ্রীবলদেব প্রভু পাণ্ডবগনের সহিত কৌরবগণের যুদ্ধোপক্রম শ্রবণপূর্ব্বক এ বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিতে ইচ্ছা করিয়া তীর্থভ্রমনচ্ছলে দ্বারকা হইতে প্রস্থান করেন। তিনি প্রভাসতীর্থ, পৃথুদক, বিন্দুসরোবর, ত্রিতকূপ, সুদর্শন, বিশালী, ব্রহ্মতীর্থ, প্রাচী, সরস্বতীতীর্থ এবং গঙ্গা-যমুনার অভিমুখে যাবতীয় তীর্থে গমনপূর্ব্বক যে-স্থানে ঋষিগণ দ্বাদশ-বার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন সেই পবিত্র ও মনোরম স্থান নৈমিষারণ্যে বিষ্ণু ও সমগ্র বৈষ্ণবতন্ত্রের মূল পুরুষ শ্রীবলদেব প্রভু দ্বাপরযুগে এই স্থানে শুভাগমন করিয়া ধর্ম্মধ্বজিত্ব সংহার ও সেবোন্মুখ বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে চিদ্‌বলের সঞ্চার করিয়াছিলেন।

১৫ই অগ্রহায়ণ, সোমবার দিন সকালে চক্রতীর্থে স্নানতর্পনাদি করিয়া দুপুরে প্রসাদ পাই। বৈকালে বালামো যাত্রা করি ও রাত্রে ট্রেনযোগে তৎপরদিবস **অযোধ্যায়** পৌঁছি এবং এক ধর্ম্মশালায় উঠি। ধর্ম্মশালায় জিনিষপত্র রেখে ট্যাঙ্গাযোগে যমুনা স্নানে যাওয়ায় যাত্রীগণ তর্পনাদি করেন। পরে রামচন্দ্রের জন্মস্থান প্রভৃতি বহু মন্দিরাদি দর্শন করতঃ ধর্ম্মশালায় পৌঁছি।

বৈকালে সহর দর্শনের জন্য অনেক যাত্রীয়ে গমন করেন। রাত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রসাদ পাই। তৎপরদিবস সকালে প্রাতঃরাশ সমাপ্ত করিয়া ট্রেনযোগে মধ্যাহ্নে **বারাণসী** পৌঁছি। শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মশালায় উঠিয়া রান্নাদি করতঃ প্রসাদ পাই। এই দিন বৈকালে পাশাপাশি স্থানগুলি দর্শন করা হয়।

১৮ই অগ্রহায়ণ, সকালে ট্যাঙ্গাযোগে দশাশ্বমেধ ঘাটে পৌঁছিয়া স্নান-তর্পনাদি হইলে বিশ্বনাথ মন্দির, অন্নপূর্ণা মন্দির প্রভৃতি দর্শনাদি করিয়া

আমাদের আবাসস্থলীতে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ প্রসাদ পাই। এই দিন বৈকালে বিরলা মন্দির, দুর্গামন্দির, তুলসী মন্দির ও কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও আরও অন্যান্য দর্শনীয়গুলি সমাপ্ত করতঃ রাত্রে ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রসাদান্ন পাই।

১৯শে অগ্রহায়ণ, ৫ই ডিসেম্বর, শুক্রবার দিন আমাদের বিদায়ের পালা আরম্ভ হয়। কারণ এইস্থান হইতে আমাদের পরিক্রমা-পঞ্জী সমাপ্ত হয়। আমরা সকালে একাদশীর অনুকল্প করতঃ ট্রেনযোগে হাওড়া অভিমুখে রওনা হই। বলা বাহুল্য প্রায় দেড়মাস যাবৎ এই পরিক্রমাসঙ্গে যোগদানকারী ভক্তগণ পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণকালে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিদায় গ্রহণ করেন।

—প্রকাশক

সংগ্রহ করুন ! সংগ্রহ করুন !!

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ-কৃত

মায়াবাদের জীবনী

বা

বৈষ্ণব-বিজয়

প্রত্যেক ভক্তি-অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন।

ভিক্ষা—৩·০০ টাকা মাত্র